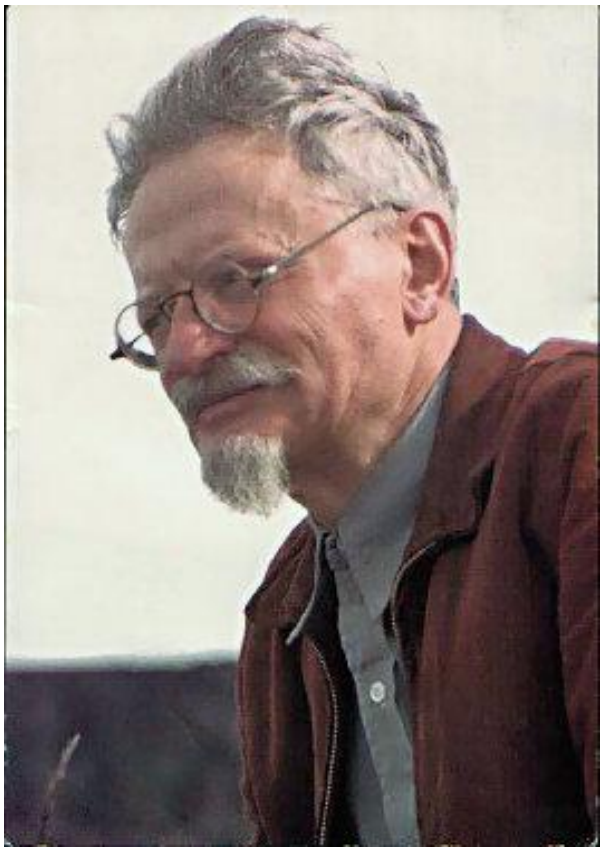
Leon Trotsky

My Life

লিও ট্রটস্কি

আমার জীবন



: বাংলা ভাষান্তর :

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অব.)

উ ৎ স র্গ

আমার মা

বেগম আরাফাতুন্নিসার

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

(জন্ম ১৯৩০ সনে এবং মৃত্যু ২২ জানুয়ারী ২০১২ খ্রি.)

My Life

An attempt at an autobiography

By

Leon Trotsky (1879-1940)

With an introduction
By Joseph Hansen

আমার জীবন

একটি আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা

লিও ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০)

ভাষান্তর :

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অব)

ফোন: ০১৭১৫৯৫৫৪৫৮

web: www.abm-ahsanullah.com
www.ihnbd.org

e-mail: ahsan_1951@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ:

প্রকাশক :

সহযোগিতায় : জাহী ওয়াসিফা হক, হুমায়ুন কবির ও জুবাইদা মিজান

স্বত্ত্ব :

প্রচ্ছদ : ভাষান্তরিক

পরিবেশক : ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক অথবা অঙ্কুর প্রকাশনী

মুদ্রণ :

মুল্য :

সূচী

ভাষান্তরিকের কথা		৫
ভূমিকা		৬
মুখবন্ধ		২৩
১।	ইয়ানুভ্‌কা	২৯
২।	আমাদের পড়শি এবং আমার প্রথম স্কুল	৪৮
৩।	ওডেসা : আমার পরিবার এবং আমার স্কুল	৫৮
৪।	বই ও প্রারম্ভিক বিরোধ	৭০
৫।	গ্রাম ও শহর	৮৩
৬।	পরিবর্তনের বাঁক	৯২
৭।	প্রথম বিপ্লবী সংগঠন	৯৯
৮।	প্রথম বন্দিজীবন	১০৬
৯।	প্রথম নির্বাসিত জীবন	১১২
১০।	প্রথম পলায়ন	১১৮
১১।	প্রথমবার দেশত্যাগ	১২৩
১২।	পার্টি কংগ্রেস ও ভাঙ্গন	১২৯
১৩।	রাশিয়ায় ফিরে আসা	১৩৯
১৪।	১৯০৫ এর বছরটি	১৪৬
১৫।	বিচার, নির্বাসন, পলায়ন	১৫৩
১৬।	দ্বিতীয় নির্বাসন: জার্মান সমাজতন্ত্র	১৬৩
১৭।	নয়া বিপ্লবের প্রস্তুতি	১৭৫
১৮।	যুদ্ধের শুরুতে	১৮৩
১৯।	প্যারিস ও জিম্মারওয়াল্ড	১৮৯
২০।	ফ্রান্স থেকে বহিস্কার	১৯৫
২১।	স্পেনের ভেতর দিয়ে	১৯৯
২২।	ন্যুয়র্ক	২০৮
২৩।	যুদ্ধবন্দি শিবিরে	২১৪
২৪।	পেত্রগ্রাদে	২১৮
২৫।	মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে	২২৬
২৬।	জুলাই থেকে অক্টোবর	২৩৩
২৭।	সিদ্ধান্তের রাতে	২৩৯
২৮।	১৯১৭ সালে 'ট্রটস্কিবাদ'	২৪৪
২৯।	ক্ষমতায়/স্মল্‌নিতে	২৪৭
৩০।	মস্কোয়	২৫৫
৩১।	ব্রেস্ট-লিটোভ্‌স্ক শান্তি আলোচনা	২৬৪
৩২।	শান্তি	২৭৫
৩৩।	স্তীয়াস্কে এক মাস	২৮৬
৩৪।	রেলগাড়িটি	২৯৭
৩৫।	পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষা	৩০৬
৩৬।	সামরিক বিরোধিতা	৩১৫
৩৭।	রণকৌশল নিয়ে মতানৈক্য	৩২৬
৩৮।	নয়া অর্থনীতির ক্রান্তিকাল এবং লেনিনের সাথে আমার সম্পর্ক	৩৩৩
৩৯।	লেনিনের অসুস্থতা	৩৩৯
৪০।	নকলবাজদের চক্রান্ত	৩৫৩
৪১।	লেনিনের মৃত্যু ও ক্ষমতার পরিবর্তন	৩৬২
৪২।	পার্টির ভেতর মতাদর্শিক সংগ্রামের শেষ সময়	৩৭৪
৪৩।	রাজনৈতিক নির্বাসন	৩৮৯
৪৪।	দেশ থেকে বহিস্কার	৩৯৯
৪৫।	ভিসাহীন গ্রহ	৪০৫
	কালনির্ঘন্ট	৪১৭
	অনুক্রমণিকা	৪২০

ভাষান্তরিকের কথা



মানব জাতির অগ্রগতিতে বিবর্তন এবং বিপ্লব দু'টি অপরিহার্য রূপান্তর প্রক্রিয়া। বিবর্তন নিত্য ও ধীরগামী, বিপ্লব আকস্মিক ও দ্রুতগামী। দীর্ঘ প্রচলিত ব্যবস্থা বা কাঠামোর সঙ্গে সময়ের চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সমন্বয় না ঘটলে বিবর্তন পেরে উঠে না, তখন বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিপ্লব সমাজে সবকিছুকে আপাতত এলোমেলো করে দিলেও একইসাথে ভারসাম্যও আনে, এমনকি নবজীবনেরও সূচনা ঘটায়। সৃষ্টিই বিপ্লবের প্রধান শর্ত, সহিংসতা আপেক্ষিক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানব সমাজের দ্রুত অগ্রগতির পথে বিপ্লবের ভূমিকাই প্রধান। কৃষিবিপ্লব অসহায় আদিম মানুষকে সভ্য ও স্বাবলম্বি করেছে। শিল্পবিপ্লব সভ্য মানুষকে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞান মনস্ক উন্নততর মানুষে রূপান্তরিত করেছে। তথ্য ও প্রযুক্তি বিপ্লব মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসে আরো প্রাপ্তির নেশায় ভূ-গর্ভের অতল গহ্বরে এবং নিজ গ্রহ ছাড়িয়ে মহাশূণ্যে ধাবিত করেছে। এই সাফল্যের ফলে আগামীতে 'মানুষ' সৌর জগত সহ মহাশূণ্যের অন্যান্য নক্ষত্রলোককে নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগাবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে ধাপে বহু বিপ্লবের দেখা মিলবে।

বিপ্লব একটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গিরণ, উল্কাপিণ্ডের পতন প্রভৃতি একেকটি প্রাকৃতিক বিপ্লব। এরা ধ্বংসের চেয়ে সৃজনই করে বেশী। বজ্রপাত বায়ূমণ্ডলে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সামুদ্রিক বন্যা-জলোচ্ছ্বাস বা আগ্নেয়গিরির লাভা ভূ-পৃষ্ঠকে উর্বর করে। বৃহত্তর বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেঃ পুরাতন পাথরের যুগ থেকে শুরু করে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, যৌনতা, শান্তি, প্রাগ-আধুনিক, উদারনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি থেকে হাল আমলের ডিজিটাল বিপ্লব পর্যন্ত। এগুলোকে এক কথায় বলা যায় সামাজিক বিপ্লব। মানব সমাজ এগিয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। সফলতার নামকরণ করা হয় আর ব্যর্থতার বিদ্রোহ।

আমাদের কাছাকাছি সময়ের একটি সাম্প্রতিক উপাখ্যান রুশ বিপ্লব। ১৯০৫ সালে শুরু হয়ে চলে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। তারপরেই, কারো মতে, তা মুখ থুবড়ে পড়ে, কারো মতে, স্তালিনবাদের পতন এবং ট্রটস্কিবাদের উত্থান ঘটে (যদিও ট্রটস্কি স্বয়ং ' ট্রটস্কিবাদ'কে স্বীকৃতি দেননি)। বিপ্লবী তত্ত্বের সূত্রানুসারে বিতর্কের উত্তর খুঁজতে গিয়ে রুশ বিপ্লবেরই অন্যতম নায়ক লিও ট্রটস্কির আত্মকথা 'মাই লাইফ' এর কাছে যাওয়া যেতে পারে। বইটি সে সময়ের স্বচ্ছ দলিল। লেখক নির্মোহভাবেই তার জীবনের, সমাজের ও ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরেছেন। বইটিতে রুশ বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতা, ভূল ত্রুটি, সবকিছু আছে। আগামী দিনের বিপ্লবীরা অতীতের গণমানুষের ভবিষ্যত নির্মাণে উদ্যোগী হতে চাইলে বইখানি অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্য হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। সুপ্রিম সোভিয়েত সহ পূর্ব ইউরোপে সর্বহারা গণ মানুষের মুক্তির কল্পিত স্বর্গ-রাজ্য সাম্যবাদে না এগিয়ে কেন পিছিয়ে পড়লো তার মূল সূত্র বইখানিতে রয়েছে। ভুলটা কার ? তত্ত্বের নাকি প্রয়োগের ? ভবিষ্যতে কী করতে হবে ? তার দিক নির্দেশনা, আমার বিশ্বাস, বইটিতে রয়েছে।

আমরা বর্তমানে একটা সময়ের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমাদের মেধা মনন ও অভিজ্ঞতা বিপ্লবী চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ। আমাদের দেশ বা সমাজও আরেকটি বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। তাই, আগামী দিনের বাঙালি বা বাংলাভাষী সমাজবিপ্লবীদের চাহিদার কথা মনে রেখে দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। সময়ই বলে দেবে ঠিক করেছি কি ভুল করেছি।

একজন নগণ্য পাঠক হিসেবে বইটির ইংলিশ অনুবাদ পড়ে যা বুঝেছি, তাই নিজের ভাষায় উপস্থাপন করেছি। বিষয়বস্তু সর্ব সাধারনের পাঠোপযোগী করে সাজাবার চেষ্টা করেছি। তবে একটি মৌলিক দূর্বলতা স্বীকার করতে হবে যে, বইটি ভাষান্তর করেছি ইংরেজি অনুবাদ থেকে। ট্রটস্কি লিখেছিলেন রুশ ভাষায়। তাই তাঁর সাহিত্য রস থেকে পাঠকদের বঞ্চিত না হয়ে উপায় নেই। কাজ করার সময় আমার খুব আত্মদহন হয়েছে! যদি আমি রুশ ভাষা জানতাম, হয়তো আরো ভালো কিছু করতে পারতাম!

বই লেখা একটি যৌথ কাজ। তাই এতে আমার একার কোন কৃতিত্ব নেই। ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং অঙ্কুর প্রকাশনীর সঙ্গে জড়িত সবাই এর অংশীদার ।তারপরও বিশেষ কয়েকজনের ঋণ স্বীকার করতেই হয়। বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য 'অঙ্কুর'-এর শ্রদ্ধাভাজন মেজবাহ ভাই, আই.এইচ.এন-এর স্নেহভাজন টুটুল (মোঃ সাখাওয়াত হোসেন), জাহী ওয়াসিফা হক,হুমায়ুন কবির, জুবাইদা মিজান, ও আবদুল খালেক, – এদের সবার প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, যাদের উদ্দেশ্যে ভাষান্তর করা, তারা যদি বইটি পড়ে উপকৃত হন, তবেই তৃপ্তি পাব।

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত)।

০২ ফাল্গুণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/ ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ খৃষ্টাব্দ।

ভূমিকা
ট্রটস্কির সাথে কয়োক্যানে (Coyoacan)
যোসেফ হ্যানসেন



মেক্সিকোর কয়োক্যানে ট্রটস্কি ১৯৩৮ সনে

(১)

ট্রটস্কির জীবনের শেষের দিনগুলো নিয়ে, বিশেষ করে মেক্সিকোতে পালিয়ে থাকার শেষ কটি দিনের জীবন নিয়ে ছবি (চলচ্চিত্র) নির্মিত হবে। এরকম পরিকল্পনার কথা কয়েকবারই শুনেছি। তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র নিয়ে টিভি শো করার প্রচেষ্টা একবার নেয়াও হয়েছিল। সেটা ছিল এক দুর্বিষহ অসৎ ব্যবসা। সত্য প্রকাশের বদলে মিথ্যা কলঙ্ক রটানো। আমার জানামতে হলিউডের এক উদ্যোক্তা মেক্সিকোর ঘটনাস্থলে গিয়ে গবেষণা করে বস্তুনির্ভর তথ্যও সংগ্রহ করেন। আপাতসত্য তথ্য দিয়ে তাদের ছবি তৈরি পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্য তিন তিন বার আমাকে অনুরোধও করা হয়। আমি চেষ্টাও করি। কিন্তু তিনটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ প্রযোজকদের চাহিদা ঘটনায় নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে হবে। তারা সবাই ট্রটস্কির জীবনের অঙ্গীকার, ত্যাগ ও লক্ষ্যের প্রতি অনাগ্রহী। তাদের মাথায় বেশী কাজ করে দর্শককে আনন্দ ও মজা দেখিয়ে, ব্যবসায়িক সুবিধা লাভ করার ফন্দি ফিকির।

ট্রটস্কির ওপর সত্যনিষ্ঠ ছবি নির্মান করতে হলে, তাকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তিনি আজকের বিত্তশালী বিশ্বের স্বার্থসচেতন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাজনৈতিক চরিত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিশ্রুতিশীল মহান শিল্পীর মত। তিনি তাঁর সময়ের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে তিনি ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী, যিনি বিশ্বাস করতেন যে **গোটা মানবজাতীর প্রধান সমস্যা সময়ের নির্মান কাঠামো পরিবর্তনের সমস্যা**। দীর্ঘকাল বিদ্যমান শ্রেণী-সংঘাতের যন্ত্রনাদায়ক ঘটনাবহুল ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাতে হলে একে পাল্টাতে হবে। এর বিকল্প হতে হবে এমন এক সমাজ যার ভিত্তি যৌক্তিকভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি। তাঁকে সত্যিকার ভাবে চিত্রায়িত করা যেতে পারে একজন জনপ্রিয় জনদরদী নেতা এবং যোদ্ধা হিসাবে। তিনি এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন যার দ্বারা বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত বিজয় সম্ভব ছিল।

এসব বস্তুনিষ্ঠ সত্যকথা বাদ দিয়ে ট্রটস্কির ওপর ছবি তৈরী করা যায়না। যেমন পিয়েরে ও মেরী কুরী তেজস্ক্রিয়তার গোপন রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে নিরলস একঘেঁয়ে কঠোর পরিশ্রম দিয়ে কালো উজ্জ্বল বিশাল খনিজ পিন্ডকে টুকরো টুকরো করেছেন রহস্যময় পোলনিয়াম ও রেডিয়ামকে আলাদা করে দেখার জন্য; এ কষ্টকর বস্তুনিষ্ঠ সত্য বাদ দিয়ে, তাদের আবিষ্কার সম্পর্কে বলার আর কিছু থাকেনা। কিংবা লুই পাস্তুরকে নিয়ে এমন নাটক বা গল্প লেখা যায় না, যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াবিজ্ঞানে তাঁর প্রবল আগ্রহ এবং কষ্টসাধ্য-গবেষনা কর্মে আত্মোৎসর্গের কথা উল্লেখ থাকবেনা, যার জন্য তার বন্ধু-শুভাকাঙ্খীরা এমন অবাস্তব ও অসাধ্য কাজের পেছনে মূল্যবান সময় নষ্ট না করার জন্য অনেক বুঝিয়েছিলেন।

ট্রটস্কি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতেন। তাই নিজেকেও খুব ভালো বুঝতেন। তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই, বিভিন্ন স্থানে তিনি পরিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে তিনি কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর লক্ষ্যের প্রতি সচেতন প্রয়াস চালিয়েছেন।

তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন,**'গৃহযুদ্ধকালীন দিনগুলো ছাড়া, আমার জীবনের প্রধান কাজই ছিল পার্টি এবং তার কর্মকান্ড নিয়ে পড়ালেখা করা। আমার সচেতন জীবনের পুরোটা অংশই, প্রায় ত্রিশ বছরের ও বেশী সময় ধরে, বিপ্লবী লড়াইয়ের মধ্যে কেটেছে। এবং আমি যদি আবারো জন্ম গ্রহণ করি, তবে নির্দ্বিধায় সে পথেই চলব'।**

'আমার জীবন' লেখার পর মাত্র এগারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এসময়টায়ও তিনি তাই করেছেন। এত এত বুদ্ধিজীবি তাঁর মেধা ও মননের ভক্ত ছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তারা তাঁর মতের অনুসারী হননি। তাঁরা তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইগুলোকে প্রথম শ্রেণীর কাতারে রাখেন, Literature and Revolution, The History of Russian Revolution, The Revolution Betrayed, Stalin- an Appraisal of the Man His Influence। পরবর্তি স্তরে রাখেন জার্মান ফ্যাসিবাদ, স্পেনিশ বিপ্লব, ফ্রান্সের গভীর সংকট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে গড়ানো বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে লেখা তাঁর (ট্রটস্কি) জনপ্রিয় আর্টিকেল, প্যামফ্লিট, বুকলেটগুলে। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাঁর চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার কারণ সহজেই অনুমেয় যে, এই লেখা কেবল তারাই বুঝতে সক্ষম, যারা মার্ক্সবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন। ট্রটস্কির পার্টি কার্যক্রমের সাথে, বিশেষ করে শেষ এগারোটি বছর, বুদ্ধিজীবিরা তেমন কোন আগ্রহই দেখায়নি। তবে ট্রটস্কির ছিল ভিন্ন মনোভাব। ফ্রান্স ও নরওয়েতে থাকতে তিনি যে দিনপঞ্জি লিখতেন, তাতে ১৯৩৩ সনের ২৫ শে মার্চ তারিখের পাতায় নিম্নোক্ত অভাবনীয় চিন্তাধারার নোট পাওয়া যায়:

"বহুদিন যাবৎ আমি কারো সাথে আমার ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার চাহিদা মেটাতে পারিনা। পত্র-পত্রিকায়ও আমার মতামত প্রকাশ সীমিত।

আমি মনে করি, আমি এখন যে কাজ করছি, তা যত সামান্যই হোক, আমার কাছে তার গুরুত্ব ১৯১৭ সনের সর্বহারা বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ বা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে বেশী। এ বিষয়গুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি এ পথ বেছে নিয়েছি। ১৯১৭ সালে লেনিন বা আমি যদি পিটার্সবুর্গে উপস্থিত না থাকতাম, তবে অক্টোবর বিপ্লব হোতনা; কারণ, বলশেভিক পার্টি বিপ্লব সংঘটিত হতে যে দিতনা, এতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। যদি তখন লেনিন পিটার্সবুর্গে না থাকতেন, আমি বলশেভিক নেতাদের বাধাকে ম্যানেজ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বিপ্লব ১৯১৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে হলে প্রশ্নবিদ্ধ হতো। তবে, আমি পুনরুল্লেখ করতে চাই একমাত্র লেনিনের উপস্থিতির কারনেই অক্টোবর বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হয়েছে। একই কথা অনায়াসে বলা যায় গৃহযুদ্ধ সম্পর্কেও, যদিও প্রথম দিকে বিশেষ করে সিমবার্স্ক (Simbirsk) এবং কাজান (Kazan) এর পতনকালে লেনিন সন্দেহের দোলাচলে আবর্তিত ছিলেন। তাঁর এই মানসিক অস্থির অবস্থা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। [পাদটিকায় ট্রটস্কি উল্লেখ করেন: এ সম্পর্কে অবশ্যই আমি বিস্তারিত বলব।]

১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল অব্দি আমার কাজের 'অপরিহার্যতা' সম্পর্কে আমার কোন দাবী নেই। কিন্তু তারপর থেকে আমার কাজ অপরিহার্য হয়েই পড়ে। এতে অহংকারের বা ঔদ্ধত্যের কিছু নেই। পর পর দুটি আন্তর্জাতিকের ভাঙ্গন এমন সমস্যা তৈরী করে, যা সমাধান করার সাধ্য আন্তর্জাতিকগুলোর নেতৃবৃন্দের ছিলনা। এই সমস্যা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভাগ্যও আমার বিপক্ষে যায়। তারপরও তার সমাধান কল্পে আমাকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। অবশ্য সে অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। নতুন প্রজন্মকে বিপ্লবী পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ করার মহান ব্রতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের মাথার উপর এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই। লেনিন কিংবা তুর্গেনেভের সাথে আমিও একমত যে বয়স ৫৫ বছরের বেশী হওয়াটা বড়ই খারাপ! আমার আরও অন্তত: পাঁচটি বছর বেঁচে থাকা খুব দরকার, যেন নির্বিঘ্নে কাজ করে, আমি আমার উত্তরসূরী নিশ্চিত করে যেতে পারি।"

ট্রটস্কি ঠিক পাঁচ বছরই বেঁচে ছিলেন কিন্তু নির্বিঘ্নে নয়। ঐ পাঁচটি বছর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তাহীন ছিলেন। নরওয়ের ফ্যাসিস্টরা এবং স্ট্যালিনের নিষ্ঠুর গুপ্তঘাতক গোপন পুলিশ বাহিনী অনবরত তাকে খুন করার জন্য খুঁজছিল। তবুও ট্রটস্কি যতটুকু সম্ভব তার অভিজ্ঞতা দিয়ে পরের প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করা চেষ্টা করে গেছেন।

এল.ডি. এবং নাতালিয়ার পলাতক জীবনের শেষ দিন গুলোর সঙ্গী হিসাবে আমরা যারা সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম, আমাদের কাছে নিরাপত্তা সমস্যা সম্পর্কে তিনি কখনো কিছু বলেননি। তবে আমরা অনুভব করতাম। একনাগাড়ে নিরলসভাবে তার ৪র্থ আন্তর্জাতিক গড়ায় আমাদের দিনরাত কাটতো। কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি এবং উত্তরসূরী ক্যাডার তৈরীতে অবিরাম গুরুত্ব দেয়াই ছিল আমাদের প্রাথমিক চিন্তা। আমরা সবাই ছিলাম এ কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং আত্মোৎসর্গীকৃত। কারণ আমরা মনে করতাম, ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে বিপ্লবের সুযোগ করে দিবে, এজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য। ট্রটস্কি নিজেও এই লক্ষ্যেই সবকিছু করতেন। এর সঙ্গে কেউ যদি রোমান্টিকতা জুড়ে দেন, তবে তা ভুল হবে। বাস্তবে, মূল লক্ষ্য স্থির রেখে এর জন্য কঠোর শ্রম দিয়ে আমাদের শিখতে হয়েছে কেমন করে দক্ষতার সাথে সবকিছু সম্পন্ন করতে হয়। অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে এ ধরনের পার্টি গঠনের উদ্যোগের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় কেবল এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতা দিয়ে। এই পার্টির উদ্দেশ্য মানবজাতির বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং সত্যিকার মানবতার বিকাশের ভিত্তিতে সভ্যতার সম্প্রসারন ঘটানো।

রোসা লুক্সেমবুর্গ এবং ৪র্থ আন্তর্জাতিকের ওপর ১৯৩৫ এর জুনে লেখা ছোট এক প্রবন্ধে ট্রটস্কি জনগনের স্বতঃস্ফুর্ততা তত্ত্বের বিরোধীতা করে এবং লেনিনবাদী পার্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বলেন, **"সামান্যতম অতিকথন না করে সোজা-সাপ্টা বলা যায়: সমস্ত বিশ্ব পরিস্থিতি নির্ধারিত হয় সর্বহারার নেতৃত্বের সংকট থেকে। এই সংকট কোন ক্রমেই বিমূর্ত ফর্মুলা দিয়ে দুর করা যাবেনা। কারণ এর সঙ্গে এক চরম গতানুগতিক নীরস প্রক্রিয়ার প্রশ্ন জড়িত। তবে এটা সচেতন কর্মকান্ডের বাস্তবমুখী নিখাদ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নয় যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এ এক নিরন্তর মতাদর্শিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার শিকল। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের সকল সর্বহারার সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে সচেতন অংশগুলোকে একটি নিদাঘ ব্যানারের তলে এক করা। তারপর ক্রমাগত তাদের সংখ্যা বাড়ানো, তাদেরকে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান করা এবং সর্বহারাদের বৃহত্তর পরিসরে সংযোগের বিস্তার ঘটানো। মোটকথা, তাদেরকে সার্বিকভাবে বিকশিত করে নিয়ে যেতে হবে বোধের গভীরতায়। এবং যে কোন জটিল, কঠিন ও কষ্টসাধ্য অবস্থায় সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন ও উন্নতমাত্রায়।"**

১৯৩৭ সনের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়। আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের প্রস্তাবে ট্রটস্কি রাজী হলে, আমি তাঁর সচিব ও দেহরক্ষীদের ক্ষুদ্র দলের সদস্য হিসেবে যোগদান করি। আমাকে প্রথম কাজ দেয়া হোল, ওহাইও থেকে একটি নতুন সেদান ডজ মোটর গাড়ি চালিয়ে মেক্সিকোতে নিয়ে আসা। গাড়িটি ওখান থেকে কেনা হয়েছিল। আমার সাথে ছিলেন ট্রটস্কির রুশ সচীব রাই স্পিজেলের স্বামী ম্যাক্স স্টার্লিং। রাতের আঁধার ভেদ করে আমরা মেক্সিকো নগরে পৌঁছলাম। কয়োক্যানে যাবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হল পরদিন সকাল পর্যন্ত। তবে, তার আগেই ম্যাক্স সেখানে পৌঁছলেন। পথঘাট তার চেনা ছিল, তদুপরি রাইকে বাড়িতে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

আভেনিদা লন্দ্রে নামক বাড়িটি ছিল আঁধারে ঢাকা। চারপাশে উঁচু দেয়ালের শীর্ষে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো গাড়ির হেডলাইটের আলোয় চকচক করছিল। স্প্যানিশ ঐতিহ্য অনুযায়ী জানালার সাটারগুলোয় লোহার বার লাগানো, দেখতে খুব একটা অতিথিপ্রিয় নয়। বাড়িটিতে আসার পথ পার হওয়ার সময় কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলে, দুর থেকে অন্যগুলোও তাদের চিৎকারে সুর মেলালো। অবশেষে বাড়িটিতে পৌঁছলাম। বিরান রাস্তায় আমাদের বেশ খানিকক্ষন অপেক্ষা করতে হল। ঘন্টা বাজানোর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত। ম্যাক্সের গলার স্বর চিনতে পেরে বিশাল বড় দরজার মধ্যেকার ছোট দরজাটির ফাঁক গলিয়ে কর্তব্যরত একজনের দেখা পাওয়া গেল। তাঁর নাম জাঁ ভ্যান হিজেনুর্ট। বেশ ক'বছর ধরে ট্রটস্কির সঙ্গে আছেন। রাইও তখন শহরের একটি এপার্টমেন্টে থাকতেন। জাঁ বললেন, 'এখন চলে যাও, সকালে এসো'। আমি স্বস্তি পেলাম। কারণ, সত্যি বলতে কি ট্রটস্কির সাথে দেখা করতে আবার খুব ভয় করছিল।

আট-নয় বছর বয়সে আমি ট্রটস্কির নাম শুনেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফার্মপ্রধান ছোট্ট উটাহ শহরে তখন হাজার তিনেক লোক বাস করতো। বাবা সেখানে দর্জির কাজ করতেন। সেখানেও রুশ বিপ্লবের হাওয়া লেগেছিল। জারের উৎখাত, রাজতন্ত্রের ইতি, গরীব মানুষের ক্ষমতারোহন, শ্রমিক বিপ্লব, এসব নিয়ে বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক গল্প হোত, অন্তত ইমিগ্র্যান্ট পরিবারগুলোর মধ্যে, যাদের বেশীরভাগই ছিল স্ক্যান্ডিনোভিয়ান। শহরের রাজনীতি ছিল রিপাবলিকানিজম আর মর্মানিজমের (Mormonism– এক খৃস্টান মৌলবাদি গোষ্ঠি) মিশ্রিত প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের; শহরের একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা Richfield Reaper ছিল বলশেভিক বিরোধী। যদিও তার সম্পাদক ছিলেন নিতান্ত সাধারন ঘরের এবং একজন ডেমোক্র্যান্ট। আমার এখনও মনে আছে, পত্রিকাটির হেডলাইন জুড়ে থাকতো ট্রটস্কি আর রেড আর্মির পরাজয়ের খবর। একই হেডলাইন বার বার কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেয়া হয়। তবে একটি বাচ্চা ছেলে প্রথম থেকেই বিদ্রোহীদের সমর্থক ছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে আমি, তখণ থেকেই ট্রটস্কি এবং রেড আর্মিকে সুনজরে দেখতে শুরু করি।

দশ বছর বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিতর্ক, প্রচারনা প্রভৃতিতে অংশ নিতে থাকি। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, এক বন্ধু আমার বইয়ের ভেতর একটি লিফলেট গুঁজে দেয়। সেটি পড়ে খুবই উৎসাহ পাই। তখন উটাহ্‌র বিটচিনি তৈরী শিল্প থেকে শুল্ক প্রত্যাহার নিয়ে বেশ প্রচারনা চলছিল। এক নেতা প্রকাশ্য জনসভায় কম দরে পাওয়া কিউবান চিনি আমদানী নিষিদ্ধ করে তার বদলে স্থানীয় শিল্প থেকে কর প্রত্যাহার নিয়ে বেশ জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষেও বক্তব্য দেন। এটা আমার খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়। নিজেও তার হুবহু অনুসরন করে স্কুল মাঠে তার পক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করি। তখন থেকেই আমি কুখ্যাত, যা আজও মুছতে পারিনি।

সেই কচি বয়সেই আমি 'সমাজতন্ত্রী' এবং 'বোমাবাজ' খ্যাতি পাই। তবে উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে, দেশে তখন মহামন্দা, আমি মার্কসবাদ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর সিরিয়াসলি পড়াশুনা করতে শুরু করি। এর দুবছর পর আমেরিকার কমিউনিস্ট লীগের আয়োজনে, আমি ট্রটস্কিবাদী রাজনীতিতে যোগদানের উপযোগী সকল পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হই। কিছু কিছু বিষয়ে আমার আপত্তি ছিল, বিশেষ করে ট্রটস্কিবাদীদের সংবাদপত্রে অনেক কিছুই অস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয় বলে আমার মনে হত। তবে তাদের সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে যুক্তিভিত্তিক অনুসন্ধান প্রবনতা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য ছিল। তদুপরি স্টালিবাদীদের মিটিং ভেঙ্গে যাওয়া, হিটলারকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্টালিনের ভূমিকা এবং জার্মানির বিভিন্ন কর্মকান্ড দেখে ট্রটস্কিবাদী লড়াইয়ে যোগদানে আমি উৎসাহিত হই।

১৯৩৪ সাল। সল্টলেক নগর। ট্রটস্কি তখন ফ্রান্সে। অস্থায়ী রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের চেষ্টা করছেন। প্রিনকিপো থেকে বেশী নিরাপদ। সে জায়গাটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্টালিনের গোপন পুলিশের বগলের নীচে। তাঁর আশ্রয়কে কেন্দ্র করে ফরাসী সরকার সোভিয়েত সরকারের চাপের মুখে পড়ে। তদুপরি তাদের স্থানীয় গনতান্ত্রিক রাজনীতি ট্রটস্কির প্রভাবে বিগড়ে যেতে পারে, এই আশংকায় ভীত। ফলে ট্রটস্কিকে আশ্রয় দেয়ার আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় ফরাসী সরকার।

ট্রটস্কির তখন ভয়াবহ অবস্থা। আমরা তরুন বিদ্রোহীরাও তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আগ্রহী কিন্তু কিছু করতে না পারায় তীব্র মনোযাতনায় দগ্ধ হচ্ছি। তখনই এই গ্রহে ঠাঁইহীন মানুষটির জন্য নরওয়ে সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করে। এটাও ছিল শেষ পর্যন্ত তাৎক্ষনিক আশ্রয়। স্ট্যালিন নরওয়ের জাহাজ শিল্প এবং মৎস্য সম্পদ রপ্তানীতে বাধ সাধে। ট্রটস্কি সেখানে মূলত গৃহবন্দী হয়ে রইলেন। একসময়, এমনও আশংকা দেখা দিল যে, তারা ট্রটস্কিকে বিতাড়িত করে স্ট্যালিনের ঘাতকদের হাতে তুলে দিতে পারে। ঠিক সে সময় মেক্সিকো সরকার কর্তৃক তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার অনুমোদন পাওয়া গেল। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ল্যাজারো কার্দেনাস ট্রটস্কিকে আশ্রয় দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ, তিনি সত্যিকার অর্থেই উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তদুপরি মেক্সিকোর শীর্ষ চিত্রশিল্পী দিয়েগো রিভেরা এ ব্যাপারে সরাসরি তার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ছিলেন ট্রটস্কির অনুসারী। এই সিদ্ধান্ত প্রমানিত কোরল যে, ১৯১০ সালের মেক্সিকো বিপ্লব এখনও সজীব।

ট্রটস্কি কায়োক্যানে গেলেন। কিন্তু কতদিন থাকতে পারবেন স্ট্যালিনের গুপ্তঘাতকদের এড়িয়ে? এই চিন্তা ঘুরে ফিরে বার বার আমার মনকে সারাক্ষন আচ্ছন্ন করে রাখলো। আমার চোখে ট্রটস্কি ছিলেন ইতিহাসের

বিশাল প্রতিভাধর বড় মানুষদের একজন। সুদুর কোন যুগে আবির্ভূত দূর থেকে দৃশ্যমান উজ্জল নক্ষত্রসম এক ব্যক্তিত্ব। একান্ত কাছে থেকে ধরা ছোঁয়ার মত কেউ নন। তাছাড়া, বিভিন্ন অবস্থানে কাজ করা দায়িত্বশীল লোকজন আমাকে আগাম সতর্ক করে দিয়েছিল যে, ট্রটস্কির পক্ষে বেঁচে থাকা অত্যন্ত দুরূহ।

(২)

সকালের রোদে কয়োক্যানকে গত রাত থেকে ভিন্ন দেখাচ্ছিল। লম্বা লম্বা য়ুক্যালিপটাসগুলো সবার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। দেয়ালগুলো রক্তরাঙা বাগান বিলাসে ঢাকা। আঙিনা জুড়ে লাল জেরানিয়াম । যে কারো দৃষ্টি কাড়ে। আশপাশের দরিদ্র মানুষদের মাটির কুঁড়ে ঘর থেকে জ্বলন্ত কয়লার ধোঁয়া এক আনন্দঘন সুবাস ছড়ায়। কয়োক্যান যেন এক পটে আঁকা ছবি। কার্তেজরা (Cortes) এককালে বাস এখানেই করত। সেকাল আর একাল। মাঝখানে অনেক সময়ের ব্যবধান। তবুও শহরটি তেমন একটা বদলায়নি । এভনিদা লনদ্রের মালিক জে ফ্রিদা কাহলো । বাড়ির চারপাশের দেয়ালে নীল রং । ভেতরে বিশাল বাগান। বাইরের কাঁচা রাস্তায় ধুলোবালি। বাগানটি যেন ধুলো থেকে বাড়িটিকে রক্ষা করে নির্জনতার ভিন্ন আমেজ দিয়ে রেখেছে।

এখানেই ট্রটস্কি থাকতেন।



বাড়ির ভেতরে পুরো আঙ্গিনা জুড়ে গোলাপ বাগান এবং এক কোনে একটি কমলা গাছ। সবই বেশ তরতাজা। সদ্য পানি দেয়া হয়েছে। পাতায় পাতায় জলের ফোঁটা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। চার-পাঁচ সিঁড়ি বেয়ে উঠেই পেলাম ঝুলবারান্দা। তার সাথে উঠোনের তিনপাশ জুড়ে ঘরগুলো সংযুক্ত।

এ বাড়িতেই প্রথম আমি ট্রটস্কিকে দেখি। তাঁর শোবার ঘরের পাশেই সচীবের কক্ষ। তিনি সেখান থেকেই বেরিয়ে এলেন। যেমনটি ভেবেছিলাম, ট্রটস্কি তত লম্বা নন। তবে দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আমাদের কাছে এলেন। দেখাচ্ছিল খুব খুশি খুশি। দুহাত দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। জানতে চাইলেন আমাদের ভ্রমন যাত্রা কেমন ছিল। নিউইয়র্কের সাথী ও বন্ধুরা কেমন আছেন। আমি তক্ষুনি বেশ স্বস্তি ও আরাম বোধ করলাম । অবাকও হয়েছিলাম তার আচরনে। অচেনা নতুন জায়গায় আমাদের মধ্যে শঙ্কা ও ভীতি কাজ করতে পারে। তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো। তাই এভাবে স্বাগত জানিয়ে আমাদের সহজ করে নিলেন।

(৩)

কয়োক্যান ট্রটস্কির জীবন সম্পর্কে তখন জানবার প্রধান উৎস আইজাক ডয়েসার (Isaac Deutscher) এর জীবনী গ্রন্থের The Prophet Outcast সর্বশেষ ভলিয়ুমে। এটা লিখতে ডয়েসার পুরোপুরি নির্ভর করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভে পাওয়া তথ্যাবলীর ওপর। সাধারন মানুষের অজানা ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জানতে নাতালিয়া তাকে সাহায্য করেছেন। তার কিছু কিছু সর্বশেষ ভলিয়ুমে দেয়া হয়েছে, যা থেকে আমরা তাঁর (ট্রটস্কি) ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাই। তবে ডয়েসার অনুমান করেও কিছু লিখেছেন। এই অধ্যায়টি সংরক্ষিত রাখার অন্য কারণও আছে।

তখনও বেঁচেছিলেন এমন, ট্রটস্কির নিকটতম সঙ্গীদের, কয়েকজনের কাছ থেকে ডয়েসার কোন রকম তথ্যউপাত্ত নিতে চাননি/নেননি। তিনি মেক্সিকো যাননি। যুক্তরাষ্ট্রে গেলেও সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে যান নি, যারা ট্রটস্কির জীবনের শেষ বর্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

পরে লন্ডনে ডয়েসার ট্রটস্কির জীবনী গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের প্রুফ আমাকে দেখিয়ে ছিলেন। সামগ্রিকভাবে এটি চমৎকার হলেও বিভিন্ন অশুদ্ধতা পাওয়া যায়। তখন সেগুলো সংশোধন করা ছিল খুবই দুরূহ। ডয়েসার এসব সম্যকভাবে জানতেন না বিধায় ভুলগুলো হয়েছে। যেমন, ৪৮০ পৃষ্ঠায় কয়োক্যানে ট্রটস্কির আশ্রয় নেয়া একটি বাড়ির দুটো ছবি হিসেবে তিনি পরিচিতি দিয়েছেন। আসলে ট্রটস্কি দুটি বাড়িই বিকল্প আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতেন তা ছিল ডয়েসারের অজানা ।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় এই যে, ট্রটস্কির শেষ দিনগুলোর জীবনযাপন সম্পর্কে ডয়েসার নিরর্থক বিতর্কের অবতারনা করেছেন। বিষয়গুলো নিয়ে তার সঙ্গে যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হলেও তিনি আমার সঙ্গে একমত

হননি। ডয়েসার কয়োক্যানের বাড়িতে ট্রটস্কির জীবনের শেষের বছরটি কার্যত অস্বস্তিকর ছিল বলে তিনি বর্ননা করেছেন। ক্রেমলিনের ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যর্থ লড়াই তাকে সারাক্ষন বিষন্ন করে রাখতো বলেও তিনি লিখেছেন। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন ছিলনা।

জীবন রক্ষার লড়াইটা থাকতো নিত্য দিনযাপনের অংশ, বিশেষ মনোযোগের বিষয় হিসেবে নয়। বাস্তবে সব সময় সতর্ক থাকা ছিল অত্যাবশ্যক। এটা প্রত্যেকের বেলায় সত্য। এমনকি নাতালিয়াও মাঝেমধ্যে অধৈর্য হয়ে যেত অপূর্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। বাড়ির সবাই জানতো যে, স্টালিন নিশ্চিতভাবেই ট্রটস্কিকে হত্যা করবে। কিন্তু গুপ্তঘাতকরা তা কিভাবে কার্যকর করবে তা কেউ জানতোনা। বাড়ির অধিবাসীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য যত নিয়ম ও অনুসূচিই করা হোক না কেন, তা জীবনের একটা অংশ হিসেইে পরিগনিত হত। বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কোন কিছু ঠিক করার ছিলনা। নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা নিয়ম পরিবর্তন ও অনুসরন করতাম। মাঝে মাঝে তার মধ্যেও ব্যতিক্রম হতো। যত আত্মত্যাগী ও আত্মনিবেদিত বা বড় মাপের বিপ্লবী দলই হোক না কেন, জড়তা/ইনার্সিয়া সবার জন্যই আসলে একটি বড় সমস্যা।

সত্য এই যে, লড়াইয়ের প্রধান চরিত্র ট্রটস্কি হলেও, তাঁর আগ্রহ এদিকে তেমন একটা দেখা যায়নি। তিনি একজন সুশৃংখল বলশেভিক এবং আর্মি ম্যান হিসেবে এর সঙ্গে থাকতেন কিন্তু বিষয়টি কখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। তাঁর মূল আগ্রহ ছিল চতুর্থ আন্তর্জাতিকের প্রতি; এই বিষয়টির প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে, হাসিখুশিভাবে তিনি মনোযোগ দিতেন।

তিনি সাধারন পত্র-পত্রিকার জন্য লেখালেখি করতেন নিতান্ত অনীহভাবে। হাতে অর্থকড়ির খুব টান পড়লে লেখা শুরু করতেন অনেকটা উনুনে ভাতের হাঁড়িতে পানি সেদ্ধ দিয়ে কেবল কালক্ষেপন করার মত। প্রকাশকের কাছ থেকে চেক পাওয়া গেলে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যেত। বই লেখার প্রতিও তার মনোভাব ছিল তদ্রুপ, কেবল প্রকাশকের প্রবল আগ্রহের কাছে আত্মসমর্পন করতেন, নিজের কোন দায় ছিলনা। তিনি স্টালিনের জীবনী লিখতে রাজী হয়েছিলেন কেবল তার সঙ্গীদের প্রবল দাবীর মুখে এবং এই যুক্তিতে যে, ৪র্থ আন্তর্জাতিকে তার ভূমিকার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া যাবে। যেমন, আমিও তাকে বলেছিলাম যে, বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে স্টালিনের বিপদজনক ভুমিকার কথা সরাসরি উল্লেখ থাকতে হবে। কারণ এটা আমাদের প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তিনি লেনিনের জীবনী লেখা স্থগিত করেন ৪র্থ আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীন বিকাশের প্রতি একান্ত নিবিষ্টতার কারনে।

ডয়েসারের দৃষ্টিতে ট্রটস্কির ৪র্থ আন্তর্জাতিক নিয়ে আচ্ছন্ন থাকা ছিল এক দুঃখজনক দুর্বলতা, অন্যথায় তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তি। আমরা যারা ট্রটস্কির সঙ্গী ছিলাম, মনে করি, এটা তার একাগ্রতা এবং যথার্থভাবে প্রজেক্টের প্রাধান্য ঠিক করতে পারার ক্ষমতার প্রমান।

গার্ড ও সেক্রেটারীদের জন্য কয়োক্যান ছিল ৪র্থ আন্তর্জাতিকের পাঠশালা। আমরা ব্যাক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করি কিনা, তিনি আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখতেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ আমাদের কক্ষে বিনা নোটিশে ঢুকে পড়তেন কিংবা বারান্দায় ও উঠানে দেখা হলে জানতে চাইতেন কি বই পড়ছি। আমরা মাঝে মাঝে ক্লাসের আয়োজন করতাম। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হতো। তন্মধ্যে আমেরিকান গার্ডদের জন্য স্প্যানিশ ভাষা অবশ্যই থাকতো। ট্রটস্কি আরও চারিদিক মিলিয়ে সমগ্র পরিস্থিতি অন্তর্ভূক্ত করতেন। তার মধ্যে থাকতো আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা, বাইরের জগতের সাথে ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া, ভারী ভারী চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া, এমনকি তার লেখা প্রবন্ধাদি পর্যন্তও। অতীতের ঐতিহ্য ধরে তিনি সবকিছুই যতদুর সম্ভব আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করতেন। এর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ছিলনা সবকিছুই আলোচনায় থাকত, সেভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো এবং তা প্রতিপালনও করা হতো।

তিনি প্রচন্ড কাজ চাপাতে পারতেন। ট্রটস্কিকে ঘিরে যারা থাকতেন, তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো যদি তারা ছন্নছাড়া স্বভাব ত্যাগ না করতে পারতো কিংবা মানসম্মত কর্মদক্ষতা, সুক্ষ্মতা ও পূর্ণতা দিয়ে কর্মসম্পাদন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে অপারগ হোত। সবচেয়ে ভালো দিন ছিল যেদিন ৪র্থ আন্তর্জাতিকের যে কোন বিভাগ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সফলতার খবর আসতো, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। সবচেয়ে বড় ঘটনা হতো যদি অন্যকোন দেশ থেকে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের কোন সদস্য ভিজিটে আসতেন। তার অর্থ সেদিন সম্মেলন হোত, আলোচনা হোত, মাঝে মাঝে তুমুল বিতর্কও হোত ট্রটস্কির সাথে। যে কেউ তার মতামত বা

মনোভাব অনায়াসে বলতে পারতো। কেউ নীরব থাকলে, তাকে মত প্রকাশের জন্য রীতিমত চাপ দেয়া হতো।

কয়েক সপ্তাহ পর পর এ ধরনের ভিজিট হওয়ার অর্থ, ট্রটস্কির টেবিলে বড় ধরনের লেখা তৈরীর পূর্বাভাস। সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টির নেতৃবৃন্দসহ জেম্‌স পি ক্যাননের এরকম এক ভিজিটের পর, ১৯৩৮ সালে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের আসন্ন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রধান আলোচ্যবিষয় এল.ডি নিজেই লিখেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল 'পুঁজিবাদের মরণ যাতনা এবং ৪র্থ আন্তর্জাতিকের কর্মপরিকল্পনা' (The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International)। এটি 'অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনা' (The Transitional Programme) হিসাবে নির্ধারন করা হয়, যা বিশ্বে ট্রটস্কিবাদী আন্দোলন কর্মসূচীর তত্ত্ব হিসাবে ক্রমশঃ প্রধান ভূমিকা রাখে।

যে আলোচনার প্রেক্ষিতে ট্রটস্কি এই ডকুমেন্ট তৈরী করতে অনুপ্রানিত হন- তা টেপে রেকর্ড করার কোন সুযোগ ছিলনা। তবে, প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ট্রটস্কির সেক্রেটারী শর্টহ্যান্ডের মাধ্যমে নোট করেন। এগুলোর প্রতিলিপি ইংলিশে পাওয়া যায় (Writings of Leon Trotosky, 1938-39, Merit Publishers, New York, 1969 দ্রষ্টব্য)। কয়োক্যানে থাকাকালে ট্রটস্কির সাথে সম্মেলন ও আলোচনার ধরন সম্পর্কে একটা ভালো দিক নির্দেশনা এগুলোতে পাওয়া যায়। আলোচ্য সূচির প্রতিলিপিতে যা দেয়া হতো তার চেয়ে বাস্তবে অনেক বেশী বিস্তৃত মতবিনিময় যে হতো, তা যে কেউ আন্দাজ করতে পারে। আমার যতদূর মনে পড়ে দশদিন ধরে আলোচনা চলে। গেট-টুগেদার গুলো হতো অনেকটা ব্যাক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক । তবে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের চলতি সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হতো মুক্ত, ব্যাপক ও বিস্তৃত। অনানুষ্ঠানিক গাল-গপ্প দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলেও শেষ হোত রাজনীতি দিয়ে, বিশেষ করে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের রাজনৈতিক আলোচনা দিয়ে।

কয়োক্যানে আনন্দ উৎসবেরও আয়োজন হতো। যখন কোন সেক্রেটারী বা গার্ড বাড়ি ফিরে যেত, তাকে সুন্দর করে একটি ফেয়ারওয়েল পার্টির আয়োজনের মাধ্যমে সাদরে বিদায় জানানো হতো। প্রতি বছর ৭ই নভেম্বর ছিল ছুটি, সেদিন আমরা সবাই লাল কর্নেশান বা লাল গোলাপ পরিধান করতাম।

১৯৩৭ সাল। আমরা অক্টোবর বিপ্লব দিবস উদযাপন করব। সেদিন সুর্যোদয়ের অনেক আগে দিয়েগো বিভেরা এবং ফ্রিদা কাহলো বাড়িতে এল। সঙ্গে তাদের এক বিশাল লাল কার্নেসান ফুলের ডালা। এই ফুল দিয়ে টেবিলের চারপাশটা সাজানো হবে, সেখানে কর্মরত গার্ডরা ছাড়া বাড়ির সবাই একসাথে ভোজন উৎসব করবে। দিয়েগো ও ফ্রিদা ডালা থেকে ফুলগুলো কেটে অনেক্ষন ধরে টেবিলের হেড সাইডে, যে পাশে এল.ডি ও নাতালিয়া বসবেন, সাদা কাপড়ের ওপর সাজিয়ে রাখলো। দিয়েগো ও ফ্রিদা দুজনে মিলে পরামর্শ করে ফুলগুলো দিয়ে চার যোগ আন্তর্জাতিক নকশা বানালো। অদ্ভুত সুন্দর কাজ। এটা ছিল এল.ডি ও নাতালিয়ার জন্য সারপ্রাইজ। কারণ এ কেবল অক্টোবর বিপ্লব দিবস উদযাপনই নয়, এল.ডির জন্মদিনও। সকাল বেলাটা কেমন মজা হয়েছিল দেখিনি কারণ আমি তখন ছিলাম 'অন ডিউটিতে' ।

দিনের বেলায় বাড়ির আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য। সবাই আনন্দ করতে এসেছে। তাদের অধিকাংশ খুবই গরীব মানুষ, ট্রটস্কি পন্থী মেক্সিকান এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী। সবার হাতে উপহার হিসেবে কিছু না কিছু খাবার, কারো কারো হাতে জীবন্ত বাচ্চা মোরগ বাঁধা। কারো হাতে পাঁচ গ্যালনি অ্যাতোল (atole - **মশলাযুক্ত গরম পানীয়**) ভর্তি ক্যান। এটি এক ধরনের চকলেট স্বাদের তরল পানীয়। কাপে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে সবাই মজা করে পান করলাম। পুরুষদের পরনে সাদা সুতি ট্রাউজার আর সাদা সার্ট। নারীদের পরনে কালো রঙের লম্বা ঢিলা স্কার্ট।তখন এটাই ছিল মেক্সিকোর সার্বজনীন পোষাক। তাদের গায়ের চামড়ার পোষাক গড়িয়ে রোদ চিকমিক করছিল। দেখেই মনে হচ্ছিল টিপিক্যাল শ্রমিক শ্রেণী। তাদের সঙ্গে ছিল কিছু ছাত্র ও মধ্যবিত্ত, যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল এর চেয়ে দামী। তারা সবাই ট্রটস্কির প্রতিক্ষায়।

ট্রটস্কিকে কিছু বলার জন্য আবেদন জানানো হল। তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। আসতে গড়িমসী করছিলেন। কারণ মাত্র গত জানুয়ারীতে তিনি এদেশে এসেছেন। স্প্যানিশ ভাষা এখনও ভালোভাবে রপ্ত হয়নি। অগত্যা না এসে উপায়ও ছিলনা। তিনি জনতার সামনে এলেন। একটু দম নিলেন। বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে গলা উঁচিয়ে বক্তৃতাও দিলেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, যেন তার নিত্যদিনের কাজ এবং যেন সবাই

শুনতে পায়। বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত। লোকজনকে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং অক্টোবর বিপ্লবের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে দু'চার কথা। তার সাথে রইল মেক্সিকোর জনগনের আতিথেয়তা ও ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। মাত্র কয়েক মিনিট তিনি ভাষণ দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, কত অনায়াসে কত সহজ ভাষায়, জ্ঞানগর্ভ দু'চারটি কথা বলে তিনি উপস্থিত জনতার মনকে কেড়ে নিলেন। জনতা আবেগে উচ্ছাসে হাততালি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর জানালো।

(৪)

তিনি কয়োক্যান থেকে আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্য দেখে ক্রমশঃ মুগ্ধ হতেন। সব ধরনের ভিজিটার নিরবচ্ছিন্নভাবে এসে, তাদের বিচিত্র সমস্যাদির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে তার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ কোরত। একবার এক তরুন স্কুল টিচার দেখা করতে এলেন। তিনি সোস্যালিস্ট পার্টির কাছে ধারে হয়তো থেকেছেন তবে ট্রটস্কিবাদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেননা। এ পথ দিয়ে যাবার সময় তার মন চাইলো ট্রটস্কির সাথে কথা বলবেন। তাই তার আসা। আলাপ করে দেখা গেল ছেলেটি একসময় কৃষি খামারে কাজ করতো এবং কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনে মনে ভাবছে, স্কুল টিচিং এর কাজটা ছেড়ে দিবে। কদিন পর ট্রটস্কি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে কি ভালো একজন গার্ড বানানো যায়না?' আমি অবাক হলাম। কারণ আমি যতদূর জেনেছি, সে আসলে শান্তিবাদী।

'তুমি তাকে গার্ড হতে বুঝিয়ে বলতে পারনা?' ট্রটস্কি বললেন। আমি শঙ্কিত হলাম। সে পশ্চিমাঞ্চলের কোন এক এলাকা থেকে মেক্সিকো এসেছে। তার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার গ্যারান্টি কোথায় পাব।

ট্রটস্কি বললেন, 'সে একজন সত্যিকার আমেরিকান চাষী'।

বুঝলাম। কেন তিনি তাকে নেয়ার জন্য আমাদেরকে চাপ দিচ্ছেন। তিনি আমেরিকান চাষীদের সম্পর্কে জানার তেমন সুযোগ পাননি। এই ছেলেটির মাধ্যমেই তিনি তাদের কাছে পৌঁছুতে চান।

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চাষী ছেলেটি রাইফেল চালনায় অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু বড় সমস্যা, সে প্রাণী হত্যা করতে নারাজ, বিশেষ করে মানুষকে। যাহোক, তার সঙ্গে দফারফা হলো এই শর্তে যে, এই বিশেষ কাজে, যদি আমরা কারো দ্বারা আক্রান্ত হই, তবেই সে গুলি চালাবে। এছাড়া সে সৃজনশীল কর্মী। সিমেন্ট দিয়ে জোড়া লাগানোর কাজে বিশেষ দক্ষ। খড়-কাদা দিয়ে ইট বানিয়ে রোদে পুড়িয়ে ঘর তৈরীর মেক্সিক্যান প্রযুক্তিটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানাও তার মেক্সিকোতে আসার আরেকটি অন্যতম কারণ। অবশেষে সে আমাদের গার্ড দলে যোগ দিল এবং তাকে পার্টির সদস্য করে নেয়া হোল।

(৫)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন চরম দক্ষিনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের (Fascism) ভয়াল আনাগোনা। মার্কিনী ফ্যাসিস্টদের একাংশ হিটলারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা; তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক,এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্বদেশী উগ্রজাতীয়তাবাদী তেজী যুবক শ্রেণী। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বক্তৃতা বাগীশদের কেউ কেউ সারা দেশে পরিচিত, যেমন কুখ্যাত ফাদার কফলিন। ট্রটস্কির চোখে পড়ে তার চেয়েও অনিষ্টকর ব্যাক্তি ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনৈতিক গুরু জার্সি সিটির মেয়র হ্যাগের প্রতি। তাকে বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল যে সে একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট।

কয়োক্যান সফর কালে, সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির মেম্বাররা যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিনপন্থী ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সর্বশেষ তথ্যাদি জানালে ট্রটস্কি এর সঙ্গে জড়িত হন। ফ্যাসিবাদকে সবচেয়ে সফলভাবে মোকাবেলার প্রয়োজনীয় মতামত অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবেই রাখতেন। তার কয়েকটি লেখায়, বিশেষ করে 'অন্তবর্তীকালীন কর্মসূচীতে' (Transitional Programme) তার উল্লেখ রয়েছে। তবে একাজে তার অংশগ্রহনের মাত্রা কতখানি, সে সম্পর্কে ডয়েসার জানতেননা বলেই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ডিফেন্স গার্ড গঠন প্রশ্নে সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ট্রটস্কি থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছে। যদিও এর ক্যাডারদের দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফলে এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও করনীয় সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ।

প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে আমেরিকানদের নিজস্ব গতিতে একটি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক গন সংগঠন গড়ার সুযোগ ট্রটস্কি অনুভব করেছিলেন। তার বৈশিষ্টমন্ডিত শক্তি দিয়ে তিনি তা

খোলার জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেন। ট্রটস্কি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পার্টি গঠন করতে হয় ক্যাডারদের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং যথার্থ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে। তাই অফিসিয়াল ভিজিটারদের এড়িয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল ক্ষুদে এবং কিছু কিছু তরুন ভিজিটারদের প্রতি। দুই লাইনেই এটা নিত্য পাশাপাশি চলে। এক, তাদেরকে কিভাবে ক্যাডার হিসেবে রিক্রুট করা যায়? এবং দুই, যদি রিক্রুট নাও করা যায়, তাহলে আন্দোলনের জন্য তাদের কাছ থেকে আর্থিক চাঁদা কিভাবে পাওয়া যায়? তাঁর একজন স্টাফ হিসাবে আমি হলফ করে বলতে পারি, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমরা ট্রটস্কির সাথে আমেরিকানদের জন্য এধরনের কাজ করেছি। যদি/যখন কোন ব্যাক্তি ক্যাডার হিসেবে যোগ দিত বা মোটারকম চাঁদা দিত বা দুটোই করতো, তখন ট্রটস্কির আনন্দ আর আমাদেরকে বাহবা প্রদান দুটোই অনাবিলভাবে প্রকাশ পেত।

আমরা যারা ভেতরে ছিলাম, স্বাভাবিকভাবে জানি যে, সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির ১৯৩৯ সনের দলীয় বিভাজনের সংগ্রামে ট্রটস্কি সর্বোচ্চ প্রাধিকার দিয়েছিলেন। এই সংগ্রামে কেবল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই জড়িত ছিলনা সামগ্রিকভাবে রুশ বিপ্লব এবং প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের; ৪র্থ আন্তর্জাতিকের বৃহত্তম সেকশনের কল্যানও জড়িত ছিল এবং তার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সকল ক্যাডারদের ভালমন্দের প্রশ্নও জড়িত ছিল। আমরা কেউই সামান্যতম অবাকও হইনি এটা দেখে যে, ট্রটস্কি সবকিছুর ওপরে এর বিকাশের প্রতিই সর্বাত্মক মনোযোগ দিয়েছিলেন।

এটা সত্য যে, তিনি যা লিখেছিলেন তা সীমিত শ্রোতার জন্যই। এই শ্রোতাদের মধ্যে যাদের ভেতর বিপ্লবী মার্ক্সবাদী আন্দোলন বোঝার যোগ্যতা ছিল তারাই বলশেভিক ট্র্যাডিসনকে বহন করতো। একেবারে জীবনের শেষ বর্ষে এই শ্রোতাদের জন্য লিখে ট্রটস্কি তাঁর মুল্যবান সময় নষ্ট করেননি। তাঁর এই প্রত্যক্ষ কাজের উদ্দেশ্য ছিল, যোগ্য 'উত্তরসুরী' নিশ্চিত করা। ১৯৪০ সালের মে মাসে তাঁর বাড়িতে অতর্কিত মেশিনগানের হামলাও তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ৪র্থ আন্তর্জাতিককে দেয়া থেকে তাঁকে টলাতে পারেনি। ট্রটস্কির এই সর্বশেষ অবদান, ক্যাডারদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান লেখা হিসেবে পরিগনিত। (এগুলো সংগৃগীত আছে In Defense of Marxism, Merit Publishers, New York, 1965 বইতে)।

মেক্সিকোর ট্রটস্কিবাদীরা দু' একজন গার্ড নিয়মিত সরবরাহ করতো। এরা রাতে বা ছুটির দিনে কর্তব্য পালন করতেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন- পঞ্চাশোর্ধ বয়সী স্কুলটিচার ফার্নান্দেজ এবং তার তিন ছেলে অক্টেভিও, কার্লোস ও মারিও। এই পরিবারটিও ট্রটস্কির বাড়ির লোকজনের সাথে খুব ঘনিষ্ট ছিল। তাঁর বাড়ি ট্যাকুবা জেলায়। আমরা মাঝে মধ্যে জানান না দিয়েই বেড়াতে যেতাম। বাড়িটি সাধারন অনাড়ম্বর কিন্তু বেশ ছিমছাম। আমরা গেলেই নিরিবিলি বাড়িটিতে উৎসবের আমেজ লাগতো। বেগম ফার্নান্দেজ আমাদের জন্য একেবারে তরতাজা দুধ রঙের সুরা (Pulque) নিয়ে আসতেন। তাজা ফলের স্বাদ ও গন্ধ বিশিষ্ট এই খাদ্য/পানীয়টি তিনি নিজহাতে বানাতেন। ছোট বাচ্চাদের আরো আরো বিয়ার নিয়ে আসার জন্য বাইরে পাঠাতেন। তরুনী গ্র্যাসিয়েলা ও ওফেলিয়া ছিল ব্যাতিক্রমধর্মী নমনীয় ও সুন্দরী। বাড়ির আর সকলের মতো তারাও খুব ভাল মেক্সিকান লোকনৃত্য জানত। তারা গার্ডদের আব্দার-আমন্ত্রণ জানাতো তাদের সঙ্গে নাচতে।, যদিও গার্ডরা খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করত। তবে নাচ গার্ডদের জানা না থাকলেও শেখা খুবই সহজ! ট্রটস্কি নিজেই মেয়েদের পক্ষ নিয়ে গার্ডদের নাচার জন্য অনুরোধ করতো। অবশ্য তাঁকে ও নাতালিয়াকে কখনো তরুনদের সঙ্গে নাচে অংশ নিতে দেখিনি। তাঁরা শুধু Pulque এবং বিয়ার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

মেক্সিকান গার্ডদের কেউ কেউ ছিলেন খুবই গরীব। তাঁরা আসতেন তাদের প্রচলিত চামড়ার পোষাক (huaraches) পরে, পায়ে পরিত্যক্ত মটর টায়ারের স্যান্ডেল এবং পরনে ধুসর রঙের মোটা শাল (Serapes)। এ পোষাক মেক্সিকোর দরিদ্রপীড়িত এলাকার সর্বত্র। ট্রটস্কি তাদের অংশগ্রহণকে খুবই প্রশংসা করতেন। কেউ কেউ সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর অনেক দূর পাল্লার পথ পাড়ি দিয়ে আসতেন। ট্রটস্কি সুযোগ পেলেই এদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন এবং বিশেষ করে অক্ষরজ্ঞানহীন কমরেডদের সঙ্গে কথা বলাটা খুবই উপভোগ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে উঠোনের মৃদু আলো-আঁধার পরিবেশে গল্প করতেন। দেখে চেনা মুশকিল হতো। শালের ভেতরে দুহাত ভরে এই মেক্সিকান শ্রমিকরা আয়েশি

ভঙ্গিতে অবিচলিতভাবে তাঁর সঙ্গে গল্প করতো বন্ধুর মতো। তারা জানতো যে, তাদের মনের কথা ও মতামত অনায়াসে ট্রটস্কিকে বলা যায়।

মেক্সিকো ট্রটস্কির দৃষ্টি কাড়লো বেশ করেই। এই ল্যাতিন আমেরিকান দেশটি থেকে তিনি সরাসরি শেখার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমাদের জানা। আমি তাঁর দুটো অবজারভেশন এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। তার একটি, দেশীয় ধনীক শ্রেণীর ক্ষমতা। এর বলে মাঝে মাঝে তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে স্বাধীন সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। কার্দেনাসের নেতৃত্বে মেক্সিকোর দেশীয় বুর্জোয়ারা, শ্রমিকশ্রেনীকে সহযোগী শক্তি হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করে থাকে। তার প্রমান, সরকার তেল শিল্পকে ব্যাক্তিমালিকানাচ্যুত করে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনার হাতে ছেড়ে দেয়া। তাই বলে ট্রটস্কি এই অভিজ্ঞতাকে সার্বজনীন বলে মনে করেননি। তিনি বলেছেন যে, উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দেশীয় ধনীক শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ভূমিকা থাকলেও, শ্রমিকশ্রেণীর বেলায় তারা ছাড় দিবেনা। যখন শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ে সিরিয়াস হবে, তখনই তাদের মনোভাব উল্টে যাবে। তারা তখন সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত হয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করবে। তারা কখনও তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হতে দিবেনা। তাঁর দ্বিতীয় অবজারভেশন ছিল মেক্সিকোর মত দেশে শ্রমশাসন বা শ্রম আভিজাত্যের ওপর গুরুত্বদান। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শ্রম আভিজাত্যে এই স্তরটি ব্যতিক্রমিভাবে ঠুনকো এবং তাদের জীবন যাত্রার মান খুবই নীচু। তবে মেক্সিকোয় এদের অবস্থান উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক উপরে এবং এখানকার শ্রমশক্তি তুলনামূলকভাবে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সক্ষম। এই অবস্থা মেক্সিকোতে এক চরম রক্ষনশীল ফোর্স তৈরী করেছে যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রধান সমস্যা ও বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ট্রটস্কি ৪র্থ আন্তর্জাতিকের মেক্সিকান সেকশনের প্রতি আগ্রহী হলেও তাদের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে অপারগ ছিলেন। কারণ তাতে তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয়ের শর্ত ভঙ্গ হোত। বেশীরভাগ ৪র্থ আন্তর্জাতিকের অন্যান্য নবীন সেকশনগুলোর মতো, মেক্সিকান আন্দোলনের প্রধান সমস্যা- এর বিকাশ ঘটানো- যা অভিজ্ঞতার অভাবে বিভিন্ন জটিলতার পাঁকে আবদ্ধ। ফলে, মেক্সিকান কমরেডরা তাঁর নির্দেশনা চান। কিন্তু এটি এমন এক সমস্যা ও জটিলতা যা তার নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ ট্রটস্কির আগ্রহ ও তাদের আগ্রহ একই কিন্তু প্রতিপালনে প্রধান বাধা আইনগত শর্ত ।

তারা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন এ্যাকশন নিলেও তা ট্রটস্কিকে প্রভাবিত করেনি। স্প্যানিশ বিপ্লবে পরাজিত হয়ে মেক্সিকোয় আশ্রয় নেয়া কতিপয় প্রবাসীর, বিশেষ করে গ্র্যানডিজো মুনিস এর প্রভাবে, একবার মেক্সিকান ৪র্থ আন্তর্জাতিক সেকশন একটি বড় পোস্টার দেয়ালে পেস্ট করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাইরে থেকে আন্দোলনকে প্রভাবিত করা। পোস্টারে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় একটিমাত্র শ্লোগান: 'Sabotaje' যার বাংলা অর্থ 'অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হও'। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের আহবান ধর্মঘটকে প্রভাবিত করবে কিনা খুবই সন্দেহ। তবে, কয়োক্যানে এই আলট্রাবামদের কর্মকান্ড ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মুনিস বুড়ো সঠিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা না করেই নিয়মের চরম লংঘন করেছিলেন।

এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, মুনিস ছিলেন খুবই অনুগত একজন ট্রটস্কিবাদী। তিনি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে যুদ্ধ করেন। ট্রটস্কির মৃত্যুর পর নাতালিয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি বেশ কয়েক বছর তাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্য তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক ফল বয়ে নিয়ে আসে। তার প্রভাবে পড়ে নাতালিয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেন। পরে মুনিস ফ্রান্সে চলে যান এবং সেখান থেকে গোপনে স্পেনে ফেরারী হন। তখন স্পেনে রাজনৈতিক উত্থান ছিল আসন্ন। ফ্রাঙ্কোর পুলিশ তাকে ধরে ফেলে এবং বাকী জীবন বন্দী হিসাবে জেলে কাটান।

৪র্থ আন্তর্জাতিকের মেক্সিকান সেকশনের ওপর ট্রটস্কির প্রভাব সম্পর্কে মাসিক ম্যাগাজিন ক্লেইভে (Clave or Key) ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। তাঁর সহযোগিতায় মার্ক্সবাদী মতামত নিয়ে এই পত্রিকাটি ১৯৩৮ সনের অক্টোবর থেকে প্রকাশিত হয়। এর এডিটোরিয়াল বোর্ডে ছিলেন এডলফো জ্যামোরা, জোসে ফেরেল এবং দিয়েগো রিভেরা আর ম্যানেজিং এডিটর ছিলেন অকটেভিও ফার্নান্দেজ। ম্যাগাজিনটির প্রতি ট্রটস্কি এত আকৃষ্ট ছিলেন যে, তিনি এর খুঁটি-নাটি পর্যন্ত দেখতে চাইতেন। প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হবার পর তাকে এক কপি

পড়তে দেয়া হলে, তিনি প্রচ্ছদে অঙ্কিত ক্লেইভ শব্দের দুপাশে দেয়া কোটেশন মার্কে ডিলিট চিহ্ন দেন। সে মার্ক তুলে দিয়েই পরবর্তী সংখ্যা বেরোয়।

(৬)

১৯৩৭ সনের দিকে ট্রটস্কির সঙ্গে এক পরিবারভূক্ত হয়ে যারা থাকতেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন সম্ভবত বিভেরা দম্পতি। দিয়েগো এবং ফ্রিদা অহরহ এ বাড়িতে আসতেন এবং ট্রটস্কিও অনুরূপ বিভেরাদের বাড়ি যেতেন। তাদের বাড়ি ছল কয়োক্যানের কাছেই স্যান এনজেলে। এই নিকট সম্পর্ক ট্রটস্কির সচীব ও গার্ডদের সঙ্গেও গড়ে ওঠে। বিশেষ করে ফ্রিদা ও তার বোন ক্রিস্টিনার সঙ্গে খুব নিবিড় সম্পর্ক হয়। কারণ তারা ছিল নতুন প্রজন্মের সমবয়সী। দিয়েগোর বয়স ছিল পঞ্চাশের ঘরে। তাই তার সঙ্গে বেশী সদ্ভাব হত এল.ডি. ও নাতালিয়ার। কারণ তারাও একই বয়সী ও একই প্রজন্মের। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে বিনোদনের জন্য দূর গাঁয়ে চলে যেতাম। দিয়েগো সব সময় তার পরিকল্পনা ও আয়োজন করতো। তার খুব আগ্রহ ছিল, মেক্সিকোর লোকজন দেখুক কারা তার বন্ধু-বান্ধব। এসব দীর্ঘ যাত্রায় মাঝে-মধ্যে চার-পাঁচটি গাড়ি লাগতো। চড়াই-উতরাই আর বন্ধুর পাহাড়ি রাস্তায় চলতে বেশ মজাই লাগতো। এল.ডি দিয়েগোকে খুবই পছন্দ করতো কারণ একজন বড় শিল্পীর কল্পনাশক্তি, মায়াবী চেহারা, স্বচ্ছতা এবং সঙ্গপ্রিয়তা তার মধ্যে ছিল। অবশ্য দিয়েগো ও ফ্রিদা এই পরিবারকে আপন করে নিয়েছিলেন একই কারনে। এল.ডি, নাতালিয়া সেক্রেটারী ও গার্ডসহ সংসারের সবার সাথে তো বটেই, বাইরের দেশ থেকে আসা ভিজিটারদের সাথেও কথা-বার্তা, ভাব বিনিময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করে তারা উদ্দীপ্ত হোত।

সবাই জানে, অবশেষে এই সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। এজন্য নাতালিয়া ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেননা বা তিনি কোন ভুল/অন্যায়ও করেননি। খুব টেনশন নিয়ে তিনি থাকতেন। ইতিমধ্যেএক নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, আবার নতুন আঘাতের অপেক্ষায় আছেন। এই সবকিছু মিলে তাঁর মেজাজ খিটখিটে থাকতো। তিনি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্টা করেও পারতেননা। মাঝে মধ্যে জ্বলে উঠতেন। পরিবারের সবাই এটা জানতো। যে কারনেই তিনি ক্ষেপে যেতেননা কেন, কেউ তাকে দোষ দিতনা। তারপরও তারা মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাতেন। বিশেষ করে নারী কমরেডদের কেউ কেউ হজম করতে পারতেননা। কারণ তারাও বিদ্রোহী ও বিপ্লবী হতে গিয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আসতেন। নাতালিয়া প্রথমে কঠোর বা রূঢ় কথা বলে, পরে তীব্র অনুতপ্ত হয়ে যে আচরন করতেন তাও বাড়াবাড়ি মনে হোত। তা কখনো কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছত যে, তার অনুশোচনা কঠোর আচরন থেকেও বেশী বিরক্তি উদ্রেক কোরত। ফ্রিদার সাথেও এমনটিই ঘটেছিল। ফ্রিদা তার কঠোর ব্যবহারে হতভম্ব ও অপমানিত বোধ করে চলে গেলেন। পরে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তাতে বুঝলাম অত্যন্ত মনোকষ্ট নিয়ে তিনি চলে গেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শত চেষ্টা করেও সে সম্পর্কে আর ঝালাই করা গেলনা।

তবে, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে, এক নির্বাচনে দিয়েগো একজন বুর্জোয়া প্রার্থীর সমর্থনে যে ভাবে যোগ দেয় তা ছিল বিপদজনক। দিয়েগোর অবস্থান এমন দাঁড়ায় যে, পরিস্থিতি নিয়ে স্টালিনবাদীরা কুটিল রাজনীতি শুরু করে। তারা বলে বেড়ালো যে, ট্রটস্কিই দিয়েগো রিভেরার বিজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং তাকে ফার্দেনাসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। তখন ট্রটস্কি বাধ্য হলেন প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করতে। তিনি বিবৃতি দিলেন যে, এতে তার কোন ভূমিকা নেই। রাজনৈতিক আশ্রিত হিসেবে মেক্সিকোর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা শর্তের বরখেলাপ এবং তার ব্যক্তিগত নীতি বিরোধী। তাই তিনি এসব করছেনও না। এককথায় বলা যায়, তিনি দিয়েগো রিভেরার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলেন। তবে দিয়েগোর সাথে ট্রটস্কির ব্যক্তিগত সম্পর্কে কখনও চিড় ধরেনি। তিনি তাকে একান্ত বন্ধুজন মনে করতেন ও তার প্রশংসা করতেন। ট্রটস্কি দিয়েগোকে রাজনৈতিক বন্ধুর চেয়েও চিন্তা ও কল্পনার সঙ্গী হিসেবে বেশী আপন মনে করতেন।

১৯৩৮ সনের ফেব্রুয়ারী। বিভেরা পরিবারের সাথে ট্রটস্কির সম্পর্ক তখনও ঘনিষ্ঠ। একদিন বিকেলে দিয়েগো আমাদের ডেকে জানতে চাইলেন, প্যারিসের এক হাসপাতালে লিও সেদভ মারা গেছেন, এ তথ্য আমরা জানি কিনা। আসলে সেদভ যে হাসপাতালে ভর্তি তখন এ খবরও আমরা জানতামনা। দিয়েগো খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব প্যারিস থেকে আশাকরি সত্য উদ্ধার করতে পারবেন বলে জানিয়ে চলে গেলেন। তখন নাতালিয়া ঘরে ছিলেননা। ট্রটস্কি বাড়িতেই ছিলেননা। এর আগের দুতিন সপ্তাহ

ধরে স্টালিনপন্থীরা ট্রটস্কির বিরুদ্ধে তুমুল বিরূপ প্রচারনা চালাচ্ছিল। এতে এবং আরও কিছু ইঙ্গিত পেয়ে আমরা ধরে নিয়েছি, তারা ট্রটস্কিকে খুন করার জন্য আরেকটি ষড়যন্ত্রের অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাই আমরাও নিরাপত্তা তৎপরতা আরও জোরদার করি। আমরা ট্রটস্কিকে চোরাপথে এ বাড়ি থেকে কিছু দূরে গ্রামের এক দরদি সমর্থকের বাড়িতে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখি। যাতে এ বাড়ি আক্রমন করলে তাকে স্টালিনবাদীরা খুঁজে না পায়।

দিয়েগো আমাদের সবারই আপনজন। লিও সেদভের মৃত্যু সংবাদ নাতালিয়া ও এল.ডি. কে দেয়া নিয়ে তিনি খুব মুষড়ে পড়লেন। আমরাও সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, নাতালিয়াকে জানাবোনা, প্রথম এল.ডিকে বলবো। কিন্তু কে জানাবে এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সবশেষে আমার উপরই দায়িত্ব পড়লো। কিভাবে জানাই, এ নিয়ে খুব ভাবনায় পড়লাম। দিয়েগো আর ট্রটস্কিরা একই প্রজন্মের লোক, তাঁরা পরস্পরকে যত কাছাকাছি বুঝবেন এবং বোঝাতে পারবেন, আমরা ২৭/২৮ বছরের যুবকরা ততখানি পারবোনা। তাই আমি দিয়েগোকেই সংবাদটি জানাতে অনুরোধ করি। তিনি রাজী হয়ে বললেন, 'তোমরা যা ভালো মনে কর...'।

আমি গাড়ি চালিয়ে দিয়েগোকে নিয়ে ট্রটস্কির গোপন আস্তানায় গেলাম। দিয়েগো যেন তার বিশাল বপুখানা গাড়ি থেকে গড়িয়ে নিয়ে বাড়ির গেটে রাখলো। আমি গাড়িতে। বেল বাজানোর শব্দ শুনলাম। বিদ্যুতবাতি জ্বলে উঠলে আঁধার কেটে মৃদু আলোর ছায়া মাড়িয়ে একজন সেবক বেরিয়ে এসে দিয়েগোকে নিয়ে আবার অদৃশ্য হোল। আধ-ঘন্টারও কিছু সময় পর দিয়েগো ট্রটস্কিকে নিয়ে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে গাড়ির পেছনের আসনে বসালেন। সুনসান নিরবতা ভেঙ্গে, একটু কেশে, দিয়েগো ইংলিশে আমাকে বললেন, 'গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি নিয়ে চল'। তিনিও দরজা বন্ধ করে ট্রটস্কির পাশে উঠে গিয়ে বসলেন। চলার পথে পেছনে আর নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাইনি।

বাড়ির গার্ডরা সতর্ক ছিল। গাড়ি দেখা মাত্র তারা নিয়মানুযায়ী বড় দরজা খুলে দিল। আমি গাড়ি না থামিয়ে নিরাপদে, স্লাইপারের টের পাওয়ার আগেই, একেবারে ভেতরে নিয়ে গেলাম। গাড়ি থামার পরপরই লম্বা লম্বা পা ফেলে ট্রটস্কি গার্ডদের বারান্দা পেরিয়ে সোজা ঘরের ভেতর চলে গেলেন নাতালিয়ার কাছে। পরদিন দেখলাম সন্তানহারা দম্পত্তির কষ্ট, বিশেষ করে নাতালিয়ার চোখে মুখে শোক আর কান্নার চিহ্ন। ট্রটস্কিকে বেশ কদিন আর ঘরের বের হতে দেখিনি।

তাদের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাথার ভেতর বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিলো মার্ক্সের কন্যা লরা লাফার্গ আর পলের আত্মহত্যার কথা। ১৯১১ সালে ৭০ বছরোর্ধ বয়সে তারা এই ভেবে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন যে, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যখন আর ওদের প্রয়োজন নেই, তখন বেঁচে থেকে লাভ কি। লেনিন প্যারিসে তাঁদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে ভাষন দিয়েছিলেন। ক্রুপস্কায়া বলেছিলেন যে, লেনিন তাঁকে বলতেন, 'যদি কেউ আর পার্টির জন্য কাজ করতে না পারে, তবে তার এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে লাফার্গদের মতোই মৃত্যুবরন করা উচিৎ।'

তরুন প্রজন্মের বিপ্লবীদের জন্য সম্ভবত আরো বিচক্ষনতার কাজ হবে, লাফার্গ দম্পত্তির জন্য তাদের কি করা উচিৎ এ সম্মন্ধে নিজেদের প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর খুঁজে বের করা। যাহোক, সেই আত্মহত্যার সন্ধি সে সময়ের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং তার প্রতিধ্বনি, আমি যখন এ লড়াইয়ে যোগ দেই, তখনও শুনতে পাই।

এসব চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। নিজেকে নিজে বুঝালাম, খুব সম্ভবত নিজের কিছু অব্যক্ত প্রতিক্রিয়া থেকে এরকম ভাবছি; অথবা অন্যদের কথা-বার্তা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ থেকে আমার মনে যে বিশ্বাস জন্মেছে এ তারই প্রতিফলন। রাইও একইরকম আশংকা করে আমার ভয় বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, রাই নাতালিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের খাবার সরবরাহ সহ যে কোন চাহিদা মেটাতো। বিশেষ আশংকার কারণ, এল.ডি. সব সময় একটি ছোট্ট পিস্তল তার লেখা-পড়ার ডেস্কের ওপর পেপার ওয়েটের মত রেখে দিতেন। আমরা এটি সেখান থেকে সরাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। অজুহাত দাঁড় করালাম যে, পিস্তলটি পরিষ্কার করে তাতে তেল দিতে হবে।

কদিন পর পরিদর্শন কাজে এসে আমি বেডরুমের বারান্দায় দেখি, বেডরুমের দরজা খোলা। এল.ডি. একটি ছোট টেবিল সেট করে বসে বসে লিখায় রত। সন্ধাবেলা। শুধু তাঁর টেবিলে টেবিল ল্যাম্প। তার প্রশস্ত

কপালে আলোর উজ্জ্বলতা। বাকি সবখানে আঁধার। বুঝলাম তিনি কোন পান্ডুলিপি নিয়ে ব্যস্ত। অনেকক্ষন ধরেই কাজটি করলেন। আমার অনুভূতিতে যে অত্যাসন্ন আকস্মিক বিপর্যয়ের আশংকা ছিল তা কেটে গেল। বেশ ঝরঝরে হলাম। তাঁরা একটা নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। বুড়ো মানুষটি, আসলে Leon Sedov- Son, Friend, Fighter (লিও সেদভ- পুত্র, বন্ধু, যোদ্ধা) বইটি লিখে তাঁর পুত্রকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন।

লিওর মৃত্যুশোকের ক্ষত তখন তাদের খুব কষ্ট দিয়েছিল। এমনকি আলতো ছোঁয়াও তাদের কাছে তখন বোমা ফাটার প্রতিক্রিয়ার মত ছিল। বই অনুবাদের কাজ এল.ডির সেই ক্ষত স্থানে যেন পট্টি বাঁধার কাজ করল। তিনি দ্রুতগতিতে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাই অর্ধেক কাজ হয় কয়োক্যানে আর অর্ধেক নিউইয়র্কে। কোনটিই তার প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছিল না। কারণ, তিনি যা চাইছিলেন, ইংলিশ অনুবাদ রুশ ভাষার মতো তেমন সুক্ষ্মতম দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারেনি। এছাড়া আরো অনেক ছোটখাট বিষয়ও নোট করা দরকার ছিল।

লিওর মৃত্যুর আগে বুড়ো ও নাতালিয়া ডাইনিং টেবিলে বসে বসে পড়তেন। পড়ার সময় টেলেকানকেন রেডিও থেকে একটি স্থানীয় স্টেশনে প্রচারিত ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শুনতেন। এখন আর শোনেন না। জানিনা কেন। নাতালিয়াই এই সঙ্গীত বেশী পছন্দ করতেন।

কদিন পর একসময় আমি বুড়ো মানুষটির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তবে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তখন আমার কাছে যেমনটা মনে হতো, তাকে বলা যায় কিঞ্চিৎ নরমভাবাপন্ন (mellowness) ; তবে তাও হয়তো সঠিকভাবে বলা হলোনা। আগের মতো তিনি আর লোকজনকে দাবড়িয়ে বেড়াতেন না। আগের চেয়ে মনে হতো, সঙ্গীদের সবাইকে আগের চেয়ে বেশী প্রশ্রয় দিতেন, তাদের প্রতি বেশী সহানুভুতিশীল হয়ে ওঠেন, সবার প্রতি কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করেন। এই অনুভূতি তাঁর আগেও ছিল তবে খুবই সুক্ষ্ম ও নিগূঢ়। এই পরিবর্তনে পরিবারের সবার সম্পর্কের মধ্যে নতুন উপাদান যুক্ত হল। সম্ভবত স্টালিনের জীবনী রচনায়ও এই অনুভূতি কাজ করেছে। তাই ঘাতকদের শেষ আঘাতের আগেই তিনি তা শেষ করতে সক্ষম হন।

(৭)

লিও সেদভের মৃত্যুতে যখন গোটা পরিবার দু:খ কষ্টে ও মনোবেদনায় বিপর্যস্ত, তখন স্টালিন তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি আক্রমন শানালেন। ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখে মেক্সিকান ট্রেডইউনিয়ন কনফেডারেশন ট্রটস্কির বিরুদ্ধে এক মিথ্যা কলঙ্কজনক রেজুলেসন পাশ করে। উদ্দেশ্য, ট্রটস্কির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রত্যাহার করে তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করার জন্য ক্যার্দেনাজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এই ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেন মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টির লোম্বার্ডো টেলেন্দু। এর উত্তর না দিয়ে উপায় ছিলনা বিধায় পরদিনই ট্রটস্কি তার উত্তর দেন।

আমরা জানতামনা বা জনসমক্ষে জানানো হয়নি, ঠিক একইদিন রুশ সরকারী উকিল আন্দ্রেই ভাইসিনস্কি 'ডানপন্থি এবং ট্রটস্কিপন্থি' হিসেবে চিহ্নিত করে একুশ জন সদস্যের বিরুদ্ধে আদালতে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ফেব্রুয়ারীর ২৭ তারিখে এটি ঘোষনা করা হয়। আর মার্চের ২ তারিখ থেকে মামলা শুরু হয়। মামলার বাদীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তন্মধ্যে নিকোলাই বুখারিন এবং আলেক্সি বাইকভ অন্যতম। স্টালিন যাদেরকে এর সঙ্গে যুক্ত করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন তার বিশ্বস্ত



সহযোগী, গোপন রাজনৈতিক পুলিশের ভূতপূর্ব প্রধান যাগোদা (Yagoda) । ইনি ১৯৩৬ সনে প্রথম মস্কো মামলা সাজিয়েছিলেন, যে মামলায় জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সহ আরো অনেককে শাস্তি দেয়া হয়। এদের সঙ্গে আরো ছিলেন এল.ডি এবং নাতালিয়ার সহমর্মী এবং পরিবারের দীর্ঘদিনের বন্ধু ক্রিশ্চিয়ান র‍্যাকোভস্কি। আগের মামলায় প্রধান ডিফেনডেন্ট ছিলেন যেহেতু ট্রটস্কি, তাই এবার প্রধান প্রসিকিউটার, তাঁকেই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ও প্রধান আসামী হিসাবে অভিযুক্ত করলেন।

স্টালিন যদিও মামলার বিবরণ সাজাতে এক বছর কাল সময় নিয়েছেন, নিষ্পন্নের কাজ দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে হঠাৎ করে মামলার ঘোষনা এবং বিবাদীদের প্রস্তুতি নেয়ার সময় না দিয়ে বিচার শুরু করা। স্টালিনের দ্রুতগতিতে বিচার শেষ করার এই ফন্দির উদ্দেশ্যে, যেন বিদেশ থেকে ট্রটস্কি তার নির্দোষ দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেয়ার সুযোগ না পায়; ন্যায় বিচার করার কোন জিগির না ওঠে এবং তার ওপর কোন রকম চাপ সৃষ্টির চেষ্টা কেউ না করতে পারে। এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত যে, আদালতের নাটক হবে সংক্ষিপ্ত অভিযুক্তদের অধিকাংশকে শাস্তির রায় দ্রুত কার্যকরী করবে। স্টালিন সম্ভবত পুরো বিষয়টি এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন ট্রটস্কিকে নড়ে-চড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়েই ভিকটিমদের সবাইকে গোরস্থ করবেন। তার প্রধান প্রধান দেশী সহকর্মীদের মেরে ফেলে, মুষ্টিমেয় কজন অনুসারী নিয়ে প্রবাসে পলাতক বিপ্লবী নেতা টটাস্কির বিরুদ্ধে শক্তিশালী সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকতায় কমিনটার্নের বিশ্বজুড়ে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে তারপর তাকে নিঃশেষ করে দিবেন। **(ছবিঃ ১৯৪০ সনে খুন হওয়ার অল্প ক'দিন আগে ট্রটস্কি, নাতালিয়া, হ্যানসেন ও অন্যরা সহ।)**

যাহোক, যেদিন এ সংবাদ পেলাম, সেদিনই সন্ধ্যায় আমাদের প্রথম পরামর্শ সভা বসল। কয়োক্যানে, শিক্ষা বিষয়ক বা সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা সভা হতো প্রায় এক মাস পর পর। এছাড়া, সচিবরা ও গার্ডরা নিয়মিত আলাদা আলাদা স্টাফ মিটিং করতো। এসব মিটিংএর আলোচ্য বিষয় হতো ট্রটস্কি পরিবারের নিরাপত্তা ও গার্ডদের রুটিন ইত্যাদি সাংগঠনিক বিষয়াদি। এসব বৈঠকে এল.ডি উপস্থিত থাকলেও কদাচিত মাথা ঘামাতেন। এমনকি কোন বিষয় নিয়ে তীব্র মতান্তর ঘটলেও তিনি সালিশ নিষ্পত্তিকারী হতে চাইতেন না। তবে, আজ তিনিই শুরু থেকে নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করলেন। এই মিটিংএ এল.ডি সমস্যার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরলেন। আমাদের জানার উপায় ছিলনা ট্রায়াল কতদিন চলে; হতে পারে, অল্প কদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলবে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই, এই ট্রায়াল হতে হবে আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের যা বক্তব্য, বলতে হবে খুবই দ্রুত। সময়টা আমাদের জন্য খুবই সংকটপূর্ণ। এমনকি ঘন্টায় ঘন্টায়ও পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। তাই আমাদেরকে অসাধারন চেষ্টা করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

বুড়ো (ট্রটস্কি) নাটকীয়ভাবে কোন কিছু বললেননা। তিনি প্রবল আবেগাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা আমাদের সাধ্যমত সম্ভব সবকিছু করলাম। কারণ আমরা অনুভব করতাম, সদ্য সন্তানহারা পিতার শোক সামলে উঠবার আগেই প্রতারক ও ঘাতক শত্রুর এই নতুন আক্রমনকে সামলে উঠতে কিছুটা সময়তো লাগবে। আমরা সবাই করনীয় সম্পর্কে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতাম। তাই যখনই করনীয় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতো, আমাদের উত্তর হতো 'ইতিমধ্যেই করা হয়েছে'।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল অভিযোগপত্রটি হাতে পাওয়া। এজন্য আমাদেরকে নিউ নিয়র্ক টাইম্‌স এর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিলনা। এটির জন্য মেক্সিকো সিটির বানিজ্য কেন্দ্রে পাওয়া যেত। এছাড়া আমাদের নিউইয়র্কের কমরেডরাও পত্রিকার ক্লিপিং এয়ার মেইলে পাঠাতেন। কোন উৎস থেকে অভিযোগপত্র পেয়েছি এখন আর মনে নেই তবে তার পরের বিষয়টি স্পষ্ট মনে আছে।

সকাল সাতটা। সূর্য তখনও গাছের আড়াল ছাড়িয়ে আকাশে উঠেনি। ভোরের আলোয় স্নাত নীল দেয়ালের ভেতর উঠোনে এল.ডি প্রাতঃভ্রমনে। তখনও তরতাজা শীত শীত বাতাস। তাই তার গায়ে জ্যাকেট ও মাথায় ব্যারেট ক্যাপ। তিনি ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অভিযোগ পত্রটি পড়ছিলেন। পড়া শেষে একটু পর যখন নোটেশন দিচ্ছিলেন, তখনকার দৃশ্য অবিস্মরনীয়। দেখলাম, তার চশমা এবং ছাগুলে দাঁড়ি যেন পত্রিকাটির উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল। কেন এমনটি করলেন, পরে দেখলাম। এই তিক্ত অপ্রিয় কাজটি ছিল, তিনি নীল বা লাল কালি দিয়ে লেখাটির বিভিন্ন শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদের ওপর রুষ ভাষার বিশেষ দ্রষ্টব্য (Nota Bene) চিহ্ন দিয়ে দাগ দিচ্ছিলেন।

তারপর আসল কাজ শুরু হলো। অবিরত খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও অফিস এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাংবাদিকদের কাছ থেকে। এল.ডি তাদের প্রশ্নের উত্তরে স্ট্যালিনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে যা যা বলতেন, তাই মস্কোর পত্রিকার প্রথম পাতায় এবং স্বৈরতন্ত্রমুক্ত সকল দেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকলো।

বুড়ো কদাচিৎ তাঁর ডেস্ক ছেড়ে উঠতেন, ঝটপট খেয়ে নিতেন, দাঁড়ি কাটারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। তিনি টাইপ-রাইটার শুরু হওয়ার আগের প্রজন্মের মানুষ, তাই পেন্সিল বা কলম দিয়েই লিখতেন। অনবরত এতই লিখতেন যে, এক অদ্ভূত পেশাগত রোগে আক্রান্ত হন যা আজকাল বিরল দেখা যায়। তার আঙ্গুলগুলো খুবই নাজুক হয়ে পড়ে এবং তিনি লেখার সময় তাতে ব্যান্ডেজ লাগাতেন।

তিনি চমৎকার ডিকটেশন দিতেন। স্টেনোগ্রাফার তার সাথে তাল রেখে নোট করতে গিয়ে প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলত। তবে তার ডিকটেশন ছিল কেবল সাময়িক স্বস্তি। পরের ধাপে পান্ডুলিপি সংশোধন যে কতবার করতেন তার হিসাব রাখা মুশকিল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে ড্রাফটা ফাইনাল করার পরেই চিন্তাটা সবচেয়ে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার বুদ্ধিটা মাথায় আসে। তখন ফাইনাল ড্রাফটা আবারও সংশোধন করতে হয়'।

এল.ডির হাতে লেখা পান্ডুলিপি টাইপের পর কারেকসনের জন্য তাঁর কাছে ফেরত এলে, এত কাটা কুটি ও পরিবর্তন হতো যে, বোঝা দুঃসাধ্য ছিল, তাই রিটাইপ করতে হতো। পরিষ্কার কপি তখন আবার পড়তে হতো। এরকম জরুরী পরিস্থিতিতে নিজ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত নির্ধারিত সময়ের চাপে, বুড়ো মানুষটি তাঁর স্বভাবগত সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন উল্লেখযোগ্য পরিমানে কমিয়ে দিলেন। সচিবালয়ে মূল রুশ ভাষার মূল খসড়া থেকে ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, ও স্প্যানিশ ভাষায় ভাষান্তর করা হয়। ভাষান্তর করতে গিয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন জটিলতা সচিবরা পরস্পরকে সাহায্য করার মাধ্যমে নিরসন করতেন। মঝে মধ্যে আমাদের বুঝবার সমস্যা হওয়ার কারনে এল.ডিকে মূল রুশ ভাষার ড্রাফ্ট পরিবর্তন করতে হোত। কিছু কিছু অনুবাদ কয়োক্যান ভাষায় করা হোত । এগুলো এল.ডি নিজে চূড়ান্তভাবে দেখতেননা। কখনো কখনো দু একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বদলাতে বলতেন। ইংলিশ ভাষার অনুবাদে তাঁর মন্তব্য সবসময় সুনির্বাচিত হোত না। এর মানে এই নয় যে, তিনি নিজেকে ইংলিশে দক্ষ মনে করতেন; এটা ছিল তাঁর স্বভাব, সবকিছু বিস্তারিতভাবে দেখা। তিনি যেকোন লিখাতেই অযত্ন, অপরিপক্কতা ও অস্পষ্টতা মেনে নিতে পারতেন না। (ফটো: ট্রটস্কির পড়ার ঘর, এখানেই তাকে খুন করা হয়।)



তৃতীয় মস্কো ট্রায়াল যত এগুতে থাকলো, এল.ডি. তত সংবাদপত্রকে কাছাকাছি থেকে অন্তরঙ্গভাবে অনুসরন করতে লাগলেন। প্রতিদিনই তিনি দীর্ঘ বিবৃতি লিখতেন। তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও বহু কপিতে টাইপ করা হোত, তারপর পাঠানো হোত তারবার্তায়, মেক্সিকোর দৈনিক পত্রিকা গুলোতে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের সমমনা লেখকদের কাছে এয়ার মেইলে। আমরা অনুলেখযন্ত্র (mimeograph) ব্যবহার করতাম না; কারণ তাতে প্রচার প্রক্রিয়ায় এক স্টেপ বেশী লেগে, কালক্ষেপনের ঝুঁকি থাকে।

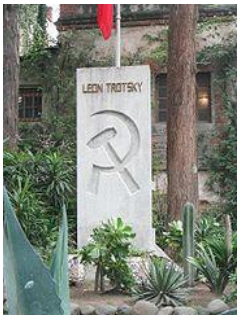
আদালতে ট্রায়াল চলার দিনগুলোতে ট্রটস্কি কাজ করতেন নিরলসভাবে কমপক্ষে প্রতিদিন আঠারো ঘন্টা। আমরা তরুনরা কাজ করতাম তার চেয়ে বেশী। আমরা একটি মূহুর্তও অপচয় করিনি। এভাবে, একটি ক্ষুদ্র টিম হয়েও আমরা পুরোপুরি দক্ষতা ও স্বচ্ছন্দের সাথে কাজ করতাম। এই ঐতিহ্য ট্রটস্কির আগের স্টাফদের ও ছিল। একের পর এক সচিবরা এই ঐতিহ্য পরম্পরা ধরে রাখতো। রাশিয়ায়ও ট্রটস্কির সচিবালয়ের সুখ্যাতি ছিল। তাই স্টালিন সঙ্গতভাবেই, ট্রটস্কির এই ফলপ্রসূ কর্মকুশলতাকে পঙ্গু করে তাঁর কর্মী ও অনুসারীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এই কঠোর আঘাত দেয়ার ষড়যন্ত্র করেন। আমার কখনো সুযোগ হয়নি রুশ বন্ধুদের দেখার। তারা হয় বন্দি ক্যাম্পে, না হয় গুপ্তঘাতক পুলিশের পিস্তলে নিস্তেজ হয়েছেন। তবে আমি বুঝতে পারি তারা কেমন কর্মঠ ছিলেন। তাঁরা কাজকে ভালোবাসতেন, চাপের মুখে কাজ করাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতেন, স্বাধীন মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষও ছিলেন। এক মহান লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখে এমন সহকর্মীদের সহযোগিতায় তাদের সমতালে ট্রটস্কিও কাজ করতেন । এটা সকলকে উৎসাহ দিত এবং নিত্য অনুপ্রেরনা যোগাতো। যার ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে উন্নতস্তরে পৌঁছতেন।

(৮)

তৃতীয় মস্কো ট্রায়ালে ট্রটস্কির বিবৃতির প্রভাব ছিল বিধ্বংসী। নিরপরাধ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রের প্রতি দ্রুত সাড়া, কোর্টে লোক দেখানো দুরভিসন্ধিমূলক ফন্দি ফিকির সব ফাঁস হয়ে গেল। এতে বিশ্ব

জনমতের কাছে প্রথম দিন থেকেই স্টালিনের ভাবমূর্তি ক্রমশ খারাপের দিকে চলে গেল। ট্রটস্কির প্রচেষ্টায়, স্টালিন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ও আসামীতে পরিণত হল, আর তিনি প্রধান ডিফেন্ডেন্টের স্থলে প্রধান অভিযোগকারী বা একিউজারে পরিণত হলেন। তখন থেকেই, জানাশোনা বা জ্ঞানী লোকজনের মধ্যে এটা স্থায়ী রুপে আসন নিল। স্টালিন, ইতোমধ্যে ১৯৩৭ সনের জন ডিউই কমিশনের তদন্ত রিপোর্টের ফলাফলের ব্র্যান্ড হয়ে গেলেন। যেখানে স্টালিন ট্রটস্কি ও লিও সেদভকে দুরভিসন্ধিমূলক দ্বিতীয় মস্কো ট্রায়ালে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল অথচ তারা ছিলেন সম্পূর্ন নির্দোষ। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটলো না।

ট্রটস্কির সাথে কাজ করা ছিল একটা বিশাল ব্যাপার। তিনি কখনো শখের রাজনীতি করেননি এবং অন্যদের মধ্যে এ প্রবণতাকে সহ্য করতেননা। তাঁর রাজনীতি ছিল তরুন স্টাফ ও কমরেডদের জন্য এক অসাধারন রাজনীতির পাঠশালা। ১৯৩৮ সালের মার্চের মস্কো ট্রায়ালে তিনি যে ভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন, তা সময়ের ওপর গুরুত্ব দেয়ার একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার এবং পরিস্থিতিকে অনুকুলে এনে সুযোগ সৃষ্টি করার একটি চাক্ষুষ প্রমান। তার অর্থ এই যে, পরম দৃঢ়তার সাথে অন্যসবকিছুকে পাশে ঠেলে রেখে, ব্যাক্তিগত সমস্যাদির উর্ধে উঠে, হাতের কাজে বা সমস্যা মোকাবেলায় সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করে, নিজের যা কিছু আছে তাই দিয়ে লড়াই করতে হয়। আমরা যারা জীবনের দ্বিতীয় দশকের শেষদিকের তরুন কর্মী সেদিন তার সঙ্গী হয়ে, তাকে সরাসরি একটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তীব্রভাবে লড়তে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম, তা ছিল নিঃসন্দেহে দুর্লভ সুযোগ এবং চিরকাল অবিস্মরণীয়।



অক্টোবর ১৯৬৯
জোসেফ হ্যানসেন

জোসেফ হ্যানসেনের পরিচয়



জোসেফ লেরয় হ্যানসেন (১৬ই জুন, ১৯১০--১৮ই জানুয়ারি, ১৯৭৯), ছিলেন একজন আমেরিকান মার্ক্সবাদী লেখক, ট্রটোস্কিবাদী রাজনীতিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টির (এসডব্লিউপি) নেতা। তিনি যুক্তরাস্ট্রের উটাহ রাজ্যের রিচফিল্ডে এক দরিদ্র শ্রমজীবি পরিবারের জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা, কনরাড জে.জেড. হ্যানসেন ছিলেন একজন দর্জি এবং জন্মসূত্রে নরওয়েজিয়ানঅভিবাসী। জো ছিলেন ১৫ জন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় এবং একমাত্র কলেজে পড়ুয়া ছেলে। আমেরিকার মহামন্দার সময় তিনি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং জেম্‌স পি.ক্যাননের নেতৃতে আমেরিকার ট্রটোস্কিবাদী দল সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টিতে যোগ দেন।

স্ত্রী রেবাকে সঙ্গে নিয়ে হ্যানসেন রাশিয়ার নির্বাসিত কমিউনিস্ট নেতা লিও ট্রটোস্কির সঙ্গে দেখা করার জন্যমেক্সিকোতে গিয়েছিলেন । সেখানে প্রথমে ট্রটোস্কির গার্ড এবং পরে সচিব হিসেবে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিন বছর কাজ করেন। স্ট্যালিনের এজেন্ট গুপ্তঘাতক র‍্যামন মারকাদের (Ramón Mercader) বরফ কাটার কুড়াল দিয়ে ট্রটোস্কির মাথায় আঘাত করে পালানোর সময় হ্যানসেন চার্লস কর্নেলের সহযোগিতায় তাকে ধরে ফেলেন।

হ্যানসেন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে বানিজ্যিক জাহাজের নাবিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি এস ডব্লিউ পি'র মুখপত্র 'দ্যা মিলিট্যান্ট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অনেক বছর। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি এসডব্লিউপি'র জাতীয় কমিটিতে ছিলেন। ১৯৫০ সালে, তিনি এসডব্লিউপি'র টিকিটে নিউ ইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সদস্যপদে নির্বাচন করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে, দ্বিধাবিভক্ত ৪র্থ আন্তর্জাতিকের দুই অংশকে পুণরায় এক করে ইউনাইটেড সেক্রেটারিয়েট (ইউএসআই) গঠনে সাহায্য করেন এবং এর নেতৃত্ব দেন। ইউএসআই এর মুখপত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিউজ সার্ভিস এর সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে এটাকে বলা হত "ওয়ার্লড আউটলুক" এবং পরে "ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্রেস"।

জোসেফ হানসেন ১৯৫৯ সালের কিউবা বিপ্লবকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তিনি 'ডাইনামিক্স অব কিউবান রেভুলিউসন' (কিউবার বিপ্লবের গতিময়তা) নামে একটি বইও লিখেন। এটি ছিল একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন। তিনি ফ্যারেল ডব্‌স এর সঙ্গে ১৯৬০ সনের প্রথম দিকে কিউবা সফর করেন। তাঁরা উভয়ে কিউবা কমিটিতে ফেয়ার প্লে চালু করার জন্য সোচ্চার ছিলেন।

জো হ্যানসেন ১৯৭৯ সালের ১৮ই জানুয়ারিতে সংক্রামক রোগে আক্রন্ত হয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে মৃত্যুবরন করেন। তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ সহকর্মী, রেবা হ্যানসেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরন করেন।

তিনি প্রচুর বই লিখে গেছেন। Marxists' Internet Archive - এ বইগুলো সংরক্ষিত আছে।

মুখবন্ধ



(১)

স্মৃতিকথা বলা বা লেখার দিক থেকে আমাদের সময়টা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। সম্ভবত অতীতের যেকোন সময়ের চেয়েও বেশী। কারণ এ সময়টা নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। ইতিহাসের বহমান ধারার দিক থেকেও অনেক বেশী নাটকীয়, ঘটনাবহুল ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বিশেষ করে, কম সময়ে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটার দিক থেকে অনন্য। নতুবা সাহারা মরুভূমিতে যেমন ল্যান্ডস্কেপ-পেইন্টিংএর জন্ম কখনো হোতনা তেমনি স্মৃতিকথারও প্রয়োজন হোতনা । **সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা যখন ক্রমশ অতীত হয়ে দূরে সরে যায়, তখন বিগত দিনের দিকে ফিরে দেখার ইচ্ছা কার না মনে জাগে**। এসব কারনেই গত যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পর থেকে স্মৃতিচারনমূলক সাহিত্য রচনার পরিমান অনেক বেড়েছে। সম্ভবত এই বইটিও সেকারনেই লেখা।

এই স্মৃতিকথা বইটি পৃথিবীতে গুরুত্ব পাওয়ার কারণ তার লেখকের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে ছেদ পড়া। আকস্মিক না হলেও এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জীবনকে থামিয়ে দিয়ে এই কনস্তান্তিনোপলে এনে ঠেকিয়েছে। এখানে আমি সীমাবদ্ধ নি:সঙ্গ জীবন যাপন করছি। তবে এটাই প্রথম নয়, ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় আছি তারপর কি হয় দেখার জন্য। কিছু না কিছু অদৃষ্টবাদীতা ছাড়া বিপ্লবী জীবন অসম্ভব। পরিস্থিতি আমাকে কোথায় নিয়ে যায় জানিনা। তবে তার আগে কোন না কোনভাবে কনস্তান্তিনোপলের এই সাময়িক নিঃসঙ্গ জীবন আমাকে পেছনে ফিরে তাকাবার একটা উপযুক্ত মূহুর্ত এনে দিয়েছে। আমি তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছি।

প্রথম দিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চাহদা মেটাবার জন্য আমি তড়িঘড়ি করে অনেকটা দায়সারা ভাবে নিজের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরন লিখতাম। ভাবতাম হয়তো এভাবেই চলবে। সত্যি বলতে কি, এই রিফুজি জীবন থেকে আমি জানতে পারতামনা পাঠকদের কাছে, আমার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী কেমন লাগে। তবে আমার প্রত্যেকটা লেখায় যুক্তি থাকতো। তাই সে লেখাগুলো শেষ না করা পর্যন্ত নতুন লেখা শুরু করিনি। ওগুলো শেষ হলে পরেই খুবই ব্যাপক স্কেলে একটি আলাদা বই লেখার চিন্তা করি। এ লক্ষ্যে সম্পূর্ন নতুন ভাবে লেখার প্রতি মনোনিবেশ করি। পত্রিকার জন্য লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং এই বইটির বিষয়বস্তুর মধ্যে মাত্র একটি পয়েন্টে মিল আছে। দুটোর আলোচ্য বিষয়ই শুধু এক আর অন্যান্য সবকিছু সম্পূর্ন আলাদা।

এই বইতে আমি সোভিয়েত বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় কালটি বিশেষ বিস্তারিতভাবে বর্ননা করেছি। একালের শুরুটা হয় যুগপৎ লেনিনের অসুস্থতা এবং 'ট্রটস্কিবাদ' বিরোধী অভিযান থেকে। আমি প্রমান দেবার চেষ্টা করব যে, নীচুমানের উত্তরসূরিদের (epigones) ক্ষমতার লড়াই কেবল মাত্র ব্যাক্তিত্বের বিরুদ্ধে ছিলনা; অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া এবং বিপ্লবোত্তর আমলাতন্ত্রের (Thermidor - the rise of Joseph Stalin and

the post-revolutionary bureaucracy.) প্রস্তুতির এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ও ছিল। প্রায়ই আমাকে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, 'কিভাবে আমি ক্ষমতাচ্যুত হলাম?' তার উত্তর এখান থেকে সহজে পাওয়া যাবে। একজন বিপ্লবী রাজনীতিকের আত্মকথা হিসাবে এতে অবশ্যই সাধারনভাবে থাকবে রাশিয়ার সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা। আংশিকভাবে থাকবে গোটা মানবতা সম্পর্কে আলোচনা। এবং বিশেষভাবে থাকবে, সেই সংকটকালের বিবরন যার নাম বিপ্লব। অবশ্য আমি জটিল তাত্ত্বিক সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন এখানে দেইনি। এতে বার বার এসেছে তথাকথিত স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বের কথা যা আমার ব্যাক্তিগত জীবনে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। এসেছে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- প্রাচ্যের দেশগুলোর অর্জিত মর্মভেদী বাস্তবতার কথা। এতেও যদি পাঠক অতৃপ্ত থাকেন, তবে আমি কথা দিচ্ছি, বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যার সারাংশ নিয়ে আরেকটি বই লিখব। সে বইতে আমি গত দশকগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক যুক্তির উপসংহার টানবার চেষ্টা করব।

(২)

বইটিতে অনেকেই তাদের নিজেদের বা পার্টির পছন্দসই বিষয় নাও পেতে পারেন কিংবা আমার দেয়া তথ্যগুলোর নিরপেক্ষতা নাও মানতে পারেন। এমনকি বিভিন্ন পত্রিকাও বইটির সারমর্ম প্রকাশ করার সময় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়েছে। এনিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাইনা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি যদি দাগেরো টাইপের (daguerreotye) আলোকচিত্রের মতো করেও আমার আত্মকথা তৈরী করতাম তবু তার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা বার বার আসত। অবশ্য এমনটি আমি কখনো চাইনা। এই বই আমার জীবনের নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত ফটোগ্রাফ নয়, তবে তার একটি অন্যতম উপাদান বলা যায়। এর পাতায় পাতায় আমি সারা জীবন একান্তভাবে নিয়োজিত সংগ্রামের ঘটনাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্ননা করার সময় ঘটনাবলীকে চরিত্রায়ন ও মূল্যায়ন করেছি। বিবৃত করার সময় কখনো কখনো আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি এবং অধিকাংশ সময় আত্মসমালোচনা করেছি। কিংবা বলা যায়, মাঝে মাঝে আত্মরক্ষা করেছি তবে বেশীরভাগ সময় নিজেকে আক্রমন করেছি। আমি মনে করি, আত্মকথাকে বস্তুনিষ্ঠ করে পরিবেশন করার এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। আরো অর্থবহভাবে বলতে গেলে, এর মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ ঘটানো যায় ব্যাক্তিত্বের, পরিস্থিতির এবং ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর।

এ বস্তুনিষ্ঠতা মানে কোনরকম উদাসীনতার অজুহাত নয়। যদিও এ ধরনের বস্তুনিষ্ঠতা রীতিমাফিক বাহানা ছাড়া কিছুইনা। তবে এখানে এর দ্বারা কোন বন্ধু বা শত্রুর মোনাফেকি সম্পর্কে পাঠককে সরাসরি বলা বিড়ম্বনাকর বিধায় পরোক্ষভাবে বলার বাহানা করা হয়নি। এ ছলনার আমার দরকার নেই। যেহেতু আমি প্রয়োজনের অনুবর্তী হয়েই আত্মকথা লিখছি। আমার ভালোবাসা বা ঘৃণা, দরদ বা বিদ্বেষ কোন কিছুই এখানে লুকাইনি। আমি জানি একান্ত নিজের কথা ছাড়া সত্যিকার আত্মজীবনী হয়না।

এটি একটি তর্কবিতর্কের বই। এটি মতানৈক্যের বা পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনের বেগবান শক্তিকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করেছে। শিক্ষাগুরুর প্রতি ছাত্রের ধৃষ্টতা; বৈঠকখানার গালগপ্পে বিরক্তিকর ঈর্ষাজনক মন্তব্য; সৌজন্যের আড়ালে নিরন্তর বানিজ্যের প্রতিযোগিতা; বিজ্ঞান, কলা এবং ক্রীড়ার সকল মৌলিক ও ব্যবহারিক শাখায় উন্মত্ত প্রতিযোগিতা; বিরোধী দলের স্বার্থ নিয়ে প্রকাশ্য সংসদীয় বিতর্ক; দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নিত্যদিনের অসংযত ও উন্মত্ত লড়াই; শ্রমিকদের ধর্মঘট; বিক্ষোভ মিছিলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ; সভ্য প্রতিবেশীদের পরস্পরের কাছে বিমানে/আকাশ পথে এক্সপ্লোসিভের প্যাকেজ পাঠানো; গৃহযুদ্ধের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা যা আমাদের পৃথিবী থেকে আজও নেভানো যায়নি- এই সকল সামাজিক তর্কবিতর্ক বা বাদানুবাদের বিভিন্ন রূপএখানে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে সচরাচর ঘটে, কিছু নিয়মমাফিক ঘটে, কিছু তীব্রতার জানান না দিয়েই ঘটে, কিছু কিছু চরম বিপর্যয়করভাবে ঘটে, যেমন যুদ্ধ, বিপ্লব, গণবিস্ফোরন এবং আগ্নেয়গিরির লাভার মতো গণ-উদ্গিরন। এ রকমই আমাদের সময়ের ইতিহাসের ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্য। আমরা এগুলোর মধ্যেই বড় হয়েছি। এর মধ্যেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং

এর ভেতরেই আমাদের বেঁচে থাকা। যদি আমাদের সত্যবাদী হতে হয়, তবে সময়ের এরকম সাধনক্রিয়ায় আমরা বিবাদপ্রিয় না হয়ে পারি কি?

(৩)

কিন্তু আরও এক মৌলিক বিচারিক মাপকাঠি রয়েছে। আর তা হচ্ছে সরল বিবেক বুদ্ধি দিয়ে ঘটনার বিবরন প্রকাশ করা। এটি ঠিক এরকম, সবচেয়ে তিক্তকর বিপ্লবী লড়াইয়েরও স্থান ও কালের হিসাব অবশ্যই রাখতে হয়; সবচেয়ে বিবাদাত্মক কাজেও মানুষের এবং বস্তুর মধ্যেকার অনুপাতের অস্তিত্ব অবশ্যই লক্ষ্য করতে হয়। আমার বিশ্বাস আমি কেবল সামগ্রিকভাবেই নয়, বিশেষভাবেও এই চাহিদা পূরন করেছি, ।

কতগুলো ক্ষেত্রে যদিও সংখ্যায় তত বেশী নয়- আমি পুরনো দিনের দীর্ঘ আলাপ-চারিতাকে সংলাপের রূপ দিয়েছি। দীর্ঘ দিনের পুরনো আলাপচারিতার হুবুহু পুনরাবৃত্তি কেউ আশা করেনা। আমিও সেরকম নির্ভুলতা দাবী করিনা। এরকম সংলাপের বেলায় প্রতীকী চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছি। প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কিছু মূহুর্তে কিছু কথাবার্তা মনে এমনই দাগ কাটে যে, তা স্মৃতিতে চিরসতেজ থেকে যায়। লোকজন সাধারনত সে ধরনের কথাগুলো তার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বন্ধুদের কাছে বার বার বলে আনন্দ পায়। সেধরনের বিষয়ে আমি অবশ্যই রাজনৈতিক আলাপচারিতাকেই প্রধান্য দিয়েছি।

আমি আমার স্মৃতিশক্তির ওপর দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল। এটি একাধিকবার পরীক্ষিত এবং সফল প্রমানিত। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় প্রকাশ থেকে সংরক্ষিত থাকা দরকার মনে করি। আমার স্মৃতিশক্তি সম্মন্ধে বলতে পারি: প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বিশেষ করে সাংগীতিক বিষয়ে আমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল; দৃষ্টিনির্ভর এবং ভাষা সম্বন্ধীয় স্মৃতিশক্তি মোটামুটি মধ্যম; তবে ভাবনা, চিন্তা ও ধারণাগত স্মৃতিশক্তি আমার অবশ্যই কমপক্ষে অধিগড় মানের। এ বইতে বিভিন্ন মতাদর্শিক ভাবনা, তার ক্রমবিবর্তন এবং এসব মতাদর্শিক চিন্তার জন্য গনমানুষের সংগ্রাম ও লড়াইয়ের বিবরনের প্রতি আমি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি।

স্মৃতিশক্তি কোন স্বয়ংক্রিয় গননযন্ত্র নয়। সর্বোপরি, এটা কখনো নিরপেক্ষও থাকেনা। যদি ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্খা তার সহজাতপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রনে অসুবিধায় না পড়ে, তবে তার স্মৃতিশক্তি কখনো কোন বিশেষ ঘটনাকে তাড়িয়ে কোনঠাসা করে রাখেনা। কিন্তু এটি মনোবীক্ষনিক সমালোচনার বিষয়। অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত এবং শিক্ষামূলক হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এটা খেয়ালী এবং অযৌক্তিক হয়।

বলাবাহুল্য যে, আমি প্রতিনিয়ত আমার স্মৃতিশক্তিকে বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমান দিয়ে যাচাই করি। আমার কাজের পরিবেশ যত বিপদসঙ্কুলই হোক না কেন, লাইব্রেরিতে বা আর্কাইভে অনুসন্ধান করে আমি সব দরকারী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তারিখ যাচাই করে নিয়েছি।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমি একমাত্র কলম দিয়েই যুদ্ধ করে আসছি। সুতরাং আমার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রায় বত্রিশ বছরেরও বেশী কাল যাবত প্রায় নির্বিঘ্নে মুদ্রিত প্রমানাদি রেখে আসছে। পার্টিতে বিভাজনের লড়াইয়ের ইতিহাস আমার ব্যক্তিগত উপাখ্যানে সমৃদ্ধ। এটা শুরু হয় ১৯০৩ সালে। আমার বিরুদ্ধপক্ষ, আমার মতো, আঘাতপ্রাপ্ত বা আটক অবস্থায় নেই। প্রিন্ট মিডিয়াতে তাদেরও প্রমানাদি আছে। অক্টোবর বিপ্লব থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস গবেষনা কাজে তরুন সোভিয়েত পন্ডিতগন এবং পুরো গবেষনা প্রতিষ্ঠান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিপ্লবের আর্কাইভে এবং জারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে প্রয়োজনীয় সব বাস্তব তথ্য বিস্তারিত মন্তব্য সহ মুদ্রিত আছে। প্রথম দিকে যখন গোপনীয়তা বা ছদ্মবেশ ধারনের কোন দরকার পড়তোনা, তখন এই কাজগুলো খুবই সুবিবেচনার সাথে করা হয়েছে। লেনিনের 'রচনাবলী' এবং আমারও কিছু কিছু লেখা স্টেট পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হোত। এর প্রতিটি ভলিয়ুমের ডজন ডজন পাতায় ভরা থাকতো বিভিন্ন নোট ও মন্তব্য। এর সাথে লেখকের কার্যকলাপ এবং সে সময়ের সংরক্ষিত ঘটনাবলী সম্পর্কেও মূল্যবান বাস্তব তথ্যপূর্ণ নোট বা মন্তব্য উল্লেখ থাকতো। এই সবকিছু আমার লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে এবং লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে । তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি সত্যের অপলাপ খুব একটা হয়নি।

(৪)

আমি অস্বীকার করতে পারিনা যে, আমার জীবন পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরন করেছে। তারজন্য আমার নিজের চেয়েও সে সময়ের সহজাত বাস্তব অবস্থাই দায়ী। অবশ্য আমার কতগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাবলী, ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, অবশ্যই দায়ী, আমি স্বীকার করি। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাবলী পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ছিল। বিশেষ করে এমন অনেক ব্যক্তিগত স্বাভাবিক প্রবণতা এবং অনুভূতি যার ওপর সামাজিক পরিবেশের কোন চাহিদা বা প্রয়োজন ছিলনা। এছাড়া অন্যান্য বাস্তব অবস্থাও আজ সামনে চলে এসেছে যা হয় জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় অথবা চাপা দেয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তিগত চাহিদার চেয়ে বাস্তব অবস্থার চাহিদার প্রভাব বেশি। এবং চূড়ান্ত হিসাবে বাস্তব অবস্থাই সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রধান নিয়ামক শক্তি।

আমার বুদ্ধিবৃত্তিক ও কর্মজীবন, শুরু হয় সতের কি আঠারো বছর বয়সে। তখন থেকে আমার সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের লড়াই শুরু। আমার ব্যক্তিগত জীবনে, সবার মনোযোগ আকর্ষনের মতো এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। আমার জীবনের প্রথাবিরোধী উপাখ্যানগুলো কমবেশী আমার বিপ্লবী লড়াইয়ের সাথে বাঁধা এবং সেসব উপাখ্যানের যদি কোন গুরুত্ব থেকেও থাকে তবে তা বিপ্লবী সংগ্রামকে ঘিরেই। এটাই আমার আত্মজীবনী লেখার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে। তবে এই একটিমাত্র উৎস লেখক হিসেবে আমাকে অনেক জটিলতার দিকে নিয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনার বুনটের (Texture) সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে মিশে আছে যে, এ দুটোকে আলাদা করা কঠিন। তদুপরি, এই বই, সব মিলিয়ে কোন ইতিহাস নয়। এই বই ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার্যও নয়। বরং এগুলো আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বাস্তবতার সাথে যেভাবে যুক্ত হয়েছে, তাই বিচার্য বিষয়। অতঃপর এটা স্বাভাবিক যে, একটি ঐতিহাসিক লেখার চাহিদানুসারে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার হিসাব এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমগ্র সময়ের হিসাবের আনুপাতিক সমতা এই বইয়ে পাওয়া যাবেনা। আমাকে অন্ধের মতো খুঁজতে হয়েছে আত্মজীবনী এবং বিপ্লবের ইতিহাসের মধ্যেকার বিভাজন রেখা। আমার জীবনের গল্পকে ঐতিহাসিক গবেষনামূলক আলোচনা গ্রন্থে হারিয়ে যেতে দেইনি। একইসাথে সামাজিক বিকাশের বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তি পাঠককে দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছি। এটা করতে গিয়ে, আমি অনুমান করে নিয়েছি যে, বড় বড় সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পাঠকের জানা। তাই সেসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং তাদের অনুক্রম সংক্ষিপ্তভাবে পাঠককে আরেকবার স্মরন করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করেছি।

(৫)

এই বইটি যখন প্রকাশিত হবে, তখন আমার বয়স হবে পঞ্চাশ বছর। আমার জন্ম আর অক্টোবর বিপ্লব একই দিনে সংঘটিত হয়। এ দেখে মরমিয়া আর পিথাগোরিয়রা যে সিদ্ধান্তই নেয় নিক। এই অদ্ভূত মিল আমার নিজের নজরে পড়ে অক্টোবর বিপ্লবের তিন বছর পর। নয় বছর বয়স অব্দি আমি প্রত্যন্ত এলাকার একটি ছোট গাঁয়ে থাকতাম। আট বছর যাবত আমি স্কুলে পড়ি। স্কুল ছাড়ার পর প্রথমবার এ্যারেস্ট হই। আমাদের সময়ের আরো অনেকের মতো, আমারও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে জেলে, সাইবেরিয়ায় এবং বিদেশে নির্বাসনে। রুশ সম্রাট জারের জেলখানায় আমি দু'বারে মোট চার বছর জেল খেটেছি। জার আমাকে দু'বার নির্বাসনেও পাঠায়। প্রথমবার ছিলাম প্রায় দু'বছর, দ্বিতীয় বার কয়েক সপ্তাহ। সাইবেরিয়ার দ্বীপান্তর থেকে দু'বার পালাই। স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক নির্বাসনে (politico-social self-exile) ছিলাম ইউরোপ ও আমেরিকার নানান দেশে প্রায় এক যুগেরও বেশী। এর মধ্যে দু'বছর ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে এবং দশ বছর পরাজয়ের পরে। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের সময় আমার অনুপস্থিতিতে জার্মানির হোহেনজোলানে (Hohenzollern) আমাকে কয়েদ করার দন্ডাদেশ দেয়া হয়। পরের বছর ফ্রান্স ও স্পেন থেকেও বিতাড়িত করা হয়। মাদ্রিদ জেলে কিছুদিন কাটাবার পর একমাস স্পেনের কাদিজে (Cadiz) পুলিশের নজরে থেকে আমেরিকায় নির্বাসিত হই। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব চলাকালে আমি সেখানেই ছিলাম। নিউইয়র্ক থেকে আসার পথে

১৯১৭ সনের মার্চে ব্রিটিশরা আমাকে গ্রেফতার করে কানাডার বন্দী শিবিরে একমাস আটক রাখে। আমি ১৯০৫ ও ১৯১৭ সনের দুই বিপ্লবেই যোগ দেই। ১৯০৫ সনে সেন্ট পিটার্সবুর্গ সোভিয়েত প্রতিনিধি পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলাম এবং ১৯১৭ সালেও তদ্রুপ। আমি অক্টোবর বিপ্লবে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেই এবং সোভিয়েত সরকারের সদস্য ছিলাম। পররাষ্ট্র বিষয়ক গন কমিশারিতে জড়িত থাকাকালে আমি ব্রেস্ট-লিটোভস্কে শান্তি-আলোচনা করি জার্মান, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, তুরষ্ক এবং বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে। সামরিক ও নৌবাহিনী বিষয়ক গন কমিশারিতে থাকাকালে আমি পাঁচ বছর ধরে সোভিয়েত রেড আর্মি এবং বিপ্লবী নৌবাহিনী (Red navy) পুনর্গঠন করি। ১৯২০ এর দশকের বছরগুলোয় আমি দেশের বিশৃঙ্খল রেলসড়ক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করি।



লালফৌজদের উদ্দেশ্যে ভাষণরত ট্রটস্কি

তবে, গৃহযুদ্ধের বছরগুলো ছাড়া, আমার জীবনের প্রধান কর্মসূচী ছিল দল গঠন এবং সাহিত্য কর্ম। ১৯২৩ সালে রাষ্ট্রিয় প্রকাশনা সংস্থা স্টেট পাবলিশিং হাউজ আমার বিভিন্ন লেখার সংকলন (Collected Works) প্রকাশ করতে শুরু করে। সামরিক বিষয় নিয়ে লেখা আগে প্রকাশিত পাঁচ ভলিউম ছাড়া তারা তেরোটি ভলিউম প্রকাশ করে। ১৯২৭ সাল থেকে আমার সাহিত্য কর্ম প্রকাশনা বন্ধ করা হয়। তখন থেকেই 'ট্রটস্কিবাদ' এর ওপর হয়রানির মাত্রা তীব্রভাবে বাড়তে থাকে।

১৯২৮ সালের জানুয়ারীতে তখনকার সোভিয়েত সরকার আমাকে নির্বাসন দেয়। আমি চীন সীমান্তের কাছে নির্জনবাসে এক বছর কাটাই। ১৯২৯ সনে আমাকে তুরস্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তারপর কনস্তান্তিনোপল থেকেই আমি এই কথাগুলো লিখছি।

এই সংক্ষিপ্ত সারপত্রেও আমার জীবনের বাহ্যিক দিকটাকে একঘেঁয়ে বলা যাবেনা। বরং বারবার বিভিন্ন পরিবর্তনের চমক, তীব্র দ্বন্ধ বিরোধ, নানান উত্থান পতন প্রভৃতির সংখ্যা গুনে যে কেউ বলতে পারেন, যে আমার জীবনটা দুঃসাহসিক অভিযানে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে, অভিযানের পেছনে ছোটা আমার কাজ নয়। তার কোন যোগ্যতাও আমার আছে বলে মনে করিনা। আমি বরং কঠোর বিদ্যানুরাগী এবং অভ্যাসে রক্ষনশীল। আমি সুশৃঙ্খল এবং নিয়মতান্ত্রিক চলাফেরায় বিশ্বাসী এবং পছন্দও করি। আমি অনিয়ম বা বিনাশ মোটেই সহ্য করতে পারিনা। ছাত্র জীবনে আমি সদা সতর্ক এবং অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলাম। এ দুটি গুন আমি সারাজীবন সংরক্ষন করে এসেছি। গৃহযুদ্ধের বছর গুলোতে, যখন আমি ট্রেনে করে একই পথে

বারবার ঘুরেছি, চলার পথে দেবদারুর নতুন তক্তা দিয়ে তৈরী প্রতিটি নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা দেখে খুবই মজা পেতাম। লেনিন আমার এই বিশেষ আবেগ অনুভূতির কথা জানতেন, তাই প্রায়ই বন্ধুসুলভ মজা করে এ নিয়ে আমায় খ্যাপাতেন। আমি সবসময় মনে করি সংস্কৃতির সবচেয়ে মূল্যবান এবং অন্তরঙ্গ উৎপন্ন দ্রব্য একটি সুলিখিত বই লেখা, যাতে পাঠক নতুন কোন ধারণা বা তত্ত্ব খুঁজে পায় এবং একটি ভালো কলম দিয়ে লেখা যার মাধ্যমে কারো নিজের সৎচিন্তা ও সৎপরামর্শ অন্যদের কাছে সঞ্চারিত করা যায়। অধ্যয়ন আমাকে কখনও ছাড়েনি। জীবনে বহুবার আমি অনুভব করেছি যে, বিপ্লব আমার মূল কাজের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটায়। যদিও বিপ্লবী লড়াইয়ে শতাব্দির এক-তৃতীয়াংশ কাল আমার সচেতন জীবন পুরোপুরি ভাবেই নিয়োজিত ছিল। এবং যদি আমি আরও বেঁচে থাকি বা আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসি, নিঃসন্দেহে এই পথই অনুসরন করব। তৃতীয়বারের মত একজন নির্বাসিত পরবাসীর জীবন যাপন করেও আমি নীতিগতভাবে এই লাইনগুলো লিখতে বাধিত হয়েছি; যখন আমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার শূন্যস্থান পূরন করে পড়ে আছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জেলখানায়। অথচ যে দেশের সৃজনে তাদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ সুদৃঢ় ভুমিকা ছিল। আবার তাদের মধ্যেও কেউ কেউ দোদুল্যমানতায় ভুগছে। কেউ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। কেউ বা শত্রুর সামনে মাথা নত করেছে। তার কারণ সম্ভবত কেউ কেউ নৈতিক মনোবল হারিয়েছে; আবার কেউ কেউ নিরূপায় হয়ে পরিস্থিতির খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে আছে। আবার এদের মধ্যে এমনও আছে, যারা শত্রুর প্রত্যাঘাতের ভয়ে ভীত হয়ে বৈশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে দু'বার বেঁচে গেছি; একবার ১৯০৫ সালে বিপ্লবের পর; এবং দ্বিতীয়বার বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে। তাই ইতিহাসের জোয়ার-ভাটা সম্পর্কে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোধহয় ভালোই জানি । উত্থান-পতন তার নিজস্ব নিয়মে চলে। অধৈর্য হয়ে পড়লে তাতে কোন পরিবর্তন ঘটবেনা। আমার ব্যক্তিগত ভাগ্যে কি ঘটল না ঘটল তা দিয়ে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর অবস্থানগত সঠিক-বেঠিকতার দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করিনা। ইতিহাসকে তার নিরিখেই বুঝতে শিখেছি। একজন বিপ্লবীকে স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহের কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারাবাহিকতা জানতে হবে এবং খুঁজে বের করতে হবে সেখানে কোথায় তার নিজের অবস্থান। বিপ্লবী হিসেবে এটা তার প্রধান কর্তব্য। এবং একই সময় তাকে বুঝতে হবে যে, **যে ব্যক্তি তার কর্ম কেবল বর্তমান কালের মধ্যে সীমিত রাখেনা সেই ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে সুখী মানুষ**।

লিও ট্রটস্কি

প্রিনকিপো, ১৯২৯

১। ইয়ানুভ্কা



ইয়ানুভ্কার বিস্তীর্ণ প্রান্তর

(১)

শৈশব জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময় । এ কথাটা মাত্র গুটি কয়েকের জন্য সত্য । সবার বেলায় সবসময় সত্য নয় । শৈশব সুখের- এই আদর্শ বাণীটি সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাচীন সাহিত্যের সৃষ্টি । এক নিশ্চিত, নিরাপদ, সমৃদ্ধ এবং মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ সোনালী রোদের শৈশব কাটে সম্পদে ও সংস্কৃতিতে ধনবানদের ঘরে । জীবনের শুরুতে স্নেহ ভালবাসা ও খেলাধূলার শৈশব, সকালবেলা শিশির ভেজা নরম ঘাসে ছোটাছুটির অভিজ্ঞতার শৈশব ওদেরই মানায় । সাহিত্যের সম্ভ্রান্ত অমাত্যরা এবং যারা তাদের সন্মান ও যশ-গৌরব দিয়েছে, সেসব নীচু জাতের লোকেরাই শৈশবের ওপর নিখাদ আভিজাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছে । কিন্তু বেশীরভাগ মানুষের জীবনের পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় তার বিপরীত চিত্র, যেখানে আঁধার, ঠান্ডা, ক্ষুধা ও পরনির্ভরশীলতা ছিল শৈশবের নিত্য সঙ্গী । জীবন সবচেয়ে বড় আঘাত দেয় দুর্বলকে । এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে শিশুদের চেয়ে দুর্বল কেউ আর আছে কি?

আমার শৈশব ক্ষুধা আর ঠান্ডা পীড়িত ছিলনা । আমার জন্মের আগেই আমার পরিবার সমৃদ্ধির যোগ্যতা অর্জন করে । কিন্তু সাধারন মানুষের পক্ষে দারিদ্র অবস্থা থেকে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করার মতো আয় করা খুবই কঠিন এবং ইচ্ছা না থাকলেও তাদের মাঝপথেই থেমে যেতে হয় । দেহের প্রতিটি মাংসপেশীকে কষ্ট দিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, সারাক্ষন কর্মচিন্তায় ব্যপৃত থেকেও সামান্য অর্থ সঞ্চয় করা যায়না, এমন পরিবারের শিশুদের জন্য ন্যায়সঙ্গত বা পরিমিত স্থান কতটুকুই আর রাখা যায় । আমরা কি চাই জানতাম না, জানতামনা সহৃদয়তা, আদর-সোহাগ ইত্যাদিও । আমার শৈশব আমার কাছে রৌদ্রস্নাত তৃণভুমি হয়ে কখনো দেখা দেয়নি, যেমনটি অল্পসংখ্যক লোকের বেলায় ঘটে । আবার ক্ষুধার কালো রাক্ষস বা সহিংসতার রূপ ধরেও আসেনি, যেমনটি বেশীরভাগ লোকজনের বেলায় ঘটে । একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু সদস্য হিসাবে আমার শৈশবটা ছিল ধুসর । কাটিয়েছি অচেনা কোণের এক গ্রামে, যেখানে প্রকৃতি উদার অথচ অধিবাসীদের আচার-আচরন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বার্থপরতা, কষ্ট, কৃপণতা ও সংকীর্নতায় আচ্ছন্ন ।

আমার প্রথম বয়সে চারপাশে যে আত্মিক আবহ ছিল এবং পরের সচেতন জীবনে যে আবহে বয়সটা কাটিয়েছি, দুটোই ছিল ভিন্ন দুই জগত। শুধু স্থান, কাল ও বহু দুর দেশ দিয়েই নয়, বরং দুর্গম গিরিশৃঙ্গের মতো বিশাল বিশাল ঘটনা দ্বারা তা ছিল প্রভাবিত। এছাড়া অনেক অভ্যন্তরীন ধ্বস দ্বারাও প্রভাবিত, যা খুব স্পষ্ট মনে হলেও, যে কারও ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্বের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি প্রথম যখন এসব স্মৃতিকথার খসড়া লিখতে শুরু করি, তখন আমার প্রায়ই মনে হোত, যেন আমি আমার নিজের শৈশব নিয়ে লিখছিনা, বরং অতীতে কোন দূর দেশে দীর্ঘ ভ্রমনের কাহিনী লিখছি। এমনকি আমি চেষ্টা করেছি আমার গল্প তৃতীয় পুরুষ দিয়ে লিখতে, কিন্তু এই গঠনরীতি, আকৃতি ও বানানো রোমান্টিক গল্পের ইঙ্গিতে বহন করে, যা যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও আমি পরিহার করতে চাই।

এই দুই জগতের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্বেও বিভিন্ন গোপন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের ঐক্য এক জগত থেকে অন্য জগতে ঢুকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সাধারনভাবে বলতে গেলে, এ কারনেই যারা কোন না কোনভাবে সমাজ জীবনে অনেক জায়গা দখল করে থাকে, তাদের জীবনী বা আত্মজীবনীর প্রতি লোকজনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই, আমি আমার শৈশবের গল্প কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করব। আমার মানসপটে যা যা সংরক্ষিত আছে সবই বলব। কোন রকম পূর্বাভাস বা ভূমিকা ছাড়া একেবারে সরাসরি সরল ভাষায় ।

(২)

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি আমার মায়ের স্তন চুষে দুধ খাওয়ার কথাও মনে করতে পারি। তার কারন, সম্ভবত যেহেতু আমি অন্যান্য শিশুদের অনুরূপ দুধ খাওয়াটা দেখেছি, তাই আমারও এমনটা মনে হয়। একটি ঘটনার দৃশ্য আমার আবছা ছায়ার মতো মনে পড়ে। তখন আমার দেড় বছর বয়স। ঘটনাটি ঘটেছিল বাগানে একটি আপেল গাছ তলায়। তবে ঘটনাটিতে সন্দেহ আছে তাই আর এগুতে চাইনা। আরেকটি ঘটনা আমার আরও স্পষ্ট মনে আছে, বরং সেটিই বলি। আমি বব্রিনেজে মা'র সঙ্গে জো দের বাড়ি বেড়াতে গেছি। সেখানে দু'তিন বছর বয়সের একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে বউ বউ খেলেছি। আমি হয়েছি বর আর সে কনে। অন্যান্য শিশুরাও খেলছিল বাড়ির বৈঠকঘরের মেঝেতে। ঘরটি ছিল বেশ নানান রঙে রঞ্জিত। এক সময় আমার মা এবং গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকেন। তাদের সামনে ছোট্ট মেয়েটি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে; আমিও ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেরাজওয়ালা আলমারীর পাশে স্থানুরমত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মা প্রথমে আমার দিকে তাকায়, তারপর পাশের ম্রিয়মান মেয়েটির দিকে, এবং আবারও আমার দিকে। মাথা নেড়ে ভর্ৎসনার সঙ্গে বলেন: 'তোমার লজ্জা করেনা?' আমি একবার মা'র দিকে দেখে, একবার নিজের দিকে এবং আবার মেয়েটির দিকে তাকাই, ভাবখানা এমন যেন এ নিয়ে আমার করার কিছুই ছিলনা।

ট্রটস্কির বয়স যখন ৯ বছর (১৮৮৮ খৃ;)



গৃহকর্ত্রী বলে উঠেন, 'ছেলে-মেয়েরা অনেক্ষন ধরে খেলছো, এবার যাও।' আমি লজ্জাও পাইনি অনুশোচনাও না। আমার বয়স তখন সম্ভবত বড় জোর তিন বছর। প্রায় একই সময় আমি আমার সেবিকার সঙ্গে বাগানে খেলার সময় একটি বিষাক্ত সাপের কবলে পড়ি। সেবিকা ঘাসের মধ্যে একটি উজ্জল বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চীৎকার দিয়ে আমাকে ডাকলো, 'দেখ দেখ ল্যুভা!' (*ট্রটস্কির আসল সাম লেভ ড্যাভিডোভিচ ব্রোনস্টেইন। তাঁর বাবার নাম ড্যাভিচ লিওতিয়োভিচ ব্রোনস্টেইন। ল্যুভা তার সংক্ষিপ্ত নাম। এর অর্থ সিংহ। ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট্রটস্কির আদ্য নাম লিঁয় আর জার্মান ভাষায় লিও। পরবর্তি পৃষ্ঠাসমূহে পাঠক তার নাম পাবেন লেভ ড্যাভিডোভিচ হিসাবে এবং প্রায়শই তাঁর স্ত্রীর দেয়া সংক্ষিপ্ত নাম এল. ডি হিসাবে- ভাষান্তরিক*) 'এখানে মাটির তলে একটি নস্যির ডিব্যা।' সে একটি কাঠি নিয়ে এটি খুঁড়তে শুরু করলো। তার নিজেরও বয়স তখন ষোলর বেশী নয়। নস্যির ডিব্যাটির ঢাকনা নিজে থেকেই খুলে গিয়ে, একটি সাপ বেরিয়ে এসে হিস হিস শব্দ করতে করতে ঘাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকলো। আমার সেবিকা তখন, 'এস! এস!' বলে চেঁচিয়ে আমার হাত ধরে টেনে দিল এক ভোঁ দৌড়। তার সঙ্গে তাল রেখে দৌড়াতে যেন আমি আর পারছিলামনা, কেবল হাঁপাচ্ছিলাম। এ

এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা। পরে আমি আমার এই অনুসন্ধানের ফলাফলকে এভাবেই বর্ননা করতাম যে, ঘাসের ভেতর একটি নস্যির ডিব্যা সাপে রূপান্তরিত হয়েছে।

ছোটবেলার আরেকটি দৃশ্য আমার মনে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে আমাদের রান্নাঘরে। বাবা-মা তখন ঘরে ছিলনা। পাচক ও বুয়া এবং তাদের লোকজন ছিল। আমার বড় ভাই আলেক্সান্দারও, ছুটির দিন হওয়ায়, ঘরেই ছিল। সে কয়লা নাড়ার কাঠের বেলচার কাঠি দুটোকে উল্টে ধরে রণপা বানিয়ে তাতে দু'পা ভর দিয়ে মাটির মেঝেতে নাচানাচি করছিল। আমি তার কাছে আব্দার করে ওটা নিয়ে, চড়তে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং ব্যাথা পেয়ে চিককুর দিয়ে কেঁদে উঠলাম। ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেনে তুলে আদর করে কপালে অনেক চুমু খেল এবং কোলে জড়িয়ে ধরে রান্নাঘর থেকে সরে এল।

আমার বয়স তখন বড়জোর চার বছর। একজন আমাকে একটি ধুসর রঙের বড় মাদি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিল। ঘোড়াটি ছিল ভেড়ার মতো শান্ত। তার পিঠে না ছিল না লাগাম, কেবল থামাবার রসি। আমি দু'পা তার পিঠের দু'পাশে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দু'হাতে তার ঘাড়ের কেশর ধরে বসলাম। মাদি শান্তভাবেই আমাকে নিয়ে কদম দিল। পথে ছিল একটি নাশপাতি গাছ। তার তলা দিয়ে যাবার সময় আমি ডালে আটকা পড়ে, মাদিটার পেছন দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস মাঠে প্রচুর নরম ঘাস ছিল । আঘাত পাইনি মোটেও তবে খুব ভয় পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় আমি তৈরী-খেলনা খুব একটা পাইনি। তবে যতদূর মনে পড়ে একবার মা একটা কাঠের ঘোড়া আর একটি বল খারকভ শহর থেকে এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন।

আমি আমার ছোট বোনের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমরা নিজেরাই সে পুতুল বানাতাম। একবার আমার দুই ফুফু ফেনিয়া ও রাইসা পুরনো কাপড় দিয়ে আমাদের জন্য বেশ ক'টি পুতুল বানিয়েছিলেন। ফেনিয়া ফুফু পেন্সিল দিয়ে পুতুলদের চোখ, নাক ও মুখ এঁকে দিতেন। এই পুতুলগুলোর স্মৃতি আমার কাছে অসামান্য, এখনও মনে পড়ে। এক শীতের সকালে আমাদের মেকানিক আইভান ভাসিলিয়েভিচ কার্ডবোর্ড কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে আমাদের জন্য একটি ছোট রেলগাড়ি বানান, তাতে জানালা ছিল এবং চাকাও ছিল। আমার বড় ভাইয়া তখন ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সে এটা দেখে ঘোষনা করল, সেও এরকম গাড়ি এক্ষুনি বানাতে পারবে। সে আমার কাছ থেকে গাড়িটা চেয়ে নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় খুলে টুকরা টুকরা করলো। তারপর নিজে হাতে একটি রুলার, পেন্সিল ও কাঁচি দিয়ে অনেক্ষন ধরে অনেক আঁকিবুকি ও কাটাকুটির কাজ করল। কাজ শেষে যা দাঁড়ালো তাকে আর যাই হোক রেলগাড়ি বলা গেলনা।

আমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা শহরে যাবার সময় মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো এলিজাবেদগ্রাদ বা নিকোলায়েভ শহর থেকে আমাদের জন্য কিছু আনবে কিনা। এটা শুনে আশায় চোখ ঝলমল করে উঠতো। কি চাই কিনা চাই ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। তারাই চাওয়ার জন্য সাহায্য করতো। একজন বলতো খেলনা ঘোড়া চাও, আরেকজন বলতো বই, আবার কেউ বলতো রঙিন ক্রেয়ন পেন্সিল, কেউ বলতো একজোড়া স্কেটিং জুতা। ভাইয়ার কাছ থেকে শুনে, আমি চিৎকার দিয়ে বলতাম, 'আমার চাই একজোড়া হ্যালিফ্যাক্স স্কেট্স!' কিন্তু তারপর আর বড়রা তাদের কথা রাখতো না। আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আশায় থাকতাম জুতার জন্য। কিন্তু কেউ আনতোনা। তখন অনেকদিন মনটা খারাপ থাকতো।

বাগানে সূর্যমুখী ফুলে একটি মৌমাছি বসেছিল। মৌমাছিরা হুল ফুটায় তাই খুব সাবধানে ধরতে হয়। আমি একটি ভাঁটুই পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে দু'আঙ্গুলে মৌমাছিটাকে চিমটির মতো ধরে ফেললাম। হঠাৎ করে হুল বেঁধা টের পেলাম এবং তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করলাম। চীৎকার দিয়ে দৌড়ে চলে গেলাম উঠানের ওপাশে মেশিন শপে। আইভান ভাসিলিয়েভিচ হুলটা টেনে খুললো এবং নির্বিষ করার জন্য আমার আঙ্গুলে উপশমকারী তেল মাখিয়ে দিল।

আইভানের কাছে বড় এক বয়েম ভরা সূর্যমুখী তেল ছিল। তার ওপর ট্যারানটুলা মাকড়সারা বাসা বাঁধতো। এই তেলকেই হুলের বিষের উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হোত। ভিক্টর ঘার্তোপানভ ও আমি একসঙ্গে মিলে এই ট্যারানটুলাদের ধরতাম। এ মজা করতে গিয়ে আমরা এক সূতার আগায় এক টুকরা মোম বেঁধে নিয়ে গর্তে তাদের বাসায় ফেলতাম। মাকড়সা মোমটাকে তার নখ দিয়ে লুফে নিত এবং শক্ত করে ধরে রাখতো।

আমরা তখন তাকে গর্ত থেকে টেনে তুলতাম এবং ধরে ধরে খালি ম্যাচবাক্সে ভরে রাখতাম। এই মাকড়সা শিকারের মতো অবস্থায় পরবর্তি কালেও নিজেও পড়ে গেলাম।

এক আলাপচারিতার কথা আমার খুব মনে পড়ে। এক শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় বড়রা চায়ের আড্ডায় আলাপ করছিলেন। যখন ইয়ানুভকা খামারটি কেনা হয়, তখন কে কে ছোট ছিল, কার বয়স কত ছিল এবং আইভান ভাসিলিয়োভিচ কখন থেকে এখানে আমাদের কাজে এলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আলাপের এক ফাঁকে প্রসঙ্গক্রমে আমার মা আমার দিকে চেয়ে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন, 'আমার তখন এই খামারেই রেডিমেড ল্যুভাকে পাই'। আমি নিজে নিজে বুঝতে চেষ্টা করি, কথাটার অর্থ কি এবং শেষে গলা বাড়িয়ে বলি, 'তাহলে তখন কি আমি এই খামারেই জন্মলাভ করি?' 'না', তারা বললেন, 'তোমার জন্ম হয় এই ইয়ানুভকায়।'

'তবে যে মা বললেন, আমাকে এখানে রেডিমেড পেয়েছেন?'

'তোমার মা তোমার সাথে মজা করেছেন!'

কিন্তু আমি সন্তুষ্ট না হয়ে ভাবি এ এক সন্দেহজনক মজা ! যাহোক, শেষ পর্যন্ত আমি শান্ত হই, যখন বড়দের মুখে অভূতপূর্ব এক বিশেষ প্রাসঙ্গিক হাসি দেখি। এই সব শীতকালীন অবসরের চায়ের আড্ডা থেকে কিছু কিছু কালনির্ঘন্টের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করি। যেমন আমার জন্ম হয় ২৬শে অক্টোবর। আমার বাবা-মা তাদের ছোট খামার ছেড়ে বড় খামার ইয়ানুভকায় আসেন ১৮৭৯ সালের বসন্তে বা গ্রীষ্মে।

যে বছর আমি জন্মগ্রহণ করি, সে বছরই প্রথম জারশাসনের বিরুদ্ধে ডিনামাইটা হামলা হয়। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ২৬ আগস্ট 'পিপলস উইল' নামক সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হয়। তারা সম্রাট আলেক্সান্দার-২ এর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষনা করে। ১৯ নভেম্বর তারা জার বা সম্রাটের রেলগাড়িতে বোমা হামলা চালায়। এই অশুভ লড়াই ০১ মার্চ ১৮৮১ খৃস্টাব্দে আলেক্সান্দার-২কে হত্যা করে এবং একইসাথে পিপল্‌স উইল এর অবলুপ্তিও শুরু হয়।

রুশ-তুরষ্ক যুদ্ধ তার আগের বছর ক্ষান্ত হয়। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দের আগস্টে বিসমার্ক অস্ট্রো-জার্মান আঁতাতের গোড়াপত্তন করেন। এবছরই এমিল-জোলা তার বিখ্যাত উপন্যাস 'নানা' বের করেন। এতে আঁতাতের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা, তখনকার একমাত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে গীতি নাট্য ও গীতি নাট্যের তারকাদের একজন বিশুদ্ধ সমঝদার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের পর তার প্রতিক্রিয়ার হাওয়া এবং প্যরি-কমিউনের পতনের হাওয়া ইউরোপের রাজনীতির ভেতর দিয়ে বইছে তখনও। জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি এরই মধ্যে বিসমার্কের বৈষম্যমূলক শাসনতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়েছে। ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে ভিক্টর হুগো এবং লুই ব্লাঞ্চ কম্যুনার্দদের জন্য সাধারন ক্ষমার দাবী জানালেন ফরাসী চ্যাম্বার অব ডেপুটিজদের কাছে।



খার্সনের বিশুষ্ক তৃণপ্রধান প্রান্তর বা স্তেপ এবং তার মধ্যে প্রাচীন শক সভ্যতার ভগ্নাবশেষ

কিন্তু সংসদীয় বিতর্ক, কূটনৈতিক চালচক্র, কিংবা ডিনামাইট বিস্ফোরনের শব্দ কোনটাই তখন ইয়ানুভকা গ্রামে পোঁছেনি, যেখানে আমি প্রথম চোখ মেলি এবং যেখানে আমি জীবনে প্রথম নয় বছর কাটাই। খার্সনের বিশুষ্ক তৃণপ্রধান অসীম প্রান্তর বা স্তেপ এবং রাশিয়ার সমগ্র দক্ষিনাঞ্চল ছিল তখন গম ও ভেড়ার স্বশাসিত রাজ্য। এর সীমাহীন বিরাট খোলা প্রান্তর এবং পথ-ঘাটের অভাব তাকে রাজনীতির উপদ্রব থেকে সুদৃঢ় বর্ম তৈরী করে সুরক্ষা দিচ্ছে। কেবলমাত্র স্তেপের ওপর অসংখ্য মাটির স্তুপ বা ঢিবি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিভিন্ন জাতির ব্যাপক মাইগ্রেসনের স্মৃতি বহন করছে।

বাবা ছিলেন একজন খামারী, প্রথমে ছোট এবং পরে বেশ বড় ধরনের। তাঁর জন্ম হয় পলতভা প্রদেশের এক ইহুদী শহরে। খুব ছোটবেলায় বাব-মার সাথে তিনি সে শহর ছেড়ে ভাগ্যান্বষণে দক্ষিনে পাড়ি জমান এবং থিতু হন স্তেপে। তখন সেখানে প্রায় চল্লিশটি ইহুদি কৃষি কলোনি ছিল খার্সেন এবং ইকাতাবিনোস্লাভ মিলে। জনসংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে প্রায় ২৫০০০। ইহুদি খামারিরা সেখানকার অন্য চাষীদের সাথে বৈধ অধিকার ও সম্পত্তির দিক থেকে সমান মর্যাদা পেত ১৮৮১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। উদয়াস্ত নির্দয় অক্লান্ত খাটুনি খেটে এবং সামান্য কানা-কড়িটা পর্যন্ত জমিয়ে, আমার বাবা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখন গ্রোমোকলির কলোনিতে রেজিষ্ট্রেশন খাতায় সঠিকভাবে হিসাব রাখা হোত না। সেখানকার অনেক ঘটনাই ঘটার বহুপরে নথিভূক্ত ও নিবন্ধিত হোত। তাই আমার হাইস্কুলে উঠবার সময় হলে, দেখা গেল আমার বয়স স্কুলের চাহিদার চেয়ে কম। তখন জন্ম সনদে আমার জন্মের বছর ১৮৭৯ থেকে একসন কমিয়ে ১৮৭৮ করা হোল । সুতরাং আমার জন্মের সন দুটি। একটি অফিসিয়াল আর আরেকটি পারিবারিক। আমার জীবনের প্রথম নয় বছর, নিজ গ্রাম ইয়ানুভকার বাইরে খুব একটা যাইনি। এ নামের উৎপত্তি জমিদার ইয়ানুভস্কির নাম থেকে। তার কাছ থেকেই এই তালুকটি কেনা হয়। ভূতপূর্ব মালিক ইয়ানুভস্কি ছিলেন কর্নেল। সম্রাট আলেক্সান্দার-২ এর রাজত্বকালে তিন রাজানুগ্রহ লাভ করেন। তাকে খার্সন প্রদেশের মানব বসতিহীন স্তেপের এক হাজার একর ভুমি দান করা হয়। তিনি সেখানে মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে কাঁচা ঘর তৈরী করে থাকতেন। এছাড়া খামারের অন্যান্য ঘরও অনুরূপভাবেই তৈরী করেন। কিন্তু খামারটির উন্নতি হয়নি। কর্নেলের মৃত্যুর পর তার পরিবার সব বেচে দিয়ে পলতভায় চলে যায়। আমার বাবা ২৫০ একরেরও কিছু বেশী জমি ইয়ানুভস্কি থেকে কেনেন এবং প্রায় ৪০০ একরের বেশী জমি লিজ নেন। কর্নেলের বিধবা পত্নীর স্মৃতি আমার মনে আছে। তিনি ছিলেন শুকনা হালকা-পাতলা খাটো বুড়ী। বছরে এক দু'বার তিন খাজনা নিতে আসতেন আমাদের কাছ থেকে এবং সব ঠিকঠাক আছে, কিনা দেখে যেতেন। তাকে আনার জন্য আমাদের মালবাহী যান্ত্রিক গাড়ি রেল স্টেশনে পাঠানো হোত এবং উঠা-নামার সুবিধার জন্য গাড়ির সামনের সিঁড়িতে একখানি চেয়ার পেতে রাখা হোত। বাবা পরে ঘোটক কিনে খোলা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। কর্নেলের বিধবাকে বাচ্চা মুরগীর ঝোল এবং আধা সিদ্ধ ডিম খেতে দেয়া হোত। তিনি আমার বোনকে সাথে নিয়ে বাগানে হাঁটতেন। হাঁটবার সময় বেড়ার খুঁটির রজন (*বার্নিশের আঠালো রং*) তার কুঁচকে যাওয়া আঙ্গুলের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে মুখে দিয়ে আমার বোনকে নিশ্চিত করতেন যে এটা বিশ্বের সেরা সুস্বাদু মিঠাই।

বাবার গরু মহিষ ও ঘোড়ার পাল যেমন বাড়তে লাগলো, তেমনি ক্ষেতের ফসলও। এমনকি পশমি ভেড়া মেরিনোও পালার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রচুর শুয়োরও ছিল। তারা মুক্ত ভাবে সমস্ত খামারে চরে বেড়াতো, গাছপালা সমূলে ভক্ষন করেতো বাগানটা পুরোপুরি ধ্বংস কোরত। খামারটাকে সযত্নেই ম্যানেজ করা হতো তবে পুরোন কায়দায়। লাভ-লোকসানের হিসাব রাখা হোত চোখ দিয়ে। একমাত্র একারনে বাবার ধন সম্পদের পরিমান নির্দিষ্ট করা জটিল ছিল। তাঁর সব সম্পদ থাকত হয় মাঠে, না হয় মাঠের ফসলে, না হয় ভান্ডারে। ভান্ডার মানে হয় শস্যের গোলায় অথবা বন্দরে যাবার পথে গাড়িতে। মাঝে-মধ্যে চা খেতে খেতে বা সান্ধ্য আহারের সময় বাবা হঠাৎ ডেকে নিয়ে বলতেন, 'বোস, এটা লেখ! আমি পাইকারদের কাছ থেকে তেরোশো রুবল পেয়েছি। কর্নেলের বিধবাকে দিয়েছি ছয়শো আর দেমবোভস্কিকে চারশো। তার নীচে লেখ, গত বসন্তে এলিজাবেথগ্রাদে থাকা কালে থিওদোসিয়া আন্তোনোভাকে দিয়েছি একশো রুবল।' এই ছিল তাঁর হিসাব রাখার নমুনা। তারপরও ক্রমশ বাবার ধন সম্পদ ধীরে ধীরে তবে দুদর্মনীয়ভাবে বাড়তে থাকে।

পশমি ভেড়া মেরিনো



কর্নেলের তৈরী মাটির দেয়ালের ছোট বাড়িতে আমরা থাকতাম। বাড়িটির ঘরের খড়ের চালের বাহালির (*বাড়তি অংশ*) নীচে ছিল অগুনতি চড়ুইয়ের ঘর সংসার। মাটির দেয়ালের বহিরাংশে অসংখ্য গভীর ফাটল। তার ভেতরে আঁলিচা, কুঁচিলা আর বাস্তুসাপের *(adder)* প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির নিরাপদ আশ্রয়। মাঝে মধ্যে এদের কাউকে বিষধর সাপ মনে করে, ফাটল দিয়ে সামোভার *(গরম পানির পাত্র)* থেকে টাটকা গরম পানি ঢালা হোত কিন্তু কিছু পাওয়া যেতনা, দমদমায় ছিল

অসংখ্য ফুটা, ভাল বৃষ্টি হলে ঝরঝরিয়ে পানি পড়ত, বিশেষ করে হল ঘরে। সে উরানো পানি ধরে রাখার জন্য কাদামাখা মেঝেতে ঘটি-বাটি থালা-বাসন মেলে রাখা হোত।

থাকার ঘরগুলো ছিল ছোট ছোট, জানালা ছিলনা বললেই চলে। শোবার ঘর দুটি এবং ছোটদের থাকার ঘরের মেঝে ছিল কাদা মাটির প্রলেপ দেয়া। তার ভেতর নররক্ত খেকো কীট পতঙ্গের বাসা। খাবার ঘরটা ছিল চমৎকার, গর্ব করার মতো, মেঝেটা কাঠের এবং সপ্তাহে একদিন হলুদ বালি দিয়ে ঘষামাজা করা হোত। বাড়ির প্রধান ঘরকে সমীহ করে বলা হোত বৈঠকখানা। এটি প্রায় আট কদম লম্বা এবং রং করা। কর্নেলের বিধবা এলে এ ঘরেই থাকতেন।

হলুদ একাশিয়া, লাল ও সাদা গোলাপ এবং গ্রীষ্মে আঙ্গুর লতায় ঘেরা থাকতো সারা বাড়ি। উঠোনটা ছিল খোলামেলা, ঘের-বেড়া ছাড়া। বাবা টালির চালের আরেকটি বড় মাটির ঘর বানিয়েছিলেন। এঘরে থাকতো মেশিন-শপ, বড় রান্নাঘর বা হেঁশেল এবং কাজের লোকদের থাকার ব্যবস্থা। তারপরেই ছিল , কাঠের তৈরী ছোট গোলাঘর এবং তার খানিকটা দূরে বড় গোলাঘর। তারপর আরও একটি 'নতুন' গোলাঘর।

ঘর সবগুলোরই ছাউনি ছিল ছনের । গোলাঘরগুলো ছিল খানিকটা উঁচুতে পাথর নির্মিত খুঁটি দিয়ে তৈরি মাচার ওপর স্থাপিত। গোলাজাত শস্যের ভেতর যেন পানি ঢুকে ছত্রাক তৈরী করতে না পারে সে জন্য এ ব্যবস্থ। গরম বা শীতের দিনে, কুকুর, শুয়র এবং মুরগীরা গোলাঘরের মাচার নীচে আশ্রয় নিত। মুরগীদের ডিম পাড়ার জন্য এ ছিল এক গোপন ও নিরাপদ জায়গা। মাচার ভেতরে এত কম জায়গা যে বড়দের পক্ষে ঢোকা ছিল অসম্ভব। আমি ছোট ছিলাম বিধায় হামাগুড়ি দিয়ে মাচার ভেতরে ঢুকে মুরগীর ডিম টেনে বের করে আনতে পারতাম। বড় বড় গোলাঘর গুলোর চূড়ায় বকেরা বাঁসা বাঁধতো। তারা লাল লাল লম্বা ঠোঁট আকাশের দিকে হাঁ করে ব্যাঙ ও সাপ গিলতো। এ এক ভয়ানক ও মজার দৃশ্য ছিল! ঠোঁট থেকে গলা হয়ে নীচের দিকের শরীরটাকে এমনভাবে মোচড়াতো যে দেখে মনে হতো, সাপেরাই ভেতর থেকে বকদের গিলে খাচ্ছে।

স্তেপের বাস্তসাপ (adder/Vipera ursinii)

গোলাঘরগুলোর ভেতরটা বিভিন্ন ঢাকনাযুক্ত শস্যাধারে বিভক্ত থাকতো। প্রতিটি শস্যাধার থেকে ভিন্ন ভিন্ন



তাজা শস্যের গন্ধ বেরুতো-গম, আধাচূর্ণ ও মিহি বার্লি, তরল তিসির তেল, নীলচে কালো রাই-সরিষার ক্ষুদ্র দানা এবং হালকা-পাতলা যব ইত্যাদি। বাড়িতে যখন বিশেষ কোন মেহমান আসতেন, তখন শিশুদের গোলার ভেতর লুকোচুরি খেলতে দেয়া হোত। হামাগুড়ি দিয়ে যে কোন এক শস্যাধারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গমের ঢিবিতে পিছলা খেতে খেতে অন্যপাশে চলে যেতাম। তারপর নিজের হাত-পা গুটিয়ে গমের ভেতর ঢুকে যেতাম। এতে প্রায়ই জামা জুতো ছিঁড়ে তার ভেতরে গম ঢুকে যেত। খেলার নিয়মানুসারে গোলাঘরের বাইরে নিজ দলের কেউ এমনভাবে তালা না আটকিয়ে ঝুলিয়ে দিতো, যেন দেখে মনে হয় গোলার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। আমি গোপনে গমের ভেতর লুকিয়ে থাকতাম। মরা লাশের মতো শুয়ে শুয়ে ধুলোর বালির শ্বাস নিতাম এবং শুনতে পেতাম, সনিয়ারা তিনজন, আমার বোন লিজা এবং অন্যরা আমার চারপাশের খোলা উঠানে দৌড়াচ্ছে আমাদের খুঁজে বার করতে। কিন্তু অন্যদের খুঁজে পেলেও শীতের গমের ভেতর সেঁধিয়ে থাকা আমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলনা।

(৩)

আস্তাবল, গোয়ালঘর, শুয়রের খোয়াড় এবং মুরগীর খোঁপ ছিল আমাদের বসতঘরের অন্য পাশে। আঠালো মাটি দিয়ে একরকম পাঁক-কাদা তৈরী করে তার সাহায্যে মাটি,খড় ও গাছের ডাল-পালা জোড়া লাগিয়ে এগুলো তৈরী করা হোত। বাড়ি থেকে প্রায় একশ গজ দূরে কুয়া। কুয়া থেকে পানি তোলার বালতি উঠানোর জন্য ব্যবহৃত আড়কাটি আকাশ-ছোঁয়া উঁচু করে লাগানো। কুয়ার খানিকটা দূরে বড় ডোবা,তা থেকে চাষীরা পানি দিতো বাগানে। প্রতি বছর বানের জলে ডোবার চার পাশের পাড় ভেসে যেত এবং এটাকে মাটি, গোবর

আর খড় মিশিয়ে আবারো বাঁধতে হোত। ডোবার কিনারের উঁচু ঢিবির ওপর ছিল একটি কাঠের এক চালা ঘর। এর ভেতর ছিল একটি দশ-ঘোড়ার স্টিম-ইঞ্জিন এবং দুটি আটার কল। আমার শৈশবের প্রথম দিকের বছর গুলোতে দেখেছি, আমার মাকে তার কাজের সময়টার বেশীরভাগ সময় এখানেই কাটাতে হোত। আটার মিল গুলো কেবল আমাদের খামারেরই নয়, আমাদের পড়শীদের কাজও করে দিত। চাষীরা দশ-পনের মাইল দূর থেকেও গম ভাঙ্গাতে এখানে আসতেন। ভাঙ্গানোর খরচ হিসাবে চুরানো গমের এক-দশমাংশ আমরা তাদের কাছ থেকে নিতাম। গরমের দিনে ছিল গম ভাঙ্গানোর ভরা মৌসুম। তখন মিলটি এক নাগাড়ে দিবারাত্র চালু থাকতো। সে সময় আমিও কাজে লেগে যেতাম গম চুরানোর খরচ হিসাব করতে শিখতাম । ফসল কাটার মওসুম শেষ হলে আটা তৈরির কল বন্ধ করে ইঞ্জিন চলে যেত ফসল মাড়াইয়ের কাজে। পরে একটি অস্থানান্তরযোগ্য ইঞ্জিন বসানো হয় এবং তার সাথে একটি নতুন আটার কলও। এবং এটি স্থান পায় একটি পাকা টালির দালানে। তার সাথে সাথে আমাদের পুরনো মেটে গুদাম ঘরের বদলে নির্মান করা হয় টিনের ছাউনি দেয়া বিশাল এক পাকা দালান ঘর। এসব ঘটতে ঘটতে আমার বয়সও বাড়তে বাড়তে সতেরো বছরে পৌঁছে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি নতুন ঘরের জানালা গুলোর মাঝখানের দুরত্ব ও দরজার সাইজ মাপতাম কিন্তু কখনো লাইন মেলাতে পারতামনা। তার পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গিয়ে দেখি পাথরের ভিত্তির ওপর নতুন বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে। তবে সে ঘরে আমি কখনো থাকবার সুযোগ পাইনি। এখন সে ঘরে একটি সোভিয়েত স্কুল শোভা পাচ্ছে।

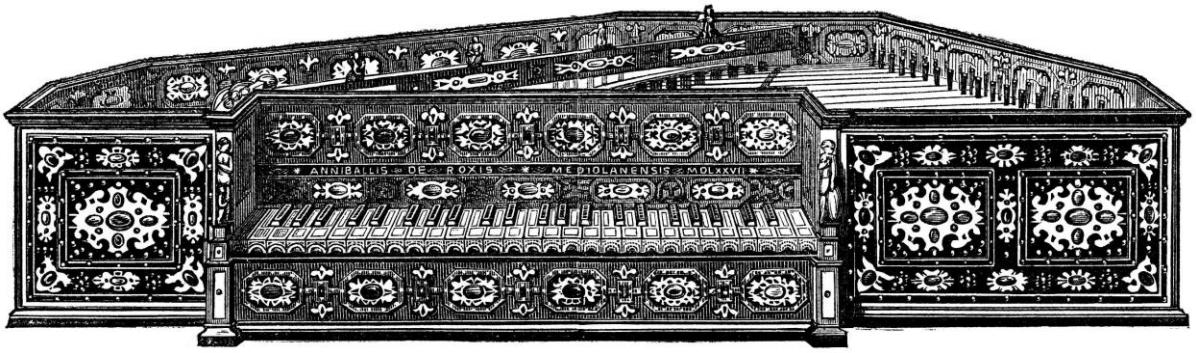
মৌসুমের সময় চাষীদেরকে গম ভাঙ্গানোর জন্য এসে প্রায়ই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করতে হোত। যারা কাছে ধারের ছিল, তারা লাইনে তাদের বস্তা রেখে বাড়ি চলে যেত। যারা দূর থেকে আসতো তারা তাদের মালবাহী শকটেই থাকতো আর বৃষ্টি এলে কারখানা ঘরের ভেতর এসে আশ্রয় নিত। এই চাষীদেরই একজন একবার তার ঘোড়ার লাগাম হারায়। ঠিক সে সময় একটি বালককে ঐ ঘোড়াটির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে কেউ একজন । তখন চাষীরা বালকটির গাড়ির কাছে ছুটে যায় এবং খুঁজতে খুঁজতে তার ঘোড়ার ঘাসের স্তুপের নীচে লাগামটি খুঁজে পায়! বালকটির বাবা, দাঁড়িঅলা চাষী মলিন মুখে পূর্বদিকে ফিরে ঈশ্বরের নামে কসম খেয়ে বলে যে তার অজান্তে মুর্খ পাজি বদমায়েশ ছেলেটি এটি নিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করলো না। তিনি ছেলেটিকে ধরে চোরাই যাওয়া লাগামটি দিয়েই পেটাতে থাকলেন। আমিও তামাশা দেখা বড়দের জটলার পেছন থেকে এই দৃশ্য দেখছিলাম। বালকটি চীৎকার করে কাঁদছিল আর কিরা কাটছিল যে অমন কাজ সে আর কক্ষনো সে করবেনা। চাষীরা ছেলেটির কান্নাকাটির প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না দেখিয়ে দাঁড়ি নেড়ে, বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তার পিতার প্রতি ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে করতে চলে গেল। তাদের মন্তব্য ছিল যে, তার পিতা লোক দেখানোর ভান করে তাকে পেটাচ্ছিল, এজন্য পিতাই দায়ী এবং আসলে তাকেই চাবকানোর দরকার ছিল।

গোলাঘর আর গৃহ পালিত পশু-পাখিদের ঘর ছাড়াও কয়েকশো ফুট লম্বা আরও দুটি চালাঘর ছিল। একটিতে নলখাগড়া বা ছনের ছানি আর অন্যটিতে খড়ের ছানি। কৌনিক আকৃতির চাল সরাসরি মাটির মেঝে পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাই এগুলোর আলাদা কোন বেড়ার দরকার হোত না। সদ্য মাড়াই করা তাজা শস্য এখানে স্তুপ করে রাখা হোত। বর্ষায় বা মন্দ আবহাওয়ায় লোকজন শস্য ঝাড়া ও চালার কাজ এখানেই কোরত। এই চালাঘরগুলোর পরেই ছিল শস্য মাড়াইয়ের বড় উঠান। তারপরে একটি সরু খাল পেরুলেই ছিল গরু রাখার জন্য চারপাশে শুকনো গোবর দিয়ে তৈরী করা দেয়াল ঘেরা খোয়াড়।

আমার শৈশবের চপল জীবনের সাথে জড়িয়ে ছিল কর্নেলের মাটির ঘর আর ডাইনিং রুমের পুরনো সোফা। এই সোফাটি ছিল লাল কাঠের রঙের হালকা প্রলেপ লাগানো। আমি সকালের চা-নাস্তা, দুপুরের ও সন্ধ্যার খাবার তার ওপর বসেই খেতাম। এখানেই আমি আমার বোনের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতাম এবং শেষে এখানেই আমি লেখা-পড়া করতাম। সোফার গিলাফ ছিল ছেঁড়া একেবারে দুভাগে বিভক্ত। ছেঁড়া ছোট অংশটি ছিল চেয়ারের নিকটে, ওখানে আইভান ভাসিলিয়েভিচ বসতেন, বড় অংশটিতে বসতাম আমি। এটি ছিল বাবার আসনের কাছে। আইভান সব সময় বলতেন, 'এই সোফার একটি নতুন গিলাফ দরকার'। মা প্রত্যুত্তরে বলতেন, 'এটি বহু আগেই বদলানো উচিত ছিল। জারের খুন হওয়ার বছর থেকেই এটি এ অবস্থায় পড়ে আছে। বাবা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতেন, "শোন, এই জঘন্য শহরটায় কোন কিছুই এক জায়গায় বা ঠিক

জায়গায় পাওয়া যায়না, কেবল এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে ক্যাব ভাড়া বাড়াও। আর মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরপাক খায় কত জলদি খামারে ফেরা যায়। এজন্য 'দাদখানি চাল মশুরের ডাল ...'এর মতো যা যা কেনা দরকার সবই ভুলে যাই।"

খাবার ঘরের দমদমার নীচে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত লম্বা অমসৃন ও বিবর্ণ একটা কাঠের পাটাতন ছিল। এর ওপর ঘরের যাবতীয় জিনিষ-পত্র রাখা হোত: বিড়াল থেকে নিরাপদে রাখার থালা-বাসন ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল থেকে শুরু করে পেরেক, গজাল, তারকাটা; রশি দড়ি; বই-খাতা; কালির বোতল, স্টপার কাগজ; কলমদানি ও মরচে পড়া কলম সহ সবকিছু। ইয়ানুভকায় কলম খুব একটা পাওয়া যেতনা। একটা সময় ছিল যখন আমি নিজেই ছুরি দিয়ে কাঠকে সরু করে কলম বানাতাম। এই কলম দিয়ে ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন 'ফিল্ড' এর পুরনো সংখ্যা থেকে ঘোড়ার ছবি নকল করতাম। দমদমা ভেদ করে চুলার চিমনি চলে যেতো চালের ওপরে। ঠিক তার পাশে থাকতো বিড়ালের সংসার। চিমনি যখন তাপে খুব তেঁতে যেত তখন ভয়ানক রোষে দাঁত বের করে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক লাফে নীচে চলে আসতো। বাসায় লম্বা-ঢ্যাঙ্গা কোন মেহমান এলে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠবার সময় মাথায় পাটাতনের ঘা লাগতো। তাই আমরা সব সময়ই উপরের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে সাবধান বানী উচ্চারন করতাম, 'মাথা বাঁচাতে ভুলোনা।'



স্পিনেট (পিয়ানো জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল)

আমাদের বৈঠকখানায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল স্পিনেট *(পিয়ানো জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল)*। এটি কক্ষটির অন্তত চার ভাগের একাংশ স্থান দখল করে থাকতো। আমার মনে আছে কবে এটি আমদের বাড়ি আসে। একজন দেউলে জমিদার পত্নী, এখান থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে থাকতেন। তিনি তার ঘরের সকল দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা সোফাটি, তিনটি কাঠবাঁকানো চেয়ার এবং এই স্পিনেটটি কিনি। এটির তখন খুবই ভগ্নদশা, বাইরের ঘরে পড়েছিল বহু বছর, তারগুলো সব ছেঁড়া। বাবা ষোল রুবল দিয়ে এটি কিনে একটি গরুর গাড়ি করে ইয়ানুভকায় নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের ওয়ার্কসপে এটি শীতের বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে পড়েছিল। মেরামত করতে গিয়ে এর ভেতর একজোড়া মরা ইঁদুর পাওয়া যায়। আইভান ভাসিলিয়োভিচ এটি পরিষ্কার করে জোড়াতালি দিয়ে পলিশ করেন, নতুন তার লাগান, চাবিগুলো বদলান, টিউনিং করেন এবং বৈঠকখানায় বাজিয়ে শোনান। সুর কিছুটা ক্ষীন হলেও দুর্নিবার ছিল। আইভান ভাল একর্ডিয়ান বাজাতে পারতেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি স্পিনেটে কামারিনস্কায়া, পোলকা এবং 'মেই লিইবার অগাস্টিন' সুর বাজিয়ে শোনান। আমার বড় আপু সঙ্গীতের পাঠ নিতে শুরু করে। বড় ভাইয়া বেহালা শিখছিলেন কয়েক মাস ধরে এলিজাবেথগ্রাদে। তিনিও প্রায়ই টুংটাং সুর তুলতে পারতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমিও বাজাতাম ভাইয়ার বেহালার সুর নকল করে এক আঙ্গুল দিয়ে । আমার সঙ্গীত শ্রবণ শক্তি ছিল দুর্বল তাই সঙ্গীত সবসময় আমার কাছে ছিল অসহায় ও অব্যক্ত।

বসন্তকালে উঠানটা কাদার সাগরে পরিণত হোত। আইভান ভাসিলিয়োভিচ তার নিজের জন্য একজোড়া কাঠের গ্যালস বুট (*Galoshes - বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার উপোযোগী জুতা)* বানিয়ে নিত। আমি মজা করে দেখতাম তার উচ্চতার তুলনায় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলা। এসময় ঘোড়ার জিন প্রস্তুতকারক বুড়া পর্যানকার আসতেন। মনে হয়, তার নাম কেউই জানতোনা। তার বয়স তখন ছিল আশি বছরের ওপরে। তিনি সম্রাট নিকোলাস-১ এর সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছেন পঁচিশ বছর। চওড়া কাঁধ, সাদা চুল - দাঁড়ি নিয়ে তিনি

ছিলেন বিশাল দেহী। ভারী পা টেনে টেনে চলতেন। গোলাঘরের কাছে তার অস্থায়ী ওয়ার্কশপ স্থাপিত হোত। গত দশ বছর যাবত তার একই অভিযোগ, 'আমার পা দু'টি বাপু আর চলেনা।' তবে, তার হাত দু'টি ছিল সাঁড়াশির চেয়েও শক্ত এবং সমসময় চামড়ার গন্ধ লেগে থাকতো। নখগুলো ছিল স্পিনেটের গজদন্তের চাবির মতো মজবুত এবং নখের আগা ছিল খুবই ধারালো।

'খোকা বাবু, তুমি মস্কো শহর দেখবে?' বুড়া পর্যানকার বললেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখবো!' বললাম আমি।

'তবে কাছে এসো' পর্যানকার বললেন।

কাছে গেলাম। বুড়া তার দুই বুড়া আঙ্গুল দু'টি আমার দু'কানের নীচে চেপে ধরে আমাকে এক টানে উপরে তুলে ফেললেন। তার ভয়ংকর নখের চাপে খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম এবং বিরক্তিও লাগছিল। শূন্যে এদিক ওদিক পা ছুঁড়ে নীচে নামতে চেষ্টা করছিলাম।

'যদি মস্কো শহর দেখতে না চাও, তবে থাক!' বলে বুড়া আমাকে নীচে নামিয়ে রাখলো।

বিরক্তি লাগা সত্ত্বেও দৌড়ে পালালামনা। অতঃপর বুড়া গোলা ঘরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ডাকলো, 'এই যে, দেখে যাও, এখানে স্টোরের দমদমার ওপর মজার কিছু একটা আছে!'

আমার সন্দেহ হচ্ছিল, সে আবারও হয়তো আমার সঙ্গে ছলচাতুরি করছে, তাই ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাকে অনুসরন কোরলাম। দেখি আমাদের আটার মিলের সর্বকনিষ্ঠ চালক কনস্তান্তিন আর রাঁধুনি কেটি পরস্পর জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। ওরা দু'জনই ছিল সুন্দর, হাসিখুশি এবং ভাল কর্মী।

তাদের গৃহকর্ত্রী, আমার মা, ডেকে দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে তোমরা বিয়ে করছো?'

উত্তরে কনস্তান্তিন বলল, 'কেন এইতো বেশ আছি। বিয়ে করতে কম করে হলেও দশ রুবল লাগে। তার চেয়ে বরং তা দিয়ে আমি কেটিকে একজোড়া বুট কিনে দেব।'

স্তেপের গ্রীষ্মকালের তীব্র উষ্ণতা এবং ফসল কাটা ও ঘরে তোলার শ্রমসাধ্য কাজ শেষ হলে পরে, আসে শরৎকাল। এসময়ে সারা বছরের কঠোর শ্রমের ফসল ভান্ডারে মজুদ করা হয়। পুরোদমে চলে শস্য মাড়াইয়ের কাজ। বাড়ি থেকে পোয়া মাইল দূরে, শেডের বাইরে মাড়াইয়ের উঠানকে ঘিরে চলে সকল কর্মকান্ড। দূর থেকে মাড়াইয়ের উঠানের উপর দেখা যায় ধূলার মেঘ এবং শোনা যায় মাড়াই কলের একটানা তীক্ষ্ম ঘড় ঘড় শব্দ। মাড়াই কারিগর ফিলিপ চোখে বড় চশমা পরে কলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেণ। তার কালো দাঁড়ি ধূসর ধুলায় ঢেকে যায়। শ্রমিকরা গাড়ি থেকে শস্যের আঁটি টেনে আনে তার কাছে। সে কোন দিকে না তাকিয়ে হাতে আঁটি ধরে, বাঁধ খুলে, ঝাড়া দিয়ে ঝুরঝুরা করে এবং মাড়াইয়ের ড্রামে ছুঁড়ে ফেলে। প্রতিটা আঁটি পড়ার পর পরই মাড়াই কলটি গর্জন করে ওঠে, ঠিক হাড্ডি পাওয়া কুকুরের মতো। ঝাড়ুদার, খড় ঝাড়া দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়, সারাদিন এই যেন তার খেলা।

কাটা খড় একটি পাইপের ভেতর থেকে অবিরাম বেরিয়ে পাশে রাখা একটি লম্বা কাঠের বোর্ডের ওপর পড়ে। এই বোর্ডের রশির লাগাম ধরে টেনে খড় নিয়ে যাওয়া হয় খড়ের গাদায়। এই কাজে আমিও হাত লাগাই। রশির লাগাম ধরে টানতে বেশ মজা!

'দেখো, পোড়োনা যেন!' বাবা চীৎকার করে সাবধান করে দেন। এবং আমি অন্তত দশবার গড়িয়ে পড়ি। একবার খড়ের গাদায় একবার কাটা খড়ে। কাটা খড়ের টুকরা ঢুকে পড়ে জামার ভেতর, নাকে মুখে, তখন হাঁচি না দিয়ে থাকা যায়না। 'এই, ফিলিপ! এত জোরে না!' বাবা নীচে থেকে তাকে সতর্ক করেন, কারণ মাড়াইকল খুবই অস্বাভাবিকভাবে গর্জন করছিল। আমি রসি ধরে টান দিলাম। কাঠটা হাত ফস্কে সব ওজন নিয়ে আমার আঙ্গুলের ওপর পড়ল। ব্যথা এক তীব্র যে, আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। আমি খড়ের আড়ালে কাত হয়ে পড়ে গেলাম, যাতে আমার কান্নার শব্দ কেউ টের না পায়। তারপরে এক দৌড়ে বাড়ি। মা ঠান্ডা পানি ঢাললেন হাতে, ব্যান্ডেজ করে দিলেন আঙ্গুল কিন্তু ব্যথা কমেনা। এই ক্ষত পঁচে পুঁজ বেরিয়ে বেশ কদিন আমাকে কষ্ট ভুগিয়েছিল।

এবার গম পরিষ্কার করে চটের বস্তায় ভরে গোলায়, শেডে এবং উঠানে একটার পর একটা রেখে কাড়ি দিয়ে তারপোলিনে ঢেকে রাখার পালা। প্রথমে গম চালা হয়। মাস্টার (বাবা) নিজেই চালনি হাতে নেমে পড়েন। লোকজনকে দেখিয়ে দেন কিভাবে চালনি ঘোরাতে হয়, কিভাবে পরিষ্কার গম স্তুপ করে রাখতে হয়, যাতে

একটাও খড়-চিটার সাথে থেকে না যায়। শেডে, গোলায়, যেখানেই বাতাস থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায়, সেখানেই শস্য ঝাড়া আর খড়-চিটা থেকে গম আলাদা করার কাজ দিনরাত চলতে থাকে। এভাবেই গম পরিষ্কার করে বস্তায় ভরে বাজারে বিক্রয় করার জন্য প্রস্তুত করা হোত।

এরপর বনিক-পাইকারদের পালা। তারা তামায় মোড়ানো মহাজনী নৌকা ও রঙিন বাক্স ভরা মাপার দাড়িপাল্লা নিয়ে আসতো। গমের গুনাগুন পরীক্ষা ও দরদাম ঠিক করে বাবার হাতে বায়নার টাকা ধরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ দিত। আমরা তাদেরকে চা কেক বিস্কুট দিয়ে ভালভাবে মেহমানদারী করতাম কিন্তু তাদের কাছে গম বিক্রি করতামনা। কারণ, তারা ছিল চুনোপুটি। বাবার বাইরে বড় বড় ব্যবসার চ্যানেল ছিল। নিকোলায়েভে তার নিজস্ব কমিশন মার্চেন্ট ছিল। তিনি বলতেন,'থাকনা কিছুদিন, শস্যগুলোতো বলছেনা আমাদের এক্ষুনি খেয়ে ফেল!'

সপ্তা খানেক বাদে নিকোলায়েভ থেকে চিঠি আসে কিংবা মাঝে মাঝে টেলিগ্রামও। তারা প্রতি পুডে পাঁচ কোপেক বেশী দিবে বলে জানায় *(১ পুড/ pood = ১৬.৩৮কেজি বা ৩৬.১১পাউ-; রুশ রাজকীয় পরিমাপন ব্যবস্থা, এখন অচল)*। মাস্টার বলেন, 'অতএব, আমরা এক হাজার রুবল পাচ্ছি! এরকম সুন্দর গম সব জমিতে হয়না!'

পুড মাপার শিল/পাথর



তবে কখনো কখনো উল্টাটাও ঘটে; দাম পড়ে যায়। বিশ্ব বাজারের গোপন শক্তির দাপট ইয়ানুভকা থেকেও টের পাওয়া যায়। তখন বাবা মন খারাপ করে নিকোলায়েভ থেকে ফিরে বলেন, ' কি জানি কি নাম বলে, আর্জেন্টিনা নাকি! ওদের গমের ফলন এ বছর প্রচুর হয়েছে বোধ হয়!'

দেশে শীতকালটাই ছিল শান্তির সময়। কেবল মেশিন সপ আর মাড়াই ও চুরাই কল ছিল সত্যিকার কর্মব্যস্ত। জ্বালানির জন্য আমরা খড় ব্যবহার করতাম। কাজের লোকরা দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বড় বড় খড়ের আঁটি নিয়ে আসতো। আনবার সময় পথে ফেলতে ফেলতে আনতো। পরে নিজেরাই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতো। খড় দিয়ে চুলা জ্বালানো এবং আগুনের জিহবা বালানো দেখতে বেশ মজাই লাগতো। একবার গ্রেগরি কাকা আমাকে আর আমার ছোটবোনকে কাঠকয়লার নীল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন খাবার ঘর থেকে উদ্ধার করেন। আমি ঘরের মাঝখানে কেবল ছোটাছুটি করছিলাম, জানতামনা কোথায় আছি। কাকার আর্তচীৎকারে আমি ভয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে যাই। শীতকালে ঘরে আমাদের প্রায়ই একা থাকতে হোত, বিশেষ করে যখন বাবার অনুপস্থিতিতে সব কাজের ভার পড়তো মায়ের ওপর। সন্ধ্যাবেলায় আমি আর আমার ছোটবোন তখন সোফায় পরস্পর জড়াজড়ি করে বসে থাকতাম। ভয়ে নড়াচড়া করতামনা।

একবার বাইরের প্রচন্ড শীত ভেদ করে দৈত্যের মতো এক লোক এসেছিল আমাদের ডাইনিং রুমে। তার বুটের কটমট কটমট শব্দ, গায়ে বিরাট এক গ্রেটকোট জড়ানো, কোটের কলারগুলো বেশ বড়, মাথায় মস্ত বড় এক হ্যাট, হাত দুটো বড় বড় দস্তানার ভেতর ঢুকানো। তার দাঁড়ি-গোঁফে আটকে ছিল জমাটবাঁধা চিকন বরফের টুকরো। তার গলার স্বরও বেশ ভারী ও মোটা। আঁধারে ঘরে বোমা ফাটানোর মতো বলে উঠলো, 'শুভ সন্ধ্যা!' আমরা সোফার কোনে গুটিশুটি মেরে চুপচাপ বসে থাকলাম ভয়ে উত্তর দিইনি। তখন দৈত্যটি ম্যাচের আলো জ্বেলে আমাদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে চলে গেল। এ দৈত্যের মতো লোকটি ছিল আসলে আমাদের এক পড়শি।

মাঝে মাঝে ডাইনিং রুমের নিঃসঙ্গতাটা অসহ্য ঠেকতো। তখন শীত-টিত উপেক্ষা করে ছুটে যেতাম বাইরের ঘরে। সামনের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে অন্ধকারে জোরে জোরে চীৎকার করে ডাকতাম: 'মাশাকা! মাশাকা! তুমি কোথায়! আমার কাছে এসো ডাইনিং রুমে।' মাসকো তখন তার কাজে ব্যস্ত রান্নাঘরে বা সার্ভেন্ট রুমে বা অন্য কোথাও। শেষ পর্যন্ত মা-ই বেরিয়ে আসতেন, সম্ভবত মিলঘর থেকে, বাতি জ্বালাতেন এবং গরম পানি ভরা সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকতেন।

আমরা সাধারনত সন্ধ্যায় ডাইনিংরুমে আড্ডা দিতাম ঘুমানোর আগ পর্যন্ত। লোকজন সেখানে আসতো যেতো, চাবি নিত বা জমা রাখতো, পরেরদিনের কাজ-কর্ম নিয়ে বিভিন্ন শলা-পরামর্শ কোরত। আমার ছোটবোন আলিয়া, বড়বোন লিজা, গৃহ পরিচারিকা এবং আমি নিজে যার যার কাজ ও খেলার জগতে আপন

ভোলার মতো ব্যস্ত থাকতাম। মাঝে মাঝে বড়দের কারো কথা থেকে আমাদের বিশেষ দুষ্টুমির কথা মনে হোত।

তখন আমি আমার ছোটবোনের দিকে চোখ ইশারা করতাম, সে আস্তে ফিক করে হসে উঠতো। আমি আবার ইশারা দিলে সে অয়েলক্লথের আড়ালে তার দমবন্ধ করা হাসি লুকাতো এবং টেবিলে মাথা গড়িয়ে দিতো। তার এই হাসি আমাকেও সংক্রমিত কোরত এবং মাঝে মাঝে আমার বড় আপুকেও। তবে আপুর বয়স তখোন তেরো। তার অবস্থা তখন না বড় না ছোট। তাই কিছুটা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা কোরত কিন্তু পেরে উঠতোনা। আমাদের হাসি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেলে আমি গড়িয়ে ঢুকে যেতাম টেবিলের তলে। সেখান থেকে বড়দের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে চলে যেতাম পরবর্তি কক্ষে। এটি ছিল ছোটদের থাকার ঘর। যখন ফিরে আসতাম ডাইনিং রুমে তখন আবার শুরু হতো নতুন করে। হাসতে হাসতে আমার হাতের আঙ্গুল এত দুর্বল লাগতো যে, জল খাওয়ার গ্লাসটা ঠিক মতো চেপে ধরা যেতনা। আমার মাথা, ঠোঁট, হাত, পা সহ শরীরের প্রতি অঙ্গ হাসির গমকে কাঁপতো। মা জিজ্ঞেস করতেন, 'কি হয়েছে তোদের?' জীবনের দু'টো বৃত্ত, উপরে ও নীচে মুহূর্তের মধ্যে ছুঁয়ে যেত। বড়রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কখনো আনন্দে, বেশীরভাগ বিরক্তি নিয়ে শিশুদের দিকে তাকাতো। তখন আমাদের হাসি আচমকা ঝোড়ো হাওয়ার মতো বেরিয়ে আসতো। আলিয়ার মাথা আবার ঢুকে যেত টেবিলের নীচে, আমি গড়িয়ে পড়তাম সোফায়, লিজা ঠোঁট কামড়ে ধরতো এবং গৃহকর্মি দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে চলে যেত।

বড়দের মধ্যে কেউ একজন ধমক দিয়ে বলতো, 'যাও, ঘুমাতে।'

কৃষ্ণসাগর তীরে বন্দর নগরী নিকোলায়েভ শহর (বর্তমান নাম মাইকলেইভ- Mykolayiv.)



কিন্তু আমরা যেতামনা। আমরা ভয়ে ভয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকতাম। আমার ছোটবোনকে কোলে করে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হোত, কিন্তু আমি সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুমন্ত আমাকে হাত চেপে ধরে কেউ একজন টেনে-হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে যেত। তখন আমার খুব লম্বা হাই উঠতো, আধাঘুমে থেকে স্বপ্ন দেখতাম, আমাকে কুকুরে কামড়াতে আসছে, বা সাপ আমার বিছানার নীচে ফোঁস ফোঁস করছে, কিংবা ডাকাতরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে গহীন বনের দিকে। বিছানায় যাওয়ার পথে নীরব থাকতাম, ওরা আদর করতো, গালে চুমু খেত। তাই, আমিও হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়তাম। দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে আবারও ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতাম, বেডরুমের হালকা নরম উষ্ণ বিছানায়।

সারা বছরের মধ্যে শীতকালটাই ছিল আমাদের পারিবারিক জীবনযাপনের সেরা সময়। এদিনে বাবা-মা বাড়ির বাইরে খুব একটা যেতেননা। বড় ভাইয়া ও আপু স্কুল থেকে ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়ি আসতো। রোববারে আইভান ভাসিলিয়োভিচ সবকিছু ধুতো এবং শেভ কোরতো; হাতে কাঁচি-চিরুনী নিয়েসবার চুল ছাঁটিয়ে দিতো; প্রথমে বাবার, তারপর সাশার এবং শেষে আমার। সাশা বলতো, 'আইভান, তুমি কি ভিক্টর ক্যাপুলের *(Victor Capoul)* স্টাইলে চুল ছাঁটতে জানো?' সবাই তার দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতো। সে তখন বুঝিয়ে বোলত এলিজাবেথগ্রাদে একবার সে খুব সুন্দর করে ক্যাপুল স্টাইলে চুল ছাঁট দিয়েছিল। কিন্তু পরদিন স্কুলে সুপারভাইজার তাকে 'তীব্র নিন্দা'র শাস্তি দেয়।

চুল কাটা শেষ হলে, আমরা নৈশভোজে বসি, বাবা ও আইভান টেবিলের দুই প্রান্তে রাখা হাতলচেয়ারে, শিশুরা সোফায় এবং মা তাদের উল্টোদিকে। আইভান ভাসিলিয়োভিচ বিয়ে করার আগ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই খেতেন। শীতকালে আমরা আস্তে-ধীরে খেতাম এবং পরে বসে বসে গল্প করতাম। আইভান সিগ্রেট খেতো

এবং খুব অসাধারন ধোঁয়ার রিং বানাতে পারতো। সাশা ও লিজাকে মঝে মধ্যে সরবে পড়তে হোত। বাবা চুলার পাশে হেলান দিয়ে ঝিমাতেন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় আমরা 'বুড়ি মা বুড়ি মা' খেলতাম। খেলায় অনেক হৈ চৈ ও হাসি-তামাশা হোত, আবার ছোটখাটো ঝগড়াও হোত। আমরা খুব মজা পেতাম যখন বাবাকে ঠকাতে পারতাম। বাবা খেলতেন আয়েশে আনমনে। হেরে গেলে হাসতেন। অন্যদিকে মা ভালো খেলতেন এবং খুবই উত্তেজনাময় হোত খেলাটা। মা সব সময় সতর্কভাবে খেয়াল রাখতেন বড় ভাইয়া যেন তাকে ঠকাতে না পারে।

Joseph Victor Amédée Capoul (1839 -1924), ছিলেন সেকালের খ্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পী



ইয়ানুভকার সবচেয়ে কাছের পোস্ট অফিসের দূরত্ব ছিল তেইশ কিলোমিটার এবং রেল সড়কের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারেরও বেশী। সেখান থেকেও বহু দূরে সরকারী অফিস, গুদাম এবং নাগরিক কল্যান কেন্দ্র *(Civic Centre - venues for sporting events, theaters, concerts and similar events.)*। তারচেয়েও দূরে বড় বড় ঘটনা নিয়ে থাকে বিশ্ব। ইয়ানুভকার জীবন ছিল পুরোপুরি খামারের কঠোর মেহনতের তাল-লয়ে বাঁধা। বিশ্ব বাজারে গমের দাম বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলনা। তখনকার দিনে আমরা কোন ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজের চেহারাও দেখিনি। আমি হাইস্কুলে উঠেই কেবল তার দেখা পাই। তবে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় আমরা চিঠি পেতাম। মাঝে মাঝে আমাদের এক পড়শি বব্রিনেজ থেকে আমাদের চিঠি নিয়ে নিজের পকেটেই রেখে দিতেন দু'এক সপ্তাহ। চিঠি পাওয়া ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর টেলিগ্রাম পাওয়া মানে কোন আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে পড়া। টেলিগ্রাম সম্পর্কে বোঝাতে বোঝাতে গিয়ে একজন আমাকে বলেছিলেন যে, এটা তারের ভেতর দিয়ে আসে। অথচ আমি দেখেছি বব্রিনেজ থেকে এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চেপে সেটি নিয়ে আসতো আর বাবা তাকে আড়াই রুবল হাতে ধরিয়ে দিত। এটি ছিল চিঠির মতোই কাগজ। কথাগুলো পেন্সিলে লেখা। আমার প্রশ্ন ছিল, তবে এ কাগজটিই কি বাতাস তারের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? আমাকে বলা হয়েছিল এটি বিদ্যুতের মাধ্যমে চলে। সেটা আমার কাছে ছিল আরো দুর্বোধ্য। আব্রাম কাকা একদিন খুব যত্ন করে বোঝাচ্ছিলেন: 'বিদ্যুতের প্রবাহ তারের মধ্যে চলে এবং রিবনের মধ্যে চিহ্ন এঁকে দেয়।' এ কথাটি কাকা আমার মুখ দিয়েও বার দুয়েক বলালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝতে পেরেছো?' বললাম, 'জ্বী, বুঝেছি, কিন্তু এ দিয়ে বর্ণমালা তৈরী করা হয় কিভাবে?' কারণ আমি ভাবলাম বব্রিনেজ থেকে আসা টেলিগ্রাম একটা খালি কাগজ।

কাকা বললেন, 'অক্ষরগুলো আসে আলাদা আলাদা ভাবে।' আমি আবারও ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। মাথামুন্ডু না বুঝে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘোড়ায় চেপে চিঠির মতোই তো ওটা বাড়িতে আসে, তবে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরকার কেন?' কাকা এবার অধৈর্য হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'আরে ব্যাটা, আমি তোকে বোঝাচ্ছি টেলিগ্রাম সম্পর্কে, আর তুই বার বার চিঠি চিঠিই করছিস!' চুপ কোরে গেলাম কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পেলামনা।

বব্রিনেজ থেকে এক ভদ্রমহিলা, নাম পলিনা পেত্রনোভা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তার কানের দুল দুটি ছিল বেশ লম্বা এবং মাথায় কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ। পরে মা তার সঙ্গে নিয়ে বব্রিনেজে গিয়েছিলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। যাবার পথে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে চোখে পড়লো বাইবেলের একাদশ পরিচ্ছেদের শ্লোকের চিহ্ন আর একটি খুঁটির মধ্যে এক সারি টেলিগ্রামের তার। তারগুলো বাতাসে শোঁ শোঁ করছিল। 'মা, টেলিগ্রাম কিভাবে আসে?' জিজ্ঞাসা করতেই, অসহায় হয়ে মা বললেন, 'আমি জানিনে বাপু। তুমি বরং পলিনকে জিজ্ঞেস কর, সে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।'

পলিনা পেত্রনোভা বললেন: 'বিদ্যুত প্রবাহ রিবনে বিভিন্ন বর্ণামালা এঁকে সংবাদটা দিয়ে যায়। অপারেটর সেগুলোকে দেখে দেখে কাগজে লেখেন। লেখা কাগজটি পোস্টাফিসের পিয়ন ঘোড়ায় চেপে প্রাপকের কাছে দিয়ে আসে।' এতক্ষনে ব্যাপারটা বুঝলাম। 'কিন্তু বিদ্যুত কিভাবে চলে, সেটা যে দেখা যায়না কেন?' তারের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

পলিনা উত্তর দিলেন, 'বিদ্যুত তারের ভেতর দিয়েই চলে, তারগুলোর ভেতরে ফাঁপা চিকন নল। তার ভেতর দিয়েই বিদ্যুত চলে।'

অনেকদিনের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুব ভাল লাগলো। প্রায় চার বছর আগে আমার পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক তড়িৎ-চুম্বক প্রবাহ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে এটা খুবই সহজ মনে হোল।

(৪)

ট্রটস্কির বয়স যখন ১৮(১৮৯৭ খৃ:)



আমার বাবা-মা খুব কঠোর পরিশ্রম কোরে, মাঝে মাঝে ঝগড়া-ঝাটিও, মোটামুটি বেশ সুখেই সেখানে বাস করছিলেন। মা ছিলেন আজন্ম শহুরে মেয়ে, যারা খসখসে হাতের খামারী বা কৃষকদের নীচু চোখে দেখতো। বাবা ছিলেন সুপরুষ এবং মার্জিত। তার ছিল সুঠাম দেহ এবং তেজোদীপ্ত মুখ । তিনি খুব সফলভাবে তার অর্থসম্পদ কাজে লাগিয়ে ইয়ানুভকার মতো গ্রাম কিনতে সক্ষম হন। যে তরুনী রমনীকে তিনি শহর থেকে এই নিঃসঙ্গ স্তেপে নিয়ে এসে খামারীর ঘর বাঁধেন, তার প্রথমদিকে এডজাস্ট করতে খুবই অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নেন। এই পঁয়তাল্লিশ বছরেও তাঁকে কঠোর শ্রম থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। এই দম্পতি মোট আটটি সন্তান জন্ম দেন, তন্মধ্যে চারজন জীবিত ছিল। আমি তাদের পঞ্চম সন্তান। জীবন মৃত্যু এখানে জানান দিয়ে আসেনা। তাই শৈশবেই চারজন মরে যায় ডিপথেরিয়া ও সংক্রামক শোণ জ্বরে (Scarlet fever)। যারা বেঁচে আছে তারাও ভাগ্যক্রমে। জমি-জমা, গো-মহিষের বাথান, মুরগী-খামার, আটা ও মাড়াই কল সবকিছু বাবা নিজেই করেছেন, আমাদের করার জন্য তেমন কিছু অবশিষ্ট রাখেননি। ঋতু পরিক্রমার মতো খামারের কাজও একের পর এক এসে আমাদের ঘর-গেরস্থালী জীবনের মায়ামমতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই আমি আমার শৈশবে পারিবারিক জীবনের মায়া মমতা বা আদর সোহাগের তেমন কোন প্রকাশ দেখিনি। যা দেখেছি, তা ছিল বাবা-মার কঠোর শ্রমের মধ্যে এক মজবুত অন্তরঙ্গ সহমর্মীতা ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

মা মিলের ধুলাবালি মাখা ধূসর দেহে ঘরের দরজায় পৌঁছা মাত্রই বাবা শশব্যস্ত হয়ে বলতেন, 'তোমার মাকে একটা চেয়ার দাও!' আর মা ঘরে পৌঁছার আগে থেকেই চিল্লাচিল্লি শুরু করতেন, 'মাশকা তাড়াতাড়ি সামোভারে আগুন দাও, তোমার মাস্টার খুব শীঘ্রই মাঠ থেকে ফিরছেন। তাঁরা দু'জনেই বুঝতেন যে, শারিরীক পরিশ্রমের কোন মাত্রায় তারা পৌঁছেছেন!

বাবা ছিলেন বুদ্ধি স্বভাব চরিত্র সবদিক থেকে মায়ের চেয়ে সেরা । তিনি তুলনামূলকভাবে বেশী চালাক হলেও সংযমী ও বিচক্ষন ছিলেন। আমাদের যাবতীয় বিষয়-আশয় ও লোকজনের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। বাবা ও মা দু'জনেই খুব কম কেনাকাটা করতেন; তারা উভয়েই জানতেন কি করে পাই-পয়সা পর্যন্ত গুনে গুনে সঞ্চয় করতে হয়। বাবা কাপড়-চোপড়, টুপি, জুতা, ঘোড়া বা মেশিন যা-ই কিনতেন না কেন, খুব হিসেব করে কিনতেন, এবং তার কখনো ভুল হোতনা। একদিন বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'আমি টাকা-পয়সা পছন্দ করিনা, কিন্তু 'আমি নাই মামার চেয়ে কানা মামা'য় বিশ্বাস করি। টাকার দরকার অথচ হাতে নেই, এই অবস্থা আমার পছন্দ নয়।' বোধকরি অনেক সম্পদের মালিক হওয়ার কারনে বাবার মনে অনুশোচনা এসেছিল, তাই আমাকে এমনটি বলা। তিনি রুশ ও য়ুক্র্যাইনিয় ভাষার সংমিশ্রনে কথা বলতেন, তবে য়ুক্র্যাইনী ভাষার প্রধান্য থাকতো বেশী। তিনি মানুষকে বুঝতেন তাদের আচার-ব্যবহার, চোখ-মুখ ও অভ্যাস দিয়ে এবং তিনি সঠিক বিবেচনাই করতেন।

তিনি মাঝে মাঝে আমাদের একজন বন্ধু সম্পর্কে বলতেন, 'তোমাদের ঐ ছাত্র বন্ধুটিকে পছন্দ করিনা। তোমাদের কি মনে হয়না সে একজন নিরেট বোকার হদ্দ? বন্ধুটির জন্য আমাদের খুব লাগতো কিন্তু আমরা জানতাম বাবাই ঠিক। তিনি কোন পরিবারে বেড়াতে গেলে সে পরিবারের খুঁটিনাটি সহ সব অবস্থা সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করতে পারতেন।

অনেকগুলো সন্তান ধারন; লালন-পালন এবং কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের ফলে মা একবার অসুস্থ হয়ে খারকভে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। এধরনের ভ্রমন বেশ বড় ঘটনা, এজন্য অনেক প্রস্তুতি লাগে, এবং নেয়াও হয়েছিল। মার সঙ্গে পর্যাপ্ত অর্থ, মাখনের বয়েম, বিস্কুটের ব্যাগ, ফ্রায়েড চিকেন ইত্যাদি দেয়া হয়েছিল। তার সামনে অনেক খরচেরও কারণ ছিল। ডাক্তারের ফি লাগতো প্রতি ভিজিটে তিন রুবল করে। বাবা-মা দু'জনে

সবসময় এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন। মেহমানদের কাছে খুবই উচ্ছ্বসিতভাবে হাত নেড়ে, মুখ উঁচিয়ে এমন ভাব করতেন যে, বিজ্ঞানের অবদানের প্রতি তারা খুব শ্রদ্ধাশীল। তবে দুঃখ যে, খরচটা বেজায় বেশী। তারাও খুব আত্মতৃপ্ত যে, এত অর্থ খরচ করতে তারা সক্ষম। আমরা অধীর আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে মায়ের ফিরে আসার অপেক্ষায়। তিনি ফিরলেন নতুন এক সেট পোষাক পরে। আমাদের ইয়ানুভকার এই খামার ঘরে তাকে দেখতে অবিশ্বাস্যভাবে চমৎকার লাগছিল।

আমরা সন্তানরা যখন ছোট, তখন বাবা ছিলেন আমাদের কাছে মায়ের চেয়ে অনেক শান্ত এবং সহনশীল। মা প্রায়ই আমাদের ওপর চড়াও হতেন, মাঝে মাঝে অকারনেও। তার পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুল বা গৃহকর্মে ব্যর্থতার গ্লানি বা হতাশা আমাদের ওপর ঝাড়তেন। যাকে বলে, 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে'। আমরা সবসময় আবদার-টাবদার থাকলে বাবার কাছেই করতাম এবং প্রশ্রয় চাইতাম। কিন্তু সময় যতই সামনে এগুতে থাকে, ততই বাবা ক্রমশ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে গেলেন। বোধ করি, তার জীবনের কষ্টকর পরিস্থিতি, ব্যবসার ক্রমোন্নতিঅথচ প্রয়োজনীয় দেখ-ভালের অভাব এবং তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জমি-জমা নিয়েসংকট এবং তার সন্তানদের নিরাশাব্যঞ্জক কার্যকলাপ এ জন্য দায়ী। সুদীর্ঘ শীত ঋতুতে যখন স্তেপের সবদিকে থেকে বরফ জমা হয়ে ইয়ানুভকা গ্রামকে ভাসিয়ে দিত এবং ঘরের জানালা পর্যন্ত বরফের স্তুপ জমা হোত, তখন মা বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ডাইনিং রুমের ছোট ত্রিকোনী আসনে বসে সামনে চেয়ার দিয়ে তার ওপর পা দু'খানি তুলে লম্বা হয়ে অথবা শীতের প্রথম দিকে গোধূলির আলোয় বাবার আর্মচেয়ারটা নিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ছোট জানলার ধারে বসে বব্রিনেজের লাইব্রেরী থেকে ধারে আনা পুরনো উপন্যাসের লাইনে লাইনে তার শ্রম- জীর্ণ আঙ্গুল চালিয়ে ফিসফিস শব্দ করে পড়তেন। পড়তে পড়তে বড় কোন জটিল বাক্য পেলে বিভ্রান্ত হয়ে প্রায়ই থেমে যেতেন। মাঝে মধ্যে তাঁর ছেলেমেয়েরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে তাকে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তায় ফেলে দিতো। কিন্তু তিনি ধৈর্য নিয়ে নিরলসভাবে পড়ে যেতেন এবং শান্ত নীরব সারা শীতকালে আমরা তার একঁঘেয়ে ফিসফিস শব্দের পড়া একবারে সামনের হলঘর থেকেও শুনতে পেতাম।

আমার বাবাকে দেখেছি, এমনকি পুরোপুরি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বানান করে করে পড়তেন, অন্তত বইয়ের শিরোনাম। ১৯১০ খৃস্টাব্দে আমার লেখা German Social Democracy বইটি প্রকাশিত হলে আমি তাকে লক্ষ্য করি অত্যন্ত ধৈর্য ধরে বানান করে করে পড়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। এটা দেখে আমি খুবই আন্দোলিত হই।

অক্টোবর বিপ্লব আমার বাবাকে পায় একজন অত্যন্ত ধনী ব্যাক্তি হিসেবে। মা মারা যান ১৯১০ খৃস্টাব্দে। বাবা বেঁচেছিলেন সোভিয়েত শাসন দেখতে। গৃহযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন দক্ষিনাঞ্চল প্রচন্ড রোষে ক্রোধোন্মত্ত। তার সঙ্গে যোগ হয় ঘন ঘন সরকার বদল। এসময় সত্তরোর্ধ বয়সের বুড়া বাবা আমার বাধ্য হন শত শত মাইল পায়ে হেঁটে ওদেশায় খানিকটা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার জন্য। লালরা তার জন্য বিপজ্জনক হুমকি কারণ তিনি ধনী; সাদারা তাকে হয়রানী কোরত কারণ তিনি আমার বাবা। সোভিয়েত বাহিনী দক্ষিনাঞ্চলকে শ্বেত সন্ত্রাসী বাহিনীর দখলমুক্ত করার পর বাবা মস্কো আসতে সক্ষম হন। বিপ্লবে তার সব সঞ্চয় হারিয়ে যায়। প্রায় এক বছরেরও বেশী তিনি মস্কোর সন্নিকটে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত একটি ক্ষুদ্র মিল চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সে সময়ের খাদ্য বিভাগের কমিশার তজিয়ুরূপা কৃষি নিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করতে খুবই পছন্দ করতেন। বাবা মারা যান ১৯২২ খৃস্টাব্দের বসন্তে টাইফাস নামক সংক্রামক রোগে। যে মুহূর্তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, আমি তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে প্রতিবেদন পড়ে শোনাই।

(৫)

ইয়ানুভকা গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল আমাদের মেশিন ওয়ার্কসপটি, যেখানে আইভান ভাসিলিয়েভিচ গ্রাইয়েবেন কাজ করতেন। আমার জন্মের বছর, তিনি এ কাজে যোগ দেন, তখন তাঁর বয়স বিশ। তিনি আমদের ছোট বড় সবাইকে 'তুই' করেই সম্বোধন করতেন, আর আমরা সবাই তাকে 'আপনি' সম্বোধন করে বেশ সমীহ করেই কথা বলতাম। তাঁকে যখন বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য রিপোর্ট করতে হয়, তখন বাবাও তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তারা কতৃপক্ষকে কিছু ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করেন। তারপর

থেকে গ্রাইয়েবেনের স্থায়ী নিবাস হয় ইয়ানুভকা। তিনি ছিলেন দেখতে সুন্দর এবং প্রচুর স্বাভাবিক ধীশক্তি সম্পন্ন। তিনি গাঢ় লালচে গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি রাখতেন। তাঁর কারিগরী জ্ঞান ছিল ব্যাপক। তিনি ইঞ্জিন পুনর্নির্মান, বয়লার মেরামত, ধাতব বা কাঠের বল ঘোরানো, তামার বেয়ারিং ঢালাই, স্প্রিং দিয়ে গাড়ি তৈরী, ঘড়ি মেরামত, পিয়ানোর টিউনিং, ফার্নিচারের সাজসজ্জা, টায়ারবিহীন বাইসাইকেল তৈরী সব পারতেন। তার তৈরী বাইসাইকেল দিয়েই আমি সাইকেল চালানো শিখি, তখন আমি প্রাইমারী স্কুলের শেষ আর হাইস্কুলের শুরুতে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী জার্মান সেট্‌লাররা তাদের চাষ-বাসের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তাকে দিয়ে মেরামত করাতো। তারা তাকে অনুরোধ করে মার্কেটে নিয়ে যেতো তাদেরকে চুরাই কল বা বাষ্পিয় ইঞ্জিন কেনায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সহায়তা করার জন্য। লোকজন আমার বাবার কাছে আসতো চাষ-বাস ও খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ নিতে আর আইভানের কাছে আসতো মেশিনারী বিষয়ে পরামর্শ নিতে। মেশিনসপে তিনি তার কয়েকজন সহকারী এবং শিক্ষানবিস নিয়োগ দিতেন। বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান অর্জনে আমি এই শিক্ষানবিসদের কাছে ঋণী এবং তাদের ছাত্রও বটে।

আমাকে মাঝে মাঝে মেসিনে নাট ও স্ক্রু'র খাঁজ বা থ্রেড কাটার অনুমতি দেয়া হোত। একাজটি আমার দারুন পছন্দের ছিল। কারণ এতে আমি হাতে হাতেই ফল পেতাম। মাঝে মাঝে গোলাকার ও মসৃণ পাথরের ওপর প্রলেপ দেয়ার জন্য গুঁড়ার মিশ্রণ তৈরীর কাজ করার চেষ্টা করতাম কিন্তু তাড়তাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। বার বার জিজ্ঞেস করতাম কাজটি শেষ হোল কিনা বা কত দ্রুত শেষ হবে। তরল ভারী মিশ্রণকে আঙ্গুল দিয়ে নেড়ে-চেড়ে আইভান মাথা নেড়ে অনুমোদন দিতেন এবং তখন আমি কাজটি শিক্ষানবিসদের কাউকে দিয়ে দিতাম।

আইভান ভাসিলিয়েভিচ মাঝে মাঝে তার ওয়ার্কসপের ওয়ার্ক-বেঞ্চির পেছনে এক কোনে রাখা সিন্দুকের ওপর গিয়ে বসতেন, হাতে কোন না কোন হাতিয়ার থাকতো। বসে বসে সিগ্রেট টানতেন আর একদৃষ্টে দূরে তাকিয়ে থাকতেন। হয়তো কোন কিছু ভাবতেন বা অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতেন বা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই স্রেফ বসে বসে বিশ্রাম নিতেন। ঠিক এমনি সময়ে আমি তার পাশে গিয়ে বসতাম এবং আস্তে আস্তে তার ঘন লালচে বাদামী গোঁফ আমার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে পাকানোর চেষ্টা কোরতাম অথবা তার নির্ভুল দক্ষ কারিগরি হাত দু'খানি ধরে ধরে পরীক্ষা করতাম। দু'হাতেরই চামড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো দাগে ভর্তি। এ দাগ মিলস্টোন (যাঁতাকলের পাথর) কাটার কারনে হোত। তার হাতের আঙ্গুলগুলো ছিল গাছের শিকড়ের মতো দৃঢ় কিন্তু অশক্ত। আঙ্গুলের পেট ও আগাগুলো মোটা তবে খুবই নরম। তার বুড়া আঙ্গুলটা ছিল অন্যগুলোর বেশ খানিক পেছনে, আকৃতি ঠিক ধনুকের মতো বাঁকা। প্রতিটি আঙ্গুলই ছিল আত্মসচেতন, জীবন্ত এবং নিজে নিজেই কাজ কোরত।আবার সবগুলো একসাথে মিলে সংগঠিত কোরত একটি ফলপ্রসূ শ্রমঐক্য। আমি তখন খুব ছোট হলেও, বুঝতে পারতাম যে এই দু'টি হাত আর দশটি হাতের মতো হাতুড়ি বা সাঁড়াশি ধরেনা। এ দু'হাত অন্যরকম। তার বাম হাতের তালুতে গোলাকার এক কাটা দাগের গর্ত। আইভানের সামান্য অসতর্কতায় ছোট কুড়াল বা বাটুলে এ হাত কেটে যায় সেদিন, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি। চামড়া ছাড়া বাকি সবটুকুই কেটে গিয়েছিল। বাবা ঘটনাক্রমে এই তরুন কারিগরকে দেখে ফেলেন যে, সে এক টুকরা বোর্ডের ওপর রেখে তার তালুকে প্রায় দু'টুকরো করতে যাচ্ছে! তিনি চীৎকার দিয়ে, 'থাম! কেটে ফেলে দিওনা, তোমার হাতের তালু আবার গজিয়ে উঠবে।'

'তা-ই, তুমি বলছ আবার গজাবে?' কারিগর জিজ্ঞাসা করল।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

তখন সে কুড়ালটা আলগে রেখে দিল। এই তালু জোড়া লেগে আবারও ঠিক হয়েছে এবং এ দিয়ে ভালভাবে কাজও করা যায়। কেবল আগে যেমন সুন্দর ছিল তেমন অবস্থায় ফিরে আসেনি।

আইভান একবার এক পুরনো বার্ডান রাইফেল দিয়ে শটগান বানিয়ে গুলি ছোঁড়ার দক্ষতা পরীক্ষা করতে লেগে যান। একের পর এক সবাই কয়েক কদম পিছন থেকে বন্দুকের কার্তুজ ছুঁড়ে নিশানা হিসাবে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি বারবার নেভাতে চেষ্টা করছিলো। দু'জন ছাড়া কেউই তেমন একটা সফল হতে না পারলেও আমার বাবা প্রথম চান্সেই পাস করলেন। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে নিশানা ঠিক করতে গিয়ে তার হাত কাঁপলেও আয়েশেই তিনি তা ধরে থাকলেন এবং প্রথম শটেই মোমবাতি নেভাতে সক্ষম হন। আইভান জানতেন যে

সবকিছুর প্রতিই বাবার নজর খুব তীক্ষ্ম । তাদের দু'জনের মধ্যে কখনো বিবাদ বা কথা কাটাকাটি হতে দেখিনি বা শুনিওনি । তবে বাবা অন্যান্য কর্মীদের কাজের খুঁত ধরতেন এবং বকাবকিও করতেন ।

মেশিনসপে আমার কাজের অভাব ছিলনা । আমি হাপরের হাতলের রশি টানতাম । এ হাপরটি আইভান নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিশেষ কায়দায় তৈরী করেন । এর বায়ুপথ ঘরের চিলেকোঠা থেকে দেখা যেতনা । তাই যে-ই এটি দেখতো সেই বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতো । আমি লেদ ঘোরাতাম ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত, বিশেষ করে একাশিয়া কাঠ দিয়ে ক্রকুয়েট বল খেলার (ঘাসের মাঠে কাঠের বল খেলা বিশেষ) বল বানাবার সময় । মেশিন-সপে প্রচুর গল্প হোত, নতুন নতুন এবং মজার মজার । মালিক-শ্রমিক হাব-ভাব সেখানে কাজ কোরত না । তাই সেখানে আমার দিগন্ত ছিল খোলামেলা অবারিত । প্রতিটি মুহূর্তই ছিল আনন্দের । কোমা আগে যে খামারে কাজ কোরত, তার গল্প কোরত । গল্পের বিষয় ছিল সেই খামারের সাহেব ও বেগমদের বিভিন্ন দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী । তবে আমার যা মনে হোত, আমি তা অবশ্যই বোলব যে, সাহেব-বেগমদের প্রতি তার সুপ্রসন্নতা বা সৌজন্যবোধ মোটেই ছিলনা । মিলার (গম চূর্ণ করার কারিগর) ফিলিপ গল্প কোরত সেনাবাহিনী জীবনের, কারন সে সেখানে ছিল । আইভান গল্পকারদের বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন, অন্যদের থামাতেন এবং গল্পে কোন ঘাটতি বা ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তা সংশোধন বা পূরন করে দিতেন ।

ক্রকুয়েট বল



ইয়াশকা ছিল ফায়ারম্যান (ইনজিনের কয়লা যোগানদার) । তার বয়স তিরিশ, মাথার চুল লাল এবং মেজাজ খিটখিটে । কোন কাজেই বেশীদিন লেগে থাকতোনা । বসন্তে বা শরতে তাকে কী জানি পেয়ে বসতো, আর অমনি সে হাওয়া হয়ে যেত । কখনো কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতনা । তার ঠিক ছয়মাস পর আবার কোথা থেকে যেন উদয় হোত । সে খুব একটা মদ পানা কোরতনা । শিকার কোরত খুবই ধৈর্য্যের সাথে এবং পছন্দও কোরত । বন্দুক বেচে মদ সে কখনো কেনেনি । ফোমা একদিন তার এখানে আসা সম্মন্ধে গল্প করছিল । সে নাকি একদিন খালি পায়ে কালো কালো কাদা লেপ্টে বব্রিনেজের এক দোকানে এসে এক বাক্স টুপি চাইল । তারপর ইচ্ছা করেই টুপিগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলে দিল,এবং পরে নীচু হয়ে একটি একটি করে কুড়িয়ে নিল । এটা করতে গিয়ে কয়েকটি টুপিতে তার পায়ের কাদা মেখে গিয়েছিল । সে ওগুলো নিয়ে চম্পট দিল ।

'ফোমা কি মিথ্যা বলছে?' আইভান জানতে চাইলেন ।

তার প্রত্যুত্তরে ইয়াশকা বলল, 'আপনি ভাবলেন কেন, সে মিথ্যা বলছে?' 'আমার কাছে একটি কানা-কড়িও ছিলনা, দেব কোত্থেকে ।'

শুনে খুব মজা পেলাম । আমার মনে হোল, মনের ইচ্ছানুসারে কোন কিছু পাওয়ার এ এক উত্তম পথ এবং মানুষের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বা অসামর্থ্যকে জয় করার এক চমৎকার উপায় ।

এমন সময় আমাদের গৃহকর্মী মাশকা এসে জানালো, 'আমাগো ইগ্নাট এসেছে, কিন্তু ডানকাতো এখন এখানে নেই, সে ছুটিতে বাড়ি গেছে ।'

আমরা ফায়ারম্যান ইস্নাটকে ডাকতাম, 'আমাগো' ইগ্নাট । কারণ আরেকজন ইগ্নাট ছিল, কুঁজো, তারাজ আসার আগ পর্যন্ত সেই ছিল সিনিয়র । 'আমাগো' ইগ্নাট সামরিক বাহিনীতে শিক্ষানবীস হিসাবে ভর্তি হতে গিয়েছিল । তখন আইভান তার বুকের মাপ নিয়ে বলেছিলেন, 'তারা তাকে কোন কাজেই নেবেনা!' নির্বাচন পর্ষদ পরীক্ষা করে তাকে পরীক্ষামূলকভাবে একমাস হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে রাখে । সেখানে সে শহরের অনেক শ্রমিক-কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয় । তাদের সহযোগিতায়, একটি কারখানায় কাজ পায় এবং জান-প্রাণ দিয়ে থাকার চেষ্টাও করে । শহর থেকে ফিরে আসার সময় তার পায়ে শহুরে বুটজুতা, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, কোটের সামনের দিকে শুচি শীল্পের রঙিন নকশি কাজ । ফিরে আসার পর মেশিন সপে ইগ্নাট সারাক্ষন কেবল শহরেরই গল্প করে । শহরের কথা, কাজের কথা, কাজের পরিবেশ, শর্তাদি, মেশিনারি, মজুরি মোট কথা সে যা যা দেখেছে সবকিছু সম্পর্কে ।

ফোমা, ধ্যানমগ্ন বকের মতো কথা শুরু করে, 'এটা যে একটা কারখানা, তাতে কোন সন্দেহ নেই' ।

ফিলিপ তার সাথে যোগ করে, 'কারখানা কারখানাই, এটা কোন মেশিন সপ নয়!'
সবাইকে চিন্তামগ্ন মনে হোল, তারা যেন মেশিন সপের বাইরে বড় কিছু নিয়ে ভাবছে। ভিক্টর খুবই আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'শহরে কি খুব বেশী বেশী মেশিনারি থাকে?'
'বেশী বেশী মানে, রীতিমত মেশিনের বন হচ্ছে শহর।' উত্তর 'আমাগো' ইগ্নাটের।
আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে শুনি, এবং মনের চোখ দিয়ে দেখি, একটি কারখানায় এত বেশী ও ঘন ঘন মেশিন থাকে। ঠিক বনের বৃক্ষরাজির মতো; সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে, উপরে, নীচে সবখানে কেবল মেশিন আর মেশিন! এবং এর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে 'আমাগো' ইগ্নাট। তার কোমরে টাইট করে পেঁচানো চামড়ার বেল্ট। ইগ্নাট একটি হাতঘড়িও কিনেছিল, সেটি এখানে সবার হাতে হাতে ঘুরেছে। সন্ধ্যাবেলায় ইগ্নাট বাবার সঙ্গে উপরে নীচে পায়চারী করে বেড়ালো, তার পেছনে পেছনে দেওয়ান (বাজার সরকার)। আমিও ছিলাম ছায়ার মতো, কখনো বাবার এবং কখনো ইগ্নাটের গা ঘেঁষে।
বাবা জানতে চাইলেন, 'কিভাবে বসবাস করতে? দুধ রুটি কি নিজেই কিনে খেতে? ঘর ভাড়া কি দিতে হয়?
'সত্য কথা বলতে কি, ওখানে সবকিছুই কিনে খেতে হয়। তবে মজুরি এখানকার চেয়ে বেশী'- ইগ্নাট ঘাড় নেড়ে বলল।
'সে আমি জানি। কিন্তু তা দিয়ে খেয়ে পরে ভালভাবে বেঁচে থাকা যায় তো!'
ইগ্নাট দৃঢ়চিত্তে বলল, 'অবশ্যই, আমি গত ছয় মাসে বেশ কিছু জমিয়েছি। এই দেখোনা, কিছু পোষাক কিনেছি, বুট কিনেছি, একটি ঘড়িও কিনেছি।' বলেই বাঁ হাতটা এগিয়ে দিয়ে ঘড়িটা দেখালো।
যুক্তিটা ছিল অকাট্য এবং বাবা কোন উত্তর না করে, কিছুক্ষন থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মদ খাওয়া শিখেছো ইগ্নাট? অবশ্য শহরে তোমার চারপাশে এত এত শিক্ষকের মাঝখানে থেকে ওটা খাওয়া শেখা কঠিন কিছু নয়।'
'কেন নয়, তবে ভদকার কথা ভাবতেও পারিনা।'
মা জিজ্ঞেস করলেন, ' ইগ্নাট, তুমি কি ডাংকাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ? ইগ্নাট কিছুটা অপরাধিভাব নিয়ে মুখ টিপে হাসলো, এবং মাথা নীচু করে রইল।
মা বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝেছি, তুই এরই মধ্যে শহুরে ঢেমনি জোগাড় করে ফেলেছিস তাই না! বদমাইশ ব্যাটাছেলে।'
অতএব, 'আমাগো' ইগ্নাট আবারো ইয়ানুভকা ছেড়ে চলে গেল।
আমাদের পরিবারে কাজের লোকদের ঘরে শিশুদের যাওয়া বারন ছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সেখানে সব সময় অনেক নতুন নতুন বিষয় পাওয়া যেত। আমাদের রান্নার দায়িত্বে দীর্ঘদিন যাবত নিয়োজিত ছিলেন একজন মহিলা। তার চোয়ালের হাড় ছিল উঁচু আর নাক ছিল থ্যাবড়া। তার স্বামী ছিল বুড়া ।মুখের অর্ধাংশ সহ সারা শরীরের ডান অর্ধেক অবশ। তবে তিনিই ছিলেন আমাদের (শিশুদের) তদারককারী। আমরা তাদের বলতাম মস্কুভিট কারণ তারা দেশের মূল অভ্যন্তর অঞ্চলের লোক। এই দম্পতির ছোট একটি মিষ্টি মেয়ে ছিল, আট বছর বয়স, নীল চোখ, সোনালী চুল। সে সারাদিন তার বাবা-মার নিত্য ঝগড়া দেখতে দেখতে বড় হচ্ছিল।
রোববারের দিনগুলোতে মেয়েরা ছেলেদের মাথার উঁকুন বেছে দিত বা তাদের নিজেদেরও। সার্ভেন্টস রুমে একটি খড়ের গাদার ওপর ছোট ও বড় দুই তাতিয়ানাই পাশাপাশি শুতো। আফানাসি তাদের দু'জনের মাঝে বসে দু'পা ছড়িয়ে দিত ছোট তাতিয়ানার দিকে আর ঝুঁকে থাকতো বড় তাতিয়ানার দিকে। আফানাসি আমাদের আস্তাবলের সহিস, পাচিকা পারাস্কার ভাই স্টুয়ার্ড পুডের ছেলে।
'কেমন মুসলমান হে তুমি! এখনও কি ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর সময় হয়নি?'
বালক সহিসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে স্টুয়ার্ড চীৎকার করে বলতো।
এই লাল-চুলো আফনাসি আর কালো-চুলো মিউচুজক দু'জনে আমাকে খুব জ্বালাতন করত। পুডিং বা পরিজ হাতে হাতে বিতরন করে দেয়ার সুযোগে আমি যখনই ওদের কাছে আসতে চাইতাম, তক্ষুনি তারা সহাস্যে জোরে চীৎকার করত, 'লিওভা, এসো, আমদের সঙ্গে খাও!' বা 'এই লিওভা, তোমার মাকে গিয়ে বলোনা, আমাদেরকে একটু মুরগীর মাংস দিতে?'

আমি তখন খুব বিব্রত বোধ করতাম এবং নিঃমন্দে সেখান থেকে সরে যেতাম। যিশুর পুনরুত্থান দিবস (ঈস্টার সানডে) উপলক্ষে মা প্রথানুযায়ী শ্রমিক কারিগরদের জন্য কেক আর রাঙা ডিম তৈরী করতেন। ফুফু রাইসা ছিলেন ডিম রাঙানোর শিল্পী । একবার তিনি গ্রমোক্লি (Gromokley) থেকে কিছু উজ্জল রঙে রঞ্জিত ডিম এনেছিলেন এবং তার থেকে দু'টো আমাকে দেন। এদিনে আমরা রাঙা ডিমের একটা মজার খেলা খেলি। খেলাটি হয় আমাদের ভূগর্ভস্থ ঘরের পেছনে। আমরা প্রতিযোগিতামুলকভাবে যার যার ডিম নীচে মসৃন ঢালু জায়গায় গড়িয়ে দিই। দেখি কার ডিমটি সবচেয়ে বেশী শক্ত। এবারের খেলায় একবারে শেষ পর্যন্ত কেবল আমি আর আফানাসিই টিকে থাকি।

রাঙা ডিমগুলো দেখিয়ে তাকে বললাম, ' খুব সুন্দর না ডিমগুলো!'

আফনাসি আনমনে লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, ' হাঁ, খুব সুন্দর। দেখি, কোনটা বেশি শক্ত, তোমার টা না আমারটা!'

আমি তার চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। আফানাসি আমার ডিমটিকে জোরে আঘাত করলে ওপর দিকটা ফেটে গেল। আফনাসি বলল, 'ডিমটাতো ফেটে গেছে! এখন এটি আমার ।দেখি বাকিটা নিয়ে খেলি! ' আমি সবিনয়ে দ্বিতীয় ডিমটিও দিলাম। আফানাসি আবারও আঘাত করল, আর এবারও ডিমটা ভেঙ্গে গেল! 'এবার এটিও আমার ।' বলে দুটি ডিম নিয়েই সে ব্যবসায়ীর মতোই সোজা চলে গেল; একটু পিছন ফিরেও দেখল না। আমি অবাক হয়ে তার গমন পথে চেয়ে থাকলাম। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কি আর করা! খুব কম সংখ্যক কৃষিমজুরই খামারের কৃষি জমিতে স্থায়ী কাজ পেত। বেশীরভাগই ছিল ক্ষণস্থায়ী। যখন ব্যাপকহারে ফসল কাটা শুরু হোত, তখন ওরা কিয়েভ, চারনিগভ ও পল্তভা থেকে দল বেঁধে আসত। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাজ পেত। যে বছর ভালো ফসল হোত, সে বছর কেবল খার্সন প্রদেশেই দুইতিন লাখ দাওয়ালের দরকার হোত। দাওয়ালরা *(ফসল কাটার লোকজন)*, গ্রীষ্মের এই চারমাসে জনপ্রতি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রুবল মজুরি এবং বিনাভাড়ায় থাকার সুযোগ পেত। মহিলারা পেত বিশ থেকে তিরিশ রুবল। পরিষ্কার আকাশের ছাদের নীচে খোলা মাঠই হতো তাদের শোয়ার ঘর আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আশ্রয় নিত খড়ের গাদার নীচে । তাদের নৈশ ভোজ হোত সব্জির ঝোল (Vegetable Soup)আর যবের পায়েস (Porridge), সান্ধ্য খাবার হতো গম বা ভুট্টার ছাতু। মাছ-মাংস তাদের ভাগ্যে কখনো জুটত না। দেহে তেল-চর্বি যা পেত সামান্য পরিমাণে সবজি থেকেই। এই খাবার মেনু নিয়ে মাঝে-মধ্যে অভিযোগ উঠত। তখন মজুররা সবাই মাঠ ছেড়ে বাড়ির উঠানে এসে জড়ো হতো। শস্যর রাখা চালাঘরে মুখ লুকিয়ে শুয়ে পড়ত। শুয়ে শুয়ে ফেটে যাওয়া ও শস্যের শুকনা পাতার আঁচড়কাটা ঘাযুক্ত খালি পা নাচাত এবং অপেক্ষা করত কি হয় দেখার জন্য। তখন বাবা এসে কিছু ক্ল্যাবার *(কাঁচা দুধ দিয়েতৈরি জমাটবাঁধা টকদই-Clabber)*, বা তরমুজ বা শুটকি মাছ, যখন যা ঘরে থাকত, তাদেরকে দিতেন। তা পেয়ে তারা আনন্দে নাচতে গাইতে চলে যেত। এই-ই ছিল সব কৃষি খামারের অবস্থা। আমাদের কিছু বাঁধা দাওয়াল ছিল, পেটানো শরীর, পুরনো ও অভিজ্ঞ। প্রায় দশ বছর ধরে তারা আমাদের খামারেই প্রতি বছর আসত। কারণ তারা জানত এ খামারে নিশ্চিত কাজ মিলবে। এরা অন্যদের চেয়ে কিছু বেশি রুবল পেত এবং মাঝে-মধ্যে দু'এক পেগ ভদকাও জুটতো তাদের ভাগ্যে। তার কারণ তারা বেশ আদর্শ দাওয়াল ছিল, অন্যরা তাদের অনুসরণ করত। তারা তাদের নিজ প্রদেশ থেকে দীর্ঘ একমাস ধরে পায়ে হেঁটে লম্বা সফর করে আমাদের এদিকে আসত। পথে তারা খেত কড়মড়ে শুকনা রুটি আর রাত কাটাতো হাটে-বাজারে। একবার এক গ্রীষ্মে সব মজুরদের মধ্যে রাতকানা রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। তারা একে অন্যের হাত ধরে গোধুলী লগ্ন পর্যন্ত পথ চলতে পারতো। সে সময় আমার এক মামাত ভাই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ব্যাপারটি তার নজর কাড়ে। সে এ নিয়ে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখে। তার লেখা থেকে জেম্সতিভিয় *(Zemstyo-রুশ সম্রাট আলেক্সান্দার প্রবর্তিত স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ)* বিষয়টি জানতে পেরে একজন ইনসপেকটর ইয়ানুভকায় পাঠায়। পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ দাতা আমার বাবা ও মাকে ক'দিন খুবই জ্বালাতন করেছিল। অবশ্য, এজন্য সে নিজেও দুঃখ প্রকাশ করতো। তবে অপ্রীতিকর তেমন কিছু ঘটেনি। ইনসপেকটর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খুঁজে পেল যে, তাদের খাদ্যে চর্বির পরিমাণ কম থাকায় এই মহামারী লেগেছে। আসলে এই ছিল মজুরদের

সাধারণ অবস্থা পুরা প্রদেশ জুড়ে। কারণ তারা সব জায়গায় একই ধরনের খাবার খেত। কোথাও কোথাও এর চেয়ে খারাপ অবস্থাও ছিল।

মেশিন শপে, রান্নাঘরে, বাড়ির কাজের লোকদের আবাসস্থলে এমনি এক বিশাল জীবন ছিল আমার চোখের সামনে যা আমার নিজের পারিবারিক জীবন-যাপন থেকে আলাদা। জীবন চলচ্চিত্রে শেষ বলে কিছু নেই এবং আমারতো কেবল শুরু। আমি যখন খুব ছোট, তখন কেউই আমার উপস্থিতি গ্রাহ্য করত না। আমার সামনেই সবার জিহ্বা চলত উন্মুক্তভাবে, বিশেষ করে যখন আইভান ভাসিলিয়েভিচ এবং স্টুয়ার্ড থাকত না, কারণ তারা ছিল শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি আধা-শাসক। কামারের হাপর বা রান্নাঘরের চুলার আগুনের আলোয় আমি প্রায়ই দেখেছি বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটতম পড়শীদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নতুন রুপে। ছোটবেলায় অলক্ষ্যে থেকে তাদের অনেক কথাই আমি কান পেতে শুনেছি যা আজও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জল। বস্তুতঃ তাদেরই চাল-চলন ও মন-মানসিকতা সমাজ সম্পর্কে আজকের আমার মনোভাবের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

২। আমাদের পড়শিরা এবং আমার প্রথম স্কুল।

(১)

ইয়ানুভকার চেয়ে বেশী দূরে নয় দেম্বোভস্কিদের তালুক। বাবা তাদের কাছ থেকে প্রতি বছর জমি পাট্টা বা লিজ নেন। এ ছাড়া আরো নানান ব্যবসায়িক লেনদেনে তাদের সাথে জড়িত। তালুকের মালিক, থিওডোসিয়া এন্তনভা, এক পোলিশ মহিলা, এককালে গভর্নেস ছিলেন, বর্তমানে বুড়ি। তার স্বামী ছিলেন বেশ ধনী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাদেরই ম্যানেজার কাসিমির এন্তনভিচকে বিয়ে করেন। সে ছিল তার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। নতুন স্বামীর সঙ্গে থিওডোসিয়া এন্তনভার সংসার করা বেশীদিন হয়নি। কারণ,অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। তার রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ এখন কাসিমির দেখভাল করেন। তিনি বেশ লম্বা, দাঁড়িওয়ালা, হৈচৈ প্রিয়, হাশিখুশি পোল্যান্ডদেশীয়। প্রায়ই আমাদের ওভ্যাল শেপের টেবিলটা ঘিরে বসে আমাদের সঙ্গে চায়ের আড্ডা দিতেন। বোকার মতো একই গল্প হৈ চৈ করে বারবার বলতেন আর বিশেষ বিশেষ কথার ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য বুড়ো আঙ্গুলে তুড়ি মারতেন।

কাসিমির আন্তনভিচ মৌ চাষ করতেন। আস্তাবল আর গোয়ালঘর থেকে বেশ দূরে তার মধুকোষ। মৌমাছিরা ঘোড়ার গন্ধ সইতে পারেনা বিধায় এ ব্যবস্থা। সেখানে মৌমাছিদের মধু আহরনের জন্য ছিল অফুরন্ত সুযোগ। চারিদিকে প্রচুর ফল গাছ, সাদা একাসিয়া, শীতকালীন সরিষা এবং বাজরা ক্ষেতের সমাহার। কাসিমির মাঝে মাঝে গামছায় বেঁধে আমাদের জন্য দু'প্লেট মৌচাক নিয়ে আসতেন ভেতরে থাকতো স্বচ্ছ সোনালী মধু।

কাসিমির কবুতরও পালতেন। আমারও খুব ইচ্ছে। তাই একদিন আমি আর আইভান ভাসিলিয়েভিচ দুজনে মিলে তার কাছ থেকে কবুতর আনতে গেলাম। একটি বড় হলঘরের এক কোনে কাসিমির আমাদের বসতে দিলেন। চা, মাখন, মধু আর দই দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সবকিছু থেকে কেমন যেন ছাতাপড়া স্যাঁতসেঁতে গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই আমি শুধু চা খেলাম আর তাদের নীচু গলার কথাবার্তা শুনছিলাম।

অধৈর্য লাগছিল তাই ফিস ফিস করে আইভানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের এখানে কি আরো দেরী হবে?'। 'বেশী না, একটু অপেক্ষা করতে হবে। কবুতরগুলোকে তাদের বাসায় থিতু হতে সময় দিতে হবে। তারপর ওপরে উঠে সব দেখতে পাবে।' তিনি বললেন।

আমার যেন আর তর সইছিলনা। শেষ পর্যন্ত আমরা গোলাঘরের দমদমার ওপর কবুতর ধরার জন্য একটি লন্ঠন হাতে নিয়ে উঠলাম।

'এবার দেখ!' কাসিমির আমাকে লক্ষ্য করে বললেন। দমদমাটা বেশ বড়, চারিদিকে শুধু কাঠের বর্গা এবং ঘুটঘুটে আঁধার। ইঁদুর, মৌমাছি, মাকড়সা আর পাখীদের তীব্র গন্ধ সবখানে। লন্ঠনটা নিভিয়ে দেয়া হলো। কাসিমির ফিসফিস করে বললেন, 'এই যে! এখানে! জাপটে ধর!' ধরতে গেলাম। এমন সময়, এক নারকীয় তাণ্ডব শুরু হোল; কবুতরের সারা বাসা জুড়ে যেন পাখার ঘুর্ণিবায়ু। মনে হোল যেন কেয়ামত শুরু হয়েছে, আমরাও হারিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শুনতে পেলাম উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, 'এই যে এখানে! এদিকে, এদিকে এসো; হ্যাঁ ঠিক আছে, ধর, এটি থলের ভেতর ঢুকাও।' আইভান ভাসিলিওভিচ আসবার সময় সঙ্গে একটি থলে নিয়ে এসেছিলেন। এবার যাবার পালা, পেছনে পেছনে কবুতরের বাসার ভেতরকার অভিজ্ঞতা যেন তাড়া করে ফিরছিল!

আমাদের ওয়ার্কসপের চালের নীচে কবুতরের বাসা তৈরী করলাম। দিনে অন্তত দশবার মই বেয়ে বাসায় উঠে উঁকি দিতাম, ওদের জল দিতাম, গম, ভুট্টা ও কেক-রুটির ছোট ছোট টুকরা দিতাম। এক সপ্তাহ পর বাসায় দু'টি ডিম পেলাম। এটি ছিল আমার জন্য এক মহা সাফল্য! কিন্তু পুরোপুরি বুঝে ওঠবার আগেই, তারা প্রতিবার এক জোড়া এক জোড়া করে তাদের পুরনো বাসায় ফিরে যেতে শুরু কোরল। পাখার পালক ঝরানো তিন জোড়া ছাড়া সবাই ফিরে গেল। পরে তারাও পাখায় নতুন পালক গজালে এই সুন্দর বাসা আদর স্নেহ মমতা পরিত্যাগ করে ফিরে চলে গেল। এখানেই আমার কবুতর পোষার অভিযান সমাপ্ত হোল।

আমার বাবা এলিজাবেতগ্রাদের কাছে 'মিসেস টি' এর কাছ থেকে কিছু জমি লিজ নিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন বিধবা, বয়েস আনুমানিক চল্লিশ এবং বেশ ধার্মিক। তাকে নিয়মিত দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন একজন বিপত্নীক ধর্মযাজক। তিনি তাস খেলা, গান শোনা ছাড়াও আরো নানান কিছুর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। একবার মিসেস টি যাজককে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ইয়ানুভকায় তার সঙ্গে আমাদের চুক্তিপত্রের শর্তাদি দেখার জন্য। আমরা তাদের থাকার ব্যবস্থা করি আমাদের বৈঠকখানা ও তার পাশের রুমে। নৈশ ভোজের আয়োজন করি ফ্রায়েড চিকেন আর ময়দা, চেরি ফল, ডিমের পুডিং এবং রক্তবর্ণের চেরি ফলের মদ। খাবার পরেও আমি রয়ে গেলাম বৈঠক ঘরে। দেখলাম যাজক ভদ্রমহিলার পাশে নিবিড়ভাবে বসে হেঁসে হেঁসে ফিস ফিস করে কানে কানে কি যেন বললেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তার কোটের পকেট থেকে মনোগ্রাম খচিত একটি রূপালি সিগারেট-কেস এবং ডোরাকাটা ট্রাউজারের পকেট থেকে লাইটার বের করে সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে ধীরে লম্বা টান দিয়ে মুখের ভেতর ধোয়া নিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে কুন্ডলী বানালেন। পরে তিনি আমাদের বলছিলেন, তাঁর মিস্ট্রেস ঘরের বাইরে থাকলে, কেবল উপন্যাসের সংলাপই আওড়ান। তার কথা শুনে প্রত্যেকেই তাকে, নিন্দা থেকে বিরত থেকে বিনয়ে হাসে। কারণ আমরা সবাই জানতাম, ভদ্রলোক তার মিস্ট্রেসের কাছেও বানিয়ে বানিয়েই মিছে কথা বলবেন।

আমার বাবা আর কাসিমির আন্তনভিচ পার্টনারশিপে 'মিসেস টি'র কাছ থেকে জমি লিজ নিচ্ছিলেন। ঠিক তখন তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি তার মধ্যে পরিবর্তন! তার মুখের ধূসর দাঁড়ি উধাও; পরনে কড়া মাড় দেয়া ইস্ত্রি করা কলার অলা জামা, প্যান্টের ভেতরে পরিপাটি করে গুটানো, সঙ্গে টাই ও টাইপিন এবং বুক পকেটে এক সুন্দরী রমনীর একখানি ফটোগ্রাফ। তিনি আর সবার মতো আংকেল গ্রেগরিকে দেখে মজা করলেও, তার কাছে প্রাণ খুলে মনের সবকথা বলতেন। একদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের বুক পকেটের ভেতর থেকে ফটোর খাম খুলে বের করে তাকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখ!' আমি এই সুন্দরীকেই বলেছিলাম, 'ভদ্রে, আপনার রাঙা ঠোঁট দু'টো তৈরী হয়েছে শুধু চুমু খাওয়ারই জন্য!' তিনি তাকেই বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মাথায় মিসেস টি'র বাড়ির উঠানে হঠাৎ একটি ষাঁড়ের আক্রমণে শিং এর গুঁতো খেয়ে কাসিমির মারা যান।

লেভ ও আইভান ভাতৃদ্বয়ের ছিল হাজার হাজার একরের তালুক। আমাদের চেয়ে প্রায় আটগুন বেশী বড়। তাদের ঘর-বাড়ি রাজপ্রাসাদের মতো; দামী আসবাবপত্রে সজ্জিত, অনেক মেহমানখানা, বিলিয়ার্ড রুম, আরো কত কী। তারা পৈত্রিক সূত্রে এসব সম্পদের মালিক। তাদের বাবা টিমথিও অনুরূপ পৈত্রিক সূত্রেই মালিক ছিলেন। ব্যবস্থাপনার ভার একজন দেওয়ানের হাতে। হিসাব-পত্র ডাবল-এন্ট্রিতে রেকর্ড করা সত্বেও আয় ঘাটতির দিকে।

'কাদামাটির ঘরে থাকলে কি হবে, ডেভিড লিওন্তিয়েভিচ আমাদের চেয়েও ধনী' বড়ভাই লেভ আমার বাবা সম্বন্ধে এরকমই বলতেন। একথা আমরা বাবাকে জানালে তিনি খুশি হতেন। ছোটভাই আইভান একবার ইয়ানুভকা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নেকড়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন; তার সঙ্গে ছিল বন্দুক কাঁধে নেয়া দু'জন শিকারি আর এক গাড়ি শিকারি কুকুর। এ দৃশ্য ইয়ানুভকায় এর আগে দেখা যায়নি। এটা দেখে অসন্তোষভরে বাবা বললেন, 'এভাবেই তারা একদিন নিঃশেষ হবে!'।

খার্সন প্রদেশের এই পরিবারগুলো এভাবেই অনিবার্য ধ্বংসের দিকে পতিত হয়। তারা সবাই খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করে এবং একইভাবে ধ্বংসও হয়। অনেক বিষয়ে অমিল থাকলে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এরা কেউ পৈত্রিক সূত্রে বনেদি পরিবার, কেউ সরকারী কর্তাব্যক্তি রাজসেবার পারিতোষিক হিসাবে এসব সম্পদের মালিক, কেউ পোলিস, কেউ জার্মান এবং কেউ কেউ ইহুদি যারা ১৮৮১ খৃস্টাব্দের আগে এসব জমি কেনে। এসব স্তেপ ডাইনেস্টিগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা যার যার ক্ষেত্রে সফল ও খ্যাতিমান হলেও, স্বভাবে ছিলেন দস্যু।

আমি তাদের কাউকে চিনতামনা বা জানবার সুযোগ ও পাইনি। কারণ আমার জন্মের আগে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের আশির দশকের প্রথম দিকেই তাদের অনেকে মারা যায়। তারা সবাই পোয়া বা আধা পয়সা সম্বল করে জীবন শুরু করেন কিন্তু ছল-চাতুরী, এমনকি অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান। তাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম গড়ে ওঠে এক নতুন ধরনের আভিজাত্য নিয়ে। তারা ফরাসী ভাষা জানে, তাদের

বাড়িতে বিলিয়ার্ডের ঘর থাকে, আর ভান্ডে যতরকমের মন্দ কাজ আছে, সব তারা করে। ট্রান্স-আটলান্টিক প্রতিযোগিতার কারনে সৃষ্ট আশির দশকের কৃষি সংকট তাদের উপর নির্মম আঘাত হানে। তারা তখন শীতের শুকনো পাতার মতো খসে পড়ে। তাদের তৃতীয় প্রজন্ম হয়ে পড়ে আধা-পঁচা বদমায়েশ, অকর্মন্য, অপ্রকৃতিস্থ, অপদার্থ এবং অকাল কুষ্মান্ড সন্তান।

সবচেয়ে দনী ও অভিজাত হিসাবে খ্যাত ঘার্তুপানভ পরিবারের অধঃপতন ঘটে সবচেয়ে করুনভাবে। একটি বিশাল গ্রামের মালিক এবং এক নামে পরিচিত ছিল তারা সারাদেশে। এককালে পুরো গ্রামাঞ্চলের মালিক সবকিছু হারিয়ে এখন মাত্র হাজার খানেক একর জমি ধরে রেখেছে তাও আবার ব্যাংকের কাছে মর্গেজ দেয়া। আমার বাবা তাদের কিছু জমি ইজারা নেন কিন্তু ভাড়াটা পায় ব্যাংক। ঘার্তুপানভ পেট চালান নিরক্ষর চাষীদের চিঠি-পত্র, দরখাস্ত আর অভিযোগনামা লিখে। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তামাক আর মিশ্রির টুকরো তার জামার আস্তিনে লুকিয়ে রাখেন। একই কাজ তাঁর স্ত্রীও করেন। তিনি যখন তার যৌবনকালের গল্প করতেন: তাদের অনেক ভূমিদাস ছিল, বিরাট বড় পিয়ানো, সিল্কের পোষাকাদি, সুগন্ধি দ্রব্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন তার ঠোঁটে লালা ঝরতো। তাদের দুই পুত্র নিরক্ষর হয়েই বেড়ে ওঠে। ছোটটির নাম ভিক্টর, আমাদের ওয়ার্কসপের একজন এপ্রেনটিস।

এক ইহুদী জমিদার পরিবার থাকতো ইয়ানুভস্কি থেকে ছয় ভার্স্ট (verst- রাশিয়ার প্রাচীন দৈর্ঘ্য পরিমাপণ পদ্ধতি যা ১.০৬৭ কিলোমিটার বা ২/৩ মাইলের সমান) দূরে। তাদের নাম এমস্কি। তারা সবাই ছিল অসুস্থ, আধা-পাগল। তাদের পিতা মঁশিয়ে খারিতনভিচ, ষাট বছরের বুড়া, বিশেষ শিক্ষিত অভিজাত হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান। তিনি স্বচ্ছন্দে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারতেন, পিয়ানো বাজাতে জানতেন এবং সাহিত্যও ভাল বুঝতেন। তাঁর বাম হাত, তাঁর ভাষায়, দূর্বল কিন্তু ডান বেশ সুস্থ সবল পিয়ানো কনসার্টের উপযোগী। তার অবহেলিত নখগুলো আমাদের পুরনো স্পিনেটে টোকা দিলে হাতির দাঁতের তৈরী করতালের মতো শব্দ হোত। তার তোলা সুরগুলো ছিল বেশুরো এবং বেতাল, তার কথাবার্তাও ছিল অনুরূপ স্থুল ও অগোছালো। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একসময় উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেন। তখন আশেপাশে কেউ না থাকলে, জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে দাঁড়ির শেষ প্রান্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুড়ে ফেলতেন। তার ধারণা, এতে দাঁড়ি পরিপাটি থাকে। সিগারেট টানতেন অবিরাম এবং শ্বাসকষ্টও হোত সেরকম। তার স্ত্রী ছিলেন বুড়ি ও বেশ ভারী। পনের বছর ধরে তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি।

তাদের পুত্র ডেভিড, বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, সবসময় মুখের একপাশে সাদা ব্যান্ডেজ পরে থাকতেন। তার ওপর দেখা যেত তার দুটি টানা টানা লাল চোখ। ডেভিড একজন ব্যর্থ আত্মহননকারী। তিনি সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় তার উর্ধতন অফিসারের সাথে অবাধ্য আচরন করেন। এক পর্যায়ে অফিসারের গালে কষে একটা চড় দিয়ে, দৌড়ে ব্যারাকে এসে, নিজের রাইফেল দিয়ে নিজেকে নিজে গুলি করেন। বুলেটটা চিবুক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর থেকেই সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অপরাধী সৈনিকের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের হুমকি এসে পড়লে, তখনও জীবিত তার দাদা (পিতামহ) বুড়ো এমস্কি খারিতনভিচ, পুরনো ধনী, ক্ষমতাবান, নিরক্ষর ও স্বৈরাচারী পুরো দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন এবং তার নাতিকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করে ছাড়িয়ে আনেন। কাহিনীটা একেবারেই মিথ্যা নয়! যাহোক, সেই থেকে ডেভিড চিবুকছেদা পাগল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আমি প্রথম যখন তাদেরকে জানি, তখনও এমস্কি পরিবার ছিল পতনশীল। খুব ছোটবেলায় মঁশিয়ে খারিতনভিচকে দেখেছি ঘোড়া চালিত সুন্দর ফিটন গাড়ি হাঁকিয়ে আমাদের বাড়ি আসতেন। চার কি পাঁচ বছর বয়সে আমার বড় ভাইয়ের সাথে এমস্কিদের বাড়ি গিয়েছি। তাদের চমৎকার দেখতে বিশাল এক সাজানো বাগান ছিল। জীবনে প্রথম আমি সেখানে জীবন্ত ময়ুর দেখেছি! কি বিস্ময়কর সুন্দর প্রাণী চরে বেড়ায়, চপল মাথায় রাজমুকুট, লেজে ছোট ছোট সুন্দর আরশি এবং পায়ে তীক্ষ্ম নখ। কয়েক বছর পর ময়ুরগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারচেয়েও খারাপ অবস্থা বাগানের; চারপাশের বেড়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো, ফল ও ফুলগাছ গুলো গরুতে খেয়ে বিনাশ প্রায়। মঁশিয়ে খারিতনভিচ এখন ইয়ানুভকায় আসেন খামারের মালটানা ঘোড়ার গাড়িতে করে। তার ছেলেরা জমিজিরাতগুলো উন্নয়নের চেষ্টা করছে, তবে বাবু-সাহেব হিসাবে নয়, চাষী হিসাবে।

তারা বলেন, 'আমরাও কয়েকটি পুরনো টাট্টুঘোড়া কিনব এবং সকাল বেলা ড্রাইভ করব, ব্রোনস্টেইন যেমনটি করেন!'

বাবা শুনে বলেন, 'ওরা পারবেনা!' ডেভিডকে এলিজাবেথগ্রাদে মেলায় পাঠানো হয় 'বুড়া টাট্টু' কেনার জন্য। সে বাজার ঘুরে ঘুরে দেখে, অশ্বারোহী সৈন্যের মত ঘোড়াদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে, অবশেষে একটি ত্রয়কা (ছোট রুশ গাড়ি) পছন্দ করে গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। সারাবাড়ি মেহমানে ভর্তি সবার গায়ে গ্রীষ্মের হালকা পোষাক। আব্রাম হাতে বাতি নিয়ে বারান্দায় যায় ঘোড়াদের দেখার জন্য। মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে তাকে অনুসরণ করে। এসব দেখে ডেভিড অনুভব করে সে, বেশ বড় কোন কাজ করে ফেলেছে। সে প্রতিটি ঘোড়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করে, বিশেষ করে একটি মাদি ঘোড়াকে সে তার পছন্দের এক তরুনী মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে। আব্রাম দাঁড়ি চুলকায় এবং বলে, 'ঘোড়া সবগুলোই ভাল পড়েছে।'

এখানেই আনন্দময় ঘটনার শেষ নয়। ডেভিড এক সুন্দরী তরুনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তরুনী স্লিপার ভরে বিয়ার এনে তুলে ধরে তার ঠোঁটে। মেয়েটি আনন্দে কিংবা সতর্ক হয়ে আরক্তিমভাবে বলে, 'তুমি কি আজ পান কোরছ না?'

স্লিপারের ভেতরের পদার্থ গিলতে গিলতে বলে, 'যদি আমি নিজেকে নিজে গুলি করতে ভয় না পাই ...।'

নীরব চুপচাপ তার মা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'তোমাদের গৌরবময় কীর্তির এত দম্ভ কোর না সবসময়,!' তিনি ছিলেন বেশ বড়সড়, মোটাসোটা থলথলে শরীরের এক মহিলা এবং তার ওপর ছিল সংসারের সব ভারবোঝা চাপানো।

আব্রাম এমস্কি নিজেকে খুব আঁতেল মনে কোরত। নিজের আঁতেলগীরি ফলানোর জন্য একবার আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কোরল, 'ওগুলো কি শীতকালীন গম?'

'বসন্তের যে নয়, তাতো ঠিক।'

এটি কি নিকোপল জাতের (গম)?

'আমি তো আপনাকে বলেছি, এ শীতকালীন গম।'

'আমি বুঝেছি কিন্তু জানতে চাই, এগুলো কোন জাতের, নিকোপল না গির্কা?'

'আমি আসলে নিকোপল জাতের শীতকালীন গমের নামই শুনিনি। হয়তো অন্য কারো থাকতে পারে, কিন্তু আমারটা নয়। আমার এটার নাম স্যান্দোমির,' বাবা উত্তর দিলেন।

পুত্রদের চেষ্টায় উন্নতির কোন ফলই ফলেনি। এক সন পরে আমার বাবা তাদের কাছ থেকে তাদের জমি আবারো পাট্টা নিয়ে নিলেন।

জার্মান সেটেলাররা ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল অন্যদের চেয়ে স্বাবলম্বী ও বেশ ধনী। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অন্যদের চেয়ে কড়া। ছেলেদের পড়াশুনার জন্য শহরে পাঠানো হোতনা, মেয়েদের মাঠে গিয়ে কাজ করতে হোত। তাদের ঘরগুলো ইট-নির্মিত এবং ছাদ সবুজ বা লাল রং করা টিনের, ঘোড়াগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গাড়ির সাজ-সরঞ্জাম ছিল মজবুত, তাদের স্প্রিং চালিত গাড়ির নাম ছিল 'জার্মান ওয়াগন'। জার্মানদের মধ্যে আমাদের নিকটতম পড়শি ছিলেন আইভান ইয়ানভিচ ডর্ন, একজন মোটাসোটা, কর্মঠ মানুষ, পায়ে অনুচ্চ জুতা, তামাটে রঙের শরীর, খোঁচা খোঁচা দাঁড়িযুক্ত চেহারা এবং ধূসর চুল। তিনি সবসময় কালো স্টালিয়ন ঘোড়ায় টানা উজ্জল রঙের মসৃণ ওয়াগনে চড়ে আসতেন। মাটির ওপর স্টালিয়নের খুরের শব্দ বাজপড়ার মতো বাজতো। তাদের এরকম অনেক স্টালিয়ন ঘোড়া ছিল।

স্তেপের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল মেষের রাজা স্তেপের সর্বময় অধিকর্তা (kannitverstan), মেরিনো জাতের ভেড়ার মালিক জার্মান সেটেলার ফলজে-ফেইন। পুরো এলাকা জুড়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে বিরাট এক পাল মেষ। কেউ যদি জানতে চায় কার, 'কার ?' ছোট উত্তর, 'ফলজে ফেইনের'। রাস্তায় এক বিরাট ওয়াগনে ভরা খড়ের গাদা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জানতে চাও, 'কার জন্য?' উত্তর ফলজে ফেইনের জন্য। পিরামিডের মতো উঁচু ভেড়ার পশম ভরা গাড়ির বহর ছুটে চলছে টুং টাং ঘন্টা বাজিয়ে। জানতে চাও 'কে যায়?' উত্তর, 'ফলজে ফেইনের ম্যানেজার'। হঠাৎ গুরু গম্ভীর গর্জন আর উটের রজ্জু দেখে ভড়কে গিয়ে প্রশ্ন কর, 'কার

উট?' উত্তর, 'ফলজে ফেইনের'। এ তল্লাটে উট একমাত্র তিনিই পোষেন। তিনি স্টালিয়ন ঘোড়া আনেন করেন আমেরিকা থেকে আর ষাঁড় আনেন সুইজারল্যান্ড থেকে।
এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা তখনকার দিনে ছিলেন কেবল ফাল্‌জ। তখনও তার সাথে ফেইন যোগ হয়নি। কারণ ফাল্‌জ ছিলেন ওল্ডেনবুর্গ রাজ্যের ডিউকের মেষপালক। তৎকালীন সরকার ডিউককে বিপুল পরিমান অর্থ ঋন মঞ্জুর করেন, মেরিনো জাতের ভেড়া উৎপাদনের জন্য। ডিউক লক্ষ লক্ষ টাকা ঋন নিয়ে কিছুই করেননি। ফাল্‌জ তার এসব সম্পদ কিনে নেন এবং ডিউকের মতো না হয়ে মেষের রাখালের মতোই এর ব্যবস্থাপনা করেন। ক্রমশ তার ভেড়ার পাল, চারণভূমি এবং ব্যবসার বেশ পসার ঘটতে থাকে। তার কন্যা আরেক মেষপালক ফেইনকে বিয়ে করেন। এতে দুই মেষপালকের বংশধর একসাথে যুক্ত হয়ে নতুন নামকরন ফাল্‌জ-ফেইন। তারপর থেকে ফাল্‌জ-ফেইন মানে হাজার হাজার ভেড়ার পায়ের শব্দ, অগনিত ভেড়ার বাচ্চার ভ্যা ভ্যা ডাক, স্তেপের রাখালের বাঁশীর শিস ধ্বণী আর পিঠের ওপর লম্বা ছড়ি, মেষতাড়ানো কুকুরের অনেক ঘেউ ঘেউ শব্দ ইত্যাদি। কি গ্রীষ্মে কি শীতে স্তেপের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে কেবল তারই সুনাম।

(২)

জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর আমি আড়ালে থেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিশ্বের অখ্যাত সনাতন এক গৃহকোনে আবিষ্কার আর উদ্ভাবনে এবং শ্রম আর কর্মের সংমিশ্রণে ভরা জীবন ছিল আমার। তারপর ক্রমশ ঘটনারা একের পর এক ভীড় করতে থাকে আমাকে ঘিরে।
মাঠে কাজ করার সময় একজন মহিলা কর্মীকে সাপে দংশন করে। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সে খুব করুনভাবে কাঁদছিল। তার দংশিত পায়ের হাঁটুর উপর শক্ত করে বাঁধ দিয়ে এক ব্যারেল টক দুধের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে তাকে বব্রিনেজ শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে কাজে যোগ দেয়। তার দংশনাক্রান্ত পায়ে তখনো ব্যান্ডেজ পরানো। ময়লা ও ছিন্ন ব্যান্ডেজ নিয়ে সে মাঠে যায়। তার সঙ্গী অন্যান্য পুরুষকর্মীরাও তাকে মহিলা কর্মীই বিবেচনা করে। বিশ্রাম ও পূর্ণ সুস্থতা তার কপালে জোটেনা।
যে কর্মীটি শুকরদের খাবার দেয়, শুকরের বকনা বাচ্চারা তার কপাল, কাঁধ ও হাত কামড়ে দেয়। পাল বৃদ্ধি করার জন্য এগুলো নতুন আনা হয়েছিল, তারা তখনও পোষ মানেনি তাই এ অবস্থা। যাহোক, লোকটি শুকরের কামড়ে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তাকেও শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়।
দুজন কমবয়সী কর্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গমের আঁটি ওয়াগনে লোড করছিল। এ কাজ করতে গিয়ে দুষ্টুমির ছলে একে অন্যের ওপর তার পিচকর্কটি (খড় তোলার জন্য কাঁটাযুক্ত লম্বা দণ্ড) ছুঁড়ে মারছিল। আমি মজা করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এ দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একজন পড়ে গিয়ে ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠলো তার একপাশে পিচকর্কের কাঁটা বাঁধা।
এসব ঘটনা এক গ্রীষ্মের। এবং এরকম ঘটনা দুর্ঘটনা ছাড়া কোন গ্রীষ্মই যায়না।
এক শরতে রাতের ঝড়ে আটাকলের কাঠের উপরিকাঠামো পুরোটাই উড়ে গিয়ে পুকুরে পড়ল। পাইলগুলোতে বহু আগেই পচন ধরেছিল। ঝড় কাঠের বোর্ডের বড়া পালের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ইঞ্জিন, মিলস্টোন, গ্রাইন্ডার, টেয়ারসেপারেটার (খড় আলাদা করার যন্ত্র) ঠায় দাঁড়িয়ে রইল । কারখানার ভেতরে বাসা বাঁধা ইঁদুর গুলো অসহায় হয়ে কেবল এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াল।
গোপনে আমি জলবাহী গাড়ির সঙ্গে চলে যেতাম মাঠে। উদ্দেশ্য, কাঠবেড়ালি ধরা। দ্রুতও নয়, ধীরেও নয়, নির্ভুলভাবে একজন কাঠবেড়ালিদের গর্তে পানি ঢালত আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে অপেক্ষা করত, কখন কাঠবেড়ালি ইঁদুরের মতো সুঁচালো নাক আর ভেজা লোমের জট নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। বেরুলেই মেরে ফেলা হোত। বয়স্ক কাঠবেড়ালিরা তাদের পাছা দিয়ে জল আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করত অনেকক্ষণ কিন্তু দ্বিতীয় বালতি পানি ঢালা শেষ হলে, সারেন্ডার কোরত এবং গর্ত থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়েই মারা পড়তো। মারার পর তাদের থাবাগুলো কেটে নিয়ে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হোত। এগুলো জমা দিলে জেম্‌স্তো

প্রতিটি কাঠবেড়ালি মারার জন্য এক কোপেক হারে পুরষ্কার দিত। আগে কাটা লেজ চাওয়া হোত কিন্তু ধূর্ত লোকজন কাঠবেড়ালির চামড়া দিয়ে একাধিক লেজ বানিয়ে জমা দিত বিধায়, এটা বাতিল হয়ে থাবা চালু হয়। ভেজা আর ময়লা জামা কাপড় ও শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। বাড়িতে মা-বাবা এধরনের দুঃসাহসিক মজার অভিযান পছন্দ করতেননা। তাদের পছন্দের বিষয় ডাইনিং রুমের ডিভানে বসে অন্ধ ইদিপাস ও আন্তেগোনের ড্রইং করা।

একদিন মা ও আমি ঘোড়ায় টানা শ্লেজ গাড়িতে কোরে, আমাদের সবচেয়ে কাছের শহর বব্রিনেজ থেকে ফিরছিলাম। তুষারের তোড়ে চোখ অন্ধ হবার মতো অবস্থা আর গাড়ির ঝাঁকুনিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছিল, তাই ঝিমুচ্ছিলাম। শ্লেজ গাড়ি একটি বাঁকে এসে মোড় নিতেই আমি ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলাম গাড়ি থেকে। আমার গায়ের ওপর পড়লো পশম আর খড়ের গাদা। এগুলোর চাপে আমার শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার মত অবস্থা। আমি আমার মায়ের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু প্রত্যুত্তর করতে অক্ষম। লাল মাথা ও বিরাট বপুর তরুন বয়সী নতুন ড্রাইভার ওগুলো সরিয়ে আমাকে চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা থেকে উদ্ধার কোরল। আমরা আবার সীটে বসলাম এবং গাড়িও চলতে থাকলো। কিন্তু আমার মেরুদন্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে প্রচন্ড ঠান্ডা উঠানামা করছিল; আমি যেন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার এই কষ্টের কথা শুনে লাল দাড়ি-অলা ড্রাইভার আমার দিকে ফিরে তার সাদা দাঁত বের করে হাসছিল। অতপর বলল, 'এ আর এমন কি! আমরা খুব শীঘ্রই বাড়ি পোঁছে যাব।' সে হাল্কা-পাতলা তেজি তামাটে রঙের ঘোড়াকে আরো জোরে জোরে ছোটাতে শুরু করল। তারপরের রাতে পিঙ্গল বর্ণের তেজি ঘোড়াটা নিয়ে সেই ড্রাইভারই উধাও। পুরো অঞ্চল জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার বড় ভাইয়ার নেতৃত্বে, দ্রুত একটি উদ্ধারকারী দল গঠন করা হোল। তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঘোড়ায় চেপে সারা মুলুক চষে ফেলবে এবং চোরা বেটাকে ধরে কঠোর শাস্তি দেবে। বাবা বিষন্নভাবে বললেন, 'আগে তো তাকে ধর!' দু'দিন ধরে খুঁজে উদ্ধারকারী দল খালি হাতেই ফিরল। আমার ভাইয়া সব দোষ চাপালেন কুয়াশার ওপর, নইলে অবশ্যই ধরা যেত। এমন একজন সুন্দর, আমুদে ও সাদা দাঁতের মানুষ ঘোড়া চোর হয়!

আমি হাড় কাঁপুনে জ্বরে ভুগে একেবারেই কাহিল। আমার হাত, পা ও মাথার এমন অবস্থা, যেন এক্ষুণি আছড়ে পড়বে দেয়ালে কিংবা লাফিয়ে উঠবে সিলিং এ। নিস্তার পাচ্ছিলামনা কারণ এগুলো ভেতর থেকেই লাফাচ্ছিল। আমি যেন পুরোপুরি এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। গলার ভেতর ব্যথা হচ্ছিল। প্রথমে মা, পরে বাবা আমার দেখ-ভাল করছিলেন; দু'জন যেন পরস্পরের প্রতি সতর্কভাবে তাকালেন এবং গলায় ক্ষতের মলম লাগাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মা বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, ওর বোধ হয় ডিপথেরিয়া হয়েছে।'

আইভান ভাসিলিয়োভিচ উত্তর দিলেন, 'লিওর ডিপথেরিয়া হলে বহু আগেই স্ট্রেচারে উঠতে হোত'।

স্ট্রেচারে উঠা নিয়ে আমার কিছুটা সন্দেহ হোল। স্ট্রেচারে উঠা বা শোয়া মানেই তো মরে যাওয়া, যেমনটি দেখেছি আমার ছোট বোন রজচ্কার বেলায়। স্ট্রেচারে ওঠার পর ও আর আমাদের কাছে ফিরে আসেনি। তবে আমার বিশ্বাস হচ্ছিলনা, তারা কি আমাকে নিয়েই কথা বলছে, না অন্য কেউ। আমি কান পেতে খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ওদের কথাবার্তা। শেষে সিদ্ধান্ত হোল, আমাকে বব্রিনেজে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মা ততোটা কট্টরপন্থী না হলেও বিশ্রাম ও প্রার্থনা দিবসে শহরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন। আমার সঙ্গে গেলেন আইভান ভাসিলিয়োভিচ। শহরে গিয়ে আমরা ছোট তাতিয়ানার বাসায় উঠলাম, ও আগে আমাদের বাসায় কাজ কোরত; বব্রিনেজেই তার বিয়ে হয়। তার তখনও ছেলেপুলে হয়নি তাই সংক্রমণের ভয় ছিলনা। ডাক্তার শাতুনভস্কি আমার গলা দেখলেন, জ্বর মাপলেন এবং গতানুগতিক ভাবেই বললেন, এখনই কিছু বলা যাবেনা। তাতিয়ান আমাকে একটি বিয়ারের বোতল দিল। বোতলের ভেতরে ছোট ছোট কাঠি আর বোর্ড দিয়ে একটি আস্ত ছোটখাট গীর্জা বানানো। তখন আমার হাত-পা আর আমার ভার যেন সইতে পারছিলনা। তবে আমি তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠি। আমার আরেকটি নতুন জীবন শুরু হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে উঠি।

আমার নতুন জীবনটি শুরু হোল এভাবে। আংকেল আব্রাম, এক আত্ম-বড়াইকারী বুড়া, শিশুদের মোটেই ভালবাসেনা, একদিন আমাকে ডেকে প্রশ্ন কোরল, 'বলতো দেখি, এটি কোন বছর?'

প্রশ্নটির মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝিনি।

'হায়, তুমি জাননা? এখন ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ!'
পুনরুক্তি করে বললেন, 'মনে রেখ কিন্তু, আমি আবারও জিজ্ঞাসা করব।'
শান্ত, সুবোধ ওলগা, আমার আপন চাচাতো বোন, চট করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ এখন ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ চলছে, তারপর আসবে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ।'
এটা আমার বিশ্বাস হোলনা। যদি কেউ স্বীকার কোরত যে সময়ের একটা নাম থাকে, তবে ১৮৮৫ হওয়া উচিত অনেক অনেক লম্বা একটা নাম, ঠিক আমাদের বাড়ির শেষ প্রান্তের বড় পাথরটার মত বা আমাদের কারখানার মত অথবা অন্তত আমার নিজের মত। তবুও না হয় বিশ্বাসযোগ্য হোত!
বেত্যা, ওলগার ছোট বোন, বুঝতেই পারলনা কার কথা বিশ্বাস করবে, আমার না ওলগার!
আমরা তিন জনেই চিন্তার এই নতুন কল্পলোকে প্রবেশ করতে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। মনে হোল যেন হঠাৎ করে কেউ দরজা খুলে গিয়ে আমাদেরকে এক অন্ধকার খালি ঘরে ঢুকিয়ে দিল, যেখানে কণ্ঠস্বর খুব জোরে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়। শেষ পর্যন্ত আমাকেই হার মানতে হোল। সবাই ওলগাকেই ভোট দিল। এবং এরপর থেকে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ আমার সচেতন মনোজগতে বছরের প্রথম সংখ্যা হিসেবে গাঁথা পড়লো। আমার প্রথম জীবনের নিরাকার, প্রাগৈতিহাসিক গোলমেলে যুগের অবসান ঘটিয়ে নবযুগের সূচনা হোল, আমি ধারাবাহিকভাবে বছর গুনতে শিখলাম। তখন আমার বয়স ছয় বছর। সেটা ছিল ফসলহানী আর আর্থিক সংকটের বছর এবং রাশিয়ায় প্রথম সবচেয়ে বড় শ্রমিক অসন্তোষের বছর। সে বছরেরই দুর্বোধ্য নাম ১৮৮৫ আমাকে নাড়া দেয়। উৎকণ্ঠিতভাবে আমি চেষ্ট করতাম সময় এবং সংখ্যার সাথে এক গোপন সম্পর্ক তৈরী করতে। পরবর্তি বছরগুলো চলতো প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। তবে সবার আগে থাকতো ১৮৮৫ সাল সময়ের পালের সর্দার হিসেবে। এটাই আমার জীবনে একটা নতুন যুগের চিহ্ন রেখে যায়।
তারপরের ঘটনা আরো অসাধারন ও মজার। একদিন আমি আমাদের মালবাহী ওয়াগনের চালকের আসনে বসলাম। বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিলাম। আর অমনি তরুন তেজী ঘোড়ারা দিল ছুট! ঘর-বাড়ি, গোলাঘর, বাগান, পথহীন খোলামাঠ পেরিয়ে যেন উড়ে চলল দেম্বোভস্কি এস্টেটের দিকে। পেছনে শুনতে পেলাম চীৎকার আর সামনে পড়ল একটি বড় গর্ত। ঘোড়ারা তীব্র বেগে ছুটছিল। গর্তটির কাছে এসে হঠাৎ ওরা গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওয়াগনটি টাল সামলাতে না পেরে প্রায় উল্টে গেছিল। আমাদের পছন পেছন ছুটে আসছিল গাড়ির ড্রাইভার, দুতিনজন শ্রমিক এবং বাবা নিজে। মা তীব্র চীৎকার করছিলেন। বড় আপু হাত ঘোরাচ্ছিলেন জোরে জোরে। আমার জীবনে এটিও একটি রেকর্ড যে, সেদিন বাবা মৃতের মত ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে আমাকে ক'টি থাপ্পর মেরেছিলেন। আমি কষ্টতো পাই-ইনি বরং মনে হয়েছিল, সবমিলে যেন এক অসাধারন কিছু একটা করে ফেলেছি।
সে বছরই বাবার সাথে এক লঘু সফরে এলিজাবেথগ্রাদে গিয়েছিলাম। খুব প্রত্যুষে ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করলাম। বব্রিনেজে এসে ঘোড়াদের খাওয়ানো হোল। সন্ধ্যায় পৌঁছলাম ভাসিভায়া সরাইখানায়। ভীড়ে ঠাঁসা পর্যটকদের নাজুক অবস্থার জন্য আমরা তার নাম দিলাম শ্বিভায়া। জায়গাটি শহরতলীতে। ছিনতাইকারী আর ডাকাতে ভরা। তাই অগত্যা দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হোল। পরদিন এলাম এলিজাবেথগ্রাদে। সেবার এলিজাবেথগ্রাদের রূপ-তার ফুটপাত, সবুজ ছাদ, ব্যালকনি, দোকান-পাট, পুলিস এবং লাল লাল বেলুন আমার মনে যে বিস্ময়ের রেখাপাত করে, প্যারিস বা নিউইয়র্ক বা পৃথিবীর অন্য কোন রাজধানীতে সে আনন্দ আর আমি পাইনি। যতক্ষণ ছিলাম, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, বিস্ফারিত চোখে অভিভূত হয়ে দেখলাম সভ্যতার নতুন মুখ।
এক বছর পর আমার লেখা-পড়া শুরু হয়। একদিন সকালবেলা, ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে খাবার ঘরে ঢুকে যথারীতি নতুন দিনের নাস্তা- ঘিয়ে ভাজা পিঠা আর এককাপ দুধ-চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ইয়ানুভকায় এটাই ছিল আমাদের রুটিনবাঁধা সকালবেলা। যাক, সেদিন দেখি মা'র সাথে রোগা-পাতলা, ফ্যাকাশে হাসি, অতিবিনয়ী ও আজ্ঞাবহ এক অচেনা লোক। মা ও আগন্তুক দু'জনেই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে, দেখে সহজেই বুঝলাম যে, তাদের কথাবার্তার মূল বিষয় আমি।

'লিও, এদিকে আয়, হ্যান্ডশেক কর' মা ডেকে বললেন, 'ইনি তোর টিচার'। আমি আগ্রহ নিয়েই ভয়ে ভয়ে 'টিচার' এর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে বেশ নরোম ও মার্জিতভাবেই গ্রহণ করলেন। সব টিচাররা তাদের হবু নাবালক শিক্ষার্থীদের তাদের বাবা মার সামনে সাধারনত এরকম আচরনই দেখায়। মা আমার সামনেই লেখা-পড়ার সব দরদাম ঠিক করে ফেললেন: কত রুবল ও কত কস্তা গম বা ময়দার বিনিময়ে টিচার তার স্কুলে আমাকে রুশভাষা, অংক, তৌরাত শরীফ (Old Testament) মূল হিব্রু ভাষায় শেখাবেন। তবে কতখানি পড়াবেন, তা উহ্য রয়ে গেল। কেননা মা এর চেয়ে আর বেশীকিছু তেমন জানতেননা। আমি, আমার দুধ-চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলাম কপালে না জানি কি পরিবর্তন ঘটবে।

পরের রোববার বাবা আমাকে সাথে নিয়ে কলোনিতে গেলেন এবং র‍্যাচেল আন্টির কাছে হস্তান্তর করলেন। সঙ্গে করে তারজন্য আমাদের মিলে তৈরী এক গাড়ি ভর্তি গমের ময়দা, বালির ময়দা, বাজরার আটা আর ভুট্টা নিয়ে গেলাম।

ইয়ানুভকা থেকে গ্রোমকলি চার বার্স্ট দূরে। পুরো কলোনিটির মাঝখানে গভীর এক গিরিখাত; তার একদিকে ইহুদি পাড়া আরেকদিকে জার্মান পাড়া। দু'পাড়ার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জার্মান পাড়ায় ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছাদ কিছু টালির, কিছু শনের, ঘোড়াগুলো বড় বড় গরুগুলো হৃষ্টপুষ্ট। আর ইহুদি পাড়ার ঘরবাড়ি ক্ষয়িষ্ণু, ঘরের চাল জীর্ণশীর্ণ, গরুগুলো হাড্ডিসার।

আমার প্রথম স্কুল জীবন খুব একটা আকর্ষণীয় ছিলনা। কেবল মনে পড়ে একটা শ্লেটের বোর্ডে আমি প্রথম রুশ বর্ণমালা আঁকি; টিচার তার চর্মসার তর্জণী দিয়ে কলম ধরতেন; সবার সাথে সমস্বরে তৌরাত শরীফ পড়তাম; চুরির জন্য একটি ছেলেকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল– এগুলো টুকরো টুকরো ঝাপসা স্মৃতি হয়ে আছে, কোনটাই তেমন উজ্জল নয়। তবে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা খুব মনে আছে। আমার টিচারের স্ত্রী, লম্বা, বয়স্কা, মোটা ও নির্ভীক এক মহিলা মাঝে মাঝে, অতর্কিতে স্কুলে এসে হাজির হতেন, অনেকটা স্কুল পরিদর্শকের মত। একদিন স্কুল চলাবস্থায় মহিলা তাঁর স্বামীর কাছে নালিশ নিয়ে এলেন যে, নতুন ময়দার মধ্যে দুর্গন্ধ। টিচার যখন তার নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকতে ঝুঁকলেন, তখন মহিলা তার মুঠোভরা ময়দা তার সারা মুখে ছুঁড়ে মারলেন। এটি তিনি মজা করেই করেছিলেন বোধহয়। ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা খলখলিয়ে হেসে উঠলো। কেবল টিচার বেচারী অপমান বোধে চোখ নামিয়ে নিলেন। ক্লাসের মধ্যে তার সাদা পাউডার মাখা মুখ দেখে আমার খুব মায়া লেগেছিল।

আমি পালিতা আন্টি র‍্যাচেলের সাথে থাকতাম কোন রকম আদর-যত্ন ছাড়াই। তিনি তার নেফিউ ও নেইসদের প্রতি পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন। একদিন কোন এক সময় তিনি আমাকে একা ডেকে আমার হাড্ডিসার দেহ দেখিয়ে বললেন, 'এই হাড্ডিসার ছেলের জন্য আমি দশ রুবল নেবনা।'

আমার আব্রাম আংকেলের বাড়ি ছিল কলোনিতে ঢোকার পথেই। তার উল্টোদিকে থাকতো লম্বা, কালো, হ্যাংলা-পাতলা এক ইহুদি ঘোড়া-চোর। আরো নানান ন্যাককারজনক ঘটনার জন্য তার কুখ্যাতি ছিল। তার এক কন্যা ছিল- তাকেও সবাই সন্দেহের চোখে দেখতো। ঘোড়া-চোরের বাড়ির কাছেই থাকতো টুপি-মেকার। তার টুপি সেলাইয়ের মেসিনে কাজ করতো এক তরুন আগুনে-লাল দাঁড়িওয়ালা ইহুদি। টুপি-মেকারের স্ত্রী কলোনির অফিসিয়াল ইন্সপেক্টরের কাছে আসতেন প্রায়ই। তিনি এলে আংকেল আব্রামের বাড়িতে উঠতেন। ইন্সপেক্টরের কাছে ঘোড়াচোরের কন্যার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করতেন যে, মেয়েটি তার স্বামীকে তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। দৃশ্যত ইন্সপেক্টর তেমন গা করতেননা। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি উত্তেজিত লোকজন ঘোড়া চোরের তরুনী কন্যাকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে এসেছে। লোকজন উশৃঙ্খলভাবে চীৎকার চেঁচা-মেচি করছে ও তার গায়ে থুথু ছিটাচ্ছে। এই ভয়ংকর দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে রীতিমত খোদাই হয়ে রইল চিরদিন। কয়েকবছর পর আংকেল আব্রাম এই ঘোড়াচোরের কন্যাকেই বিয়ে করেন। ইতোমধ্যে তার পিতাকে কলোনীর লোকেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাজে অবাঞ্চিত ঘোষনা করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়।

আমার আগের সেবিকা মাশা আব্রাহাম আঙ্কেলের বাড়িতে কাজ করত। আমি প্রায়ই রসুইঘরে তার কাছে যেতাম; ইয়ানুভকায় সে-ই ছিল আমার মায়ামমতার একমাত্র আধার। মাশার কাছে ভিজিটর আসত। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ খুব অধৈর্যভাব দেখাতো, তখন আমি ভদ্রভাবে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মাশার ঘর দেখিয়ে

দিতাম। একদিন সকাল বেলা কলোনির অন্যান্য শিশুদের মতো আমিও শুনলাম যে, মাশার একটি সন্তান হয়েছে। খুব আগ্রহভরে বিষয়টি নিয়ে আমরা চুপচাপ কানাকানি করি। কদিন পর মা ইয়ানুভকা থেকে এলেন এবং রসুইঘরে মাশা ও তার বাচ্চাকে দেখতে গেলেন। আমিও মা'র পেছন পেছন গেলাম। মাশার মাথার ওড়না ছিল চোখ পর্যন্ত ঢাকা। এক পাশে মোটামুটি চ্যাপ্টা একটি বেঞ্চির ওপর শায়িত ক্ষুদ্র শিশুপ্রাণীটি। মা মাশার দিকে তাকালেন, পরে শিশুটির দিকে, তারপর অপমানবোধ নিয়ে মাথা নাড়লেন মুখে কিছু বললেন না। মাশাও চোখ নামিয়ে চুপ রইল; কিছুক্ষণ পর নবজাতকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ দেখ, কেমন বড়দের মত আঙ্গুল চুষছে।'

'এই বাচ্চাটিকে যে তুই পেটে ধরলি, তোর লজ্জা করল না?' মা বললেন।

মাশা অকপটে উত্তর দিলো, 'না, সে তো মিষ্টি ছেলে।'

'মিথ্যা বলছিস, তুই খুব ব্যথিত' মা সহমর্মিতা নিয়ে তাকে সান্তনা দিলো।

একসপ্তাহ পরে শিশুটি যেমন করে এসেছিল ঠিক তেমনি রহস্যজনকভাবে মরে গেল।

আমি প্রায় স্কুল পালিয়ে আমার গ্রামে চলে আসতাম। থাকতাম এক নাগাড়ে প্রায় এক সপ্তাহ। স্কুলে আমার সহপাঠীদের সঙ্গে তেমন আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি, কারণ আমি ইহুদি ভাষা জানতাম না। স্কুল চলে অল্প কয়েক মাস মাত্র। এই স্বল্প সময়ের স্মৃতিই আমার ভান্ডে যৎকিঞ্চিত আছে। তবে, গ্রোমকলির আমার সেই শিক্ষকের নাম ছিল শুকার, তাঁর স্মৃতি আমার কাছে চির উজ্জল এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁকে আমরা সবসময় স্মরণ করি। কারণ তিনি আমাকে যেভাবে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে আমাকে ঋজু থাকতে অনেক সাহায্য করেছিল।

আমি আমার চলার পথ হিসেবে লেখালেখিকেই বেছে নিই। আমি ছড়া ও শ্লোক নকল করতাম। আবার নিজে নিজেও ছড়া লিখতাম। পরে ম্যাগাজিন বের করতাম আমার কাজিন সেনিয়াকে সাথে নিয়ে। এই নতুন পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। যখন আমি লেখালেখিতে প্রলুব্ধ হই, তখনও লেখার কায়দা-কানুন ভাল করে রপ্ত করতে পারিনি। একবার, ডাইনিং রুমে বসে একা একা আমি ছাপানো একটি স্ক্রিপ্টের মধ্যে কিছু বিশেষ শব্দমালা, যা দোকানে, রান্নাঘরে শুনতে পাই এবং যা কখনো আমার পরিবারে শুনিনি, লিখে রাখি। আমি বুঝতে পারছিলাম যে ঠিক কাজটি করছি না, কিন্তু এই নিষিদ্ধ শব্দগুলোর প্রতি আমার খুব লোভ হচ্ছিল। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ছোট্ট কাগজের টুকরাটি ম্যাচবাক্সে লুকিয়ে ফেলব এবং পরে গোলা ঘরের পেছনে মাটিতে পুঁতে ফেলব। আমি তালিকাটা প্রায় শেষ করে ফেলেছি এমন সময় আমার বড় আপু ঘরে ঢুকে দেখতে চাইল কি লিখছি। আমি লুকিয়ে ফেললাম। পরপরই মা এসে ঢুকলো। দু'জনেই দেখতে চাইলো আমার লেখা। লজ্জায় লাল হয়ে, কাগজটি ডিভানের পেছনে লুকিয়ে ফেললাম। বড় আপু সেটি বের করতে চাইলে আমি বিকারগ্রস্থের মত চিৎকার করতে লাগলাম, ' না না , আমি নিজেই সেটি বের করব'। আমি হামাগুড়ি দিয়ে ডিভানের নীচে ঢুকলাম এবং কাগজটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। তখন হতাশায় আমার চোখের জল নাকের জল একাকার।

সময়টা অবশ্যই ১৮৮৬ সনের যীশুখৃস্টের জন্মোৎসব সপ্তাহের কোন একদিন। তখন আমি ভালভাবে লিখতে পড়তে জানি। সেদিন সন্ধ্যায় ডাইনিংরুমে আমরা চায়ের আড্ডায়। এমন সময় হঠাৎ একদল কৌতুকাভিনেতা হানা দেয়। ঘটনার তাৎক্ষণিকতায় আমি ভয়ে ডিভান থেকে পড়ে গেছিলাম। তারপর, নীরবে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাদের অভিনীত 'জার ম্যাক্সিমিলিয়ন' উপভোগ করলাম। এই প্রথম এক ফ্যান্টাস্টিক জগত আমার সামনে উন্মোচিত হোল, প্রথিবীটাকে নাটকীয় বাস্তবতা দিয়ে দেখবার নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলাম। আমি আরও বিস্মিত হলাম যখন জানলাম প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আমাদেরই কর্মী প্রখর, যিনি একজন ভূতপূর্ব সৈনিক। পরদিন রাতে ডিনারের পরে পেনসিল ও কাগজ হাতে নিয়ে, আমি চুপে চুপে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে অনুপ্রবেশ করলাম। এবং জার ম্যাক্সিমিলিয়নের ভূমিকায় অভিনয়কারী প্রখরের কাছে আকুতি মিনতি করে আবদার জানালাম আমাকে তার স্বগতোক্তি সশব্দে শোনানোর জন্য। তিনি শোনবার পাত্র নন কিন্তু আমার অনুনয় বিনয়ের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। দু'জনে জানালার কাছে গিয়ে আরাম করে বসে শুরু করলাম। পরিত্যক্ত জানালার কাঠের পাটাতনকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে আমি লিখি, উনি ছন্দ মিলিয়ে জারের ডায়লগ বলেন। বড় জোর পাঁচ মিনিট পার হয়েছে, এমনর সময় জমদূতের

মত বাবা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করে খুব নিষ্ঠুর ভাষায় বললেন, 'লিও, এক্ষুণি নিজের ঘরে যাও!' নিরূপায় হয়ে চলে গেলাম ঠিকই কিন্তুডিভানে শুয়ে সান্তনাহীনভাবে সারারাত অঝোরে কাঁদলাম । আমি পদ্য রচনা করেছি সত্য কিন্তু দুর্বল লাইনগুলো শব্দের তৈরীর প্রতি আমার ছোটবেলার ভালবাসার পরিচয় বহন করলেও কোন কাব্যিক ভবিষ্যদ্বাণী বহন করত না । আমার বড় বোন জানত আমি পদ্য লিখি, তার কাছ থেকে জানে মায়, আর তার মাধ্যমে জানে বাবা । তারা মেহমানদের সামনে আমাকে স্বরচিত পদ্য আবৃত্তি করতে বলত আর আমি তা অস্বীকার করতাম । তারা প্রথমে ভদ্রভাবে, পরে বিরক্ত হয়ে এবং শেষে ধমক দিয়ে আমাকে পড়তে বাধ্য কোরত । মাঝে মাঝে আমি পালিয়ে যেতাম । কিন্তু কি করে আমার কাছ হতে আদায় করতে হয়, তা তাদের জানা ছিল বলে, ধপ ধপ হৃদপিন্ড আর চোখের জল দিয়ে ধার করা চরণ আর দুর্বল অন্তমিলের পদ্য আমি পড়ে শোনাতাম ।

সেটা যেরকমই হোক না কেন, এভাবেই আমি পরীক্ষা নীরিক্ষার ভেতর দিয়ে জ্ঞানবৃক্ষে আরোহন করেছি । আমার জীবনটা ছিল নিভাঁজ বা খোলামেলা, কেবল প্রতিদিনই নয় বরং প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় । খাবার ঘরের ছেঁড়া ডিভানের বের হওয়া সুতা থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য জগতে । লেখা-পড়া আমার জীবনে এক নতুন যুগের দিক উন্মোচন করে দেয় ।

৩। ওডেসা : আমার পরিবার এবং আমার স্কুল।



কৃষ্ণ সাগর থেকে তাকালে এক নজরে অঝেসা নগরী

(১)

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে বেশ বড় বড় কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করে আমার জীবনে:
আমাকে বাড়ির বাইরে ওডেসায় পাঠানো হয় বিদ্যার্জনের জন্য। ঘটনাটি ঘটে এভাবে: এক গ্রীষ্মে আমার মায়ের নেফিউ (*ভাই বা বোনের ছেলে*) প্রায় ২৮ বছর বয়স্ক মোশে ফিলিপ্পভিচ সেপেনজার আমাদের গ্রামে আসেন। তিনি ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সামান্য রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে, হাই স্কুল থেকে পাশ করার পর তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি ছিলেন একই সাথে সাংবাদিক ও গবেষক। তিনি আমাদের গ্রামে এসেছিলেন মুক্ত আলো বাতাসে বাস করে যক্ষ্মা রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায়। তাঁর ডাকনাম ছিল মনিয়া। তার মা ও ভাই-বোনরা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। কারণ তিনি যেমন ছিলেন সচ্চরিত্রবান তেমনি কর্মঠ। সেই সূত্রে আমাদের পারিবারের সবাই তাকে সম্মান দেখাতো। তাই তার আগমনে সবাই খুশী। আমি নিজেও তবে নীরবে। মনিয়া যখন খাবার ঘরে ঢুকতেন আমি আমার তথাকথিত শিশু কক্ষের ক্ষুদ্র কোণে পড়ে থাকতাম। তার কাছে আসতাম না কারণ আমার জুতো জোড়ার দুটোতেই ছিল বড় বড় ফুটো। দারিদ্রের কারণে এমনটা হয়নি- আমাদের পরিবার বেশ সচ্ছলই ছিল- গ্রামের লোকদের এ এক ধরনের উদাসীনতা। অতিরিক্ত খাটুনি ও ঝামেলা ভেবে এমন কত কিছুই তারা করে না। ঘরবাড়ি উন্নত মান সম্পন্ন রাখতে পারলেও রাখেনা। আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
একদিন, মনিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করে ডাকলেন 'ছোট বাবু, কেমন আছ, এদিকে এসো।'
আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম ভাল আছি কিন্তু ক্ষুদ্র কোনা থেকে নড়লাম না। মা অপরাধের হাসি হেঁসে তাকে বুঝিয়ে দিলেন কেন আমি নড়ছি না। তিনি উচ্ছলভাবে হাসতে হাসতে আমাকে কোলে তুলে কোনা থেকে বের করে নিয়ে এলেন পরম আদরে। আমারও সকল জটিলতা দূর হোল।
সান্ধ্যভোজের সময় তিনি ছিলেন সবার মনোযোগের কেন্দ্র। মা খাবারের সবচেয়ে ভাল অংশটা তাকে দেন; জানতে চান, তার পছন্দের খাবার কি কি; আমাদের খাবার তার কেমন লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিন বিকালে গাভীর পাল গোয়ালে ঢুকানোর পর মনিয়া আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'চল কাঁচা দুধ খাব। সঙ্গে দু'টো গ্লাস নাও ।...গ্লাসের বাইরে আঙ্গুল দিয়ে মুঠ কোরে চেপে ধর, দেখো ভেতরে যেন আঙ্গুল না ঢোকে।'
মনিয়া থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। পানির গ্লাস কিভাবে ধরতে হয়, কিভাবে পরিষ্কার করতে হয়; কিছু কিছু শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়; এবং গাভীর ওলান থেকে সদ্য দোহন করা কাঁচা গরম দুধ বক্ষব্যাধির জন্য কেন উপকারী ইত্যাদি অনেক কিছু। তিনি প্রচুর হাঁটতেন, লিখতেন ও **নাইনপিন্‌জ** খেলতেন। তিনি আমাকে অংক ও রুশভাষার ব্যাকরণ শেখান। তিনিই আমাকে জিমনেসিয়াম (*Gymnasium– রুশ অভিজাত সরকারী মাধ্যমিক ক্ল্যাসিক্যাল স্কুল, যেখানে ৯ বছরের শিক্ষা কোর্স থাকে; অনেকটা বাংলাদেশের স্পেশাল স্কুল ও কলেজের মতো*) স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করেন। তিনি আমাকে সবসময় আনন্দমুখর রাখতেন আবার দুশ্চিন্তায়ও ফেলে দিতেন। তার সর্বাঙ্গে সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনের উপাদান পাওয়া যেত- বিশেষ করে নগর সভ্যতায় বসবাস করার বিভিন্ন ভাল দিকগুলো।

নাইনপিন্‌জ



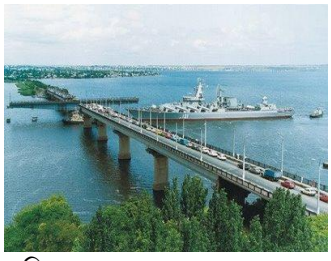
মনিয়া গ্রামের মানুষদের প্রতি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন। সবার সঙ্গে সহজে মিশতেন এবং খুব মজা করতেন। প্রায়ই মিষ্টি সুরে গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন। তবে মাঝে মাঝে তাকে খুব গম্ভীর মনে হোত। ডাইনিং টেবিলে চুপচাপ উদাস হয়ে বসে থাকতেন। তার কষ্ট হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেন। উত্তর এড়িয়ে যেতেন কিংবা দু এক শব্দ বলতেন। শেষের দিকে আমি তার গাম্ভীর্যের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। মনিয়া গ্রামের মানুষের কিছু কিছু রূঢ় ও নিষ্ঠুর আচরণ দেখে মন খারাপ করতেন। তার মানে এই নয় যে তার আংকেল বা আন্টি (আমার বাবা-মা) খুব কড়া প্রকৃতির মানুষ। আর তারা সরকমটা ছিলেনও না। এমনও নয় যে, আমাদের গ্রামের খামার মালিক ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক অন্যান্য গ্রাম বা তালুক চেয়ে খারাপ। আসলে সমগ্র পরিবেশটাই ছিল শোষণ-নিপীড়নের। একদিন আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করতে দেরী হওয়ার কারনে ওভারসিয়ার লম্বা চাবুক দিয়ে যখন মেষপালক ছেলেটিকে চাবকালো, আর তা দেখে মনিয়া খুব বেদনাহত হয়ে যখন দাঁত বের করে অসন্তোষে হিস হিস করে করে বললেন,'ছিঃ, এ কি লজ্জা!' সেদিন প্রথম আমি বুঝলাম এ কাজটি লজ্জার। সেদিন তিনি যদি এই মন্তব্যটি না করতেন, তাহলে আমার মনে এই অনুভূতি জীবনে কখনো জাগতো কিনা জানিনা। শুধু এ ঘটনাই নয়, এরকম অনেক বিষয়ে তিনি আমার অনুভূতিকে জাগিয়েছেন, ন্যায়-অন্যায়, শোষণ-নিপীড়ন বুঝিয়ে দিয়েছেন। এজন্য আমি তার কাছে চীর কৃতজ্ঞ।

মোশে সেপেনজারের বিয়ের কথাবার্তা পাকা। পাত্রী শহরের ইহুদি সরকারী গার্লস স্কুলের অধ্যক্ষ। ইয়ানুভকার কেউ তাকে না চিনলেও সবার ধারণা কনে অবশ্যই অসাধারন কেউ হবে কেননা, একেতো স্কুলের অধ্যক্ষ তদুপরি মনিয়ার হবু বধু। আমাদের বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেয়া হোল, পরের বসন্তে আমাকে অঝেসায় পাঠানো হবে। সেখানে আমি সেপেনজারদের সাথে থাকব আর জিমন্যাসিয়াম হাই স্কুলে পড়ব।

কলোনির দর্জিকে দিয়ে জামা-কাপড় বানিয়ে আমাকে ফিট-ফাট করা হোল। একটি বড় ট্রাংকের ভেতরে ঢোকানো হোল ঘিয়ের টিন, জ্যামের বৈয়ম এবং আরো অনেক গিফ্‌ট, শহরের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। বিদায়টা ছিল বেশ লম্বা ও আবেগময়া। মা ও বোনকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলাম। তারাও কাঁদলেন। এই প্রথম, ইয়ানুভকার ভালমন্দ সবকিছুকে আমার অতি প্রিয় মনে হোল। আমাদের গাড়ি স্তেপ পেরিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। আমি মেইনরোডে ওঠা না পর্যন্ত কান্না থামাতে পারিনি।

নবিবাগ (NovyBug) রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে করে নিকোলায়েভ বন্দরে এসে বাষ্পচালিত জাহাজে উঠলাম। জাহাজের বাঁশী আমার শিরদাঁড়ায় কাঁপন ধরালো। তবে এ শব্দকে আমার নতুন জীবনের আহবানও মনে হোল। আমরা তখনও নদীতে, একটু পরেই কৃষ্ণসাগর দেখবো। আসলে সামনে আরো কত কি ছিল দেখার! জাহাজ থেকে ঘাটে নামার পায়ার (*Pier- জাহাজ থেকে ঘাটে নামার জন্য ব্যবহৃত সিঁড়ি বা কাঠামো, কাঠ বা ইস্পাত বা সিমেন্ট দিয়ে তৈরী)*, ক্যাবম্যান, টেক্সিক্যাব, পক্রভস্কি (জার শাসিত রাশিয়ার সর্বশেষ বিদেশ মন্ত্রীর নামানুসারে রাখা রাস্তার নাম) লেনের নানান অলি-গলি এবং একটি পুরনো বিশাল বাড়ি। আর সেই বাড়িতেই ইহুদি গার্লস স্কুল এবং তার অধ্যক্ষের থাকার ব্যবস্থা। আমাকে সবদিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হোল। প্রথমে এক অল্প বয়স্কা রমণী, পরে তার মা বেশ বয়স্কা। দুজনেই আমাকে আদর করলেন, চুমুও খেলেন কপালে ও দু'গালে। মোশে ফিলিপ্পভিচ তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বেশ মজা করে গল্প করতেন এবং আমার কাছেও জানতে চাইতেন, ইয়ানুভকা তার অধিবাসী এবং এমনকি তার চেনা গাভীগুলো সম্বন্ধেও। এমন অভিজাত পরিবেশে গাভী নিয়ে গল্প করা আমার কাছে ভাল ঠেকতোনা । বাড়ি বিশাল হলেও তাদের থাকার এপার্টমেন্টটা খুব একটা বড় ছিলনা। ডাইনিং রুমের এক কোণে পর্দা দিয়ে ঘেরা একটু খালি জায়গা আমার থাকার জন্য বরাদ্দ হোল। এবং এখানেই আমি স্কুল জীবনের চার বছর কাটাই।


নবিবাগ (Novy Bug)


নিকোলায়েভ বন্দর


ঝিতুমির


পায়ার (Pier)

সবদিক থেকে তখন মনে হলো, আমি মায়ার বাঁধনে আটকে পড়েছি। তবে নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিকঠাকভাবে মানতে হোত, দেশে থাকতে মোশে ফিলিপ্পভিচ আমাকে যেমন ধারণা দিয়েছিলেন। শাসন ব্যবস্থাটা তত কঠোর না হলেও বেশ নিয়মনিষ্ঠ ছিল। তাই শুরুতে কিছুটা অসহনীয় মনে হোত। ঘুমুতে যেতে হোত রাত ঠিক ন'টায়। পরে ক্রমশঃ স্কুলের গ্রেডে যত এগুতে থাকি, সময়টাও তত পিছাতে থাকে। প্রতি পদে পদে মনে করিয়ে দেয়া হোত, সবাইকে সালাম দিতে হবে, হাত ও নখ পরিষ্কার রাখতে হবে, ছুরি দিয়ে খাওয়া যাবেনা, নির্ধারিত সময়ে ঠিক কাজটি করতে হবে, কোথাও দেরী করা যাবেনা, কাজের লোকদের সাথে সম্মানজনক সৌজন্যমূলক আচরন করতে হবে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করা যাবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে এসে আমি এমন কতগুলো শব্দ রুশ ভাষায় শিখেছি যা বাড়িতে য়ুক্র্যানিয় ভাষায়ও শেখা সম্ভব হোতনা। প্রতিদিন আমার চোখের সামনে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশের কিছু না কিছু অংশ উন্মোচিত হোত যা বিগত জীবনে যে পরিবেশে কাটিয়েছি তার চেয়ে অনেক বড় অনেক উদার। নাটক দেখা এবং ক্লাসিক্যাল সাহিত্য পড়ার আকর্ষণে, দেশের বাড়ির যাদুকরী চমক ক্রমশঃ ঝাপসা হতে শুরু কোরল। আমি একটু একটু করে নাগরিক সভ্যাচারী হতে শুরু করলাম। মাঝে-মধ্যে গ্রামের কথাও মনে পড়ত। তখন হারানো সুখের স্মৃতি রোমন্থনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম। কষ্ট লাগত, অন্যমনস্ক হয়ে জানলার কাঁচে আঙ্গুল দিয়ে আঁকবুকি করে মায়ের কাছে খবর পাঠাতাম অথবা বালিশে মুখ লুকিয়ে ইচ্ছেমত কাঁদতাম।

নিকোলাই পক্রভস্কি (১৮৬৫-১৯৩০) জার শাসিত রাশিয়ার সর্বশেষ বিদেশ মন্ত্রী



মোশে ফিলিপ্পভিচের সংসার ছিল মাঝারি। আয় সীমিত তাই ব্যয়েরও সুযোগ কম। গৃহকর্তার নিয়মিত রোজগার ছিল না। তিনি গ্রীক ট্র্যাজিডি অনুবাদ এবং তার উপর মন্তব্য ও টিকা-টিপ্পনি লিখতেন, শিশুদের জন্য গল্প লিখতেন ও স্লোজার (Schloesser) সহ অন্যান্য ইতিহাসবিদদের ওপর গবেষণা করতেন। ইতিহাসের একটি কালানুক্রমিক বর্ণনার ছক তৈরির পরিকল্পনা করতেন। এছাড়া স্কুল পরিচালনার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন। তিনি একটি ছোট-খাট প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। প্রথম দু'এক বছর কষ্ট হলেও পরে ক্রমশ এটি উপরে উঠে যায়। দশ-বারো বছরের মধ্যে তিনি দক্ষিণ রাশিয়ার বিশিষ্ট প্রকাশকের মর্যাদা লাভ করেন। বিশাল এক প্রকাশনা ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া ছাড়াও তিনি নিজস্ব বাড়িরও মালিক হন। প্রকাশনা ব্যবসার শুরুতে আমিও ছয় বছর সঙ্গে ছিলাম। এখানেই আমি টাইপ, মেক-আপ, লে-আউট, পেইজিং, প্রিন্টিং ও বাইণ্ডিং এর সাথে পরিচিত হই; তন্মধ্যে প্রিয় কাজ ছিল প্রুফ দেখা। আর ছোটবেলায় যখন মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করি তখন থেকেই সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা বা বই ছিল আমার খুব প্রিয়।

বিত্তবানদের, বিশেষ করে মধ্য-বিত্তদের সংসার জীবনে কাজের লোকজন যেরকম প্রভাব বিস্তার করে, আমার জীবনে সেরকম উল্লেখযোগ্য না হলেও ছোট-খাট ঘটনা যে ছিলনা তা নয়। এই পরিবারের প্রধান কাজের মেয়ের নাম ছিল দাশা। সে আমাকে খুব বিশ্বাস মনে কোরত। তাই, তার অনেক ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা আমাকে শোনাত। সান্ধ্য ভোজের পর সবাই বিশ্রামে গেলে, আমি লুকিয়ে রসুই ঘরে তার কাছে চলে যেতাম। তখন দাশা তার জীবনের প্রথম প্রেম ও সুখকর অনুভূতিগুলো আমাকে বোলত। সে ছিল স্বামী-পরিত্যক্তা ইহুদী মেয়ে। পরে আবার বিয়ে বসে ঝিতুমিরে (Zhytomyr– য়ুক্র্যাইনের পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরে প্রাদেশিক ও জেলা শহর)। তার আগের স্বামী খুবই বাজে লোক ছিল বলে সে অভিযোগ কোরত। আমি তাকে লেখা শেখাতে শুরু

করি। প্রতিদিন সে আধঘন্টার বেশী আমার পড়ার ঘরে এসে লেখা শিখতো। ইতিমধ্যে এই পরিবারে একটি নবজাতক শিশুর আবির্ভাব হয় এবং তার জন্য একজন দাই-মা বা ধাত্রী রাখা হয়। সেও লিখতে জানতনা তাই, তার অনুরোধে, আমি তার জন্য চিঠি লিখে দিতাম। আমেরিকা প্রবাসি স্বামীর কাছে বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের কথা আমাকে দিয়ে লিখাতো। একবার তার অনুরোধে আমি তার চিঠির সমগ্র পাতা জুড়ে কালো রং করে তার মধ্যে একটি উজ্জল তারা এঁকে দিয়ে নীচে লিখি, 'আমার জীবনের অমানিশার দিগন্তে, আমাদের সন্তানই একমাত্র আশার আলো'। চিত্রটি দেখে ও লেখা শুনে দাই-মা পরমানন্দে আত্মহারা। আমি নিজেও শব্দ করে বার বার পড়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। তবে, চিঠির শেষাংশে টাকা-পয়সা পাঠানোর বিষয়টি আমার কাছে বেরসিকের মতো মনে হোল। এ চিঠি লেখা শেষ হলে সে বললো, 'এবার আরেকটি চিঠি লিখে দিন'। জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার কার কাছে?' সে কিছুটা যেন হোঁচট খেয়ে বললো, 'আমার এক কাজিনের কাছে।' এই চিঠিতেও সে তার জীবনের আঁধারে ঢাকা দিগন্তের কথাই বললো, তবে আশার আলোর কথাটা বললো না। শেষ কথা বললো, 'যদি ইচ্ছা হয় আসতে পারো'। চিঠি দু'টি নিয়ে দাই-মা চলে যাওয়ার পর পরই আমার ছাত্রী দাশা এসে হাজির। সে কাজের মেয়েদের সব চিঠি পত্রই সাধারনত ঘরের চালের ছেঁচ দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমার কানের কাছে মুখ এনে সক্ষোভে ফিস ফিস করে বললো, 'ছাই, লোকটা তার কোন কাজিনই নয়!' আমি বললাম, 'তবে কে?' সে রহস্যজনক মুচকী হাসি দিয়ে শুধু বলল, 'হবে কোন নাগর'। আমি বোকার মতো চেয়ে রইলাম। মানুষের সম্পর্কের জটিলতাকে নিবিড়ভাবে দেখার এমন সুযোগও আমার হয়েছিল।

সান্ধ্যভোজের সময় ফ্যানি সলমনভ্না (মোশে ফিলিপ্পভিচের স্ত্রী) মৃদু হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'আরেকটু সুপ দেব লেখক সাহেব?'

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'লেখক মানে?'

'ও কিছুনা, তুমি দাই-মার জন্যে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছো, তাই আজ থেকে তুমি আমাদের লেখক। এত সুন্দর করে অমানিশার দিগন্তের মধ্যে এক উজ্জল তারার ছবি এঁকেছ এবং তার নীচে সুন্দর করে ক্যাপসন দিয়েছ- লেখক নয়তো কি!' তারপর তার স্মিতহাসি খিলখিল উচ্ছাসে রূপান্তরিত হোল।

মোশে ফিলিপ্পভিচ পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য খুব সুন্দর করে বললেন, 'খুব ভাল এঁকেছ এবং লিখেওছো। তবে কি জানো এখন থেকে তোমাকে আর ওদের জন্য চিঠি লিখতে হবেনা, দরকার হলে ফ্যানিই ওদের হয়ে লিখবে, কেমন।'

শৈশব জীবনের কিছু কিছু অবাক করার মতো কাজের স্বীকৃতি ঘরে বা স্কুলে না পেলেও দমে থাকে না। বরং তা আরো বেশী গতি পায় এবং সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। দশ বছরের বালকের বেলায়ও এটা সত্য। স্কুলে, শ্রেণীকক্ষে কিংবা ঘরের সদর দরজাও যদি তার জন্য তালাবদ্ধ থাকে, তবে সে রসুইঘরের ভেতর দিয়ে হলেও ঢুকবে, এ আর এমন কি!

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে সরকারী স্কুলে ইহুদী ছাত্র ভর্তি শতকরা দশভাগে সীমিত করার আইন করা হয়। তার মানে ক্লাসে মোট আসন সংখ্যার ১০% ভাগের বেশী ইহুদী ছাত্রকে সরকারী স্কুলে ভর্তি করা হবেনা। ফলে হয় ক্ষমতা না হয় ঘুষ ছাড়া জিমন্যাসিয়াম স্কুলে ভর্তি হওয়াটা কঠিন এবং নিরাশাব্যঞ্জক। তার পরে থাকে রিয়েল স্কুল (*Realschule- রুশ সাধারন সরকারী মাধ্যমিক স্কুল, যেখানে ৬ বছরের শিক্ষা কোর্স থাকে; অনেকটা বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের মতো*)। রিয়েলস্কুলের পাঠ্যসূচীতে জিমন্যাসিয়ামের মত প্রাচীন ভাষা, অংকশাস্ত্রের বিস্তারিত কোর্স, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ভাষা নেই। সেখানেও ১০% ভর্তি আইন প্রযোজ্য। তবে ভর্তির আবেদনের ভীড় তুলনামূলক কম বিধায় ভর্তি হতে পারার চান্স বেশী। দীর্ঘদিন যাবত পত্র-পত্রিকায় ম্যাগাজিনে ক্ল্যাসিক্যাল বনাম রিয়েল স্কুল শিক্ষা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলে। রক্ষণশীলদের মত ক্ল্যাসিকাল শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে পালন করে। তাদের প্রত্যাশা যে যারা শৈশবে ধৈর্য্য ধরে গ্রীক চর্চা করে তারা বাকী জীবন জার শাসনকেও মেনে নিতে পারে। অন্যদিকে, উদারপন্থীরা ক্ল্যাসিকবাদ অস্বীকার করেনা তবে রিয়েল স্কুলকেই সমর্থন করে। তার কারন তারা উভয় রেনেসাঁর মাধ্যমে একই সাথে প্রতিপালিত। আমি যখন হাই স্কুলে যাওয়া শুরু করি তখন কোন শিক্ষা কাঙ্খিত এ নিয়ে বিতর্ক করা ছিল আইনত নিষিদ্ধ।

শরৎকালীন সেশনে সেন্ট পল রিয়েলস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষায় গড় নম্বর পেলাম রুশ ভাষায় ৩ আর অংকে ৪ (*রুশ গ্রেডিং সিস্টেমে সর্বোচ্চ নম্বর ৫ এবং সর্বনিম্ন ১*)। আইনগত ১০% ভর্তি প্রতিযোগিতায় এটা পাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্য ক্ষমতা ও ঘুষ এই জটিলতাকে সহজ করে দেয়। সিদ্ধান্ত হোল, আমাকে স্কুলের প্রেপারেটরী ক্লাসে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে পড়তে হবে। তার মানে অপেক্ষমান তালিকায় স্কুলের সঙ্গে এটাচ্ড থাকতে হবে। নিয়মানুযায়ী আসন খালি হলে, ইহুদিদের অপেক্ষমান তালিকায় অগ্রাধিকার থাকবে কিন্তু বাস্তবে বাইরে থেকেই নেয়া হয়।

সেন্ট পল স্কুলটি মূলত একটি জার্মান স্কুল। এটি প্রতিষ্ঠা করেছে লুথারিয় যাজকীয় বিভাগ। এই বিভাগ অঝেসা এবং দক্ষিনের অন্যান্য জেলায় নিবাসী অগণিত জার্মানদের সেবায় নিয়োজিত। সেন্ট পল স্কুল সরকারী সব সুযোগ সুবিধাই পেত। তার দরকারও ছিল। কারন স্কুলে ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে সপ্তম গ্রেড থেকে অন্য রিয়েলস্কুলে পড়তে হোত। দৃশ্যত অনুমান ছিল এই যে, শেষ দিকের গ্রেড গুলোর মাধ্যমে জার্মান মন-মানসিকতা অবশিষ্টাংশকে ঝেড়ে ফেলা যাবে। তবে এই মানসিকতা সেন্ট পল স্কুলে ভর্তি হলে এমনিতেই ক্রমান্বয়ে দূর্বল হয়ে যেত। কারন স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর অর্ধেকেরও কম জার্মান। সংখ্যা গরিষ্ঠ অজার্মানদের চাপের মুখে তারা তাদের জার্মান মানসিকতা হারিয়ে ফেলে।

(২)

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দিককার দিনগুলো ছিল খুবই দুঃখের; পরে অবশ্য আনন্দজনকই হয়। আমি সম্পূর্ণ নতুন য়ুনিফর্ম, হলুদ বর্ডার দেয়া নতুন টুপি, স্কুল মনোগ্রাম সহ দৃষ্টিনন্দন ধাতব ব্যাজ পরেই স্কুলে যাত্রা করি। আমার পিঠে ছিল চামড়ার আনকোরা স্কুল ব্যাগ; তার ভেতরে নতুন পাঠ্যবই, দৃষ্টিনন্দন পেন্সিল কেইস,তার ভেতরে নতুন সার্পনার, নতুন পেন-হোল্ডার এবং নতুন ইরেজার। স্কুলের পথে হেঁটে আসতে ও এই জাঁকালো স্কুল ব্যাগের ভার বহন করতে আমার বেশ মজা লাগছিল, দূরত্ব কিছুটা বেশী হওয়ায় আরো ভাল লাগছিল। আমার মনে হয়েছিল, পথে লোকজন অবাক হয়ে এবং কেউ কেউ ঈর্ষার চোখে এসব গর্বিত পোষাকে ও স্কুল ব্যাগে সজ্জিত আমাকে দেখছে। আমিও খুব আস্থার সাথে কৌতুহলী চোখে প্রত্যেককে লক্ষ্য করছি। এরই মধ্যে হঠাৎ প্রায় তেরো বছর বয়সী লিকলিকে লম্বা একটি ছেলে আমার সামনে থেমে দু'পা এগিয়ে এসেই ঘাড় ও মাথা পেছনে নিয়ে জোরে চীৎকার দিয়ে আমার কাঁধের ব্যাজের ওপর একদলা থুথু নিক্ষেপ করে এবং আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। সে কয়েকটি টিন বহন করছিল, তাই দেখে মনে হোল দোকানের শিক্ষানবিস কর্মচারী। কিন্তু কেন সে এমন করল? তার কারনটা এখন জানি। গরীব বালকটি, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতা পরে তার মালিকের হুকুম তামিল করার জন্য সারাদিন ছোটাছুটি করে, অথচ তাদের আদুরে সন্তানরা সদর্পে সুশোভন য়ুনিফর্ম পরে স্কুলে যায়। তার মনের কষ্ট আর প্রতিবাদ স্বরূপ আমার উপর সে এই ঝাল ঝাড়ল। কিন্তু তখন এসব ঔদার্যের প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিলনা। কিছু পাতা কুড়িয়ে নিয়ে অনেক্ষন ধরে কাঁধের থুথু মুছে এবং অপমানের তাপে সেদ্ধ হয়ে চলার পথের বাকী অংশটা বিষণ্ন মন-মেজাজ নিয়েই শেষ করলাম।

দ্বিতীয় ধাক্কা খেলাম স্কুলে এসে। আমাকে দেখেই ছেলেরা হৈ চৈ করে উঠল, 'পিটার প্যাভলভিচ, দেখে যাও, আরেকটা ছেলে স্কুল য়ুনিফর্ম পরে প্রেপারেটরী ক্লাসে ঢুকেছে!' তার অর্থ কি? মনে হোল যেন প্রেপারেটরী স্কুল প্রাইভেট বিষয়, তার সদস্যদের সেন্ট পল য়ুনিফর্ম পরা নিষিদ্ধ। কালো দাঁড়িঅলা পিটার প্যাভ্লভিচ ছিলেন মনিটর। আমাকে বোঝালেন যে, আমার ব্যাজ, ব্রেইড, বেল্ট ও বাকল পরে আসা যাবে না, পিতলের বোতামের বদলে প্লেইন বোতাম লাগাতে হবে। এই ছিল আমার দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য। সেদিন স্কুলে কোন ক্লাস হয়নি। জার্মান ছাত্ররা সহ আরো অনেকে লুথারিয় গীর্জায় জড়ো হোল, যাদের চেষ্টায় ও নামে স্কুল। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম এক মোটা-সোটা বালকের তত্ত্বাবধানে, যে কি না দুবছর ধরে প্রেপারেটরী ক্লাসে পড়ছে। সে নিয়মকানুন সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল। আমাকে গাইড করে চার্চে নিয়ে একটি বেঞ্চিতে তার পরেই বসতে দিল। জীবনে প্রথম অর্গানের সুর শুনে শিহরণ অনুভব কোরলাম। তারপর এলেন দীর্ঘদেহী একব্যক্তি, গোঁফ-দাঁড়ী শেভ করা সম্পূর্ণ সাদা বসনে আবৃত । তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেঁপে উঠলো

গীর্জার পুরো হলঘর। তাঁর ভাষণের অদ্ভূত উচ্চারণ ধর্মীয়বাণীর চেয়ে দশগুণ মহিমা ছড়ালো চারিদিকে। প্রবল উত্তেজনা নিয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'যিনি ভাষণ দিচ্ছেন, তিনি কে?'

আমার নতুন বন্ধু কার্লসন বললে, 'ইনি গীর্জার প্রধান পাদ্রী প্যাস্টের বিনেম্যান, অনেক বড় জ্ঞানী মানুষ, অঝেসার জ্ঞানীদের মধ্যে সেরা।'

'উনি কি বলছেন?'

কার্লসন নিরুৎসাহজনকভাবেই বলল,'অ, তুমি জানো না, এটা তার নিত্য ভাষণ, ভাল ছাত্র হতে হবে, ভালভাবে পড়াশুনা করতে হবে, অন্যদের সাথে মিলে মিশে চলতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।' অথচ এই উপদেশ দেয়া রাসভারী ভারী মানুষটিই ছিলেন জেদি, অলস, ভয়ংকর ঝগড়াটে এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় প্রচুর কালোবাজারীও করেছেন।

দ্বিতীয় দিনটি ছিল কিছুটা আরামের। ক্লাসে যোগদান করলাম। অংকের টিচার ছিলেন রুডিয়েনকো। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেয়া অংকের পাঠ খাতায় টুকে নিলাম সবার আগে এবং টিচারকেও অংক কষে দেখাতে পারলাম খুব তাড়াতাড়ি। তিনি সবার সামনে বাহবা দিলেন এবং দুটো '৫' নম্বর দিলেন। এতে আমার জ্যাকেটের প্লেইন বোতাম পরিবর্তনের পূর্ণবিবেচনা করা হোল। স্কুলের পরিচালক ক্রিশ্চিয়ানোভিচ শোয়ানিবাচ নিজে জুনিয়র ক্লাসে জার্মান ভাষা পড়াতেন। তিনি ছিলেন স্বভাবে নরম ও প্রিয়ভাষি। এত উঁচু পদ পেয়েছিলেন কারন তিনি ছিলেন বিনেম্যানের শ্যালক। তিনি আমাদের সবার হাত ও নখ পরীক্ষা করছিলেন। আমাকেই পেলেন সবচেয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। তারপর তার বোর্ডে লিখে দেয়া পাঠও আমি সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুলভাবে আমার খাতায় নোট করে নেই। এটা দেখে তিনি জোর গলায় আমাকে বাহ্বা দিলেন এবং '৫' নম্বর দিলেন। ফলে স্কুলের সত্যিকার অর্থে প্রথম দিনেই আমি তিনটি ৫ নম্বর বা এক্সেলেন্ট মার্ক পেয়ে যাই। আমার আনন্দ আর দেখে কে! চামড়ার ব্যাগে বই-খাতা ঢুকিয়ে কত তাড়াতাড়ি বাসায় এসে দেখাবো, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পক্রোভস্কি লেন দিয়ে রীতিমত দৌড়ে ঘরে ফিরি।

এভাবেই স্কুলবয় হলাম। খুব ভোরে উঠে, দ্রুত মর্নিং টি সেরে, ওভারকোটের পকেটে লাঞ্চের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে, রীতিমত দৌড়ে স্কুলে পৌঁছে সকালের প্রার্থনায় যোগ দিতাম। কখনো দেরী করিনি। নিজের ডেস্কে শান্ত হয়ে বসতাম। মনোযোগ দিয়ে সব শুনতাম এবং সযত্নে খাতায় টুকে নিতাম। বাসায়ও পরিশ্রম করে স্কুলের পড়া শিখতাম। সময় মতো শুয়ে পড়তাম, যেন পরদিন ভোরে উঠে স্কুলে পৌঁছে প্রার্থনায় যোগ দিতে কখনো দেরী না করে ফেলি এ ভয়ে। এক গ্রেড থেকে আরেক গ্রেডে উত্তীর্ণ হতে আমার কোন সমস্যাই হয়নি। পথে কোন শিক্ষকের সাথে দেখা হলে মাথা নুয়ে অভিবাদন সহ সম্ভাব্য সকল সৌজন্য দেখাতাম।

সাধারনত জনসাধারনের একটা অংশ থাকে উদ্ভট স্বভাবের। তবে শিক্ষকদের মধ্যে বোধ হয় এর সংখ্যা সর্বোচ্চ। আর সেন্ট পল রিয়েলস্কুলে এরকম শিক্ষকের সংখ্যা গড়মানের চেয়েও বেশী। এ নিয়ে স্কুলটির খ্যাতিও ছিল বেশ। কারনও অবশ্য ছিল। স্কুলের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল কড়া আনুগত্য প্রত্যাশী; প্রতিবছরই নিয়ন্ত্রনের লাগাম আরো শক্ত করে টেনে ধরা হোত, বিশেষত পরিচালকের ক্ষমতা সোয়ানিবিচ থেকে নিকোলাই এ্যান্তোনভিচ ক্যামিন্স্কির হাতে পড়বার পর। তিনি পেশায় ছিলেন পদার্থবিদ আর মন-মেজাজে ছিলেন মানবতা-ঘৃণাকারী (humanity-hater)। তিনি কারও চেহারার দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না কখনো; রাবার হিলের জুতা পরে নিঃশব্দে করিডোরে ও ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে বেড়াতেন। কথা বলতেন কম তবে কর্কশ ও চড়া কণ্ঠে। সবাই ভয়ে আতংকিত থাকতো। বাইরে থেকে ক্যামিন্স্কিকে দৃঢ় চিত্তের মনে হলেও, মূলত তার স্বভাবটাই ছিল রুক্ষ। স্কুলের সবচেয়ে সেরা মেধাবী ছাত্রদের প্রতিও তার মনোভাব থাকতো নির্লিপ্ত সশস্ত্র সেনার মত। তবে, সৌভাগ্যবশত আমার প্রতি ছিল কিছুটা নমনীয়।

পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে ক্যামিন্স্কি একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন. যার দ্বারা গ্যাস প্রতিরোধক বয়ল-ম্যারিওট (Boyle-Mariotte) সূত্র হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেত। সূত্রটি যে দু'তিনজন ছেলে প্রমাণ করার জন্য কাজ কোরত, তারা প্রতিবার প্রমাণের পর, একে অন্যকে ফিস ফিস করে সাবাস দিয়ে বোলত, 'বাহ্বা, দারুন কাজ!' একবার কে যেন গলা উঁচিয়ে সন্দেহের সুরে জানতে চাইল, 'এই যন্ত্রের আবিষ্কারক যেন কে?' ক্যামিন্স্কি তার স্বভাবসুলভ চড়া শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি এটি তৈরী করেছি।' সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরল আর চিহ্নিত বালকটির আনন্দ এক ভয়ার্ত লম্বা নিঃশ্বাসে পরিণত হোল।

সোয়ানিবাচের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর ক্যামিন্স্কি রুশভাষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারনের বিহিত ব্যবস্থা স্বরুপ সাহিত্যের শিক্ষক এ্যান্তন ভাসিলিয়েভিচ ক্রিঝানভ্স্কিকে স্কুল-পরিদর্শনের দায়িত্ব দিলেন। লাল-দাঁড়িঅলা এই মানুষটি ছিলেন একজন প্রাক্তন-ধর্মতত্ত্ববিদ, ধূর্ত ও উপহারের ভক্ত তবে কিছুটা উদার স্বভাবের। নিজেকে জাহির করার জন্য চালাকি করে দয়ালু ভাব দেখাতেন। পরিদর্শকের দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই খুব কর্মতৎপর এবং রক্ষণশীল হয়ে উঠলেন। প্রথম গ্রেড থেকে উপরের সব ক্লাসে রুশভাষা পড়াতেন। ভাষায় ও ব্যাকরণে ভাল ছাত্র হিসেবে তিনি আমাকেই বেছে নিলেন। নিয়ম করে দিলেন ক্লাসে আমার লেখা সজোরে পড়ে শোনাতে হবে। এজন্য আমাকে প্রতিদিনই '৫+' নম্বর দিতেন।

গণিতবিদ, য়ুবশেনকো ছিলেন থামের মতো মোটাখাটো ও শক্তসমর্থ, স্বভাবত উদাসীন ও চতুর লোক। ছাত্ররা তার নাম দেয় 'বিনদিউঝ্নিক'। ওডেসায় এটি একটি গালি, যার অর্থ 'ভারি ট্রাকের চালক'। তিনি প্রথম থেকে শেষ গ্রেড পর্যন্ত সব ছাত্রকেই নিঃসংকোচে 'তুই' সম্বোধন করতেন। তার এই অমার্জিত ভাষা সত্বেও তিনি ছাত্রদের কিছুটা শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন কিন্তু তা বর্জিত হয়, যখন সবাই জেনে যায় যে, তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে ঘুঁষ নেন। অবশ্য অন্যান্য শিক্ষকরাও কোন না কোন ভাবে ঘুষ নেয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পিছিয়ে পড়া কোন ছাত্র, শহরের বাইরের হলে, দূর্বলতাসম্পন্ন সাবজেক্ট টিচারের বাড়িতে লজিং থাকতে হোত আর শহরের স্থানীয় ছাত্র হলে উচ্চমূল্যে প্রাইভেট পড়তে হোত।

দ্বিতীয় অংকবিদ, য্লশ্যান্স্কি ছিলেন ঠিক তার উল্টো: হ্যাংলা-পাতলা, ঈষৎ সবুজাভ-হলদে মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাঁড়ি, চোখের তারা ঘোলাটে, চলাফেরায় জড়তা, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। খুক খুক করে কাশতেন এবং ক্লাসরুমে থুথু ফেলতেন। শুনেছি তিনি ছিলেন ব্যর্থ প্রেমিক। অপব্যয়ী ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অংকে খুবই ভাল ছিলেন কিন্তু ক্লাসে পাঠদানের সময় অংকের বাইরেই আগ্রহ থাকতো বেশী। কয়েক বছর পর শুনেছি তিনি ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। আমি অংকে ভাল ছিলাম বলে দুজনের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ছিল সহজ এবং সুখকর। স্কুলের শেষ গ্রেডে আসার পর সিদ্ধান্ত নিলাম আমি হায়ার ম্যাথ্স পড়ব।

ইতিহাসের শিক্ষক লিয়ুবিমভ ছিলেন বেশ বড়সড়, আকর্ষণীয় চেহারা, সারা মুখে পৌরুষদীপ্ত দাঁড়ি, ছোট নাকের উপর গোলাকার সোনালী ফ্রেমের চশমা। হাসলে আমাদের মনে হোত যে, তার আকর্ষণীয় চেহারাটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র, আসলে তিনি ভীরু, নিজের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত একজন মানুষ। শঙ্কিত থাকেন সব সময়, পাছে সবাই তার ভেতরের কথা যদি জেনে যায়!

আমার কেবল পড়তে ইচ্ছা হোত, তাই ইতিহাসের ভেতর ঢুকে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত দুর্ভাগা পাঠ্যবইগুলোকে পরিত্যাগ করে বা স্লজারের (Schloesser) বড় বড় ভারী বইগুলোকে ছাড়িয়ে ক্রমশ পড়ার বৃত্তটা আরো বাড়িয়ে ফেললাম। ইতিহাসের কিছু কিছূ মজার কাহিনীর প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিল। ইতিহাসের শিক্ষক বেচারাকে মাঝে মধ্যে বিব্রত করার জন্য অনেক অদরকারী নাম ও বিস্তারিত বিবরণ যোগাড় কোরে নিজের স্মৃতিশক্তির বোঝা বাড়াতাম। লিয়ুবিমভ ক্লাসকে সামলাতে পারতেন না। মাঝে-মধ্যে ক্লাসের গুঞ্জন ধ্বণি শুনে হঠাৎ ক্ষেপে যেতেন এবং ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতেন; মনে করতেন যে শিক্ষার্থীরা তার প্রতি অপমানকর উক্তি করছে। ক্লাসের সব শিক্ষার্থীরা অবাক হয়ে তখন তার প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ দেয়া শুরু কোরত। লিয়ুবিমভ মেয়েদের স্কুলেও পড়াতেন। সেখানেও তাঁর এই অদ্ভূত আচরণ পরিলক্ষিত হোত। শেষে তিনি মানসিক রোগাক্রান্ত অবস্থায় জানলার ফ্রেমে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ভূগোলের শিক্ষক, ঝুকোভস্কিকে সবাই আগুনের চেয়েও বেশী ভয় কোরত। তিনি ছেলেদেরকে স্বয়ংক্রিয় মাংস-কাটার কুড়োলের মত সদা সতর্ক রাখতেন। তার ক্লাসে অসম্ভব নীরবতা পালনের চাহিদা থাকতো। কখনও কখনও কোন ছাত্রকে তার সরব পাঠের মাঝখানে হঠাৎ থামিয়ে শিকারী পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সারা ক্লাসের প্রতি চোখ রাখতেন, যেন দূরের কোন বিপদ সংকেত শোনার অপেক্ষায় আছেন। সবাই জানতো তার অর্থ; তাই নড়া চড়াতো দূরের কথা, পারলে শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ রাখতো। আমার একদিনের ঘটনা মনে পড়ে, সেদিন তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। মনে হয় সেদিন তার জন্মদিন ছিল। এক ছাত্র পাঠ্যবিষয়ের বাইরে তাকে কি যেন বলছিল। তিনি তা সহ্য করলেন। ঘটনা ঘটনার জন্ম দেয়। এর পর পরই, সুযোগ পেলেই তাকে খুশি রাখার জন্য তোষামোদ করে, এমন একজন ছাত্র বকর উঠে দাঁড়ায় এবং

আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে মন্তব্য করে, 'স্যর, সবাই বলে লিয়ুবিমভ নাকি ঝুকোভস্কিকে মোটেই সহ্য করতে পারেনা ।' তিনি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার দিয়ে বললেন, ' কি যা তা বলছ? বস!' তখনি চিরপরিচিত বিশেষ নীরবতা নেমে এল সারা ক্লাসে । বকর বড় ধাক্কা খেয়ে বসে পড়লো । পলকের মধ্যে চারিদিক থেমে অপমান ও ভীতিকর অবস্থা তাকে ঘিরে ধরলো । তারপরও সে ফিসফিস করে বললো, 'আমি হলফ করে বলছি, এটা সত্যি' । ভূগোলবিদের কাছে নিজের দুর্বল অবস্থানটা ঝালাই করে হৃদয়ের ছোঁয়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা কোরল বকর ।

জার্মান ভাষার শিক্ষক ছিলেন স্ট্রাভ, বিশাল বপু, বিরাট মাথা এবং কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়া দাঁড়িঅলা এক ব্যক্তি । অনেকটা শিশুর মতো হাত পা ছড়িয়ে ভারী শরীরটা যেভাবে টেনে নিয়ে চলতেন, দেখে মনে হোত রিলিফের জাহাজ জলে ভেসে আসছে । স্ট্রাভ ছিলেন সবচেয়ে সৎ; ছাত্ররা তার বিষয়ে বেশী ফেল কোরতো বলে তার ভোগান্তি হোত, কিন্তু তিনি তাদের অস্থিরতা বুঝতেন, আদর করতেন, কষ্ট করে হলেও '২' এর উপরে নাম্বার দিতেন । তিনি কাউকে কখনো '১' নম্বর দেননি; কোন ছাত্রকে একই ক্লাসে আরেক বছর পড়ার জন্য আটকে রাখেননি । তিনিই তার বাবুর্চির ভাইপো বকরকে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন । সে ছিল বোকা তাই সবার কাছে বিরক্তিকর ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হয় । স্ট্রাভ কিছুটা অদ্ভূত হাস্যকর হলেও মোটামুটি সজ্জন মানুষ ছিলেন ।

ফ্রেঞ্চ ভাষার শিক্ষক ছিলেন গুস্তাভ স্যময়লভিচ বার্নাল্ডে, একজন সুইজ, খুবই হ্যাংলা পাতলা, দেখে মনে,হোত যেন, এইমাত্র ছাপাখানা থেকে তাকে নিংড়ে আনা হয়েছে । তার মাথায় খানিকটা টাক, নির্দয় নীল পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক এবং কপালে রহস্যময় কাটাদাগ, দেখতে ইংলিশ এক্স (X) অক্ষরের মত । বার্নাল্ডেকে সঙ্গত কারনেই সর্বসম্মতিক্রমে না-পছন্দ করা হোত । তিনি সবসময় বদহজমে ভুগতেন, সারাক্ষণ শ্রেণীকক্ষে হজমির ট্যাবলেট চুষতেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করতেন । তার কপালের দাগটা ছিল সবার আলোচনা, অনুমান ও তত্ত্বের নিয়মিত উৎস । কেউ কেউ বোলত গুস্তাভ ছোটবেলা দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যান । আর বিজয়ী ব্যক্তি তরবারী দিয়ে খুঁচিয়ে তার কপালে ক্রস এঁকে দেয় । কয়েক মাস এই মত মনঃপূত হোতনা কারোই । তখন অনুমান করা হোত, না দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে নয়, সার্জিক্যাল অপারেশনের মাধ্যমে তার কপাল কেটে নাক মেরামত করা হয় । ছেলেরা খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কপালে সেলাইয়ের দাগও আবিষ্কার কোরত । এর পর ক্লাসের আরো কিছু বিচার-বিশ্লেষণধর্মী চৌকষ ব্যক্তিত্ব চূড়ান্ত বিচারে সিদ্ধান্ত নিত, ছোটবেলায় সিঁড়ি থেকে হাঁটু ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ে তার কপালটা কেটেছে । নিতান্ত নীরস বলে এই ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা হোত । কারণ বার্নাল্ডের কোন শৈশব বা ছোটবেলা ছিল বলে কল্পনা করাও অসম্ভব ।

প্রধান দ্বারপাল জার্মান, নাম এ্যান্টন, নির্বিকার চিত্তের জমকালো চেহারার কাঁচাপাঁকা জুলফিওয়ালা গোঁফ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি । তিনিও আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন । দেরী করে স্কুলে আসার খেসারত হিসেবে, স্কুল আওয়ারের পরে কারারুদ্ধ করে রাখা নেহায়েৎ তার বাঁধাধরা কর্তব্য হলেও যারা তার ভিকটিম হোত তাদের কাছে বিষয়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । প্রতিদিন এ্যান্টনের দয়া ও খোশ-মেজাজের ওপর অনেকেরই শাস্তি মওকুফ নির্ভর কোরত । তাই তার সঙ্গে খাতির রাখা ছিল অপরিহার্য । অবশ্য আমি নিজে তার প্রতি বরাবরই উদাসীন থাকতাম, তদ্রুপ তিনিও । কারণ আমি তার মক্কেলদের দলভুক্ত ছিলাম না । সময়মত স্কুলে পৌঁছা, কিটব্যাগ ঠিক করে পরা, আইডি কার্ডটা জ্যাকেটের বাম পকেটে রাখা- এসব ব্যাপারে আমি কখনো আপোষ করিনি । কিন্তু এছাড়া যেকোন ঘটনা বা রটনায় সেন্টপল রিয়েলস্কুলের একটি পিলারের মতই ছিলেন তিনি আমাদের কাছে । গ্রীষ্মের ছুটি শেষে স্কুলে এসে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে যাই, যখন শুনি তিনি আরেকজন দ্বারপালের আঠারো বছর বয়সী কন্যাকে ঈর্ষা ও রাগের মাথায় গুলি করে এখন জেলের ঘানি টানছেন ।

এভাবেই সেকালের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্ট দুর্বিপাকে পড়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলজীবন এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হোত । তারা সময়, ক্ষমতা ও সুযোগের অপব্যবহার কোরত, সবকিছুকে অতিরঞ্জিত কোরত । আর স্কুলের শীক্ষার্থীদের মত জনগনও বাহ্যিক নিয়ম-নীতির আড়ালে অনিয়মের পাতালপুরীতে বদ্ধ অবস্থায় দুঃখের বোবাকান্না নিয়ে দিনাতিপাত কোরত ।

আমাদের স্কুলের মাঠের এককোনে সেন্ট পল গীর্জার তত্ত্বাবধানে একটি এতিমখানা ছিল। এর বাসিন্দাদের দেখা যেত ঘরের বারান্দায় বা মাঠে টুইল কাপড়ের নীল পোশাক পরা, শুকনো মুখ, বিমর্ষ চেহারা। ওরা মাঠের এককোনে চলা-ফেরা কোরত এবং মাথা নীচু করে সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা কোরত। স্কুলের মাঠ আর এতিমখানার মাঝখানে কোন প্রাচীর ছিলনা। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের এবং এতিমখানার বাসিন্দাদের দেখলেই মনে হোত তারা 'দুই ভূবনের দুই বাসিন্দা'। দু'একবার আমি আগ্রহ নিয়ে ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাদের উত্তর ছিল রূঢ়, কিংবা বলতে অনিচ্ছুক,কিংবা দ্রুত পাশ কেটে চলে যেত নিজেদের ঘরে। কারণ তাদের উপর কঠোর হুকুম জারী ছিল যে স্কুলের ছাত্রদের সাথে যেন মেলামেশা না করে। সাত বছর এই মাঠে খেলেছি। ওরাও খেলেছে ওদের মতো করে। কিন্তু কখনো এতিমখানার একটি ছেলের সাথেও ভাব করতে পারিনি এমনকি তাদের নামও জানতে পারিনি। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি নববর্ষের প্রথম দিনে প্রধান পুরুত বিনেম্যান গীর্জায় বাইবেল খুলে এই এতিমদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে বানী শোনাতেন ও ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করতেন।

মাঠের কোনে এতিমখানার পাশেই ছিল ব্যায়ামের জটিল জটিল সব যন্ত্রপাতি: যেমন রিং, পোল, খাড়া ও ঢালু মই, ট্র্যাপিজ, প্যারালেল বার ইত্যাদি। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পরই, এতিমখানার একটি ছেলে আমার সামনে এসব যন্ত্রে বিভিন্ন দৈহিক কসরতের চমক দেখায়। তার মতো চমক দেখানোর লোভ সামলাতে না পেরে একবার আমিও চেষ্টা করি। কিন্তু পারিনি এবং প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। পোল থেকে নীচে পড়ে গিয়ে বুকে তীব্র ব্যথা পাই এবং শ্বাসরূদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমাকে ঘিরে ছাত্রদের জুতো ঘেরা জোড়া জোড়া পা। তখন থেকে শারীরিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যকলাপ আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি।

আমার শহুরে জীবনে পথে-ঘাটে বেড়ানো, হাট-বাজারে যাওয়া কিংবা ক্রীড়া ও খেলাধূলা করার অবকাশ ছিলনা। এসব অভাব পূরণ কোরতাম স্কুলের গরমের ছুটিতে গ্রামে গিয়ে। আমার বেলায় শহর ছিল কেবল পড়ালেখার স্থান। ছেলেদের রাস্তায় ঝগড়াঝাটি চীৎকার চেঁচামেচী আমার কাছে অসম্মানজনক মনে হোত। তবুও ফাইট করার কারনের কোন অভাব হয়নি।

জিমন্যাসিয়াম স্কুলের ছাত্রদের স্কুল ড্রেসের বোতাম ও কাঁধের ব্যাজ ছিল রূপার তৈরি তাই তাদের ওদের উপাধি ছিল 'হেরিংমাছ',আর রিয়েলস্কুলের ছেলেদের ছিল পিতলের তাই এদের বলা হোত 'শুটকিমাছ'। জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র, বেশ লম্বা, নাম ইয়াম্স্কায়ার। তার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফেরার সময় কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে প্রশ্ন কোরল, 'এই শুটকিমাছ, তুমি কী শিকার কর?' প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তার কাঁধ দিয়ে আমাকে দিল এক ধাক্কা। 'তোমার প্রশ্নটি আমি বুঝিনি' খুব সৌজন্য বজায় রেখে বললাম।

সে খুব অবাক হয়ে গেল। কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'তোমার কাছে গুল্তি আছে, গুল্তি?

'গুল্তি কি ভায়া? তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি।

ছাত্রটি নিঃশব্দে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটি ছোট যন্ত্র বের করল, মাথায় রাবার ব্যান্ড বাঁধা দুই কাঁটা বিশিষ্ট একটি শূল এবং তার সঙ্গে ছোট এক টুকরো শিষা। যন্ত্রটা আমাকে দেখিয়ে বোলল, 'এটা দিয়ে জানলা দিয়ে ছাদে বসা কবুতর শিকার করি; তারপর ফ্রাই করে মজা মেরে খাই।'

আমি নতুন পরিচয় হওয়া বন্ধুটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। এ ধরনের পেশা লোভনীয় বটে, তবে আমার মনে হোল শহরে এটা কোন মতেই শোভন নয় এবং কাম্যও নয়।

ছেলেদের অনেকেই নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, আবার কেউবা পোতাশ্রয়ের বাঁধে বসেই মাছ ধরত। এই মজা পাওয়ার চেষ্টা আমি কখনো করিনি। জীবনে সাতটি বছর সমুদ্রপাড়ে থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রের সাথে আমার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। আমি কখনো নৌকায় চড়ে সমুদ্রে যাইনি বা মাছ ধরিনি। সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়েছি শুধুমাত্র ছুটিতে জাহাজে করে গ্রামে যাতায়াতের পথে। সোমবার কার্লসন যখন তার রোদে পোড়া নাকের সরু হয়ে খসে পড়া চামড়া এবং নৌকায় বসে সমুদ্র থেকে ধরা ছোট ছোট মাছ এবং মাছ ধরার দারুন অহংকার দেখালো, তখনও ব্যাপারটির প্রতি নিস্পৃহভাব আমার যায়নি। আসলে সৌখিন শিকারী বা মাছ ধরার মত শখ আমার ভেতরে জাগেনি কিংবা বলা আমার ভাল লাগেনি কখনো।

প্রেপারেটরী ক্লাসে থাকতে, ডাক্তারের ছেলে কস্টিয়ার সাথে আমার খুব ভাব হয়। সে ছিল ছোটখাট, দেখে শান্তশিষ্ট মনে হলেও আসলে ফাঁকিবাজ ও দুষ্ট তবে তার ছোট ছোট চোখ দু'টো ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। সে বয়সে আমার ছোট হলেও তার সাথে আমার ভাব হওয়ার কারণ, সে শহরটাকে ভাল চিনত তাই অলিতে গলিতে তাকে নিয়ে ঘোরাফেরার সুবিধা ছিল। সে খুব একটা লেখাপড়া কোরতনা। আর আমিতো শুরু থেকেই ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে স্বীকৃত। বাসায় কস্টিয়া লেখা-পড়ার বদলে কেবল বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর গল্প নিয়ে মেতে থাকতো বোলে তার মা, ছোটখাট শুকনো মহিলা, একদিন ফ্যানি সলমনভ্নার কাছে এসে বিনিত অনুরোধ করলেন: দুটি বালককে যেন একসাথে পড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। সবাই মিলে রীতিমত সম্মেলন করে, আমিও ছিলাম, অনুকুল সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল। দু'তিন বছর দু'জনে একসাথে একই টেবিলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরে কস্টিয়া এক ক্লাস পিছিয়ে পড়াতে আবার বিভক্ত হয়ে গেলাম। তবে আমাদের সুসম্পর্ক পরেও ছিল বিদ্যমান।

কস্টিয়ার বোন,তার চেয়ে দু'বছরের বড়, জিমন্যাসিয়াম স্কুলে পড়ত। বোনটির কয়েকজন বান্ধবী ছিল। বান্ধবীদেরও ভাই ছিল। মেয়েরা সঙ্গীত শিখতো। ছেলেরা তাদের বোনদের বান্ধবীদের পেছনে ঘুর ঘুর কোরত। ওদের জন্মদিনে বাবা-মারা অতিথি আপ্যায়ন করতেন। সেখানে সমবেদনা, সহানুভূতি, শঙ্কা ও বিদ্বেষ, নাচ, খেলা-ধূলা, ঈর্ষা, শত্রুতা প্রভৃতির এক ছোট জগত তৈরী হোত। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল একজন ধনী মার্চেন্টের পরিবার, ধরা যাক তার নাম 'এ'। কস্টিয়ারা যে বাড়িতে থাকতো, তারই একটি এ্যাপার্টমেন্টে, একই ফ্লোরে 'এ'রাও থাকতেন। বাড়িটির প্রতিটি ফ্লোরের করিডোর ছিল এ্যাপার্টমেন্ট গুলোর ব্যালকনির মুখোমুখি তাই মাঝখানে ছিল খোলা-মেলা অঙ্গন। যত গাল-গপ্প সভা-সম্মেলন সবকিছু এই খোলা অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হোত। পাড়ার অন্যান্যদের, বিশেষ করে আমি যে সেপেন্জার পরিবারে বেড়ে-উঠেছি তার তুলনায় 'এ' মার্চেন্টের পরিবারের পরিবেশটা ছিল অন্যরকম। পরিবারের গৃহকর্ত্রীর সানন্দ পৃষ্ঠপোষকতায় পাড়ার, এমনকি অন্য পাড়ারও, স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের এখানে প্রেম বিলাসের চর্চা হোত। গল্প ও আড্ডার ছলে কে কার অনুরাগী বা পছন্দের, তার প্রস্তাব, আবেদন-নিবেদন, গ্রহণ-বর্জন, রাজি-নিমরাজি ইত্যাদি চলতো। এসব ব্যাপারে আমি বরাবরই অনীহা দেখাতাম অবশ্য তার কিছুটা ছিল ভান। মার্চেন্টের চৌদ্দ বছরের কন্যা আমাকে ফুসলাতো, বলতো, 'তোমার যদি কাউকে ভাল লাগে, অবশ্যই আমাকে বলবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

একজন আত্মপ্রত্যয়ীর অহংকার নিয়ে তাকে বলতাম, 'তোমাকে এই আশ্বাস দিতে পারি, এ ধরনের আপদের মুখে এখনও পড়িনি' এবং তাকে বুঝাতে দিতাম যে, আমার কি মূল্য, সে আমি জানি কাজেই তা কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারিনা। তখন আমি দ্বিতীয় গ্রেডে পড়ি। কয়েক সপ্তাহ পরে মেয়েরা একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মার্চেন্টের ছোট মেয়েটি, রূপালি কাগজ দিয়ে তারা বানিয়ে কালো রঙের শালের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তৈরি করে রাতের আকাশের একটি দৃশ্য। এটি সে প্রদর্শনিতে তুলে ধরে।

'দেখ, দেখ, কত সুন্দর', তার বড় বোন, কনুই দিয়ে আমাকে গুঁতে মেরে বলে।

আমি তাকিয়ে দেখি। মনে মনে স্বীকার করি আশ্বাস পুরনের লগ্ন এসে গেছে এবং তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। বড় বোন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে।

'তোমার কি কিছুই বলার মত নেই?'

লজ্জায় চোখ নীচে নামিয়ে বললাম, 'আছে'।

'কে সে?'

আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কিছুই বলতে পারলামনা। চুপ করে রইলাম। সে আমাকে সাহায্য কোরল, বলল, 'অন্তত তার নামের প্রথম অক্ষরটি বল।'

আমার জন্য একটা সহজ উপায় বের হোল। তারপরও ভাবনায় পড়লাম। বড় মেয়েটির নাম আন্না আর ছোটটির নাম বার্থা। আমি কাঁচুমাচু খেয়ে বললাম, 'বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর'।

দেখি তার মুখ লাল ও ফ্যাকাশে। কষ্টেশিষ্টে পুনরুক্তি করল, 'কি বোলছ, 'বি'?

উললাম, 'জ্বী'।

আমাদের কথাবার্তা সেদিনের মত সেখানেই শেষ হোল।

পরদিন কস্টিয়াদের বাড়িতে পড়তে যাবার সময় যথারীতি চারতলার লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি ঘরের দিকে যেতেই দেখি আন্না, বার্থা আর তাদের মা ব্যালকনিতে বসে আছে। আমি তাদের কাছে যেতেই মনে হোল তাদের বাঁকা চোখের তীর্যক চাহনি সুঁয়ের মতো আমাকে বিঁধছে। বার্থার মুখ মলিন, দৃষ্টি দূরে কোথাও, সর্বাঙ্গে ভীতিকর উদাসীনতা। তার অবস্থা দেখে তখন আমার মনে হোল প্রলোভনের ছলনায় পড়েছি। আন্না ও তার মা যেভাবে আমার সাথে হ্যান্ডশেক কোরল, মনে হোল যেন তারা বলছে, 'রাজহাঁসের বাচ্চা এখন বুঝতে পেরেছি, তোমার ভালমানুষী হাবভাবের নীচে কি ছিল।' বার্থা নিরেট সৌজন্য দেখিয়ে তার ছোট সরু হাত বাড়িয়ে দিল, আমার দিকে না তাকিয়েই। আমি তার হাতকে লুফে নিলাম, ইঙ্গিতবাহী মৃদু চাপ দিলাম। কিন্তু কোন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেলামনা। বিব্রত বোধ করলাম। এই পীড়নকারীদের দৃষ্টি সীমায় ব্যালকনি থেকে সিঁড়ির গমন পথ মনে হোল অনেক দীর্ঘ । মনে হোল যেন তাদের খুনী চোখের তীরের ফলা আমাকে বিদ্ধ করার জন্য পেছন থেকে তাড়া করছে। সিদ্ধান্ত নিলাম এই বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠির সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখবোনা, ডাকলেও যাবনা, কোন কালে যে পরিচয় ছিল, তাও বুঝতে দিবনা। তাদেরকে ভোলার জন্য হৃদয়ের ওই পাতাটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। গ্রীস্মাবকাশের স্কুল ছুটি আমার সহায়ক হোল। সোজা চলে গেলাম ইয়ানুভকায়।

অপ্রত্যাশিত হলেও আমার চোখের নিকট-দৃষ্টি শক্তির সমস্যা দেখা দিল। চক্ষু-বিশেষজ্ঞের কাছে নেয়া হলে, তিনি আমাকে চশমা দিলেন। এতে আমি মোটেই কষ্ট পাইনি বরং অহংবোধ করেছি যে, এই চশমা আমাকে একটু বেশী গুরুত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। আমি এই আত্মতৃপ্তি নিয়েই চশমা পরে বেশী বেশী ঘোরাফেরা করি ইয়ানুভকায়। তবে বাবা বাধ সাধলেন। চশমা পরা বিপত্তিকর ঠেকল। বাবা মনে করলেন এটা আমার ভান এবং দাম্ভিক আচরণ, তাই কড়া ধমক দিয়ে বললেন আর যেন চশমা না পরি। আমার ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়তে অসুবিধা হয় এবং রাস্তায় চলার সময় সংকেতগুলো ভালোমতন দেখিনা এসব কথা বাবা মানলেনইনা। অগত্যা কি আর করা গোপনেই চশমা ব্যবহার করতে হোল ইয়ানুভকায়।

দেশে গিয়ে আমি হয়ে উঠলাম সাহসী ও উদ্যমী এক হতচ্ছাড়া। শহরের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর প্রতিশোধ নিলাম গ্রামে এসে। সকালে একা ঘোড়ায় চেপে পঞ্চাশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বব্রিনেজে চলে যেতাম ফিরতাম সেদিনই বিকেলে। ওখানে গিয়ে চশমা চোখে দিতাম, লোকজন আমাকে দেখে যে কেউ কেটা মনে কোরত তাও বুঝতাম। বব্রিনেজে একটিমাত্র মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল ছিল। সবচেয়ে কাছের জিমন্যাসিয়াম স্কুল ছিল এলিজাবেদগ্রাদে– তাও আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। বব্রিনেজে একটি জুনিয়র গার্ল্স স্কুলও ছিল। স্কুল চলাকালে মেয়েরা বয়েজ স্কুলের ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতো। গ্রীষ্মকালে ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ ধারন কোরত। এলিজাবেদগ্রাদ থেকে জিমন্যাসিয়াম হাইস্কুলে পড়ুয়া ছেলেরা ছুটিতে আসতো। তাদের জাঁকজমক ইউনিফর্ম, পরিশীলত আচরন মেয়েদের মুগ্ধ কোরত, তখন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছেলেরা পড়ে যেত পেছনের কাতারে। এই নিয়ে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোত। বব্রিনেজ স্কুলের বিক্ষুব্ধ ছেলেরা ফাইটিং গ্রুপ তৈরী কোরত এবং মাঝে মাঝে লেগে যেত জিমন্যাসিয়াম হাইস্কুলের ছেলেদের সাথে। তখন ইট পাথর আর লাঠিই কেবল নয় ছুরি মারামারিও হোত। একবার আমি এক বন্ধুর বাগানে তুঁতগাছে উঠে ডালে বসে নিশ্চিন্তে তুঁতফল খাচ্ছিলাম। এমন সময় বাগানের প্রাচীরের ওপাশ থেকে কে একজন আমার দিকে এক টুকরা পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরটা এসেছিল আমার পেছন থেকে, তাই দেখিনি তবে আমার মাথায় লাগে। দীর্ঘ রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্যে আমার জীবনে এটাই ছিল একমাত্র ঘটনা। তবে বব্রিনেজের প্রিভিলেজ ক্লাসের ছেলেরা ছুটি শেষে স্কুলে ফিরে গেলে এ লড়াইয়েরও সাময়িক ছুটি হোত। এলিজাবেদগ্রাদের চিত্র ছিল আরেকটু ভিন্ন। সেখানে রাস্তাঘাট, শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলো সবই থাকতো জিমন্যাসিয়াম হাইস্কুলের ছাত্রদের দখলে। তবে গ্রীষ্মের ছুটিতে খারকফ, ওডেসা ও আরো দূরের শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এলে চিত্রটা পাল্টে যেত। তারা হাইস্কুলের ছেলেদের পাছায় গুতো মারত। তাই এখানেও একইরূপ সহিংসতা ও হানাহানি ঘটত। এখানকার মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল অবর্ণনীয়। তবে এখানকার যুদ্ধে কেবলমাত্র আত্মিক বা নীতি-নৈতিকতার অস্ত্র ব্যবহার করা ছিল বিধিসম্মত।

দেশে আমি কাঠের বল বা ক্রকুয়েট ও নাইনপিন্স খেললেও সবার আগে হেরে যেতাম বা খেলা ছেড়ে দিতাম। মেয়েদের প্রতি ছিলাম দুর্বিনীত। আইভান ভাসিলিয়োভিচের তৈরী সাইকেল চালাতে শিখেছিলাম বলে অঝেসার শরীরচর্চা ট্র্যাকে দেহ কসরতের চমক দেখানোর দুঃসাহস করেছিলাম। তদুপরি গ্রামে, আমি একাই দু'চাকার গাড়ি চালনা এবং চঞ্চল মদ্দ ঘোড়াকে বশ মানানো শিখেছি। এখন ইয়ানুভকায় আমাদের আরো পাঁচটি মদ্দ ঘোড়া যুক্ত হয়েছে। এবার ভাবলাম মদ্দ ঘোড়া বশ মানানোর আরেকটি দুঃসাহস করব। যেই ভাবা সেই কাজ। এবার সঙ্গী হিসেবে থাকার জন্য ব্রডস্কি কাকাকে প্রস্তাব দিলাম। তিনি ভাল বিয়ার বানাতে দক্ষ তবে একটু ভীতু টাইপের। প্রস্তাব রাজি হলেন তবে বললেন, 'আমাকে ফেলে দিবে নাতো বাবা?' 'ভাবলেন কি করে কাকা?' সরোষেই বললাম। তিনি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাজি হয়ে আমার পেছনে এসে বসলেন। গাড়ি নিয়ে সাবধানে পাহাড়ের খানা-খন্দক ও মিল এলাকা পার হয়ে সদর রাস্তায় এলাম। গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে পথ ঘাট বেশ তরতাজা ও চোখ জুড়ানো দৃশ্য। পিঙ্গল বর্ণের মদ্দ ঘোড়াটিও তখন খোলামেলা ও চড়াই পথে চলার জন্য অস্থির। হঠাৎ সে খুব চঞ্চল হয়ে সামনের দিকে দিল চালি *(চার পা তুলে দ্রুতবেগে চলা)* । আমি কষে লাগাম টেনে ধরলাম, পাদানির উপর ভর করে যতদূর সম্ভব উপরে উঠে গেলাম। সাবধান থাকলাম কাকা যেন বুঝতে না পারেন যে আমি কেবল লাগামে ভর করে ঝুলছি। কিন্তু মদ্দ ঘোড়াটি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে সে উপরে উঠবেই। ওর বয়স চার বছর মাত্র– আমার চেয়ে তিনগুন ছোট। বিড়াল যেমন টিনের ক্যানে লেজ আটকিয়ে ক্যানসহ ছোটে, তেমনি তেজি ঘোড়াটিও গাড়িকে উপরে পাহাড়ের দিকে নিয়ে ছুটে চললো। আমি বুঝতে পারলাম যে কাকা পেছনে থেকে ধুমপান বন্ধ করে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করেছেন। আমি আরও দৃঢ় অবস্থান নিয়ে, মদ্দার লাগামটা একটু ঢিলা করে আত্মবিশ্বাসের সাথে জিহ্বা দিয়ে তার চালির তালে তালে টিক টিক শব্দ করতে শুরু করলাম! এতে কাজ হোল। সে বেশ সুন্দরভাবে পুরোপুরি আমার বশে এল। বললাম, 'ব্যাটা শোন, আর ও রকমভাবে খেলবেনা।' আমার ইচ্ছেমত কদমে চললে উৎসাহ দিতাম আর আর তার ইচ্ছামত চালি দিতে চাইলে ধমক দিতাম। আমি দু'হাত দুদিকে প্রসারিত করে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করলাম। মনে হোল, কাকা পেছনে বসে বসে এবার আরামসে সিগারেট ফুঁকছেন। এ খেলায় জয়ী হয়েছি সত্যি কিন্তু আমার হৃদপিন্ডের ধুকধুকানি ঘোড়ার চালির মতোই দ্রুত ছিল সারাক্ষণ।

গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে এল। আবার শহরে এসে নিয়ম শৃঙ্খলার জোয়ালের নীচে ঘাড় নোয়ালাম। ব্যায়ামচর্চা, খেলাধূলা এবং মাঝেমধ্যে নাট্যচর্চা আমাকে বই পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো কখনো-সখনো। নগরজীবনে আত্মসমর্পন করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু নগর কখনো আমাকে কাছে পায়নি। এতে আমি জীবন-যাপনই কেবল করেছি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ বা প্রয়াস কোনটাই ছিলনা আমার। শুধু আমি নই– বড়রাও বাসার জানলা থেকে মাথাটা খানিকটা দূরে গলিয়ে দিয়ে শহরটাকে দেখার সাহস কোরতনা। কারণ বাস্তবে পুলিশ শাসিত রাশিয়ার মধ্যে অঝেসা ছিল সবচেয়ে বেশী পুলিশ-শাসিত নগরী। নগরীর প্রধান কর্তা ব্যক্তি ছিলেন, গভর্নর জেলোনি দ্য সেকন্ড, একজন ভূতপূর্ব এডমিরাল । তার যেমন ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা, তেমনি কড়া মেজাজ। তার সম্পর্কে অনেক কেচ্ছাকাহিনি অঝেসাবাসীর কানে কানে ঘুরত। একই সময়ে বিদেশে তার বীরত্বপূর্ণ উপাখ্যান নিয়ে লেখা বেশ বড় একটি বইও অঝেসাবাসীর কাছে বিনামূল্যে বিতরন করা হয়। আমি তাকে মুখোমুখি দেখেছি কেবল একবার, আর পেছনটা দেখেছি বহুবার। একবার দেখলাম, গভর্নর জেলোনি তার বাহনে কোরে শহরের রাস্তা দিয়ে চলছেন। পুলিশরা টুপি মাথায় আর দ্বাররক্ষীরা মাথার টুপি হাতে নিয়ে তার দিকে মুখ করে আই অক্ষরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনিও গাড়িতে অনুরূপ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের পরিদর্শন করছেন আর আকাশে হাত নেড়ে নেড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় কঠোর ভাষায় বকে যাচ্ছেন। আরো দেখেছি দরজা-জানলার পর্দার আড়ালে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ মুখ লুকিয়ে উঁকি মেরে এসব দেখছে। আমিও স্কুলব্যাগ ঠিক-ঠাক আছে কিনা আরেকবার দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম।

আমার শৈশবে দেখা রাশিয়ার সরকারী কার্যকলাপের স্মৃতি যখনই মনে করতে যাই, তখনই আমি যেন দেখতে পাই গভর্নর জেলোনির পিঠ ও আকাশের দিকে তোলা হাতের দোলা এবং শুনতে পাই তার ঘড়ঘড়ে গলার বেসুরো গালিগালাজ। তার এসব আচরনের অর্থ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়না বিধায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাও অসম্ভব।

৪ । বই এবং প্রারম্ভিক বিরোধ ।

(১)

স্কুল জীবনে ও যৌবনে বই ও আদর্শবাদী চিন্তা-ভাবনা আমার অন্তর জুড়ে যতখানি জায়গা দখল করে রেখেছিল প্রকৃতি ও মানুষ ততখানি পারেনি । গ্রামে বেড়ে উঠার সময়টুকু ছাড়া প্রকৃতির প্রতি আমি তেমন একটা সংবেদনশীল ছিলামনা । আগ্রহ যখন সৃষ্টি হয়, তখন আমার শৈশব কৈশোর এমনকি যৌবনের প্রথম ধাপও পেরিয়ে গেছে । এই তিন কালে প্রকৃতি ও মানুষ আমার মনের ভেতর আসছে গেছে তবে দূর আকাশের টুকরো টুকরো মেঘের মত ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে । আমার গভীর মনোযোগ থাকত সবসময় বইয়ের দিকে । বইয়ের ভেতরই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতাম আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ।

আমার বই পড়া শুরু হয় ১৮৮৭ সনে । মোশে ফিলিপ্পভিচ সে বছর বেড়াতে এসেছিলেন ইয়ানুভকায় । তার সঙ্গে ছিল অনেক বই । তার মধ্যে কয়েকটি ছিল টলস্টয়ের লেখা সাধারন মানুষকে দিয়ে । প্রথম প্রথম পড়াটা আনন্দের চেয়ে বরং একটা টাস্ক বলেই বেশী মনে হোত । প্রতিটি বই পড়তে গিয়ে নতুন নতুন বাধার সম্মুখীন হতাম– অচেনা-অজানা শব্দ, জটিল মানবিক সম্পর্ক, ধারণার অস্পষ্টতা এবং আমার চিত্তচাঞ্চল্য– এসব আমাকে বাস্তবতা থেকে আলাদা করে অলীক কল্পনার জগতে নিয়ে যেত । কাছে ধারে এমন কেউ ছিলও না, যাকে আমার অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো করা যায় । তাই অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতাম । মাঝে মাঝে পড়া বন্ধ করে দিতাম এবং পরে আবার শুরু কোরতাম । অজানাকে জানার আনন্দের সাথে অনিশ্চয়তার ভয়কে মিশিয়ে এ যেন ঘোল বানিয়ে খাওয়া । সে সময় আমার বই পড়াটা ছিল অনেকটা স্তেপের বুকে রাতের বেলা গাড়িতে কোরে যাবার সময় চাকার চিঁচিঁ বা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শোনা কিংবা আঁধার রাতে দূরে খোলা মাঠে হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের শিখা দেখার মতো রহস্যময় । চলার পথে সবসময় এগুলো সবাই শোনে ও দেখে কিন্তু কেন এমনটা হয় তার কারন কেউ জানেনা । কি ঘটছে? কে দ্রুত ড্রাইভ করছে? কি বহন করে নিয়ে চলছে? কে সামনে যায় কে পেছনে আসে? কিছুই পরিষ্কার জানিনা । গ্রেগরি কাকার মত এমন কেউ নেইও যে, জিজ্ঞাসা করলেই গাড়ি দেখে বলে দিবেন, 'এই গাড়িতে গম, এই গাড়িতে ভেড়ার পশম, এই গাড়িতে তেল যাচ্ছে ' ইত্যাদি ।

টলস্টয়



ওডেসায় পছন্দসই বিভিন্ন রকমের সহজে প্রচুর বই পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সহানুভূতিশীল দিক নির্দেশনা এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও । আমি এই সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহন করে খুব আগ্রহের সাথে বই পড়ায় মন দেই । সকাল-বিকাল আমাকে প্রায় জোর করেই হাওয়া খেতে নিয়ে যেতে হোত । হাওয়া খেতে খেতেও মনে মনে বইয়ের ভাবনায় থাকতাম এবং তাড়াতাড়ি বাসাই ফিরেই বই নিয়ে বসতাম । সন্ধ্যায় খেতে ডাকলে আর মাত্র পনের মিনিট বা কম করে হলেও পাঁচ মিনিট সময় ভিক্ষা চাইতাম চ্যাপ্টারটি শেষ করার জন্য । পড়ার সময় চাওয়া নিয়ে অনুরোধ বা দরকষাকষি করতে হয়নি এমন একদিনও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবেনা ।

এক ছোট বালকের পক্ষে দেখা, জানা ও বোঝার অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটানোর সুযোগ বইয়ের পাতায় খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে কারো কাছে গাল-গপ্প মনে হতে পারে । তবে আমার বেলায় তা সত্যিই ঘটেছে । আমার পরবর্তি জীবনের যা কিছু মজার বা রোমাঞ্চকর, আনন্দের বা দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা, তার সবকিছুরই আগাম ইঙ্গিত আমি বই পড়া থেকে পেয়েছি; ঠিক পেন্সিলের হালকা আঁচড় বা জলরঙের হালকা তুলির পরশের মতো হলেও । অঝেসায় যাওয়ার পর প্রথম বছরে আমার পড়ার জন্য বরাদ্দ সময় ছিল সন্ধ্যায় স্কুলের যাবতীয় হোমওয়ার্ক শেষ করার পর, যদি সময় থাকে, তবে শুধু ঘুমাবার আগ পর্যন্ত সময়টা । সত্যি বলতে কি তখন এটাই ছিল আমার সবচেয়ে আনন্দের সময় । যত দ্রুত সম্ভব স্কুল থেকে দেয়া বাড়ির কাজগুলো সেরে নিয়েই বই নিয়ে বসতাম ।

মোশে ফিলিপ্পভিচ প্রধানত পুশকিন বা নেক্রাসব (Nekrassov) পড়তেন । তবে নেক্রাসব পড়া নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতেন । ফ্যানি সলমনভ্না ঘুমাবার সময় হলেই কাছে এসে বলতেন, 'লিও, এখন ঘুমাবার সময় ।'

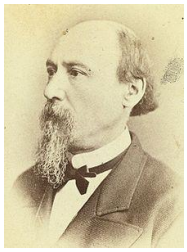
আমি মিনতি ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকতাম। তখন মোশে ফিলিপ্পভিচও স্ত্রীর সাথে সুর মিলিয়ে বলতেন, 'লক্ষি ভাইয়া, এখন ঘুমিয়ে পড়ো।' আমি করুন প্রার্থনার সুরে বলতাম, 'আর শুধু পাঁচটি মিনিট।' আবেদন মঞ্জুর হোত। তারপর তাদেরকে গুডনাইট জানিয়ে শুয়ে পড়তাম। মনে মনে বলতাম, তোমরা ঠিকই অনেক রাত অবধি পড়ো, কেবল আমার বেলায় আইন-কানুন, যত্তসব। বালিশে মাথা দিয়ে কান খাড়া করে তাদের পড়া শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম।

আলেক্সাণ্ডার পুশকিন(১৭৯৯–১৮৩৭)



সেপেনজার পরিবারের এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়া, নাম সোফিয়া, হাই স্কুলের শেষ গ্রেডের ছাত্রী, কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। তাদের এলাকায় সংক্রামক হামজ্বর দেখা দেওয়ায় আপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ বাসায় থাকবেন। তিনি খুব ভাল ছাত্রী এবং ভাল পড়ুয়াও। তার চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু মৌলিকত্ব ছিল যার জন্য তার প্রতি আকর্ষিত না হয়ে পারিনি। তাকে আমি খুব সম্মান করতাম এবং প্রতিদিন তার কাছ থেকে নতুন নতুন তথ্য, জ্ঞান ও নানান গুণাবলীর সন্ধান পেতাম। তার তুলনায় আমার নিজেকে নিতান্ত নগন্য মনে হোত। আমি পরীক্ষার নোট টুঁকে দেয়া সহ অন্যান্য কাজে তাকে সাহায্য করতাম। বিনিময়ে রাতে বড়রা বিশ্রামে গেলে তিনি আমার জন্য সরবে পড়তেন। অনেক দিন ধরে আমরা দু'জনে মিলে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতে চেষ্টা করি, শিরোনাম 'চাঁদে ভ্রমণ'। একাজে আমি সবসময় পেছনেই পড়ে থাকতাম। তিনি কল্পনা করতেন, রূপ দিতেন এবং অনায়াসে ছন্দ মিলাতেন আর নৌকার গুন টানার মত আমাকেও তার সঙ্গে টেনে নিতেন। দেড়মাস থাকার পর সোফিয়া তার বাড়িতে ফিরে গেলেন। তখন আমার মনে হোল আমিও বেশ বড় হয়ে গেছি।

নিকলাই নেক্রাসব (১৮২১-১৮৭৮)



এই পরিবারের অনেক খ্যাতিমান বন্ধু ছিল। তাদেরই একজন সার্গেই আইভানভিচ সাইকভস্কি (Sergey Ivanovich Sychevsky) । তিনি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক এবং এক রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে শেক্সপিয়ার বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি সহজাতভাবে মেধাবী কিন্তু মদাসক্ত ছিলেন। তাই জনসম্মুখে নিজেকে অপরাধী মনে করতেন এমনকি শিশুদেরও। তিনি ফ্যানি সলমনভ্নাকে ছোটবেলা থেকেই জানতেন এবং তাকে 'ফ্যানিয়ুস্কা' বলে ডাকতেন। সারগেই আইভানভিচের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আমার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুড়ো আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্কুলে কি কি পড়ি। তার উত্তর দেয়ার পরেই পুশকিনের 'পোয়েট এন্ড বুকসেলার' এবং নেক্রাসভের 'পোয়েট এন্ড সিটিজেন' এর তুলনামূলক আলোচনা লিখতে বললেন। শুনে আমার পিলে চমকে গিয়েছিল। নেক্রাসভের কাজ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা। তার চেয়েও বড় ভয় ছিল, তাকে একজন বড় লেখক বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছিল। 'লেখক'কে তখন আমার কাছে মনে হোত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটা কিছু, যার দিকে আকাশের চাঁদ দেখার মতো কেবল বিস্ময়-বিমুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকা যায়।

'আমরা ঠিক এখন থেকে এই বিষয়টি পড়তে থাকব'। বলে তিনি তক্ষুনি শুরু করেন এবং চমৎকারভাবে পড়ে শোনান।

'বুঝতে পেরেছো ? এগুলোই তোমার রচনায় তুলে ধরবে'।

তাঁরা আমাকে তাদের পড়ার ঘরে বসতে দিলেন। তারপর পুশকিন এবং নেক্রাসভের বই, কাগজ, কলম ও কালি দিয়ে বললেন, 'পড় এবং লেখ'।

বিমর্ষ বদনে ফ্যানি সলমনভ্নার কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, 'মনে হয় পারবোনা, আচ্ছা কি লিখব এখানে?' তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, তুমি যা বুঝ তাই লিখে দাও, ব্যস।'

তার হাত ছিল বড় মায়াময় এবং কণ্ঠস্বরও। আমি যথেষ্ট সাহস পেলাম এবং লিখতে শুরু কোরলাম। প্রায় ঘন্টা খানেক পর কি করতে পারলাম তা দেখানোর জন্য আমাকে তলব করা হোল। আমি বড় সাইজের এক প্রস্থ কাগজের পুরোটাই ভরে ফেলছিলাম লিখে, স্কুলেও যা সচরাচর করিনা, এবং তা নিয়ে লেখকের কাছে

পেশ করলাম। সারগেই আইভানোভিচ প্রথম দিকের কয়েক লাইন চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে পড়ে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এই, সবাই শোন, সে কি লিখেছে, সত্যি ও তো খুব স্মার্ট লোক হে!' তারপর পড়া শুরু করলেন: ' "কবি তার প্রিয় প্রকৃতি নিয়েই থাকতেন, যার প্রতিটি সুর ও ব্যঞ্জনা আনন্দ ও বেদনায় একসাথে কবি হৃদয়ে বার বার অনুরণিত হোত।" তোমরা লক্ষ্য কর তার দারুন সুন্দর শব্দগুলো "যার প্রতিটি সুর ও ব্যঞ্জনা", শুধু এটুকু শোন, "আনন্দ ও বেদনায় কবি হৃদয়ে বার বার অনুরণিত হোত"। এই শব্দগুলো সেদিন আমার মর্মেও এমনই গেঁথেছিল যে, আজও ভুলিনি।

ডিনারের টেবিলে সার্গেই আইভানোভিচ অনেক মজার গল্প করলেন। হারিয়ে গিয়েছিলেন অতীত স্মৃতি রোমন্থনে। শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অনেক গল্প করলেন। ভদকার গ্লাসে চুমুক দিতে পেরে তার অনুপ্রেরণা আরো বেড়ে গিয়েছিল। তার জন্য ভদকা সব সময় প্রস্তুত থাকতো, চাইলেই পেতেন। টেবিল থেকে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, 'এত সুন্দর উপস্থাপনা শিখেছো কোথায়? সত্যি, তোমাকে আমার অবশ্যই আদর করা উচিত।' এই বলে তিনি সযতনে ন্যাপকিন দিয়ে তার গোঁফ মুছে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন আমার দিকে এগিয়ে আসার জন্য। আমি এক আনন্দঘন আকস্মিক ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষায় নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। 'যাওনা, লিও, তাঁর কাছে এগিয়ে যাও।' মোশে ফিলিপ্পোভিচ ফিস ফিস করে বললেন আমাকে। ডিনারের পর সার্গেই আইভানোভিচ স্মৃতি থেকে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 'পপভের স্বপ্ন' আবৃতি করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তার ধুসর গোঁফের আড়াল থেকে এমন কৌতুককর শব্দগুচ্ছ কিভাবে বেরিয়ে আসে। এই মেধাবী খ্যাতিমান লেখকের স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্ধমাতাল অবস্থাও বিফল করতে পারেনি। শিশুদেরও যথেষ্ট বিচার ক্ষমতা থাকে। তারাও বস্তুনিরপেক্ষতা দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

প্রতিদিন বিকেল থেকে গোধুলি লগ্ন পর্যন্ত মোশে ফিলিপ্পভিচ আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটতেন। তার মুড ভালো থাকলে নানান বিষয় নিয়ে গল্প করতেন। এরকম একদিন তিনি তাঁর খুব প্রিয় গীতিনাটক ফাউস্টের গল্প করলেন। গল্পটি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি একদিন নিশ্চই এটি মঞ্চে গিয়ে দেখব। তাঁর কণ্ঠস্বরের উঠানামায় আমি বুঝতে পারি যে, গল্পটি নাজুক পরিনতির দিকে এগুচ্ছিল। আমি তার বিব্রত অবস্থা দেখে খুবই অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে তার মুখে গল্পের শেষ পরিনতি শোনা হয়তো সমীচীন হবেনা। কিন্তু মোশে ফিলিপ্পভিচ আত্মস্থ হয়ে আবার বলতে থাকেন: 'তারপর বিয়ের আগেই গ্রেচেনের একটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে...।' এই কথা তিনি বলতে পেরে এবং আমি শুনতে পেরে দু'জনেই স্বাভাবিকতা ফিরে পেলাম; গল্পটিও তার নিরাপদ শেষ গন্তব্যে পৌঁছল।

ঠান্ডা লাগায় আমি গলায় ব্যান্ডেজ পরে বিছানাগত হলাম। সান্তনা স্বরূপ আমাকে ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' পড়তে দেয়া হোল। নারীদের বিয়ের আংটি নিয়ে নার্সিং হোমের ডাক্তারের মন্তব্য আমাকে একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়, বিষয়টি খুবই জটিল মনে হয়। আমি মোশে ফিলিপ্পভিচকে প্রশ্ন করি, 'এর অর্থ কি? বিয়ের আংটি দিয়ে তবে কি করা হয়?'

তিনি কিছুটা আনমনে বললেন, 'এই নিয়ে তোমার এত চিন্তা ! এটা খুবই সহজ ব্যাপার, যারা বিয়ে করেনা, তারা বিয়ের আংটি পরেনা।'

গ্রেচেনের কথা আমার মনে পড়লো এবং কল্পনায় ভেসে উঠলো একটি আংটিকে ঘিরে অলিভার টুইস্টের ভাগ্য অনিশ্চয়তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, অথচ বাস্তবে আংটিটি ছিলই না। মানুষের নিষিদ্ধ সম্পর্কের জগতটা বইয়ের মাধ্যমেই আমার সচেতনতায় জায়গা করে নেয়। তার আগেও এ সম্পর্কে শুনেছি, তবে খুবই অমার্জিত ও স্থূলভাবে। আর এখন সাহিত্যের মাধ্যমে তার মর্যাদাকর রূপটা জানলাম। তাতে করে এ সম্পর্কটার মহত্তের দিকটাই আমার কাছে বড় মনে হোল।

সে সময় টলস্টয়ের পাওয়ার অব ডার্কনেস (আঁধারের শক্তি) বইটি মাত্র বাজারে এসেছিল। বইটি নিয়ে জনমত ছিল বেশ সরগরম। লোকজন খুব উৎসাহ নিয়ে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনার ঝড় তোলে কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনা। পোব্‌দনজেভ 'জার আলেক্যান্ডার থ্রি' নাটক মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হলেন। আমি জানতাম, আমার শোবার পর পাশের রুমে মোশে ফিলিপ্পভিচ ও ফ্যানি সলমনভ্‌না নাটকটি পড়বেন, তাই ঘুম আসছিলোনা। আমি তাদের পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। জানতে চাইলাম, 'আমিও

কি পড়তে পারি আপনাদের সাথে?' 'নারে ভাই, তুমি এখনও ছোট,' উত্তরটা এত স্পষ্ট ছিল যে, আমি আর কোন যুক্তি দিতে সাহস করিনি। খবর পেলাম যে বইটি দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। অভিভাবকদের অনুপস্থিতির সুযোগে ঝটপট কয়েক দফায় টলস্টয়ের নাটকটি বাসায় পড়ে নিলাম। আমার বিজ্ঞ পরামর্শকরা বাস্তবে যে ভয় বা আশংকা করেছিলেন, সে তুলনায় আমার কাছে ব্যাপারটি তত আকর্ষণীয় মনে হোলনা। নাটকের সবচেয়ে ট্র্যাজিক দৃশ্যে, যেখানে শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয় এবং ক্যাচ ক্যাচ শব্দে হাড় ভাঙ্গা নিয়ে যেসব কথাবার্তা হয় তাকে ভয়ার্ত অবস্থা হিসাবে গ্রহণ না করে বরং একটি সাহিত্যিক উদ্ভাবন, মঞ্চোয়ন কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। আর না হয়, আমি নাটকটি সম্পর্কে এর বেশী কিছু বুঝতে পারিনি।

গ্রীষ্মকালের ছুটিতে দেশে গেছি। সিলিং এর নীচে বইয়ের তাক হাতড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেলাম। আমার বড় ভাই এটি এলিজাবেথগ্রাদ থেকে এনেছেন। আমি বইটি খোলা মাত্রই গোপন এবং অসাধারণ কিছু একটা খুঁজে পেলাম। বিষয়টি ছিল একটি মার্ডার কেসের কোর্ট রিপোর্ট যার মধ্যে একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে যৌন অপরাধের গল্প। আমি তার লিগ্যাল ও মেডিক্যাল বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। পড়ে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠে। মনে হচ্ছিল আমি যেন এক চাঁদনী রাতে গভীর জঙ্গলে ভূতের ছায়ার মতো টলতে টলতে ছুটে বেড়াচ্ছি কিন্তু বন থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছিনা। মানুষের, বিশেষ করে শিশুর মনোজগতে, তার নিজস্ব নিরাপদ বর্ম এবং নিরাপত্তা কৌশল সংরক্ষিত থাকে যা যেকোন অতর্কিত ও তীব্র আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করে।

আমি প্রথম মঞ্চ নাটক বা থিয়েটার দেখি যখন স্কুলের প্রেপারেটরি ক্লাসে পড়ি। এটি গল্প করার মত খুব একটা ভাল অভিজ্ঞতা ছিলনা। গার্লস স্কুলের দারোয়ান গ্রেগরি খলদ-এর অভিভাবকত্বে আমাকে একটি য়ুক্র্যানিয় নাটক দেখতে যেতে হয়। বিবর্ণ কাগজের মতো মনমরা হয়ে বসেছিলাম এবং আনন্দের চেয়ে অত্যাচারটাই ছিল বেশী, আমার ধারন ক্ষমতার বাইরে। গ্রেগরি বাসায় গিয়ে ফ্যানি সলমনভ্নাকে এমনটিই জানিয়েছে। মধ্যবর্তি বিরতির সময়ও আমি আসন ছেড়ে উঠে আসিনি-খোদা না করুন! আমি কোন কিছু যেন মিস্ করে না ফেলি ! নাটক শেষ হয় একটি কমিক দিয়ে। মূল নাটকটি দর্শকদের মধ্যে যে স্নায়ুচাপ সৃষ্টি করেছিল, তার খানিকটা লাঘব করা হোল দর্শকদের বুনো হাসি হাসিয়ে। আমি আমার বসবার আসনেই স্থির ছিলাম কখনো মাথাটা পিছনে হেলান দিয়ে, কখনো মঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বাসায় এসে নাটিকার সাথে আরো নতুন নতুন উপকরন যোগ করে সকলকে হাসাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে খুব একটা সফল হতে পারিনি। বরং মোশে ফিলিপ্পভিচ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'নজর স্টডলিয়া' নাটকটি তোমার বোধহয় ভাল লাগেনি, তাই না ?' তার প্রশ্ন আমার কাছে মানহানিকর মনে হোল। আমি নজরের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে বললাম: 'তা না, নাটকটি খুব আকর্ষণীয়ই ছিল'।

তৃতীয় গ্রেড পাস করার আগে, আমি গ্রীস্মের ছুটিতে অঝেসার বাইরে আমার প্রকৌশলী কাকার গ্রীষ্মকালীন বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে একটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠির সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের সঙ্গে আমার স্কুলের ছাত্র ক্রুগলিজাকভও ছিল। সে চাকরের ভূমিকায় অভিনয় কোরত। ক্রুগলিজাকভ ছিল খুবই হ্যাংলা-পাতলা ও খেয়ালী ধরনের এবং অসুস্থ। তবে চোখ দু'টো বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমাকে মঞ্চাভিনয়ে তার সঙ্গী করার অনুরোধ করি। সে রাজি হয়। আমরা পুশকিনের The Niggardly Knight মঞ্চস্থ কোরব বলে স্থির করি। আমি অভিনয় কোরব পুত্রের আর সে পিতার ভূমিকায়। আমি অনায়াসে তার নির্দেশনা মেনে চলি এবং পুশকিনের দেয়া ডায়লগ সারাদিন ধরে আওড়াই। এ ছিল এক মধুময় আনন্দের অনুভূতি ! তবে, শীঘ্রই আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ক্রুগলিজাকভের বাবা-মা তার অসুস্থতার কারণে, তাকে নাটক করতে দিলেননা। স্কুল খোলার পর প্রথমদিকে দু'এক সপ্তাহ মাত্র সে স্কুলে আসে। আমি প্রতিদিনই স্কুল ছুটির পর বাড়ি আসার পথে তার সাথে আসার চেষ্টা করতাম এবং দুজনে সাহিত্য নিয়ে গল্প করতে করতে আসতাম। একদিন হঠাৎ দেখি সে আর স্কুলে আসেনা। শুনলাম সে অসুস্থ। দু'মাস পরে খবর এল, সে আর নেই, ক্ষয়রোগে মারা গেছে।

থিয়েটারের যাদু আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশ কয়েক বছর। শেষের দিকে, ইতালীয় গীতি-নাট্যের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ জন্মে। এজন্য অঝেসাও ছিল বেশ খ্যাত । ষষ্ঠ গ্রেডে পড়াকালে আমি গীতি নাটক

পড়িয়ে পয়সাও কামাই করি। কয়েকমাস আমি কণ্ঠসঙ্গীতেরও প্রেমে পড়ে যাই। বাসার সবার অজান্তে চুপচাপ গিয়াসেপিনা উগেট ছদ্মনামে কণ্ঠসঙ্গীতের উচ্চ গ্রামে বালক কণ্ঠে অংশগ্রহণ করি। তখন আমার মনে হোত, এ যেন আমি নই, স্বর্গ থেকে কেউ একজন নেমে এসে আমার ওপর ভর করে অঝেসা থিয়েটারের মঞ্চে অবতরন করেছে।

খবরের কাগজ পড়া আমার জন্য বারণ থাকলেও খুব কড়াকড়ি ছিলনা এবং ক্রমশঃ সে বাধা পেরিয়ে পড়ার অধিকার পেলাম, তবে বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্যের কলামটা পড়তেই হোত। অঝেসায় পত্র-পত্রিকা ও সংবাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল থিয়েটার, বিশেষ করে গীতিনাট্য। শহরের জনগনের মধ্যে নাটকের অভিরুচী নিয়েই বিভিন্ন শেণীকরন হোত এবং তদানুযায়ী জনমতও প্রকাশিত হোত। খবরের কাগজগুলোর জন্য এটিই ছিল একমাত্র বিষয় যেখানে তাদের মতামত ও আনন্দ-উত্তেজনা উদারভাবে প্রকাশ করা যেতো।

তখনকার দিনে শিল্প-সাহিত্য কলামিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা ছিলেন দরশেভিচ। স্বল্প সময়েই তিনি নগরের সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন। তিনি লিখতেন কম, লেখার কলেবরও ছোট এবং বিষয়বস্তুও ছিল মামুলি। কিন্তু তার মেধা ছিল প্রশ্নাতীত এবং কলম ছিল খুব সাহসী। অঝেসা নগরের গবর্নর জেলনি দ্য সেকন্ডের নিপীড়নমূলক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তার নির্দোষ-নির্মল রচনা নাগরিকদের একটুখানি হলেও নির্মল ও মুক্ত বাতাস সঞ্চার কোরত। সকালবেলা পত্রিকা খুলে প্রথমেই দেখতাম দরশেভিচের কলাম আছে কিনা। তার লেখার প্রতি পরিবারের মধ্যপন্থি বাবা-মা থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়েরা সবাই আকৃষ্ট ছিল এবং সবাই উৎসাহ নিয়ে আলোচনা কোরত।

ছোটবেলায় শব্দের প্রতি আমার নিবিড় ভালবাসা এখানে আসার পর হারিয়ে গিয়েছিল। দরশেভিচের কলাম পড়ার পর থেকে তা আবার নতুন শক্তি পেল। তবে আমার এ শক্তি সাধারনত নিজের মর্মমূলেই জমা থাকতো। আমার দৃষ্টিতে লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীরা সবসময় সবার আগে পৃথিবীর আকর্ষণীয় আলোর জগতের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। অন্যরা পরে তাদের চিহ্নিত পথ অনুসরন করে।

দ্বিতীয় গ্রেডে থাকতেই আমরা একটা ম্যাগাজিন বের করা শুরু করি। এ নিয়ে আমি আর মোশে ফিলিপ্পভিচ অনেক মত বিনিময় কোরতাম। তিনি এর শিরোনাম দেন: The Drop (ফোঁটা)। ধারণাটা এমন ছিল যে সেন্ট পল রিয়েলস্কুলের দ্বিতীয় গ্রেডের একজন ছাত্র এর মাধ্যমে সাহিত্য-সমুদ্রে ফোঁটা ফোঁটা জল দেয়। আমি ম্যাগাজিনটি নিয়ে একটি কবিতা লিখি এবং সেটি ভূমিকায় স্থান পায়। এছাড়া আরো অনেক কবিতা ও গল্প এতে থাকতো তবে বেশীরভাগই আমার নিজের। আমাদের সঙ্গে একজন ড্রাফট্সম্যান যোগ দেন, তিনি তার অঙ্গসজ্জা আঁকতেন। কে যেন একজন সাজেস্ট কোরল, ম্যাগাজিনটি ক্রিঝানোভ্স্কিকে দেখানো যেতে পারে। যেই কথা সেই কাজ। বালকদের মধ্যে একজন (ধরা যাক তার নাম ওয়াই) ক্রিঝানোভ্স্কির বাড়িতেই থাকতো। সে-ই দায়িত্ব নিল। আমরা কয়েকজন বালক মিলে ক্রিঝাওভ্স্কির সাথে দেখা করতে ম্যাগাজিনসহ তার বাড়িতে গেলাম। তিনি বালকদের সাদরে বসতে দিলেন। ওয়াই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাথে ম্যাগাজিন হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করল। ব্যাপারটা এরকম: সে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ক্রিঝানোভ্স্কির মাস্টার টেবিলের সামনে উপস্থিত হোল, বেশ সপ্রতিভভাবে তার সামনে ম্যাগাজিনটি রাখলো এবং মাথা নুয়ে সম্মান জানিয়ে তার বসবার আসনে ফিরে এল। আমরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। ক্রিঝানোভ্স্কি ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদ দেখলেন, তার গোঁফ দাঁড়ি ও চোখের ভ্রু নাচিয়ে কয়েকবার ঠোঁট বাঁকা করলেন এবং তারপর নিঃশব্দে পড়তে থাকলেন। ঘরে তখন পিন-পতন নীরবতা; কেবল দ্য ড্রপ এর পাতার খসখস শব্দ শোনা গেল। তারপর তিনি তার পড়ার টেবিল থেকে উঠে এসে বেশ আনন্দোচ্ছ্বল অনুভূতি নিয়ে আমার 'পিওর লিটল ড্রপ' কবিতাটি সরবে আবৃতি করে, বালকদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগে, ভাল?'

সবাই একসাথে বোলল, 'ভাল'।

'হ্যাঁ, ভাল হতে পারে, তবে এই কবি কবিতার রচনা কৌশল সম্পর্কে কিছুই জানেনা। বলতো দেখি, তিন অক্ষরের 'ডাকটিল' ছন্দ কি?' প্রশ্নটি আমাকেই করলেন।

দোষ স্বীকার করে বললাম, 'জানিনা' । 'ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি ।' বলেই দ্বিতীয় গ্রেডের ক্ষুদ্র বালকদের উদ্দেশ্যে কবিতার ছন্দের ওপর ছোটখাট এক দুর্বোধ্য লেকচার দিয়ে ফেললেন, যারা এখনও ব্যাকরণের বাক্যরীতিও ভাল করে পড়েনি ।

পরিশেষে বললেন, 'ম্যাগাজিনে লিখার সময় এসব ছন্দ-টন্দের পরোয়া করোনা, লিখে যাবে । এটাকে ঠিক নিজেদের এক্সারসাইজ বুক হিসেবেই বিবেচনা করবে । সাহিত্যের সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার দরকার নেই ।' উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় স্কুল ম্যাগাজিন বের করা ছিল নিষিদ্ধ । একারণে তার দায় দিতে হোল । আমার শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে আসা লেখা-পড়ায় হঠাৎ ছেদ পড়ল । ম্যাগাজিন বের করার দায়ে আমাকে সেন্ট পল রিয়েলস্কুল থেকে বহিষ্কার করা হোল ।

(২)

ছেলেবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি জীবনে অনেক বিরোধের মুখোমুখি হয়েছি । বলতে কি ন্যায়-অন্যায় বোধকে কেন্দ্র করেই অন্যের সাথে আমার সম্পর্ক রাখা না রাখা নির্ভর কোরত । এজন্য অনেকের সাথেই আমার বন্ধুত্ব রক্ষা হয়নি । এরকম ঘটনা অসংখ্য বিবরণ দিতে গেলে লম্বা ফিরিস্তি হবে, তাই কেবল দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই ।

দ্বিতীয় গ্রেডে পড়াকালে, আমার বিরোধ বাধে ফ্রেঞ্চ ভাষার শিক্ষক বার্নান্ডের সাথে । তাকে আমরা 'দ্য ফ্রেঞ্চম্যান' বলতাম যদিও তিনি ছিলেন একজন পাক্কা সুইজ । স্কুলে জার্মান ভাষা আর রুশ ভাষা শেখা নিয়ে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোত । তবে ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমাদের অগ্রগতি হোতনা বললেই চলে । কারণ বেশীরভাগ শিক্ষার্থী স্কুলেই এই ভাষার প্রথম সংস্পর্শে আসতো, তবে জার্মানরা একে খুব জটিল মনে কোরত । বার্নান্ড জার্মান ছাত্রদের বিরুদ্ধে ছিলেন নিরন্তর খড়গ হস্ত । তার প্রিয়তম শিকার ছিল বকর । আগেই বলেছি, বকরটা ছিল বোকাটে । সবাই তাকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেও, সেদিন ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার এত কম নম্বর পাওয়াটা আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারিনি । তাই ক্লাসের সবাই বার্নান্ডের এই অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু একটা প্রতিবিধান করবো বলে মনস্থ কোরলাম । সেদিন তিনি খুবই নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিলেন এবং দুটো বদহজমের বড়িও গিলে নিয়ে ছিলেন ।

ক্লাসের সবাই চোখের ইশারা আর কনুইয়ের মৃদু গুতা দিয়ে পরস্পরকে জানান দিল যে আজ সবাই মিলে তাকে বৃন্দবাদন দেব । সবার মধ্যে আমার ভূমিকাও নেহাত কম ছিলনা । এধরনের বৃন্দবাদনের আয়োজন আগেও দু'একবার হয়েছিল । বিশেষ করে ড্রইং মাস্টারের বেলায় ঘটেছে, তার বিদ্বেষমূলক আচরন ও বোকামীর জন্য সবাই তাকে না পছন্দ কোরত বলে । বৃন্দবাদন দেয়ার অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক ক্লাস শেষ করে চলে যাবার সময় ছাত্ররা সবাই মিলে মুখ না খুলে পশু পাখীর সুরে অবজ্ঞা সূচক বিভিন্ন ধ্বনি দেয়া । মুখ বন্ধ রাখার কারণ, কে শব্দ করেছে, তা যেন টের না পাওয়া যায় । বার্নান্ডও এর আগে দু'একবার এরকম বৃন্দবাদন পেয়েছেন, তবে খুবই চাপাস্বরে, কারণ সবাই তাকে ভয় পেত । এবার আমরা সবাই মিলে সাহস সঞ্চয় করেছি । যেই মূহুর্তে দ্য ফ্রেঞ্চম্যান স্কুলের কাগজপত্র বগলদাবা করে যাবার উপক্রম করলেন, অমনি ক্লাসের একেবারে পেছনের সারি থেকে নেকড়ে বাঘের চাপা গোঙানির শব্দ শোনা গেল এবং মূহুর্তের মধ্যে প্রথম সারি পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস তাতে যোগ দিল । আমিও সানন্দে এতে যোগ দিয়েছিলাম । বার্নান্ড দরজা পর্যন্ত গিয়ে, গোঙানির শব্দ শুনেই ফিরে এসে, ক্লাসের মাঝখানে তার শত্রুদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তার মুখ ফ্যাকাশে নীল এবং চোখদুটো যেন অগ্নিগোলক কিন্তু নিথর চুপচাপ । সামনের সারিতে বসা ছেলেদের চোখে মুখে দেখা গেল সরল নির্দোষ চাহনি । পেছনের দিকের ছেলেরা তাদের কিটব্যাগ গোছাতে খুবই ব্যস্ত, ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি বা তারা কিছুই জানেনা । তিনি একদৃষ্টিতে আধা মিনিটেরও বেশী সমস্ত ক্লাসের দিকে তাকিয়ে প্রচন্ড রোষে খুব দ্রুত হন হন করে ক্লাস থেকে নিকেষ হলেন । এবার তার করিডোর পার হওয়া পর্যন্ত ফ্রেঞ্চম্যানকে প্রবলভাবে আবার সবাই একটানা বৃন্দবাদন শোনালো ।

পরবর্তি ক্লাস শুরু হওয়ার আগে শ্রেণীকক্ষে ঢুকলেন বার্নান্ড, শোয়ানিবিচ এবং ক্লাস মনিটর মেয়ার । মেয়ার সবার কাছে 'বর্বর পাঁঠা' নামে পরিচিত, কারণ তাঁর ফুলে ফেঁপে বেরিয়ে আসা চোখ, শক্ত মাথা আর অকর্মা

মগজ ছিল পাঁঠার মতো। শোয়ানিবিচ তার রুশ ভাষার শব্দ, ধাতু ও অলংকার মিশিয়ে কিছু সান্তনাসূচক ভূমিকা দিলেন এবং তার পাশাপাশি ক্লাসের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন করলেন। বার্নান্ড প্রতিশোধ স্পৃহায় ফুঁসছিলেন। আর মেয়ার তার কপাল ফুটে বেরিয়ে আসা চোখদুটি দিয়ে ছেলেদের মুখমন্ডল তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছিলেন, যারা কৌতুকপ্রিয় বলে পরিচিত, তাদের ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন,'তুমি নিশ্চই এর মধ্যে ছিলে।' কয়েকজন মৃদুভাবে অস্বীকার কোরল যে, তারা এর কিছুই জানেনা, একেবারেই নির্দোষ; অন্যরা চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে কোরল। এভাবে দশ থেকে পনের জনকে বাছাই করে ফাটক ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল: কারও শাস্তি একঘন্টা এবং কারও দুঘন্টা না খেয়ে আটক থাকা। বাকীদের বাড়ি যেতে ছুটি দেয়া হোল, আমিও তাদের দলে পড়লাম। তবে আমার মনে হয় রোল কলের সময় আমি বার্নান্ডকে, আমার দিকে চোখ কাত করে তীব্রভাবে তাকাতে দেখেছি। আমি শাস্তি মাফ পাওয়ার কোন চেষ্টা যেমন করিনি, তেমনি নিজেকে দোষীও মনে করিনি। তবে ছুটি পেয়ে স্কুল থেকে বাসায় যাওয়াটা আমার ভাল লাগেনি, কারণ শাস্তি প্রাপ্ত অন্য ছেলেদের সঙ্গে থেকে গেলে অনেক মজা হোত, যা থেকে আমি বঞ্চিত হলাম।

পরদিন স্কুলে ঢোকার পথে শাস্তি ভোগ করা ছেলেদের একজন আমাকে থামালো। 'এদিকে এসো, শোনো, ঘটনার প্রধান হোতা নাকি তুমি। গতকাল ডানিলভ মেয়ারের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। মেয়ার তখন বার্নান্ডকে জিজ্ঞেস করেছেন, তারপর হেডমাস্টার এসেছেন। তারা সবাই মিলে সাব্যস্ত করেছে, রিং লিডার সত্যি তুমি কি না, তা যাচাই করবে।'

গতকালের ঘটনাটা ভুলেই গেছিলাম। নিশ্চিন্ত মন নিয়েই স্কুলে আসছিলাম। এটা শুনে মনটা একেবারেই দমে গেল। এমন সময় মনিটর পিটার প্যাভলভিচ এগিয়ে এলেন; তিনি আমার জন্য গেটে অপেক্ষা করছিলেন, বললেন, 'হেড মাস্টারের কাছে যাও'। আমার প্রতি তার করা নির্দেশের ধরণ দেখে লক্ষণ ভাল মনে হোলনা। দারোয়ানদের কাছে জিজ্ঞেস কোরে কোরে এক সময় করিডোর পার হয়ে হেডমাস্টারের রহস্যঘেরা অফিস খুঁজে পেলাম। দরজার বাইরে দাঁড়ালাম। হেডমাস্টার অফিসে ঢুকবার সময় আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে ভেতরে গেলেন। আমি জীবন্মৃত অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হেডমাস্টার আবার তার রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমকে তাক করে দোষী চিহ্নিত করে কেবল বললেন: 'তুমিই কি সে ! আচ্ছা ঠিক আছে!' আমার তখন কেবলই মনে হতে লাগলো, মোটেই ঠিক নয়। কয়েক মিনিট পর টিচার্স রুম থেকে শিক্ষকরা বেরিয়ে দ্রুত পায়ে যার যার ক্লাসে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে কারোই নজর দেবার তেমন ফুরসত নেই। কেবল ক্রিঝানোভস্কি কৌতুকপূর্ণ ভেংচি কেটে আমার সালামের উত্তর দিলেন। মনে হোল তিনি বলতে চাচ্ছিলেন: 'ধরা খেয়েছো ব্যাটা। তোমার জন্য আমার কষ্ট হয় কিন্তু কপালের লিখন, না যায় খন্ডন।' এরপর বার্নান্ড আমার বিনম্র অভিবাদন গ্রহণ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন, নিজের বিদ্বেষপূর্ণ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তর্জনী নেড়ে বললেন: 'সেকেন্ড গ্রেডের তারকা ছাত্র নৈতিকভাবে এত খারাপ, ভাবাই যায়না !' তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পর 'বর্বর পাঁঠা' খ্যাত মেয়ার আমার সামনে এসে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। দৃঢ় আত্ম তুষ্টি নিয়ে বললেন, 'তুমিই সেই পাখি ! তোমাকে এর জন্য উচিত শিক্ষা দেব।' অতঃপর আমার ওপর দীর্ঘ নিপীড়ন শুরু হোল। আমাকে ক্লাস থেকে আলাদা করে বাইরে রেখে, সেদিন ক্লাসে লেখা-পড়ার পরিবর্তে কেবল স্বাক্ষীদের ওপর জেরার পর জেরা চলতে লাগলো। হেডমাস্টার, বার্নান্ড, মেয়ার এবং ইন্সপেক্টর কামিনস্কির সমন্বয়ে এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি নৈতিক অবক্ষয় জনিত তদন্ত কাজ শুরু কোরল।

গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার পরে জানা যায়, ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এভাবে: শাস্তি পাওয়া একটি ছেলে, ডানিলভ ফাটকে আটক থাকা অবস্থায় মেয়ারের কাছে সক্ষোভে নালিশ করে: 'আমাদেরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যে নাটের গুরু তাকে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সে নিজে গোঙানির শব্দ করেছে এবং অন্যদেরও প্ররোচিত করেছে। অথচ তাকে বাড়ি যেতে দিয়ে আমাদের আটকে রাখা হয়েছে। আপনি জিজ্ঞেস করুন, কার্লসনও একই কথা বলবে।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনা, সে খুবই মার্জিত ও ভদ্র ছেলে', বললেন মেয়ার।

কিন্তু কার্লসন, যে আমাকে প্রথম দিন গীর্জায় নিয়ে গিয়ে, গীর্জা প্রধান বিনেমানকে অঝেসার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটির অভিযোগের সত্যতা সমর্থন কোরল এবং আরো কয়েকজনও অনুরূপ তাকে সমর্থন জানালো। মেয়ার এরপর বার্নান্ডকে ডাকলেন। তিনি আগুনে আরো ঘি ঢাললেন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পীড়াপীড়িতে ও উৎসাহে ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন আমার বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ উত্থাপন কোরল।

তারা তাদের স্মৃতি হাতড়ে, এক বছর আগে হেডমাস্টারের হাঁটা নিয়ে আমি কি মন্তব্য করেছিলাম, জিগর্স্কিকে কবে 'বৃন্দবাদন' দিয়েছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। বকর, যে সকল সমস্যার হোতা, কাঁদ কাঁদ সুরে বললো, "আমি কেঁদেছি কারণ, আমাকে সবচেয়ে কম নম্বর দেয়ায়, আমি খুব দুঃখ পাই। তখন লিও আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলে: 'বকর, কেঁদোনা, তোমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কাছে আমরা দরখাস্ত কোরব, তখন তিনি বার্নান্ডের চাকুরি নট করে দেবেন।"

'কার কাছে দরখাস্ত করবে?'

' ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কাছে।'

'তাই ! তারপর তুমি কি বললে ?'

'আমি আর কিছু বলিনি।'

তার সাথে সুর মিলিয়ে ডানিলক্স বলল: 'এর কথা সত্য। লিও ক্লাসের সবাইকে বলে যে, সে দরখাস্ত লিখে দিবে আর সবাই তাদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে দরখাস্তে স্বাক্ষর করবে, যেন তার নিজের কোন ক্ষতি না হয়।'

'তাই !' বার্নান্ড, সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সে সবাইকে স্বাক্ষর করতেও বলেছে !'

ক্লাসের সব ছাত্রকে নির্বিচারে জেরা করা হোল। তাদের মধ্যে অনেকেই সরাসরি সবকিছু অস্বীকার কোরল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল কস্টিয়া। সে খুব বেদনাহত হয়ে তার সবচেয়ে ভাল বন্ধু স্কুলের সেরা ছাত্রের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রচুর কান্নাকাটি কোরল। পুরো ক্লাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। ক্লাসের বেশীরভাগ ছেলে খামোস হয়ে চুপ মেরে গেল। ডানিলভও মিথ্যাকথা যা বলার একবারই বলেছে, তারপর চুপচাপই ছিল। আমি মহা অপরাধীর মত হেডমাস্টারের অফিসের দরজার পাশে দাঁড়িয়েই থাকলাম। তিনি প্রধান প্রধান স্বাক্ষীদের একে একে ডেকে এনে অভিযুক্তের মুখোমুখি করিয়ে, সব শেষে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি চলে যাও, তোমার বাবা-মাকে আসতে বলো।'

বললাম, 'তারাতো দেশে থাকেন।'

তিনি বললেন, 'তবে, তোমার স্থানীয় অভিভাবককে আসতে বলো।'

মাত্র একদিন আগে আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে 'তারকা ছাত্র'-এর মর্যাদা দেয়া হয় এবং আমার পরবর্তি ছাত্রের চেয়ে বিপুল ব্যবধানে আমি এগিয়ে ছিলাম। এমনকি মেয়ারও কখনো আমাকে এতটা সন্দেহ করেনি। আর আজ আমি ধরাশায়ী হলাম। আর ডানিলভ, যে কিনা অলস ও পাজি হিসাবে খ্যাত, আমকে সমস্ত ক্লাস এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে অপদস্থ কোরল। ঘটনাটা কি দাঁড়ালো ? আমি কি একটি আহত ছেলেকে, যে আমার বন্ধুও না বা তার প্রতি আমার কোন আগ্রহও কখনো ছিলনা, সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে হঠকারিতা করেছি ? কিংবা আমি সমগ্র ক্লাসের ঐক্যবদ্ধ সমর্থণের উপর অতিরিক্ত আস্থাশীল হয়ে পড়েছিলাম?

পক্রভস্কির গলিপথ ধরে বাসায় ফিরে আসতে আসতে, এসব নিয়ে চিন্তা করার মত মানসিকতা আমার ছিলনা। বিধ্বস্ত চেহারা আর দুরু দুরু বুক নিয়ে, চোখের জল, নাকের পানি আর শব্দভান্ডার উজাড় করে ঘটনার বিবরণ একটা দাঁড় করিয়ে আমার অভিভাবকদের বলেছি। তারা তা শুনে সাধ্য মতোন আমাকে সান্তনা দিলেন, যদিও নিজেরা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। ফ্যানি সলমনভ্না নিজেই গিয়েছিলেন হেডমাস্টার, ইন্সপেক্টার ক্রিঝানভস্কি এবং য়বশেংকর কাছে। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে, যুক্তি দিয়ে তাদেরকে আমার পক্ষে রাখার জন্য অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন। এসবই করা হয়েছিল আমার অজান্তে। আমি আমার রুমে বসে থাকতাম। আমার স্কুল ব্যাগ কখনো খুলিনি, ধুলোও ঝাড়িনি। দিন যেতে থাকলো। এ নিয়ে কি সিদ্ধান্তে আসা যায়, তার জন্য হেডমাস্টার টিচার্স কাউন্সিলের মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিলেন। ব্যাপারটি ছিল আমার জন্য অত্যন্ত আতঙ্কোদ্দীপক ।

মিটিং হোল । মোশে ফিলিপ্পভিচ গিয়েছিলেন সিদ্ধান্ত জানতে । আমি এত অধীর আগ্রহে কান পেতে অপেক্ষায় থাকলাম যে, পরবর্তিকালে জারের আদালতের দন্ডের জন্যও এমন অপেক্ষা করিনি ।
নীচতলার প্রবেশদ্বারে পরিচিত খটাস শব্দ, লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠা পায়ের আওয়াজ, খাবার ঘরের দরজা খোলার ঝনাৎ শব্দ এবং একই সাথে অন্যরুম থেকে ফ্যানি সলমনভ্নার এগিয়ে আসার শব্দ আমাকে সচকিত কোরল । খুব আস্তে আমার শোয়ার কোনের পর্দাটা সরালাম ।
'বহিষ্কার করা হোল' ক্লান্ত ও অবসন্ন কণ্ঠে মোশে ফিলিপ্পভিচ বললেন ।
ফ্যানি সলমনভ্না রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করলেন, 'তাই !'
অনুচ্চ কণ্ঠে মোশে ফিলিপ্পভিচ আবার বললেন, 'হ্যাঁ, বহিষ্কার করা হোল' ।
আমি বোবার মত ড্যাব ড্যাব করে দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পর্দাটা টেনে দিয়ে নিজেকে আড়াল কোরলাম । গ্রীষ্মের ছুটিতে, ইয়ানুভকায় বেড়াতে গিয়ে ফ্যানি সলমনভ্না দৃশ্যটি বর্ণনা করলেন এভাবে: 'যখন বহিষ্কার শব্দটি বলা হোল, লিও একেবারে নীল হয়ে গেছিল, আমি তার জন্য ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম । আমি কাঁদিনি, তবে পাথর হয়েছিলাম ।'
টিচার্স কাউন্সিলে তিন ধরনের বহিষ্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল: যেকোন স্কুলে পড়ার অধিকার চীরতরে হরণ করা; সেন্ট পল রিয়েল স্কুলে পড়ার অধিকার রহিত করা; এবং ঐ স্কুলেই পুনঃভর্তি হওয়ার সুযোগ প্রদান করা । শেষেরটাই অনুমোদিত হোল, তার মানে ন্যূনতম শাস্তিই দেয়া হোল । এই খবর আমার বাবা-মার কানে গেলে পরিণতি কি হবে, তা ভেবে আমি ভয়ে কাঁপছিলাম । আমার স্থানীয় অভিভাবকদ্বয় এই আঘাতকে সহনীয় করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন । ফ্যানি সলমনভ্না আমার বড় বোনের কাছে লম্বা এক চিঠি লিখে বুদ্ধি শিখিয়ে দেন, ঘটনাটা কেমন করে বাবা-মার কানে তুলতে হবে । আমি স্কুল শিক্ষা বর্ষের শেষ অব্দি অঝেসাতেই ছিলাম এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে যথারীতি দেশের বাড়ি যাই । দীর্ঘ সাঁঝে, বাবা-মা যখন ঘুমে, আমি সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত আমার বড় ভাই ও বোনকে রীতিমত শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকায় একক অভিনয় করে জানিয়ে দিলাম । তাদের স্কুল জীবনের স্মৃতি তখনও তরতাজা । স্কুল ত্যাগে তারা যে আমার চেয়ে পাকা, তার বড়াই করতেও ভুললো না । আর আমার গল্প শুনেতো দু'জনেই হেঁসে খুন । হাসতে হাসতেই আমার বোন টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল । তারপর সিদ্ধান্ত হোল আমি দু'এক সপ্তাহের জন্য অন্য কোথাও বেড়াতে যাবো । আমার অনুপস্থিতিতে আপু ঘটনাটি বাবাকে জানাবে । তবে বাবা শোনার পর তার ভাগ্যে না জানি কি ঘটে এটা ভেবে সে খুব শংকিত বোধ কোরল । বড় ভাইয়ার লেখাপড়ার ইতি ঘটার পর বাবার সমস্ত আশা-ভরসা আমাকে ঘিরে গড়ে আবর্তিত ছিল । আমার প্রথম বছরের শিক্ষা কার্যক্রমে বাবা খুব খুশী এবং আশান্বিত হন । কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই হঠাৎ এই প্রচন্ড আঘাত বাবা কি করে সইবেন, সবার ভাবনা এটা নিয়ে ।
বেড়াতে গিয়েছিলাম বাইরে । ফিরে এলাম এক বন্ধু, গ্রিসাকে সঙ্গে নিয়ে । সে ডানহাতি মিউজিসিয়ান মোশে খারিত্নভিচের নাতি । বাড়িতে পা দিয়েই মনে হোল আমার ব্যাপারটা ততক্ষণে সবাই জেনে গেছে । মা গ্রিসাকে খুব সাদরে গ্রহন কোরল কিন্তু মনে হোল আমাকে দেখেইনি । অথচ বাবা এমন ভাব দেখালেন, যেন কিছুই হয়নি । তবে দু'দিন পর, বাবা মাঠ থেকে এসে শীতল ঘরে বিশ্রাম নিতে নিতে মার সামনেই আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন: 'দেখাওতো বাবা, ক্লাসে মাস্টারকে কিভাবে শিষ দিয়েছিলে, এভাবে দু আঙ্গুল মুখে পুরে?' হাত দিয়ে দেখিয়ে, নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন ।
মা খুব অবাক হলেন, একবার আমার দিকে, আরেকবার বাবার দিকে চোখ মোচড়াতে থাকলেন । তার সহাস্যমুখে অসদাচরণজনিত ক্ষোভের ছায়া, ছেলের এমন একটা ভয়ংকর বাঁদরামী নিয়ে বাপ বেটার হাসি তামাসা, তিনি যেন মেনে নিতে পারছিলেননা ।
কিন্তু বাবা বারবার আমাকে বলছিলেন, 'দেখাও, কিভাবে সিটি মারছিলে?' আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন । আমার বহিষ্কারে বাবা কষ্ট পেলেও, আত্মতৃপ্তির বিষয় হচ্ছে, তার ছেলে যেমন ক্লাসের সেরা স্টার ছাত্র, তেমনি দুঃসাহসীও; যে উচ্চ-পদস্থ কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তামাসা করার ধৃষ্ঠতা রাখে । আমি শত চেষ্টা করেও বোঝাতে তাকে ব্যর্থ হলাম যে, আমরা সিটি বাজাইনি, খুবই শান্ত, ভদ্র ও নির্দোষভাবে নেকড়ের মত,গোঙানির শব্দ করেছিলাম মাত্র । যাহোক, শেষে মায়ের চোখের জল সেদিনকার মত সেই নাটকীয় দৃশ্যের ইতি টানলো ।

পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার কোন চেষ্টাই করিনি। লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটি অস্থিরতা আর মেজাজ খারাপ করেই কাটিয়ে দিলাম। পরীক্ষার দু'সপ্তাহ আগে অঝেসায় ফিরে এলাম। কিন্তু লেখাপড়ায় মন বসাতে পারিনি তেমন একটা। তবে ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রতি কিছুটা মনোযোগ দিয়েছিলাম। পরীক্ষায় বার্নান্ড কয়েকটি মামুলি প্রশ্ন করেই ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকরাও তেমন কোন প্রশ্নই আমাকে করলেননা। তৃতীয় গ্রেডে ভর্তির অনুমোদন পেলাম। ক্লাসে পুরনো ক্লাসমেটদেরকেই নতুন কোরে পেলাম। তাদেরই কেউ কেউ ঈর্ষা বশত আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আবার কেউ কেউ আমাকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছিল এবং বাকী বেশীরভাগই ছিল নিউট্রাল। তাদের এই ভূমিকা থেকে বুঝে নিলাম ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন করে তৈরী কোরব। বিশ্বাসঘাতক ও ঈর্ষাকাতর ছেলেদের সাথে কোন সম্পর্কই রাখলামনা; যারা আমার পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদের সাথে আগের চেয়েও ভাল বন্ধুত্ব গড়লাম। নিরপেক্ষদের সাথে নিরপেক্ষই রইলাম।

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই আমার প্রথম রাজনৈতিক সম্পর্কের পরীক্ষা হয়ে গেল। ঘটনাটি থেকে তিনটি গ্রুপ বেরিয়ে এল: একদিকে ঈর্ষাপরায়ণ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার দল, আরেকদিকে সাহসী ও উদারপন্থী দল আর মাঝখানে দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দোদুল্যমান নিরপেক্ষ নির্দলীয় মধ্যপন্থী আম জনতা। এই তিন গ্রুপকে আমি পরবর্তি জীবনেও বিভিন্ন স্থানে, কালে ও পরিস্থিতিতে বার বার দেখেছি।

(৩)

শহরের পথ-ঘাট থেকে তখনো বরফ সরেনি কিন্তু গরম পড়া শুরু হয়েছে। বাড়ির ছাদ, বৃক্ষ-লতা, পাখি ও প্রজাপতিরা জানান দিচ্ছে যে, বসন্ত এসে গেছে। চতুর্থ গ্রেডে পড়ুয়া বালকটি নিয়ম বিরুদ্ধ হলেও স্কুল ব্যাগের সরু লম্বা ফিতা হাতে নিয়ে আনমনে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে, কারণ ফিতার হুকটা ছিঁড়ে গেছে। গায়ের গ্রেট কোটটা তখন অপ্রয়োজনীয় ঠেকছে; গায়ে রাখলে ভেতরটা ঘামে, তার সাথে ক্লান্তি এসে ভর করে। ছেলেটির কাছে সবকিছু যেন নতুন লাগে, সর্বোপরি নিজেকেও। বসন্তের সূর্যরশ্মি এমন এক প্রেরণাদায়ক অনুভূতি জাগায়, যা স্কুল, ইন্সপেক্টর এবং পিঠে ঝোলানো স্কুল ব্যাগের চেয়ে; কিংবা লেখাপড়া, দাবাখেলা, নৈশভোজ এবং বইপড়া ও নাটকদেখার চেয়ে; এক কথায়, জীবনের সবকিছুর চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিধর মনে হয়। এর পেছনে ছোটার জন্য হৃদয়ে এক গভীর অনুভূতি ছেলেটির অস্থি মজ্জা সমেত সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে এবং সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, শুধু তার আহবানে সাড়া দিতে এক চরম ইচ্ছের মিষ্টি কষ্ট কাজ করে।

তার হৃদয় মন্দিরের যন্ত্রনাদায়ক গীতবাদ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে বোঁ-বোঁ করা মাথা নিয়ে সে ঘরে ফেরে। বইয়ের ব্যাগটা কোন রকমে টেবিলে রেখেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। তার ভীষণ কান্না পায়, কেন পায় তা জানেনা,তবুও বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তার চোখের জলের কৈফিয়ত খোঁজার জন্য নিজের জীবনের এবং বইয়ের করুণ দৃশ্যাবলী মনে মনে স্মরণ করে। এ যেন আগুনের চুল্লিতে নতুন জ্বালানী ঢোকানোর মত। বসন্তে অবগাহনের আকুল আকাঙ্খায় কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে বালিশ ভেজায়। তার বয়স তখন চৌদ্দ বছর।

শৈশব থেকেই বালকটি একটি রোগ ভুগে আসছিল। ডাক্তারের দেয়া নাম পরিপাক নালির ঘা (Chronic Catarrh)।রোগটি তার সারাজীবনের সঙ্গী। এজন্য তাকে নিয়মিত নির্ধারিত খাদ্য এবং প্রায়ই ওষুধ খেতে হোত। স্নায়বিক আঘাত তার হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাত। চতুর্থ গ্রেডে ওঠার পর এই রোগটা এত তীব্র হোল যে, তার পড়ালেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হোল। দীর্ঘদিন যাবত চিকিৎসাধীন থেকেও আরোগ্য না হওয়ায় ডাক্তার তাকে লেখাপড়ার অনুপযোগী ঘোষনা করে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

ডাক্তারের রায় কষ্টের বদলে আমার কাছে আনন্দদায়কই মনে হোল। তবে আমার বাবা-মার সম্মতি হলেই হয়। দেশের বাড়িতে আমার একজন গৃহশিক্ষক রাখা দরকার যেন স্কুলের শিক্ষাবছরটি নষ্ট না হয়। তার জন্য অতিরিক্ত খরচা দরকার। ইয়ানুভকার মতো গণ্ডগ্রামে আমার থাকার জন্য এ খরচ বহন করতে তাদের নারাজ

হওয়াই স্বভাবিক। মোশে ফিলিপ্পভিচের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা-ও সম্ভব হোল। জিগর নামক একজন ছাত্রকে আমার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করা হোল। ছোটখাট মানুষটির মাথার চুল সিংহের কেশরের মতো, তবে দুপাশে যে ধূসর হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি ছিলেন কিছুটা দাম্ভিক ও কিছুটা উদ্ভট, খুবই বাচাল ও নিতান্ত খাপছাড়া লোক। অনেকটা এ রকম, যিনি এখনও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, তবে অসমাপ্ত শিক্ষা বাকি জীবনে সমাপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি পদ্য লিখতেন এবং দুদ্বিানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার ঐ দুটি সংখ্যা সব সময় সঙ্গে রাখতেন এবং কাউকে দেখাতে পারলে খুবই খুশী হতেন।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন ছিল যে, দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হোত এবং ক্রমশ তা খারাপ হতে থাকলো। প্রথমে তিনি এক উদার আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী করতে চাইলেন আমার সাথে। সবসময় সবখানে আমার সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক চাইতেন। এরই এক পর্যায়ে তিনি কোন এক ক্লডিয়া নামক মেয়ের ছবি আমাকে দেখিয়ে, তার সঙ্গে বিভিন্ন জটিল সম্পর্কের ফিরিস্তি দিতেন। তারপর হঠাৎ করে আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করলেন যে, আমি যেন তাকে শিক্ষকের সম্মান দেখাই, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতো। এই অদ্ভূত পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটলো, সহিংস কলহের মধ্যেমে এবং আমাদের দুজনের সম্পর্কের ইতি হোল সেখানই। তবে যে যাই ভাবুক, এই গৃহশিক্ষকের উপাখ্যান থেকেও যে আমি কিছু শিখিনি, তা নয়। একজন প্রায় পাকা চুলের মানুষ একজন নারীর সাথে তার গোপন সম্পর্কের কথা আমি জেনেছি এবং তার অত্যন্ত চমকপ্রদ ছবি দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই অভিজ্ঞতা যেন আমার বয়সটাকে বাড়িয়ে দিল।

(৪)

উপরের ক্লাসে সাহিত্য পড়াতেন ক্রিঝানভ্স্কির বদলে গ্যামভ যিনি তখনও বেশ তরুন, সুন্দর চুল ও হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। তবে খুবই অদূরদর্শী এবং পড়ানোর বিষয়ের প্রতি তার তেমন কোন আগ্রহই ছিলনা। আমরা নীরসভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো তার সাথে একর পর এক অধ্যায় অতিক্রম করতাম। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল গ্যামভ সময়ানুবর্তিতা মানতেননা এবং বাড়ির কাজ হিসেবে দেয়া আমাদের লেখাগুলো না দেখেই নিজের কাছে রেখে দিতেন। পঞ্চম গ্রেডে সাহিত্যের বাড়ির কাজ হিসেবে আমাদের চারটি পেপার লিখতে হোত। আমি খুবই আগ্রহ নিয়ে এই কাজগুলো করতাম। শিক্ষক নির্দেশিত উৎস ছাড়াও আমি আরো অনেক বই পড়তাম, বিভিন্ন ঘটনা ও প্যাকেজ নোট করতাম, আমার কল্পনাশক্তি দিয়ে বাক্য বিন্যাস করতাম। সাধারনত বেশ প্রবল উৎসাহ নিয়ে লেখালেখি করলে নির্দোষ কুম্ভিলকবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা যায়না। আমিও তাই করতাম। ক্লাসে বালকদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছিল যারা রচনা লেখাকে একটা ঘৃণ্য কাজ মনে করতো।

কেউ ফেল করার ভয়ে, কেউ ভাল ফলের আশায় পঞ্চম গ্রেডের ছেলেরা তাদের বাড়ির কাজের মূল্যায়ন নম্বর পাওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তুপ্রথম কোয়ার্টারে নম্বরের খবর কখনো আসেনি । দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও একই অবস্থা। তৃতীয় কোয়ার্টারে আমি পুরো প্যাড ভরে একটি লেখা জমা দিলাম। আশায় আশায় তিন হপ্তা পার হোল নম্বর পওয়ার কোন লক্ষণ দেখিনা। খুবই বিনয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে গ্যামভের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি উত্তর এড়িয়ে গেলেন। পরের ক্লাসে আমার মতোই উৎসাহী প্রবন্ধ লেখক যাব্লনভ্স্কি গ্যামভকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন: 'আমরা যে পেপার গুলো তৈরী করে জমা দিয়েছি, তার একটিরও রেজাল্ট পাইনি, এগুলোর ভাগ্যে আসলে কি ঘটেছে?' গ্যামভ খুব কঠোরভাবে তাকে মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যাব্লনভ্স্কি হাল ছাড়লোনা। দু'চোখের ভ্রু কুঁচকে সে উত্তেজিতভাবে তার ডেস্ক সরিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বললো, 'এভাবে তো লেখাপড়া করা অসম্ভব'।

গ্যামভ উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, তুমি চুপ কর এবয় বস'।

কিন্তু সে বোসলওনা, চুপও করলোনা।

গ্যামভ চীৎকার করে বললেন, 'তুমি রুম থেকে বহিষ্কার হও'।

বার্নান্ডের সাথে গন্ডগোল হওয়ার পর থেকে আমি খুবই সতর্কভাবে চলতাম। আর এই ছেলেটির সঙ্গেও আমার তেমন বন্ধুত্ব ছিলনা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি চুপ থাকতে পারলামনা। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে জোরেই বললাম, 'জনাব এ্যানটন মিকাইলভিচ গ্যামভ, যাব্লনভ্স্কি এখানে ন্যায্য দাবি করেছে, আমরা সবাই তাকে সমর্থন করি'।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের অন্য ছেলেরাও সমস্বরে বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক, সে ঠিকই বলেছে'।

গ্যামভ প্রথমে কিছুটা হতচকিত হলেন, দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে তার সর্বোচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন: 'কি করতে হবে, কখন করতে হবে আমি জানি, আমি তোমাদের হুকুমে চলিনা, তোমরা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ কোরছ। আমি চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব'।

আমরা সরাসরি তাকে প্রচন্ডভাবে খেপিয়ে তুললাম।

'আমার শুধু তোমাদের পেপারগুলো চাই, এটাই শেষ কথা' তৃতীয় একজন কণ্ঠ মেলালো।

'যাব্লনভ্স্কি, এক্ষুনি বহিষ্কার হও!' তিনি চীৎকার করে উঠলেন।

সে একটুও নড়লনা। ক্লাসের সকল দিক থেকে ফিস ফিস শব্দ শোনা গেল, 'যাও, যাও, বাইরে যাও।'

কাঁধ-ঝাকিয়ে, চোখ পাকিয়ে,পায়ের বুট দিয়ে খুব জোরে মেঝেতে লাথি মেরে যাব্লনভ্স্কি রুম ত্যাগ কোরল। যাবার সময় গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধপাস করে দরজাটা বন্ধ করে গেল।

দরজার আড়ালে গোপনে সবার অজান্তে প্রথম থেকেই কামিনস্কি তার নিঃশব্দ রাবার সেলের জুতা পরে লুকিয়ে ছিলেন। এটি ছিল খুবই খারাপ লক্ষণ। তাকে দেখা মাত্রই ক্লাসরুমটি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। চড়া শুষ্ক মদালু গলায় তিনি তক্ষুনি তিরষ্কার করে এবং স্কুল থেকে বহিষ্কারের হুমকি দিয়ে সংক্ষেপে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ফেললেন এবং শাস্তি ঘোষনা করলেন: যাব্লনভ্স্কির নির্জন কারাবাস চব্বিশ ঘন্টা এবং সদাচরণে তিন নম্বর; আমার চব্বিশ ঘন্টা নির্জন কারাবাস; এবং তৃতীয় প্রতিবাদকারীর বারো ঘন্টা নির্জন কারাবাস। আমার ছাত্রজীবনের চলার পথে এটি দ্বিতীয় গর্ত। এবার আর অন্য কোন পরিণতি ঘটলোনা। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও গ্যামভ আমাদের লেখাগুলো ফেরত দেননি। আমরাও নিরূপায় হয়ে ব্যাপারটি ভুলেই গেলাম।

সে বছর রুশ সম্রাট জার মারা যায়। ঘটনাটি মনে হোল খুবই অসাধারন এমনকি বিস্ময়করও কিন্তু যেন অনেক দূর দেশ থেকে ভুমিকম্পের খবর শোনা। আমার চারপাশের কেউই সম্রাটের অসুস্থতার খবরে বিচলিত হয়নি, তার জন্য মনে সমবেদনা প্রকাশ করেনি বা তার মৃত্যুতে দুঃখও পায়নি। আমিও না। পরদিন সকালে স্কুলে এসে মনে হোল অকারনে স্কুলটি আতঙ্কিত ও থমথমে অবস্থা। 'জার মারা গেছেন' ছেলেরা বলাবলি করছিল। কিন্তু আর কি করতে হবে বা কিভাবে অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে,কেউই জানতোনা। রাজা-মহারাজারা মারা গেলে কি করা উচত এরকম কোন ধারণাও ছিলনা। কিন্তু সবাই খুব ভালই জানতো যে, আজ কোর ক্লাস হবেনা। তাই মনে মনে সবাই, বিশেষ করে যারা বাড়ির কাজ করেনি, বেজায় খুশী কিন্তু প্রকাশ নেই। নিরাপত্তা সুপারভাইজার সবাইকে বড় হলঘরে জমায়েত হতে বললেন। সেখানে মৃত জারের আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সংগীতের আয়োজন করা হোল। সোনালী ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে পাদ্রি কয়েকটি মূল্যবান বাণী দিলেন: 'পরিবারের বাবা মারা গেলে শিশুদের কষ্ট হয়, কান্না পায় কিন্তু যখন দেশের সকল মানুষের পিতা বা অভিভাবক মারা যায়, তখন কষ্টের মাত্রা কত গভীর হওয়া উচিত সবাই অনুভব কর'। কিন্তু কারো মধ্যে শোকের ছায়া দেখা গেলনা। প্রার্থনা সঙ্গীত হোল, তবে বেসুরো এবং আবেদনহীন। সবাইকে হুকুম দেয়া হোল বাম বাহুতে শোকের চিহ্ন স্বরূপ কালো কাপড়ের ব্যান্ডেজ পরতে হবে এবং কালো মিহি সূতি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ক্যাপ ব্যাজ। আর বাকি সবকিছু আগের মতই চলল।

পঞ্চম গ্রেডে উঠেই ছেলেরা এরপর কোন কলেজে পড়বে, কে কোন পেশা নিবে, এ নিয়ে মুখর আলোচনায় লিপ্ত থাকে। সবচেয়ে বেশী কথাবার্তা হয় প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের প্রফেসরদের ভর্তিচ্ছুদের প্রতি কঠোর মনোভাব, ছলচাতুরীপূর্ণ ও কুশলী প্রশ্ন এবং বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি নিয়ে। ভূতপূর্ব সিনিয়র ছাত্রদের অনেককেই চিনতাম যারা সেন্ট পিটার্সবুর্গে বছরের পর বছর ধরে ভর্তি পরীক্ষা দেয় আর ফেল করে, আবার প্রস্তুতি নেয়, আবারও একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে, এই-ই হচ্ছে অবস্থা। এসব পরিস্থিতি ভেবে অনেক ছেলেরই অন্তরাত্মা দুবছর আগে থেকেই খাঁচা ছাড়া হওয়ার মতো অবস্থা।

কোন অঘটন ছাড়াই ষষ্ঠ গ্রেড শেষ হোল। কত তাড়াতাড়ি স্কুল জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাবে এ নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। খুব ঘটা করে বড় হল ঘরে প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোল । সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফসররাও উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছিলেন। হেডমাস্টার বেশ ভাবগম্ভির আনুষ্ঠানিকতার সাথে ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুললেন। এসব আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে পরীক্ষার পূর্বলগ্নটা খুব ভীতিকর মনে হোল। পরীক্ষার্থীরা যেন হীমশীতলতায় আচ্ছন্ন। আশংকা আর ভয়টা এজন্য যে, সবাই ভাবলো, বোধহয় প্রশ্ন খুব কঠিন এবং নিজ যোগ্যতার বাইরে হবে। কিন্তু প্রশ্নপ্রত্র হাতে পাওয়ার পর মনে হোল ভয়-ভীতিটা অমূলক ও অতিরঞ্জিত ছিল। প্রতিটি বিষয়ের উত্তর দেয়ার সময় নির্ধারিত দুঘন্টা। শিক্ষকরা নিজেরাই, বহিরাগতদের পাহাড়াকে ফাঁকি দিয়ে, পরীক্ষার্থীদের সাহায্য কোরতেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমার পরীক্ষা শেষ হোত কিন্তু আমি পরীক্ষার খাতা জমা না দিয়ে বসে থাকতাম। হল পরিদর্শক ক্রিঝানভস্কির মৌন সম্মতিতে যারা কিছুটা দুর্বল ছিল তাদের সাহায্য করতাম ইশারা-ইঙ্গিতে।

সপ্তম গ্রেডকে মনে করা হোত অতিরিক্ত। সেন্টপল রিয়েলস্কুল সিস্টেমে সপ্তম গ্রেড ছিলনা বিধায় ছাত্রদের অন্য স্কুলে বদলি করার প্রয়োজন হোত। এই মধ্যবর্তি সময়টা নিজেদের খুব স্বাধীন মনে হোত। এসময় প্রত্যেকেই সিভিল সাজ-পোশাকে চলা-ফেরার সুযোগ পেতাম। যেদিন ডিপ্লোমা বা স্কুল সমাপণী সনদ পেলাম, সেদিন সবাই মজা করার জন্য সামার গার্ডেনে গেলাম। সেখানে খোলামঞ্চে, খোলামেলাভাবে স্বল্প বসনা ক্যাবারে শিল্পীরা নাচল-গাইল। স্কুল ছাত্রদের সেখানে ঢোকা কড়াভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমরা সবাই নেকটাই পরলাম, সিগারেট টানলাম এবং প্রতি টেবিলে দুটি করে বিয়ারের বোতল সাজানো ছিল। নিজেদের দুঃসাহস দেখে নিজেরাই অবাক হলাম। স্কুল মনিটর ভিলহেম আসা মাত্রই আমরা সবাই যার যার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তার ডাকনাম ছিল 'ছাগল', কারণ ভ্যা ভ্যা শব্দের মতোই ছিল তার কণ্ঠস্বর। তাকে দেখে সহজাতভাবেই দাঁড়িয়েছিলাম বুকটাও কেঁপে উঠেছিল। তার আসার আগ পর্যন্ত আমরা বিয়ারের বোতলের মুখ খুলিনি। সবাই চুপ হয়ে থাকলো।

'ইতোমধ্যে সবাই এসে গেছ? ভিলহেমের কণ্ঠে ছিল দুঃখ পরিতাপের আমেজ। তিনি সবার সাথে সৌজন্যমূলক হ্যান্ডসেক করলেন। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে সবার জ্যেষ্ঠ ছিল কভস্কি, তার হাতে আংটি পরা, আয়েশি ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে বিয়ার পানে যোগ দিতে মনিটরকে আমন্ত্রণ জানালো। এতে ছেলেদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্য দেখা গেল। ভিলহেম গাম্ভীর্যের সাথে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে, খুব দ্রুত 'গুড বাই' বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। যাবার সময় চারদিকে সতর্ক চোখ ফেলে জরীপ করলেন এই নিষিদ্ধ বাগানে কোন স্কুলছাত্র দুঃসাহস করে ঢুকে পড়েছে কিনা। আমরা তখন আমাদের মর্যাদা নিয়ে চতুর্গুণ সতর্ক। সবাই উদ্ধতভাবে বিয়ার পান উৎসবে মেতে উঠলাম।

প্রেপারেটরি ক্লাস থেকে শুরু করে সাত বছর আমি স্কুলে কাটিয়েছি। অনেক আনন্দ পেয়েছি কিন্তু মনে হয় তারচেয়ে কষ্টটাই পেয়েছি বেশী। সামগ্রিকভাবে আমার স্কুলের স্মৃতিকে রং দিয়ে বিচার করলে, কালো না হলেও ধূসর ছিল বলা যায়। স্কুল জীবনে আনন্দ বা বেদনা যাই থাক না কেন সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল হৃদয়হীন শাসন এবং অফিসিয়াল ফর্মালিটিগুলো। আমি একজন শিক্ষকের নামও বলতে পারবনা যার মধ্যে স্নেহ-মায়ার ন্যুনতম ছায়া দেখতে পেয়েছি। তারপরও আমাদের স্কুলটি মন্দ ছিলনা। এখান থেকে আমি কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয় শিখেছি: যেমন– প্রাথমিক জ্ঞান, পদ্ধতিগত কাজের অভ্যাস এবং বাহ্যিক নিয়ম-শৃঙ্খলা। এগুলো আমার পরবর্তি জীবনে খুবই কাজে এসেছে।

তবে এই একই স্কুল, আমার মনের মধ্যে ক্ষোভ, ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করেছে: নীতির সাথে বাস্ত বায়নের অমিল দেখে এবং উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের সাথে কার্যকরী ব্যবস্থার ফারাক দেখে। এই বীজই পরবর্তি কালে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রেক্ষিতে চারায়, বৃক্ষে, ফুলে ও ফলে বেড়েছে বহুগুণে।

৫ । গ্রাম ও শহর ।

নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রামেই কাটিয়েছি জীবনের প্রথম নয় বছর । পরে যখন শহরে যাই, তখন গ্রামে যেতাম প্রতি গ্রীষ্মে এবং কখনো কখনো বড়দিনে বা ইস্টারেও । আঠারো বছর বয়সের আগ পর্যন্ত আমি ইয়ানুভকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলাম । শৈশবের গ্রাম আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । পরবর্তি জীবনে শহুরে প্রভাবের সাথে যখন বিরোধ বাধতো তখন বাধ্য হয়ে বাস্তবে না হলেও কল্পনায় গ্রমে ফিরে আসতাম ।

গ্রামের কৃষিকাজ, ময়দার কল এবং আমেরিকার তৈরী আঁটি বাঁধার মেশিন আমাকে আপন করে নেয় । গ্রাম আমাকে গরীব চাষী ও কৃষিমজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে সাহায্য করে । তাদের কেউ কেউ কাছেই থাকতেন– আমাদের কলে ময়দা ভাঙ্গাতে আসতেন । কেউ কেউ আসতেন, বহু দূর, ইউক্রেনেরও বাইরে থেকে– তাদের হাতে থাকতো কাস্তে আর পিঠে ঝোলানো গাঁট্টি । গ্রামের অনেক স্মৃতি ভুলে গেলেও বা অবচেতনে হারিয়ে ফেললেও, আমার জীবনের প্রতিটি নতুন বাঁকে শৈশবের ছোট অভিজ্ঞতাগুলো বিপুলভাবে সাহায্য করে । তখনকার সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের নানান অবক্ষয় এবং নব্য পুঁজিপতিদের নানান উত্থান দেখতে গ্রাম আমাকে সাহায্য করে । রূঢ় ও বিচিত্র মানবিক সম্পর্কের আদিম চেহারা গ্রামে দেখে দেখে আমার অনুভূতি এমন হয় যে, শহুরে নাগরিক সংস্কৃতি আমার কাছে, তাৎক্ষণিকভাবে অতি-আধুনিক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হোত ।

শহরে পড়তে যাওয়ার পর প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে এসে শহর ও গ্রামের পার্থক্য আমার মনে দারুন রেখাপাত করে । বাড়ি যাওয়ার পথে আমি খুব চঞ্চল বোধ করি । আনন্দে আমার হৃদপিণ্ড ধুকপুক করে । পরিচিত সবকিছুকে নতুন কোরে বার বার দেখি । নবীবাগে এসে বাবার সঙ্গে দেখা হয় । তাকে আমার স্কুলের রিপোর্ট কার্ড দেখাই । গর্বের সাথে আমার প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর দেখিয়ে বুঝাই যে, এখন আমি প্রথম গ্রেডের ছাত্র এবং সেকারনে আমার ফুল-ড্রেস স্কুল য়ুনিফর্ম লাগবে । কাভার্ড ওয়াগনে চড়ে আমরা নৈশ ভ্রমণ করছিলাম । কোচম্যানের দায়িত্বে ছিল কমবয়েসী একজন মিল এ্যাসিস্ট্যান্ট । বিস্তীর্ণ স্তেপে, বিশেষ করে ছোট উপত্যকায়, কুয়াশাঘন হালকা কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপ্টা অনুভব করায় বাবা আমাকে কসাক আলখেল্লায় (Cossack cloak) জড়িয়ে নেন । পরিবেশ বদল, গাড়ির চলার গতি, স্মৃতি রোমন্থন ও নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা আমাকে উম্মাতাল করে তোলে । খুব বক বক করছিলাম, যেন স্কুল, পাবলিক ঠয়লেট, আমার বন্ধু কস্টিয়া, থিয়েটার এবং আরও কত কিছু নিয়ে ধারা-বিবরনী দিচ্ছিলাম । প্রথমে 'নজর স্টডলিয়া' এবং পরে 'দ্য টেনেন্ট উইদ অ্যা ট্রমবোন' থিয়েটার দুটোর পুরো কাহিনী বর্ণনা কোরলাম । বাবা আধো ঘুমে আধো জেগে আমার কথা শুনছিলেন এবং মৃদু হাসছিলেন । যুবক এ্যাসিস্ট্যান্ট একটু পর পর তার মাথা ঘুরিয়ে বাবার দিকে ফিরে বলছিল: 'কি দারুন গল্প!'

কসাক আলখেল্লা (Cossack cloak)



ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি এবং ইয়ানুভ্কায় গিয়ে জাগি । মনে হচ্ছিল আমাদের বাড়িটা ভয়ংকর রকমের ছোট; ঘরে তৈরী গমের রুটিগুলো ধূসর, এবং এতদিনের চিরচেনা গ্রামের স্বাভাবিক জীবন কেমন যেন অচেনা ও অদ্ভূত । মা-বোনদের কাছেও থিয়েটারের গল্প করি, কিন্তু বাবার কাছে যতটা ঐকান্তিক ছিল ততটা নয় । ওয়ার্কশপে ভিক্টর ও ডেভিডকে চিনতে কষ্ট হোল । ওরা অনেক বদলে গেছে– দেখতে আগের চেয়ে গাঁট্টাগোট্টা, বড়সড় এবং শক্তিশালী হয়েছে । তারাও আমাকে অন্য কেউ ভেবেছিল । শুরুতেই আমাকে সমীহ করে আপনি সম্বোধন করছিল । আমি আপত্তি জানালে ডেভিড বলল, 'এতবড় বিদ্যান মানুষকে কি বলে সম্বোধন কোরব?' আমার অনুপস্থিতিতে আইভান ভাসিলিয়েভিচ বিয়ে করেছেন । আগের সার্ভেন্ট কিচেনকে সংস্কার করে তার বাসা হিসাবে তৈরী করা হয়েছে, আর মেশিন সপের পেছনে একটা নতুন রান্নাঘর বানানো হয়েছে ।

গবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, বর্তমান আমি এবং শৈশবের আমির মধ্যে একটা নতুন দেয়াল যেন গড়ে উঠে । সবকিছু আগের মতো হলেও কোথায় যেন কিছুটা ভিন্নতা । কর্তা এবং কর্ম উভয়ই যেন নকল রূপ

ধরেছে। অবশ্য, গত এক বছরে কিছু কিছু বিষয় আসলেই বদলেছে। বাকী সবটাই অনেক বেশী পরিবর্তিত। কারন, আমি তাদের নতুন চোখে দেখছিলাম। প্রথমবার বাড়িতে এসে টের পেলাম আমি যেন পরিবারের সবার মাঝে থেকেও আলাদা। প্রথম প্রথম এ ফাটল তুচ্ছ গণ্য হলেও, ক্রমে তা আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। গ্রাম্য এবং শহুরে প্রভাবের দ্বন্দ্ব আমার পুরো স্কুল জীবনটাকে রঙিন কোরে তোলে। গ্রামের চেয়ে শহরের লোকজনের সঙ্গে মিশতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ কোরতাম। ফ্রেঞ্চ এবং রুশ শিক্ষকদের সাথে সামান্য বিরোধ ছাড়া, আমি স্কুল ও পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ভালই ছিলাম। এটা সম্ভব হয়েছিল সেপেনজার পরিবারে থেকে এবং শহরের সামগ্রিক জীবন-যাপন পদ্ধতির কারনে। সেপেনজার পরিবারটি ছিল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, সুদৃঢ় এবং উন্নত মানবিক গুণাবলীকে তারা আদর্শ নীতি হিসেবে চর্চা কোরত। সত্যি কথা কি, মানবিক মূল্যবোধ গ্রামের চেয়ে শহরে অনেক বেশী অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু শহরে তা প্রণালিবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও গোপনীয় বিষয়। শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে; তার বাইরে কেউ কারো জন্য মাথা ঘামায় না। গ্রামে সবাই পরস্পরকে জানে, এবং খোলামেলা দৃষ্টিতে মিলেমিশে বাস করে। সেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কও পুরনো গদি-আঁটা কাউচ আর তার স্প্রিং এর মতো। গ্রামে আমার নিজের আচরনও হোত অনেকটা ভারসাম্যহীন এবং ঝগড়াটে। ফ্যানি সলোমনোভনা ইয়ানুভকায় বেড়াতে গেলে মাঝে মাঝে সতর্কভাবে আমার মা-বোনদের পক্ষ নিতেন বলে তার সঙ্গেও আমি কয়েকবার ঝগড়া করেছি। অথচ, শহরে আমাদের সম্পর্ক শুধু বন্ধুসুলভই নয় বরং তিনি আমাকে খুব আদরও করতেন। গ্রামে মাঝে-মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও ঝগড়া ও মারামারি লেগে যেত। অথচ, শহরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও তেমন উচ্চ-বাচ্য হতে দেখিনি।

ডাক স্যুট



সদ্য ধোয়া ডাক স্যুট, সঙ্গে তামার কুলুপ যুক্ত চামড়ার বেল্ট এবং উজ্জ্বল হলুদ ব্যাজ সহ একটি সাদা ক্যাপ পরে মনে হোল আমাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। এটা আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলাম। শীতকাল। ফসল কাটার ভরা মৌসুম। ব্যাপক হারে গম কাটা হচ্ছিল। তা দেখতে একদিন আমি বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে মাঠে গিয়েছিলাম। আর্কিপ, গম কাটা কৃষি-শ্রমিকদের সর্দার। লোকটিকে দেখে মনে হল একইসাথে গোমড়ামুখো ও দয়ালু। সমগ্র পাহাড়ি-উপত্যকায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সঙ্গে তার অনুসারি এগারোজন গম-কাটুরে পুরুষ এবং বারো জন আঁটি বাঁধাইকারী নারী। বারোটি কাস্তে দিয়ে তারা গম কাটছিলেন এবং তার সাথে ভ্যাপসা গরম বাতাসও। আর্কিপের পা কাপড়ের টুকরো পেঁচিয়ে টাইট করে বাঁধা ও বোতাম দিয়ে আটকানো। নারীদের পরনে ছেঁড়া স্কার্ট বা সাদা সুতির শার্ট। কাস্তে দিয়ে ফসলকাটার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছিলো। মনে হচ্ছিল, যেন রুদ্র বাতাস স্বয়ং তাল বাজায়।

'দেখি তো এই শীতের গম কাটতে কেমন লাগে!', এই বলে বাবা আর্কিপের কাস্তেটা চেয়ে নিয়ে তার জায়গায় গম কাটতে শুরু করলেন। আমি খুব উৎসাহ নিয়ে দেখছিলাম। বাবা নির্দ্বিধায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাস্তে চালিয়ে গমের গোছা কাটছিলেন। তাঁর বাম পাশের কাটুরের সমান তালে একই পদ্ধতিতে দ্রুত গতিতে দক্ষ কর্মীর মতোই কাজ করছিলেন তিনি। আর্কিপ একচোখ বন্ধ করে তাকিয়ে কাটার নিপুনতা পরিমাপ করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বাবার দক্ষতার তারিফ করছিলেন। অন্যদের মনোভাব ছিল বিচিত্র রকমের। কেউ কেউ ভাবলো– বুড়ো তাদের চেয়ে কম জানেনা– তাই প্রশংসার ভাব দেখাচ্ছিল। আবার, কেউ কেউ ছিল নিরুৎসুক– মালিক তার নিজের জমিতে কাজ করছে– এ আর এমন বিশেষ কি। অন্যান্যরা ভাবলো– এ সবই লোক দেখানো হাবভাব– যত্তোসব। সম্ভবত আমি তাদের চিন্তাভাবনা যথাযথ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনি, তবে তাদের সম্পর্কের জটিল গতি প্রকৃতি ভালই বুঝতে পেরেছি।

কিছুক্ষণ পর বাবা অন্য মাঠে চলে গেলে আমিও একটা নতুন কাস্তে নিয়ে গম কাটার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। 'খোকা, ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে গমের গোছার গোড়া চেপে ধরো; পায়ের পাতা আলগা করে রাখ, চাপ দিওনা; তারপর গোছার গোড়ায় কাস্তে দিয়ে পোঁছ দাও'। কিন্তু প্রবল মানসিক উত্তেজনায় আমি একটুও দেখতে পাচ্ছিলামনা, কোথায় আমার গোড়ালি। তৃতীয় বার কাস্তে চালাতে গিয়ে আমার পায়ের পাতা ঠিকই নরোম মাটিতে দেবে গেল। আর্কিপ বললেন, 'তুমি যদি এমন করতে থাক,তবে কাস্তেটা খুব সহসাই ভেঙ্গে

যাবে, না হয় তোমার হাত-পা কাটা যাবে। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে শিখে নিও।' কালো মুখ এবং কাদায় মাখা একজন নারী বাঁধাইকারী, তাচ্ছিল্যের ঢঙ্গে আমাকে দেখছিলেন। আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এদের কাছ থেকে সরে এলাম। আমার হলুদ ব্যাজ সজ্জিত ক্যাপের ভেতর থেকে ঘামের স্রোত নামছিলো। পেছন থেকে কাটুরে মুতুজ্কা উপহাস করছিল, 'যাও এবার তোমার মায়ের সঙ্গে পিঠা খাও গিয়ে'। বুটের মতো কালো লোকটাকে আমি চিনতাম। ইয়ানুভকায় এ নিয়ে তার তিন বছর। যে গ্রামে থাকতো, সেখানে সে রসিক ও তীর্যক কথা-বার্তার জন্য বেশ সুপরিচিতি। গেল বছর একবার তার প্রভুদের সম্পর্কে তাকে খুব বাজে কিন্তু সত্য কথা বলতে আমি শুনেছি এবং তাতে বিশেষভাবে উপকৃতও হয়েছি। তার চটপটে স্বভাব এবং অসমসাহস আমাকে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু আজ তার অসংযত এবং নির্লজ্জ খোঁচা আমাকে ঘৃণায় দগ্ধ করছিল। আমার এমন কিছু বলা উচিত ছিল, যাতে সে আমার পক্ষে থাকার জন্য উৎসাহ পায় অথবা, উল্টো, এমন কড়া ধমক দেয়া উচিত ছিল, যাতে সে তার জিহ্বা সংযত করতে বাধ্য হয়, কিন্তু আমি জানতামনা কি বলতে হবে।

মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখি খালি পায়ে একজন মহিলা আমাদের ঘরের দরজার সিঁড়ির নীচের ধাপে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছেন। পাকা সিঁড়িতে বসার মতো সাহস নেই বিধায় এভাবেই বসে আছেন। তিনি আমাদের বোকা-সোকা রাখাল বালক, ইগ্নাটকার মা। একটি রুবলের জন্য সাত ভারস্ট (রুশীয় দৈর্ঘ্যের মাপ) পথ পায়ে হেঁটে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। এটা পেলে তিনি ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু বাড়িতে কেউ ছিলনা এবং তিনি রুবলও পাননি; তাই তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। দীনতা এবং বাধ্যতার এই বাস্তব মূর্তি দেখে সেদিন আমার হৃদয় পাথরের মতো ভারী মনে হয়েছিল।

পরের বছরটি ভাল তো নয়ই; বরং আরো খারাপ গিয়েছিল। একদিন ক্রুকুয়েট খেলা শেষে বাড়ি ফেরার সময় উঠোনে বাবার সাথে দেখা। তাঁর সারা গা ধূলোয় ভরা, কাপড় ছেঁড়া এবং মেজাজ তিরিক্ষে। মাত্র মাঠ থেকে ফিরছিলেন। পিছে পিছে আসছিলেন একজন ক্ষুদে চাষী, বামনাকৃতির শ্বেতী রোগী, নগ্ন পা, গোড়ালিটা কালো রং ধারন করেছে। লোকটা সকাতরে বলে যাচ্ছিল 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে আমার গাভীটা দিয়ে দিন' সঙ্গে প্রতিজ্ঞাও করছিল যে, মাঠ থেকে এটাকে দূরে রাখার জন সে সবকিছু করবে। বাবা জবাব দিলেন: 'তোমার গরু হয়তো বড় জোর দশ কোপেক মূল্যের ফসল খাবে, কিন্তু এটা দশ রুবল মূল্যের সমপরিমান শস্য মাড়িয়ে নষ্ট করবে।' চাষীটি কাকুতি মিনতি করছিল এবং তাতে প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের প্রতি তার ঘৃণাই প্রকাশ পাচ্ছিল। দৃশ্যটি আমার হাড্ডি-মজ্জায় গিয়ে বিঁধল। ক্রুকুয়েট মাঠ থেকে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ঘরে ফিরছিলাম। মাঠের পাড়ে নাশপাতি গাছের কাছে বোনদের পেয়ে মজা করে তাদের গায়ে রংও ছিটিয়েছিলাম। কিন্তু উঠোনের দৃশ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে আমাকে তীব্র নিরাশায় ডুবিয়ে দেয়। ঝড়ের বেগে বাবাকে পাশ কাটিয়ে বেডরুমে গিয়ে বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়ি, ২য় গ্রেডের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও চোখের জলে বালিস ভিজে যায়। বাবা হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে ডাইনিং রুমে গেলেন, চাষিটি তার পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে অনর্গল কথা বলছিল। আমি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর চাষিটি চলে গেল। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম– মা মিল থেকে ফিরেছেন; প্লেটের শব্দে বুঝলাম– রাতের খাবারের আয়োজন চলছে। মা আমাকে খেতে ডাকলেন...কিন্তু কোন সাড়া না দিয়ে কাঁদতে থাকলাম। চোখের জলে কষ্ট কমতে শুরু করেছিল। এমন সময় দরজা খুলে মা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কি ব্যাপার, লিওভোচ্কা?'

আমি কিছু বললামনা। মা ও বাবা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করলেন।

'তুমি কি চাষীর বিষয় নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ ? কিন্তু আমরা তো তার গরু ফিরিয়ে দিয়েছি এবং তাকে জরিমানাও করিনি।'

'আমি এসব নিয়ে মোটেও দুঃখিত না,' বালিশের নীচ মাথা রেখেই উত্তর দিলাম, চোখ ভেজার কারনে লজ্জা পাচ্ছিলাম।

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মা আবারো বললেন, 'আমরা তাকে জরিমানা করিনি।'

বাবা আমার দুঃখের কারণ অনুমান করে মাকে বলেন। আমি পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বাবা তা লক্ষ্য করেছিলেন।

একদিন, বাবা বাইরে ছিলেন, এমন সময় এক বদমেজাজী, লোভী এবং উদ্ধত পুলিশ সার্জেন্ট মাঠে এসে কর্মরত শ্রমিকদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করলেন। দুটি পেলেন মেয়াদ উত্তীর্ণ। তক্ষুণি তিনি তাদের মালিকদের ডাকলেন এবং তাদেরকে আটক করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ঘোষনা দিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এতই বয়োবৃদ্ধ যে তার গলায় গভীর ভাঁজ পড়েছিল; অন্যজন তার তরুন ভাগ্নে। তারা তাদের রোদে পোড়া হাঁটু মাটিতে গেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিল, প্রথমে বৃদ্ধ ও পরে তরুনটি। তারা বলছিল: 'দয়া করুন– আমাদের ক্ষতি করবেননা, স্যার!' ভুঁড়িঅলা ঘর্মাক্ত সার্জেন্ট তার তলোয়ার নিয়ে খেলছিলেন আর ভাঁড়ার ঘর থেকে তার জন্য আনা ঠান্ডা দুধ গিলছিলেন, এবং বললেন: 'আমি শুধুমাত্র ভূরিভোজের দিনে দয়া করি কিন্তু এ তো সাধারন একটা দিন মাত্র।' আমার কাছে মনে হোল, আগুনের ওপর বসে আছি এবং ভাঙ্গা গলায় প্রতিবাদ স্বরূপ দু'এক কথা বলার চেষ্টা কোরলাম। সার্জেন্ট আমার দিকে কটমট কোরে তাকিয়ে বললেন,'তরুন, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও'। আমার বোনও তখন তার আঙ্গুল নাড়িয়ে আমাকে সতর্ক করলেন। তারপর সার্জেন্ট দুজন শ্রমিককে নিয়ে চলে গেলেন।

ছুটির সময়গুলোতে আমি গ্রামে গিয়ে বাবার হিসাবরক্ষণের কাজে সাহায্য কোরতাম। হিসাবের খাতায় শ্রমিকদের নাম, নিয়োগের শর্তাবলী এবং মজুরী দেয়ার বিবরণ থাকতো। শ্রমিকদের মজুরি দেয়ার সময় বাবাকে সাহায্য কোরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে হঠাৎ কথা কাটাকাটির উপক্রম হোত। শ্রমিকদের উপস্থিতির কারনে চেপে রাখতাম। মজুরির হিসাবে কখনো প্রতারণা ছিলনা, তবে নিয়োগের শতার্দি সবসময় কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হোত–যা আমার ভালো লাগতো না। শ্রমিকরা, বিশেষ করে এক বৃদ্ধ, অনুভব করেছিলেন যে ছেলেটি তাদের পক্ষে। এটা বাবার মেজাজ খারাপ করে দেয়।

ঘরে ঝগড়া করার পর আমি একটি বই নিয়ে বেরিয়ে যেতাম এবং ডিনারের সময় পর্যন্ত বাইরে থাকতাম। এরকম একদিন মাঠের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ি। অবিরাম বৃষ্টি ও জোরে জোরে বজ্রপাত হচ্ছিল। বৃষ্টির জলস্রোত স্তেপে ছোট ছোট নদী তৈরি করে কলকল শব্দে বয়ে চলছিল এবং চারদিকে বিদ্যুৎ চমক যেন আমাকে ধরতে আসছিল। জামা-জুতো-টুপি ভিজে যাচ্ছে-তাই অবস্থা। আমি বহু কষ্টে হেঁটে হেঁটে চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যখন বাসায় ফিরি, তখন নির্লিপ্ত বাঁকা চোখে আমাকে স্বাগত জানানো হয়। আমার বোনই কেবল বদ্‌লানোর জন্য শুকনো কাপড় এবং কিছু খাবার এনে দেয়।

ছুটির পর সাধারনত বাবাই আমাকে শহরে দিয়ে আসতেন। নিজেরাই মালপত্র বহন কোরতাম। কষ্ট হলেও বড় ব্যাগগুলো বাবা পিঠে এবং হাতে বহন করতেন। যতটা সম্ভব আমিও নিতাম কিন্তু বাবার জন্য আমার খারাপ লাগতো। তবে, অঝেসার আত্মীয় স্বজনদের জন্য বাড়ি থেকে উপহার সামগ্রির ভারী বাক্স-পেটরা নেয়া হলে তখন কুলি ভাড়া করা হোত। বাবা বকশিস দিতে কিপ্‌টেমি করতেন। কুলিরা রাগে গজর গজর করত আর মাথা ঝাঁকাতো। এ নিয়ে আমি খুব অস্বস্তিতে ভুগতাম। তাই, যখন আমি একা ভ্রমণ করতে গিয়ে কুলি ঠিক করতাম, তখন কম দেয়ার ভয়ে আমার হাত খরচের অর্থ থেকেও কিছু দিয়ে দিতাম, এবং তারপরও উদ্বিগ্ন হয়ে কুলির চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির ছায়া খুঁজতাম। এটা ছিল বাড়ির সাথে আমার অন্তরঙ্গতার একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, যা আমি সারা জীবন বহন করেছি।

গ্রামে ও শহরে আমি পেটি-বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর পরিবেশে বাস কোরতাম, যাদের প্রধান লক্ষ্য সম্পদের মালিক হওয়া। তাই আমি শৈশবে গ্রাম এবং যৌবনে শহর থেকে নিজেই নিজেকে আলাদ করে ফেলি। সম্পদের মালিক হওয়ার এই সহজাত প্রবৃত্তি, পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনাচার থেকে আমি জোর করেই দূরে চলে এসেছি এবং আর কখনও পেছনে ফিরে তাকাইনি।

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে কখনো কোন বিরোধ ছিলনা; বরং তারা বিভিন্নভাবে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কাজ করত। আমাদের পরিবারে ধর্ম পালনে কড়াকড়ি ছিলনা। নিতান্ত আয়েশে ধর্মিয় লৌকিকতা বজায় রাখা হোত। যেমন, ছুটির দিনে বাবা-মা মাঝে-মধ্যে কলোনির সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনালয়) যেতেন; এবং মা শনিবারে সেলাইয়ের কাজ থেকে বিরত থাকতেন। সবই ছিল লোক-দেখানো। কিন্তু শিশুদের জন্ম ও বিকাশ লাভ এবং পরিবারের সম্পদ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এসব ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাও ক্রমশ কমে যায়। বাবা যৌবনকাল থেকেই নাস্তিক ছিলেন এবং পরবর্তীতে মা ও আমাদের

সামনে খোলাখুলি এ কথা বলতেন। মা বিষয়টি এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু যখন দরকার মনে করতেন তখন ঈশ্বরের দিকে চোখ তুলে চাইতেন।

আমার বয়স যখন সাত আট বছর তখন দেখেছি, আমাদের পরিবারে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল সহজাত বা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। একবার এক সম্ভ্রান্ত মেহমান আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন,'বল তো ঈশ্বর কি ?'

(উল্লেখ্য যে, আমাদের বাড়িতে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা মেহমান এলে তাঁর সামনে আমাকে আমার আঁকা নক্সা ও রং করা ছবি দেখাতে হোত এবং ছড়া-কবিতা আবৃতি করে শোনাতে হোত। কারন, প্রচলিত রীতি অনুসারে, আমার বাবা-মা তাদের ছেলের মেধা অতিথিদের দেখিয়ে গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করতেন।)

আমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'ঈশ্বর এক প্রকারের মানুষ'।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন: 'না, ঈশ্বর মানুষ নন'।

আমি তখন মানুষ ছাড়া পশু-পাখি আর গাছ-পালাই শুধু চিনি। তাই, তাকে আবার জিজ্ঞেস কোরলাম, 'তবে ঈশ্বর কি?'

মেহমান, বাবা এবং মা তৎক্ষণাৎ বিব্রতকর হাসি দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন। শিশুদের বেড়ে ওঠার কালে অযাচিত কথাবার্তায় বড়দের বেলায় সবসময় যা হয়।

মেহমান বললেন, 'ঈশ্বর হচ্ছে আত্মা'।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হাসি মুখে তাকিয়ে তাদের মুখ দেখে বুঝতে চেষ্টা কোরলাম, তারা কি সত্যি বললেন, না মজা করলেন। কিন্তু না, মজা করেননি। আমি তাদের জ্ঞানের কাছে মাথা নত করলাম। তখন থেকে আমি ঈশ্বরকে আত্মা বলে জানি। তবে, ছোট্ট আদিম মানুষ হিসেবে, আমি আমার নিজের মত করে ঈশ্বর বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত করলাম 'প্রাণ'কে। কারণ ইতোমধ্যে আমি জানতে পেরেছি যে, 'প্রাণ' হচ্ছে জীবের 'শ্বাস-প্রশ্বাস',যা মৃত্যু হলে বন্ধ হয়ে যায়। যা হোক, আমি তখনও জানিনি যে, এই বিশ্বাস 'সর্বপ্রাণবাদ বা অধ্যাত্মবাদ' এর অংশ।

বাড়িতে আমার প্রথম ছুটিতে, ডাইনিং রুমের সোফায় ঘুমোতে যেতে যেতে, আমি জেড নামের এক ছাত্রের সাথে ঈশ্বর নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ি। তিনি ছিলেন ইয়ানুভকায় একজন সম্ভ্রান্ত মেহমান এবং ঘুমোতেন ডিভানে । তখনও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই আসলেই ঈশ্বর আছেন কি নেই। এ নিয়ে খুব একটা চিন্তিতও ছিলামনা, তবে একটা সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজতে চাইতাম।

আমি বালিশের উপর ঝুঁকে জেডকে প্রশ্ন কোরলাম, 'মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়?'।

উত্তর এল, 'মানুষ যখন ঘুমায় তখন কোথায় যায়?' ।

'ও,আচ্ছা, তার মানে তখনও থাকে ...' আমি বললাম। অতৃপ্তিতে জেগে থাকতে চাইছিলাম।

'একটা ঘোড়া মরে গেলে তার প্রাণ কোথায় যায় ?' জেড বললেন।

এই উত্তরটি আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট কোরল এবং তৃপ্ত হয়ে ঘুমালাম।

শেপেনজার পরিবারে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান একেবারেই পালন করা হোতনা, এমনকি বৃদ্ধা আন্টির কথা বিবেচনা করেও না। তবে, আমার বাবা চাইতেন আমি যেন মূল বাইবেল সম্পর্কে জানি। এটা ছিল তাঁর পিতৃত্বের অধিকারের একটা আব্দার। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে অঝেসার একজন প্রবীণ পন্ডিত ব্যক্তির কাছে বাইবেল পড়ি। আমার পড়া অল্প কয়েকমাস স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে আমার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসে বড় ফাটল ধরায়। বাইবেলের কয়েকটি পাঠে আমার শিক্ষকের মতামত ছিল দ্ব্যর্থবোধক। এটা আমাকে একটি চরম জিজ্ঞাসার প্রতি কৌতুহলী করে। আমি খুব সতর্কভাবে এবং কৌশলে প্রশ্নটি তাঁকে করি, 'যুক্তির খাতিরে যদি অনুমান করি যে ঈশ্বর বলতে কিছু নেই, তাহলে কিভাবে পৃথিবী এসেছে?'

'হুম্‌ম...', তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু এই প্রশ্নটি তুমি তাকেও তো কোরতে পার।' বিচক্ষণভাবেই বৃদ্ধ নিজেকে ব্যক্ত করলেন। আমি বুঝলাম যে আমার ধর্মীয় শিক্ষক ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন এবং আমিও মন স্থির করে পুরোপুরি শান্ত হলাম।

আমার স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা ছিল পাঁচমিশালী ধরনের। ধর্ম শিক্ষা দিতেন যথাক্রমে: একজন কোরে রুশ অর্থোডক্স, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক পুরোহিত এবং একজন ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষক। রুশ পুরোহিত ছিলেন আর্চবিশপের ভাগ্নে, তরুন, সুপুরুষ, রমণী মোহন হিসেবে খ্যাত, দেখতে যিশুর ছবির মতো, বাহ্যিক ঠাট-

বাটে যেন ড্রইংরুম– চোখে সোনার চশমা এবং মাথায় সোনালী ঝাঁকড়া চুল– এক কথায় অসম্ভব সুদর্শন। তার ক্লাসে ধর্মীয় পাঠ শুরু হওয়ার আগে রুশ অর্থোডক্স ধর্মের বাইরের ছাত্ররা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তার সামনে দিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যেত। ছাত্রদের গমন পথের দিকে চেয়ে তিনি এমন এক অভিব্যক্তি প্রকাশ কোরতেন, যাকে সত্যিকার খ্রিস্টিয় সহিষ্ণুতার ভাষায় বলা যায় অবজ্ঞা। যেমন– তিনি কোন কোন ছেলেকে জিজ্ঞেস কোরতেন,'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' ।

'আমরা ক্যাথলিক', উত্তর আসতো।

'ও, ক্যাথলিক!' তিনি মাথা নেড়ে বলতেন,'আচ্ছা, বুঝেছি... আর তোমরা?'

'আমরা ইহুদি ' ।

'ও, ইহুদি, আচ্ছা ইহুদি! তাই বুঝি, তাই বুঝি!'

ক্যাথলিক পুরোহিত আসতেন কালো ছায়ার মতো নিঃশব্দে, দাঁড়াতেন সবসময় দেয়ালের বিপরীতে ডানদিকে এবং চলেও যেতেন এত সঙ্গোপনে যে, আমি সারা বছর কখনো তার মুখ দেখতে পাইনি। জিগেলম্যান নামের একজন ভাল স্বভাবের মানুষ ইহুদি ছেলেদের বাইবেল ও ইহুদি জনগোষ্ঠির ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সব ধর্মীয় পাঠ দেয়া হোত রুশ ভাষায়, ছাত্ররা কখনোই সিরিয়াসলি নেয়নি।

জাতীয়তা বিষয়টি কখনো আমার মাথায় আসেনি, নিত্য জীবনাচারে এটা খুব একটা অনুভূতও হোত না। এটা সত্যি যে ১৮৮১ সালের আইনের পর, রাশিয়ায় ইহুদিদের অধিকার খর্ব হয়েছিল। আমার বাবা, জমি কেনায় খুবই উৎসাহী হলেও আর কিনতে পারেননি, কিন্তু গোপনে ইজারা নিতেন। এতে আমার নিজের কোন ক্ষতি হয়নি। একজন ধনাঢ্য খামারির ছেলে হিসেবে আমি সুবিধাভোগী শ্রেণীর কাতারেই ছিলাম, শোষিতের নয়। আমার পরিবারের লোকজনের ভাষা ছিল রুশ-য়ুক্র্যানিয়। তবে এটাও সত্যি যে, স্কুলে ভর্তির ব্যপারে ইহুদি ছাত্রদের সংখ্যা নির্দিষ্ট কোরে দেয়ায় আমার এক বছর ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু স্কুলে আমি সবসময় ভাল ছাত্র ছিলাম এবং বিধি-নিষেধের বেড়াজালে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইনি।

আমাদের স্কুলে জাতিগত পরিচয় নিয়ে কখনো খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হোতনা। কিছু কিছু পলিসি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার বোধ শুধু ছাত্রদের মধ্যেই নয় বরং শিক্ষকদের মধ্যেও কিছুটা কাজ কোরত। তবে, উগ্র জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব যে ভেতরে ভেতরে ছিল তা বোঝা যেত এবং মাঝে-মধ্যে তার জোরালো বহিঃপ্রকাশও ঘটতো। তেমনই একজন ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক লিওবিমভ। তিনি শ্বেত রাশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ায় রুশ অর্থোডক্সদের প্রতি ক্যাথলিকদের নির্যাতন সম্পর্কে একজন পোলিশ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখান। অপমানে নীল হয়ে রোগা-পাতলা, লম্বা ও কালো ছাত্র মিজকেভিচ প্রতিবাদ স্বরূপ তার রূপালি দাঁত দেখিয়ে অবাক দৃষ্টি মেলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। লিওবিমভ নির্মম আনন্দের তৃপ্তি নিয়ে উস্কানির ঢঙ্গে তাকে বললেন, 'কি হে, তুমি কিছু বলছোনা কেন?' । ছাত্রদের মধ্যে একজন চীৎকার কোরে বললো: ' মিজকেভিচ একজন পোল এবং ক্যাথলিক।' লিওবিমভ বিস্মিত হওয়ার ভান কোরে, টেনে টেনে বললেন,'আচ্ছ, তাই নাকি? আমরা এখানে জাতি ভেদ নির্ণয় করিনা।'

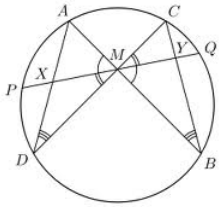
পোলিসদের প্রতি লিওবিমভের হীনমন্যতা, জার্মানদের প্রতি বার্নাণ্ডের আক্রোশ অথবা ইহুদি দেখলেই রুশ পাদ্রিদের মাথা নাড়ানো ইত্যাদি দেখলে আমার খুব কষ্ট হোত। প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে আমার অসন্তোষের একটি অন্তর্নিতি কারন ছিল সম্ভবত এসব জাতিগত বৈষম্য, কিন্তু পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সামাজিক অবিচারের কাছে এটাও তুচ্ছ গণ্য হয়। তাই জাতিগত পরিচয় কখনো আমার কষ্ট বা দুঃখের তালিকায় প্রধান ভূমিকা পালন করেনি– এমনকি অনুমোদনও পায়নি।

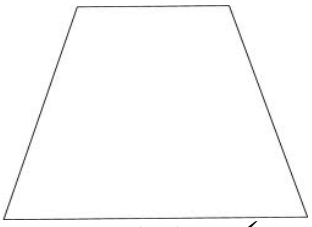
বিশেষের চেয়ে সর্বজনীনের, ঘটনার চেয়ে যুক্তি বা সূত্রের, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার চেয়ে তত্ত্বের ওপর প্রাধান্য বেশী দেয়ার মনোভাব জীবনের প্রথম থেকেই আমার হৃদয়ে শেকড় গজায় এবং যত দিন গেছে তত তা আরও বেড়েছে। শহর আমার এই মনোভাব গঠনে মূখ্য ভূমিকা রাখে। এই মনোভাবই পরবর্তীতে আমার জীবন দর্শনের ভিত গড়ে। পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের ছাত্ররাও যখন প্রচলিত কুসংস্কার 'সোমবার অপয়া' বলে বিশ্বাস কোরত কিংবা রাস্তা পার হতেও পাদ্রির কাছে দোয়া চাইত, তখন আমার খুব রাগ হোত। অনুভব কোরতাম, আমার বোধশক্তি অপমানিত হচ্ছে এবং তাদের নির্লজ্জ কুসংস্কার পরিত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনে বাড়াবাড়িও কোরতাম।

ইয়ানুভকার লোকজন অসমান্তরাল চতুর্ভুজ (Trapezoid) আকারের একটি জমির আয়তন পরিমাপ করার চেষ্টায় অনেক নিরলস সময় পার করছিল দেখে আমি ইউক্লিডের (Euclid) জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মিনিটের মধ্যেই হিসাবটা বের কোরে দিলাম। কিন্তু আমার গণনার ফল তাদের সরেজমিনে পরিমাপের হিসাবের সাথে মিলেনি দেখে তারা এটা মানতে অস্বীকার করে। আমি আমার জ্যামিতি বই খুলে দেখিয়ে এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েও তাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। ফলে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং রুঢ় ভাষায় সবাইকে খামোখা গালাগাল করি। মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইতোনা দেখে আমার ভীষণ কষ্ট লাগতো।



ইউক্লিড (খৃ.পূ. ৩৫০–৩০০), তাঁর জ্যামিতিক পদ্ধতি





অসমান্তরাল চতুর্ভুজ



একটি অসমান্তরাল টেবিল

আমাদের গ্রামের কারিগর আইভান ভাসিলিয়োভিচের অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এমন একটি যন্ত্র বানাতে পারবেন যার গতি হবে অবিরাম। এনিয়ে তার সঙ্গেও একবার আমি তীব্র বিতর্কে লিপ্ত হই। তিনি মনে করতেন শক্তির অবিনাশিতা সূত্র অবাস্তব, তার সাথে অবিরাম গতির নাকি কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলতেন, 'ওসব বইয়ের তত্ত্ব কথা আর আমারটা হচ্ছে বাস্তব'। আমার মন বুঝতে চাইতোনা বা মেলাতে পারতোনা যে, লোকজন কি কোরে অখন্ডনীয় সত্যকে রেখে ভুল এবং অযৌক্তিক কল্পনাকে আশ্রয় কোরে বাস করে।

পরবর্তীতে, বিশেষের চেয়ে সর্বজনীনের ওপর প্রাধান্য দেয়া আমার সাহিত্য ও রাজনৈতিক কর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে। একঘেয়ে অভিজ্ঞতাবাদ এবং কাল্পনিক বস্তু বা ঘটনার ভয়ে ক্রীতদাসের মতো নির্লজ্জভাবে কুর্নিশ করা ও তার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া আমার কাছে ছিল ঘৃণিত। আমি বস্তু বা ঘটনার পেছনের যুক্তি বা সূত্র বুঝতে চাইতাম। স্বাভাবিকভাবেই এটা আমাকে ঝোঁকের মাথায় বা ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার দিকে ধাবিত করে একাধিকবার, বিশেষ করে যৌবনে, যখন আমার জ্ঞান ছিল কেতাবি এবং অভিজ্ঞতাও ছিল কম। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই আমি অনুভব করতাম যে, যখন আমি সর্বজনীনের রসিটা নিজ হাতে ধরতে পারব, কেবল তখন নির্দ্বিধায় একাই লড়াই চালিয়ে যেতে পারব । সামান্য অর্থোপার্জনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা, গোঁড়ামিপনা বা পুরোপুরি প্রয়োগবাদ এবং সকল বিমূর্ত মতাদর্শ ও অসর্বজনীন তত্ত্বের প্রতি আমার বৈরী মনোভাব ছিল। এবং আমূল পরিবর্তনকামী সামাজিক-বিপ্লবের মতবাদ আমার সমগ্র অস্তিত্বে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থায়ী আসন পেয়েছিল ।

আমি এবার নিজের অতীত ঘটনাবলী পর্যালোচনা কোরে দেখার জন্য পেছনে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করবো। নিঃসন্দেহে ছেলেটি (আমি) ছিল উচ্চাকাঙ্খী, সহজে রেগে যেত, এবং সম্ভবত তার সঙ্গে মানিয়ে চলা অন্যদের জন্য কঠিন হোত। স্কুলে অধ্যয়নকালে সহপাঠিদের প্রতি তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ছিল না। অবশ্য গ্রামে তাকে বিশিষ্ট মেহমানদের সামনে গর্বের সাথে উপস্থাপন করা হোত; কারন সেখানে তার সাথে তুলনা করার মতো অন্য কেউ তখন ছিলনা। শহুরে ছেলেরা সবসময় 'শরীরচর্চাবিদ' হওয়ার ভালো সুবিধা পেত; তদুপরি তারা ছিল বয়স্ক; তাই তাদের চেয়ে সে নীচের দিকেই থাকতো। তবে, স্কুল ছিল তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা। নিজেকে সর্বোচ্চ গ্রেডে দেখার পর থেকে এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ছেলেটি তার চেয়ে অনেক পেছনে দেখে, ইয়ানুভকা গ্রাম থেকে অঝেসা শহরে পড়তে আসা ক্ষুদ্র বালকটির মনে আস্থা জাগে যে, সে সবার চেয়ে আরও ভালো করতে পারবে। ছেলেরা যারা তার বন্ধু হয়েছিল তার নেতৃত্ব মেনে নিতো। এটা তার চরিত্রে ভাল প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষকগনও তাকে সহযোগিতা করতেন এবং এমনকি ক্রিঝানোভ্স্কির মতো কেউ কেউ তার প্রতি আলাদাভাবে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তবে, সামগ্রিকভাবে শিক্ষকগন নিঃস্বার্থভাবেই তার সাথে ভালো ব্যবহার কোরতেন। ছেলেরা ছিল দু'দলে বিভক্ত: কেউ কেউ তার ভালো বন্ধু ছিল এবং কেউ শত্রুও।

ছেলেটি আত্ম-সমালোচনায় পিছ-পা হোতনা। এতে সে কিছুটা খুঁতখুঁতেও ছিল। সে তার বুদ্ধিমত্তার প্রস্তুতি এবং স্বভাবের কিছু অদ্ভূত আচরন নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকতো। সময়ের সাথে সাথে এটা আরও বাড়ে। সে মিথ্যা কথা বোলত, এজন্য, নিজেই নিজের ওপর খুব রাগ কোরত। অন্যরা মাঝে-মধ্যে এমন সব বইয়ের নাম

বোলত যেগুলো সে কখনো পড়েনি, এজন্য নিজেকে নিজে বিদ্রূপ কোরত। এটা ঠিক যে এসব ছিল আত্মশ্লাঘার মতোই। তবে তার একটাই চিন্তা ছিল যে তাকে অবশ্যই অন্যদের চেয়ে আরও ভাল হতে হবে, আরও বুদ্ধিমান হতে হবে এবং প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই বই পড়ার প্রতি আরো বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের বাঞ্ছিত লক্ষ্য কি এবং তার নিজের প্রিয় ইচ্ছা কি হওয়া উচিত এসব নিয়ে সে ভাবত।

এক সন্ধ্যায় মোঁশে ফিলিপ্পভিচ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থামলেন এবং কপট গাম্ভীর্যের ঢঙ্গে আমাকে বোললেন, 'জীবন সম্পর্কে তুমি কি চিন্তা কর, বুড়ো?' তিনি প্রায়ই কৃত্রিম হাব-ভাব দেখিয়ে জাঁকালো এবং শ্লেষাত্মক কথা-বার্তা বোলতেন, যা বেশ মজাই লাগতো। কিন্তু এবার তাঁর প্রশ্নটি আমাকে খুব স্পর্শ কোরল। হ্যাঁ, সত্যিই আমি জীবন নিয়ে চিন্তা করছিলাম, শুধু জানতামনা আমার বালক-সুলভ ভয় কাটিয়ে এই নাম ভবিষ্যতে কিভাবে ব্যবহার কোরব। আমার বিজ্ঞ পরামর্শক আমার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আড়াল থেকে শুনে থাকবেন হয়তো। তিনি তার গলার স্বর পাল্টে বললেন,'আমি বোধহয় তোমার স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছি'। তারপর আমার কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে তার রুমে চলে গেলেন।

শেপেনজার পরিবারে কি কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? তাদের মধ্যে মোঁশে ফিলিপ্পভিচ ছিলেন মোটামুটি মানবতাবাদী ও উদারপন্থী। অন্যরা ছিলেন পপুলিস্ট ও টলস্টিয় ভাবধারার মিশ্রণের আমেজে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। পরিবারে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কখনো খোলামেলা আলোচনা হোতনা, বিশেষ কোরে আমার উপস্থিতিতে; সম্ভবত তারা ভয় পেত যে, আমি এসব নিয়ে স্কুলে কথা-বার্তা বলে নিজেকে ঝামেলায় ফেলবো। মাঝে-মধ্যে হঠাৎ বিপ্লবী আন্দোলনের গতিবিধি প্রসঙ্গে বড়দের মধ্যে কথা-বার্তা হোত। তখন তার সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করতেন। যেমন– 'যে বার সম্রাট আলেক্সান্ডার-২কে হত্যা করা হয়', এর পরিবর্তে বলতেন,'যে বার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার কোরেছিলেন'। অর্থাৎ,আমার চারপাশের মানুষগুলো ছিল রাজনীতির বাইরে।

স্কুল জীবনে আমার কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলনা, এমনকি, বিষয়টার প্রতি আকর্ষণও অনুভব করিনি। তবে সব সময় আমার অবচেতন মন বিরোধী পক্ষেই থাকতো। আমার প্রচন্ড বিতৃষ্ণা ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, অবিচার ও জুলুমের প্রতি। এটা কি কোরে হোল? এটা শুরু হয়েছিল আলেক্সান্ডার-৩ এর শাসনামলে; পুলিশি শাসন; জমিদারদের শোষণ; আমলাদের ঘুষ ও দুর্নীতি; জাতীগত বিধি-নিষেধ; স্কুলে এবং পথ-ঘাটে অবিচারের নজির; গ্রামে চাকর ও শ্রমিকদের সঙ্গে সখ্যতা; ওয়ার্কসপের আড্ডা; শেপেনজার পরিবারের মানবিক আচরন; নেক্রাসভের কবিতা ও অন্যান্য বই পড়া এবং সাধারনভাবে সে সময়ের সামাজিক অবস্থার কারনে। এই বিরূপ মনোভাব আমার কাছে বিশেষভাবে পরিস্কার হয়, আমার পরিচিত দু'জন ক্লাসমেট– রড্‌জেভিচ এবং কলগ্রিবভ-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে।

ভ্লাদিমির রড্‌জেভিচ এক কর্নেলের ছেলে এবং সে সময় আমাদের গ্রেডের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল। সে তার বাবা-মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক রোববারে আমাকে তাদের বাড়িতে দাওয়াত দেয়। যাওয়ার পর তারা আমাকে কিছুটা শুকনো ভদ্রতার সাথেই আপ্যায়ন করে। কর্নেল ও তার স্ত্রী আমার সাথে খুব কম কথা বলছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তারা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করছিলেন। ঘন্টা তিন-চারেক আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু কয়েকবার হোঁচট খেয়েছি তাদের কিছু অদ্ভূত ও বিব্রতকর এবং এমনকি প্রতিকূল আচরনে; এটা ঘটেছিল প্রধানত যখন আলাপচারিতায় আমার মতামত ধর্মীয় ও কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে যাচ্ছিল। আমি সেই পরিবারে রক্ষণশীল ধর্মভীরুতা টের পাই এবং এটা আমার মনকে খুবই আহত করে। ভ্লাদিমিরের বাবা-মা তাকে আর আমার সাতে মিশতে দেননি এবং আমাদের মাঝে সম্পর্কও আর টেকেনি। অক্টোসার প্রথম বিপ্লবের পর, ১০০ কুচক্রির কালো তালিকাভুক্ত রড্‌জেভিচ নামটি ছিল সম্ভবত এই পরিবারেরই একজন এবং আমার সুপরিচিত।

কলগ্রিবভের ব্যাপারটা ছিল আরও মর্মান্তিক। ক্রিসমাসের পর সে স্কুলের দ্বিতীয় গ্রেডে ভর্তি হয় এবং ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ও বেমানান আগন্তুক হিসেবে সবার নজর কাড়ে। সে সহজাতভাবে অবিশ্বাস্য পরিশ্রমী ছিল; যা চাইতো, তা-ই সে মুখস্থ কোরতে পারত। অবিরাম মুখস্ত করার কারনে প্রথম মাসের শেষ দিকেই তার মনটা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। ভূগোলের শিক্ষক যখন তাকে ম্যাপ পড়ে শোনানোর জন্য ডাকলেন, তখন

প্রশ্ন না শুনেই সে শুরু কোরে দিল, 'যিশু খ্রিস্ট বিশ্ববাসীর প্রতি আদেশ করেছেন ... ।' উল্লেখ্য যে, এটা ছিল পরবর্তী ঘন্টার ধর্ম শিক্ষার পাঠ ।

কলগ্রিবভ আমাকে গ্রেডের সেরা ছাত্র মনে কোরত । একদিন তার সঙ্গে কথায়-কথায়, সৌজন্য না দেখিয়ে আমি প্রিন্সিপাল সহ আরো ক'জনের সমালোচনা করি । কলগ্রিবভ অকপটে ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তুমি প্রিন্সিপাল সম্পর্কে এভাবে বলতে পারো?' আমি অবাক হোয়ে সরল মনেই উত্তর দিলাম 'কেন নয়?' । সে ঠিক একইভাবে বলল, 'তিনি আমাদের প্রধান । যদি প্রধান তোমাকে মাথায় ভর দিয়ে হাঁটতে হুকুম করেন, তবে, তার সমালোচনা না কোরে, তোমাকে অবশ্যই তা পালন করতে হবে, কারন এটা তোমার কর্তব্য' । আমি তার এই ধামাধরা নিয়মের প্রকাশভঙ্গি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলাম । এমনটা তখনও আমার মনে হয়নি । ছেলেটি হয়তো তার সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে যা শুনতো, তাই এখানে স্পষ্টভাবে পূণর্ব্যক্ত করেছিল । এব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন মতামত না থাকলেও, আমি বুঝতে পারলাম যে, পঁচা-বাসি খাবার গেলার মতো কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়া আমার পক্ষে এবোরেই অসম্ভব ।

রাশিয়ার প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দমন-পীড়নের প্রতি বৈরীতা পোষণের পাশাপাশি আমি, বাইরের বিশ্বের– তথা, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার, এক আদর্শ ছবি আমার কল্পনায় দেখতে শুরু করি । ছড়ানো-ছিটানো নানান মন্তব্য ও বর্ণনা থেকে আমি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নতমানের সংস্কৃতির রূপ দেখতে পাই যার মধ্যে সবাই সমান । পরবর্তীতে এটা আমার আদর্শ গণতন্ত্র তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় । যুক্তিবাদী সূত্রানুযায়ী তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত যে কোন কিছু অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য । একারনে, ইউরোপের মানুষরাও কুসংস্কারাচ্ছন, সেখানেও চার্চ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, একইরূপে, আমেরিকায় সাদারা নিগ্রোদের ওপর নির্যাতন করে– এসব আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হোত । সরল গণ্ডিবদ্ধ নাগরিকত্বের পরিবেশে বাস করে পশ্চিমা বিশ্বের আদর্শায়িত ছবি আমার বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল, পরবর্তীতে যখন আমি বৈপ্লবিক তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করি, তখনো তা অটুট ছিল । আমি তখন জানলে হয়তো খুবই বিস্মিত হতাম যে, জার্মান প্রজাতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকারের মুকূট মাথায় পরে, তার দেশে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বৈধতা দেয় অথচ বিপ্লবীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় না । সৌভাগ্যবশত, সেই সময় থেকে অনেক কিছুই আমাকে অবাক কোরে ভুয়া বলে গণ্য হয় । **জীবন থেকেই আমি শিখেছি যে, যুক্তিবাদী প্রক্রিয়ায় নয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই সব কাজ সম্পন্ন হয় । এমনকি হারম্যান মুলারও আমাকে আর অবাক করতে পারেননি ।**

৬। পরিবর্তনের বাঁক।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া রাশিয়ার রাজনৈতিক বিকাশ নির্ণয় করা যায় দশক হিসেবে ধরে। ***ক্রিমিয়ার যুদ্ধের** (১৮৫৩-১৮৫৬খৃ.) পরে অসাধারন এই শতাব্দির ষাটের দশকটি ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশের এক অবিস্মরণীয় নবযুগ। তার পরের দশকে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এই যুক্তি ও বিজ্ঞান বিকাশের তত্ত্ব (Theory of Enlightenment) থেকে বাস্তব উপসংহার টানার চেষ্টা শুরু করেন। দশকটি শুরু হয় বিপ্লবের বাণী নিয়ে জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার আন্দোলনের মাধ্যমে এবং শেষ হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দিয়ে। সত্তর দশকের ইতিহাস প্রধানত 'জনগণের ইচ্ছার' (The People's Will) দশক হিসেবে খ্যাত। সেই প্রজন্মের সবচেয়ে সেরা অংশটি বোমাবাজি করেই আত্মাহুতি দিল। কিনতু তাদের শত্রুরা সকল অবস্থান অটুটভাবেই ধরে রেখেছিল। তারপর আশির দশকে শুরু হল অবক্ষয় ও মোহভঙ্গের কাল, জনজীবনে নেমে এল হতাশা, আবার শুরু হল ধর্ম ও নৈতিকতার সন্ধানে ফেরা। প্রতিক্রিয়াশীলতার আবরনে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলো বেপরোয়াভাবে কাজ করতে থাকলো। নব্বইয়ের দশক সাথে কোরে নিয়ে এল শ্রমিক ধর্মঘট এবং মার্কসবাদী মতবাদ। এই নতুন ঢেউ তার শীর্ষে পৌঁছল নতুন শতাব্দির প্রথম দশকে– ১৯০৫ সালে। (কী আশ্চর্য মিল বাংলাদেশের সঙ্গে!- *বাংলা ভাষান্তরিক*)

** ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে রুশ সাম্রাজ্য বনাম ফরাসী, ব্রিটিশ, তুর্কি ওসমানী সাম্রাজ্র ও সার্দিনিয়া (বর্তমানে ইতালিভুক্ত) রাজ্য নিয়ে গঠিত মৈত্রী জোটের মধ্যে। এ যুদ্ধ শুরু হয় অক্টোবর ১৮৫৩খৃ.এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬খৃ.। যুদ্ধের কারণ, ক্ষয়িষ্ণু ওসমানী সাম্রাজ্যের ভূ-খণ্ড দখল নিয়ে প্রধান প্রধান য়ুরোপিয় শক্তিগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে কামড়া-কামড়ি। ক্রিমিয় উপদ্বীপে বেশীর্ভাগ সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয় বলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত, তবে পশ্চিম আনাতলিয়া, ককেশাস, বাল্টিক সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও শ্বেত সাগরেও এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। রুশরা এযুদ্ধকে বলে 'ইস্টার্ন ওয়র' আর বৃটিশরা বলে 'রাশান ওঅর'। – বাংলা ভাষান্তরিক।*

আশির দশক পার হয়েছিল সর্বোচ্চ ধর্ম যাজক সভার সবচেয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, পোবনসজেভ-এর দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে। তিনি ছিলেন, স্বৈরতন্ত্র ও রক্ষণশীলতার একনিষ্ঠ সমর্থক। উদারপন্থীরা তাকে একজন রসকষহীন খাঁটি আমলা হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সত্য নয়। পোবনসজেভ উদারপন্থীদের চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে ধীরস্থিরভাবে জাতীয় জীবনের গভীরে লুকানো অসঙ্গগতিগুলো মুল্যায়ন করতেন। তিনি বুঝতেন যে, যদি একবার স্ক্রু ঢিলে হয়ে যায়, তবে নীচের দিক থেকে আসা গণজোয়ারের চাপে সমাজের ছাদ পুরোপুরি ভেঙ্গে যাবে এবং তখন কেবল পোবনসজেভই নয় বরং সংস্কৃতি ও নীতি-শাস্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে গণ্য উদারপন্থীরাও ধূলোর মতো উড়ে যাবে। পোবনসজেভ তার নিজস্ব উপায়ে উদারবাদীদের চেয়েও গভীরতরভাবে বুঝেছিলেন যে ইতিহাসের প্রক্রিয়া বাইজেনটাইনদের প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তাই, তিনি তৃতীয় আলেক্সান্ডার এবং দ্বিতীয় নিকোলাসের অনুপ্রেরণাকারী হয়েই সে শক্তিকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন, এটা তার দোষ নয়।

আশির দশকের শেষে, যখন উদারপন্থীরা মনে করেছিল সব শেষ, পোবনসজেভ তখনও মনে করতেন যে তার পায়ের নীচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-গর্ভস্থ গোপন সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। তিনি তৃতীয় আলেক্সান্ডারের সবচেয়ে প্রশান্ত শাসনামলেও চুপ থাকেননি। তিনি তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে লিখেছিলেন, 'পরিস্থিতি–যে এভাবেই চলবে– এখনও স্বীকার করা কঠিন এবং কষ্টকর। আমার হৃদয় এখনও ভারাক্রান্ত, কারণ আমি প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় সময়ের মেজাজ বদলের সাথে সাথে জনমতের পরিবর্তনও লক্ষ্য করি এবং অনুভব করি...। অতীতের সাথে বর্তমানকে তুলনা করে অনুভব করি যে, আমরা এমন এক অদ্ভূত জগতে বাস করছি যেখানে সবকিছু আদিম কালের বিশৃঙ্খলার দিকেই পিছাচ্ছে- এবং এসব সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মধ্যে আমরা নিজেদের অসহায় বোধ করছি।' পোবনসজেভ ১৯০৫ সাল দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন, যখন ভূগর্ভস্থ গোপন শক্তি হঠাৎ ফুঁসে উঠে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয় এবং সব পুরনো কাঠামোর বুনিয়াদে ও দেয়ালে প্রথমবারের মত গভীর ফাটল দেখা দেয়।

১৮৯১খৃ. বছরটি শস্যহানী ও দূর্ভিক্ষের জন্য স্মরনীয় এবং দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চূড়ান্ত মুহূর্ত বা ব্রেকিং পয়েন্টের আনুষ্ঠানিক কাল হিসেবে চিহ্নিত। নতুন দশকটি কেবল শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের

প্রশ্ন নিয়ে ঘুরপাক খায়। শুধু রাশিয়াতেই নয়, ১৯০১ সালে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাদের **এরফার্ট কর্মসূচী** (Erfurt progrm) চালু করে । পোপ লিও-১৩ শ্রমিকদের অবস্থার প্রতি নজর দেয়ার জন্য ফরমান জারী করেন। উইলহেম কান্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞতা এবং আমলাতান্ত্রিক কল্পনার সংমিশ্রণে এক বদ্ধমূল সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। রুশ সম্রাট (Tsar) এবং ফ্রান্সের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক পূণস্থাপনের ফলে রাশিয়ায় পুঁজি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। উইটকে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করার ফলে কল-কারখানায় সংরক্ষণ নীতির প্রচলন ত্বরান্বিত হয়। পুঁজিবাদের ঝোড়ো উন্নতি সেই ভারসাম্যহীন অস্থির সময়ের জন্ম দেয় যা দেখে যন্ত্রণাদগ্ধ পোবনস্‌জেভ অমঙ্গলের আশংকা করেছিলেন।

বুদ্ধিজীবিরা রাজনৈতিক পরিবর্তনকে আন্দোলনের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে শুরু করে সবার আগে। নব্য মার্কসবাদীরা দৃঢ়ভাবে ঘনঘন আন্দোলনের পথ ধরে। একই সময়ে সুপ্ত **পপুলিস্টরাও** ((Populist-লোকরঞ্জনবাদী) আন্দোলনের প্রতি সচেতনতা দেখাতে শুরু করে। ১৮৯৩ সালে ***পিটার স্ট্রাভ** (Peter Berngardovich Struve (1870–1944) লিখিত রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র বৈধভাবে ছাপানোর মাধ্যমে মার্ক্সবাদী রাজনীতি প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। আমার বয়স সবেমাত্র চৌদ্দ বছর এবং এসব বিষয় থেকে তখনও আমি অনেক দূরে।

**পিটার বাঙ্গার্দভিচ স্ট্রাভ (১৮৭০-১৯৪৪খৃ.) ছিলেন একজন রুশ পলিটিক্যাল ইকনমিস্ট, দার্শনিক এবং সম্পাদক। প্রথমে মার্ক্সবাদী, ১৮৯৮ সনে গঠিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ঘোষণাপত্র রচয়িতাদের অন্যতম। পরে পার্টি বলশেভিক ও মেনশেভিক নামে ভাগ হয়ে গেলে, পার্টি ত্যাগ করে উদারতাবাদী কনস্টিটুশন্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন এবং বিপ্লব-পূর্ব কালে দুমার (রুশ সংসদ) সদস্য হন। তিনি পিওত্‌র র‍্যাংগেল এবং দেনিকিন-এর সময় সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর শ্বেত আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সাল থেকে প্যারিস প্রবাসী হন এবং কমুনিস্ট শাসনের তীব্র বিরোধিতা করেন। – বাংলা ভাষান্তরিক।*



১৮৯৪ সালে সম্রাট তৃতীয় আলেক্সান্ডার মারা যান। সবার প্রত্যাশা ছিল যে, **নতুন সম্রাটের** কাছ থেকে উদারতাবাদ পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। কিনতু তার বদলে তিনি দিলেন পদাঘাত। তিনি ***স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকারের** (Zemstvo) নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সংবিধান সংস্কারের দাবীকে 'আজগুবি বা বাজে স্বপ্ন' বলে মন্তব্য করলেন। তার এই ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে যে, নতুন সম্রাটের ভাষণের কাগজে লেখা ছিল 'ভিত্তিহীন স্বপ্ন' কিন্তু সম্রাট ক্ষেপে গিয়ে আরও কঠোরভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাকে বললেন 'বাজে স্বপ্ন'। তখন আমার বয়স পনের বছর। আমি খোলা মনে সম্রাটের পক্ষে না থেকে 'আজগুবি স্বপ্নের' পক্ষেই ছিলাম। ভাসাভাসা জ্ঞানে বিশ্বাস করতাম ধারাবাহিক সংস্কারবাদী প্রক্রিয়াই পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে উন্নত ইউরোপের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। তখন আমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এর বেশী এগোয়নি।

** সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্ডারের আমলে ১৮৬৪ সন থেকে রাশিয়া ও য়ুক্রেনের জেলা (canton)ও প্রদেশ পর্যায়ে স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার (zemstvo) ব্যবস্থা চালু হয়। জমিদার ও চাষীদের প্রতিনিধি নিয়ে এ সরকার গঠিত হত। তবে সমাজের কুলীনরাই মূলত শাসক থাকতো। এরা কিছু কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবামুলক কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। ১৮৯০ সনের সংবিধান তাদের ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং বৈরী আমলাতন্ত্রের খবরদারী ও অপর্যাপ্ত রাজস্বের কারনে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপর থেকে তারা ক্রমশ উদারনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সংবিধান সংস্কারের আন্দোলন শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত ১৯০৪–৫ ও ১৯১৭ সনের বিপ্লবের অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করে। বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা লাভের পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। – বাংলা ভাষান্তরিক।*

বানিজ্যিক, বহু-জাতিক, নানান বর্ণের ও কোলাহলপূর্ণ অঝেসা রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল অন্যান্য কেন্দ্রেগুলোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো ও কিয়েভ-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেগুলোতে তখন যেমন অনেক সমাজবাদী সার্কেল গড়ে ওঠে, অঝেসায় সে রকম কিছু ছিলনা। ১৮৯৫ সালে ফ্রেডরিক এংগেলস মারা যান। রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপ তার স্মরণে গোপনে মিটিং করে শোক প্রকাশ করে। তখন আমি ষোল বছরের হলেও এংগেলসের নাম জানতামনা এবং এমনকি মার্কস সম্পর্কেও খুব একটা না।

স্কুলে থাকাকালীন আমার রাজনৈতিক সচেতনতা ভাসাভাসা বিরোধীতা করার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। বিপ্লব সম্পর্কেও ছাত্ররা তেমন জানত না। একবা কিছু কিছু ফিসফাস হয়েছিল যে, প্রাইভেট জিমন্যাসিয়ামের

ব্যবস্থাপক এবং আমাদের এথলেটিক্সের ইন্স্ট্রাকটার চেকোশ্লোভাকি বংশোদ্ভুত নোভাককে রাজনৈতিক কারনে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করে তার জায়গায় একজন আর্মি অফিসার নিয়োগ করা হয়। শেপেনজার বাড়ির চারপাশে ছিল চাপা অসন্তোষ, কিন্তু স্থানীয় শাসন ছিল অটল । সবচেয়ে সাহসী স্বপ্ন সংবিধান পরিবর্তন মাত্র কয়েক দশক পরে বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও ইয়ানুভকায় বিষয়টি ছিল অজানা এবং অবলা। স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর অপরিপক্ক গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমি গ্রামে ফিরে এলে, বাবা, তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে কঠোর মন্তব্য কোরেছিলেন: 'তোমাদের এসব চিন্তা তিনশ বছরেও বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা'। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এসব চিন্তা-চেতনা ও উদ্যম তার ছেলের জন্য অনর্থক এবং খুবই উদ্বেগজনক। ১৯২১ সালে, বাবা তার জীবনের লাল এবং সাদার চাপে ভীষণ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আমার কাছে ক্রেমলিনে এসেছিলেন, তখন আমি ঠাট্টা কোরে জিজ্ঞেস করেছিলাম: ' বাবা কি মনে কোরতে পার যে, তুমি বলতে, সম্রাটের শাসন আগামী তিনশ বছরেও বদলাবে না?' বৃদ্ধ মানুষটি মৃদু হেসে ইউক্র্যানিয় ভাষায় জবাব দিলেন: 'এবার, তোমাদের সত্যের জয় হোক'।

নব্বই দশকের শুরুতে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে **টলস্টিয়** মতবাদ (Tolstoyan) থেকে সরে আসার প্রবণতা শুরু হয়। পপুলিস্ট মতবাদী আন্দোলনের পরিবর্তে মার্ক্সবাদ বিজয়ীর বেশে সদর্পে এগুতে থাকে। মার্ক্সবাদী মতাদর্শগত সংগ্রাম নিয়ে লেখালেখিতে ছেয়ে যায় প্রকাশনার জগত। সবখানে আত্মবিশ্বাসী তরুনদের জয়জয়কার। তারা নিজেদের বলতে থাকে বস্তুবাদী। ১৮৯৬ সালে প্রথম আমি এসবের মুখোমুখি হই।

আশির দশকে প্রচলিত মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শ খুব নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই মতাদর্শ যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন নিজের আত্মিক উন্নতির চাহিদা হিসেবে এটা আমার কাছে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তত্ত্ব হিসেবে ততখানি নয়। তবে, খুব শীঘ্রই আমার আত্মিক উন্নতির চাহিদা ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী একসাথে যুক্ত হয়ে আমাকে একটা মৌলিক উভয়সংকটে ফেলে দেয়: আমি কোন পথে যাব– পপুলিস্টবাদে নাকি মার্ক্সবাদে? এই দুই দ্বন্দ্ব যখন আমাকে পায়, তখন মার্ক্সবাদ দেশের সাধারন বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে বেশ কয়েক বছর হয়। এসময় আমি অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিচ্ছিলাম এবং পুঁজিবাদের মাধ্যমেই রাশিয়ার এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা– এই প্রশ্ন আমার মনে বার বার জাগছিল। আমাদের আগের প্রজন্মের মার্কসবাদীরা ইতোমধ্যে শ্রম ও কর্মজীবি মানুষের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির পথ সফলভাবে খুঁজে পেয়েছেন। আমি কোন পথে যাব?

মাত্র সতের বছর বয়সে রাজনৈতিক পরিপক্কতার আগেই আমি প্রথম আমার চলার পথের বাঁক পরিবর্তনে সিদ্ধান্ত নেয়ার মুখোমুখি হই। হঠাৎ হঠাৎ অনেক প্রশ্ন আমার সামনে এসে ভীড় জমাতো, যার আগা-মাথা বা ধারাবাহিকতা কিছুই ছিলনা। অস্থিরভাবে আমি নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্ট করতাম। একটা বিষয় নিশ্চিত যে, জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার চেতনার ঝাঁপিতে অনেক প্রতিবাদের বোঝা মজুত কোরে রেখেছিল। সেগুলো ছিল নিপীড়িতদের প্রতি সমবেদনা এবং অন্যায় অবিচারের প্রতি ক্রোধ– শেষোক্তটির প্রতি অনুভূতির মাত্রা বোধ করি বেশী তীব্র ছিল। শৈশব থেকেই নিত্যদিনের জীবন-যাপনে মানুষের প্রতি বৈষম্য দেখে দেখে একধরণের রুঢ় এবং কঠিন ছাপ আমার মনের গভীরে রেখাপাত করেছিল। অবিচার প্রায়ই নির্লজ্জ ক্ষমতার চরিত্র ধারণ করত; মানবিক মর্যাদা প্রতি পদে পদে গোড়ালীর তলায় পিষ্ট হোত। গরীব চাষীদের চাবকানোর স্মৃতি সব সময় মনে পড়ত। এমনকি কোন রাজনৈতিক দর্শন বা তত্ত্ব বোঝার আগেই এসব অভিজ্ঞতা আমার ভেতরে এক বিশাল বিস্ফোরক শক্তির গভীর স্তুপ গড়েছিল। হয়তো এসব কারনে বড় কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি বারবার থেমে যেতাম এবং আমার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হতাম।

আমার বিকাশের আরো একটা দিক ছিল। যখন এক প্রজন্ম পূর্ব প্রজন্মের উত্তরাধিকারী হয়, তখন মৃত অতীত জীবিত বর্তমানের সাথে দৃঢ়ভাবে সেঁটে থাকে। রাশিয়ার বিপ্লবী প্রজন্মের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি ছিল সত্য। নতুন প্রজন্ম বিকশিত হচ্ছিল আশির দশকের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে। নতুন রাজনৈতিক মতবাদে বিশাল গভীরতা থাকা সত্বেও, বাস্তবে মার্কসবাদীরা আটকে ছিল আশির দশকের রক্ষণশীল মেজাজে। সাহসী উদ্যোগ নিতে তারা ছিল অক্ষম। বাধা-বিঘ্নের মুখে বিপ্লবকে অনিশ্চিয়তায় ঠেলে দিয়ে এবং সমাজতন্ত্রকে শত বর্ষের বিবর্তনের কাজ ভেবে তারা মাথা নুয়ে নিষ্ক্রিয় থাকত।

শেপেনজারদের মত বাড়ি থেকে হয়ত কখনো উঁচু গলায় রাজনৈতিক সমালোচনা শোনা যেত! ঘতে পারে, তা আমার থাকাকালীন সময় থেকে কয়েক বছর আগে বা পরে। কিন্তু আমার সময় বাড়িটা ছিল একেবারেই নীরব-নিস্তব্ধ। রাজনৈতিক বিষয়ে কথোপকথন কখনো শোনা যায়নি। বড় কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন এলে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হোত। স্কুলেও ছিল একই অবস্থা। তা না হলে নিশ্চিতভাবে আমি আশির দশকের রাজনীতির অনেক কিছু আরো আগে বুঝতে পারতাম। এবং এমনকি পরে, যখন আমার মধ্যে বিপ্লবী ধারণা জন্ম নিতে শুরু করে, তখনও বিপ্লবীদের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা, পুঁথিগত বিদ্যা, বিমূর্ত ধারণা ও বিপব নিয়ে সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি নিজে নিজেই ধরতে পারতাম। তখন আমি আমার চিন্তা, পড়াশোনা এবং প্রধানত অভিজ্ঞতার উপলব্ধি দিয়ে এবিষয়গুলো নিয়ে নিজের সাথে লড়তে পারতাম, যতক্ষণ না আমার মানসিক জড়তার বিভিন্ন উপাদানগুলোর উপর জয়লাভ করতাম।

মন্দ না হলে ভালও হয়না। আসলে বাস্তবতা এই যে, আমি সচেতনভাবে নিজের মধ্যে অনুরণিত আশির দশকের প্রতিধ্বনি অতিক্রম করেও নিজে নিজে জনযুদ্ধের মৌলিক সমস্যাগুলো আরো গভীর চিন্তাশীল, সুনির্দিষ্ট, বাস্তব উপায়ে বের করতে পারতাম। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্তর্লড়াই চলতো এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে যেটা জয়লাভ করতে পারত শুধুমাত্র সেটাই টিকতো। যাহোক, এসবকিছু এখনও অনেক দূরে এবং পরের অধ্যায়গুলোতে আমার গল্পের সঙ্গে জড়িত।

আমি সপ্তম গ্রেড অঝেসায় না পড়ে নিকোলায়েভে পড়ি। এটা ছিল একটা প্রাদেশিক টাউন এবং সেখানে স্কুলের মান খুব একটা ভাল ছিল না। কিন্তু নিকোলায়েভের বছরটি (১৯৮৬খৃ.) ছিল আমার যৌবনের ক্রান্তিকাল। এ সময়টায় মানব সমাজে আমার অবস্থান কোথায়– এ প্রশ্ন আমার নিজের ভেতর জাগে। আমি এমন এক বাড়িতে লজিং থাকতাম যেখানে অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা ছিল আমার চেয়ে বেশী বয়স্ক এবং তারা কিছুটা নতুনতর এক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট। এটা উল্লেখ্য যে, আলাপচারিতার শুরুতেই আমি 'আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীদের' (socialist utopias) কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান নিয়েছিলাম। আমি এমন এক সংশয়বাদীর ভুমিকা অবলম্বন করতাম যার কিনা এসবকিছু দখা আছে। রাজনৈতিক প্রশ্নে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল সবসময় শ্লেষাত্মক বরিষ্ঠতাপূর্ণ। যে বাড়িতে থাকতাম সে বাড়িওয়ালী আমার প্রতি ছিলেন বিস্ময়াভিভূত। এমনকি তার নিজের সন্তানদের কাছেও আমাকে মডেল হিসেবে উল্লেখ করতেন- তবে সবসময় নয়। তারা ছিল আমার চেয়ে কিছুটা বড় এবং বাম রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট। এছাড়া, আমি সবসময় যাদের মুখোমুখি হতাম, তারা সবাই ছিল নব্য সমাজতন্ত্রী। আমি তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বিবেচনার পক্ষে এটা ছিল এক অসম লড়াই মাত্র। এই পরাজয়ের লড়াই টিকেছিল মোটামুটি কয়েক মাস। যে ধারণায় নিকোলায়েভের সমস্ত বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ, তা আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে, যেহেতু আমার আত্মার গভীরে আমি তাদের কাছে আত্মসমর্পন করার চেয়ে আর ভাল কিছু পাইনি। নিকোলায়েভে কয়েক মাস থাকার পরে আমার আচরনে একটা আমুল পরিবর্তন ঘটে গেল। আমি আমার রক্ষণশীলতার অনুমান পরিত্যাগ কোরে এত দ্রুত বামদিকে ঝুঁকে পড়লাম যে, এতে আমার কয়েকজন নতুন বন্ধুও আতঙ্কিত হয়। আমার বাড়িওয়ালী জিজ্ঞেস করলেন 'এটা কিভাবে হল?' তিনি আরো বললেন, 'তার মানে আমি খামোকাই তোমাকে আমার ছেলে-মেয়েদের কাছে মডেল হিসেবে তুলে ধরেছিলাম!'

আমি পড়াশোনায় অবহেলা করতে শুরু করলাম। অঝেসা থেকে যে বিদ্যাবুদ্ধি সঙ্গে এনেছিলাম তা দিয়ে কোন রকমে স্টার ছাত্রের নেতৃত্বটা ধরে রাখা গেল। খুব ঘনঘন স্কুল কামাই শুরু কোরলাম। অনুপস্থিতির কারন জানার জন্য একবার ইন্সপেক্টর স্বয়ং আমার লজিং বাড়িতে এলেন। আমি এত অপমানিত বোধ করছিলাম, যা বর্ণনাতীত। কিন্তু ইন্সপেক্টর ছিলেন বেশ ভদ্র। যে বাড়িতে এবং যে রুমে থাকতাম তা নিরাপদ, সুবিন্যস্ত, এবং শান্তিপ্রিয় দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে তিনি দেখেননি যে, আমার ম্যাট্রেসের নীচে কিছু অবৈধ রাজনৈতিক পুস্তিকা ছিল।

নিকোলায়েভে থাকা কালে মার্কসবাদে আকৃষ্ট তরুনরা ছাড়াও কয়েকজন প্রাক্তণ দেশান্তরী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে আমার পরিচয় হয়। তারা ছিলেন প্রত্যাখ্যাত ও ক্ষয়িষ্ণু পপুলিস্ট আন্দোলনের সময়কার দ্বিতীয় সারির নেতা এবং থাকতেন পুলিশের কড়া নজরদারিতে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তখনও নির্বাসন

থেকে ফেরেনি, বরং তাদেরকে দেশান্তরী করা হচ্ছিল। দুটি আড়াআড়ি আন্দোলন মানুষকে রাজনৈতিক তত্ত্বের ঘুর্ণিপাকে ফেলে দেয়। এক সময় আমিও তার মধ্যে পড়ি। সে সময় পপুলিজম থেকে এক ধরনের পচা গন্ধ বেরুচ্ছিল। মার্কসবাদের তথাকথিত 'সংকীর্ণতা'র কারনে সেটাও গ্রহণ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। অস্থির হয়ে আমি নিজে নিজে তাত্ত্বিক ধারণাগুলো বুঝতে চেষ্টা করি, কিন্তু আয়ত্ত করা এত সহজ ছিলনা। গাইড করার মত তেমন কাউকে পেলামও না। তদুপরি, প্রতিদিনের নতুন নতুন আলাপ-আলোচনা শুনে, তিক্ত ও বেদনাহত হয়ে বেপরোয়াভাবে এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আমি আসলে একজন আস্ত মুর্খ ও বোকা।

বাগানের মালি সিগোভস্কির সাথে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠে, তিনি ছিলেন চেকাশ্লোভাক বংশোদ্ভূত। আমার চেনা জানার মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম কর্মজীবী ব্যক্তি যিনি পত্রিকা রাখতেন, জার্মান ভাষা পড়তে পারতেন, ক্ল্যাসিক বুঝতেন এবং মার্ক্সিজ্‌ম বনাম পপুলিজ্‌ম বিতর্কে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহন করতেন। বাগানে তার এক রুমের কেবিনটি ছিল দর্শনার্থী ছাত্র, স্থানীয় তরুন এবং সাবেক দেশান্তরীদের দেখা-সাক্ষাত ও আলাপচারিতার জায়গা। সিগোভস্কির মাধ্যমে যে কেউ নিষিদ্ধ বই আনাতে পারত। দেশান্তরী পপুলিস্টদের মধ্যে একে একে আলাপচারিতায় যোগ দিতেন ঝিল্যাবভ, পেরোভ্স্কায়া, ফিগনার প্রমুখ। যারা শুধু কিংবদন্তির নায়কই নন, সত্যিকারের ভাল মানুষ রূপেও পরিচিত ছিলেন এমন সব পুরানো দেশান্তরীদের সাথে তাদের ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। অনুভব করতাম যে ছোট্ট সংযোগ হিসেবে আমি একটা বিশাল চক্রে যোগ দিতে যাচ্ছি।

আমি বই গলাধঃকরন করছিলাম। কারণ মনে হচ্ছিল, নিজেকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করতে সারা জীবন অধ্যয়ন করে কাটাবোনা। আমার পড়া ছিল নার্ভাস, অস্থির এবং এলোমেলো ধরনের। আগের দিনের বেআইনি প্রচার-পুস্তিকাগুলো অনেক কষ্টে যোগাড় কোরে পড়ার পর, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিক (যুক্তিবিদ্যা) নিলাম, তারপর তা শেষ না করেই লিপার্টের প্রিমিটিভ কালচার (প্রাচীন সংস্কৃতি) পড়া শুরু করলাম। বেনথামের উপযোগিতাবাদ আমার কাছে মনে হোল মানব চিন্তার শেষ কথা। তাই কয়েক মাস ধরে আমি বেনথামবাদী নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম। একইরূপে চের্নিসেভ্স্কির বাস্তববাদী নন্দনতত্ত্বও আমার খুব ভাল লেগেছিল। লিপার্ট শেষ না কোরেই মিগনেটের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়নে মগ্ন হলাম। প্রত্যেকটি বই আলাদা আলাদাভাবে আমার মধ্যে কাজ করছিল কিন্তু কোন সমন্বয়সাধন পদ্ধতি ছিলনা। একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে প্রচন্ড উদ্বিগ্ন হতাম, কখনো কখনো অত্যন্ত ক্রুদ্ধও। একই সময়ে মার্কসবাদও আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করি। কারন আমার মনে হোত এই সিস্টেম ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

আমি অঝেসায় যেভাবে সংবাদপত্র পড়তাম, সেভাবে না পড়ে রাজনৈতিক মন নিয়ে পড়তে শুরু করি। তখন সবচেয়ে প্রভাশালী পত্রিকা ছিল মস্কো থেকে প্রকাশিত উদারপন্থী রাশকিয়া ভেদমস্তি *(Vedomosti)*। আমরা পড়ার বদলে এটা নিয়ে পর্যেষণ/অধ্যয়ন করতাম, যা শুরু হত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যর্থতার খবর নিয়ে,তারপর সম্পাদকীয় এবং শেষ হত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ-ফিচার দিয়ে। পত্রিকাটির গর্ব করার মত বিষয় ছিল বৈদেশিক সংবাদদাতা প্রেরিত খবর, বিশেষ কোরে বার্লিন থেকে। এই পত্রিকা থেকেই আমি প্রথম পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনের চালচিত্র জানতে পাই, বিশেষ করে সংসদীয় দলগুলোর। এখন মনে করা দুরূহ হলেও কি তীব্র উত্তেজনা নিয়ে যে তখন বেবেল (Bebel) ও য়ুজিন রিখ্টার (Eugene Richter)-এর বক্তৃতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম ও আওড়াতাম। এবং আজো ভুলিনি পুলিশ সংসদ ভবনে প্রবেশ কোরেছিল দেখে ড্যাসিনস্কি (Dashinsky) তাদের মুখের ওপর বলেছিলেন: 'আমি গ্যালিসিয়ার ৩০ হাজার কৃষক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি– কার এত বড় দুঃসাহস আমাকে স্পর্শ করে?' আমরা এই গ্যালিসিয় বিপ্লবীকে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব রূপে মনে করতাম। কিন্তু হায়! সংসদের নাটকীয় মঞ্চ থেকে খুব নির্দয়ভাবে আমার প্রতারিত হতাম। জার্মান সমাজতন্ত্রের সাফল্য, যুক্তরাস্ট্রের রাস্ট্রপতি নির্বাচন, অস্ট্রিয়ার **রিখ্স্রাতের** (Reichsrat) অবাধ লড়াই, ফরাসি রাজতন্ত্রীদের গোপন ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি আমাদের নিজেদের যে কারো দুর্ভাগ্যের চেয়েও আমাদেরকে অনেক বেশী চিন্তিত করত।

এরইমধ্যে পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপের দিকে যায়। বাবা একবার গম বিক্রি করতে নিকোলায়েভ এসে আমার নতুন রাজনৈতিক পরিচয় সম্মন্ধে জেনে যান। তিনি আমার আসন্ন বিপদের ভয় অনুভব করেন, তবে পিতৃত্বের ক্ষমতাবলে নিবৃত্ত করতে পারবেন আশা করেছিলেন। এ নিয়ে আমাদের বাপ-বেটার মধ্যে কয়েকটি উত্তেজনাকর দৃশ্যের অবতারনা হয়। আমি আপোসহীনভাবে আমার স্বাধীন মতামত বজায় রাখি

এবং নিজের পছন্দের পথে চলার অধিকার আছে বলে দৃঢ় মত ব্যক্ত করি। বাড়ি থেকে আর সাহায্য গ্রহন না করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে এ পর্ব শেষ হয়। আমি লজিং বাড়ি ছেড়ে সিগোভস্কির সঙ্গে থাকতে শুরু করি। তিনি তখন আরো একটি বাগান লিজ নিয়েছিলেন এবং তার থাকার কটেজটিও ছিল আরও বড়। সেখানে আমরা ছয়জন কম্যুন বা যৌথ জীবন যাপন করতাম। গ্রীষ্মকালে দু'একজন যক্ষ্মাক্রান্ত ছাত্র মুক্ত ও সতেজ আলো-বাতাসের খোঁজে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। উপার্জনের জন্য আমি প্রাইভেট পড়াতে শুরু করি। **কমিউন** জীবন যাপনে আমরা কৃচ্ছ-সাধন শুরু করি, বিছানা ছাড়াই ঘুমাই এবং নিজেরা রান্না করে সেদ্ধ করে খাবার খাই। গায়ে নীল রঙের ঢিলেঢালা জামা ও মাথায় খড় বা তালের গোল টুপি পরি এবং হাতে রাখি বেতের কালো যষ্টি। শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আমরা একটা গোপন সংগঠনে যোগ দিয়েছি। আমরা নিয়ম ছাড়া পড়তাম, অবাধে তর্ক করতাম, তীব্র আবেগ নিয়ে ভবিষ্যতকে খুব কাছে দেখতাম এবং এভাবে নিজেদের অবস্থায় সুখীই ছিলাম।

কদিন পরে আমরা প্রয়োজনীয় বই লোকজনের মধ্যে বিতরণ করার জন্য একটা সোসাইটি গঠন করি। চাঁদা তুলে সস্তা সংস্করণের বই কিনি কিন্তুবিতরন করতে পারিনি। সিগোভস্কির বাগানে একজন শ্রমিক এবং একজন শিক্ষানবিস কাজ করতেন। আমরা প্রথমে তাদেরকে আলোকপ্রাপ্ত করার প্রতি মনোযোগ দেই। কিন্তু শ্রমিক, কিরিল খরজেভ্স্কি, ছিলেন আসলে গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সেনাসদস্য। তাকে এই ছদ্মবেশে আমাদের উপর নজর রাখার জন্য নিয়োজিত করা হয়। শিক্ষানবিসও ছিলেন একই দায়িত্বে নিয়োজিত আরেক সেনাসদস্য। তিনি আমাদের কাছ থেকে সস্তা বইয়ের প্যাকেটটা চুরি করে সেনা সদরে জমা দেন। শুরুটা ছিল নিঃসন্দেহে অশুভ কিন্তু আমরা ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য ছিলাম দৃঢ় আশাবাদী।

প্রথম মার্কসবাদী পত্রিকা প্রকাশ নিয়ে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখে আমি ওডেসা থেকে প্রকাশিত একটি পপুলিস্ট সাময়িকীতে ছাপানোর জন্য ডাকে পাঠিয়েছিলাম। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর চেয়ে শ্লেষাত্মক উক্তি, উদ্ধৃতি এবং বিষোদ্গারই ছিল বেশী। এক সপ্তাহ পরে আমি সেখানে গেলাম প্রবন্ধটির ভাগ্য জানার জন্য। সাময়িকীর সম্পাদক, একজন লেখক, সমবেদনার হাতছানিতে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। দেখে এলাম তার মোটা চশমা পরা বিষন্ন চোখ, মাথা ভর্তি প্রচুর ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফ-দাঁড়ি বিহীন পরিস্কার মুখ-মন্ডল। কিন্তু প্রবন্ধটি কখনো আলোর মুখ দেখেনি। কারোই হার বা জিত হয়নি– কেবল আমি নিজে ছাড়া।

পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালনা বোর্ড বার্ষিক ফি পাঁচ থেকে ছয় রুবল এ বৃদ্ধি করে। আমরা ভাবলাম গণতন্ত্র থেকে বের হওয়ার এই একটা মস্ত বড় সুযোগ। সতর্ক সঙ্কেত ছড়িয়ে দিলাম। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা কেবল লাইব্রেরীর সদস্যদের নিয়ে একটা জেনারেল মিটিং করার আয়োজনই করতে থাকলাম। আমরা এক রুবল আধারুবল কোরে চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে গণতন্ত্রীদের পকেট খালি কোরে ফেললাম। এই ফান্ড দিয়ে এমন অনেক র‍্যাডিক্যালপন্থিকে লাইব্রেরির সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত করে নিলাম, যাদের অনেকেরই ছয় রুবল করে ফি দেয়ার সামর্থ্য ছিলনা এবং সংবিধানের চাহিদা অনুসারে তাদের বয়সও ছিল বিশ বছরের নীচে। কাজেই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমরা লাইব্রেরীর আবেদনপত্রের বইকে একটা জাজ্বল্যমান প্রচারপত্রে পরিণত করলাম। যখন বার্ষিক মিটিং ডাকা হোল, দুই পক্ষই উপস্থিত: একদিকে সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, উদারপন্থী জমিদার এবং নৌ বাহিনীর অফিসার; অন্যদিকে আমরা গণতন্ত্রীরা। সব ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিত জয় হল। আমরা পাঁচ রুবল ফি পূণর্বহাল রাখলাম এবং একটি নতুন পরিচালনা বোর্ডও নির্বাচিত করলাম।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, আমরা পরস্পরকে নির্দেশনা ও প্রশিক্ষিত করার ভিত্তিতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সিদ্ধান্ত নিলাম। ছাত্র জোগাড় হোল প্রায় বিশ জন। আমার বিভাগ ছিল সমাজবিজ্ঞান। বেশ উচ্চমানের শোনাচ্ছিল। আমি সর্ব শক্তি দিয়ে কোর্স তৈরী কোরলাম, কিন্তু দুটো লেকচার দেয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, আমার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে আসছে। দ্বিতীয় লেকচারারও, যার কোর্স ছিল ফরাসি বিপ্লব, দ্বিধায় পড়ে গেলেন যখন তিনি ছাত্রদের কথা দিলেন যে, লেকচার লিখিত আকারে দিবেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি এবং সেখানেই উদ্যোগটির ইতি হোল।

তারপর ঠিক করলাম, সকলোভস্কির বড় ভাই আমাদের দ্বিতীয় লেকচারার সহ, একটা নাটক লিখব। সে কারনে আমরা সাময়িকভাবে কমিউন লাইফ ছেড়ে একটা গোপন আস্তানা বেছে নিলাম এবং কাউকে এর ঠিকানা জানতে দিলাম না। আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বৈরি সম্পর্কের পটভূমিতে

চলমান সামাজিক ধারার বিশ্লেষণ। তবে দুই নাট্যকারই মার্কসবাদকে অর্ধ-সত্য হিসাবে গণ্য কোরেছিলাম, আর পপুলিস্টকে ভীতু এবং যুব মার্কসবাদীদের সকল সাহস, যৌবন এবং আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে চিত্রায়িত করেছিলাম। সময়ের এমনই শক্তি। নাটকের রোমান্টিক উপাদান ছিল জীবন যুদ্ধে পরাজিত এক পুরাতন প্রজন্মের বিপ্লবীর অভিব্যক্তি। তিনি একজন নব্য মার্কসবাদী তরুনীর প্রতি প্রেম নিবেদন করেন কিন্তু মেয়েটি পপুলিজমের ব্যর্থতা সম্মন্ধে নির্মম বক্তৃতার মাধ্যমে কৌশলে তাকে ফিরিয়ে দেন।

নাটকের কাজটি কোন ছোটখাটো বিষয় ছিলনা। একেক সময় আমরা একত্রে বসে লিখতাম, পরস্পরকে উৎসাহিত করতাম ও সংশোধন করতাম; আবার অন্যসময় আমরা নাটকের একেক অঙ্ককে বিভিন্ন দৃশ্যে ভাগ করতাম এবং প্রত্যেকে আলাদাভাবে দৃশ্য পরিকল্পনায় বা চরিত্রের সংলাপ রচনায় সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। বলা ভাল যে, সংলাপ রচনায় আমাদের কোন দুর্বলতা ছিল না। সকলোভস্কি তার কর্মক্ষেত্র থেকে সন্ধ্যায় ফিরে, জীবন যুদ্ধে পরাজিত সত্তর দশকের নায়কের ইনিয়ে-বিনিয়ে দেয়া বক্তৃতা অনায়াসে সংশোধন করে দিতেন। আমি সিগোভস্কির বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়িয়ে ফিরে আসতাম। বাড়িওয়ালীর মেয়েটি আমাদের জন্য চায়ের স্যামোভার জালিয়ে দিতেন। সকলোভস্কি তার পকেট থেকে কিছু রুটি এবং সসেজ বের কোরতেন। রহস্যময় আচ্ছাদনে বাকী পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে, তিন নাট্যকার সকাল–সন্ধ্যা এভাবেই তীব্র পরিশ্রম করতাম। আমরা যথাযথভাবে পর্দা টানার পরিণতি ঠিক করা পর্যন্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ কোরলাম। বাকী চার অঙ্কেরও খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। তবে, তারপর যতই তার ভেতরে ঢুকতে চাইতাম ততোই যেন শীতল হয়ে পড়তাম। এমন হওয়ার কদিন পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, আপাতত কিছুদিনের জন্য কাজে বিরতি দিয়ে এই রহস্যময় আস্তানা ছাড়তে হবে। পরে কোন এক সময় নাটকটির বাকি অংশ শেষ করা যাবে। সকলোভস্কি পান্ডুলিপিটা বুঝে নিয়ে অন্য লজিংএ চলে গেলেন। পরে, যখন আমরা নিজেদেরকে অঝেসার জেলে আবিস্কার করলাম, তখন সকলোভস্কি তার আত্মীয়দের মাধ্যমে পান্ডুলিপির অবস্থান খুঁজে বের কোরতে চেষ্টা কোরেছিলেন। সম্ভবত তার মধ্যে এই বোধ কাজ কোরছিল যে, নির্বাসনে থেকে আমাদের নাটকটির বাকি অঙ্কগুলো শেষ করতে সুবিধা হবে। কিন্তু পান্ডুলিপিটির খোঁজ আর পাওয়া গেল না। সম্ভবত যাদের বাড়িতে থেকে নাটকটি লেখা হয়েছিল, হতভাগ্য নাট্যকারদের গ্রেফতার হওয়ার কারনে, তারা এটাকে আগুনে নিক্ষেপ করা দূরদর্শীতার কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন। নাটকটির পান্ডুলিপির এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি মেনে নেয়া আমার জন্য তেমন কষ্টকর ছিলনা, কারণ, বিশেষ কোরে, যেহেতু আমি আমার পরবর্তী জীবনে এর চেয়েও মুল্যবান অনেক পান্ডুলিপি হারিয়েছি।

৭। প্রথম বিপ্লবী সংগঠন।

অবশেষে ১৮৯৬ সালের শরৎকালে আমি গ্রামের বাড়ি যাই। এর ফলে পরিবারের সাথে সাময়িক একটি ছোট-খাট সন্ধি হয়। বাবা চেয়েছিলেন আমি প্রকৌশলী হই। পিওর ম্যাথ্‌স আমার খুব ভাল লাগত কিন্তু বিপ্লব তার চেয়েও ভাল। তাই আমি অংক আর বিপ্লবের দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ নিয়ে পরিবারে প্রতিদিন তীব্র অশান্তি হত। সবাই বিষন্ন থাকতো এবং মনে হতো খুব কষ্ট আছে। আমার বড় বোন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন। অন্য সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার এক কাকা তখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৌশলী এবং অঝেসায় একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাড়ির হাল-অবস্থা দেখে তিনি আমাকে তার সঙ্গে শহরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। সাময়িক অচলাবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমারও আপাতত একটা উপায় হল।

আমি কয়েক সপ্তাহ কাকার সঙ্গে ছিলাম। যতদিন ছিলাম প্রতিদিনই মুনাফা আর উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে আলোচনা কোরতাম। কাকা মুনাফার অর্থ বোঝার চেয়ে মুনাফা অর্জনটা খুব ভালো জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক নিয়ে লেখাপড়া করার কান চেষ্টাই করিনি। অঝেসায় থেকে কি যেন খুঁজে ফিরতাম। আসলে নিজেকেই। মাঝে-মধ্যে শ্রমিকদের সাথে মেলা-মেশা করতাম, নিষিদ্ধ বই-পত্র সংগ্রহ করে পড়তাম, কয়েকজন ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াতাম, ট্রেড স্কুলের বড় বড় ছাত্রদের সাথে গোপনে সলা-পরামর্শ করতাম এবং মার্কসবাদীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতাম। তখনও আমি আমার পুরানো ধ্যান-ধারণাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম। শেষে একদিন শরতের শেষ স্টীমারে চড়ে নিকোলায়েভ ত্যাগ করলাম এবং সিগোভস্কির বাগানের আস্তানায় ফিরে এলাম।

পুরনো কাজ আবার শুরু করলাম। র‍্যাডিক্যাল ম্যাগাজিনের নতুন সংখ্যাগুলো নিয়ে আলোচনা এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে যুক্তি-তর্ক করে করে আমরা কোনরকমে তৈরী হচ্ছিলাম এবং অপেক্ষাও কোরছিলাম। এর মধ্যে বিশেষ এমন কি ছিল যা বিপ্লবী রাজনীতি করার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত কোরছিল তা বলা কঠিন। আমাদের ভেতরে আবেগের তাড়না কাজ করত। যে বুদ্ধিজীবী সার্কেলে আমার ওঠাবসা ছিল, তারা কেউই সত্যিকারের কোন বৈপ্লবিক কাজ করতনা। আমরা অনুভব করতাম যে চায়ের টেবিলের আড্ডা আর বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে কঠোর গোপনীয় 'ষড়যন্ত্রমূলক' পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাই খুব গুরু-গম্ভীরভাবে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলাম যা ছিল প্রায় পুরোটাই ভাববাদী বা মরমি চিন্তা। আমরা নিসন্দেহ ছিলাম যে চায়ের আড্ডাকে শেষ পর্যন্ত 'ষড়যন্ত্রে'র দিকে গড়িয়ে নিয়ে যাব; কিন্তু কেউই নিশ্চিত ছিলামনা যে কিভাবে এবং কখন এই পরিবর্তন ঘটবে। দেরী যেন না হয় সেজন্য নিজেরা পরস্পরকে তাড়া দিয়ে বোলতাম যে আমাদের অবশ্যই তৈরী হতে হবে। তবে তখনও পর্যন্ত আমরা ভুল করিনি।

আপাতদৃষ্টিতে কিছু পরিবর্তনের আভাস পেয়ে আকস্মিকভাবে আমরা বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের কাজে নেমে পড়ি। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র নিকোলায়েভেই নয়, সারা দেশেই হয়েছিল, বিশেষ কোরে রাজধানী সহ বড় বড় নগরগুলোতে। ১৮৯৬ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে বিখ্যাত তাঁতী ধর্মঘট হয়। এটা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। বড় ধরনের জাগরনের আভাস টের পেয়ে ছাত্ররা সাহসী হয়ে উঠে। গ্রীষ্মের, ক্রিসমাসের এবং ইস্টারের ছুটিতে ডজন ডজন শিক্ষার্থীরা নিকোলায়েভে এসে সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো ও কিয়েভ-এর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের গল্প করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত। সদ্য জিমন্যাসিয়াম স্কুল থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা তাদেরকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দিয়ে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে। ১৮৯৭ সালে ভেত্রোভা নামের এক ছাত্রী, পিটার-পল দূর্গে নিজ দেহে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনা, যার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, প্রত্যেককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শহরগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; গ্রেফতার ও বহিস্কার বেড়ে যায়।

ভেত্রোভার বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিয়ে আমি বৈপ্লবিক কাজ শুরু করি। ব্যাপারটা ঘটে এভাবে: আমাদের কমিউনের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আমি আর আমার বয়সী গ্রেগরী সকলোভ্‌স্কি একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটছিলাম। আমি বললাম, ' শুরু করার এটাই সেরা সময়।' সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' 'কিন্তু কিভাবে?'

'তাইতো, কিভাবে?' 'চল,আমরা শ্রমিকদের খুঁজে বের করি। কারো জন্য অপেক্ষা বা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, শুধু শ্রমিকদের খোঁজ, তাদের সাথে মিশে যাও এবং কাজ শুরু কর।'
সকলোভ্স্কি বলল, 'মনে হয় আমরা তাদের খুঁজে পাব'। 'আমি একজন গার্ডকে চিনি যিনি বড় সড়কের দু'ধারে লাগানো গাছের সারি পাহারার কাজ করতেন। তিনি বাইবেল সম্প্রদায়ের লোক। আমার মনে হয় তাকে খুঁজে পাব।'
সেদিনই সকলোভ্স্কি সড়কের সেই গার্ডের সাথে দেখা করার জন্য গেল। কিন্তু তিনি তখন আর সেখানে ছিলেন না। তার জায়গায় পাওয়া গেল এক অচেনা মহিলাকে। তিনি তার এক বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আরেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তার মাধ্যমে, সকলোভ্স্কি সেদিনই কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে পরিচিত হল। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন ইলেকট্রেশিয়ান, আইভান আন্দ্রেভিচ মুখিন। তিনি খুব দ্রুত আমাদের সংগঠনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেন। সকলোভ্স্কি তার খোঁজার উদ্দীপনা নিয়ে ফিরে এল। নিজেই নিজকে বলল, 'এমন মজার মানুষ! আসলে তারাই সত্যিকারের মানুষ!'
পর দিন আমরা ৫-৬ জন রাস্তার পাশের একটি রেস্তোঁরায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। অটোমেটিক অরগানের চড়া সুর আমাদের কথাবার্তাকে আড়াল করে রেখেছিল। পাতলা গড়ন, খোঁচা দাড়ি, কিছুটা চতুর এবং শঙ্কিত চেহারার আন্দ্রেভিচ মুখিন, খোশমেজাজে তার অর্ধ নিমীলিত বাঁ চোখ দিয়ে আমার ক্লীনসেভ করা মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর হিসেব কষে বিরতি দিয়ে তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন: 'এই কাজে গস্পেল (খ্রীস্টের বাণী), আমার খুঁটি রূপে কাজ করে। আমি ধর্ম দিয়ে শুরু করি, এবং তারপর জীবনের দিকে নিয়ে যাই। একদিন আমি *স্টানডিস্টদের (Stundists) কাছে পুরো বিষয়টা একই রঙের কতগুলো শিমবিচির উদাহরন দিয়ে তুলে ধরি।'
' শিমবিচির উদাহরণ দেয়া বলতে কি বোঝাচ্ছেন?'
'এটা খুবই সোজা।' আমি প্রথমে একটি শিমবিচি টেবিলে রেখে বললাম, "এটা হচ্ছে জার বা সম্রাট।" তারপর ঐ বিচিটির চারদিকে আরও কয়েকটি বীজ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করে রেখে বললাম, "একদল হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা, ধর্মগুরু, জেনারেল এবং আরেক দলে রয়েছে অভিজাত এবং বণিক শ্রেণী। আর অন্যদিকে সাধারন মানুষ।" তারপর, আমি তাদের জিজ্ঞেস কোরলাম, "জার কোথায় ?" তারা কেন্দ্রের বিচিটির দিকে দেখালো।" রাজনৈতিক নেতারা কোথায়, অভিজাত এবং সাধারনরা ?" তারা চারপাশটা দেখালো। যেখানে যেটা আছে তারা ঠিক ঠিক চিহ্নিত করে তার উত্তর দিল। বললাম, "এখন থাম।"
এই অবস্থায় আন্দ্রেভিচ মুখিন তার চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তারপর বললেন, 'এবার আমি সবগুলো বীজ একত্র করলাম এবং ওদের জিজ্ঞেস করলাম,' "এখন আমাকে বল জার কোথায়, নেতা, বণিক ও ধর্মগুরুরা কোথায়, আর সাধারনরাই বা কোথায়?" তারা আমাকে বলল,"কেমন করে বলব? তুমি তো সব একাকার করে ফেলেছ, তাদের আর খুঁজে বার করা যাবেনা।" এবং তারপর আমি বললাম, "এভাবেই সব এক করা উচিত।"

** স্টানডিস্টরা রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং য়ুক্রেনের অধিবাসী রুশ সৈনিক ও কৃষক শ্রেণীর বংশোদ্ভূত এক ঈভানজেলিক্যাল প্রোটেসাট্যান্ট খৃস্টান সম্প্রদায়। ১৯ শতকে তারা গ্রীক চার্চের যাজকদের দ্বারা শাসিত ও খুব নিগৃহীত হোত। এর ফলে তারা জার্মানদের প্রভাবে একটি ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেতভাবে প্রার্থণা করত। কোন বেতনধারী বা পেশাগত ধর্মগুরু মানত না। তারা মদ খেত না, শপথ নিত না, নাচ-গান করত না। মেয়েরা অলংকারাদি পরত না। তারা যে কোন একটি বাড়িতে একসাথে মিলিত হয়ে মেঝেতে বসে, যে কোন একজনের নেতৃত্বে যীশুর বাণী পাঠ করত এবং ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য প্রার্থণা ও কান্নাকাটি করত। তারা শুধু নিউ টেস্টামেন্ট পড়তে ভালবাসত এবং যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তা মনে করত। এর চেয়ে বেশী তারা কিছু জানত না জানতেও চাইতোও না।*

আমি এই গল্প শুনে এত শিহরিত হই যে রীতিমত ঘামছিলাম। এটাই ছিল প্রকৃত কাজ, অথচ আমরা কেবল অনুমান, অপেক্ষা আর জটিল সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে এতকাল ব্যস্ত ছিলাম। অটোমেটিক অরগানের সুরের আড়ালে আমরা এতদিন যা করেছি, সবই অবাস্তব 'ষড়যন্ত্র'; প্রচলিত শ্রেণীভেদ প্রথা ভাঙ্গার জন্য মুখিনের এই শিমবিচির উদাহরণই বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রচারনার আসল কাজ।

আমার দিকে দু'চোখ তাক করে মুখিন এবার ভিন্ন কণ্ঠস্বরে বললেন, 'কিভাবে তাদের ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হবে, সেটাই এখন বড় সমস্যা।' 'এটা তো আর শিমবিচি নয়, তাই না?' বলে সরাসরি আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন।

সেদিন থেকে আমরা আদা জল খেয়ে লেগে পড়লাম কাজে। আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার মতো কোন মুরুব্বি বা বয়স্ক লোক ছিলনা। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাও তেমন ছিলনা। কিন্তু একবারও আমরা তেমন কঠিন সমস্যায় পড়িনি বা দ্বিধাদ্বন্দে ভুগিনি। মুখিনের সঙ্গে রেস্তোঁরায় বসে আমরা যে আলাপ-আলোচনা করতাম, তাতে অনিবার্যরূপেই একটা না একটা স্বভাবিক সমাধান বেরিয়ে আসতো।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষে রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল খুঁটি খুব দ্রুত রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে আসছিল। দক্ষিণে একের পর এক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল, নিকোলায়েভেও দু'টি হল। ১৮৯৭ সালে নিকোলায়েভের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০, এছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশায় অতিরিক্ত আরো ২,০০০। শ্রমিকরা প্রাপ্ত মজুরীর তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছিল। নিরক্ষর ছিল না বললেই চলে। যেখানে যেখানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠে, আগে সেসব এলাকায় ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (যেমন বাপ্টিস্ট, স্টানডিস্ট, ইভানজেলিস্ট প্রোটেস্টান্ট) প্রভাব। তারা প্রচলিত রাস্ট্রিয় ধর্মের (ক্যাথলিক ও অর্থডক্স) বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত এবং সফল হোত। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা না থাকায় নিকোলায়েভের গোয়েন্দারা শান্তিতে ঘুমাত। তারা ছিল আমাদের হাতের চমৎকার খেলনার মত। যদি তারা জেগে থাকতো তবে, হয়ত কাজ শুরুর প্রথম দিকেই আমরা গ্রফতার হোতাম। প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলাম বলে সুবিধাটা পাচ্ছিলাম। আমরা শ্রমিকদের নাড়া দেয়ার পরেই কেবল পুলিশ টের পেয়ে নড়ে-চড়ে উঠে।

মুখিন ও তার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়, আমি এলভভ (Lvov) ছদ্মনাম ব্যবহার করি। এই প্রথম 'ষড়যন্ত্রমূলক' মিথ্যা বলা আমার জন্য সহজ ছিলনা; আর, এত বড় এবং মহৎ কারনে যাদের সহযোগী হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তাদেরকে 'ধোঁকা দেওয়া' সত্যিই কষ্টকর ছিল। কিন্তু এলভভ ছদ্মনামটা আমার কাছে এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, আমি ব্যবহার না করে পারিনি।

শ্রমিকরা স্রোতের মত আসতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল যেন এতদিন এই অপেক্ষায়ই ছিল। সবাই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসতো; কেউ কেউ স্ত্রীকেও এবং বয়স্ক শ্রমিকরা তাদের ছেলেদেরও নিয়ে আসতেন। তাদেরকে আমাদের খুঁজতে হত না; তারাই আমাদের খুঁজে বার করত। আমরা ছিলাম তরুন ও অনভিজ্ঞ। তাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে খুবই অভিভূত হয়ে পড়ি। আমাদের প্রতিটি শব্দ তাদের মধ্যে সাড়া জাগাতো। বাসায়, বাগানে বা নদীতে আমাদের গোপন আস্তানায় আলোচনা হোত। প্রতিটি আলোচনা চক্রে অন্তত বিশ-পঁচিশজন বা তারও বেশী শ্রমিক যোগ দিতেন। উঁচুমানের দক্ষ ও ভাল মজুরি পাওয়া কারিগররাই আসতেন বেশী । তারা এরই মধ্যে দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার অধিকার পেয়েছেন নিকোলায়েভের জাহাজ নির্মান কারখানায়; তাই তাদের দাবী ছিল সমতা বা সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম। তারা নিজেদেরকে বাপ্টিস্ট বা স্টানডিস্ট বা ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টান পরিচয় দিতেন কিন্তু কোন উপদলীয় সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধবিশ্বাসী ছিলনা। শ্রমিকরা অর্থডক্সি বা পুরানো ধ্যান-ধারনা থেকে বেরিয়ে আসছিল, এবং বাপ্টিজমের আনুষ্ঠানিকতা ছিল বিপ্লবের পথে তাদের উন্নতির একটা অন্তর্বর্তিকালীন পর্যায়। আমাদের কথোপকথনের প্রথম দিকে তাদের কেউ কেউ উপদলীয় মনোভাব প্রকাশ করতেন এবং প্রাচীন আমলের খ্রিস্টানদের সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারেন যে এসব কথাবার্তার জন্য তারা তরুনদের কাছে হাসির পাত্র, তখন শীঘ্রই বাদ দেন।

আজও তাদের কয়েকজনকে আমার কাছে আকর্ষণীয় সজীব প্রাণবন্ত মনে হয়। একজন ছিলেন করট্কভ, আসবাবপত্রনির্মাতা, মাথায় পরতেন কালো রঙের শক্ত গোল টুপি (bowler)। বহুকাল আগে ছিলেন ভাববাদী। পরে একজন ছড়াকার ও রসিক লোক হয়েও সবসময় ভাবগম্ভীরভাবে বলতেন, 'আমি একজন যুক্তিবাদী', ব্যক্তি। আরেকজন ছিলেন থুথুরে বুড়ো দাদা, ইভানজেলিস্ট (সুসমাচার-প্রচারক), টারাস সাভিলিভিচ। তিনি আমাদের কাছে গোপনে আসতেন। একবার প্রাচীন খ্রিস্টানদের সম্পর্কে, তিনি তার শততম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। করট্কভ তাকে ভেংচি কেটে বললেন 'ধর্মতত্ত্বের মূল্যহীন সনাতনপন্থি লোক!'

এবং রুষ্ট হয়ে তার টুপিটা খুলে গাছের ওপারে ছুঁড়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেটির খোঁজে বাগানের মধ্যে মিশে গেলেন। এসব কিছু ঘটত সমুদ্রউপকূলের বালিয়াড়ির বাগানে।

শ্রমিকদের অনেকেই নতুন তত্ত্বে এতই অনুপ্রাণিত হন যে তারা কবিতা লেখা শুরু করেন। করট্‌কভ 'সর্বহারার কুচকাওয়াজ' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেন যা শুরু হয় এভাবে: 'আমরাই আলফা আমরাই ওমেগা, আমরাই শুরু আর আমরাই শেষ'। কাঠমিস্ত্রি নেস্তেরেনকো তার ছেলের মতই, আলেকজেন্দ্রা এলভব্‌না সকলভ্‌স্কায়ার দলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কার্ল মার্কসকে নিয়ে য়ুক্র্যানিয় ভাষায় একটি গান রচনা করেন এবং আমরা সবাই মিলে এটা কোরাস গাইতাম। যাহোক, নেস্তেরেনকো খুব বাজে ভাবে নিজেকে শেষ কোরলেন। তিনি পুলিশের অনুচর হয়ে সমগ্র সংগঠনের সঙ্গে প্রতারণা করেন।

ইয়েফিমভ নামের অল্পবয়স্ক এক শ্রমিক, সোনালী চুল ও নীল চোখের বিশাল দেহী, অফিসার পরিবার থেকে আগত এবং শুধু শিক্ষিতই নয় ভালো পড়ুয়াও, শহরের বস্তিতে থাকতো। আমি তাকে একটি কার্গো বোটের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত খাবার-দোকানে পেয়েছিলাম। বন্দরে সে খালাসির কাজ কোরত; সিগ্রেট বা মদপান কোনটাই করতনা; চুপচাপ থাকত এবং আদব-কায়দা জানত। মাত্র ২১ বছর বয়সী হওয়া সত্বেও কোন এক রহস্যজনক কারনে সে সবসময় মনমরা থাকত। সে খুব দ্রুত আমার বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠল। তার সঙ্গে নারোদভল্‌জির গোপন সোসাইটির (সন্ত্রাসবাদী দল) এক সদস্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল এবং তার সঙ্গে আমার সংযোগ করিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছিল। মুখিন, ইয়েফিমভ ও আমি, তিনজনে বসে, গোলমেলে 'রাশিয়া' রেস্তোঁরায় চা পান করছিলাম, অরগানের কান ফাটা সুর শুনছিলাম এবং তার অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে ইয়েফিমভ অল্প দাড়িওয়ালা মোটাসোটা এক বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখিয়ে আমাকে চোখ ইশারা কোরল, 'ঐ যে সে'।

লোকটি একটি টেবিলে বসে চা পান করছিল। তারপর সে তার কোট গায়ে দেয়ার ছলে হাতের কলা-কৌশলের মাধ্যমে নিজেকে আড়াল করল যেন সে দেয়ালের মুরালের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখিন হঠাৎ কোরে চেঁচিয়ে উঠলো, "কি! সে-ই 'নারোদোভলজের লোক'?" লোকটি ইয়েফিমভকে কিছু ফালতু কারন দেখিয়ে আমাদেরকে এড়িয়ে চলে গেল। ঘটনাটা আমার কাছে আজও রহস্যময় রয়ে গেল। অল্প কিছুদিন পরেই ইয়েফিমভ কয়লার-গ্যাস দিয়ে শ্বাসরোধ কোরে তার জীবনের হিসাবপত্র চুকিয়ে ফেলেছিল। বিশাল দেহী লোকটি খুব সম্ভব গুপ্তচরের কাজ কোরত– অথবা তার চেয়েও খারাপ কিছু।

মুখিন, পেশায় ছিলেন ইলেকট্রিশিয়ান। তিনি পুলিশের আক্রমনের আগাম সংকেত হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তার এ্যাপার্টমেন্টে একটা জটিল সিস্টেম তৈরী কোরেছিলেন। তার বয়স ছিল মাত্র সাতাশ, কিন্তু বাস্তব বিচক্ষনতায় এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় এত সমৃদ্ধ ছিলেন যে তাকে আমার চেয়েও বয়স্ক বলে মনে হোত। তার ছিল যক্ষ্মারোগ কাশির সাথে রক্ত যেত। তিনি ছিলেন আজীবন বিপ্লবী। তাকে এক দফা নির্বাসন দেয়ার পরে জেল খাটানো হয়, তারপর আবারও নির্বাসন দেয়া হয়। তেইশ বছর পর তার সাথে আমার দেখা হয় খারকফে য়ুউক্র্যানিয় কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলনে। আমরা বসে বসে অতীত স্মৃতিচারন কোরছিলাম। বিপ্লবের শুরুতে যাদের সহযোগী ছিলাম তারা আজ কে কোথায় এসব গল্প একজন আরেকজনকে বলছিলাম। সেই সম্মেলনে মুখিন য়ুক্র্যানিয় কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সম্মান তার অবশ্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এর পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আর সেরে উঠেননি।

মুখিনের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার পর পরই তিনি তার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, নাম বেবেনকো। তিনি ছিলেন আরেক উপদলীয়; তার নিজস্ব ছোট একটি বাড়ি ছিল; বাড়ির উঠানে ছিল একটি আপেল গাছ। বেবেনকো ছিলেন খোঁড়া; একজন ধীরস্থির এবং সংযত মানুষ। তিনি আমাকে আপেলের বদলে লেবু দিয়ে চা খাওয়া শেখান। তিনিও আমাদের গ্রুপের অন্যান্যদের সাথে গ্রেফতার হন এবং আবার নিকোলায়েভে ফিরে যাওয়ার আগে কিছু সময় জেলে কাটান। কিন্তু নিয়তি আমাদের আলাদা কোরে দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে আমি একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, বেবেনকো নামে দক্ষিণ রাশিয়া লেবার ইউনিয়নের একজন প্রাক্তন সদস্য কুবান প্রদেশে বাস কোরছিলেন। তার পা দু'টো পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যায় যায় অবস্থা। আমি যে ভাবেই হোক তা রোগ নিরাময়ের জন্য সব ব্যবস্থা কোরেছিলাম। তখন এমন এক সময় যখন একজন বৃদ্ধ মানুষকে রোগ নিরাময়ের জন্য এ্যাসেনটুকিতে বদলি করা আমার পক্ষে সত্যি কঠিন

ছিল। যাহোক তিনি তার পায়ের জোর আবার ফিরে পেলেন। আমি স্বাস্থ্যনিবাসে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা আবারও আপেলের সঙ্গে চা পান কোরতে কোরতে অতীত নিয়ে গল্প করেছিলাম। তিনি তখনও জানতেননা যে ট্রটস্কি এবং এলভভ একই ব্যক্তি। তিনি জানতেন যে ট্রটস্কি একজন প্রতি-বিপবী। আমি-ই সেই ব্যক্তি জেনে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিলনা।

নিকোলায়েভে আরও অনেক অগণিত মজার মানুষ ছিলেন। চমৎকার ও সংস্কৃতিবান একদল তরুন প্রজন্ম ছিল যারা শিপইয়ার্ডের টেকনিক্যাল স্কুল থেকে ট্রেনিং নিত। প্রশিক্ষকের সামান্য পরামর্শ থেকেই তারা বুঝে নিতে পারত তিনি মূলত কি বোঝাতে চান। আমরা শ্রমিকদের সবসময় যে রঙিন স্বপ্ন দেখাতাম তার চেয়ে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের প্রতি তারা বেশী আগ্রহী ছিল। কাজের বিস্ময়কর সাফল্যে আমরা যেন একেবারে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিপ্লবের ইতিহাস থেকে জেনেছি যে কেবল বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রচারণা থেকেই শ্রমিকদের বিজয় লাভ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। একজন বিপ্লবী যদি দুই-তিনজন মানুষকেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তবে তিনি খুব ভালো একটা কাজ কোরেছেন বলে ভাবতে পারেন। অথচ বাস্তবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়া বা যোগ দিতে আগ্রহী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ঘাটতি ছিল শুধু প্রশিক্ষক ও বই-পুস্তকের। আমাদের কাছে ছিল একটিমাত্র মার্কস-এংগেল্‌স-এর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কপি। যা আবার অঝেসায় অনেক হাতে নকল করার ফলে অনেক ফাঁক, তথ্য-প্রমাদ এবং অঙ্গহানী হওয়া। সেটি নিয়েই প্রশিক্ষকদের মধ্যে কাড়া-কাড়ি লেগে যেত।

শীঘ্রই আমরা নিজেদের জন্য লেখা-লেখি শুরু কোরলাম। এখানেই আমার সাহিত্য কর্মের সূচনা। সত্যি বলতে কি, আমার সাহিত্যকর্ম ও বিপ্লবীকর্ম একসঙ্গেই শুরু হয়। আমি ঘোষণাপত্র, প্রচারপত্র ও প্রবন্ধ লিখতাম এবং সেগুলোকে ছাপাতাম *হেক্টোগ্রাফে। তখনও আমরা টাইপরাইটারের নাম শুনিনি। আমি খুব যত্ন নিয়ে সহজ ভাষায় লেখাকে মর্যাদাকর মনে করতাম, যাতে অল্প শিক্ষিতরাও পড়ে অনায়াসে বুঝতে পারে। এক পৃষ্ঠা লিখতে আমার প্রায় দু'ঘন্টা লেগে যেতো। মাঝে মাঝে আমি এক নাগাড়ে সপ্তাহব্যাপী কাজ করতাম: লিখতাম, কাটা-ছেঁড়া করে সংশোধন ও সংক্ষিপ্ত করতাম। আমার লেখা মিটিংএ এবং গ্রুপে পড়া ও আলোচনা করা হোত। আমার কী যে আনন্দ হোত যখন মিল-কারখানা থেকে খবর পেতাম যে শ্রমিকরা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে বেগুনী রঙের কালীতে ছাপানো কাগজে রহস্যময় লেখাগুলো পড়ত, অন্যদের হাতে বিলি করতো এবং লেখা নিয়ে আলোচনা কোরত! তাদের কাছে লেখক একজন অদ্ভূত এবং প্রবল শক্তিশালী মানুষ যিনি কোন এক রহস্যময় উপায়ে মিল-কারখানায় প্রবেশ করেন এবং ভেতরে কি ঘটছে তা জেনে ২৪ ঘন্টা পরে তা বাণীবদ্ধ করে নতুন প্রচারপত্রে ছাপেন।

হেক্টোগ্রাফ


HOLCOMB & CO'S.
Transfer Tablets.
A Perfect Copying Process
Simplicity, Rapidity, and Cheapness Combined.
From 50 to 100 Fac-similie Copies can be taken in the Shortest Possible Time From One Original Writing.
EVERY MAN HIS OWN PRINTER.
J. R. HOLCOMB & Co.,
Mallet Creek, Medina Co., Ohio.

ঊনিশ শতকের হেক্টোগ্রাফের একটি বিজ্ঞাপন

The hectograph or **gelatin duplicator or jellygraph is a printing process, which involves transfer of an original, prepared with special inks, to a pan of gelatin or a gelatin pad pulled tight on a metal frame.*

*Gelatin is a **translucen**t, colorless, brittle (when dry), flavorless solid substance, derived from the **collagen** inside animals' skin and bones. Collagen is a group of naturally occurring proteins found in animals, especially in the flesh and connective and fibrous tissues such as tendon, ligament and skin, and is abundant in cornea, cartilage, bone, blood vessels, the gut, and intervertebral disc of mammals.*

প্রথম প্রথম আমরা আমাদের রুমে গভীর রাতে হেক্টোগ্রাফ তৈরী কোরে ঘোষণাপত্র ছাপাতাম। আমাদের মধ্যে একজন তখন উঠানে পাহারা দিত। আমরা খোলা চুলা, কেরোসিন এবং ম্যাচ প্রস্তুত রাখতাম যেন বিপদের সময় গোপনীয় বিষয়গুলো জ্বালিয়ে ফেলা যায়। সবকিছু ছিল খুবই কাঁচা হাতের এবং ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু নিকোলায়েভের পুলিশ ছিল তার চেয়েও অনভিজ্ঞ। পরে আমরা মুদ্রণযন্ত্রটি মধ্য বয়সী এক অন্ধ শ্রমিকের ছোট কামরায় নিয়ে যাই যিনি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি নির্দ্বিধায় কামরাট আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মৃদু হেসে বলতেন, 'অন্ধ মানুষের জন্য সব স্থানই জেলখানা'। ক্রমশ আমরা গ্লিসারিন,

সিরিশ-আঠা ও কাগজের বিশাল বোঝা নিয়ে তার ছোট ঘরে একত্রিত হতাম। কাজ কোরতাম রাতে। রুমটি ছিল অগোছালো, নীচু সিলিং মাথায় লাগে লাগে ভাব, দেখেই বুঝা যেত দারিদ্র-পীড়িত অবস্থা। আমরা তার লোহার চুলায় একটা টিনের পাতে আমাদের বৈপ্লবিক কাজের জন্য মিশ্রণ তৈরী করতাম। অন্ধ লোকটি আধো-অন্ধকার রুমে পায়চারি করতেন আর আমাদের সাহস যোগাতেন। দু'জন অল্প বয়সী শ্রমিক– একজন ছেলে ও একজন মেয়ে, গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে নজর রাখত যখন আমি হেক্টোগ্রাফ থেকে সদ্য ছাপানো কাগজ বের কোরতাম এবং তারপর খুব দ্রুত তাদের হাতে দিয়ে দিতাম। অতি নগণ্য এক হেক্টোগ্রাফের চারপাশে এই তরুন দলটির হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি করার কর্মকাণ্ড, যদি কারও পক্ষে 'ঐকান্তিকভাবে' দেখা সম্ভব হোত, তবে তিনি কি দুঃখই না পেতেন আর কি অবাস্তব বিষয়ই না মনে করতেন যে, এভাবে তারা কি পারবে, শতবর্ষী পুরাতন এক শক্তিশালী রাস্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটাতে! এবং তারপরও এই অবাস্তব দুঃখ সত্য হয়েছিল মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যে; সেই রাতগুলো থেকে ১৯০৫ সালের দূরত্ব ছিল মাত্র ৮ বছর পর এবং ১৯১৭ সাল থেকে পুরোপুরি ২০ বছরও নয় ।

তখন হ্যাণ্ডবিল লিখে ছাপিয়ে যে সন্তুষ্টি পেতাম মুখে বক্তৃতা দিয়ে তা পেতাম না। আমার জ্ঞান ছিল সীমিত ও অপর্যাপ্ত এবং ভাল প্রকাশভঙ্গিও জানতামনা। আমরা শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতাম সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ মনের ভাব বুঝাতে পারতাম না। শুধু একবার, মে দিবসে বাগানের ভেতর, আমি বক্তৃতা দিতে গিয় বড় বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। আমি যা বলেছিলাম প্রতিটি শব্দই মনে হয়েছিল পুরোপুরি মিথ্যা। তবে, যখন আমি গ্রুপ আলোচনা চক্রে কথা বলতাম বেশ ভালই বলতাম। যাহোক, নিয়ম অনুযায়ী বৈপ্লবিক কাজ দ্রুত আগাচ্ছিল। আমি অঝেসার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় আমি জেটিতে যেতাম, এক রুবল দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটতাম এবং স্টীমারের পাটাতনে চিমনির কাছে, জ্যাকেট মাথার নীচে এবং ওভারকোটে শরীর ঢেকে দিয়ে শুয়ে ঘুমাতাম; সকালে অঝেসায় জাগতাম এবং পরিচিত মানুষ খুঁজতাম। সে রাতেই আবার ফিরতাম, সেজন্য ভ্রমনে কখনো সময় নষ্ট হোতনা। অঝেসায় আমার পরিচিতদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায়। পাবলিক লাইব্রেরীর প্রবেশ পথে একজন দক্ষ কম্পোজিটরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানলাম এবং বুঝলাম। তিনি ছিলেন এ্যালবার্ট পোল্যাক, যিনি পরবর্তীতে পার্টির বিখ্যাত প্রধান প্রিন্টিং-প্রেসটি প্রতিষ্ঠা করেন। আমার সঙ্গে তার পরিচয় আমাদের সংগঠনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল হিসাবে উল্লেখ করা যায়। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কদিন পরে আমি নিকোলায়েভে ফিরলাম একটা ট্রাভেলিং ব্যাগ ভর্তি বিদেশ থেকে আগত 'অবৈধ' সাহিত্য নিয়ে; নতুন প্যাম্ফলেটগুলো ছিল দৃষ্টিনন্দন উজ্জ্বল রঙ্গীন মোড়কে ঢাকা। আমরা মুগ্ধভাবে এই অমূল্য রত্নের প্রশংসা করতে করতে ব্যাগ খুলে কালক্ষেপণ না করেই বিতরণ করে দিলাম। এতে শ্রমিক সার্কেলে আমাদের কর্তৃত্ব ও সুনাম রাতারাতি বেড়ে গেল।

পোল্যাকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে আমি কারিগর শ্রেন্টজেল সম্পর্কে জানতে পাই। তিনি নিজেকে একজন প্রকৌশলী হিসেবে পরিচয় দিতেন; বহুদিন ধরে সরকারী অনুচরের কাজ করছিলেন এবং আমাদের গ্রুপে অনুপ্রবেশ করার জন্য পথ খুঁজছিলেন। শ্রেন্টজেল ছিলেন বোকা ও নাছোড়বান্দা ধরণের লোক এবং সবসময় মাথায় ব্যাজসহ ইউনিফর্মের ক্যাপ পরতেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা কখনো তাকে বিশ্বাস কোরতামনা। কিন্তু তিনি আমাদের কয়েকজন সম্পর্কে কিছু কিছু জানতেন। একদিন আমি তাকে মুখিনের এ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত করি এবং নাম বাদ রেখে বিস্তারিতভাবে তাকে তার জীবনের গল্প শোনাই। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। তাকে ভয় দেখাই আমাদের সঙ্গে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করলে আচ্ছা করে ধোলাই দেয়া হবে। আপাতদৃষ্টিতে এর প্রভাব ছিল ইতিবাচক, কারন এরপর তিনমাস তিনি আর আমাদের কাছে আসেন নি। কিন্তু আমাদের গ্রেফতার হওয়ার পর শ্রেন্টজেল আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জড়ো কোরেছিলেন।

অন্যান্য শহরের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সংগঠনের নাম দিয়েছিলাম সাউথ রাশিয়ান শ্রমিক ইউনিয়ন। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লাইনে আমি সংগঠনের খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরি করি। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব বক্তা দিয়ে আমাদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করত। আমরা পরদিন নতুন ঘোষণাপত্র দিয়ে তার উত্তর দিতাম। দু'পক্ষের এই শব্দের লড়াই শুধুমাত্র শ্রমিকদেরই নয় অনেক

নাগরিককেও উদ্বুদ্ধ করত। আমরা হ্যাণ্ডবিল ছেড়ে সমস্ত মিলকে ভাসিয়ে দিচ্ছিলাম। সমগ্র শহর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। আমাদের নাম সবার মুখে মুখে ফিরলেও পুলিশ তখনও টের পায়নি। 'বাগানে আড্ডা দেয়া ছেলে-ছোকরারা' এমন প্রচার অভিযান চালাতে সক্ষম এটা তারা বিশ্বাস কোরত না। তাদের সন্দেহ ছিল যে আমাদের পেছনে আরও অভিজ্ঞ, সম্ভবত দেশান্তরী, বয়স্ক কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছে। কাজ করার এই সুযোগ আমরা আরো দু'তিন মাস পেয়েছিলাম। শেষমেষ পুলিশ আমাদের উপর এত নজরদারী শুরু করল যে একের পর এক গ্রুপগুলোকে আবিষ্কার না করে ছাড়ল না। পুলিশের নজর এড়াতে আমরা কয়েক সপ্তাহের জন্য নিকোলায়েভ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যে যার গ্রামে চলে যাওয়া ঠিক কোরলাম। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টালাম, গ্রেফতার হই হোব কিন্তু সবাই এক সাথে যাব না। পুলিশ যেন শ্রমিকদের বোলতে না পারে, 'নেতারা তোমাদের ছেড়ে পালিয়েছে'।

আমার শহর ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন, নেস্তেরেঙ্কো জেদ ধরলো ঘোষণাপত্রের বান্ডিলটা যেন তার হাতে দিয়ে যাই। সে সাক্ষাতের জায়গা ঠিক কোরল গোরস্থানের পেছনে গভীর রাতে। চাঁদনি রাত চারিদিক বরফে ঢাকা। গোরস্থানের পেছনটা দেখতে লাগে যেন বিশাল খোলা মরু-প্রান্তর। তাকে জায়গা মত পেলাম। কোটের ভেতর থেকে বের করে প্যাকেটটা তাকে দিচ্ছিলাম, ঠিক তখন কেউ একজন গোরস্থানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নেস্তেরেঙ্কোকে কনুই দিয়ে ছুঁয়ে খুব দ্রুত আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে বোললাম, 'ও কে?'

নেস্তেরেঙ্কো লোকটির চলে যাওয়া দেখছিল, বলল, ' জানিনা'।

সে তখনই পুলিশের দালালি কোরছিল কিন্তু তাকে সন্দেহ করার কথা কখনো আমার মনে আসেনি।

১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি ব্যাপকভাবে গণগ্রেফতার শুরু হয়। সর্বমোট ২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সবাইকে মারধর করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন সকলভ নামের এক সৈনিক, জেলখানার তিন তলা থেকে লাফ দিয়ে খুব বাজেভাবে আহত হয়েছিলেন। অন্যজন, লেভানদভ্স্কি, পাগল হয়ে যান। এছাড়া আরও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ছিলেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে অনেকে ভুলবশত গ্রেফতার হয়েছিল। দু'চারজন, যাদেরকে আমরা নির্ভরশীল মনে করতাম, আমাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং এমনকি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করে। আবার, আমাদের নীরব সমর্থক কয়েকজন যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। যেমন, একজন লেদ মেশিন চালক, জার্মান নাম অগাস্ট ডর্ন, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স, মাত্র কয়েকবার মাত্র আমাদের গ্রুপে এসেছিলেন। তিনি কোন এক অজানা কারনে অনেকদিন ধরে জেলে বন্দী ছিলেন। তার ব্যবহার ছিল চমৎকার এবং সবসময় হাসিখুশি থাকতেন এবং গলা ছেড়ে গান গাইতেন। তিনি স্থানীয়-রুশ ভাষায় কৌতুক বলতেন এবং তারুন্যের উদ্দীপনা বজায় রাখতেন। জেলখানা বদল করে আমাদেরকে যখন মস্কো জেলে এক কুঠুরিতে সবাইকে আটক রাখা হয়, তখন ডর্ন ব্যঙ্গ করে সামোভারকে বেরিয়ে আসতে বলতেন, এবং পরে নিজেই উত্তর দিতেন 'তুমি আসবেনা?' ঠিক আছে, তাহলে ডর্নই তোমার কাছে আসবে'। এটা তিনি প্রতিদিনই বলতেন, আমরা স্বভাবতই এতে নির্মল আনন্দ পেতাম এবং হাসতাম।

নিকোলায়েভের সংগঠনটি শক্ত আঘাত পেলেও হারিয়ে যায়নি। অন্যরা খুব দ্রুতই আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিপ্লবীরা এবং পুলিশ উভয়েই নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

৮। প্রথম বন্দিজীবন।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারীতে এক আকস্মিক পুলিশী হামলায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে নিকোলায়েভ থেকে নয়, এক ধনী জমিদার সকোভনিনের এস্টেটে, যেখানে শিগোভ্স্কি গার্ডেনারের কাজ পেয়েছিলেন। আমি ইয়ানুভকা থেকে নিকোলায়েভ আসার পথে সেখানে কিছু সময় যাত্রা বিরতি করছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল একটা পোর্টফলিও ভর্তি পান্ডুলিপি, ড্রইং ও চিঠিসহ অনেক 'বেআইনী' কাগজপত্র। বিপজ্জনক ভেবে রাতে শিগোভ্স্কি পোর্টফলিওটি বাঁধাকপির বস্তার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। সকালবেলা কাজে যাবার সময় বের করে রেখেছিলেন আমার কাজের সুবিধার্থে। ঠিক তখন পুলিশ অতর্কিত এসে হানা দেয়। শিগোভ্স্কি সেটি লুকোবার ব্যবস্থা করে, হাউজকিপারের কানে কানে সরিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বুড়ি বাগানে বরফের ভেতর গর্ত করে সেটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে পোর্টফলিওটি কখনো শত্রুর হাতে পড়বে না। কিন্তু শীত কেটে গেলে বরফ গলে গিয়ে সেটি বেরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা পড়ে এবং বৃষ্টির পানিতে ভিজে কিছুটা ফুলে যায়।

আমরা তখনও জেলে। গ্রীস্মকালে এক ক্ষেত মজুর বাগানে ঘাস কাটতে গেলে পোর্টফলিওটি বেরিয়ে পড়ে। জমিদারের দু'টি ছোট ছেলে খেলতে গিয়ে তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তারা সেটি তুলে নিয়ে তাদের বাবার হাতে দেয়। তিনি এটা দেখে ভয় পেয়ে যান এবং তক্ষুনি নিকোলায়েভের গোয়েন্দা পুলিশ প্রধানের নিকট হস্তান্তর করেন। পোর্টফলিওটায় আমাদের অনেকের হাতের লেখা পান্ডুলিপি ছিল, যা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

নিকোলায়েভের প্রাচীন জেলখানাটিতে বন্দীদের জন্য তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। আর আমরাও সংখ্যায় ছিলাম অনেক। আমাকে এবং এক তরুন বুকবাইন্ডার, মিসা ইয়াভিচকে একই সেলে রাখা হয়। সেলটি ছিল বেশ বড়, অন্তত: তিরিশ জন থাকার মত, তবে কোন ফার্নিচার ছিল না, আর খুবই ঠান্ডা। দরজায় বর্গাকৃতির একটা বড় ফুটো ছিল, যা দিয়ে উঠোন পযর্ন্ত দেখা যেত। জানুয়ারী মাসের কনকনে হিম খুবই যন্ত্রনাকর। রাতে ঘুমোবার জন্য আমাদের জন্য খড়ের জাজিম দেয়া হতো আবার ভোর ছ'টায় নিয়ে যাওয়া হতো। এটি ছিল ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত না হওয়ার শাস্তি। ইয়াভিচ আর আমি মাথায় হ্যাট, গায়ে ওভারকোট আর পায়ে রাবারের জুতো পরে পরস্পর জড়াজড়ি করে মেঝেতে শুয়ে থাকতাম। ঘর গরমের স্টোভ একটা ছিল কিন্তু সামান্যই গরম হোত। একনাগাড়ে প্রায় দু'ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশীক্ষণ এভাবে শুয়ে শুয়ে দু'জনে স্বপ্ন দেখতাম। সারাদিনে এটিই ছিল আমাদের সবচেয়ে সুখের মুহুর্ত। দু'জনে সেলের এ মাথা ও মাথায় দৌড়িয়ে শরীর গরম রাখতাম। মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতি-চারণ ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখে দেখে সময় পার করতাম। আমি ইয়াভিচ্কে বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় শেখাতাম। এভাবে তিন সপ্তাহ পার হলো তখনও আমাদেরকে জেরার জন্য ডাকেনি।

তারপর একটা পরিবর্তন হলো। ব্যক্তিগত পোটলা-পুটলি নিয়ে, আমাকে জেল অফিসে ডাকা হলো এবং পুলিশের দু'জন লম্বা লম্বা জওয়ান দিয়ে ডাক-বাহী ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে খার্সন জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এটি ছিল আরো বেশী পুরানো। আমার সেল বা কুঠুরিটা ছিল প্রশস্ত, শুধু ছোট একটা জানালা, খোলা যেত না এবং মোটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা, ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো ঢোকাও কঠিন। আমাকে নির্মম, নিরাশাব্যঞ্জক এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। হাঁটা যেত না, আশেপাশেও কেউ ছিল না। পুরো শীতকালটা কেটে গেল। জানালা দিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি। বাইরে থেকে কোন কিছু নিতেও পারতাম না এবং আমার কাছেও চা বা চিনি কিছুই ছিল না। দিনে একবার খাবার দেয়া হতো। রাইয়ের দু'টি শুকনো রুটি ও লবন। এ নিয়ে নিজের সঙ্গে সারাক্ষণ বোঝা-পড়া করতাম যে সকালে কম খাব না সন্ধ্যায়। কাপড় বদলানোর সুযোগ ছিল না। তিন মাস যাবত আমি একই অন্তর্বাস পরি। সাবানও ছিলনা। উঁকুনরা তাদের খেয়াল-খুশী মত যখন তখন আমাকে কামড়াতো। আমি প্রতিদিন এক হাজার এক শত এগার পদক্ষেপ কোনাকুনি হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতাম। তখন আমার বয়স উনিশ বছর। বইতো দুরের কথা আমাকে এক টুকরা কাগজ বা পেনসিলও দেয়নি। কুঠুরিতে কোনো বাতাস ঢুকতো না। একটুখানি বিশুদ্ধ বাতাস পেতাম যখন এ্যাসিস্ট্যান্ট

ওয়ার্ডেন মাঝে মাঝে আমার রুমে এসে মুখ ভেংচি কেটে যেতেন। একনাগাড়ে নির্জনবাসটাই ছিল আমার সবচেয়ে খারাপ অনুভূতি। আমি প্রায় ২০টি জেলখানায় বন্দী জীবন কাটিয়েছি কিন্ত এমন কষ্ট পাইনি।
জেলের শক্ত খসখসে রুটি কামড়ে খেতে খেতে এবং কোনাকুনি হাঁটতে হাঁটতে আমি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতাম। জনপ্রিয় লোকগানকে (দুবিনুস্কা) সর্বহারার গান (ম্যাচিনুস্কা) বানিয়ে গাইতাম এবং একটি বিপ্লবী গানও (কামারিন্স্কি) রচনা করেছিলাম। গানগুলো ভাল মানের না হলেও পরে বেশ জনপ্রিয় হয়। এমনকি আজও গানের বইতে পূণর্মুদ্রিত হয়ে আসছে। একাকিত্বের কারণে এক সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন ছেঁড়া জুতো পরে অতিরিক্ত আরো এগারোশো এগারো পদক্ষেপ হাঁটতাম।
তিন মাস ধরে একটা খড়ের ব্যাগে শুয়ে জেলের শক্ত রুটি চিবিয়ে এবং উঁকুনের খাবার হয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি এমন, এক সন্ধ্যায় জেলের প্রহরীরা আমার জন্য একটা সুন্দর গাটরি বা বান্ডেল নিয়ে আসেন। তার মধ্যে ছিল পরিষ্কার লিনেন কাপড়, কভার সহ বালিশ, সাদা রুটি, চা, চিনি, মাংস, টিনজাত খাবার, আপেল এবং উজ্জ্বল রঙের বড় বড় কমলা! আজ ৩১ বছর পরেও আমি সেই চমৎকার জিনিসগুলোর তালিকা স্পষ্ট মনে করতে পারি। আমি একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম জ্যাম এর বৈয়ম কি করে খুলতে হয়, কি করে সাবান ব্যবহার করতে হয় এবং চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে হয়। সহকারী ওয়ার্ডেন বললেন, 'তোমার মা এগুলো পাঠিয়েছেন'। তার কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এজন্য সে প্রচুর অর্থ ঘুষ নিয়েছে।
তার অল্প সময় পরেই আমাকে স্টিমারে করে অঝেসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে জেলের যে নির্জন কুঠুরিকে রাখা হয় তা অল্প ক'বছর আগেই তৈরী করা হয় এবং এতে সকল টেকনিক্যালা সুবিধাদি ছিল। নিকোলায়েভ এবং খার্সনের পরে অঝেসার কারাগারকে মনে হচ্ছিল নিখুঁত। 'টেলিফোন' সংকেতের মাধ্যমে কিংবা জানালা দিয়ে কথা বলে যোগাযোগ করা বেশ যুতসই ছিল। আমি খার্সনে লেখা কবিতাগুলো আমার প্রতিবেশীদের কাছে পাঠাতাম এবং তারাও আমাকে বিভিন্ন খবরাদি পাঠাতেন। এভাবেই জানালার মাধ্যমে শিভগোভ্স্কি আমাকে পোর্টফলিওটি খুঁজে পাওয়ার কথা বলে। আমিও লে.কর্ণেল ড্রিমলিয়ুগার পাতা ফাঁদে পা দেয়া থেকে রেহাই পাই। তখনও আমাদের সাক্ষ্য নেয়া শুরু হয়নি।
বসন্তকালের গণ গ্রেফতারের পর কারাগারটি জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৮৯৮ সালের ১লা মার্চ। তখনও আমি খার্সনে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে মিনস্কে এবং গঠনতন্ত্র তৈরী হয়। সেখানে নয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মিটিং অনুসরণ করে তাদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। তার কয়েক মাস পরেই কেউ কংগ্রেস নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি। কিন্তু যা ঘটলো, তাতে মানুষের ইতিহাস ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পার্টির ঘোষণাপত্রে ভবিষ্যত সংগ্রামের লাইন স্থির করা হয় এরকম: 'আমরা ইউরোপের পূর্বদিকে যতই যাব ততই, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ভীরু ও অসৎ বুর্জোয়া ধনীক শ্রেণীকেই পাব; এবং তার সাথে তাল রেখে ততই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সর্বহারা শ্রেণীর সাথে সংঘর্ষ বাধবে।' মজার ব্যাপার এই যে, এই ঘোষনাপত্রের রচয়িতা ছিলেন কুখ্যাত উদারপন্থী নেতা পিটার স্টীভ, যিনি পরে সস্তা জনপ্রিয় ধর্মগুরু আর রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়েছিলেন।
অঝেসার কারাগারে থাকা অবস্থায় প্রথম কয়েক মাসে আমি বাইরে থেকে কোন বই পাইনি। তাই আমাকে কারাগারের লাইব্রেরীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সে লাইব্রেরীতে ছিল শুধু বেশ কয়েক বছরের পুরনো রক্ষণশীল, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক ম্যাগাজিন । অতৃপ্তি নিয়ে হলেও সেগুলো পড়তাম। সে সব ম্যাগাজিন থেকে আমি জেনেছি প্রাচীন ও আধুনিক কালের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়,উপদল ও গোষ্ঠী ; অর্থোডক্স চার্চের দেয়া সেবা সুবিধাদি; ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ ও টলস্টয়বাদ সম্পর্কে; এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সকল সেরা সেরা যুক্তি সম্পর্কে। আমি অর্থোডক্স রিভিয়্যু'তে পড়তে পাই, 'ধর্মীয় বিশ্বাস সত্যিকারের বিজ্ঞানকে ভালবাসে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরমাত্মীয় বলে মনে করে'। কেনানীয় বালামের গাধার (Balaam's Ass) অদ্ভূত ঘটনা, যে কিনা একজন নবীর সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সত্য। 'তোতা পাখি এবং এমনকি ক্যানারি পাখিও যে কথা বলতে পারে, এটাও সত্য' প্রধান ধর্মযাজক আর্ক বিশপ নিকানরের এই যুক্তি অনেকদিন ধরে আমার মন জুড়ে ছিল এমনকি স্বপ্নেও।
শয়তানদের এবং তাদের প্রধান, 'আঁধারের রাজকুমার' (the Prince of Darkness) সম্মন্ধে যত অনুসন্ধান করতাম ততই অবাক হতাম। তাদের হাজার বছরের আইন ও বিধিবদ্ধ বোকামি আমার যুক্তিবাদী মনটাকেও

মাঝে মাঝে পাল্টে দিতে চাইত। বেহেশ্‌ত বা স্বর্গোদ্যান সম্পর্কে বর্ণনা বহুবার পড়েছি। এর অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে: 'স্বর্গের সঠিক অবস্থান অজানা'। এটা জেনে বিষাদগ্রস্থ হয়েছি। সকালের চা-নাস্তা থেকে ডিনার খাওয়া পর্যন্ত এবং হাঁটা-হাঁটির সময়ও, আমি এই বাক্যটি বারবার আওড়াতাম: 'এমন মনোরম স্বর্গের অবস্থান অজানা'। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পুলিশ সার্জেন্ট মিকলিনের সঙ্গে ঝগড়া করার কারনে আমার সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হয়। সে ছিল একাধারে একজন লোভী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং অসংশোধনযোগ্য স্বভাবজাত মিথ্যুক আবার খুব ধার্মিকও এবং 'পবিত্র গ্রন্থ' সম্মন্ধেও সে বেশ ভালোই জানতো। সে তাড়াহুড়ো করে জেলের এক কুঠুরি থেকে অন্য কুঠুরিতে যাবার সময় এবং লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময় কেবল তার ঝুলানো চাবির ঝনঝন বাজনা আর তার গুনগুন ঈশ্বরবন্দনা শোনা যেত। সে আমাকে উপদেশ ছলে বলেছিল, 'ঈশ্বরের মা' এর পরিবর্তে 'ক্রিস্টের মা' বলার জন্য খারেজি অ্যারিয়ুসের পেট ফেটে গিয়েছিল।' আমি রেগে বললাম, 'তবে এখন কেন খারেজিদের পেট ফাটেনা?' সে রাগ করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো 'এগুলো...এগুলো অন্য সময় আলোচনা করা হবে'।

দেশের বাড়ি থেকে আমার বোন এসেছিল আমায় দেখতে। আমি তাকে দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লেখা চার কপি বাইবেল সংগ্রহ করি। স্কুল জীবনে অর্জিত জার্মান ও ফরাসী ভাষার সীমিত জ্ঞান নিয়ে এবং পাশাপাশি ইংলিশ ও ইতালিয় ভাষায় আমি খ্রিস্টের বাণীর প্রতিটি ছত্র পড়ি। এভাবে পড়ে কয়েক মাসের মধ্যে আমার বেশ অগ্রগতি হয়। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার ভাষাজ্ঞান মাঝারি। বেশ কিছুদিন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে থেকেও এ আমি তাদের ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারিনি।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বন্দীদেরকে ডাব্‌ল গরাদ দেয়া একটি কাঠের খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখা হতো। বন্দিরা যাতে তারা সাক্ষাৎকারীদের সান্নিধ্যে যেতে না পারে তার জন্য এ ব্যবস্থা। আমার বাবা প্রথমবার এসে, আমাকে এ অবস্থায় দেখে, এতই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারেননি। আমার প্রশ্নের উত্তরে নীরবে শুধু তাঁর রক্তশূণ্য ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন। আমি কখনো তাঁর এই কষ্টের চেহারা ভুলবোনা। তিনি ভেবেছিলেন, আমাকে সবসময় এই ছোট্ট খাঁচাতেই রাখা হয়। তবে মা আগেই জানতেন তাই শান্ত ছিলেন।

বাইরের পৃথিবীতে যা ঘটতো তার সামান্যই আমাদের কাছে পৌঁছতো। তথ্য-সংবাদ জানার দিক থেকে আমরা তখনও গন্ডগ্রামের বাসিন্দাদের মতো। দক্ষিণ আফ্রিকানদের যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোয়ারদের (Boers) (১) জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইয়ে বড়র কাছে ছোটর পরাজয় অবধারিত, আমরা এ ব্যাখ্যাই করতাম। আলফ্রেড ড্রিফাস (Dreyfus) এর ড্রিফাস মামলা (১৮৯০খৃ.-এর দশকে) তখন তুঙ্গে, এর নাটকীয়তা আমাদের মধ্যে শিহরন জাগাতো। একবার আমাদের কাছে গুজব রটে যে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এটা শুনে আমরা সবাই বিক্ষুদ্ধ হই। পাহারাদাররা বারান্দায় এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে নীচে ছোটাছুটি করছিল চীৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করার জন্য। তারা ভেবেছিল যে তাদের অখাদ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে বন্দিরা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু না; ফ্রান্সের রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কেবল রাজবন্দীরাই তখন প্রচন্ড প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

ধর্মতাত্ত্বিক ম্যাগাজিনগুলোয় গুপ্তসংঘ ফ্রিম্যাসনরি (২) রীতিনীতি (freemasonry) নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আন্দোলন কোথা থেকে কিভাবে এসেছে? আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। মার্কসবাদ একে কিভাবে ব্যাখ্যা করে? আমি মোটামুটি অনেকদিন যাবত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থিউরির বিরোধিতা কোরে ইতিহাসের বহু উপাদানবিশিষ্ট থিউরিকে সমর্থন করি, যা আজও সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে গৃহীত। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধারন মানুষ তাদের সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের প্রতিটি অংশকে একেকটি স্বাধীন 'উপাদান' হিসেবে চিহ্নিত কোরে জন্ম থেকেই একে সমাজের উপরি চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করে। অতঃপর সংস্কারাচ্ছন্নভাবে তারা নিজেদের কর্মকান্ডকে এসব স্বাধীন শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে রূপায়িত ও ব্যাখ্যা করে। এ 'উপাদান'গুলো কোথা থেকে আসে? কি কি শর্তে বা কোন কোন অবস্থার প্রভাবে আদিম মানব সমাজ থেকে এগুলোর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে? এসব প্রশ্ন বিবেচনায় নিয়ে ভাল তত্ত্ব বাছাই করার আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ নিজেই এর প্রতি গুরুত্ব দেয়না।

আমার কুঠুরীতে থাকাকালে দু'টি বিখ্যাত রচনা পড়ে আমি গভীর আনন্দ পাই। লিখেছিলেন বৃদ্ধ আন্তনিয় ল্যাব্রিওলা (Antonio Labriola) একজন ইতালীয় হেগেলীয় মার্ক্সবাদী। রচনা দু'টির ফরাসী অনুবাদ কারাগারে পৌঁছে। অধিকাংশ ল্যাটিন লেখকদের তুলনায় ল্যাব্রিওলা ছিলেন অন্যরকম। তিনি রাজনীতিতে ততটা দক্ষ ছিলেন না বটে– অন্তত ইতিহাসের দর্শনে– কিন্তু বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তাঁর ভাসাভাসা জ্ঞানের চমৎকার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশভঙ্গি বস্তুত তাঁর গভীর অন্তদৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছিল। তিনি বহু উপাদানবিশিষ্ট থিউরিকে (the theory of multiple factors) চমকপ্রদ স্টাইলে সংক্ষিপ্ত করেছেন; যা ইতিহাসের দেবগৃহ (Olympus of history) নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা ও বিশদভাবে আলোচনা করে তার ভিত্তিতে আমাদের ভাগ্যকে শাসন করা উচিত ছিল।

সেই রচনাগুলো পড়ার ৩০ বছর পরও, তার সাধারণ যুক্তিগুলো এখনও আমার স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে; বিশেষ করে গানের ধুয়ার মতো সেই বাক্যটি বার বার মনে আসে, ' ধারনা আকাশ থেকে পড়ে না'। ল্যাবরিওলার পরে বহু উপাদানবিশিষ্ট তত্ত্বের সকল রাশিয়ান প্রস্তাবকগন: যেমন– ল্যবরভ, মিখায়েলোভ্স্কি, কারিয়েভ এবং অন্যান্যদের আমার কাছে স্রেফ অযোগ্য মনে হতো। অনেক বছর পর আমি জেনে হতভম্ব হই যে কতিপয় মার্ক্সবাদী, জার্মান প্রফেসর স্ট্যামলার (Stammler) এর লেখা অর্থনীতি ও আইন (Economics and the Law) এর বন্ধ্যা চুক্তির ফাঁদে আটকে পড়েছেন। এটি প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাসের উপর জোর করে শিকল পরানোর অসংখ্য অপচেষ্টার মধ্যে একটি। এককোষী প্রাণী এ্যামিবা থেকে বর্তমানের মানুষ পর্যন্ত যে ক্রমবিবর্তন তার মধ্যে অবিরাম শিকল পরানোর অপচেষ্টা। এর ভেতর দিয়ে এই বাস্তবতাই প্রমাণিত হয় যে, এ কাজ টোলের গোঁড়া পন্ডিতের মস্তিষ্ক প্রসূত।

সেই থেকে আমি গুপ্তসংঘ ফ্রিম্যাসনদের রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি উৎসাহী হই। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন সতের শতকের তৃতীয় দশক থেকে বণিক, আমলা, ব্যাংকার, আইনজীবী এবং অভিনেতা-শিল্পীরা নিজেদেরকে ম্যাসন বলতে শুরু করেন এবং মধ্যযুগের গিল্ডসমূহের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পুণপ্রবর্তনের চেষ্টা করেন? এ অদ্ভূত ছদ্মবেশ কেন তারা ধারণ করতেন? আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাহায্যে এর ইতিহাসের উপর বহু বই যোগাড় করি এবং কয়েক মাস ধরে আগ্রহভরে পড়ি। ক্রমশ সবকিছু আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। পুরাতন গিল্ড বা সমিতিগুলো উৎপাদনকারী সংগঠনের চেয়েও বেশি কিছু ছিল; এগুলো সদস্যদের জীবন ধারা এবং নৈতিক আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করত। এগুলো, বিশেষ করে নির্মাণশিল্পের সাথে জড়িত আধা-দক্ষ কারিগর ও শিল্পী সমিতিগুলো তাদের পেশাগত উৎকর্ষতার প্রয়োজনে শহুরে নাগরিক জীবনকে পুরোপুরি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল । বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশে এসব সমিতি ভেঙ্গে যাওয়ার পর এমন নৈতিক অবক্ষয় নেমে আসে সমাজে, যা মধ্যযুগে ছিল না। পুরানো নৈতিকতাকে খুব দ্রুত উচ্ছেদ করা হলেও সে তুলনায় নতুন নৈতিকতা অবয়ব নিতে শুরু করে অনেক ধীরে। একারনে তখনকার সমাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গিল্ডগুলোর নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা শুরু করে। এটা স্তস্ফুর্তভাবে চলতে থাকে ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার ভিত্তি দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত। ফলে সমাজে সক্রিয় ম্যাসন্রি তাত্ত্বিক ম্যাসন্রিতে রূপান্তরিত হয়। তবে জীবনধারার এই পুরনো নৈতিকতা এক নতুন অর্থ খুঁজে পায়। ফ্রিম্যাসন্রি উপাদানের কিছু কিছু শাখা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রে, যেমন স্কটিশ ব্যবস্থায়, খুবই প্রাধান্য পায়। এভাবে আঠার শতকে ফ্রিম্যাসন্রি যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশে বা সংস্কারমুক্ত আন্দোলনে উগ্রপন্থী ভাবাদর্শী হয়ে ওঠে। যেমন, একদিকে এই ভাবাদর্শ অবলম্বন করে অজ্ঞতামুক্ত/সংস্কারমুক্তরা (Illuminati) (৩) হয় বিপ্লবের অগ্রদূত; আর অন্যদিকে কার্বোনারিরা (Carbonari) (৪) বামের শীর্ষবিন্দুতে পৌছায়। ফ্রি ম্যাসনরা ষোড়শ লুই এবং ডক্টর গিলোটিনকে, যিনি গিলোটিন নামক শিরচ্ছেদ করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের সদস্য হিসেবে গণ্য করতেন। জার্মানীর দক্ষিণাঞ্চলে ফ্রিম্যাসনরা খোলাখুলিভাবে বৈপ্লবিক চরিত্র ধারণ করে। সেখানে ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের রাজ দরবারে আভিজাত্য এবং আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রতীক রূপে একটি মুখোশ টাঙ্গিয়ে রাখা হোত। একজন ফ্রিম্যাসন সম্রাজ্ঞীই ফ্রিম্যাসন নভিকভ্কে (Novikov) (৫) সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন।

আমাদের একালে কাপড় অনেক সস্তা এবং তৈরী পোষাকও সহজলভ্য। তাই এখন কেউ আর দাদা-পরদাদার আলখাল্লা গায়ে দিতে চায় না বা দেয় না। কিন্তু তত্ত্বের জগতে দাদার আলখাল্লা গায়ে দেয়া এখনও হাল-ফ্যাশন। তত্ত্বকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হস্তান্তর করার রীতি প্রচলিত, যদিও দাদী বা ঠাকুমার পুরনো বালিশের মত তার মধ্যে জীর্ণ-পুরাতন গন্ধ ভুর ভুর করে। এমনকি যারা তাদের মতামতের সারাংশ বদলাতে নীতিগতভাবে বাধ্য তারাও জোর করে সেটাকে পুরনো ছাঁচে ঢুকিয়ে দেয়। শিল্প-কারখানায় বিপ্লব তার তত্ত্ব থেকে অনেক বেশী সুদুর প্রসারী অগ্রগতির পথে। তাই পোটি-বুর্জোয়া ফরাসী সাংসদরা আধুনিক বৈরি ও সাংঘর্ষিক সম্পর্কের বিপক্ষে জনগনের মধ্যে নৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে নিজেরা সাদা এ্যাপ্রোন পরিধান এবং হাতে কম্পাস বা ওলনদড়ি (পানির গভীরতা বা প্রাচীরের উল্লম্বতা পরীক্ষার জন্য দড়ির সঙ্গে বাঁধা সীসার বল) ছাড়া আর উত্তম কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেননি। তারা সত্যিকার অর্থে নতুন করে গড়ার জন্য কম ভেবে বরং তাদের পুরনো সংসদ ও মন্ত্রণালয় টিকিয়া রাখার উপায় উদ্ভাবনেই সচেষ্ট থেকেছেন।

জেলখানার বিধান অনুসারে নতুন এক্স্যারসাইজ খাতা পেলে পুরনোটা বাদ দিতে হয়। সেই সুবাদে আমি একহাজার পাতার একটি নতুন খাতা পাই। ফ্রিম্যাসন্‌রির ওপর অধ্যয়ন করতে এটি দারুন কাজে লাগে। আমি অনেক বই থেকে উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ, ছোট ছোট অক্ষরে নোট করতাম, ফ্রিম্যাসন্‌রির ইতিহাস এবং বস্তুবাদী তত্ত্বের ওপর আমার নিজের মতামতও মন্তব্য আকারে লিখে রাখতাম। এ করেই আমার বন্দীজীবনের বেশীরভাগ সময় পার হোত। গোপনে অবৈধভাবে যে সব লেখা বা পাণ্ডুলিপি পেতাম তার প্রতিটি অধ্যায় সযত্নে সম্পাদনা করতাম, নোট বইতে নকল করে রাখতাম এবং অন্যান্য সেলে বন্দী বন্ধুদের পড়ার জন্য পাচার করতাম। পাচার করার ফন্দী ছিল বেশ প্যাঁচালো, যার সাংকেতিক নাম দিয়েছিলাম আমরা 'টেলিফোন'।

অঝেসা জেলে বন্দী থাকা অবস্থায়, শেষ দিকে মোটা এক্স্যারসাইজ খাতাটি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব ছিল সিনিয়র পুলিশ সার্জেন্ট ইউসভের। তাকে প্রতিদিনই এই খাতায় দস্তখত করতে হোত। সেই সুযোগে তিনিও এগুলো পড়ে দেখতেন। এগুলো পড়ে পড়ে তিনি ইতিহাস ও দার্শনিক চিন্তায় একজন পন্ডিতে পরিণত হন। আমি তখন যা লিখেছি, তা এখন ছাপানো যেতো কিনা জানিনা। আমি এক সময় অনেক পড়ে জানার ও শেখার চেষ্টা করতাম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভকারী বহু ব্যক্তি, ইতিহাসের ঘটনাবহুল বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমি এত পড়েছি যে, তার বিবরণ দিতে গেলে একখন্ড বইয়ে কুলোবে না। আমি মনে করি ম্যাসনরির প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহ এবং উপসংহার সঠিক ছিল। আমি তখনও অনুভব করতাম যে আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি এবং কাজ যতই এগুতে থাকে, ততোই আমার অনুভব আরো শক্তি ও দৃঢ়তা পায়। আমার হাতে লেখা সেই পান্ডুলিপিগুলো পেতে আজও আমি অনেক চেষ্টা করি। আমাকে যখন নির্বাসন দেয়া হয়, তখনো সেগুলো আমার সঙ্গে ছিল। নির্বাসনকালে আমি মার্ক্সিয় অর্থনীতি অধ্যয়ন করতে গিয়ে ফ্রিম্যাসনরির ওপর কাজ করতে পারিনি। নির্বাসন থেকে পালিয়ে আমি প্যারিসে চলে যাওয়ার পর, সাইবেরিয়া থেকে আলেক্স্যান্দ্রা ল্যুভ্না (ট্রেটস্কির সাথে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন, পরে তার স্ত্রী হন), আমার বাবা-মার মাধ্যমে পান্ডুলিপিগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা ১৯০৩ সালে প্যারিসে আমার সাথে দেখা করতে গিয়ে এগুলো আমাকে দেন। পরে, যখন আমি এক গোপন মিশনে রাশিয়া যাই, তখন এগুলো জেনেভায় রেখে আসি। আমার 'প্রবাসী' জীবনের পুরাতন নথিপত্রসহ, 'ইসক্রা'র পুরাতন কপিগুলোর অকাল মৃত্যু হয় তখন। দ্বিতীয়বার যখন আমি পালিয়ে সুইজারল্যান্ডে যাই, তখন পুনরুদ্ধার করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। এই পান্ডুলিপিগুলো যে সুইস ভদ্রমহিলার বাড়িতে তার জিম্মায় রেখেছিলাম, তিনি সেগুলোকে দেশলাইয়ের মত আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করেছেন। আমি তার জন্য তাকে ভৎর্সনা না করে পারিনি, যদিও তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

জেলখানায় যেভাবে আমি ফ্রিম্যাসন্‌রির উপর কাজ করেছি, সেটা আমার বেশ সহায়ক হয়েছে। সেসময় আমি মার্ক্সবাদী মৌলিক সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। ল্যাব্রিওলার প্রবন্ধগুলো ছিল দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তিক। সেগুলো বুঝতে হলে যে পূর্বজ্ঞান থাকা দরকার, তা আমার ছিল না এবং সেজন্য আমাকে অনেক কিছু অনুমান করে নিতে হয়েছে। একগুচ্ছ অনুমান মাথায় ঢুকিয়ে আমি ফ্রিম্যাসন্‌রির ওপর অধ্যয়নের কাজ শেষ করি। পরবর্তি কাজ ছিল অনুমানগুলোকে কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আমি নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন

করিনি; পদ্ধতিগতভাবে গবেষণা করে সেসব অনুমানের উপর আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি, সেগুলো আনেক আগেই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত ছিল এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল। আমি আমার মতো করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে অন্ধের মতো হাতড়ে ফিরে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আমি মনে করি, এই প্রচেষ্টা পরবর্তিতে আমার বুদ্ধি বিকাশে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছে। মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স, প্লেখানভ ও মেহ্‌রিং (Franz Erdmann Mehring (১৮৪৬–১৯১৯), জার্মান লেখক, রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ)-এর লেখা পড়ে আমি আমার অনুমানগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি পাই। আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে না বুঝে মুখস্ত কিংবা যুক্তিহীনভাবে বিশ্বাস করিনি। দ্বান্দিক পদ্ধতি প্রথম আমার চোখে পড়ে এক সজীব বসন্তের মতো, বিমূর্ত সংজ্ঞা হিসেবে নয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আমি যখন এটা বুঝতে চেষ্টা করি তখন খুঁজে পাই । ইতোমধ্যে সারাদেশে বিপ্লবের জোয়ার বইতে শুরু করে। সে বাস্তবতায় ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধও কাজ করতে থাকে বিশাল আয়তনে এবং বিস্ময়করভাবে। ছাত্রআন্দোলনও সেই বিপ্লবী কার্যপ্রণালীর ভেতর অবাধে প্রবেশ করে। কসাকরা (The Cossacks) ছাত্রদের চাবুক মারে। উদারতাবাদীরা তাদের সন্তানদের উপর নির্যাতনের কারণে প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হয়। সোশ্যাল ডেমোক্রেসী দিনকে দিন শক্তিশালী হতে থাকে এবং শ্রমিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়। বিপ্লব আর বুদ্ধিজীবি এবং সুশীল সমাজের বিশেষ বিনোদন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শ্রমিকদের গ্রেফতারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। জেলখানায় কয়েদিদের ভীড় বেড়ে গেলেও আমাদের মনোবল বাড়ে। আমার বন্দী জীবনের দ্বিতীয় বর্ষের শেষে এসে সাউথ রাশিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মামলার রায় হয়। রায়ে প্রধান চার অভিযুক্তের চার বছরের নির্বাসন দণ্ড হয় সাইবেরিয়ায়। বলাবাহুল্য তার মধ্যে আমিও একজন। দণ্ড ঘোষণার পর আমাদেরকে মস্কো কারাগারে বদলী করে ছয়মাস রাখা হয়। আমি এ সময়টা থিউরির উপর অধ্যয়ন করি নিবিড়ভাবে। তখনই প্রথম আমি লেনিনের নাম শুনি এবং রুশ পুঁজিবাদের বিকাশের উপর লেখা তাঁর বই পড়ি; বইটি তখন গোপনে বন্দীদের হাতে হাতে ফিরছিল। তখন আমিও নিকোলায়েভের শ্রমিক আন্দোলনের ওপর একটি প্যামফ্‌লেট লিখি এবং গোপনে জেলের বাইরে পাঠিয়ে দেই, যা তার পরপরই জেনেভায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গ্রীস্মে আমাদের চারজনকে মস্কো জেলখানা থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এর প্রতিবাদে অন্যান্য জেলে রাজবন্দীরা বিরতি পালন করে। ১৯০০ সালে আমরা নির্বাসনস্থল সাইবেরিয়ায় পৌঁছাই।



চাবুক. বন্দুক ও তলোয়ার সজ্জিত কসাক

৯। প্রথম নির্বাসিত জীবন।

গোটা কয়েক বজরায় আমরা নির্বাসন দন্ডপ্রাপ্তরা প্রহরারত সৈন্যবাহী বজরার তত্ত্বাবধানে লিনা নদীর ধীর স্রোতের সাথে সাথে চলছিলাম। রাতে ভয়ানক শীত। সকালবেলা দেখা যেত বরফের পুরু আস্তরণে ভারী ওভারকোট ঢাকা। যেতে যেতে নির্ধারিত তালিকানুযায়ী দু'একজন করে একেকটি গ্রামে নামিয়ে দেয়া হতো। মনে আছে, আমাদের জন্য বরাদ্দ করা উস্ট্-কুট গ্রামে আসতে তিন সপ্তাহ লেগেছিল। সেখানেই আমাকে আর নিকোলায়েভ থেকে নেয়া এক নারী বন্দী এবং আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী আলেক্সান্দ্রা এলভভ্নাকে (Alexandra Lvovna) জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। তিনি দক্ষিণ রাশিয়ায় ওয়ার্কাস ইউনিয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। বিপ্লবের প্রতি পরম আনুগত্য এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি অনীহা, তাঁকে কর্তৃত্ব করার এক প্রশ্নাতীত নৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিল। আমাদের দু'জনের কাজই দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। তাই বিচ্ছিন্নতা এড়াতে মস্কো জেলে আমরা দু'জন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

উস্ট্-কুট গ্রামটিতে প্রায় শ'খানেক চাষীর কুঁড়েঘর। আমরা গ্রামের এক প্রান্তে এক চাষীর ঘরে নতুন জীবন শুরু করি। চারপাশে ঘন বন। বনকে ঘিরে নদীর অববাহিকা খাল। কিছুটা উত্তরে বয়ে চলেছে লিনা নদী। লিনার তীর ঘেঁষে সোনার-খনি। নদীর জলে তরল সোনার প্রতিফলন দেখে মনে হতো যেন জলে ঝিকমিক ঝিকমিক করে সোনা ভেসে বেড়াচ্ছে। উস্ট্-কুট গ্রামটি ঘন বন-জঙ্গল, মদ্যপায়ী, পাপাচারী, দস্যু এবং খুনিদের জন্য কুখ্যাত। অবশ্য আমরা গিয়ে দেখি শান্ত গ্রাম, তবে তখনও প্রচুর মাতাল ও মাতলামী ছিল। আমরা যে দম্পতির কুঁড়েঘরে উঠি, তারাও ছিলেন বদ্ধ মাতাল। জীবনটা হয়ে মনে হোল তমসাচ্ছন্ন ও অবদমিত এবং বাকী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বহুদূরে সম্পূর্ণ এক আলাদা জগত। আমাদের শোবার ঘরটি রাতে থাকত তেলাপোকাদের দখলে। তারা সর্বত্র, এমনকি আমাদের মুখের ওপরও খসখসে করে ছুটে বেড়াতো। মাঝে মাঝে এক-আধ দিন মাইনাস পয়ঁত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট (-০.৩৫ ফা:) তাপমাত্রায়ও আমাদেরকে দরজা-জানালা খুলে রেখে ঘরের বাইরে থাকতে হোত।

গ্রীষ্মকালে ডানাওয়ালা ছোট ছোট ডাঁশ-মাছি আমাদের জীবন বিষিয়ে তুলতো। তারা বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলা গো-মহিষকেও কামড়িয়ে খেয়ে ফেলতো। এদের কামড় থেকে বাঁচার জন্য চাষীরা ঘোড়ার লেজের পশমে আলকাতরা লাগিয়ে এক ধরনের জালি বানিয়ে তাদের মাথায় পরতো। বসন্তে ও শরতে গ্রামগুলো থাকত কাদায় ভরা। তবে গ্রামগুলো বেশ সুন্দরই ছিল কিন্তু আমি সেদিকে তাকাইনি। আমি এসবকে সময়ের অপচয় মনে করতাম। আমি থাকতাম নদী আর বনের ঠিক মাঝখানে বই ও ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তেলাপোকা তাড়িয়ে তাড়িয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তখন কার্ল মার্ক্স পড়ি। তাই অন্যদিকে তাকাইনি।

নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য লিনা নদীটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক জলপথ। যাদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হতো, তারা এ নদীপথেই দক্ষিণে চলে যেত। তবে বিপ্লবের স্রোত বাড়তে থাক, নির্বাসিতদের চলাচল ও যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্নভাবে তত বাড়তে থাকে। নির্বাসিতরা পরস্পরের সাথে প্রচুর পত্র-বিনিময় করে। সেই চিঠিগুলো এত লম্বা যে তাত্ত্বিক চুক্তিপত্র লেখার মত। এই অঞ্চলের নাম ইরকুশ্ক। ইরকুশকের গভর্নরের কাছ থেকে বদলি হওয়ার অনুমতি পাওয়া ছিল তুলনামূলকভাবে খুব সহজ। আমি আর আলেক্সান্দ্রা লুভভ্না এখান থেকে ২৫০ ভার্স দূরে পূর্বদিকে ইলিম নদীর তীরে এক গ্রামে বদলী হলাম। সেখানে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ছিল। আমি সেখানে এক কোটিপতি বণিকের কেরানী হিসেবে কিছুদিন চাকুরীও করেছি। তার মোটা পশমের (fur) গুদাম, ভান্ডার, স্টোর এবং সেলুন অনেক। সেগুলো এত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছিল যে, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড এক করলেও তার চেয়ে বড় হবে। তিনি ছিলেন একজন বিশাল ক্ষমতাবান বণিক ও জমিদার। তিনি গল্প করতেন যে তার অধীনে হাজার হাজার রমণী (Tunguses) রয়েছে এবং তিনি তাদের ডাকেন 'আমার ছোট Tungses' বলে। ছিলেন নিরক্ষর, নামও লিখতে জানতেন না, দাগ টেনে টেনে চিহ্ন দিতেন। সারাবছর ব্যয়কুণ্ঠ বা কিপ্টেমি জীবনযাপন করতেন কিন্তু নিজনি-নব্গরদের (Nijni-Novgorod) বার্ষিক মেলায় লক্ষ লক্ষ রুবল অপব্যয় করতেন। আমি তার অধীনে দেড়মাস কাজ করি। একদিন আমি এক পাউন্ড সিঁদুর বা

লালরঙের (redlead) মূল্য 'এক পুড' বা চল্লিশ পাউন্ড হিসাবে একটি বিল তৈরী করে দূরের এক স্টোরে পাঠাই। এতে আমার সুনাম ক্ষুন্ন হয়, তিনি তখনই আমাকে চাকুরিচ্যুত করেন।

অতএব আমরা আবার ফিরে এলাম উস্ট্-কুটে। ভয়ংকর শীত; তাপমাত্রা মাইনাস পঞ্চান্ন ডিগ্রী ফারেনহাইটের (-০.৫৫ফা.) নীচে। আমাদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির কোচোয়ানকে ঘোড়ার নাকমুখের মুখোশের উপর জমে থাকা বরফ ভেঙে সরাতে হয়েছিল। কোলে ছিল আমার দশমাস বয়সী কন্যাশিশু। পশুর মোটা লোমযুক্ত চামড়া দিয়ে চোঙা বানিয়ে তার ভেতরে তাকে রেখেছিলাম। সেটি এমনভাবে বানিয়েছিলাম যাতে তার ভেতর দিয়ে সে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। তারপরও প্রতিটি স্টপেজে সেটি ভয়ে ভয়ে খুলে দেখতাম সে বেঁচে আছে কিনা। যাহোক, সে যাত্রায় তেমন কোন অঘটন ঘটেনি। আমরা উস্ট্-কুট বেশীদিন থাকতে পারিনি। দু'তিনমাস পরেই গভর্নর আমাদেরকে আরেকটু দূরে দক্ষিনে ভার্খোলেন্স্ক (Verkholensk) বদলি করলেন। সেখানেও আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছিল।

পুরনো পপুলিস্টরা দীর্ঘদিন যাবত নির্বাসনে থাকার কারণে তাদের মধ্যে বেশ জাঁকাল একটি সংগঠন তৈরী করতে সমর্থ হন। যুব মার্ক্সবাদীরাও নিজেরা নিজেরা একটি আলাদা সংগঠনের রূপরেখা তৈরী করেন। আমি নির্বাসনে যাওয়ার পর দেখতে পাই, অনেক অশিক্ষিত ধর্মঘটি শ্রমিক দুর্ভাগ্যের ফেরে পড়ে, নির্বাসন দণ্ড নিয়ে উত্তরে এসে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তবে এই নির্বাসন ছিল তাদের জন্য রাজনীতি এবং সংস্কৃতি শেখার অমূল্য বিদ্যাপীঠ। তারা প্রায় বোকামী করত, বিশেষ করে তুচ্ছ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিত। এত বেশী লোককে জোর করে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে জড়ো করার কারণে এরূপ আচরণ হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। একান্ত ব্যক্তিগত এবং বিশেষ করে রোমান্টিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই নাটকীয় আচরণ ঘটতো বেশী। এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটতো। কিয়েভ থেকে ভার্খোলেন্স্কে আসা এক তরুণ ছাত্রকে রীতিমত পাহারা দিয়েও আমরা বাঁচাতে পারিনি। আমি তার টেবিলের ওপর একটি ধারালো ধাতব পদার্থ দেখেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পাই, এটি দিয়ে সে তার শটগানের শিসার বুলেট বানিয়ে নিজের বুকে ব্যারেল ঠেকিয়ে পায়ের সাহায্যে ট্রিগার চেপে সে আত্মহত্যা করে। আমাদের পাহারা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। বড় বড় নির্বাসন কলোনীগুলোতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। তবে নির্বাসিত কেউ কেউ স্থানীয় লোকজনের সাথে মিশেও যায়, বিশেষ করে শহর এলাকায়; অন্য অনেকেই মদাসক্তও হয়ে পড়ে। তখনও আমরা বক্তৃতা দিতে কুণ্ঠিত বোধ করতাম। মনে হোত কৃত্রিম ভনিতা। আমি জেলে এবং নির্বাসনে দেখেছি, কেবলমাত্র কঠোর বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাই মানুষকে বিরূপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে। স্বীকার করতেই হবে যে, ভার্খোলেন্স্কের এসব নির্মম ও কঠোর পরিস্থিতিতেও একমাত্র মার্ক্সবাদীরাই ভালো থাকতে পেরেছিলেন।

এই লিনা নদীর দীর্ঘ জলপথে চলার জন্যেই, আমি সে সময় জারঝিন্স্কি (Dzerzhinsky), উরিঝ্কি (Uritzky) এবং অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীদের সাক্ষাত লাভ করি, যারা ভবিষ্যতে বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমরা প্রতিটি আগমনি দলের জন্য আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করতাম। বসন্তকালের এক আঁধার রাতে, আমরা লিনা নদীর তীরে, খোলা জায়গায় শুকনো পাতা পোড়ানোর উত্সব (bonfire) করি এবং আগুনের বলয়কে তাকে ঘিরে সবাই বসে পড়ি। জারঝিন্স্কি সেই বৈঠকে পোলিশ ভাষায় তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর, কিন্তু কবিতা ছিল সে তুলনায় সামান্যই বলা চলে। সেই পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল যে রকম কষ্টকর ও কঠিন কবিতাগুলোও হওয়া উচিত ছির সেরকম।

উস্ট্-কুটে আসার পর থেকেই আমি ইরকুস্কের সংবাদপত্র, 'দ্য ইস্টার্ন রিভিয়্যু'তে নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা শুরু করি। এটি ছিল একটি বৈধ আঞ্চলিক পত্রিকা, শুরু হয়েছিল পুরনো পপুলিস্ট নির্বাসিতদের হাতে কিন্তু প্রায়ই মার্ক্সবাদীদের করায়ত্ত হতো। আমি শুরু করেছিলাম মফস্বল সংবাদদাতা হিসেবে। প্রথম লেখা প্রবন্ধটি ছাপার অপেক্ষায় ছিলাম অধীর আগ্রহ নিয়ে। সম্পাদক আমাকে উৎসাহ দিলেন। আমিও সাহিত্য এবং জনগনের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই লিখতে শুরু করি। আমি নিজের একটি ছদ্মনাম দেব ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে ইতালীয় অভিধান খুলেই পেলাম একটি শব্দ 'antidoto' এই শব্দটি প্রথম আমার দৃষ্টি কাড়লো। সুতরাং, তার পর থেকে কয়েক বছর যাবত আমি নিজেকে 'Antid Oto' নামেই লিখতাম। আমি মজা করে বন্ধুদের বলতাম, আমি আইনী সংবাদপত্রে মার্ক্সবাদী antidote (রোগ প্রতিষেধক) দিতে চাই। কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমার বেতন প্রতি লাইনে দুই কোপেক থেকে বেড়ে চার কোপেক হল। এটি ছিল আমার

সাফল্যের সবচেয়ে উত্তম প্রমাণ। আমি লিখতাম চাষীদের নিয়ে; রুশ ক্লাসিক সাহিত্যিকদের নিয়ে; ইবসেন, হপম্যান (Hauptmann) এবং নিৎস্যে; দ্য মোপাসাঁ, আন্দ্রিয়েভ (Andreyev) এবং গোর্কিকে নিয়ে। আমি বসে বসে পান্ডুলিপি আঁচড়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতাম। সবসময় চেষ্টা করতাম সঠিক শব্দটা খুঁজে পেতে। এভাবেই আমি লেখক হতে শুরু করি।

১৮৯৬ সন থেকে আমি বিপ্লবী চিন্তাধারা থেকে নিজেকে নিরাপদে দূরে রাখার চেষ্টা করে আসছিলাম। পরের বছরগুলোতে, একইভাবে আমি মার্ক্সবাদী মতবাদ থেকেও নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার চেষ্টা করি। যদিও তখন বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। নির্বাসনে একেবারে নিশ্চিতভাবে মার্ক্সবাদই হলো আমার জীবনদর্শনের ভিত্তি। নির্বাসনে থাকাকালে আমি যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আহরণ করি, তা দিয়েই আমার জীবনের নিত্য সমস্যাদি– যেমন, ভালবাসা, মৃত্যু, বন্ধুত্ব, আশাবাদ, নিরাশাবাদ ইত্যাদি– মোকাবেলা করার চেষ্টা করি। বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিমন্ডলে মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে ভালবাসে, ঘৃণা করে এবং আশা-ভরসা করে। বৃক্ষ যেমন তার মূল ও শেকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে রস নিংড়ে নিয়ে কচিপাতা, ফুল ও ফলকে খাওয়ায়, ঠিক তেমনি ব্যক্তি মানুষও তার চিন্তা, ভাবনা এমনকি মহান ধ্যান-ধারণাগুলো সমাজের মূল অর্থনীতি থেকে আহরণ করে। এ সময় আমার সাহিত্য রচনাগুলো একটি মাত্র মূলভাব থেকে বিকশিত হয় – আর তা হচ্ছে সমাজের সাথে ব্যাক্তির সম্পর্ক। অল্প কিছুদিন পরেই আমার এই লেখাগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ে, আমার এই উপলব্ধি হয় যে, সেগুলো এখন আমি ভিন্নভাবে লিখতাম সত্য তবে সারাংশ হয়তো পরিবর্তন করতাম না।

সে সময় অফিসিয়াল বা তথাকথিত 'লিগ্যাল' রুশ মার্ক্সবাদ একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তখন আমি দেখতে পেতাম, তাদের কত নতুন নতুন সামাজিক চাহিদাবলী সৃষ্টি হতো আর সে জন্য তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ থিউরির ওপর নির্ভর করতো। নব্বইয়ের দশকের আগ পর্যন্ত রুশ বুদ্ধিজীবিদের বড় অংশ পুঁজিবাদের বিকাশকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ভূমির মালিকানা চাষীসম্প্রদায়কে দেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে পপুলিস্ট থিউরিতে বদ্ধমূল থাকেন। এই ফাঁকে পুঁজিবাদ বস্তুভিত্তিক উপঢৌকন বা উপহারের প্রতিশ্রুতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বুদ্ধিজীবিদের ফাঁদে আটকে ফেলে। তখন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা মার্ক্সবাদের ধারালো ছুরি দিয়ে পপুলিস্ট মায়ের নাড়ি কেটে নিজেদেরকে অতীতের ঘৃণ্য অবস্থান থেকে মুক্ত করে নেয়। এটাই গত শতকের শেষ দিকে সারাবিশ্বে মার্ক্সবাদের জয় খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারন ।

তবে মার্ক্সবাদের সাফল্য অর্জনের সাথে সাথেই, সেই বুদ্ধিজীবিরাই আবার বেঁকে বসলো। মার্ক্সবাদের দ্বন্দ্বতত্ত্বের সুবিধাজনক দিক ছিল পুঁজিবাদী পদ্ধতির বিকাশের অগ্রগতি দেখানো। কিন্তু যখন বুদ্ধিজীবিরা দেখলো বিপ্লবীরা পুরো পুঁজিবাদী সিস্টেমই বর্জনের পক্ষে, তখন তারা মার্ক্সবাদী বিপ্লবকে প্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং পশ্চাৎপদতা বলে ঘোষণা করে। নতুন (বিশ) শতাব্দীর আগমন কালে (তখন আমি ছিলাম জেলে এবং নির্বাসনে) রুশ বুদ্ধিজীবিরা মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা মুখর হয়। তারা পুঁজিবাদের স্থলে মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক সত্যতা ও ন্যায্যতা মেনে নেয় কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে উৎখাত করার যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। এই গোলমেলে প্রক্রিয়ায় প্রাচীন পপুলিস্ট বুদ্ধিজীবিরা তাদের সেকেলে দরদ নিয়ে ধীরে ধীরে উদারনীতিক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিতে রূপান্তরিত হয়।

মার্ক্সবাদের ইউরোপিয় সমালোচনাকে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিরা জাত মান বিচার না করেই রেডিমেড গার্মেন্ট পরিধানের মতো গ্রহণ করে। তখন এডুয়ার্ড বার্নস্টেইন (Eduard Bernstein) ছিলেন সমাজবাদ থেকে উদরতাবাদ পরিবর্তন করার সবচেয়ে জনপ্রিয় গাইড। নর্ম্যাটিভ বা মাননির্ধারক দর্শন (normative philosophy) বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়ে এবং আরো বেশী করে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব উচ্ছেদের নিশ্চয়তা প্রদানের ঘোষণা করে। বুর্জোয়া জনমত তার প্রাথমিক স্তরে, অনমনীয় মানদণ্ড/নিয়মাবলী (norms) প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পুঁজিবাদকে স্বৈরতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের জুলুম-নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি জনতার জঙ্গী বিপ্লববাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ইম্যানুয়েল কান্ট হেগেলকে উৎখাত করলেও, তার অবস্থান খুব বেশীদিন ধরে রাখতে পারেননি। রুশ উদারতাবাদ খুব দেরীতে আসে এবং এসেই আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার উপর দিয়ে তাকে চলতে হয়। যে চরম আশু কর্তব্য পালনের মুখোমুখি হতে হয়, তা তাদের খুবই

অনিশ্চয়তায় এবং নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে দেয়। বিপ্লবী জনতাকে ঠেকানোর জন্য তাদের অনেক কঠোর ও শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন হয়। অলৌকিক আদর্শবাদীরা অর্থোডক্স খৃস্টানে পরিণত হয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক বুল্‌গাকভ (Bulgakov), যিনি কৃষিভূমির স্বত্ত্বাধিকারের প্রশ্নে মার্ক্সবাদের সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা শুরু করেছিলেন, চলে গেলেন আদর্শবাদে (idealism) এবং শেষ পর্যন্ত হলেন ধর্মযাজক। তবে এই শেষ স্তরে পৌঁছলেন বেশ কয়েক বছর পর।

বিশ শতকের প্রথম দিকের কয়েক বছর রাশিয়া ছিল সামাজিক চিন্তার এক বিশাল গবেষণাগার। ফ্রিম্যাসনরির ওপর আমার গবেষণাকর্ম ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলোর অবস্থান উপলব্ধি করতে আমাকে সুরক্ষিত দুর্গের মতো সাহায্য করে । বুড়ো ল্যাব্রিওয়ালার বাণী, 'ধারণা বা তত্ত্ব আকাশ থেকে পড়ে না' আমি সবসময় আওড়াতাম। এখন আর পিউর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশ্ন নয়, বরং একটি রাজনৈতিক পথ বাছাই করাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে পড়ে। তখন মার্ক্সবাদের পুনঃপরীক্ষা / সংশোধন করার প্রচেষ্টা অন্যান্য মার্ক্সবাদী তরুণদের মতো আমাকেও সাহায্য করে। এটা আমাদের মনকে তৈরী করা এবং আমাদের হাতিয়ারকে শানান দেয়ার জন্য সাহায্য করে। মার্ক্সবাদ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়, কেবল নিজেদেরকে পপুলিজম থেকে রেহাই পেতেই নয়, বরং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তারই সাম্রাজ্যে/ভূখন্ডে একটি মজবুত নির্ভীক লড়াই শুরু করার জন্য। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম আমাদের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করে। আমরা তখন সর্বহারা বিপ্লবী হতে শুরু করি।

এই একই সময়ে, আমরা আমাদের বামদের থেকে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকি। উত্তরের কলোনীগুলোর একটিতে সম্ভবত ভিলুইস্ক (Viluysk) হবে, মাখাইস্কি নামের একজন নির্বাসিতের নাম সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সুবিধাবাদী ঝোঁকের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সুবিধাবাদী ঝোঁকের উপর লেখা তার প্রথম বিশাল আয়তনের (heetographed) রচনা নির্বাসিতদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তার দ্বিতীয় রচনা শুরু হয় মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা দিয়ে এবং শেষ হয় বিস্ময়বিহ্বল করার মত উপসংহার টেনে। এটি ছিল এরকম– সমাজবাদ এমন একটি সামাজিক নিয়ম যার ভিত্তিতে পেশাদার বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা শ্রম ও কর্মজীবি মানুষদের শোষণ করা হয়। তার তৃতীয় রচনায় নৈরাজ্যবাদী শ্রমিকতন্ত্র-এর প্রতি নৈতিক সমর্থন দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম বাতিল করার পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করা হয়। কয়েক মাস যাবত মাখাইস্কির লেখা লিনার তীরবর্তী এলাকায় নির্বাসিতদের প্রথম আকর্ষনীয় বিষয়ে পরিণত হয়। এটি আমাকে নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধেএক শক্তিশালী টিকাদানের কাজ করে। এটি এমন এক থিউরি, যা কথাবার্তায় খুবই সজীব কিন্তু বাস্তবে এর পরিণতি হয় নির্জীব এবং ভীরু-কাপুরুষোচিত।

জীবনে প্রথম এক নৈরাজ্যবাদীর সাথে আমার দেখা হয় মস্কোর ট্রানজিট জেলে। তিনি এক স্কুল শিক্ষক, নাম, লুজিন, ছিলেন চাপা স্বভাবের, এমনকি নিষ্ঠুরও। জেলে তিনি সবসময় চোর ডাকাত ও খুনের আসামীদের সাহচর্য পছন্দ করতেন এবং খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের ডাকাতি, দস্যুতা এবং খুনখারাপীর গল্প শুনতেন। থিউরি নিয়ে কথাবার্তা বলা তিনি এড়িয়ে চলতেন। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক গোষ্ঠী দিয়ে কিভাবে রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা চলবে? তিনি এড়িয়ে যেতে চান, আমি একটু চাপ দিলে তিনি বলেন, নৈরাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় আমি রেলে চড়তে যাব কোন দুঃখে? তার এই উত্তর শুনে আমার আর বুঝতে বাকী থাকে না। লুজিন ভেতরে ভেতরে শ্রমিকদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন। আর আমরা এমন গোপন যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছি যা শত্রুহীন নয়।

আমরা একসঙ্গে সাইবেরিয়ায় নৌ ভ্রমণ করি। লিনা নদীতে যখন প্রবল জোয়ার। এসময়, লুজিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নৌকা দিয়ে নদী পাড়ি দিবেন। তিনি খুব কঠখোট্টাভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, তার সঙ্গে যাবার সাহস রাখি কিনা। আমিও তা গ্রহণ করলাম। নদী ফুলে ফেঁপে উঠছে, অনেক বড় বড় ঘুর্ণিস্রোত কাঠের গুঁড়ি, মৃত পশু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা নিরাপদে নদী পাড়ি দিলাম, তবে নিরুপদ্রবে নয়। লুজিন 'ভাল কমরেড' সম্বোধন করে আমাকে প্রশংসা করলেন এবং দু'জনে আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। তার ক'দিন পরেই তাকে বেশ দূরে উত্তরে বদলি করা হলো। দু'মাস পরেই তিনি স্থানীয় পুলিশ প্রধানকে ছুরিকাঘাত করলেন। পুলিশ বেচারী ভালো মানুষ ছিলেন এবং আঘাতটা তত বিপজ্জনক ছিলনা। আদালতেও লুজিন

আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, পুলিশ ভদ্রলোকের প্রতি তার ব্যক্তিগতভাবে আক্রোশ নেই। তিনি তাকে আঘাত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধেই প্রতিঘাত করেছেন। তার শাস্তি হলো কঠোর শ্রম।

বরফ-ঢাকা সাইবেরিয়ায় দূরে দূরে ছড়ানো নির্বাসন কলোনিগুলো একেক সময় উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা টগবগিয়ে ফুটতো। আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল রুশ কৃষকশ্রেণীর ভেদাভেদ, ইংলিশ ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রেণী স্বার্থ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যকার সম্পর্ক, মার্ক্সবাদ বনাম ডারুইনের বিবর্তনবাদ। এসব নিয়ে সরকারী পর্যায়েও মতাদর্শগত সংগ্রাম চলত। ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, অর্থোডক্স ধর্মসভা (Holy Synod) লিও টলস্টয়কে ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিস্কার করে। বহিস্কার অধ্যাদেশটি সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। টলস্টয়ের বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়: (১) 'হলি ট্রিনিটি যে জীবন্ত ঈশ্বরের (living God) উপাসনা করে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে বর্জন করেছেন'; (২) 'তিনি মৃত যীশুর মানুষ-রূপী দেবতা রুপে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেন'; (৩) 'তিনি যীশুর কুমারি মাতার নিস্কলঙ্ক গর্ভাধান মানেন না'; (৪) 'তিনি মৃত্যুর পুনরুজ্জীবনে এবং পাপের শাস্তিতে বিশ্বাস করেন না'; (৫) ' তিনি পবিত্র আত্মার সদগতির জন্য দান-খয়রাতে অবিশ্বাসী'; এবং (৬) 'তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি ও সংস্কার নিয়ে ব্যঙ্গ-পরিহাস করেন'। প্রধান গীর্জার পাকা দাঁড়িওয়ালা আর্চবিশপ,পোবএদানস্তজেব সহ রাষ্ট্রের অন্যসব পিলারগুলো তাদের উৎসাহ দেয় এবং আমাদের বিপ্লবীদের আধা-পাগল গোঁড়া বলে গাল দেয়, তবে অপরাধী মনে করেনা। অথচ তারা নিজেদের দাবী করে মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা ঐকান্তিক ও সংযমী চিন্তাধারার তারাই প্রতিনিধি। এই লোকগুলোই দাবী করে ও বিশ্বাস করে যে, মহান শ্রষ্ঠার ইচ্ছায় ও কুদরতে যীশুর মা বিবি মরিয়মের নিষ্কলঙ্ক গর্ভাধান হয়েছে এবং সদ্কা হিসাবে খাবার (wafer) দান করা হলে পবিত্র আত্মার সদ্গতি হয় এবং ধর্ম পালন হয়। আমরা টলস্টয়ের খারেজি বা বিরুদ্ধ মত বার বার পড়েছি। যতবার পড়েছি ততবারই অবাক হয়েছি। পরিশেষে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হয়েছি যে, আমরাই মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিকভাবে এগিয়ে চলছি এবং আমরাই ভবিষ্যত অগ্রগতির সঠিক প্রতিনিধি। আর যারা উপরতলায় বসে আছে তারা কেবল অপরাধীই নয় প্রবল বাতিকগ্রস্থও। আমরা শতভাগ নিশ্চিত যে, আমরাই এই পাগলা গারদকে সারিয়ে তুলতে পারব।

রাষ্ট্রের পুরনো কাঠামোর ভিতের সবখানে ফাটল ক্রমে বাড়ছিল। আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় তখনও ছাত্রসমাজ, এবং তাদের অধৈর্যের কারণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও শুরু হয়েছিল। ১৯০১ সালে কার্পোভিচ শিক্ষামন্ত্রীকে এবং ১৯০২ সালে বাল্মাসভ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গুলি করে। তারপর থেকে নির্বাসনে লোকসংখ্যা প্রবলভাবে বাড়তে থাকে। এ যেন বিউগলে সতর্ক সংকেত শোনা যাচ্ছিল। সন্ত্রাসী প্রক্রিয়া প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক যুক্তি-তর্ক শুরু হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত ভিন্নমত ব্যতিরেকে, বলা যায়, নির্বাসিত মার্ক্সবাদী সেকশনটা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিপক্ষেই অবস্থান নেয়। আমরা বলি, বোমাবাজি কিছুতেই গণজাগরনের বিকল্প হতে পারে না। বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কর্মকান্ডে ব্যক্তি প্রাণ হারাবে কিন্তু তাতে শ্রমজীবি-কর্মজীবি মানুষের জাগরন ঘটবে না। আমরা বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই, কিন্তু রাজা বা তার মন্ত্রীদের হত্যা করা সমর্থনযোগ্য নয়। এটাই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সোশ্যালিস্ট-রেভ্যুলিউশনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য। আমার এই রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ভিত গড়ে উঠেছিল জেলখানায় এবং রাজনৈতিক আত্ম-প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল নির্বাসনে থাকা অবস্থায়।

এভাবেই দু'বছর কেটে গেল। গোপনে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তা তখন ছড়িয়ে পড়েছে শহর-নগরের রাজপথে। কিছু কিছু জেলায়, কৃষক শ্রেণীও নড়ে চড়ে ওঠে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংগঠন ট্রান্স-সাইবেরিয় রেল-লাইনের পথ ধরে সাইবেরিয়াতেও গড়ে উঠতে থাকে। আমি তাদের জন্য ঘোষণাপত্র ও বিভিন্ন প্রচারপত্র লিখে দিতাম। একনাগাড়ে তিন বছরের একটানা বিরতির পর আমি আবার সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। নির্বাসিতরা আর গৃহবন্দী থাকতে চাইল না। পালাবার হিড়িক পড়ে গেল।

রোটেশন অনুযায়ী আমরা পালাবার ব্যবস্থা করলাম। প্রতিটি গ্রামেই তরুণ চাষীরা নির্বাসিত বুড়ো বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষিত হতো বা সমর্থক হতো। তারাই গোপনে 'রাজনৈতিক নির্বাসিতদের' নৌকায়, গাড়ীতে, শ্লেজে কিংবা পায়ে হেঁটে যখন যেভাবে সম্ভব একে অন্যের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে

পালাতে সহায়তা কোরত। সাইবেরিয়ার পুলিশও ছিল নির্বাসিতদের মতই অসহায়। সাইবেরিয়ার প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণতা যেমন ছিল মিত্র, তেমনি শত্রুও। কারো পিছু নিয়ে ধরা ছিল সম্ভব। তবে, নদীর জলে ডুবা বা ঠান্ডায় জমে যাওয়া বা প্রত্ন-অরণ্যের বিশাল বনে হারিয়ে যাওয়া প্রভৃতি মৃত্যু ঝুঁকি ছিল প্রতি পদে পদে।

বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র কিন্তু কোনরূপ একতা ছিল না। প্রতিটি শহরে এবং জেলায় জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে স্বকীয় ঢঙে আন্দোলন চলছিল। রাজতন্ত্রের ছিল অমূল্য সম্পদ সমন্বিত আক্রমণ ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় বিপ্লবীদের মনে একটি কেন্দ্রীয় পার্টি গঠনের তীব্র অনুভব জাগলো। আমি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলাম বিভিন্ন নির্বাসন কলোনীগুলোয়। এ নিয়ে খুব উৎসাহ ভরে আলাপ-আলোচনা হতে থাকলো। আমাদের মনে হলো, রাশিয়ায় এবং তার বাইরে আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বন্ধুরা কেন্দ্রীয় পার্টি গঠনের প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিলেও এখন চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং কাজ করাও শুরু করেছেন। ১৯০২ সনের গ্রীস্মে আমি ইর্কুটস্ক যাওয়ার পথে বিদেশ থেকে সুন্দর কাগজে ছাপানো কয়েকটি বইয়ের একটি বান্ডেল গোপনে পেলাম। এ থেকে জানতে পাই যে, বিদেশে 'ইস্ক্রা' শিরোনামে একটি মার্ক্সিয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য পেশাদার বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরী করা। এর মাধ্যমে তারা কাজকর্মে কঠোর নিয়মশৃংখলা অবলম্বন করবেন। 'কী করতে হবে?' শিরোনামে জেনেভা থেকে প্রকাশিত লেনিনের লেখা একটি বইও আমার হাতে এল। তিনি এই সমস্যা নিয়েই লিখেছেন। আমার সামনে যে বই-পুস্তক এবং বিশাল কাজ এলো তার তুলনায় আমার হাতে লেখা কিংবা পত্রিকায় মুদ্রিত কিংবা সাইবেরিয় ইউনিয়নের জন্য লেখা ঘোষণাপত্র নিতান্ত স্থানীয় এবং তুচ্ছ মনে হোল। অন্য কর্মক্ষেত্র খুঁজে বের করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করলাম তীব্রভাবে। সে জন্য অবশ্যই আমাকে এখন থেকে পালাতে হবে।

এরই মধ্যে আমরা দু'কন্যা সন্তানের বাবা-মা হয়েছি। ছোটটির বয়স চারমাস। সাইবেরিয়ায় জীবনধারণ সহজ ছিল না। তদুপরি আমি পালিয়ে গেলে লুভভ্নার ওপর দ্বিগুণ চাপ পড়বে। এ নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলাম কিন্তু মাত্র দু'টি শব্দে তিনি এই তার মীমাংসা করে দিলেন, 'তুমি যাবেই'। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধাতো দূরের কথা, দুনিয়ার বাকী সবকিছুর চেয়ে বিপ্লব দায়িত্ব তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। আমরা যখন নতুন কাজ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি, তখন নির্বাসন থেকে পালানোর ফোড়নকাঠি তিনিই প্রথম আমার মাথায় ঢোকান। তিনি আমাকে সকল দিক থেকে অবগত ও সন্দেহমুক্ত করেন। আমি পালানোর পরও বেশকিছুদিন তিনি আমার অনুপস্থিতি গোপন রেখেছিলেন। বিদেশ থেকে তাঁর সাথে আমার তেমন চিঠি-পত্র লেনদেনের সুযোগ ছিলনা। এরপর তাঁকেও আবার অন্য জায়গায় বদলি করা হয়। ফলে আমাদের যোগাযোগ হতো কদাচিত। জীবনের গতি আমাদের বিছিন্ন করলেও বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বকে এক মূহুর্তের জন্যও ক্ষুণ্ন করতে পারেনি।

১০। প্রথম পলায়ন।

শরৎকাল ঘনিয়ে আসছিলো। দুস্তর পথ পেরোনোর জন্য প্রচণ্ড হুমকি। দ্রুত পালাবার জন্য আমরা একঢিলে দুই পাখী মারার সিদ্ধান্ত নিলাম। একজন চাষী বন্ধু আমাকে আর ই.জি কে একসাথে ভারখোলেন্স্ক থেকে তার মালগাড়িতে করে পার করে দেবার জন্য রাজি হলেন। ই.জি ছিলেন মার্ক্স এর অনুবাদক। রাতে, চাষীবন্ধু আমাদের দু'জনকে তার কার্গোতে বোঝাই খড়ের গাদার নীচে গুটিশুটি পাকানো অবস্থায় লুকিয়ে রাখলেন। পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্য আমার ঘরের বিছানায় দেখলে মনে হবে অসুস্থ এমন একটা ডামি শুইয়ে রেখে দিল। গাড়ির চালক ঘন্টায় কুড়ি ভার্স্ট গতিবেগে সাইবেরিয় ফ্যাশানে গাড়ি চালিয়ে দিল। গাড়ির পাটাতনে পিঠের মধ্যে দুম দুম করে ধাক্কা খেয়ে ব্যথায় গোঙাতে থাকলাম আর গুনতে থাকলাম কয়টা ধাক্কা খেলাম। যাত্রায় দু'বার ঘোড়া পাল্টানো হলো। রেলস্টেশনে পৌছার আগে দু'জনে আলাদা আলাদা পথ ধরে চলতে থাকলাম। যেন দু'জন একসাথে ধরা না পড়ি বা একজনের জন্য আরেকজন ক্ষতিগ্রস্থ না হই। আমি নিরাপদে রেলের মালগাড়িতে চড়ার সুযোগ পেলাম। সেখানে আমার বন্ধুর ইর্কুস্ক থেকে একটি ট্র্যাভেলিং কেস কিনে দেন। এর ভেতরে ছিল সভ্যজগতের মানুষের সব পোষাক, কড়া ইস্ত্রি করা শার্ট, ট্রাউজার, নেক-টাই ইত্যাদি। আমার হাতে ছিল হোমারের ইলিয়াড। এটি রুশ ভাষায় ষট্পদী কাব্য আকারে অনুবাদ করেছেন গেনি ডিচ। আর ছিল ট্রটস্কি ছদ্মনামে একটি নকল পাসপোর্ট। নামটি ভেবেচিন্তে দিইনি। মনে এলো, তাই বসিয়ে দিলাম। ভাবিনি, পরবর্তিকালে এ নামেই আমার পরিচয় হবে। আমি সাইবেরিয়ার রেল লাইন ধরে পশ্চিমে যাচ্ছিলাম। রেল পুলিশ নিঃস্পৃহভাবেই যেতে দিলেন।

রেলস্টেশনের যাবার রাস্তায় লম্বা লম্বা সাইবেরিয় নারীরা বাচ্চা মোরগ আর দুগ্ধপোষ্য শূকর ছানার রোষ্ট, বোতল ভরা দুধ এবং বেশ মোটাসোটা রুটি বিক্রি করছিল। প্রতিটি রেলস্টেশনই যেন সাইবেরিয় দ্রব্যাদির প্রদর্শনী মেলা। পুরো ভ্রমণকাল জুড়েই গাড়ীভরা যাত্রীরা সস্তা সাইবেরিয় বনরুটি আর চা খেল। আমি ষটপদী কাব্য পড়তাম এবং কখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবো, এই স্বপ্নে বিভোর থাকতাম। এই পালানোয় কোন রোমান্টিক জৌলুস ছিল না; তাই অনবরত চা-ই গিলেছি।

সামারায় একটা যাত্রাবিরতি নিলাম। এখানে 'ইস্ক্রা'র দেশী একজন স্টাফকে, বিদেশী স্টাফদের থেকে আলাদা করে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। এর প্রধান ছিলেন ক্লার ছদ্ম নামে ইঞ্জিনিয়ার খ্রিজ্জানভ্স্কি। তিনি তখন স্টেট প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন লেনিনের বন্ধু। তারা ১৮৯৪-৯৫ সালে সেন্টপিটার্সবুগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কাজ করার সময় এবং সাইবেরিয় নির্বাসনকালেও একসঙ্গে ছিলেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে পরাজয়ের পর ক্লার অন্যান্য বহুসংখ্যক বিপ্লববাদীসহ পার্টি থেকে সরে পড়েন। তবে বৃহৎ-শিল্প জগতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার বেশ গুরুত্ব ছিল। যে সব বিপ্লবী তখনও গোপনে কাজ করতেন, তারা অভিযোগ করতেন যে, লিবারেলদের কাছ থেকে আগে যেটুকু সহযোগিতা পাওয়া যেত, তার কাছ থেকে তাও পাওয়া যেতনা। ইঞ্জিনিয়ার খ্রিজ্জানভ্স্কি দশ-বারো বছর পর পার্টিতে আবার যোগ দেন। তার মতো বুদ্ধিমান লোকেরাই হন স্টালিন শাসনামলের মূল শক্তি।

সামারায় আমি পেরু (কলম) ছদ্মনামে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ক্রায় যোগদান করি। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে সফল সাংবাদিকতার পুরস্কার হিসেবে ক্লার আমাকে এ কাজে নিয়োগ দেন। সংগঠনটি আবার পার্টি গঠনে সার্বিকভাবে আত্মনিয়োগ করে। ১৮৯৮ সালে মিন্স্কে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাথমিক স্তরেই তৃণমূল পর্যায়ে পার্টির গঠনের সংবাদ না পৌঁছতেই সারা দেশ জুড়ে পাইকারী হারে গ্রেফতার হওয়ার ফলে অংকুরে সব বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার পর, বিপ্লবী আন্দোলন চলে, বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিকভাবে। একই সাথে তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর নিচে নেমে আসে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে সাধারন জনগনের মন জয় করতে চেষ্টা করে। এবং এভাবেই তথাকথিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পলিসির 'ইকোনোমিক স্কুল' এর আবির্ভাব ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়ন এবং প্রবল শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে এটি শক্তি অর্জন করে। শতাব্দীর শেষ দিকে এসে এমন এক সংকট দেখা দেয় যে তখন সারাদেশে তার সক্রিয় বিরোধিতার ওপর জোর দেয়া। এতে রাজনৈতিক

আন্দোলনের গতি শক্তিশালী হয়। 'ইস্ক্রা' প্রাদেশিক 'অর্থনীতিবিদদের' বিরুদ্ধে জঙ্গী প্রচারাভিযান শুরু করে এবং একটি কেন্দ্রীভূত বিপ্লবী পার্টি গঠনের জন্য সুপারিশ জানাতে থাকে।

ইস্ক্রার জেনারেল স্টাফ সংগঠিত করা হয় বিদেশে। যাতে করে সংগঠনে তথাকথিত 'পেশাজীবি' বিপ্লবীদের মধ্য থেকে সদস্য রিক্রুট করা যায়, যারা আদর্শিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিতে এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কর্মপদ্ধতিতে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে। তখনও ইস্ক্রার বেশীরভাগ সমর্থক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত। তারা লড়াই করতেন স্থানীয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কমিটির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং একটি পার্টি কংগ্রেসের জন্য, যা ইস্ক্রার তত্ত্ব ও পদ্ধতি নির্ধারনে সুনিশ্চিত বিজয় অর্জন করবে। বাস্তবে এটি ছিল একটি বিপ্লবী সংগঠনের খসড়া রূপরেখা। এটি বিকশিত হতে থাকে এবং কর্মসহিষ্ণুতা অর্জন করতে থাকে। কখনো এগোয় আবার কখনো পিছায়। এভাবে তারা সাধারন শ্রমিকদের খুব কাছাকাছি চলে যায় ও ব্যাপক সমর্থন পায়। তাদের সামনে সুদূর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা সেট করে এবং পনের বছর পরে বুর্জোয়াদের উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে।

সামারা সংগঠনের অনুরোধে আমি, কয়েকজন বিপ্লবী যারা ইতিমধ্যে ইস্ক্রায় যোগ দিয়েছেন কিংবা এখনও অপেক্ষায় আছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করতে খারকভ, পোলতভা এবং কিয়েভ সফর করি এবং নিস্ফল হয়ে সামারায় ফিরে আসি। দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সংযোগ তখনও ফলপ্রসূ হয়নি। খারকভে যাদের ঠিকানা দেয়া হয় তা ছিল ভূয়া। পোলতভায় গিয়ে এক ধরনের স্থানীয় দেশপ্রেমীদের কবলে পড়ি। বাস্তবতা এই যে, প্রদেশগুলোতে একটি মাত্র সফরে কোন কাজ হবার নয়; এর জন্য দরকার সেখানে স্থায়ীভাবে কাজ করা। এরই মধ্যে লেনিন আমাকে তাড়াতাড়ি বিদেশে যেতে অনুরোধ পাঠালেন। তাঁর সাথে সামারা ব্যুরোর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ক্লার এজন্য আমাকে টাকা এবং ক্যামেনেজ-পদল্স্ক দিয়ে অস্ট্রিয় সীমান্ত পার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

সামারা স্টেশন থেকে ট্রেনে এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রা শুরু হলো যা ট্র্যাজিকের চেয়ে উপভোগ্যই ছিল বেশী। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য, এই দ্বিতীয়বার আমি ট্রেন ছাড়ার সম্ভাব্য সর্বশেষ মূহুর্তে ট্রেনে চড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ট্রেনে আমার বসবার আসন দখলে রাখা এবং পাহারা দেয়ার জন্য একজন ছাত্র আমার ট্র্যাভেলিং ব্যাগ রেলওয়ে ক্যারেজে নিয়ে এলো। তার নাম সলোভিয়ভ, সে এখন অয়েল সিন্ডিকেটের প্রধান কর্মকর্তা। আমি স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে মাঠে ঘড়িতে সতর্ক চোখ রেখে শান্তভাবে পায়চারী করছিলাম। এমন সময় গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা বেজে উঠল। আমি বুঝলাম, ট্রেন ছাড়ার সময় সম্পর্কে আমাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ট্রেন ধরার জন্য জোরে দৌড় দিলাম। কথা ছিল, সলোভিয়ভ গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, ট্রেন চলা শুরু হলেই সে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে পালাবে। দেখি তাকে ঘিরে স্টেশন পুলিশ আর কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছাড়ার পরও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষারত মানুষটির উপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষন করছে। পুলিশ সলোভিয়ভের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু শেষ হলো আমার উপস্থিতি আর অন্য সবার শ্লেষাত্মক ঠাট্টা-তামাশার বিনিময়ে।

আমি বিনা বাধায় সীমান্ত এলাকায় পৌঁছলাম। সর্বশেষ রেল স্টেশনে পুলিশ আমার পাসপোর্ট দেখল। আমি সত্যি অবাক হলাম যে আমার ভুয়া কাগজপত্র সে সঠিক বলে মেনে নিল। জিমনেসিয়াম স্কুলে পড়ুয়া একজন ছাত্র আমাকে চোরাই পথে সীমান্ত পার করে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তিনি এখন সোভিয়েত রিপাবলিকের এক বড় সায়েন্স ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত কেমিস্ট। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের পক্ষে। যখন সে শুনল যে, আমি ইস্ক্রা সংগঠনের লোক সে বললো,'আপনি কি জানেন ইস্ক্রার গত সংখ্যা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিল?'

আমি তার সাথে তাত্ত্বিকভাবে বোঝাতে যাচ্ছিলাম এমন সময় সে মেজাজ দেখিয়ে বলে ফেলল, ' আমি আপনাকে সীমান্ত পাড়িতে সাহায্য করব না।' তার এই অপ্রত্যাশিত উক্তি আমাকে অবাক করলেও তার এই যুক্তি ছিল পুরোপুরি সঠিক। পনের বছর পর আমাদেরকে এসব সোসিয়ালিস্ট রিভ্যুলিউশনারীদের ক্ষমতার দখলের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়েছিল। যাহোক, সে মূহুর্তে ঐতিহাসিক সম্ভাবনার অনুসন্ধানের প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। আমি শুধু বললাম, ইস্ক্রায় প্রবন্ধ লেখার জন্য আমাকে শাস্তি দেয়া অন্যায় হবে এবং শেষে বললাম একজন গাইড না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে একটুও নড়ব না। বালকটি নরম

হোল । বলল,'ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করব । তবে আপনি তাদেরকে গিয়ে বলবেন, বাদানুবাদের শেষ যেন এখানেই হয় ।'

ছেলেটি রাতে আমাকে একটি খালি ঘরে থাকতে দিল । ঘরটি ছিল একজন ব্যবসায়ী ভ্রমণকারীর । তিনি পরদিন এখানে এসে পৌঁছার কথা । আমার এখনও মনে পড়ে, আমি এই তালাবদ্ধ ঘর থেকে জানলা দিয়ে কিভাবে পালানো যায় তার ফন্দি করছিলাম । একসময় ঘুমিয়ে পড়ি । গভীর রাতে হঠাৎ আলোর চমকে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় । দেখি এক অচেনা ক্ষুদ্রাকায় মানুষ বোলার হ্যাট মাথায়, এক হাতে মোমবাতি অন্য হাতে লাঠি আমার দিকে ঝুঁকে আছে । ঘরের ছাদে তার বিশাল ছায়া যেন হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে ধেয়ে আসছে । আমি কিছুটা ভয়ে, কিছুটা রাগে চিৎকার করলাম, 'কে তুমি?' আগন্তুক উত্তর দিল, ' বাহ বেশ মজা তো ! আমারই বিছানায় শুয়ে আমাকেই কিনা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কে তুমি? ' তখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইনি ঘরের মালিক । আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, তার পরদিন এখানে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, তাই আমাকে এখানে রাখা হয়েছে । এতে তার কোন ভাবান্তর হলো বলে মনে হোল না । 'আমি জানি, কখন ফিরবো আর কখন ফিরব না' তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই বললেন । পরিস্থিতিটা জটিল হয়ে গেল । ঘরের মালিক নিজেই জটিলতা নিরসন করে বললেন, ' আমি বুঝতে পেরেছি, এ নিশ্চয়ই আলেক্সান্ডারের একটি মজার তামাশা । আমি কাল এ নিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব ।' আমি তক্ষুনি তার সন্তুষ্ট চিন্তার সাথে একমত হয়ে সায় দিলাম যে বর্তমানে এখানে অনুপস্থিত আলেক্সাজান্ডার এই অনাছিস্টি কান্ডের জন্য দায়ী । আমি বাকী রাতটা ব্যবসায়ী ভ্রমণকারীর সাথেই শেয়ার করে কাটিয়ে দিলাম । ভদ্রলোক আমাকে আদর যত্ন করে চা পানেও আপ্যায়িত করেন ।

পরদিন সকালবেলা জিমনেসিয়াম স্কুলের সেই ছেলেটি আমার আতিথ্যকর্তার ঝোড়ো প্রশ্নবানের মুখোমুখি হয়ে এবং সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে, আমাকে সীমান্তবর্তী গ্রাম ব্রডির স্মাগলাদের কাছে হস্তান্তর করল । আমি এক য়ুক্রানিয় চাষীর গোলাঘরে আশ্রয় পেলাম । তিনি বেশ উদারভাবে তরমুজ কেটে খাওয়ালেন । দিনটা কাটিয়ে দিলাম আয়েশে অনেকটা ছুটির মেজাজে । রাতে শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি । এই অবস্থাতেই তিনি আমাকে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে যাত্রা করলেন । অনেকক্ষণ যাবত অন্ধকার রাতে জলকাদা ডিঙিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলতে থাকলাম । এবার গাইড আমাকে বললেন, 'এখন আমার পিঠে উঠ, এরপর শুধু জলাশয় ' । আমি পিঠে উঠতে না চাইলে তিনি বললেন, 'নইলে ওপারে যেতে যেতে পুরোপুরি ভিজে যাবে ।' অগত্যা কি আর করা, মানুষের পিঠে চড়েই আমার ভ্রমণ শুরু হলো । তবু রক্ষা হলো না, আমার জুতার ভেতর ঠিকই জল ঢুকে গেল ।

প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে ব্রডি গ্রামের অস্ট্রিয় পাড়ায় এক ইহুদীর কুড়েঘরে শরীরের কাপড় শুকালাম । সেখানকার লোকজন বলল গাইড ইচ্ছে করেই গভীর জল কাদা ভাঙিয়ে এনেছে, বেশী অর্থ আদায় করার জন্য । সীমান্তের অস্ট্রিয় পাড়ে এসে য়ুক্রানিয় শুভাকাংখির মতো, আমাকে ইহুদীদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে বলা হলো । তারা সবসময় তিনচারগুণ বেশী পাওনা দাবী করে । আর সত্যি বলতে কি, আমার অর্থও তখন ফুরিয়ে এসেছে । রেল স্টেশনে যেতে আমার আট কিলোমিটার পথ পার হতে হবে । প্রায় দুইতিন কিলোমিটার সীমান্ত বৃষ্টির জল-কাদায় মাখামাখি কাঁচা আল পাড়ি দিয়ে অবশেষে প্রধান সড়ক পেলাম । এ পথ পাড়ি দেয়া কেবল কষ্টকর নয় বিপদজনকও ছিল । এক পুরনো ইহুদী ড্রাইভারের দু'চাকার ছোট গাড়িতে চড়ে চলছিলাম । তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'এই ব্যবসায়ই একদিন আমার জান নিবে? ।' বললাম,'কেন?'

' কারণ, সেনারা যখন ডাকে, তখন উত্তর না দিলে তারা গুলি করে । তুমি দেখতে পাচ্ছ, ওই যে, ওখানে তাদের আলো দেখা যায় । ভাগ্য বোধ হয় ভালো, আজ রাতটি বেশ চমৎকার ও ঝামেলামুক্ত মনে হয় ।

রাতটি আসলেই ছিল চমৎকার! শারদীয় কৃষ্ণপক্ষের দুর্ভেদ্য ঘুটঘুটে আঁধার, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাঁপটা লাগে চোখে মুখে, তার ওপর ঘোড়ার পায়ের খুরে ছিটানো কাদা । আমরা পাহাড় বেয়ে চলছি । বুড়ো ড্রাইভার কখনো মিষ্টি কথায় কখনো চাপা ধমক দিয়ে ঘোড়াদের চালাচ্ছিলেন । এক সময় গাড়ির চাকা কাদায় ডুবে গেল, হালকা গাড়িটা টলতে টলতে হঠাৎ ডানদিকে উল্টে গেল । অক্টোবরের কাদা গভীর ও ঠান্ডা দু-ই । আমি সোজা নীচে পড়ে অর্ধেক পাঁক-কাদায় ডুবে গেলাম । মাথার টুপি, চশমা সব খুইয়ে ফেললাম । সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল যে, আমরা পড়ে যাওয়ার পরেই এক তীব্র ভয়ংকর আর্ত চীৎকার শোনা গেল, ঠিক

আমরা যেখানে পড়েছি, সেখান থেকেই। এ যেন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে করুণ আর্তি। কিন্তু বোঝার কোন উপায় ছিল না, এই আঁধার ও ভেজা রাতে এই অদ্ভূত আর্ত চীৎকার কার, এ কি মানুষের বা অন্য কোন জীবের?

বুড়ো মানুষটি নিরাশ হয়ে বিড়বিড় করে বললেন, ' আমি সত্যি বলছি সে আমাদের সর্বনাশ করবে, সর্বনাশ করবে। ' ভয়ে আমার শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা। জানতে চাইলাম, 'কে সে?'

'নিকুচি করি, এটি আমাদের পোষা মোরগ, আমার গিন্নী মানত করেছে শনিবারে এটি জবাই করে হুজুরকে খাওয়াবে। আমাকে দিয়েছে মন্দিরে পৌঁছে দিতে। ' তার তীব্র আর্তনাদ কিছুক্ষণ পরপরই ভেসে ওঠে। আর বুড়ো আফসোস করে, 'ইস আর মাত্র দু'শো কদম দূরেই সীমান্ত পোস্ট; সৈনিকরা যেকোন মূহুর্তে ছুটে আসতে পারে, এটা আমাদের সর্বনাশ করবে।

আমি রাগে হিস্ হিস্ করে বললাম, ' ওকে গলাটিপে খুন করুন।'

'কাকে? মোরগটাকে? ওকে পাই কোথায? সে কোথায় কিসের ভেতর আটকে আছে?

আমরা দুজনেই কাদার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে দু'হাতে হাতড়াতে শুরু করি আর ওদিকে ওপর থেকে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল। গালাগাল দেই মোরগটাকে আর নিজেদের ভাগ্যকে। পরিশেষে বুড়ো তাকে খুঁজে পায় আমার কম্বলের নীচে এবং কৃতজ্ঞ পাখিটি মুক্ত হয়েই নিশ্চুপ হয়ে যায়। আমরা দু'জনে মিলে গাড়িটা টেনে তুলি। আবার চলতে শুরু করি। স্টেশনে এসে ট্রেন আসার আগ পর্যন্ত প্রায় তিন ঘন্টার বেশী সময় ধরে নিজেকে পরিষ্কার করি এবং জামা-কাপড় শুকাই।

মুদ্রা বিনিময় করার পর দেখা গেল যা আছে তা নিয়ে আমার গন্তব্যস্থল জুরিখে অ্যাক্সেলরডের কাছ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে না। আপাতত ভিয়েনা পর্যন্ত টিকেট করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ওখানে গিয়ে পরবর্তি ব্যবস্থা করব। ভিয়েনা পৌঁছে অবাক হলাম। স্কুলে জার্মান শিখেছি সত্য কিন্তু এখানে কোন তা কাজে লাগে না। আমি কারো কথা বুঝি না ওরাও আমার কথা বোঝে না। নাছোড়বান্দার মতো, লালটুপি পরা এক বুড়োকে সুধালাম ' আমি Arbeiter-Zeitung অফিসে যেতে চাই, আমাকে পথ বলে দাও।' আমি মনে মনে স্থির করলাম, অস্ট্রিয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যোসির নেতা ভিক্টর অ্যাডলারের নিকট সরাসরি বলব রুশ বিপ্লবের স্বার্থে আমাকে এখনই জুরিখ যেতে হবে। গাইড আমাকে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। আমরা একঘন্টা হাটলাম। অফিসে গিয়ে শুনলাম দু'বছর আগে পত্রিকাটির অফিস নতুন ঠিকানায় চলে গেছে। আরো আধা ঘন্টা হেঁটে নতুন অফিসে পৌঁছলাম। দারোয়ান বললেন 'ভিজিটিং আওয়ার' শেষ। এখন কাউকে পাওয়া যাবেনা। আমার হাত খালি। গাইডকে পাওনা মেটাতে হবে, আমার খুব ক্ষিধেও পেয়েছে, তার চেয়েও বড় কথা আমাকে জুরিখ পৌঁছতে হবে। একজন কটমটে দশাসই লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন। তাকে থামিয়ে নিজের পরিচয দিয়ে জানতে চাইলাম, অ্যাডলার কোথায় আছেন?

তিনি আমাকে বেশ কড়াভাবেই বললেন, ' জানেন আজ কি বার?'

আমি সত্যিই জানতাম না। ট্রেনে, ঘোড়ার গাড়িতে, ব্যবসায়ী ভ্রমণকারীর ঘরে, য়্যুক্রেনের গোলাঘরে, গভীর রাতে ঠান্ডায় কাদায় মাখামাখি করে পোষা মোরগ খোঁজা প্রভৃতি লড়াই করতে করতে আমি সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

তিনি নিজেই বললেন, ' আজ রোববার ' এবং পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলেন। বললাম, 'সে যা-ই হোক না কেন, অ্যাডলারের সাথে আমার দেখা করা জরুরী।' আমার কথা শুনে ভদ্রলোক সামরিক কমান্ডারের ব্যাটালিয়নকে হুকুম দেয়ার মতো বললেন, 'আমি তোমাকে বলছি, রোববারে ডক্টর এ্যাডলারের সাথে দেখা করা যায়না, বোঝনি।'

আমি খুব দৃঢ়ভাবে বললাম, ' কিন্তু তার সঙ্গে যে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কাজ আছে।'

'তুমি যা বলছ, যদি তার চেয়ে দশগুণ জরুরী আর গুরুত্বপুর্ণ কাজও হয় তবুও না, বুঝেছ?' কথা বলছিলেন ফিট্জ অস্টারলিঝ, যিনি তাঁর অফিসের ত্রাস এবং হুগোর ভাষায়, 'তাঁর কথায় আগুন ঝরে'। 'শোন - যদি তুমি রাশিয়ার সম্রাটের খুন হওয়ার সংবাদও নিয়ে আসো কিংবা তোমার দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সংবাদও নিয়ে আসো, তবুও ডক্টর সাহেবের রোববারের বিশ্রাম নষ্ট করতে পারোনা। '

আমি ভদ্রলোকের বজ্রকণ্ঠের মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না। তবে তাঁর এসব কথা যে একেবারেই অমূলক তাও বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। বিপ্লবের প্রয়োজনের চেয়েও রোববারের বিশ্রাম নেয়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ, একথা মানা যায় না। তাই আমি হাল ছাড়িনি। আমাকে জুরিখ যেতেই হবে। ইস্ক্রার সম্পাদকরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাছাড়া, আমি সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছি- নিশ্চয়ই তারও কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি ভদ্রলোকের পথ আটকেই থাকি, যতক্ষণ না আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়। অস্টারলিঝ আমাকে ঠিকানা দিতে বাধ্য হন। এই গাইডকে নিয়েই আমি অ্যাডলারের বাড়ির দিকে রওনা হই। একজন খাটো মানুষ, দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে, চোখের নীচটা ফোলা, মুখে ক্লান্তি, এই অবস্থা নিয়ে আমাকে সাক্ষাত দিতে এলেন। সে সময় ভিয়েনায় এক Landtag নির্বাচন চলছিল। অ্যাডলারকে দিনের বেলায় বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা দিতে হতো এবং রাতে প্রবন্ধ ও পরামর্শ লিখতে হতো। আমি সেখানে গিয়ে অল্প কিছুক্ষণ পরেই তাঁর পুত্রবধুর কাছ থেকে এসব তথ্য জানতে পাই।

'মাফ করবেন ডক্টর, রোববারে আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'কেন এসেছ আগে সেটা বলো; কড়া মনে হলেও ভয় দেখানোর মত না হয়ে বরং আমার কাছে উৎসাহব্যঞ্জক মনে হলো। তাঁকে দেখেই মনে হয়, দেহের বার্ধক্যের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে তাঁর বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দীপ্তি।

'আমি একজন রুশ '

'সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি তোমাকে বুঝার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছি।'

আমাকে তাঁর চোখের দ্রুত জরীপের সাথে সাথে আমি কেন তার কাছে এসেছি তার বিস্তারিত বিবরণ খুলে বলে ফেলি।

'তাই? তারা তোমাকে তাই বললো? কে বললো এমন কথা? সে কি লম্বাটে? জোরে কথা বলে? আচ্ছা, তাহলে সে অস্টারলিঝ। যাহোক, তুমি বাপু কিছু মনে করোনা। ওগুলো গায়ে মেখো না।'

'যদি তুমি কখনো রুশ বিপ্লবের সংবাদ বয়ে নিয়ে আস, তবে সোজা এসে আমার বাসায় কড়া নাড়বে, এমনকি রাত হলেও। কাতিয়া, কাতিয়া,' বলে হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন। ডাক শুনে তাঁর রুশ পুত্রবধূ বেরিয়ে এলন। 'এখন আমরা ভালোভাবে আলাপ-আলোচনা করে পরস্পরকে আরো সহজে বুঝতে পারবো।' আমাদের রেখে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

আমার সব সমস্যার সমাধান হলো। আমি পরবর্তি গন্তব্যে যাত্রার নিশ্চয়তা পেলাম।

১১। প্রথমবার দেশত্যাগ।

১৯০২ সনের শরতে আমি জুরিখ থেকে প্যারিস হয়ে লন্ডন আসি। সম্ভবত তখন অক্টোবর মাস। খুব ভোরে পৌঁছলাম। একটা ক্যাব ভাড়া করলাম। নিজের অঙ্গভঙ্গি পুরোটা দিয়ে তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, এই টুকরা কাগজে লিখিত ঠিকানায় আমাকে নিয়ে পৌঁছাতে হবে। গন্তব্যস্থল ছিল লেনিনের বাড়ি। জুরিখেই আমাকে বলা হয়েছিল যে তার ঘরের দরজায় গিয়ে তিনটা টোকা দিতে হবে। দরজা খুললেন নাদিয়েঝদা কনস্তান্তিনোভ্না। টোকা শুনে তার হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তখনও ভোর। কেউ ভদ্রভাবে গেলে হয়ত তখন অচেনা বাড়ির দরজায় টোকা না দিয়ে দু'এক ঘন্টা স্টেশনে বসে অপেক্ষা করতেন। কিন্তু আমি যে এখানে পৌঁছানোর জন্য ভার্খোলেন্স্ক থেকেই প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত। একই রকম আচরণ আমি জুরিখে অ্যাক্সেলরডের সঙ্গেও করেছি। তবে সেখানে দরজায় টোকা দিয়েছিলাম ভোরের বদলে গভীর রাতে। লেনিন তখনও ঘুমাচ্ছিলেন এবং তার মুখে কিছুটা বিস্ময় থাকলেও তা ছিল যৌক্তিক। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এভাবেই শুরু। **ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ ওরফে নিকোলাই লেনিন এবং নাদিয়েঝদা কন্সতান্তিনোভ্না ক্রুপস্কায়া** ক্লারের চিঠিতে জেনেছিলেন যে আমি আসব এবং তাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন।



'পেরু এসেছে!' বলে আমাকে স্বাগত জানানো হলো। দেখা হওয়া মাত্রই রাশিয়ার উপর আমার ধারণার পরিমিত তালিকা আনলোড করে দিলাম: দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ভালো নয়, খারকভে ইস্ক্রার ঠিকানা ভুল, 'সাউদার্ন ওয়ার্কার'এর সম্পাদকমন্ডলী একত্রিত হওয়ার বিপক্ষে, অস্ট্রিয়ার বর্ডার পার করে দেয়ার দায়িত্ব জিমনেসিয়াম স্কুলের যে ছাত্রের হাতে সে ইস্ক্রার অনুসারীদের পার করতে অস্বীকার করে। এসব ঘটনা আশাবাদী না হলেও শোধরাবার সুযোগ এবং অবস্থা দু-ই ছিল।

পরদিন ভোরে ভ্লাদিমির ইলিচ এবং আমি দীর্ঘক্ষণ লন্ডনের রাস্তায় হাঁটলাম। একটি বড় সেতু থেকে লেনিন তর্জনি দিয়ে দেখালেন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি সহ অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপনা। উনি ঠিক কি কি শব্দ বলেছিলেন মনে নেই, তবে তথ্য ছিল এরকম,'এ-ই তাদের সেই বিখ্যাত ওয়েস্টমিনিস্টার'। 'তাদের' বলতে তিনি শাসকদের ইঙ্গিত করেছিলেন, ইংলিশদের নয়। এ ছিল তাঁর মনের গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তার কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনায় প্রকাশটা যত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, অন্য কোন উপায়ে ততখানি হোত না। লেনিন যে কোনকিছু সম্পর্কে তার অনুভূতি সবসময় এভাবে প্রকাশ করতেন। তিনি যখন তাদের মূল্যবান সংস্কৃতির ভান্ডার, নতুন নতুন সাফল্য বা অর্জন, **ব্রিটিশ মিউজিয়ামের** মূল্যবান গ্রন্থ সম্পদ, বৃহত্তর ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলোর তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনা কিংবা পরবর্তিতে জার্মান এভিয়েশন সম্পর্কে বলতেন, তখনও এভাবেই প্রকাশ করতেন। তারা এটা জানে বা তাদের ওটা আছে, তারা এটা তৈরী করেছে বা ওটা অর্জন করেছে– তবে তারা শত্রু হবে কেন! তাঁর দৃষ্টিতে শাসক শ্রেণীর পেছনে যে অদৃশ্য শক্তি ছায়ার মত থাকে সেটা সমগ্র মানব সংস্কৃতির প্রলেপ। সেই অদৃশ্য ছায়াটা তিনি দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পেতেন।



সে সময় লন্ডনের স্থাপত্য আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয়নি। ভার্খোলেনস্ক থেকে দেহটাকে বের করে রুশ সীমান্ত পেরিয়ে জীবনে প্রথম খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আমি একটুখানি দেখেছি ভিয়েনা, প্যারিস এবং লন্ডন। সে তুলনায় ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদের বিস্তারিত দৃশ্যপট আমার কাছে মনে হয়েছিল বাহুল্য। এটা এ কারণে নয় যে লেনিন আমাকে দীর্ঘক্ষণ হাঁটিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, আমার সাথে পরিচিত হওয়া, আমাকে প্রশ্ন করা এবং আমাকে জানা। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর পরীক্ষা ছিল সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত আনুপুঙ্খিক। আমি তাঁকে আমাদের সাইবেরিয়ার আলোচনা সম্পর্কে সবকিছু বলি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সংগঠন, এ সম্পর্কে লেখা আমার প্রবন্ধ, ইর্কুটস্কে কয়েক সপ্তাহ থাকাকালে পুরনো পপুলিস্টদের সাথে আমার অপ্রত্যাশিত

সহিংস সংঘর্ষ, মাখায়াস্কির লেখা তিনটি রচনা এবং আরো আরো বিষয়াদি সম্পর্কে। লেনিন জানতেন কি করে ধৈর্য ধরে শুনতে হয়।

'থিউরি প্রশ্নে তোমরা কিভাবে এগিয়েছ?'

আমি তাঁকে বলেছি, মস্কোর ট্রান্সফার জেলে কেমন করে আমরা তাঁর বই গ্রুপ গ্রুপ করে পড়েছি এবং কিভাবে নির্বাসনে থেকে মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল'-এর ওপর কাজ করেছি তবে দ্বিতীয় খন্ড তখনও পড়তে পারিনি। আমরা মূল উৎস থেকেই বার্নস্টেইন এবং কাউট্স্কির রাজনৈতিক বিতর্ক ও মতবিরোধ মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্যে বার্নস্টেইনের কোন অনুসারী ছিলনা। বগদানভ মার্ক্সবাদের সঙ্গে ম্যাক এবং এভনারিয়াসের 'থিউরি অব নলেজ'কে একসঙ্গে যুক্ত করে দর্শনশাস্ত্রের যে বই লিখেছেন তা আমাদের মনে যথেষ্ট দাগ কেটেছে। লেনিন সে সময় বগদানভের থিউরি সঠিক বলে মনে করতেন। তিনি খানিকটা শংকামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'আমিতো দার্শনিক নই, তবে বগদানভের দর্শনকে প্লেখানভ ছদ্মবেশী আইডিয়েলিজম বলে মনে করেন এবং তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।' কয়েক বছর পর, ম্যাক ও এভনারিয়াসকে নিয়ে লেনিন বড় এক রচনা লিখেন; তাদের থিউরির উপর তাঁর সমালোচনা ছিল মূলত প্লেখানভের সাথে অভিন্ন।

আলাপের সময় আমি উল্লেখ করেছি যে, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতরা রুশ পুঁজিবাদের উপর লেখা তাঁর বইয়ে দেয়া পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ে দারুণভাবে প্রভাবিত। তিনি কিছুটা লাজুকভাবে উত্তর দিলেন, 'এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি, প্রচুর সময় লেগেছে।' আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো তিনি খুব খুশি যে তরুণ কমরেডরা অর্থনীতির উপর তার কঠোর শ্রমসাধ্য এই বড় কাজটিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে। তারপর আমার ভবিষ্যত কাজ সম্পর্কে সাধারণ দু'চার কথা হলো। আমরা একমত হলাম যে, কিছুদিন আমাকে বিদেশে থাকতে হবে, সমসাময়িক সাহিত্য কর্মের সাথে পরিচিত হতে হবে, ঘুরে-ফিরে হাল অবস্থা দেখতে হবে এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আমি কিছুদিন বিদেশে থেকে তারপর যেভাবেই হোক বেআইনীভাবে গোপনে রাশিয়ায় গিয়ে বিপ্লবী কর্মকান্ডে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।



নাদিয়েঝদা কনস্তান্তিনোভ্না, দু'তিন ব্লক দূরে আমাকে একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে থাকতেন জাসুলিচ, মার্তভ এবং **'ইস্ক্রা'**র ছাপাখানা ম্যানেজার ব্লুমেনফেল্ড। তাঁরা সেখানে আমার জন্যও একটি কক্ষ খুঁজে বের করলেন। ইংলিশ জাতির সাংস্কৃতিক প্রথানুযায়ী কক্ষগুলো খাড়াভাবে সাজানো রাশিয়ার মত একই ফ্লোরে নয়। সবচেয়ে নীচের কক্ষে থাকেন বাড়িওয়ালী নিজে এবং তার উপরে একের পর এক রুমগুলোতে থাকেন ভাড়াটেরা। তবে সবার ব্যবহারের জন্য একটি কমন রুম ছিল। ওটাতে আমরা মদ, কফি, চা, ও ধুম পান করতাম এবং একাধারে আড্ডা জমাতাম। জাসুলিচ ধন্যবাদ পাওয়ার আসল ব্যক্তি হলেও মার্তভের সাহায্য ছাড়া হোত না, তারা কক্ষটিতে কোন বড় ছোট ভেদাভেদ রাখতেন না, বলা যায় একটা গোলমাল আর অনিয়ম কাজ করত সবসময়। প্লেখানভ এই রুমে প্রথম এসেই মন্তব্য করেছিলেন, 'এটি একটি আখড়া।'

আমার সংক্ষিপ্ত লন্ডন উপাখ্যানের যাত্রা সেখানেই শুরু। আমি প্রথমেই 'ইস্ক্রা'র পুরাতন সংখ্যা এবং 'জারিয়া'র নিবন্ধগুলো পড়তে শুরু করি। দুটোই এক অফিস থেকে প্রকাশিত হতো। চমৎকার মননশীল সাময়িকী, যার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে বৈজ্ঞানিক গভীরতা সাথে বিপ্লবী অনুরাগ। আমি সত্যিই 'ইস্ক্রা'র প্রেমে পড়ে গেলাম। ইতিপূর্বে অজ্ঞাতবশত তাকে ঠেকানোর জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টা করেছি, তার জন্য লজ্জিত হলাম এবং খুব শীঘ্রই 'ইস্ক্রা'র জন্য লিখতে শুরু করলাম। প্রথমে লিখতাম ছোট ছোট নোট, তার ক'দিন পর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয়ও।

সে সময় আমি হোয়াইট চ্যাপেলে জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি, রুশ রাজনৈতিক নির্বাসনদণ্ডী হিসেবে রাজনৈতিক আশ্রয় হাতে পাওয়ার পর, চাইকোভস্কি এবং নৈরাজ্যবাদী চারখাজভ এর সাথে রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। শিশুসুলভ যুক্তি দিয়ে এই বুড়ো মানুষগুলো মার্ক্সবাদ ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত ছিলেন দেখে আমি সত্যি অবাক হই। আমার এখনও মনে পড়ে, প্রথম বক্তৃতা শেষে যখন ঘরে ফিরি, মনে হলো যেন আমি বাতাসে ভর করে হাঁটছি। হোয়াইট চ্যাপেলে এবং বলা যায় বাইরের জগতে এই প্রথম আমি মার্ক্সবাদী

রাজনীতি করার কারণে দেশত্যাগী একজন বুড়ো লন্ডনীর সংস্পর্শে আসি। তার নাম আলেক্সেয়েভ এবং তিনি ছিলেন 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমন্ডলীর ঘনিষ্ঠ মিত্র। তিনিই প্রথম আমার কাছে ইংলিশ জাতির জীবন-রহস্য উন্মোচন করেন এবং সব বিষয়ে তিনিই ছিলেন আমার সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস। তিনি লেনিন সম্পর্কে অত্যন্ত সমীহের সাথে কথা বলতেন। একদিন আমাকে বলছিলেন, 'আমার বিশ্বাস, বিপ্লবের প্রয়োজনে প্লেখানভের চেয়ে লেনিনের গুরুত্ব অনেক বেশি।' অবশ্য, এ কথা লেনিনকে আমি জানাইনি তবে মার্তভকে বলেছিলাম। তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

এক রোববার লেনিন এবং ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে আমি একটি গীর্জায় এক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সমাবেশে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম একবার বক্তৃতা একবার ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। প্রধান বক্তা একজন এবং তিনি সঙ্গীত পরিচালক। তিনি সদ্য অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরত এসেছেন এবং সামাজিক বিপ্লবের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। পরে সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যে কোরাসটি গাইলেন তার অর্থ হলো, 'হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের আর কোন রাজা বা ধনী লোক দিও না।' আমার নিজের চোখ আর কানকেই অবিশ্বাস্য মনে হলো। চার্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় লেনিন বলছিলেন, ইংলিশ শ্রমিকদের মধ্যে এরকম অনেক বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিক উপাদান রয়েছে, কিন্তু তারা এগুলোকে ধর্ম, রক্ষণশীলতা এবং কুসংস্কারের সঙ্গে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলেছে যে, কোনভাবেই এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে আলাদাভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক গীর্জা থেকে ফিরে এসে তাদের দু'কক্ষের ছোট্ট বাসার রান্নঘরে বসে রাতের খাবারটা সেরে নিলাম। ঘরে ফিরে আসার পর যথারীতি পথে কি কি দেখতে পেলাম তা জানার জন্য আমার বন্ধুরা ঠাট্টা-তামাশা শুরু করল। পথে কি কি দেখেছি তার বিবরণ তৈরী করার দিক থেকে আমি খুবই বোকা এবং ধারাবাহিক চিন্তা প্রবণতার বিবেচনায় আমার এই ত্রুটিকে 'এক ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত প্রতিবন্ধকতা' বলা যায়। অবশ্য পরবর্তিতে আমি ভালই করতাম তবে প্রাণান্তকর চেষ্টা ছাড়া হয়নি।

অঝেসার জেলে থেকে ইংলিশ ভাষা সম্পর্কে যে সামান্য জ্ঞান অর্জন করি লন্ডনে তার বেশী উন্নতি হয়নি। কারণ আমি রুশ রাজনীতি নিয়েই বেশী আগ্রহী ছিলাম। ব্রিটিশদের মার্ক্সবাদ চর্চা আগ্রহোদ্দীপক ছিল না। এক সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্র ছিল জার্মানি। আমরা গভীরভাবে দেখছিলাম তখনকার 'অর্থোডক্স', মার্ক্সিস্ট এবং রিভিশনিস্টদের মধ্যকার চলমান সংগ্রাম।

লন্ডনে, পরে জেনেভায়ও আমি লেনিনের চেয়ে জালুসিচ এবং মার্তভের সাথে অনেক বেশী বার সাক্ষাৎ করেছি। যেহেতু লন্ডনে আমরা একই ঘরে থাকতাম এবং জেনেভায় প্রধানত একই রেস্তোঁরায় একসাথে খেতাম, দিনে কয়েকবার তাদের সাথে আমার দেখা হতো, অন্যদিকে যেহেতু লেনিন পারিবারিক জীবনযাপন করতেন এবং অফিসিয়াল মিটিং ছাড়া তার সাথে তেমন দেখা হতো না। মার্তভের জীবনধারা এবং অভ্যাসাদি ছিল ভবঘুরে ধরনের কিন্তু লেনিন এসব ছিল জানতেননা। তিনি মনে করতেন, আপেক্ষিক বা স্থায়ী হোক, সময় প্রকৃতির সহজাত অসীম দান। তিনি বেশীরভাগ সময় কাটাতেন ব্রিটিশ যাদুঘরের লাইব্রেরিতে। সেখানে তিনি অধ্যয়ন করতেন এবং সেখানে বসেই তিনি পত্রিকার জন্য লিখতেন। তাঁর সহযোগিতায়, আমিও সেই পবিত্র স্থানে যাওয়ার অনুমতি পাই। আমি ছিলাম চিরঅতৃপ্ত এবং সেখানকার বইয়ের বিশাল প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গলিয়ে দিয়েছিলাম। তবে, বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি, শীঘ্রই আমাকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ সফরে যেতে হলো।

হোয়াইট চ্যাপেলের জনসভায় উপস্থিত বক্তৃতা দেয়াটা ছিল আমার জন্য একটি পরীক্ষা। বলা বাহুল্য, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। এর পরে আমাকে এক বক্তৃতা সফরে পাঠানো হলো ব্রাসেল্‌স, লিয়েজ (Liege) এবং প্যারিসে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল তথাকথিত 'রুশ আত্মমুখী চিন্তাধারা'র (Russian subjective school) সমালোচকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'কে রক্ষা করা। বিষয়টি নিয়ে লেনিন খুবই আগ্রহী ছিলেন। আমি আমার লিখিত বক্তৃতার সারাংশ দেখে দেয়ার জন্য তাঁকে দিলাম এবং তিনি কিছুটা সংশোধন করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এটি যেন 'জারিয়া'র পরবর্তি সংখ্যায় প্রবন্ধ হিসেবে ছাপানো হয়। কিন্তু কেবলমাত্র একটি থিউরেটিক্যাল রচনা দিয়ে প্লেখানভসহ অন্যান্যদের পাশে দাঁড়াবার দুঃসাহস আমার হলো না।

প্যারিস থেকে লন্ডনে ফিরে আসার তারবার্তা পেলাম। তারা আমাকে চোরাই পথে রাশিয়ায় পাচার করার ফন্দি আঁটছেন। যেহেতু সেখান থেকে রিপোর্ট এসেছে যে ব্যাপকহারে গ্রেফতার করার ফলে কাজ করার লোকের প্রচন্ড অভাব, তাই আমার চাহিদা এসেছে। আমি লন্ডনে এসে পৌঁছব এমন সময় পরিকল্পনা বাতিল করা হলো। ডয়েস তখন লন্ডনে, আমার প্রতি খুবই স্নেহপ্রবণ, পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে না প্রেরণের পক্ষে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন এই ভেবে যে, আমি খুবই 'তরুণ' (youth-তিনি এনামেই ডাকতেন) আমার আরো শিক্ষা ও আত্মোন্নতির প্রয়োজন, সেজন্য আমাকে বিদেশে থাকতেই হবে। লেনিনও তার সাথে একমত হয়ে আমার থাকার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। 'ইস্ক্রা'র রুশ সংগঠনে কাজ করার প্রলোভন খুবই কাঙ্খিত ছিল কিন্তু তারপরও বিদেশে আরো কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিতবোধ করলাম। আমি আবার প্যারিসে ফিরে এলাম। লন্ডনের মতো প্যারিসে রুশ ছাত্রদের আবাসন তত বড় ছিল না। বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারন ছাত্রদের মন জয় করতে নিজেদের মধ্যে তিক্ত বাদানুবাদে লিপ্ত ছিল। তখনকার সংগৃহীত রিপোর্টের অংশবিশেষ, সময়ের লিখিত দলিল হিসেবে, নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

'প্যারিসের রুশ কলোনীতে কয়েক বার বক্তৃতা সভা অনুষ্ঠানের জন্য ১৯০২ সালের শরৎকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেখানেই 'ইস্ক্রা' গ্রুপ, যার সঙ্গে আমি নিজেও জড়িত, আগে মার্তবকে এবং পরে লেনিনকে প্রথমবার দেখার সুযোগ পায়। তখন 'ইকোনমিস্ট' ও 'সোশ্যালিস্ট রেভুল্যুসনিস্ট'দের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ চলছিল। আমাদের গ্রুপে তখন বলাবলি হচ্ছিল সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসা এক তরুণ কম্রেডকে নিয়ে। তিনি ই.এম.আলেক্সান্দ্রোভার বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য উঠেছিলেন। আলেক্সান্দ্রোভা নারোদোভলশীদের (Narodovoltsi) সঙ্গে ছিলেন, পরে ইস্ক্রায় যোগ দেন। আমরা নতুন প্রজন্ম ছিলাম ইকাতারিনা মিখাইলোভ্নার চরম ভক্ত, অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনতাম এবং তার দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলাম। ইস্ক্রার নতুন লেখক প্যারিসে এলে, ইকাতারিনা মিখাইলোভনা আমাকে ডেকে বললেন আশেপাশে কোথাও তার জন্য একটি রুম খুঁজতে। আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেখানেই একটা ঘর পাওয়া গেল, তবে ছোট, সরু, আলোবাতাসহীন অনেকটা প্রিজন সেলের মতো, ভাড়া প্রতি মাসে বারো ফ্রাঁ। রুমে বিবরন দিতে গেলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,'ঠিক আছে, তাতেই চলবে। তাকে এটা নিতে বল।'

'তারপর তরুণ কম্রেড (নাম প্রকাশ করা হয়নি) সেই রুমেই উঠলেন। ইকাতারিনা মিখাইলোভনা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে? ' বললাম, 'আমি ঠিক জানি না, নিচ্ছে হয়তো। গত রাতে আমি উপরে উঠে আসতে শুনেছি তিনি তার রুমে শীষ বাজাচ্ছেন।' তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বললন, 'তবে তাকে বল শীষ না বাজিয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে, তাকে অবশ্যই সফল হতে হবে।' কিন্তু তার উদ্বেগ ছিল অনাবশ্যক। তাঁর বক্তৃতা খুবই ভাল হয়েছে এবং কলোনী ভরা আনন্দ উচ্ছ্বাস। কারণ তার কাছ থেকে 'ইস্ক্রার' তরুণ সমর্থকরা প্রত্যাশার চেয়েও বেশী পেয়েছে।'

আমি লন্ডনের চেয়েও প্যারিসে শেখার প্রতি অনেক বেশী আগ্রহী হই। কারণ এন.আই. সেদোভার প্রভাব। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা গ্রামের প্রকৃতিতে। প্যারিসে এসে আমি তার স্পর্শ পেয়েছি। প্যারিসেই আমি সত্যিকার শিল্পকলার মুখ দেখেছি। কষ্ট-শিষ্টে হলেও চিত্রশিল্প এবং প্রকৃতিকে বুঝতে শিখেছি । সেদোভার পরবর্তি এক লেখার টিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ''তিনি প্যারিস সম্পর্কে তার সাধারন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এভাবে: 'প্যারিস অঝোসার মতই, তবে অঝেসা আরো ভালো।' এই বিমূর্ত মন্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এল.ডি. রাজনীতিতে পুরোপুরি নিমগ্ন ছিলেন, একান্ত বাধ্য না হলে অন্যদিকে খুব একটা তাকাননি। অনেকটা উপদ্রবের মতো, যা এড়ানো যায় না। আমি প্যারিস সম্পর্কে তার মূল্যায়নের সাথে দ্বিমত পোষণ করি এবং এ নিয়ে তাকে ছোট-খাটো খোঁচাও দেই।'

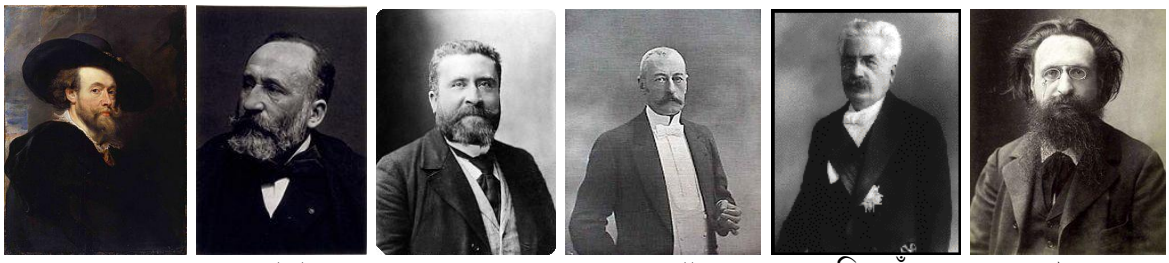
হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই ছিল। আমি জেদ এবং বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েই শিল্পকলার এই বিশ্ব কেন্দ্রের আবহে প্রবেশ করি। প্রথমে, আমি প্যারিসকে 'গ্রাহ্য' করলাম না, এবং এমনকি উপেক্ষা করার চেষ্টা করলাম। লুভ্র, লুক্সেমবার্গ এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রদর্শনীর বিরোধীতা করতাম। রুবেন্সকে (Sir Peter Paul Rubens) মনে হতো খুব বেশি পরিপুষ্ট এবং আত্মতৃপ্ত, স্যাবান্নসকে (Puvis de Chavannes) মনে হতো খুব বেশি সন্ন্যাসী এবং বিবর্ণ। একই মনোভাব ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পের প্রতিও আমার ছিল। এটি বর্বরদের এক ধরণের আত্মরক্ষার সংগ্রাম বলেই আমার কাছে সঠিক মনে হোল। সবচেয়ে বড় কথা, আমি শিল্পকলাকে এড়িয়ে

যেতে চাইছিলাম, যেমনটি অতীতে করেছি বিপ্লব, মার্ক্সবাদ এবং লেনিন ও তার পদ্ধতির ক্ষেত্রে। আমি অনুভব করলাম, প্যারিসকে ভালভাবে বুঝতে হলে, আমাকে প্রচুর মানসিক শক্তি ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আমার নিজস্ব জগতে তখন কেবলমাত্র বিপ্লব। এর চেয়ে বড় স্বার্থ আর কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনি। কিছুটা ঠেকে ঠেকে আমি হোঁচট খেতে খেতে শিল্পকলার কাছাকাছি এগুচ্ছিলাম। ইউরোপ ও তার কৃষ্টির সাথে সখ্যতা ও একাত্মতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ১৯০৫ সালের অক্টেবর বিপ্লব তার প্রতি বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দ্বিতীয়বার যখন আমি রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে য়ুরোপ যাই তখনই কেবল তার শিল্পকলার নিবিড় সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাই। তখন শিল্পকলার ওপর পড়াশোনা করি, প্রদর্শনী দেখি এবং এমনকি এক-আধটুকু লিখিও। তবে আমি কখনো এর খুব গভীরে যাইনি।



প্যারিসের লুভ্‌র যাদুঘর (the Louvre Museum)

প্যারিসে আমি জুরেস (Jaures) সম্পর্কে জানি। এটি ছিল এমন এক সময় যখন রুশো (Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau) ছিলেন সরকার প্রধান, মিলেরঁ (Alexandre Millerand) ছিলেন বানিজ্য/ডাকমন্ত্রী এবং জেনারেল গালিফে (Galiffet) ছিলেন সমরমন্ত্রী। আমিও গজদে পন্থিদের (Guesdists- followers of Jules Basile Guesde) সাথে রাস্তায় মিছিল ও বিক্ষোভ করি এবং জোরে জোরে শ্লোগান দেই মিলেরঁ অপকর্মের বিরুদ্ধে। জুরেস (Jean Jaurès) তখনও আমার উপর তেমন বড় কোন প্রভাব ফেলেননি। আমি খুব তীব্রভাবে মনে করতাম যে তিনি একজন শত্রু। কয়েক বছর পরে আমি সেই চমকপ্রদ ব্যাক্তিত্বকে সপ্রশংসভাবে জানি, যদিও তখনও জুরেসবাদের (Jauresism) প্রতি আমার ধারণা ছিল বিরূপ।



রুবেন্স, স্যাবান্নস জুরেস, রুশো, মিলেরঁ, গজদে

ছাত্রদের মধ্যে মার্ক্সবাদী অংশের প্রবল দাবীর কারণে লেনিন উচ্চতর ক্লাসে পড়ুয়া কলেজ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভূমির স্বতাধিকারের ওপর প্যারিসে তিনটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাদান কর্মসূচীর আয়োজন করেছিলেন রাশিয়া থেকে বহিস্কৃত অধ্যাপকগণ। উদারনৈতিক প্রফেসররা এই অবাঞ্ছিত বক্তাকে যতদূর সম্ভব বিতর্কমূলক বক্তব্য পরিহার করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বরং প্রথম বক্তৃতার শুরুতেই বললেন যে, মার্ক্সবাদ একটি বিপ্লবী তত্ত্ব এবং তাই মৌলিকভাবেই বিতর্কমূলক। আমার এখনও মনে আছে বক্তৃতা শুরু করার আগে তিনি কিছুটা চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতা মঞ্চে উঠে তিনি বেশ দক্ষতার প্রমাণ দিলেন, অন্তত বাহ্যিকভাবে। প্রফেসর গ্যাম্বারভ (Gambarov) এসেছিলেন তার বক্তৃতা শুনতে। তিনি ডয়েসকে (Deutch) তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'লেনিন একজন পরিপূর্ণ দক্ষ প্রফেসর।' এর চেয়ে বড় মাপের প্রশংসা করার কিছু থাকতে পারেনা মনে করেন বলেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন।

একবার আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম লেনিনকে অপেরায় নিয়ে যাব। তাঁকে রাজী করানোর দায়িত্ব দেয়া হলো সেদোভাকে। লেনিন 'অপেরা কমিক' (হাস্যরসাত্মক ও মিলনাত্মক গীতি-নাটক) দেখতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল সে ব্রিফকেসটা যা তিনি বক্তৃতা দিতেও কাছে রাখতেন। আমরা সবাই দলবেঁধে সর্বোচ্চ গ্যালরিতে বসেছিলাম। লেনিনের সাথে ছিলেন সেদোভা, মার্তভ সহ অন্যান্যরা। আমি নিজেও। সেই সুরেলা অপেরায় যাওয়ার এক বেরসিক স্মৃতি আজো আমি ভুলিনি। প্যারিস থেকে লেনিন নিজে এক জোড়া জুতো কিনেছিলেন। যা তাঁর পায়ে খুব টাইট হতো। কপালের ফের, সে সময় আমারও একজোড়া নতুন জুতার খুবই দরকার হয়। লেনিনের জুতো জোড়াই আমাকে দেয়া হলো। পায়ে দিয়ে দেখলাম ঠিকঠাকভাবেই লেগেছে। অপেরায় যাবার সময়ও ঠিক ছিল। কিন্তু থিয়েটার দেখার সময় থেকে পায়ে ব্যথা অনুভব করলাম। অপেরা দেখা শেষে ঘরে ফেরার সময় এত তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো যে, রীতিমত কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আর এদিকে লেনিন খুব নির্দয়ভাবে আমাকে খোঁচাতে থাকলেন। কারণ, এই জুতো কয়েক ঘন্টা যাবত তাঁকেও এ রকম কষ্ট দিয়েছিল ।

প্যারিস থেকে আমি এক বক্তৃতা সফরে ব্রাসেল্‌স, সুইজারল্যান্ড এবং কয়েকটি জার্মান শহরে ছাত্রদের কলোনীগুলোতে গিয়েছিলাম। হাইডেলবার্গে আমি বুড়ো কুনো ফিশারের বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু তার শেখানো কান্টিয় তত্ত্ব আমাকে তেমন একটা আকর্ষিত করতে পারেনি। নর্মেটিভ বা আদর্শবাদী দর্শন আমার কাছে অনাত্মীয় বলে মনে হতো। হাতের কাছে নরম রসালো কচি ঘাস থাকলে কেউ কি শুকনো খড় চিবুতে চায়? রুশ ছাত্রদের কাছে তখন হাইডেলবার্গ নামটি আদর্শবাদী দর্শনের কেন্দ্র হিসেবে খুবই বিখ্যাত। তাদের মধ্যে এক ছাত্র ছিলেন অ্যাভ্‌কসেন্‌টিয়েভ, যিনি পরে কেরেনস্কি সরকারের স্বরাষট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। আদর্শবাদের বিপক্ষে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আমি আদর্শবাদীদের নিক্ষিপ্ত যুক্তির বর্শা বহুবার ভেঙ্গেছি।

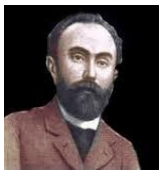
১২। পার্টি কংগ্রেস এবং ফাটল।

(১)



লেনিনকে ত্রিশ বছর বয়সে বিদেশে নির্বাসনদণ্ডে পাঠানো হয়। তখন তিনি মোটামুটি পরিণত বয়সের। রাশিয়ায়, ছাত্রদের কাছে, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলে এবং নির্বাসন কলোনীতে তাঁর অবস্থান ছিল সবার উপরে। তাঁর এই শক্তি তিনি ঠিকভাবেই উপলব্ধি করতেন। তার প্রমাণ, তিনি যা কিছু করতেন খুব পরিচ্ছন্নভাবেই করতেন। তিনি যখন রাশিয়া ত্যাগ করেন, তখনও তাত্ত্বিক সরঞ্জামাদি এবং বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ঝাঁপি পুরোপুরি তাঁর দখলে। বিদেশে অনেক সঙ্গী-সাথী তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্লেখানভ, যিনি একাধারে 'দ্য গ্রুপ অব লিবারেশন অব লেবার' এর প্রধান, মার্ক্সবাদের তুখোড় অনুবাদক, কয়েক প্রজন্মের শিক্ষক, তাত্ত্বিক, রাজনীতিক, প্রচারক ও বক্তা; সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছিল যার খ্যাতি ও যোগাযোগ। এ ছাড়া ছিলেন দু'জন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব **ভেরা জ্যাসুলিচ এবং পাভেল অ্যাক্সেলরড**। কেবল সাহসী ও বীরোচিত অতীতই জ্যাসুলিচকে প্রথম সারিতে আনেনি: তাঁর ছিল সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো পরিচ্ছন্ন ও তীক্ষ্ণ মন, ব্যাপক অতীত অভিজ্ঞতা, প্রধানত ইতিহাসে এবং এক দুর্লভ মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি। জ্যাসুলিচের মাধ্যমেই সেকালে 'গ্রুপ'টি বৃদ্ধ এংগেল্‌সের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পায়।

প্লেখানভ এবং জ্যাসুলিচ ছিলেন লাতিন সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। অন্যদিকে একই গ্রুপে থেকেও



এ্যাক্সেলরড ছিলেন ভিন্ন মতের, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ভাবধারা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর। প্লেখানভের তখন বার্ধক্য অবস্থা। তাই বিপ্লবের পথে তিনি ক্রমশ দূর্বল এবং লেনিন ক্রমশ সবল হচ্ছিলেন। প্লেখানভের কর্মজীবনে ছিল মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক প্রস্তুতি পর্ব। তিনি ছিলেন মার্ক্সিয় তত্ত্বের প্রচারক এবং প্রধান তার্কিক, সর্বহারার বিপ্লবী রাজনীতিক নন। বিপ্লবের ছায়া চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে যতই স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হচ্ছিল ততই প্লেখানভের ভিত্তি পিছিয়ে যাচ্ছিল। তিনি এ পরিবর্তন নিরব দর্শকের মত দেখছিলেন কিন্তু তার নিজের করার কিছু ছিল না। তাই তিনি যুবকদের প্রতি ছিলেন অসহিষ্ণু।

'ইস্ক্রার' রাজনৈতিক নেতা ছিলেন লেনিন। **মার্তভ** ছিলেন সাহিত্য শক্তি; তিনি যেমন অনায়াসে লিখতে



পারতেন তেমনি অনবরত বলতেও পারতেন। মার্তভ লেনিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে তার সান্নিধ্যে থেকে কাজ করলেও সম্পর্কটা সহজ ছিল না। দু'জন পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করলেও ভেতরে ভেতরে শীতলতা বিরাজ করতো। মার্তভ তাঁর কার্যকলাপে, সাহিত্যকর্মে, নিত্যদিনের রাজনৈতিক সমস্যাদিতে, খবরা-খবরে এবং কথাবার্তায় থাকতেন বর্তমানকে নিয়ে; অন্যদিকে, লেনিন বর্তমান নিয়ে থাকলেও, সবসময় ভবিষ্যতের পর্দা উন্মোচনে সচেষ্ট থাকতেন। মার্তভ তার অসাধারন বিচক্ষণতা ও উদ্ভাবন কুশলতা দিয়ে অগণিত ধারণা, যৌক্তিক প্রস্তাবনা এবং প্রতিজ্ঞা বা উক্তি উদ্ভাবন ও বিকশিত করতে পারতেন কিন্তু পরে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতেন। অথচ লেনিন যতক্ষণ না সেগুলোর প্রয়োজন হতো ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন। মার্তভের ধারণার সূক্ষ্মদর্শি ও বিস্তারিত বিবরণ পড়ে লেনিন মাঝে মাঝে আশংকায় মাথা দোলাতেন। তবে তখনও রাজনৈতিক লাইনের ভেদ রেখা তৈরী হয়নি; বস্তুত তারা নিজেরা তেমনটা ভাবতে শুরু করেননি। পরে অবশ্য পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'ইস্ক্রা' সমর্থকরা 'চরম' ও 'নরম' পন্থী রূপে দু'গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। শিরোনাম দু'টো প্রথমে অস্পষ্ট ছিল। ফাটল বাস্তবে দৃশ্যমান না হলেও, কোন সিদ্ধান্তে নিতে তারা আলাদা মনোভাব দৃঢ়ভাবেই জানান দিতেন।

কংগ্রেসে ভাগ হওয়ার আগেও লেনিন ছিলেন 'চরম' এবং মার্তভ ছিলেন 'নরম' পন্থী। লেনিন মার্তভকে অনেক উপরে স্থান দিলেও তার প্রতি কতেকটা সন্দেহ ও সমালোচনার চোখে তাকাতেন। মার্তভ তার (লেনিনের) অনুভূতি বুঝতে পেরে বিচলিতভাবে মাথা নীচু করে কাঁধ ঝাঁকাতেন। পরে যখন দু'জনের দেখা বা

কথাবার্তা হলেও, অন্তত আমি যা দেখেছি, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক দেখা যায়নি। কথা বলার সময় লেনিনের দৃষ্টি থাকতো মার্তভকে ছাড়িয়ে দূরে। অন্যদিকে মার্তভের ঝুলে পড়া এলোমেলো চুলে ভরা কপালের নীচের চোখ দু'টো থাকত ভাবলেশহীন। আবার লেনিন যখন মার্তভ সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলতেন, তখন তার কণ্ঠস্বর থাকত অন্যরকম। 'কে বলেছে ওসব কথা? জুলিয়াস?'– জুলিয়াস নামটা এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করতেন, মনে হতো যেন তাকে এক্ষুণি গিয়ে বকে দিবেন। 'মার্তভের মত বিশিষ্ট ভালমানুষ আর হয় না, তবে তিনি খুব নরম।' একইভাবে মার্তভও ভেরা আইভানভ্না জ্যাসুলিচের প্রভাবে চলে আসছিলেন এবং তিনিও রাজনৈতিক নয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে লেনিনের কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন।

লেনিন রাশিয়ার সাথে সবধরনের যোগাযোগের ভার নিজেই করেন। সম্পাদনা বোর্ডের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর স্ত্রী **ক্রুপস্কায়া**। তিনি সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আগত কমরেডদের অভ্যর্থনা জানানো, তাদের ফিরে যাওয়ার সময় কি করতে হবে বলে দেয়া, যোগাযোগ রক্ষা করা, গোপন ঠিকানা জানানো, চিঠি লেখা এবং চিঠি-পত্রের সাংকেতিক ভাষা পাঠোদ্ধার করা ইত্যাদি সব কাজ করতেন। তার কক্ষে সবসময় কাগজ পোড়া গন্ধ ধাকত। কারণ তাকে গোপন চিঠিগুলো আগুনের তাপে পড়তে হতো। তিনি প্রায়ই বিনম্র অভিযোগ করতেন যে, লোকজন পর্যাপ্ত লেখে না বা সব সংকেত গুলিয়ে ফেলে বা রাসায়নিক কালি দিয়ে এমনভাবে লেখে যে এক লাইনের ভেতর আরেক লাইন ঢুকে যায় ইত্যাদি।




লেনিন, তার নিত্যদিনের রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে সিনিয়রদের, বিশেষ করে প্লেখানভের কাছ থেকে, স্বাধীনতা চাইতেন। এ নিয়ে অনেক তিক্ত সংগ্রাম করতে হতো, বিশেষ করে পার্টি-কর্মসূচীর খসড়া তৈরী করাকালে। প্লেখানভের মতের বাইরে বা প্রস্তাবের বিপরীতে লেনিন তার নিজস্ব প্রস্তাব বা যুক্তি উপস্থাপন করলে, প্লেখানভ তাকে উন্মাসিক কায়দায় ঠাট্টা-মশকরা করতেন। তবে লেনিন এসবে ভয় পেতেন না বা বিভ্রান্তও হতেন না। তাদের এই মতাদর্শিক সংগ্রাম এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করতো। জ্যাসুলিচ এবং মার্তভ তাদের মধ্যে দুতিয়ালি করতেন; আগেরজন প্লেখানভের ও পরেরজন লেনিনের পক্ষে কাজ করতেন। মধ্যস্থতাকারী দু'জনই খুবই সালিশী মেজাজে থাকতেন, তাছাড়া তারা দু'জন বন্ধুও। ভেরা ইভানভ্না নিজে থেকেই একবার লেনিনকে বলছিলেন: 'জর্জ (প্লেখানভ) ডাল কুকুরের মত শিকার ধরে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দেয়; অথচ তুমি বড়জাতের বুলডগের মত মরণ কামড় দাও, ধরলে ছাড়তে চাও না।' বলার সময় তিনি মজা করে (তুচ্ছার্থে নয়) লেনিনের উচ্চারণ ও শব্দপ্রক্ষেপণ নকল করতেন (লেনিন সঠিকভাবে 'আর' উচ্চারণ করতে পারতেন না)। ভেরা আরেকটি বাক্য যোগ করে আমার কাছে গল্প করেন:"'মরণ কামড়' কথাটি লেনিনের দারুন পছন্দ হয়েছিল, তিনি মজা করে একথাটি মাঝে মাঝে বলতেন।"

মতান্তরের ঘটনা ঘটে আমার লন্ডন পৌঁছার আগে। এনিয়ে আমি তাদের কখনো সন্দেহ করিনি। এমনকি 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমন্ডলীর ভেতরের খবর জানতামও না। আমি আসার পর যে তা আরো বেড়েছে তাও বুঝতে পারিনি। আমার আসার চারমাস পর লেনিন প্লেখানভকে লিখলেন:

" প্যারিস,

২মার্চ ১৯০৩।

আমি সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যদের নিকট প্রস্তাব করছি যে, তাঁরা যেন 'পেরু'কে (ট্রটস্কি) অন্যদের মতই পর্ষদের একজন সদস্য করে নেয়। তার সদস্যপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং সর্মসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দরকার। আমাদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ছয়। সপ্তম সদস্য ভোটাভুটিতে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে সুবিধা হবে। পেরু 'ইস্ক্রা'র জন্য খুব খাটে; গত কয়েকমাস যাবত প্রতি সংখ্যায় লিখে যাচ্ছে; বক্তৃতায়ও সে বেশ সফলতা দেখিয়েছে। চলতি ঘটনাবলীর উপর লেখা তার নোট এবং প্রবন্ধ কেবল যথেষ্ট উপযোগীই নয়, একান্ত অপরিহার্যও। প্রশ্নাতীতভাবে সে বিরল যোগ্যতার অধিকারী; তার রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় এবং কর্মপ্রেরণা; এবং সে সামনে বহুদূর এগোবার যোগ্য। এছাড়া অনুবাদে এবং জনপ্রিয় সাহিত্যেও সে অনেক অবদান রাখতে পারবে।

সম্ভাব্য আপত্তি হতে পারে: প্রথমত, সে এখনও তরুণ; দ্বিতীয়ত, সে শীঘ্রই রাশিয়ায় ফিরে যেতে চায়; তৃতীয়ত, পেরুর লেখা অলংকারবহুল, কলম চলে বেশ জমকালো রাজকীয় ঢঙে ইত্যাদি।

কারণ (১): পেরুর নাম শুধুমাত্র পর্ষদের সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব করছি, কোন স্বতন্ত্র পদের জন্য নয়। এতে সে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। পার্টির প্রতি তার মমত্ববোধ প্রশ্নাতীত। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন কেবল সময়ের ব্যাপার। তাকে ধরে রাখা এবং উৎসাহ দেয়ার জন্য সদস্যপদ দেয়া প্রয়োজন।

কারণ(২): পেরুকে আমাদের কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হলে সে আর তাড়াতাড়ি রাশিয়া ফিরে যেতে চাইবে না। যদি সে না যায়, তবে পর্ষদের সাথে তার সাংগঠনিক সম্পৃক্তি এবং পর্ষদের নির্দেশনানুসারে তার কাজ নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ইতিবাচক হবে।

কারণ(৩): স্টাইল বা ঢঙের ত্রুটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সময়ের সাথে সাথে এসব ত্রুটি শুধরে সে এগিয়ে যেতে পারবে। বর্তমানে, ত্রুটি সংশোধনে সে গাম্ভির্য দেখালেও পর্ষদের সদস্য হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন সে আলোচনায় অংশ নেবে, ভোটে অংশ নেবে এবং 'নির্দেশনাবলী' তার জন্য আরও সুনির্দিষ্ট এবং অবশ্যপালনীয় হবে।

সংক্ষেপে, আমার প্রস্তাব:

(১) পর্ষদের ছয় সদস্যের পুর্ণাঙ্গ ভোটে পেরুর সদস্যপদ পাস হওয়া আবশ্যক;

(২) যদি তাকে গ্রহণ করা হয় তবে পর্ষদের সম্পাদকদের সম্পর্ক নির্ধারণ, ভোট দেয়ার নিয়মাবলী এবং একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্রের খসড়া অবিলম্বে প্রণয়ন করা দরকার। এটি আমাদের নিজেদের এবং পার্টি কংগ্রেসের জন্য খুবই প্রয়োজন।

বি.দ্র.। আমি মনে করি যে, পেরুকে সদস্য না করাটা হবে খুবই অসুবিধাজনক এবং বিব্রতকর। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে পেরু যৌক্তিকভাবেই যথেষ্ট অসন্তুষ্ট, যদিও সে খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করে না। কারণ সে এখনও শিখছে এবং সবাই তাকে এখনও 'ছেলেমানুষ' মনে করে। আমরা যদি তাকে এখনই গ্রহণ না করি এবং সে যদি আগামী এক মাসের মধ্যে রাশিয়া চলে যায়, আমি বিশ্বাস করি, সে ধরে নেবে যে আমরা তাকে পর্ষদের সদস্য হিসেবে মেনে নিতে সরাসরি অনিচ্ছুক। সে তখন সরে যাবে এবং এটা হবে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা।"

আমি চিঠিটি অতি সম্প্রতি পেয়েছি এবং হুবহু তুলে ধরেছি (কৌশলগত বিবরণ ছাড়া)। তার কারণ, এটি তখনকার সম্পাদনা পর্ষদের ভেতরকার অবস্থা, লেনিনের নিজের বৈশিষ্ট্য, এবং আমার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আমি আগেই যেমনটা বলেছি, আমার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সম্পাদনা পর্ষদের ভেতরে যে লড়াই চলছিল, তা আমি মোটেই জানতাম না। আমার সম্পর্কে লেনিনের 'পেরু ... যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ' উক্তিটি সত্য ছিল না। আমি তখন নিজেকে মনে করতাম একজন শিক্ষানবিস আর সম্পাদকদের মনে করতাম ওস্তাদ। কারণ আমার বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। সম্পাদক মার্তভ ছিলেন সবচেয়ে তরুণ। তিনিও আমার চেয়ে সাত বছরের বড় এবং লেনিন ছিলেন দশ বছরের বড়। আমি এসব বড় বড় মানুষদের সান্নিধ্যে থেকে নিষ্ঠার সাথে অনেক কিছু শিখতে পেতাম। আমি তখন যা পেতাম, তাতেই ছিলাম যার পর নাই সন্তুষ্ট।

আমি 'অসন্তুষ্ট', এটা বলা লেনিনের একটা কৌশলগত চালাকি ছিল বলে আমার মনে হয়। সমস্ত চিঠিতেই আমাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাঁর নিজের মতে আনার জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। লেনিন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য সম্পাদকদের ভয় দেখানোর জন্য আমার 'অসন্তুষ্টির' গল্প ফেঁদেছেন, যেন তারা কিছুতেই আমাকে 'ইস্ক্রা' থেকে বিচ্ছিন্ন না করেন। আর 'ছেলেমানুষ' বলে আমাকে কেউই কখনো ডাকেননি। এবং ডয়েসের সঙ্গে আমার ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তিনি কখনো আমার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করেননি। লেনিন এই যুক্তি দিয়েছিলেন অন্যদের বোঝাবার জন্য যে আমাকে যেন তারা একজন রাজনৈতিক পরিপক্ষ মানুষ হিসেবে মেনে নেন।

লেনিনের চিঠি পাঠানোর দশদিন পর মার্তভ অ্যাক্সেলরডকে লিখলেন:

"লন্ডন,

১০ মার্চ ১৯০৩।

ভ্লাদিমির ইলিচ প্রস্তাব করেছেন যে, আমরা যেন আমাদের সুপরিচিত 'পেরু'কে সব অধিকার দিয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য করে নিই। চিন্তা-চেতনায় সে আমাদের লোক, সে 'ইস্ক্রা'র স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণরুপে একাত্ম, তার সাহিত্যকর্ম মেধার স্বাক্ষর বহন করে এবং এরই মধ্যে বিদেশেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। সে এত চমকপ্রদভাবে কথা বলে যে তার চেয়ে ভালো আর হয় না। তার ব্যাতিক্রমধর্মী বাচনভঙ্গিকে আমি সাধুবাদ জানাই । তাকে সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য করার ব্যাপারে আমি ভ্লাদিমির ইলিচের সাথে বিভিন্ন সময় আলাপ-আলোচনা করে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছি। তার যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং আরো ভালো করার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে। আমি নির্দ্বিধায় ভ্লাদিমির ইলিচের প্রস্তাবকে সমর্থন করি।"

এই পত্রে মার্তভ লেনিনেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কিন্তু 'আমি অসন্তুষ্ট' এমন কথা উল্লেখ নেই। আমি একই বাড়িতে মার্তভের সঙ্গে থাকতাম। তিনি আমাকে নিবিড়ভাবেই পর্যবেক্ষণ করতেন। আমার অধৈর্য বা অসন্তুষ্টি সংক্রান্ত কোন বৈশিষ্ট্য দেখলে পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। লেনিন আমাকে পর্ষদের সদস্য হিসেবে যুক্ত করার জন্য কেন এত আগ্রহী ? তিনি চেয়েছিলেন একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বেশ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সম্পাদকমন্ডলী সমান সমান ভোটে দ্বিমত থাকতেন: প্রবীণরা (প্লেখানত, জাসুলিচ ও অ্যাক্সেলরড), একদলে এবং নবীণরা (লেনিন, মার্তভ ও পত্রেসভ) আরেক দলে। লেনিন নিশ্চিত ছিলেন যে কোন জটিল প্রশ্নে আমি তার সঙ্গে একমত হবো। একবার, কোন কারণে প্লেখানভের বিরোধিতা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন লেনিন আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন: 'মার্তভকে বলতে দাও। সে আগে ভারমুক্ত করুক, তারপর তুমি কাঁধ দিয়ে ঠেলে ফেলে দিও।' আমার মুখে বিস্ময় দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ যোগ করলেন: 'আমি হলে, তাই করতাম। কিন্তু প্লেখানভের সাথে তো তা করা যায় না, তাই ভদ্রভাবেই বিষয়টি শেষ করা ভাল।'

লেনিনের প্রস্তাব আমি পর্ষদে উত্থাপন করলে প্লেখানভের বিরোধিতায় তা নাচক হয়ে যায়। তার চেয়ে খারাপ হয়, এই প্রস্তাবের কারণে আমি প্লেখানভের বিরাগভাজন হয়ে পড়ি। তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন যে লেনিন তার বিপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল করার যে ষড়যন্ত্র করছে। তাই সম্পাদনা পর্ষদের পুনর্গঠন কংগ্রেস না হওয়া পর্যন্ত আপতত স্থগিত করা হয়। তবে কংগ্রেসের অপেক্ষায় না থেকে সম্পাদনা পর্ষদের মিটিংএ আমাকে উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্লেখানভ এই সিদ্ধান্তেরও তীব্র বিরোধিতা করলেন। কিন্তু ভেরা আইভানভ্না তাকে বললেন, 'তুমি যাই বল, আমি তাকে নিয়ে আসব।' এবং তিনি সত্যি পরবর্তী বৈঠকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। পর্দার আড়ালে কি ঘটতো যেহেতু আমি জানতাম না, তাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় চুপচাপ থাকতাম। জর্জি ভ্যালেন্তিনোভিচ এসব বিষয়ে ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ, তিনি আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। আমার প্রতি প্লেখানভের নেতিবাচক মনোভাব কখনো মোছেনি। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে মার্তভ প্লেখানভকে ইঙ্গিত করে অ্যাক্সেলরডকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ঐ লোকটির (আমি) প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তার (প্লেখানভের) ঘৃণার ভাব– তার নিজেরই ঘৃণ্য ও হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে।'

লেনিন সে সময় তাঁর চিঠিতে আমার সাহিত্য রচনার স্টাইল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বেশ মজার। দু'টোই সত্য যে আমার অলংকারবহুল লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল এবং সংশোধন করার প্রতিও প্রবল আপত্তি ছিল। আমার লেখার বয়স তখন কেবল দু'বছর এবং লেখার স্টাইলই আমার নিজের কাছে আমার স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব। আমি শুধুমাত্র শব্দের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা স্বাদ মূল্যায়ন করতে শুরু করেছি। শিশুদের নতুন দাঁত উঠতে শুরু করলে– তারা যেমন যা পায় তাই কামড়াতে চায়– আমারও তখন তেমনি সাহিত্য চর্চার কেবল শুরু। আমিও শিশুদের মতই ছুটতাম নতুন নতুন শব্দ, ফর্মুলা বা চিত্রকল্পের পেছনে। সময়ই আমার লেখার স্টাইলকে পরিশুদ্ধ করে। আর সাহিত্যরূপ গড়বার চেষ্টা বাইরে থেকে ধার করা যায় না বা আকস্মিকভাবেও জন্মায় না; বরং এ আমার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। আমি সম্পাদকমন্ডলীর প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই, লেখক হিসেবে সহজাতভাবেই আমি আমার স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য পরিপক্ক লেখকদের আক্রমণ বা উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি।

ইতোমধ্যে সংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে এবং এজন্য সম্পাদনা বোর্ডকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওখানে থাকা খাওয়া খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ করাও সহজতর। লেনিন ভারাক্রান্ত মনে মেনে নেন। সেদোভা লেখেন, 'জেনেভায় আমাদের জন্য ছোট্ট দু'কক্ষের চিলে কোঠা বরাদ্দ করা হয়। এল.ডি. কংগ্রেসের কাজে লেগে যায় আর আমি পার্টির কাজে রাশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকি।' প্রথমদিককার প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করেন এবং সম্মেলন চলতে থাকে। বাস্তবে সব সময় পরিস্কার বোঝা না গেলেও প্রস্তুতিমূলক কাজের দায়-দায়িত্ব ছিল প্রশ্নাতীতভাবে লেনিনের ওপর। কতেক প্রতিনিধি আসেন বিভিন্ন সন্দেহ বা দাবী

দাওয়া নিয়ে। প্রস্তুতিমূলক কাজে প্রচুর সময় লাগে। বেশীরভাগ সময় ব্যয় হয় প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে। সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল 'ইস্ক্রা' বা প্রধান অঙ্গের সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করতো রাশিয়ায়। আমার ধারণা ছিল যে সম্পাদনা পর্ষদ থাকবে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে। 'ইস্ক্রা'র অনুসারীদের অধিকাংশের মনোভাবও সে রকমই ছিল।

লেনিন এতে বাধ সাধলেন, বললেন, 'এটা কিছুতেই হতে পারে না, রাশিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন ফোর্সের পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন রকম। তারা রাশিয়া থেকে কি করে আমাদেরকে গাইড করবে? তা হতেই পারে না। আমরা একটি সুদৃঢ় ও সুস্থিত কেন্দ্র, চিন্তা-ধারণা-তত্ত্বে তাদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী এবং আমরাই এখান থেকে দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্স দেয়ার দায়িত্ব পালন করব।'

আমি বললাম,'তাহলে এর অর্থ হবে সম্পাদনা পর্ষদের পুরোপুরি একনায়কত্ব।' লেনিন জবাব দিলেন, 'এতে অসুবিধা কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে তাইতো হওয়া উচিত।'

লেনিনের সাংগঠনিক বিন্যাসের প্রতি আমার সন্দেহ জাগলেও তার বেশী এগোইনি। ভাবলাম এসব প্রশ্ন কংগ্রেসে আলোচনা করে মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে।

(২)

আমি যেহেতু নির্বাসন কালে সাইবেরিয় ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলাম, তাই আমাকে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করা হোল। গুপ্তচরদের এড়াবার জন্য আমি টুলা প্রতিনিধি ডক্টর উলিয়ানভের (লেনিনের ছোটভাই) সঙ্গে যাত্রা করলাম। জেনেভা এড়িয়ে নিয়ন নামক একটি ছোট রেল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ দ্রুতগামী ট্রেন সেখানে মাত্র আধামিনিট থামে। রাশিয়ার গেঁয়ো সরল মানুষদের মতো আমরা ট্রেনে উঠার জন্য প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেনে এসে থামলে পর আমরা বাফারের উপরে দিয়ে জোরে লাফিয়ে বগিতে উঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেয়ে উঠার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। স্টেশন মাস্টার দেখলেন দুজন যাত্রী বাফারে আটকে আছে। তিনি বাঁশী বাজালে ট্রেন থেমে গেল। আমরা বগির ভেতরে ঢোকার পরই গার্ড এসে বকাবকি শুরু করলেন। জীবনে প্রথম নাকি তিনি এমন বোকা লোক দেখেছেন। ট্রেন থামানোর জন্য আমাদেরকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ জরিমানা দিতে বললেন। আমরা, প্রত্যুত্তরে জানালাম, আমরা ফরাসী ভাষা জানিনা এবং তার একটি শব্দও বুঝিনি। ব্যাপারটা সত্য না হলেও ইচ্ছে করেই এমন উত্তর দিলাম। মোটসোটা সুইস গার্ড আরো প্রায় তিন মিনিট চিল্লাচিল্লি করে তারপর আমাদের শান্তিতে থাকতে দিল। আমরাও সঙ্গতভাবেই তার বকুনি বিনা প্রতিবাদে হজম করলাম কারণ আমাদের কাছে পঞ্চাশ ফ্রাঁ ছিল না। পরে, তিনি টিকেট চেক করতে এসে আবারও পুরো ট্রেনের যাত্রীদের কাছে তার হাবভাব জাহির করে গেলেন। তার শ্লেষাত্মক বাক্যের লক্ষ্য ছিল বাফার থেকে উদ্ধার করা বোকা দুই ট্রেনযাত্রী। বেচারা জানতোনা যে আমরা একটি নতুন পার্টি সংগঠিত করার জন্য ট্রেনে যাচ্ছি।

কংগ্রেস শুরু হয় ব্রাসেলস-এর Maison de Peuple-এ *(পাবলিক হল– ১৮৯৯ সালে ইস্পাত, ইট ও কাঁচের মিশ্রণে নির্মিত শিল্পসমৃদ্ধ স্থাপত্যকর্ম ১৯৬৫ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়)* অবস্থিত লেবার কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদর দপ্তরে। তাদের গুদামঘরটি আমাদের কংগ্রেসের জন্য দেয়া হয়। শত্রুপক্ষ বা অজানা-অচেনাদের দৃষ্টিকে আড়ালে করার জন্য উত্তম স্থান। ঘর ভরা পশমের গাদা। ফলে অসংখ্য নীল মাছির কামড় খেতে হচ্ছিল নিরন্তর। আমরা বলতাম এগুলো এ্যান্সেলের *(Ansele– বেলজিয়ামের সোসিয়ালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং সমবায় আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত)* সেনাবাহিনী; বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণের

মহড়ারত। মিটিংগুলো ছিল সত্যি শারীরিকভাবে যন্ত্রণাকর। তারচেয়েও বিপজ্জনক ছিল প্রথম দিন থেকেই প্রতিনিধিদের গোপন আনাগোনা ও অবস্থান।

আমি এসেছিলাম আমার অচেনা সামোকভ্লিয়েভ নামের এক বুলগেরিয় নাগরিকের পাসপোর্ট নিয়ে। দ্বিতীয় সপ্তাহের এক রাতে জ্যাসুলিচের সঙ্গে 'দ্য গোল্ডেন ফিজেন্ট' রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। এমন সময় অঝেসার প্রতিনিধি 'জেড' আমাদের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় আমাদের প্রতি না তাকিয়েই ফিসফিস করে বললেন: 'আপনাদের পেছনে একজন টিকটিকি (গোয়েন্দা) লেগেছে।' তারপর তিনি আলাদা হয়ে গিয়ে লোকটির পেছনে লাগলেন। 'জেড' ছিলেন গোয়েন্দাগীরিতে দক্ষ এবং দূরবীণের মত ছিল তার চোখ। তিনি 'ফিজেন্ট'এর উপরের তলায় থাকতেন। সেটিই ছিল তার নিরীক্ষণ টাওয়ার। ঘরের জানালা দিয়ে সবার প্রতি নজর রাখতেন ।

জ্যাসুলিচকে তাড়াতাড়ি বিদায় জানিয়ে সোজা হাঁটতে থাকলাম। পকেটে তখন মাত্র পাঁচ ফ্রা আর বুলগেরিয় পাসপোর্ট। টিকটিকি লোকটি ডাচ, রোগা পাতলা লম্বা, নাকটি পাতিহাঁসের ঠোটের মত। সেও আমার পেছন পেছন আসছিল। তখন মধ্যরাত, সুনসান নীরব রাস্তায় আর কেউ নেই। আমি হঠাৎ উল্টোদিকে ঘুরলাম। ডাচ ফ্লেমিংটা *(রহস্যময় গোয়েন্দা)* মনে হয় ভয় পেয়েছিল, একেবারে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে বলল, 'মঁশিয়ে, এই রাস্তার নাম কি?'

বললাম, 'জানি না'। সে ভেবেছিল আমি তাকে গুলি করব। আমি হেঁটেই চললাম দু'পাশে সারি সারি গাছে ঢাকা প্রসস্ত জনপথে। ঘড়িতে রাত একটা বাজার ঘন্টা পড়ল। রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে উল্টো ঘুরে, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে দিলাম এক ভোঁ দৌড়, ফ্লেমিংটিও আমার পেছনে পেছনে তাই করল। এভাবে গভীর রাতে ব্রাসেল্সের জনপথে আমরা দুই আগন্তুক একে অন্যকে ধাওয়া দিতে থাকলাম। আজও আমি কানে সেই দৌড়ের শব্দ শুনতে পাই। আমি দৌড়ে তিন ব্লক পার হয়ে আবার গাছের সারির কাছে এসে ঘেঁষলাম, পেছনে ফ্লেমিংটি। দু'জনে ভয়ানক ক্লান্ত এবং ক্ষিপ্ত। এবার দু'জনেই হাঁটতে থাকলাম। রাস্তার বাঁকে দু'চারটি ক্যাব দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে কথা বলা নিষ্ফল মনে করলাম। কারণ আমি একটিতে চড়ে বসলে, সেও আরেকটিতে চড়ে পিছু ধাওয়া করবে। তাই হাঁটতে থাকলাম। বৃক্ষের সারি শেষ হল। আমরা দু'জন শহর ছাড়িয়ে গেলাম। একটি পানশালার সামনে একটিমাত্র ক্যাব দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খুলেই ঢুকে পড়লাম। চালককে বললাম, 'যাও, আমার তাড়া আছে!' সে বলল, 'কতদূর যাবেন?' আমি যেখানে থাকি তার কাছের একটি পার্কের নাম বললাম। সেখান থেকে অল্প হেঁটে ঘরে পৌঁছা যায়। 'একশ টাকা দিতে হবে।' 'ঠিক আছে, চল!' ততক্ষণে টিকটিকিটা কাছে চলে এসেছে এবং সব শুনতে পাচ্ছে। চালক লাগাম টেনে ছুটল। টিকটিকিটা দ্রুত পানশালার ভেতর ঢুকে একজন পরিচারককে ডেকে নিয়ে বাইরে এসে তার তর্জনী উঁচিয়ে দেখালো ফস্কে যাওয়া নিশ্চিত শিকারের দিকে।

আধা ঘন্টা পর ঘরে এসে পৌঁছলাম। মোমবাতি জ্বালাতেই ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটি চিঠি দেখতে পেলাম। খামের ওপর আমার পাসপোর্টের বুলগেরিয় নাম। কে এখানে আমার কাছে লিখতে পারে? খুলে দেখি একটি দাওয়াত পত্র। 'স্যার সামোকভ্লিয়েভ' যেন পাসপোর্ট সহ আগামী কাল সকাল দশটায় থানায় পুলিশের কাছে হাজির হন। তার মানে আরেকজন টিকটিকিও আমার গতিবিধি টের পেয়েছে। সে রাতে একই ধরনের নিমন্ত্রণপত্র অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছেও যায়। যারা পরদিন থানায় গিয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেককে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বেলজিয়াম ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। আমি থানায় না গিয়ে সোজা লন্ডন যাত্রা করি। সেখানেই কংগ্রেস স্থানান্তরিত হয়েছিল।

পরে, হার্টিং নামে বার্লিনে কর্মরত রুশ গুপ্তচর, রুশ পুলিশ বিভাগকে দেয়া প্রতিবেদনে জানায় যে, 'বিপুল সংখ্যক বিদেশী সমাগম দেখে ব্রাসেলসের পুলিশ বিস্মিত হয় এবং তাদের মধ্যে অন্তত দশজন নৈরাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয়।' আসলে হার্টিং নিজেই ব্রাসেল্‌স পুলিশের বিস্ময়ের কারণ হয়। তার আসল নাম হেক্কেলম্যান। সে ছিল একজন ফরাসী বোমাবিশেষজ্ঞ উস্কানিদাতা গুপ্তচর *(agent provocateur – সাধারনত পুলিশ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি। এরা চদ্মবেশে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন উস্কানিমুলক কাজে অবৈধ বা অনৈতিক পন্থায় কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা দলকে ভুল পথে প্রভাবিত / চালিত করে। এদের প্রতিরোধের জন্য মার্শাল বা স্টুয়ার্ড বা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়)*। ফরাসী আদালত তাকে অবাধ্যতার দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। এই লোকই পরে ছদ্মনাম ধারণ করে জারের গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল হয়। হার্টিং এই তথ্য সংগ্রহ করেন ডক্টর ঝিতুমিরস্কি নামের আরেকজন জারের গুপ্তচরের কাছ থেকে, তিনিও বার্লিনে কাজ করতেন এবং আমাদের সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এসব তথ্য কয়েক বছর পর জানাজানি হয়। এতসব দেখে মনে হয় রুশ সম্রাট সবদিক থেকেই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি।

কংগ্রেস চলাকালে 'ইস্ক্রার' প্রধান প্রধান অনুগামীদের ভেতরকার মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। 'চরম' ও 'নরম' পন্থীদের বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মতানৈক্য প্রথম শুরু হয় সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে : পার্টির সদস্য হিসাবে কাদের বিবেচনা করা হবে এই প্রশ্নে। লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে, গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা কর্মীদের নিয়েই পার্টি গড়ে তোলা হবে। মার্তভ, গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী যারা কাজ করেন, তাদেরকেও সদস্য করতে চান। এই মত পার্থক্য নিকট বাস্তবতায় খুব একটা জরুরী বিষয় ছিল না, সেহেতু উভয়ের ফর্মূলাই শুধু গোপন সংগঠনের সদস্যদের ভোটাধিকার নিয়ে ছিল। তারপরও দ্বিমুখী প্রবণতা ছিল নির্ভুল সত্য। লেনিন চাইতেন পার্টির ভেতরে থাকবে সুনির্দিষ্ট, পরিস্কার ও পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক। মার্তভ চাইতেন, সম্পর্ক হবে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত। প্রধান প্রধান সদস্যদের গ্রুপিং কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণে প্রভাব ফেলে, তন্মধ্যে, পার্টির নির্দেশনা ও পরিচালনা কেন্দ্র গঠন নিয়েই বিতর্ক বাধে বেশী।

পর্দার আড়ালে প্রতিনিধিদের সমর্থন আদায়ের সংগ্রাম চলছিল। লেনিন আমাকে তাঁর পক্ষে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তিনি, ক্রাসিকভ এবং আমি– তিন জন এক সাথে অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করি। তাঁরা দু'জনেই আমাকে বুঝাতে চাইলেন যে মার্তভ এবং আমি এক পথে চলতে পারিনা, কারণ তিনি নরম মানুষ। ইস্ক্রার অনান্য সম্পাদকদের সম্পর্কে ক্রাসিকভের বিবরণ এতই অসৌজন্যমূলক ছিল যে লেনিন তাতে ভুরু কুঁচকালেন এবং আমিও ভয়ে শিউরে উঠি। ইস্ক্রার সম্পাদকদের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি তখনও যৌবনের ভাবালুতা বশত স্পর্শকাতর ছিল।

সেই আলাপচারিতায় আমি আগ্রহী না হয়ে বরং বিরক্ত হলাম। মত পার্থক্য তখনও অস্পষ্ট; প্রত্যেকেই কেবল অন্ধের মতো হাতড়ে ফিরছিল এবং অদৃশ্য বস্তুর সাথে কাজ করছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ইস্ক্রার একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে ব্যাপারটা মিটে ফেলব। কিন্তু বৈঠকে কে সভাপতিত্ব করবে, এ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ডয়েস মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বললেন, 'আমি এ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য বেন্‌জামিনের (ট্রটস্কি) নাম প্রস্তাব করছি'। অতএব, শেষ পর্যন্ত ইস্ক্রা অনুসারীদের এমন এক বৈঠকে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হোল, যে বৈঠকে প্রথম 'বলশেভিক' (সংখ্যাগুরু) ও 'মেনশেভিক' (সংখ্যালঘু) নামে দু'ভাগ সূচিত হয়। প্রত্যেকেরই স্নায়ু ছিল টান টান ভাঙ্গার শেষ বিন্দু পর্যন্ত।

লেনিন উঠে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সজোরে আঘাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। সেবার প্রথম আমি দেখলাম পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত লড়াইয়ের সময় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলেন। পরিস্থিতির আরও অনবতি ঘটলো। কংগ্রেস চলাকালেই সকল মত পার্থক্য ভেসে উঠলো। লেনিন আমাকে তার 'চরমপন্থী' দলভূক্ত করার জন্য আরেকবার চেষ্টা করলেন। আমার কাছে পাঠালেন একজন মহিলা প্রতিনিধি 'জেড'কে, সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই দিমিত্রি। তাদের সাথে আমি এক পার্কে কথা বললাম কয়েক ঘন্টা। তারা আমাকে যেতে দেবেন না, বললেন, 'আমাদের ওপর নির্দেশ, যে ভাবেই হোক তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে।' শেষে আমি সোজাসুজি বলে ফেললাম সে তাদের সঙ্গে আমি একমত নই।

অপ্রত্যাশিতভাবে ফাটল ছড়িয়ে পড়ল কংগ্রেসে আগত সব সদস্যদের মধ্যে। অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক সংগ্রামে সবচেয়ে কর্মতৎপর ব্যক্তি লেনিনও এটা আঁচ করতে পারলেন না এবং তিনি এমনটি চানওনি। ঘটনার আকস্মিকতায় উভয় পক্ষই মর্মাহত হলেন। লেনিন স্নায়ুপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহ অসুস্থ ছিলেন। সেদোভা তার স্মৃতিকথায় এ সময়ের কথা লিখেছেন: 'লন্ডন থেকে এলডি (ট্রটস্কি) প্রায় প্রতিদিনই লিখত। তার চিঠিতে ফাটলের আগাম সতর্কতার ইঙ্গিত থাকতো এবং শেষ পর্যন্ত ফাটলের খবর নিয়ে একটি চিঠিও এল। এই চিঠিতে সে নিরাশা ব্যক্ত করে লিখল, "ইস্ক্রা আর নেই, এখন মৃত..."। ইস্ক্রার বিভাজন ভীষণভাবে আমাদের সবাইকে বিপর্যস্ত করে। কংগ্রেস থেকে এলডি'র ফিরে আসার পরপরই আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গে চলে যাই। সঙ্গে নিই অদৃশ্য কালিতে লেখা কংগ্রেসের প্রতিবেদন। পাতলা কাগজটি লারুশি'র ফ্রেঞ্চ ডিকশনারীর ভেতরে ঢুকিয়ে বেঁধে নিই।

কংগ্রেসে আমি কেমন করে 'নরম' পন্থীদের দলে ভীড়লাম? ইস্ক্রার সম্পাদকগণের মধ্যে মার্তভ, জ্যাসুলিচ এবং অ্যাক্সেলরডের সাথে আমার নৈকট্য ছিল বেশী। আমার উপর তাদের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। কংগ্রেসের আগে সম্পাদকীয় পর্ষদে বিভিন্ন মতপার্থক্য ছিল কিন্তু স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়নি। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে, আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করার কারনে আমি প্লেখানভ থেকে সব সময় দূরে থাকতাম। লেনিনের মনোভাব ছিল আমার প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে সদয়। কিন্তু এখন তিনি, আমার চোখে, 'ইস্ক্রা'র সম্পাদনা পর্ষদ আক্রমণকারী। আমার মতে এটি ছিল একটি চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় একক ঐক্যবদ্ধ ইউনিট। এই পর্ষদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চিন্তা, আমার কাছে মনে হয়েছিল, অধর্মাচার ছাড়া কিছুই নয়।

বিপ্লবী কেন্দ্রিকতা একটি নীতিপরায়ণ, কষ্টকর এবং অবশ্যপালনীয় নিয়ম। এই নীতি দলের এক সদস্যকে অন্য সদস্য বা আগের সঙ্গী-সাথীদের সাথে প্রায়ই নির্মম ক্ষমতা প্রদর্শনে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে লেনিনের প্রিয় শব্দাবলী 'আপোশহীন' এবং 'নির্দয়' গভীর তাৎপর্যময়। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্রিকতা সর্বোত্তম আবেগপূর্ণ বিপ্লবী প্রচেষ্টা– যা ব্যক্তিগত পক্ষপাত মুক্ত– এরকম অসীম নির্মম ক্ষমতা ব্যক্তিকে ধারণ করার ন্যয্যতা দিতে পারে। ১৯০৩ সালে লেনিন খুব চেষ্টা করেন সম্পাদনা পর্ষদ থেকে অ্যাক্সেলরড এবং জ্যাসুলিচকে সরাতে। আমি তাদেরকে সম্মান করতাম এবং ব্যক্তিগত মায়া-মমতাও জড়িত ছিল। লেনিনও তাদের সম্পর্কে উঁচু মত পোষণ করতেন এবং খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সময়ের চাহিদায় তারা ভবিষ্যত বিপ্লবের প্রতি বাধা স্বরূপ। এই চিন্তা থেকে তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্তে নেন। কিন্তু আমি একমত হইনি। এই প্রবীণ মানুষগুলোকে বাতিল করার নির্দয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করাই তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যুক্তিযুক্ত। কারণ তাদেরকে দিয়েই আজকের এই সু-সংগঠিত পার্টির সূত্রপাত। তাঁর মনোভাবের প্রতি আমার এই ক্ষোভের কারণেই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমি আলাদা হই। আমার মনে হোত তাঁর আচরণ ভয়ানক, জঘণ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য। তবে

সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাই ছিল সঠিক এবং প্রয়োজনীয়। যারা পার্টির প্রস্তুতি পর্বে অপরিহার্য ছিলেন, তাদের একদিন বিদায় নিতে হবে, এটাই সত্য। লেনিন এই সত্যটি সবার আগে বুঝেছিলেন। তিনি জ্যাসুলিচ এবং অ্যাক্সেলরড থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্লেখানভকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু তাও বৃথা যায়। পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাই প্রমাণিত হয়।

লেনিনের সাথে আমার সম্পর্কে চীড় ধরে মূলত 'নীতিগত' এবং কিছুটা ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু এসব ছিল ওপরে ওপরে। গভীরে নিহিত বিচ্ছিন্নতার কারণ ছিল রাজনৈতিক, তবে প্রকাশ হয় স্রেফ সংগঠন প্রক্রিয়া নিয়ে। আমি নিজেকে ভাবতাম একজন কেন্দ্রবাদী। কিন্তু সে সময় আমি উপলব্ধি করতে পারিনি যে, পুরনো সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একটি বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রিকতা কতটুকু তীব্র, প্রবল এবং অপরিহার্য। আমার জীবনের প্রথম দিকটা কেটেছে একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে যার ফলে আমাকে অতিরিক্ত পাঁচটি বছর কাটাতে হয়েছে অঝেসায়। লেনিনের যৌবন কেটেছে *'জনগণের মুক্তি' (Narodnaya Volya) আন্দোলনের যুগে যারা আমার কয়েক বছর পরে জন্মেছেন তারা এক নতুন বিশাল রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। ১৯০৩ সনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে আমার বোধে বিপ্লব ছিল একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা। স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আমি লেনিনের কেন্দ্রিকতাকে একটি স্বচ্ছ বিপ্লবী ধারণার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হিসেবে আজও যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা। কোন সমস্যা নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সমাধান দেয়া আমার স্বভাব এবং সব সময় আমি তাকে একটি অপরিহার্য বুদ্ধিবৃত্তিক আবশ্যকতা মনে করি।*

(নারোদনায়া ভলিয়ার বা জনগণের মুক্তি ছিল রাশিয়ার একটি সন্ত্রাসবাদী বাম গোপন সংগঠন। এটি রুশ জার ২য় আলেক্সান্ডারের গুপ্তহত্যার সাফল্যের জন্য খ্যাত। রাশিয়ায় বহুমুখী আন্দোলনের সময় এটি ছিল অন্যতম একটি একীভূত এবং সু-সংগঠিত গোপন সংগঠন। লেনিনের বড়ভাই আলেক্সান্ডার উলিয়ানভ ছিলেন এর অন্যতম সংগঠক এবং আরেকজন সম্রাটকে গোপনে খুন করার জন্য গঠিত গোপণ সেলের নেতৃত্বে)।

কংগ্রেসে বিরোধ গুরুতরভাবে প্রজ্বলিত হওয়ার অন্যতম কারণ, নীতির *(তখনও প্রাথমিক স্তরে)* চেয়েও বেশী ছিল প্রবীণ সদস্যদের লেনিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করার ব্যর্থতা। কংগ্রেস চলাকালে এবং শেষ হওয়ার পর সম্পাদনা পর্ষদ নিয়ে অ্যাক্সেলরড সহ অন্যান্যদের প্রতি লেনিনের অসদাচরণের কারণে সদস্যরা ক্ষুবধ হওয়ার পাশাপাশি প্রচন্ড বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন: 'এমন কাজ করার মতো স্নায়বিক শক্তি ওর কোথা থেকে এল? সে স্রেফ একজন শিক্ষানবিস হিসেবে বিদেশে এসে অনুগত ছাত্র ছিল তা কি খুব বেশী দিন হয়েছে? প্রবীণদের আরেকজন বললেন, 'কোথা থেকে সে এত বিশাল আত্মবিশ্বাস এবং স্নায়ু-শক্তি অর্জন করল?'

লেনিনের স্নায়ু শক্তই ছিল। সর্বোপরি তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন যে অত্যাসন্ন বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর লড়াইরত সংগঠনের সরাসরি নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা এই প্রবীণ সদস্যদের নেই। কিন্তু প্রবীণরা এবং অন্যরাও বিচার বিবেচনায় ভুল করেন; লেনিন একজন উল্লেখযোগ্য পার্টি কর্মীই ছিলেন না, নেতাও ছিলেন। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার প্রতিটি আঁশে আঁশে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রবীণদর পাশাপাশি দাঁড়ালে তিনি নিজেই সবচেয়ে যোগ্য এবং শক্তিমান নেতা হিসেবে বিবেচিত হবেন। দলের এই অচল-অনিশ্চিত অবস্থায়ও ইস্ক্রার ঝান্ডাকে উর্ধে তুলে ধরে রেখেছিলেন লেনিন একা। চূড়ান্ত অবস্থায়ও তিনি ছিলেন কঠোরভাবে অনমনীয় এবং আনুগত্য প্রত্যাশী। অপরিসীম দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও মনে মনে আগামী দিনের বিপ্লবী সাফল্যের ছবি আঁকতেন।

কংগ্রেসে মাত্র একবারের জন্য প্লেখানভের ওপর লেনিনের জয় হয়। একই সময় তিনি মার্তভকে হারালেন; চীরদিনের জন্য। প্লেখানভ কংগ্রেসেই তা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি, লেনিনের সাথে আলোচনা করে, কেবল অ্যাক্সেলরডকে বলেছিলেন, 'এরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থা রবসপিয়েররাই তৈরী করে।' কংগ্রেসে প্লেখানভ নিজে বিতর্কিত কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। শুধু একবারই কংগ্রেসের কর্মসূচী প্রণয়ন কমিটির বৈঠকে প্লেখানভের ক্ষমতা দেখার এবং তার কথা শোনার সুযোগ আমার হয়েছিল। বৈঠকের সভাপতি হিসেবে প্লেখানভকে দেখেছি তার ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য এবং মানসিক ক্ষিপ্রতা নিয়ে জীবন্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠতে। সেদিন দেখেছি তাকে একটি স্বচ্ছ, বিজ্ঞানভিত্তিক যথার্থ কর্মসূচী মনে রাখতে; তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎকর্ষতা নিজের মতো করে প্রকাশ করতে; দেখেছি তার হাসিখুশি ভরা জ্বল জ্বলে চোখে তীর্যক দৃষ্টি; সতর্ক এবং ক্রোধে খাড়া তার ধূসর গোঁফ; এবং কিছুটা নাটকীয় কিন্তু সজীব এবং ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব।

মেনশেভিকদের (রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২য় কংগ্রেসে বলশেভিক ও মেনশেভিক নামে দু'ভাগ হয়ে যায়) নেতা মার্তভকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। একজন স্বভাবজাত লেখক, অসাধারণ রাজনীতিক, অনুভূতিকে স্পর্শ করার মত চিন্তক, বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে মার্তভের অবস্থান ছিল অনেক উর্ধে। কিন্তু তার চিন্তায় ছিল না সাহস; তার অন্তদৃষ্টিতে ছিল না দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি। কেবল একগুঁয়েমি দিয়ে টিকে থাকা যায়না। বিভিন্ন ঘটনায় মার্তভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল সবসময় বিপ্লবী। তবে, তার চিন্তা খুব দ্রুত উবে যেত, ইচ্ছাশক্তি কাজ করতোনা, ফলে তা হারিয়ে যেত। সময় এবং ঘটনার বিবর্তনে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও টেকেনি; বিপ্লব যত ঘনিয়ে আসতে থাকে ততই তা থিতিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্মন্ধে যা-ই বলিনা কেন, এটি ছিল আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা। এটা আমাকে লেনিনের কাছ থেকে বহু বছর বিচ্ছিন্ন রাখে। আমি দ্বিতীয় বার লেনিনের সংস্পর্শে আসি অনেক পরে। তবে বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উপর ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসি। তার অন্ধ ভক্তদের চেয়ে অধিক ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসি। তারা না বুঝেও কথায় কথায় তার বুলি আওড়াতো, তাঁর ভাবভঙ্গি নকল করতো। তাঁর মৃত্যুর পর প্রমাণিত হয় তারা কত অসচেতন ও নকলবাজ ছিলেন এবং তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে ভোঁতা হাতিয়ারের মতো কত অসহায় হয়ে পড়েন। আমি যখন পিছন ফিরে এসব দেখি, তখন আমার খুব একটা কষ্ট হয় না।

১৩। রাশিয়ায় ফেরত যাওয়া।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ছিলাম অল্প ক'দিন। অনেকদিন পরও মেনশেভিকদের ভেতর উদ্ভট দু'টি প্রবণতা ছিল লক্ষ্য করার মত। প্রথমত দু'ভাগ হওয়ার উপাখ্যান ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত ফাটল ছিল সুবিধাবাদের দিকে চলে যাওয়ার শুরু মাত্র। আমি যুক্তি দিয়ে বোঝালাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংখ্যাগরিষ্টের সাথে এক হওয়ার জন্য। ১৯০৪ সন পুরোটাই মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সাথে পলিসি এবং সংগঠন নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা চলত উদারতাবাদ এবং বলশেভিকদের প্রতি মনোভাবকে ঘিরে। উদারপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য আপোষহীনভাবে বাধা দিয়েছি; একই রূপে স্যোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের দুই অংশ এক হওয়ার জন্যও প্রবল চাপ দিয়েছি।

সেপ্টেম্বর মাসে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে মেনশেভিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করি; তার আগে



এপ্রিল মাস থেকেই সক্রিয় কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকি। মাঝের কয়েকমাস 'রুমমেটদের' থেকে আলাদা হওয়ার জন্য মিউনিখ চলে যাই। মিউনিখ তখন জার্মানীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক এবং শিল্প-কলা সমৃদ্ধ নগরী। ব্যাভারিয় স্যোশাল ডেমোক্রাসিকে ভালভাবে জানতে চাই এবং **মিউনিখের আর্ট গ্যালারী** ও জার্মানীর সাপ্তাহিক কার্টুন ম্যাগাজিন *সিম্পলিসিসিমাস (Simplicissimus)-এর কার্টুনিষ্টদের প্রাণ ভরে দেখি।

সিম্পলিসিসিমাস-এর যাজকতন্ত্রবিরোধী কার্টুন



**সিম্পলিসিসিমাস ছিল জার্মানীর একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। দুঃসাহসী, বেপরোয়া, আধুনিক গ্রাফিক স্টাইল এবং তাৎক্ষণিক আনন্দদায়ক হিসেবে খ্যাত।এর ব্যঙ্গচিত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিল ক্ষমতাসীন, সমরনায়ক ও চার্চের যাজকদের কার্যকলাপ এবং সামাজিক কঠোরতা, রক্ষণশীলতা ও শ্রেণি বৈষম্য। ১৮৯৬ সনে শুরু হয়ে মাঝখানে ১৯৪৪–'৫৪ বন্ধ থেকে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত চলে।*

পার্টি কংগ্রেস চলাকালেও রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল ধর্মঘট হচ্ছিল। চাষীরা খুব ঘন ঘন বিদ্রোহ করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণে কিছুদিন আন্দোলন থেমে ছিল। কিন্তু জারের মিলিটারিদের অধঃপতন শীঘ্রই আবার খুব জোরে-শোরে বিপ্লবী কর্মকান্ড ডেকে আনে। সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রগুলো আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠে। ঘন ঘন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলতে থাকে; উদারনৈতিকরা নড়ে চড়ে উঠে এবং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ভোজ-সভা (Political Banquet) আয়োজনে নেমে পড়ে। বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন খুব দ্রুত সামনে চলে আসে। যে বিপ্লব এতদিন আমার কাছে ছিল বিমূর্ত চিন্তা ও তত্ত্ব তা এখন ক্রমশ সামাজিক রক্ত-মাংস ধারণ করে সমূর্তিতে আমার চোখের সামনে হাজির হয়। মেনশেভিকরা, বিশেষ করে জ্যাসুলিচ উদারনীতিকদের প্রতি খুবই আশাবাদী হয়ে উঠেন।

এমনকি কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগেও, সম্পাদকীয় পর্ষদের এক বৈঠক শেষে ক্যাফে



'ল্যান্ডল্ট'-এ বসে জ্যাসুলিচ মিন মিন করে (তিনি এভাবেই কথা বলেন) অভিযোগ করছিলেন যে, আমরা উদারনীতিকদের প্রতি খুব বেশী আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখছি। এই পয়েন্ট নিয়ে সেদিন তার সাথে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। তার আসল উদ্দেশ্যও ছিল এ কথাগুলো লেনিনকে শোনানো। তাই তিনি লেনিনের দিকে তাকিয়ে বললেন 'দেখ তারা এ নিয়ে কত আগ্রহী'। **'পিটার স্ট্রাভ** দাবী করছে যে রুশ উদারনীতিকদের সমাজবাদকে পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না। কারণ যদি তারা তা করে তবে জার্মান উদারনীতিকদের মতোই হুমকীর সম্মুখীন হবে; তিনি বলেন তাদের ফরাসী র‍্যাডিক্যাল সোশিয়ালিষ্টদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত'।

লেনিন মজা করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন 'আমাদের উচিত তাদের পিটিয়ে তক্তা বানানো!' মনে হচ্ছিল তিনি ভেরা আইভানোভ্নাকে খেপাচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে হতাশার সুরে বললেন, 'ভাল ! ওরা আসবে আমাদের সাথে দেখা করতে আর আমরা তাদের মেরে তক্তা বানাবো! '

সেদিনের আলোচনায় আমার থাকার অনুমতি ছিল। আলোচনা আরো গভীর সংকটের দিকে যায়। ১৯০৪ সনে উদারপন্থীদের ভোজ-সভা নিয়ে সেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত অচলাবস্থায় গড়ালে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি, 'তারপর কি?' লেনিন উত্তর দিলেন এভাবে : উপায় বেরিয়ে আসবে একটি সাধারণ ধর্মঘট আহবানের মাধ্যমে, তারপর সর্বহারা শ্রেণি গণ-অভ্যুত্থান করবে যা উদারনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযান হিসাবে পরিচালিত হবে। তার বক্তব্য আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আমি মেনশেভিকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি।

ধর্মযাজক গ্যাপন



১৯৫০ সনে ২৩শে জানুয়ারী ভোরবেলা। আমি এক বক্তৃতা সফর শেষে জেনেভায় ফিরে আসি। সারারাত নির্ঘুম রেল-ভ্রমণে আমি ক্লান্ত। একজন হকার-বালক আমাকে সেদিনের পত্রিকা দিয়ে যায়। এতে লেখা শ্রমিকরা জারের শীত প্রাসাদ অভিমুখে পদযাত্রা অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। কথাটি ভবিষ্যত কাল দিয়ে লেখা। এটা দেখে আমার মনে হল অভিযান ব্যর্থ। এক ঘন্টা বা তারও কিছু পরে আমাকে ইস্ক্রা অফিসে ডাকা হোল। মার্তভ খুবই উত্তেজিত।

'এটা এখনও সফল হয়নি!'

এখনও সফল হয়নি বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও ? তিনি কথাটা আমার কাছ থেকে লুফে নিয়ে বললেন, 'আমরা সারারাত ক্যাফের ভেতর জেগে জেগে টেলিগ্রামে তাজা তাজা খবর পড়েছি। তুমি কিছু শোননি ? এই যে, দেখ, এখানেই সেই খবর...' এবং কাগজটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আমি টেলিগ্রাফ রিপোর্টটির প্রথম দশ লাইন খুব দ্রুত পড়লাম। তাতে লেখা 'রক্তাক্ত রোববারের' প্রতিবেদন। ১৯০৫ সনের ২২শে জানুয়ারী বিপুল সংখ্যা শ্রমজীবি জনতা, ধর্মযাজক গ্যাপনের (Gapon) নেতৃত্বে চার্চের নামবাহী পতাকা এবং সম্রাটের বড় একটি ছবি নিয়ে শীত প্রাসাদের দিকে পদযাত্রা শুরু করে। তাদের সাথে ছিল কয়েকটি দাবী দাওয়া নিয়ে লেখা এক আবেদন পত্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আবেদন পত্রটি তারা জারের হাতে দেবেন এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহায্য প্রার্থনা করবেন। শ্রমিকদের এই শোভাযাত্রায় তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও অংশ নিয়েছিল। তারা প্রাসাদের স্কোয়ারে পৌঁছলে সরকারী সৈন্যরা বাধা দেয়, তাদের প্রতিগুলি ছোঁড়ে এবং তলোয়ার চালায়। এতে হাজার হাজার শ্রমিক জনতা নিহত ও আহত হয়। (রাশিয়ায় আজও এই দিনটিকে 'রক্তাক্ত রোববার' The Bloody Sunday বলা হয়)। খবরটি পড়ে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই এবং আমার সমস্ত অস্তিত্বে আগুনে পোড়ার জ্বালা অনুভব করি।



আমি আর বিদেশ থাকতে পারিনি। দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার সাথে সাথে বলশেভিকদের সাথে আমার সম্পর্কেরও ইতি ঘটে। আমি মেনশোভিকদের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ করি; এখন আমাকে একাই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে। একজন ছাত্রের মাধ্যমে নতুন পাসপোর্ট নিলাম, স্ত্রীকেও (দ্বিতীয় স্ত্রী নাতালিয়া আইভানোভ্না সেদোভা) সঙ্গে নিলাম, তিনি ১৯০৪ সালের শরতে আবার বিদেশে এসেছিলেন, তারপর মিউনিখের পথে ট্রেন ধরলাম। পারভাস (Parvus) আমাদেরকে তার নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেন। তিনি ২২শে জানুয়ারী নিয়ে লেখা আমার মন্তব্যের পান্ডুলিপি পড়ে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'আমার

এই বিশ্লেষণে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় । এখন আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে লড়াই করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় সাধারণ ধর্মঘট । বাইশে জানুয়ারী ছিল প্রথম রাজনৈতিক ঘর্মঘটের দিন, যদিও এটি একজন ধর্মযাজকের আলখাল্লার আড়ালেই করা হয়েছিল । তার সঙ্গে কেবল একটি নতুন বিষয় যোগ করার আছে, তা হচ্ছে, রাশিয়ার বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন করা ।' এর পরই পারভাস আমার পুস্তিকায় একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন ।

পারভাস ছিলেন প্রশ্নাতিতভাবে নতুন শতকের (বিশ) একজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্রবাদী । তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রসারিত । তিনি মার্ক্রিয় পদ্ধতি দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতেন এবং বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখতেন । সাহসী চিন্তা এবং পৌরুষদীপ্ত ও পেশীবহুল স্টাইল যুক্ত হয়ে তাকে একজন অসামান্য লেখকে পরিণত করে । তার প্রথমদিকের গবেষণা কাজগুলো আমাকে সামাজিক বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যার কাছাকাছি নিয়ে যায় । আমি সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে শিখি যে সর্বহারাদের ক্ষমতা ও বিজয় অর্জন কল্পিত চূড়ান্ত লক্ষ্যের বদলে আমাদের কালের একটি বাস্তব কঠিন কাজ । তবুও পারভাসের মধ্যে সবসময় একটা পাগলামো এবং অনির্ভরযোগ্যতা কাজ করতো । এই বিপ্লবীর সকল উচ্চাকাংখার সঙ্গে যুক্ত হোত ধনী হওয়ার এক বিস্ময়কর আকাংখা । এমনকি, তখনকার দিনেও, তিনি এর সঙ্গে তার সমাজিক বিপ্লবী তত্ত্বও সংযুক্ত করতেন । তিনি অভিযোগ করতেন, পার্টির যন্ত্রপাতি একেবারে অচল হয়ে পড়েছে, কোন কিছু পাওয়া খুবই কঠিন, এমনকি ব্যাবেলের মাথা দিলেও না । আমাদের মার্ক্সবাদী বিপ্লবীদের দরকার অন্তত তিনটি য়ুরোপিয় ভাষায় প্রকাশিত একটি করে দৈনিক পত্রিকা । এজন্য দরকার প্রচুর টাকা । স্থুল মস্তিষ্কের এই বুলডগ এভাবেই বিপ্লব আর প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণের চিন্তা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন । তিনি নিজে মিউনিখে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু খুব খারাপভাবে তার ইতি ঘটে । তিনি রাশিয়া গিয়ে ১৯০৫ সনের বিপ্লবে অংশ নেন । তার চিন্তায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকুশলতা থাকা সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন । বিপ্লবে পরাজিত হয়ে তিনি জার্মানিতে ফিরে যান । জার্মানি থেকে চলে যান ভিয়েতনায় এবং সেখান থেকে কনস্তান্তিনোপ্‌ল, পরে সেখানে তাকে পায় বিশ্ব যুদ্ধ । যুদ্ধের সময় সামরিক বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদ কামান । একই সময়, জনসম্মুখে আবির্ভূত হন জার্মান সমরবাদের রক্ষক হিসেবে । বিপ্লবীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ডান পন্থীদের বুদ্ধিভিত্তিক নেতা হন । তবে এখানে যে কথা বলিনি এখনও, তা হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল না । আর হয়ওনি ।

মিউনিখ থেকে সেদোভা আর আমি ভিয়েনা চলে যাই । প্রবাসী রুশরা এরই মধ্যে স্বদেশে ফিরে যেতে শুরু করেছে । ভিক্টর এ্যাডলার সব সময়ে রুশদের উপকারে আসতেন এবং সব সময় টাকা-পয়সা, পাসপোর্ট, ঠিকানা ইত্যদি প্রবাসী রুশদের সরবরাহ করতেন । তার বাড়িতে, একজন হেয়ার ড্রেসার আমার চেহারা বদলে দিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন । আমার বর্তমান চেহারা রুশ পুলিশের বিদেশী এজেন্টদের কাছে ছিল খুবই সপরিচিত । এ্যাডলার আমাকে জানালেন আমি এইমাত্র অ্যাক্সেলরড থেকে টেলিগ্রাম পেলাম যে তিনি গোপনে বিদেশে এসে পৌঁছেছেন এবং নিজেকে একজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন । আহা বেচারা! তিনি যদি একেবারেই না থাকতেন তার অবদানের একটি সুন্দর উপাখ্যান রচিত হত! অথচ প্রবাসী হিসেবে পালিয়ে এসে তিনি একটি হাস্যস্পদ কার্টুনে পরিণত হবেন ।' চোখদুটো বড় বড় করে তিনি খেদ করে আরো বললেন, 'এসব পার্টির কমরেড হওয়ার চেয়ে ঐতিহাসিক 'শহীদ' হওয়া ভাল ।'

আমি ভিয়েনা থাকতেই রাজকুমার সার্জিয়াসের নিহত হওয়ার খবর পাই। ঘটনা একের পর এক জমছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যোটিক সংবাদপত্রগুলো তাদের চোখ পূর্ব দিকে তাক করে রেখেছে। আমার স্ত্রী আমার আগেই কিয়েভ চলে গেলেন, বাসা ঠিক করা ও যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। এক অবসরপ্রাপ্ত কর্পোর‍্যাল, আর্বুজভ-এর নামে পাসপোর্ট করে আমি ফেব্রুয়ারীতে কিয়েভ পৌঁছলাম এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কাটিয়ে দিলাম। প্রথমে ছিলাম এক তরুণ আইনজীবির সঙ্গে, যে নিজের ছায়া দেখলেও ডরাতো। তারপর থাকতাম টেকনলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের এক অধ্যাপকের সাথে, তারপর এক উদারপন্থী বিধবার সাথে। কয়েকদিন এক চক্ষু হাসাপাতালেও পালিয়ে থাকি। ডাক্তার আমাকে চিনতেন। চোখে মিছামিছি ঔষুধ হিসেবে ড্রপ লাগাবার ভান করতেন। তিনি চাইতেন যেন আমার চোখ কোন ক্রমেই ক্লান্ত না দেখায়। তাই ডাক্তারকে এড়িয়েই আমাকে ঘোষণাপত্রে লিখতে হোত। এজন্য দ্বিগুণ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হোত। ডাক্তারদের রাউন্ডে আসার সময় আমার পরিচিত ডাক্তার আগ বাড়িয়ে একজন মহিলা সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এসেই আমাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিতেন। অন্যদের দেখানো যে, তিনি নিবিড়ভাবে আমার চোখ পরীক্ষা করছেন। পরিদর্শন শেষ হয়ে গেলে তিনজন মিলে খুব সাবধানে হাসাহাসি করতাম। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করতেন 'সিগারেট আছে?' বলতাম, 'হ্যাঁ আছে।' 'আপনি সন্তুষ্ট?' বলতাম,'সন্তুষ্ট'। তারপর আরেক দফা সবাই মিলে হাসাহাসি করতাম। সেখানেই চোখ পরীক্ষা শেষ হোত, আমি ঘোষণাপত্র লেখার কাজে লেগে যেতাম। চক্ষু হাসপাতালে যে বিষয়টি আমাকে দারুণ লজ্জায় ফেলত, তা হল, ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী এক বুড়ো বিনয়ী নার্স অত্যন্ত যত্নসহকারে আমার পায়ে জল-সেক দিতেন, তখন আমার খুব বিব্রত লাগতো।

কিয়েভে তখন বিখ্যাত গোপন ছাপাখানা কাজ শুরু করে। প্রতিনিয়ত বহু তল্লাসী ও গ্রেফতার নির্যাতনের পরও ছাপাখানাটি খোদ গোয়েন্দা পুলিশ প্রধানের নাকের ডগায়, নভিতস্কিতে বেশ কয়েক বছর চালু রাখা হয়। এই প্রেসেই ১৯০৫ সালের বসন্তে আমার



অনেক ঘোষণাপত্র ছাপানো হয়। আমার বড় লেখাগুলো এক তরুণ প্রকৌশলীকে ছাপনোর জন্য দেই। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয় কিয়েভে, নাম **লিওনিদ ক্রাসিন**। তিনি ছিলেন বলশোভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং তার তত্ত্বধানে ককেশাসের কোন এক জায়গায় স্থাপিত বেশ বড় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছাপাখানা ছিল। কিয়েভে আমি বেশ কয়েকটি প্রচারপত্র লিখে তার ছাপাখানায় মুদ্রণ করি। গোপন অবস্থায়ও সেগুলো অসাধারণ হয়েছিল। বিপ্লবের মতোই পার্টি তখন নতুন। সদস্যগণের অনভিজ্ঞ, অদক্ষ ও অপূর্ণ কাজের কারনে পার্টির অগ্রগতি বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। ক্রাসিনও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী এবং ভাল বেতনে চাকুরী করতেন। তাই কিছু কাজে তিনি ছিলেন প্রশাসনে দক্ষ, দৃঢ়সংকল্প এবং নির্ভরযোগ্য। তার নিয়োগকর্তা তাকে যথেষ্ট মুল্যায়ন করতেন। তার বেশ বড় একটা পরিচিত সার্কেল ছিল, যা সেকালের তরুণ বিপ্লবীদের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। শ্রমিকদের ব্যারাকে, ইঞ্জিনিয়ারদের বাসায়, মস্কোর উদারপন্থী শিল্পপতিদের বাসভবনে, সাহিত্যিক সমাজে, সর্বত্র তার যোগাযোগ ও অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি বেশ দক্ষতার সাথেই সবাইকে ম্যানেজ করতে পারতেন। ফলে বাস্তবে তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন, যা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৫০ সালে ক্রাসিন পার্টির কাজের পাশাপাশি কয়েকটি বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বও পালন করেন, যেমন– সশস্ত্র ইউনিট, অস্ত্র সংগ্রহ, বিস্ফোরক গুদামজাত করা, ইত্যাদি। উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং পার্টিতে ছিলেন মূলত একজন সফল মানুষ। সেটাই ছিল তার শক্তি এবং একই সাথে তার *আকিলিসের গোড়ালিও ছিল।

**আকিলিসের গোড়ালি (Achilles'heel)– গ্রীক রূপকথায় আকিলিস ছিলেন ট্রয়যুদ্ধের সেরা গ্রীক বীর এবং হোমারের ইলিয়াড নাটকের নায়ক। তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্প এই যে, একমাত্র পায়ের গোড়ালী ছাড়া তার সর্বাংগ ছিল অভেদ্য ও অণাক্রম্য। পায়ের গোড়ালীর সামান্য খতের কারনে তার মৃত্যুও হয়। সেই থেকে আকিলিসের গোড়ালী বলতে বোঝায় কোন ব্যাক্তির প্রধান দূর্বল দিক।*

বহু বছর ধরে খেটে-খুটে বিভিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা– এসবের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। ফলে ১৯০৫ সনের বিপ্লব লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে, সাধারণভাবে ইলেকট্রনিক্স এবং শিল্প-কারখানায় উন্নতি সাধন করাই ছিল তার ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তখন তিনি চমৎকার মানুষ হিসেবে সবাইকে ছাড়িয়ে যান। তিনি তার উদ্দেশ্য সাধন করে ব্যতিক্রমী অর্জন দেখাতে পেরেছিলেন। প্রকৌশল ক্ষেত্রে তার বিরাট সাফল্য নিঃসন্দেহে তাকে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি দিয়েছিল যা তিনি আগেও বিপ্লবী সংগ্রামে পেয়েছিলেন। তিনি বলশেভিক বিপ্লবকে বৈরী ও বিভ্রান্তিমূলক একটি পূর্ব নির্ধারিত ব্যর্থ দুঃসাহসিক অভিযান হিসেবে ভেবেছিলেন। বহুদিন যাবত তিনি বিশ্বাস করতে চাননি যে, আমরা দেশের এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারব। তবে, পরে আমাদের কাজের ঘটনাপরম্পরা তার সামনে উম্মোচিত হওয়ার পর তার অবিশ্বাস থেকে তিনি সরে আসেন।

আমার সাথে ক্রাসিনের যোগাযোগ হয় দৈবক্রমে ১৯০৫ সালে। আমরা সেন্টপিটার্সবুর্গে দেখা করি এবং সেখানে তিনি আমাকে কতগুলো গোপন ঠিকানা দেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কনস্তান্তিনভ্স্কি স্কুল অব আর্টিলারির ঠিকানা। আমাকে সেখানকার প্রধান মেডিকেল অফিসার আলেক্সন্ডার আলেক্সান্দ্রভিচ লিটকনের সাথে দেখা করতে হয়। পরে তার পরিবারের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকি বহুদিন। জাবলকান্স্কির স্কুল ক্যাম্পাসে ছিল তার বাসা। সেখানে আমি ১৯০৫ সালের বহু অস্থির দিনরাত গোপন আশ্রয় পেয়েছি। মাঝেমাঝে সামরিক গার্ডের সতর্ক চোখ এড়িয়ে প্রধান চিকিৎসকের বাসায় এমন লোকজনের যাতায়াত হোত যে, স্কুলের বারান্দা বা তার সিঁড়িও টের পেত না। নিম্নপদস্থ কর্মীরা ডাক্তারের এত ভক্ত ছিল যে, তারা কখনো পুলিশকে কিছু জানাতো না এবং তাই সবকিছু নিশ্চিত নিরাপদেই চলত। ডাক্তারের বড়ছেলে আলেক্সান্ডার প্রায় আঠারো বছর বয়সেই পার্টির সদস্য হয় এবং কয়েকমাস পরে অর্লভ জেলায় কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু ভয়ানক স্নায়ুচাপ ছেলেটি সহ্য করতে পারেনি, অসুস্থ হয়ে পরে মারা যায়। ডাক্তারের ছোটছেলে, এভ্গ্রাফ তখন ছিল জিমনেসিয়ামের ছাত্র, পরে সে গৃহযুদ্ধে এবং সোভিয়েত সরকারের শিক্ষা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু ১৯২১ সনের ক্রিমিয়ায় দস্যুরা ছেলেটিকে খুন করে।

পাসপোর্ট অনুযায়ী সেন্ট পিটার্সবুর্গে আমার বৈধ পরিচয় ছিল একজন ভূমি মালিক নাম, ভিকেনটিয়েভ। বিপ্লবী সার্কেলে আমি পরিচিত ছিলাম পিত্র পেত্রভিচ নামে। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন গ্রুপেরই সদস্য ছিলাম না। আমি ক্রাসিনের সঙ্গে কাজ করা শুরু করি। তখন তিনি ছিলেন বলশেভিকদের বিরোধ মীমাংসাকারী। আমি ছিলাম অন্তর্দলীয় কোন্দল মীমাংসাকারীর ভূমিকায়। তার আর আমার অবস্থান দু'জনকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। একই সময় আমি স্থানীয় মেনশেভিক গ্রুপের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতাম। ওরা বিপ্লবী নীতি খুবই অনুসরণ করত। আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই গ্রুপটি প্রথম ডুমার (সংসদ) উপদেষ্টা পরিষদ বর্জনের পক্ষে মত দেয়। এতে বিদেশে অবস্থিত মেনশেভিক কেন্দ্রের সাথে তাদের মতবিরোধ হয়। তবে, এই গ্রপটি খুব শীঘ্রই সরকারের ফাঁদে আটকা পড়ে। গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য 'সোনালী চশমার নিকোলাই' নামে খ্যাত, দব্রস্ক, বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পরে তিনি আন্দোলন দমন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন পেশাদার উস্কানিদাতা গুপ্তচর হন। তিনি আমাকে চিনতেন এবং আমি যে সেন্টাপিটার্সবুর্গে আছি তাও

জানতেন। মে দিবসে বাগানে মিটিং করার সময় আম্মার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। কিছু সময়ের জন্য আমাকেও লুকিয়ে থাকতে হয়। তাই গ্রীষ্মে আমি ফিনল্যান্ড চলে যাই। সেখানে অল্পকিছুদিন নিরূপদ্রব থাকার সুযোগ পেয়ে আমি নিবিড় সাহিত্য চর্চায় মন দেই এবং গ্রাম্য পরিবেশে কিছুটা হাঁটা চলার সুযোগ পাই। পত্রিকার জন্য উন্মুখ থাকতাম, পার্টিগুলোর পরিবর্তন ভালভাবে পড়ে দেখতাম, পত্রিকা সংরক্ষণ করতাম, ভাগ ভাগ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতাম। তখনই রুশ সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং রুশ বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার চিন্তা ভাবনার চূড়ান্ত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণ করি।

সেখানে আমি লিখি, রাশিয়ার সামনে এখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ভিত্তি হচ্ছে জমি। দ্বন্দ্ব চাষী বনাম জমিদার ও সম্রাটের মধ্যে। সুতরাং যে পার্টি কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করে এগিয়ে যাবে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় তারাই যাবে। উদারপন্থী বা গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তাদের সময় পার হয়ে গেছে। বিপ্লবের মাঠ এখন সর্বহারার দখলে। কেবলমাত্র, শ্রমিক নিয়ে কাজ করছে যে সামাজিক গণতান্ত্রিক (Social Democracy) শক্তি তারাই কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এটা রুশ সামাজিক গণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। তবে তার আগেই পশ্চিমের দেশগুলোতে কিছু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক গণতন্ত্রের আশু কাজ হবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। কিন্তু একবারেই সর্বহারা পার্টি গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না, তার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই পথে তারা কতটুকু যেতে পারবে তা শুধু রাশিয়ার নিজস্ব শক্তির সমন্বয়ের উপর নির্ভর না করে, অনেকাংশে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে । তাই এক্ষেত্রে প্রধান কর্মকৌশল নীতি হবে এ রকম যে, সামাজিক গণতন্ত্র কৃষকশ্রেণীর নেতৃত্ব দানের জন্য উদারতাবাদের সাথে লড়াই করা কালে বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চালাকালেও সর্বহারা পার্টিকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি নিতে হবে।

বিপ্লবের সাধারণ সম্ভাবনার প্রশ্নটি কৌলশগত সমস্যার সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক স্লোগানে দাবী ছিল সাংবিধানিক পরিষদের সভা আহবান করা। কিন্তু প্রশ্ন হল বিপ্লবী সংগ্রাম চলাকালে কে এবং কিভাবে সাংবিধানিক পরিষদের সভা আহবান করবে। সর্বহারা শ্রেণির দিক নির্দেশনা অনুসারে গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে অন্তর্বর্তিকালীন বিপ্লবী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিকভাবেই দেখা দিবে। এই সরকারে সর্বহারা বিপ্লবী শ্রেণীকে অবশ্যই প্রধান কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।

এই প্রশ্ন নিয়ে পার্টির উচ্চতর সার্কেলে প্রাণবন্ত আলোচনা হয় এমনকি ক্রাসিন এবং আমার মধ্যেও। আমার লেখা থেসিসে আমি যুক্তি দেই যে, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিজয় সম্পূর্ণ বলতে বুঝাবে, হয় কৃষকদের সমর্থন নিয়ে বা সরাসরি সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল করা। এই দৃঢ় সিদ্ধান্তমূলক বিবরণে ক্রাসিন ভয় পেয়ে যান। তিনি অন্তবর্তীকালন বিপ্লবী সরকারের শ্লোগান মেনে নেন এবং আমি এজন্য রূপরেখা তৈরী করেছি তাও মেনে নেন। কিন্তু তিনি সামাজিক গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের জন্য আগাম বিধি-বিধান প্রণয়নের বিষয় দ্বিমত করেন। আমার এ থেসিস সেন্ট পিটার্সবুর্গে ছাপানো হয়। ক্রাসিন থেসিসটি তার সঙ্গে রাখলেন। মে মাসে বিদেশে যে সর্বদলীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে, তিনি সেখানে সেটি উপস্থাপন করবেন। যা হোক, কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়নি। ক্রাসিন বলশেভিক কংগ্রেসে অন্ত র্বর্তিকালীন সরকার নিয়ে আলোচনায় লেনিনের প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে আমার থেসিস উপস্থাপন করলেন। এটি এমনই এক মজার রাজনৈতিক উপাখ্যান যে, বলশেভিক কংগ্রেসের কার্যবিবরণী থেকে বিষয়টি উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

কমরেড লেনিনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে, ক্রাসিন বললেন,

"আমি এর দূর্বল পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রশ্নে এটি গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সশস্ত্র উত্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। আসল ঘটনা হচ্ছে : জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উত্থানের নিজস্ব অঙ্গ হিসেবে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতন এবং চূড়ান্ত জয় লাভের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আবির্ভাব ঘটবে– এ প্রস্তাব আমি মনে করি ভুল। না– অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার প্রক্রিয়াতেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে এবং সে সরকার উত্থানে সবচেয়ে কর্মমুখর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুসংগঠিত কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়েই বিজয় নিশ্চিত করবে। সামাজিক গণতন্ত্রীরা প্রভিশনাল বিপ্লবী সরকারে অংশ নিবে তখনই, যখন স্বৈরতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হবে– এটা চিন্তা করা খুবই অর্বাচীনতা। বাদাম ভাজতে গিয়ে যখন গরম খোলাটা আমাদের নিজেদের আয়ত্ত থেকে অন্যদের হাতে চলে যাবে তখন কেউই আর তার ভাগ আমাদেরকে দিতে চাইবে না।"

এসব কথাবার্তা আক্ষরিক অর্থে সবই আমার। লেনিন তাঁর প্রাথমিক প্রতিবেদনে প্রশ্নটি তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি ক্রাসিনের বক্তব্য খুবই সহানুভূতির সাথে নেন। প্রত্যুত্তরে লেনিন যা বলেছিলেন, তা এ রকম:

"আমি কমরেড ক্রাসিনের মুল্যবান মতামতের সাথে একমত। এটা স্বাভাবিক যে একজন অক্ষর জানা মানুষ হিসেবে প্রশ্নটিকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে সাজানোর প্রতি মনোযোগ দেয়া আমার উচিত ছিল। সংগ্রামের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব কমরেড ক্রাসিন খুবই সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। আমি তার মত পুরোপুরি স্বীকার করি। যে কারণে কেউ লড়াই করছে, সেই কারণ যদি নিজ দখলে না থাকে তবে লড়াই কেন করবে।"

প্রস্তাবটি সাথে সাথেই সংশোধন করা হয়। মন্তব্য করা বাহুল্য হবে না যে, গত কয়েক বছর যাবত বাদানুবাদের সময় অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের প্রশ্ন নিয়ে তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবটি শতবার উদ্ধৃত করা হয়েছে তবে ট্রটস্কিবাদকে অস্বীকার করে। স্তালিন স্কুলের 'লাল অধ্যাপক'দের তত্ত্বের এমনই ঐশ্বরিক শক্তি যে তারা আমার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে লেনিনবাদের উদাহরণ দেন আমারই রচিত লাইনগুলো দিয়ে।

ফিনল্যান্ডের পাহাড়ের সারি, পাইন-বন, হ্রদ, শরতের স্বচ্ছ বাতাস এবং শান্ত পরিবেশে বাস করে স্থায়ী বিপ্লবের কথা আমার কমই মনে পড়তো। সেপ্টেম্বরের শেষে ফিনল্যান্ডের আরো ভেতরে সরে গেলাম এবং একটি হ্রদের ধারে বনের ভেতর থাকার ব্যবস্থা করলাম। স্থানটি ছিল নির্জন নাম রাউহা। ফিনিশ ভাষায় এর অর্থ শান্তি। শরতে এখানে বহু অস্থায়ী আশ্রম খালি থাকে। গত ক'দিন ছিলেন এক সুইডিশ লেখক সঙ্গে এক ইংলিশ অভিনেত্রীকে নিয়ে। পাওনা না দিয়েই চলে গেছেন। মালিক তাদের পিছু নেন হেলসিংফোরস পর্যন্ত। তার স্ত্রী ছিল খুব অসুস্থ। শ্যাম্পেন দিয়ে কোন রকমে হার্টবিট ধরে রাখা হচ্ছিল। আমি তাকে কখনো দেখিনি। মালিকের অনুপস্থিতিতেই ভদ্রমহিলা মারা গেলেন। আমার উপরের ঘরে তার মরদেহ। হেড ওয়েটার হেলসিংফোরস চলে গেছে মৃতার স্বামীকে খোঁজার জন্য। সেবক হিসেবে ছিল কেবল এক তরুণ। তখন খুব ভারী বরফ পড়ছিল। পাইনগাছগুলো সাদা বরফে ঢাকা। মনে হচ্ছিল অস্থায়ী আশ্রমটি যেন এক মৃত্যুপুরী।

তরুণটি নীচে রান্নাঘরে। আমি একা। মাথার উপরে মহিলার মরদেহ। এতই নিষ্প্রাণ যে কোন শব্দও শোনা যায় না। তারপরও এর নাম রাউহা– শান্তি! আমি লিখি আর হাঁটি। সন্ধায় ডাকপিয়ন এক বান্ডেল খবরের কাগজ দিয়ে গেল। আমি একটির পর একটি খুললাম। মনে হচ্ছিল যেন প্রবল তুষার ঝড় বইছে। ঝড়ের ঝাপটা আঘাত করছে আর ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে শহরে। সরাইখানার সুনসান নিরবতা, খবরের কাগজের খসখস শব্দ বার বার কানের পর্দায় তুষারপাতের গুড়গুড় শব্দ হয়ে বাজেন। রাশিয়ায় বিপ্লব তখন পূর্ণোদ্যমে চলছে।

আমি সেবক তরুণটিকে বিল নিয়ে আসতে বলি। পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে শান্তির নীড় ছেড়ে পথে নামি। যোগ দেব বিপ্লবের হিমপ্রপাতে। সেদিনই সন্ধ্যায় সেন্ট পিটার্সবুর্গের পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউটের হলে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

১৪ । ১৯০৫ সাল

অক্টোবরের ধর্মঘট পরিকল্পনা করে হয়নি । শুরু হয় মস্কো থেকে । শুরু করেন ছাপাখানার কর্মিরা, পরে ধীরে



ধীরে শান্ত হয়ে পড়ে । চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সব পার্টি মিলে সিদ্ধান্ত নেয় । আঘাত হানবে ২২শে জানুয়ারী 'রক্তাক্ত রোববার' দিবসে । এজন্য ফিনল্যান্ডে থাকাকালীন অসম্পূর্ণ কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করি । হঠাৎ করে রেল-ধর্মঘট শুরু হয় এবং বল্গা হরিণের চালির মত ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুত । অক্টোবরের ১০ তারিখের পর মস্কো থেকে রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে । ইতিপূর্বে এমন ধর্মঘট আর হয়নি । বহু শহরে সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ হয় । তবে সামগ্রিকভাবে অক্টোবরের ঘটনাবলী স্রেফ একটি রাজনৈতিক ধর্মঘট ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ বা উত্থানের চরিত্র নেয়নি । স্বৈরশাসন মাথা নোয়ায় ও পিছু হটে । জুলিয়ান নিয়মানুসারে অক্টোবরের ১৭ তারিখে তবে গ্রেগরিয়ান নিয়মে ৩০শে অক্টোবর সাংবিধানিক মেনিফেস্টো ঘোষণা করে । তখনও আহত জারতন্ত্রের হাতেই ক্ষমতার কলকাঠি । সরকারী পলিসিতে, এই প্রথম ব্যবহৃত হয় **সার্গেই উইটের** (Sergei Witte) ভাষায়,'কাপুরুষতা, অন্ধত্ব, প্রতারণা এবং বোকামীর এক সংমিশ্রণ ।' তবুও, অসম্পূর্ণ বিপ্লব তার প্রথম বিজয় অর্জন করে, যা ভষ্যিতের জন্য বড় এক প্রতিশ্রুতি ।

এই উইটই পরে লিখেছিলেন, '১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশই ছিল বস্তুত কৃষকশ্রেণীর স্লোগান: ''আমাদের জমি দাও'' ।' এর সঙ্গে সবাই একমত । কিন্তু তিনি আরেকটি কথা লিখেন, 'আমি শ্রমিকদের সোভিয়েতের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিনা । তাদের তেমন কোন ভূমিকা ছিলও না ।' এই বাক্যটি এ প্রমাণই দেয় যে, তখন মেধাবী আমলারাও ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি । মূলত সোভিয়েতেই ছিল শাসক শ্রেণীর জন্য সর্বশেষ সতর্ক বার্তা । শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলোর গুরুত্ব প্রসংগে নিজের বক্তব্য পরিবর্তন বা সংশোধন করার সময় হওয়ার আগেই উইট মারা যান ।

অক্টোবরের ধর্মঘট যখন তুঙ্গে, তখন আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গে হাজির হই । হরতাল-ধর্মঘটের ঢেউ সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু বিপদ হোল এই যে, কোন একক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে, আন্দোলন নিষ্ফল হয়ে স্তিমিত হওয়ার পথে ধাবিত হচ্ছিল । আমি ফিনল্যান্ড থেকে এমন একটি অ-দলীয় সংগঠনের পরিকল্পনা করে আসি যে, প্রতি একহাজার শ্রমিকের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সংগঠনটি গঠিত হবে । আমি এসেই আইওরদান্স্কি নামক এক লেখকের (পরে তিনি ইতালীতে সোভিয়েত দূত ছিলেন) কাছ থেকে জানতে পাই যে, ইতোমধ্যে মেনশেভিকরা প্রতি পাঁচশো শ্রমিকের একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংগঠন তৈরীর শ্লোগান দেয়া শুরু করেছে । এসময় এটাই ছিল সঠিক কাজ । বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ তখন সেন্ট পির্টাসবুর্গের নির্বাচিত অ-দলীয় সংগঠনের বিরোধীতা করে । কারণ তাদের অন্তর্দলীয় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার ভয় ছিল । তবে বলশেভিকপন্থী শ্রমিকরা এ ব্যাপারে ছিল নির্ভয় । নভেম্বর মাসে লেনিন আসার আগ পর্যন্ত বলশেভিক নেতারা সোভিয়েতের প্রতি উপদলীয় বিভক্তির মনোভাব পোষণ করতেন ।

লেনিনের নেতৃত্বের গুণাবলীর মান ছিল তাঁর নিকটতম শিষ্যদের চেয়ে অনেক উপরে । তাঁর বর্তমানে তাত্ত্বিক এবং কৌশলগত সমস্যাদির সমাধান তাদের নিজেদের করার দরকার আছে বলে তারা মনে করতেন না । কোন সংকটজনক মূহুর্তে তারা লেনিন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিস্ময়করভাবে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়তেন । এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯০৫ সনের শরতে এবং ১৯১৭ সালের বসন্তে । উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম দেখা গেছে যে, কখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে বা কোন কাজ করতে হবে, পার্টির তৃণমূল কর্মীরা মধ্যম সারির নেতাদের চেয়ে ভাল বুঝতেন । ১৯০৫ সালের বিপ্লবে লেনিনের বিদেশ থেকে দেশে ফিরতে দেরী হয়েছিল বিধায় বিপ্লবের নেতৃতে বলশেভিকরা তেমন সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না ।

আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বনাঞ্চলে মে দিবসের এক মিটিং থেকে সেদোভাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গ্রেফতার করে । তাঁকে ছয়মাস জেলে রাখার পর পুলিশ প্রহরায় তিভারে (Tver) পাঠিয়ে দেয়া হয় । অক্টোবর বিপ্লবের ঘোষণা জারীর পর তিনি সেন্ট পির্টাসবুর্গে ফিরে আসেন । মিস্টার ও মিসেস ভিকেনতিয়েভ

ছদ্মনামে আমরা স্টক এক্সচেঞ্জের এক জুয়াড়ির বাসায় ছোট একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকি। স্টক মার্কেটের ব্যবসা তখন মন্দা। তাই আমাদের আশেপাশে একরুম ভাড়া নিয়ে অনেক ফটকাবাজও থাকতো। হকার প্রতিদিন সকালে আমাদের কক্ষে পত্রিকা দিয়ে যেত। বাড়িওয়ালা মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পত্রিকা পড়তেন এবং দাঁত কড়মড় করতেন। একদিন তিনি খুবই আক্রোশ নিয়ে পত্রিকা নাচাতে নাচাতে আমাদের ঘরে এলেন। আমার সদ্য লেখা 'সেন্ট পিটার্সবুর্গের পাহারাদারদের সু-প্রভাত!' এর প্রতি আঙ্গুল তুলে তীব্র গর্জন করে বললেন, 'দেখুন, তারা এখন শহরের দারোয়ানদেরও হাত করে ফেলেছে! যদি আমি এই জেলঘুঘুকে পেতাম তবে এই পিস্তল দিয়ে গুলি করে মারতাম!' বলে সে পকেট থেকে বন্দুক বের করে নাচাতে লাগলো। তাকে দেখে প্রচন্ড উন্মত্ত মনে হচ্ছিল। সে তখন সান্তনা খুঁজছিল। তার বিরক্তি উদ্রেক করা খবরের পত্রিকাটি নিয়ে সেদোভা সোজা আমার অফিসে চলে এলেন। দু'জনেই ভাবলাম আমাদেরকে নতুন বাসা খুঁজতে হবে। কিন্তু খোঁজার মত ফুরসত ছিল না। তাই ভাগ্যের হাতেই নিজেদের সঁপে দিলাম। আবার গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত এই হতাশাগ্রস্থ ফটকাবাজের বাসাতেই ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, সে কিংবা পুলিশ তখনো ভিকেনতিয়েভের পরিচয় জানতে পারেনি। তাই আমাকে গ্রেফতার করার পরেও আমাদের কক্ষে তল্লাসী চালায়নি।

শ্রমিক পরিষদে (সোভিয়েত) সবাই আমাকে ডাকত ইয়ানুভ্স্কি নামে। আমি জন্মেছি ইয়ানুভকায়, তার সাথে মিল রেখে এ নাম। খবরের কাগজে লিখতাম ট্রটস্কি নামে। তিনটি পত্রিকায় লেখা দিতে হোত। পার্ভাসকে সঙ্গে নিয়ে আমি ছোট পত্রিকা 'রাশিয়ান গেজেট' এর দায়িত্ব গ্রহণ করি, এবং পত্রিকাটিকে জনগণের লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর প্রচার সংখ্যা ত্রিশ হাজার থেকে এক লাখে এবং একমাস পর পাঁচ লাখে পৌঁছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার তুলনায় আমাদের টেকনিক্যাল সুবিধা ছিল খুবই কম, তাই প্রতিদিন হিমসিম খেতে হোত। শেষ পর্যন্ত সরকার পত্রিকাটি জবর দখল করে অসুবিধাগুলো থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেয়।

মেনশিভকদের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলে আমরা নভেম্বরের ১৩/২৬ *(জুলিয়াস/গ্রেগরিয়ান)* তারিখ থেকে 'নাচালো' *(শুরু)* নামে একটি বড় আঙ্গিকের রাজনৈতিক পত্রিকা বের করি। পত্রিকাটির প্রচার দ্রুত বাড়তে থাকে। বলশেভিকদের পত্রিকার নাম ছিল 'নোভায়া ঝিজ্ন' *(নতুন জীবন)* কিন্তু লেনিন ছাড়া এটি ছিল নীরস ও নিস্প্রভ। 'নাচালো' দারুণ সাফল্য অর্জন করে। আমার মতে ১৯৪৮ সালে কার্ল মার্ক্স সম্পাদিত Rheinische Zeitung (রাইনদের পত্রিকা) এর মত মূল আদর্শের সাথে মিল রেখে এমন পত্রিকা গত পঞ্চাশ বছরে দ্বিতীয়টি বেরোয়নি। নোভায়া ঝিজ্নের এক সম্পাদক, কামেনেভ পরে আমাকে বলেছিলেন, ট্রেনে আসার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন এই পত্রিকাটি কেনার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্টেশনে স্টেশনে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অসংখ্য লাইনে ট্রেন থামতো, যাত্রীদের চাহিদা ছিল শুধু বিপ্লবী পত্রিকার। তারা দলে দলে নাচালো চাই নাচালো চাই বলে জিগির উঠাতো, তারপরেই ছিল নোভায়া ঝিজ্নের চাহিদা। কামেনেভ স্বীকার করে বললেন,'মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলতাম, তার মানে 'নাচালা' আমাদের চেয়েও ভালো লেখে!'

রাশিয়ান গেজেট এবং নাচালো ছাড়াও আমি 'শ্রমিক পরিষদে'র (সোভিয়েত) অফিসিয়াল মুখপাত্র ইজভেস্তিয়ার (সংবাদ) সম্পাদকীয় লিখতাম। এছাড়াও বহু আবেদন-নিবেদন, রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র এবং মতামত লিখতে হোত। প্রথম সোভিয়েতের বায়ান্ন দিন টিকে থাকাকালে – শ্রমিক পরিষদ, কার্যকরী কমিটি, অন্তহীন অগণিত মিটিং এবং তিনটি পত্রিকার কাজ প্রভৃতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। এই ঘূর্ণিস্রোতে টিকে থেকে কীভাবে যে ম্যানেজ করতাম, আজও বুঝতে পারিনা। অতীতের অনেক কিছুই মনে হয় অভাবনীয় কারণ যখনই এসব পড়ে, কাজে খেই হারিয়ে ফেলি; বাইরে থেকে নিজের দিকে তাকাই। কেবল কর্মচাঞ্চল্যের আবর্তেই ঘুরপাক খাইনি কর্মপ্রবাহ সৃষ্টিও করেছি। প্রতিটি কাজ করতে হোত দ্রুত, তবে, শেষ পর্যন্ত তত খারাপ হোত না এবং কিছু কিছু বরং খুবই ভাল হোত। আমাদের দায়-দায়িত্ব বহনকারী সম্পাদক ছিলেন একজন বুড়ো ডেমোক্র্যাট, নাম তাঁর ডক্টর ডি.এম. হার্জেনস্টেইন। তিনি এক শুচিশুদ্ধ প্রিন্স এ্যালবার্ট কোট গায়ে দিয়ে মাঝে মাঝে নাচালো অফিসে ঢুঁ মারতেন। এসেই অফিস ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতেন এবং আমাদের এলোমেলো অবস্থা সস্নেহে লক্ষ্য করতেন। একবছর পর তাঁকে আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পত্রিকার মধ্যে বিপ্লবী ক্রোধ উস্কে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়। অথচ এতে তার



কোন দোষ ছিল না। তবু বুড়ো মানুষটি আমাদের সব দায়-দায়িত্ব বহন করেছিলেন। তিনি আমাদের প্রতি সংবেদনশীল অনুভূতি নিয়ে সজল নেত্রে আদালতকে বলেছিলেন, এত বিশাল জনপ্রিয় পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে গিয়ে, ছেলেগুলো দারোয়ানকে দিয়ে গলির বেকারী থেকে কাগজে মোড়ানো **শুকনো বনরুটি** (pirozhki) আনিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতো। ব্যর্থ বিপ্লবে অংশগ্রহণ, নির্বাসন প্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি স্নেহবাৎসল্য এবং শুকনো রুটির কথা উল্লেখ করার জন্য বুড়ো মানুষটিকে এক বছর জেলখানায় বন্দীজীবন কাটাতে হয়।

উইট (Witte) পরে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে, ১৯০৫ সালে জনগনের বিরাট অংশকে মনে হয়েছিল এক উন্মাদনায় আচ্ছন্ন। একজন রক্ষণশীলের কাছে বিপ্লবকে মনে হোত গণ-পাগলামী তার কারণ, বিপ্লব সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধসমূহের স্বাভাবিক উন্মত্ততাকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উত্তেজনাকর স্নায়ুচাপে পৌঁছায়। ঠিক যেমন, জনগন পরিহাসের পাত্র হতে চায় না তবুও সামগিকভাবে ঘটনার ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-বিরোধ বা মতানৈক্যকে সংকুচিত করে, তার উপর জোর খাটায় এবং কোন কোনটার উপর বেশী গুরুত্ব দেয় এবং পরিস্থিতি অসহনীয় করে তোলে। তার প্রতিফল স্বরূপ মনের অবস্থা এমন হয় যে, বেশীরভাগ জনতাকে উন্মাদনায় পেয়ে বসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্মাদ সংখ্যাগুরু সুস্থ সংখ্যালঘুদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এটাই বাস্তবতা, মেনে না নিয়ে উপায় নেই, ইতিহাস এভাবেই চলে আসছে।

বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা বা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি ভূমিকম্প বা সিডর পরবর্তি অবস্থার মত নয়। বিপ্লবে যে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, নতুন নিয়ম চালু হওয়ার সাথে সাথেই তা একটা কাঠামোয় রূপ নেয়; লোকজন এবং বিভিন্ন চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবেই নতুন স্রোতের দিকে ধাবিত হয়। বিপ্লব তাদের কাছেই নেহায়েত পাগলামী বলে মনে হয় যারা এর দ্বারা পরাস্ত হয় অথবা অপসারিত হয়। আমাদের কাছে এর অর্থ ভিন্ন। আমরা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই ছিলাম, যদিও তা ছিল প্রচন্ড ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। প্রতিটি কাজের জন্য স্থান কাল সবই পাওয়া যাচ্ছিল। কেউ কেউ এমনকি ব্যক্তিগত জীবন-যাপনও করত, প্রেম করত, বন্ধুত্ব করত এবং বিপ্লবী থিয়েটারও দেখতে যেত। যেমন, পার্ভাস একটি নতুন ব্যঙ্গাত্মক নাটকের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, পরের শো সবান্ধবে দেখার জন্য পঞ্চাশটি টিকেট কিনেন এবং তাদের দাওয়াত দেন। (বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য বলা দরকার যে, তার আগের দিন তাকে তার বই লেখা বাবদ রয়্যালটির টাকা দেয়া হয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে সে থিয়েটারের টিকেট কিনে)। তাকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ তার পকেটে পঞ্চাশটি থিয়েটার দেখার টিকেট পায় এবং এই বিপ্লবী দুর্বোধ্যতা দীর্ঘদিন তাদের মগজকে কষ্ট দেয়। পুলিশরা জানতনা যে পার্ভাস সব বড় কাজ মাপের করতেন।

জনগনের মধ্যে ব্যাপকভাবে সোভিয়েত বা প্রশাসনিক পরিষদ গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকরা এটা সমর্থন করে। ১৯০৫ সনের ৫ সেপ্টেম্বর রুশ-জাপান 'পোর্টসমাউথ শান্তির চুক্তি'র পর, দূর প্রাচ্য থেকে দেশে ফিরে আসা সাঁজোয়া বহরের সৈন্যদের মধ্যে গোলমালের দেখাদেখি মফস্বলেও গোলমাল চলছিল। তবে গার্ড রেজিমেন্ট এবং কসাক রেজিমেন্ট ছিল দৃঢ় আস্থাশীল ও অনড়। কাজেই একটি সফল বিপ্লবের সবগুলো উপাদানই তখন বিদ্যমান ছিল কিন্তু সেসব তখনও পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি।

১৭ই অক্টোবর সরকারীভাবে সম্রাটের ঘোষণা জারী হয়। ১৮ই অক্টোবর লক্ষ জনতা সংগ্রামী চেতনায় আপ্লুত হয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে তাদের প্রথম জয়োল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে অসম্পূর্ণ জয়ের প্রতি গা ভাসিয়ে না দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলি। জারের ইশতেহারকে যেন পুরোপুরি বিশ্বাস না করা হয়। শত্রুরা কঠিন সংকল্পবদ্ধ, সামনে ফাঁদ পাতা; আমি সম্রাটের ঘোষণাপত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে দেই। কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক সতর্কতা কেবল জনগনের সচেতনতায় সামান্য আঁচড় ফেলতে পারে মাত্র। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল তাদের জন্য ব্যাপক হারে রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এ বিষয়ে, সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েতে থাকাকালে আমার দু'টি দৃশ্য মনে পড়ে। একটি ছিল ২৯শে অক্টোবর যখন সমস্ত মহানগর গুজবে চাউর যে, ব্ল্যাক হানড্রেড *(The Black Hundred –রুশ-উগ্র-জাতীয়তাবাদী ও স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক–গোষ্ঠি)* আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য হত্যা-লুণ্ঠনের কর্মসূচী নিয়ে প্রস্তুত। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা নিজেদের হাতে তৈরী বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে ব্ল্যাক হানড্রেডকে প্রতিরোধ করার দৃঢ় শপথ

নিয়ে জনসভায় হাজির। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত, ছুরি, ড্যাগার এবং তারের তৈরি চাবুক তারা শূণ্যেদোলায়। কিন্তু এটা যতখানি আনন্দোচ্ছ্বল আর মজাদার মনে হয়, বাস্তবটা সেরকম ছিল না। দেখে মনে হয় তারা এতই আত্মবিশ্বাসী যে, এই প্রস্তুতি শত্রুকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। তাদের অনেকেই, তখনও উপলব্ধি করতে পারেনি যে, এ লড়াই বাঁচা-মরার। ডিসেম্বর মাসে তারা তা বুঝেছে।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে সেনাবাহিনী জারের সাঁজোয়া বাহিনী সেন্ট পিটার্সবুর্গ সোভিয়েত ঘিরে ফেলে। ঢোকার ও বেরুবার সব পথ বন্ধ করে দেয়। তখন কার্যকরী কমিটির বৈঠক চলছিল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হলঘরে সমবেত শত শত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলি: 'তাদেরকে উস্কানি কিংবা বাধা দিবেন না এবং অস্ত্রও সমর্পণ করবেন না।' অস্ত্র বলতে শুধু রিভলবার বা পিস্তল। এরপর সভা চলাকালে হলঘরে, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার এবং গোলন্দাজ বাহিনীর ঘেরাটোপে থাকা অবস্থায়, শ্রমিকরা তাদের যার যার হাতের অস্ত্র নষ্ট করতে শুরু করে। তাদের অভ্যস্ত হাতেই **Mauser** দিয়ে **Browning** কে এবং উল্টোভাবে একইরকম পিটিয়ে ভেঙে ফেলে। এসময় ২৯শে অক্টোবরের মতো উচ্ছাসের শব্দ শোনা যায়নি। অস্ত্র ভাঙার ক্যাঁচক্যাঁচ ঘর্ষণ এবং প্রলেতারিয়েতদের ক্রুদ্ধ দাঁতের কড়মড় এই প্রথমবারের মত উপলব্ধিতে পৌঁছোলো যে শত্রুকে ধ্বংস করে উৎখাত করতে হলে আরো ভয়ানক মারণাস্ত্র এবং আরো বেপরোয়া প্রচেষ্টা প্রয়োজন।




অক্টোবরের ধর্মঘটে আংশিক জয় তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদারপন্থী বুর্জোয়াদের বিরোধীতা, চাষীদের বিদ্রোহ বা বুদ্ধিমানদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কোনটাই জারের কিচ্ছু করতে পারেনি। কিন্তু শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘটেই জারতন্ত্র নুয়ে পড়ে। সর্বহারার বিপ্লবী নেতৃত্ব জানিয়ে দেয় যে, তারা বাস্তব সত্য এবং ফেলে দেয়ার মতো নয়। আমি বুঝতে পারি যে 'স্থায়ী বিপ্লব'-এর তত্ত্ব প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা সর্বহারা শ্রেণীর কাছে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠে। তারপরের বছরগুলোয় বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ, আমাকে আমার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। এসব অবস্থা থেকে আমি পাশ্চাত্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতেও সক্ষম হই। যদি রাশিয়ার তরুণ সর্বহারা নেতৃত্ব এমন ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, তবে উন্নততর দেশগুলোর সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী ক্ষমতা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশী শক্তিশালী। **লুনাচারস্কি**র কাছে আমার বিপ্লবী তত্ত্ব অভিনব মনে হলে তিনি পরে অসত্য এবং অগোছালোভাবে লিখেন:



'কমরেড ট্রটস্কি ১৯০৫ সনে এই তত্ত্ব আঁকড়ে ধরেন যে, দুই বিপ্লব (বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক), অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, পরস্পর এমন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা যে, স্থায়ী বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিপ্লবের ভেতর দিয়ে বিপ্লবী যুগে প্রবেশ করার পর, বিশ্ববিপ্লবের রুশ অংশ, অন্যদের পাশাপাশি সামাজিক বিপ্লব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই যুগ থেকে রেহাই পাবে না। এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করে নিঃসন্দেহে কমরেড ট্রটস্কি অনেক গভীর পরিজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির প্রমাণ দিলেও,ব তিনি এমন ভুল করেন যার দৈর্ঘ্য হবে পনের বছর।'

পরে **রাদেক** (Karl Radek) আমার পনের বছরের ভুল সম্পর্কে পুণরাবৃত্তিতে আর গভীরে যায়নি। ১৯০৫ সনে আমাদের সব অনুমান এবং স্লোগানের ভিত্তি ছিল বিপ্লবে জয়লাভ, পরাজয়ের নয়। আমরা তখন প্রজাতন্ত্র বা ভূমির অধিকার বা আটঘন্টা কাজের অধিকার কিছুই পাইনি। তার অর্থ কি এই যে, আমরা এসব দাবী না করে ভুল করেছি? বিপ্লবে পরাজিত হয়ে কেবল আমার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই নয় সকল সম্ভাবনাই চাপা পড়ে। বিবেচ্য বিষয় ছিল বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ শক্তির বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিকভাবে এর অগ্রগতি সম্পর্কে আগাম জানা বা বুঝতে পারা, কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ বা বছর নয়।



১৯০৫ সনের বিপ্লবে লেনিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিরূপ ছিল? তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রিয়ভাবে ইতিহাস বদলে ফেলা হয়। এমনকি ১৯০৫ সালেরও। ভালো এবং মন্দের মধ্যে এক রকম ধস্তাধস্তির সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আসল সত্য কি ছিল? সোভিয়েতের গঠনের কাজে লেনিন সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি এবং সেখানে তিনি কোন কথাও বলেননি। তবে, তিনি এর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন; তিনি এর পলিসি প্রভাবিত করতেন বলশেভিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাঁর লেখায় এর কাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ তুলে ধরতেন। কাজেই সোভিয়েতের পলিসি নিয়ে তাঁর অমতের প্রশ্নই উঠেনা। এবং যদিও– লিখিত প্রমাণ বা দলিলই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে-সোভিয়েতের সব সিদ্ধান্তই আমি বাস্তবায়ন করেছি, দু'একটি আকস্মিক ব্যতিক্রম ছাড়া; আমি প্রথমে সিদ্ধান্ত কার্যকরী কমিটিতে উপস্থাপন করতাম এবং তারপর কমিটির নামে সোভিয়েতের সামনে পেশ করতাম। যখন বলশেভিক ও মেনশেভিকদের প্রতিনিধি নিয়ে জোটবদ্ধ কমিটি গঠন করা হয়, তখনও কার্যকরী কমিটিতে আমিই তাদের উভয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকতাম। তখনকার সেই সংযোগ রক্ষায় কখনো কোন রকম বিরোধ দেখা যায়নি।

আমার ফিনল্যান্ড থেকে ফিরে আসার আগে সোভিয়েতের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় এক তরুণ আইনজীবি, বিপ্লবে নতুন যোগ দেয়া, ক্রুস্তালিয়ভকে। তিনি গ্যাপন এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির অন্তবর্তীকালে প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্রুস্তালিয়েভ বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেও তার হাতে নেতৃত্ব ছিলনা। তাঁকে গ্রেফতার করার পর একটি প্রেসিডিয়াম নির্বাচিত করা হয় এবং আমি ছিলাম তার প্রধান। সোভিয়েতের একজন খ্যাতিমান সদস্য সেভারচেকভ, তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন:

'সোভিয়েতের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা ছিলেন এল.ডি. ট্রটস্কি। সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট, ক্রুস্তালিয়ভ ছিলেন নামে মাত্র। কারণ, নীতিগত একটি প্রশ্নেরও উত্তর তিনি কখনো নিজে দিতে পারতেন না। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত অহংকারী এবং ট্রটস্কিকে ঘৃণা করতেন। কারণ যে কোন উপদেশ এবং দিক নির্দেশনার জন্য সবাই ট্রটস্কির কাছেই যেত।'

লুনাচারস্কি তার স্মৃতিকথায় এর সাথে যুক্ত করেন: *' আমার মনে পড়ে লেনিনের উপস্থিতিতে কেউ একজন বলেছিলেন: "ক্রুস্তালিয়েভ তারকা খসে পড়েছে। এখন সোভিয়েতের শক্ত ও বলিষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন ট্রটস্কি।" মূহুর্তের মধ্যে লেনিনের মুখ কালো হয়ে যায়; পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ' ঠিকই আছে, ট্রটস্কি নিরলস কঠোর কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে এটি অর্জন করেছে তার।'*

দুই পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিতর্কে জড়াতো না। বলশেভিকদের নোভায়া ঝিজ্ন লিখল, 'নাচালোর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। আমরা এ লড়াইয়ে কমরেডদের স্বাগত জানাই। প্রথম সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় বিশেষ করে অক্টোবরের ধর্মঘট নিয়ে কমরেড ট্রটস্কির চমৎকার বিবরণের জন্য।' জনগনের কোন অংশ যদি পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকে তখন, তারা এরকম লেখেনা বা লিখতে পারেনা। কিন্তু এখানে সেরকম কোন সংঘাততো ছিলই না, বরং ঠিক তার উল্টো, উভয় পত্রিকা বুর্জোয়াদের সমালোচনার বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করত। এমনকি লেনিনও রাশিয়ায় ফিরে আসার পর, নোভায়া ঝিজ্নে আমার স্থায়ী বিপ্লব নিয়ে লেখা প্রবন্ধের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। উভয় পত্রিকা সবসময় পার্টির ঐক্য রক্ষার লাইন অনুসরণ করত। লেনিনের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বলশেভিকদের কেন্দ্রিয় কমিটি এই মর্মে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল বিদেশে নির্বাসনের কারণে। বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনা ও তার প্রতিফল প্রমাণ করে, কোটারিগতভাবে লড়াই করা অযৌক্তিক। আমিও নাচালোতে একই লাইনে লিখি তবে তাতে মার্তভের পরোক্ষ বাধা ছিল।

সাধারণ মানুষের চাপে পড়ে সোভিয়েতে থাকা মেনশেভিকরা নিজেদের বামপাশে রাখার জন্য প্রথম দিকে আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথম আঘাতের পরই তাদের অবস্থানে পরিবর্তন দেখা গেল। ১৯০৬ সনে ফেব্রুয়ারীতে মেনশেভিকদের নেতা, মার্তভ অ্যাক্সেলরডকে লেখা এক চিঠিতে অভিযোগ করলেন, 'এখন থেকে প্রায় দু'মাস যাবত... আমি যে লেখা শুরু করেছিলাম তার কোনটাই শেষ করতে পারিনি। তার কারণ– হয় স্নায়ুপীড়া অথবা মানসিক অবসাদ... কিন্তু আমি আমার চিন্তাকে আর এক সঙ্গে জড়ো করতে পারছিনা।' মার্তভ জানতেন না তার অসুস্থতার নাম কি? কিন্তু আমি জানি, তার স্পষ্ট নাম হচ্ছে: 'মেনশেভিকরোগ' (Menshevism)। বিপ্লবের ঐতিহাসিক লগ্নে, সুবিধাবাদের মানে হচ্ছে, প্রথমত দোদুল্যমানতা এবং দ্বিতীয়ত 'চিন্তাকে সুসংগঠিত করার' অযোগ্যতা।

সে সময় মেনশেভিকরা প্রকাশ্যে অনুশোচনা শুরু করে এবং সোভিয়েত পলিসির বিরূপ সমালোচনা করতে থাকে, আমি তখন রুশ সংবাদপত্রে পরে জার্মান প্রকাশনায় এবং **রজা লুক্সেমবার্গ** সম্পাদিত পোলিস ম্যাগাজিনে তার জবাব দেই। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পদ্ধতি এবং ঐতিহ্য নিয়ে আমি যে লড়াই করি তা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম Russia in the Revolution (বিপ্লবে রাশিয়া)। বইটি '১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব' শিরোনামে বহুদেশে বহুবার পুণর্মুদ্রিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর, বইটি রাশিয়া সহ পাশ্চাত্যের



বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোর টেক্সট বই হিসেবে গণ্য করা হোত। কেবল লেনিনের মৃত্যুর পর যখন আমার বিরুদ্ধে পরিকলিপতভাবে বিভিন্ন অভিযান শুরু হয়, তখন বইটি নিষেধাজ্ঞার তালিকাভূক্ত হয়। প্রথমে আক্রমণটা আসে কিছু কিছু মন্তব্যের ওপর, যেগুলো কারো কারো গাত্রদাহ সৃষ্টি করত। কিন্তু বিরূপ সমালোচনা ক্রমশ বহুগুণে তীব্রতর হতে থাকে, এবং বিষোদগার শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধই হয়ে যায়। এভাবেই ১৯০৫ সালে বিপ্লবে লেনিন ও ট্রটস্কির পলিসির সংগ্রামী গল্পের ইতি ঘটানো হয়।

১৯০৫ সনের বিপ্লব দেশের মানুষকে, পার্টিকে এবং আমাকে একটা নতুন জীবন দেয়। আর তা হচ্ছে, আমাদেরকে বৃহত্তর পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে এগুতে সাহায্য করে। আমার প্রথম বিপ্লবী অভিজ্ঞতা হয় আঞ্চলিকভাবে নিকোলায়েভে। অন্ধের মতো হাতড়ে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তবে এই পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা একেবারে বৃথা যায়নি। আমার পরবর্তি জীবনে নিকোলায়েভের মতো শ্রমিকদের এত কাছাকাছি কখনো আসতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তখন আমার কোন নাম পরিচয়ও ছিল না এবং তাদের সাথে মেলামেশার পক্ষে কোন বাধাও ছিল না। তখনই রুশ সর্বহারা শ্রেণীর প্রধান মৌলিক চরিত্র আমার সচেতনতায় স্থায়ী আসন পেতে নেয় । জীবনের পরবর্তি দিনগুলোতে যখন যেখানে যার সঙ্গে মিশেছি, সব জায়গায় একই রকম দেখেছি। এ বিষয়ে আর বিকল্প কিছু আমার অভিজ্ঞতায় যোগ হয়নি। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় আমার প্রাথমিক বিপ্লবী শিক্ষা শুরু হয়। আড়াই বছর জেলে এবং দু'বছর সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকাকালে আমার বিপ্লবী তাত্ত্বিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। প্রথমবার বিদেশে গিয়ে আমার রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ হয়। অসাধারণ মার্ক্সবাদী বিপ্লবীদের গাইডেন্সে বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি শেখার সুযোগ পাই এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কেও বুঝতে পারি। বিদেশে থাকার শেষদিকে আমি নেতৃস্থানীয় দু'টি রাজনৈতিক গ্রুপ বলশেভিক ও মেনশেভিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। ১৯০৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে রাশিয়ায় ফিরে আসি। বিপ্লবী নেতা লেনিন নির্বাসন থেকে অক্টোবর-নভেম্বরের আগে ফিরতে পারেননি। রাশিয়ায় কর্মরত একজন কমরেডের কাছেও শেখার মত কিছু পাইনি। বরং উল্টো আমাকেই তাদের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ঝোড়ো সময়ের ঘটনাবলী একে একে এগিয়ে আসছিল খুব দ্রুত। তার সাথে তার রেখে নিজের অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে নিতে হচ্ছিল। কালি-কলমের লেখা ঘোষণাগুলো কালি শুকোবার আগেই চলে যেত গোপন ছাপাখানায়। জেলখানায় এবং নির্বাসনকালে শেখা তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বিদেশে আয়ত্ত করা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, এই প্রথম বিপ্লবী যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ মিলল । আমি আত্মবিশ্বাসের সাথেই সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছি। আমি ভেতরের মেকানিজ্‌ম বুঝতে পারতাম। আমি বুঝতে পারতাম আগামী দিন কি হবে, শ্রমিকদের মনে কি চিন্তা কাজ করবে, তারপর কি করতে হবে। ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় আমার অংশগ্রহণ ছিল প্রধানত সাহিত্য প্রকৃতির। অক্টোবরে আমি এক বিশাল ঘুর্ণাবর্তে পড়ে যাই। এটা, ব্যক্তিগতভাবে, আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষা ছিল। তোপের মুখে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হোত। সেসব সিদ্ধান্ত নোট করারও অবকাশ ছিল না। অন্যরা কি বলে, তা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখার কিংবা কারো সাথে পরামর্শ করারও অবকাশ পাইনি; এত দ্রুত সবকিছু করতে হোত। পরে, আমি অবাক হয়ে দেখি প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে মেনশেভিকরা অসচেতন, এমনকি সবচেয়ে বুদ্ধিমান মার্তভও দ্বিধান্বিত। এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে, আমি নিজেই উপলব্ধি করলাম যে, শিক্ষানবিসকাল পার হলেও, তার মানে এই নয় যে আমার আর কিছু শেখার নেই। শেখার আগ্রহ আমি কোনদিন হারাইনি, বরং যখন যেখানে ছিলাম, প্রথমেই শেখার জন্য তীব্র ইচ্ছা অনুভব করতাম। পরের বছরগুলোতে একজন দক্ষ লোকের মতোই আমাকে শিখতে হয়েছে, শিক্ষানবিশীর মতো নয়। আমাকে যখন দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়, তখন আমার বয়স ছাব্বিশ বছর। ডয়েস নামের একজন বুড়ির কাছ থেকে আমার পরিপক্কতার স্বীকৃতি মেলে। তিনি, জেলে আমাকে 'তরুণ' বলে ডাকা শুরু করে, পরে পুরো নাম ধরে ডাকতেন।

লুনাচারস্কি তাঁর লেখা silhouettes (আদর্শ ছায়ামূর্তি) বইতে, (বইটি এখনও নিষিদ্ধ), প্রথম বিপ্লবে নেতাদের ভূমিকা পালন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

"তাকে (ট্রটস্কি) যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন সে সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়। তারপর আদালতের কাঠগড়ায় তার বীরত্বপূর্ণ আচরণ এবং ফলপ্রসূ আক্রমণ তাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, ১৯০৫-৬ সনের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র অল্পবয়সী ট্রটস্কিরই সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি ছিল বলে মনে হয়। নির্বাসনের সংকীর্ণতা তাকে কাবু করতে পারেনি, এমনকি লেনিনও সেখানে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। লড়াইয়ের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অন্যদের চেয়ে ভাল উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বিপ্লবের ভেতর দিয়েই অসাধারণ জনপ্রিয়তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন; সে তুলনায় লেনিন ও মার্তভ ছিলেন নিষ্প্রভ। প্লেখানভ আধা-উদারপন্থী ভাবধারা পোষণ করায় প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রটস্কি ছিলেন শুরু থেকেই প্রথম সারিতে।"

তিনি এই লাইনগুলো লিখেছেন ১৯২৩ সালে। এগুলো তার বর্তমান লেখার চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার। কারণ, লুনাচারস্কির সেই 'মনে দাগ কাটার মত' এবং 'বীরত্বব্যঞ্জক' লেখা এখন আর দেখা যায়না। তিনি বর্তমানে লেখেন ঠিক তার উল্টো।

প্রজ্ঞা ছাড়া মহৎকাজ করা অসম্ভব। ব্যক্তির আধা-চেতন মনে এ প্রবণতাটি সহজাতভাবে থাকতে হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ হায়। কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা বা রুটিনবাঁধা নিত্যকর্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে রাজনৈতিক উপলব্ধি বা বোধকে বদলানো যায় না। বোধশক্তি সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝতে ও তার গুরুত্ব নির্ণয় করতে এবং ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা আগাম জানতে ব্যক্তিকে সাহায্য করে। এই সহজাত ক্ষমতা বিপ্লবের অন্যতম শর্তাদি, যেমন– যে কোন আকস্মিক উত্তেজনা, পরিবর্তন, দ্রোহ, ভাঙ্গন ইত্যাদি পরিস্থিতির ওপর চূড়ান্ত খবরদারী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার ধারণা ১৯০৫ সনের বিপ্লবী ঘটনাবলী জানিয়ে দেয়, এই বিপ্লবী প্রজ্ঞা শক্তি আমার মধ্যে আছে। পরবর্তি জীবনে এটা সহায়ক শক্তি রূপে আমাকে নিশ্চিত সাহায্য করে। এখানে অবশ্যই আরো যোগ করা দরকার যে, যে সব ভুল আমি করেছি – তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও – সেগুলো কোন মৌলিক বা রণনীতিগত নয়, বরং আচরণগত, সাংগঠনিক এবং পলিসিগত ভুল। আমার সব বিবেক দিয়ে বলতে পারি, এমন কোন গুরুতর ভুল করিনি, যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা বিপ্লবের ক্ষতি করেছে, না যার জন্য আমাকে দায়ী করা যায়।

রুশদের জীবনে ১৯০৫ সনের বিপ্লব ছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল। সে বছরটার গুরুত্ব এখানেই এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনেও। ১৯০৫ সালের বিপ্লব ৩ ডিসেম্বর সেন্ট পির্টাসবুর্গ সোভিয়েত গ্রেফতার হওয়ার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবী ঘটনা প্রবাহ একই রকমে ঘটতে থাকে। আমার কাছে এ নতুন কিছু ছিলনা। আমি পুরোপুরি দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তাতে অংশ নেই ।

আমাদের আর্থিক ঘোষণাপত্র (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানিফেস্টো) জারী করার পরদিনই জার সরকার সোভিয়েতকে গ্রেফতার শুরু করে। এই ঘোষণাপত্রে জারতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী আর্থিক দেউলিয়াত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং এই সতর্ক করা হয়েছিল যে, রোমানভদের এই ঋণের দায়ভার বিজয়ী রুশ জাতি বহন করবে না। সোভিয়েত ওয়ার্কার্স প্রতিনিধিদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়, 'স্বৈরতন্ত্র কখনো জনগনের আস্থা অর্জন করতে পারেনি এবং জনগন তাদের ওপর কর্তত্ব করার কোন অধিকারও তাদের দেয়নি। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি জনগনের বিরুদ্ধে জার সরকারের প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধরত অবস্থায় গৃহীত কোন ঋণই পরিশোধ করা হবে না।'

ফরাসী স্টক এক্সচেঞ্জ (Bourse) কয়েক মাস পরে আমাদের ঘোষণাপত্রের উত্তর দেয় এবং মাত্র পৌনে এক মিলিয়ন ফ্রাঁ নতুন ঋণ দেয়। জারতন্ত্রের অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং য়ুরোপিয় ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের এই গুরুত্বপূর্ণ হুমকি নিয়ে উদারপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাগুলো শ্লেষোক্তি করে। এই ঘোষণাপত্রকে ভুলে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে আপনিই জেগে উঠে। সামরিক অধঃপতনের কারণে জারতন্ত্র আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়। বিপ্লবে বিজয় অর্জনের পর 'পিপল্‌স কমিশারীজ' এর সোভিয়েত ১৯১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী এক ডিক্রি জারী করে জারতন্ত্রের সমস্ত ঋণ চুক্তি অসিদ্ধ ঘোষণা করে। এই ডিক্রি আজও বলবৎ রয়েছে। তবে কেউ কেউ বলে যে অক্টোবর বিপ্লব কোন নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না। এটা বলা ভুল। বিপ্লব তার নিজস্ব বাধ্যবাধকতা পুরোপুরিই স্বীকার করে। বিপ্লব নিজ কাঁধে যে দায়ভার নিয়েছিল ২ ডিসেম্বর ১৯০৫ সনে, তা ১৯১৭ সালের ০২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বহন করে। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরকে অনেক আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল' জারতন্ত্র এবং তার সহযোগীদেরকে এ কথাটা মনে করিয়ে দেবার অধিকার বিপ্লব রাখে। এসব দিক থেকে অন্য সবকিছুর মত ১৯০৫ সনটি ছিল ১৯১৭ সালের প্রস্তুতিপর্ব।

১৫। বিচার, নির্বাসন ও পলায়ন

(১)

দ্বিতীয়বার বন্দী জীবন শুরু। প্রথমবারের চেয়ে কষ্ট কম এবং অবস্থাও আট বছর আগের চেয়ে সহনীয় ছিল ।



অল্প ক'দিন ছিলাম **ক্রেস্টি জেলে**, তারপর পিটার-পল দূর্গে এবং শেষে প্রিলিমিনারি ডিটেনশন হাউজে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানোর আগে আমাদের মস্কোর ট্রান্সফার প্রিজনে পাঠানো হয়।

সব মিলিয়ে জেলে ছিলাম পনের মাস। প্রতিটি জেলখানায় আলাদা-আলাদা অদ্ভূত নিয়ম-কানুন। বন্দীকে সে সব মানিয়ে চলতে হয়। ওখানে বাস করাটাই একঘেঁয়ে, যত বৈচিত্র্যই থাকুক, জেলখানাইতো। যাহোক, এ সময়টায় আবার আমি বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় লেগে গেলাম । অধ্যয়ন করলাম রাশিয়ার খাজনা/ভাড়া তত্ত্ব (theory of rent) এবং সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস। খাজনার উপর প্রচুর কাজ করেছিলাম, অক্টোবর বিপ্লবের পরের বছর তার বড় অংশ হারিয়ে যায়, তাই আজও অসমাপ্ত রয়ে গেল। গুপ্ত সংঘ ফ্রিম্যাসনদের রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর আমার হারিয়ে যাওয়া কাজের পরে এটাই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক ক্ষতি। রাশিয়ার সামাজিক ইতিহাসের উপর আমার গবেষণা-প্রবন্ধগুলো The Results of the Revolution and Its Perspectives (রুশ বিপ্লবের ফলাফল এবং এর নানান প্রেক্ষিত) শিরোনামে বই আকারে সংকলিত করি। এটি 'স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বে'র তখনকার সাক্ষ্য-প্রমাণের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

আমাদের প্রিলিমিনারী ডিটেনশন হাউজে বদলী করা হয়। এবার আইনজীবিদের সাথে দেখা করার অনুমতি মিলে। প্রথম ডুমায় (সংসদ অধিবেশন) রাজনীতিকদের জীবন নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে। খবরের কাগজগুলো আবারো দুঃসাহসী হয়ে উঠে। মার্কসবাদী প্রকাশনা সংস্থাগুলো নতুন জীবন ফিরে পায়। নতুন শর্তাবলীতে জঙ্গী রাজনৈতিক লেখা ফের প্রকাশের সুযোগ মিলে। আমি জেলে থেকে প্রচুর লিখি; আইনজীবিরা লেখাগুলো তাদের ব্রিফ কেইজে ভরে নিয়ে যেতেন। এত উৎসাহ নিয়ে লেখার প্রতি ঝুঁকলাম যে, জেলের বারান্দায় পায়চারী করাও বিরক্তিকর মনে হোত। আমার পুস্তিকা Peter Struve in Politics (রাজনীতিতে পিটার স্ট্রাভ) এ সময়ের লেখা। পুস্তিকাটি উদারতাবাদের বিরুদ্ধে লেখা হলেও মূলে ছিল ডিসেম্বরে মস্কোয় সেন্ট পিন্টার্সবুর্গ সোভিয়েতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও বিপ্লবী পলিসির পক্ষে এবং সুবিধাবাদীদের সমালোচনার কড়া জবাব। বলশেভিক প্রেস পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করে; মেনশেভিক প্রেস নির্লিপ্ত থাকে। মাত্র কয়েক সপ্তাহেই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়।

দিমিত্রি সেভারচেকভ (D. Sverchkov) জেলে আমার সঙ্গেই থাকতেন। পরে, তিনি তার লেখা At a Dawn of the Revolution গ্রন্থে তখনকার জেলখানার বর্ণনা দেন। তিনি লিখেছিলেন:



"ট্রটস্কি ভীষণ কাজের চাপে ছিলেন। এর ভেতরেই 'রাশিয়া এন্ড দ্য রেভুলুসন' বইটির একাংশ লিখে পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য দিলেন। এ বইতে তিনি স্পষ্টভাবে আগাম বার্তা দিলেন যে, রাশিয়ায় যে বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতাসীন না হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তার এই তত্ত্বের নাম permanent revolution (স্থায়ী বিপ্লব)। খুব কম লোকই এটিকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তিনি ছিলেন তার মতে অটল। তিনি এ ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অত্যাসন্ন ..."।

সেভারচেকভ আরো লিখেন:

"ট্রটস্কির প্রিজন সেলটি খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। তাকে তার চাহিদামত সব নতুন নতুন বই সরবরাহ করা হোত। তিনি সবগুলো পড়তেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শুধু পড়া আর লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমাদের বলতেন, 'আমি এখানে খুবই চমৎকার অনুভব করি। নিশ্চিন্তে এক জায়গায় বসে পড়ি বা লিখি। অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি যে,

আমাকে আর গ্রেফতার করা হবে না। আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, জারের রাশিয়ায় এ এক অসাধারণ অনুভূতি'।"

বিনোদন হিসেবে জেলের বেডে শুয়ে শুয়ে আমি ইউরোপীয় ক্ল্যাসিক পড়তাম। বলা যায়, ঠিক পান-ভোজন রসিকের আয়েশ করে মদের গেলাসে চুমুক দেয়া বা সুগন্ধি তামাকের চুরুট টানার মতো। এ নিয়ে আমার খুব ভাল সময় কাটতো। এসব ক্লাসিক থেকে বিভিন্ন নীতিবাক্য ও উদ্ধৃতি তখনকার রাজনৈতিক লেখায় ব্যবহার করতাম। সেবারই আমি প্রথম, মূল ফরাসীতে লেখা সত্যিকার মহান ফরাসী উপন্যাসের (grands seigneurs) সাথে সম্যক পরিচয় লাভ করি। গল্প বলার কলা-কৌশল আসলে ফরাসী ভাষা থেকেই প্রথম আসে। আমি ফরাসীর চেয়ে জার্মান ভাষা ভাল জানলেও, বিজ্ঞানিক পরিভাষার বিবেচনায়, জার্মান থেকে ফরাসী গল্প-উপন্যাস আরো সহজে পড়তে পারি এবং বুঝিও। আজও ফরাসী উপন্যাসের প্রতি আমার আকর্ষণ অম্লান। এমনকি সিভিল ওয়ারের সময়ও রেলওয়ে কারের ভেতর আমি সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস বা গল্পের বই সময় করে পড়ে নিতাম।

সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায়, বন্দী জীবনের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার জন্য জেলখানা ছিল এক উত্তম পাঠশালা। পিটার-পল দূর্গের কারাবাসে বাতাস ঢোকার উপায় নেই এমন নির্জন কক্ষটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে খুব শীঘ্রই ছাড়তে হোল। এটি এতই নির্জন ও নিঃশব্দ যে, বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের জন্য খুবই উপযোগী ছিল। প্রিলিমিনারি ডিটেনশন হাউজ ছিল ঠিক তার উল্টো, লোকজনে ঠাঁসা এবং হৈ-হল্লায় সরগরম। সন্ত্রাসে এবং সশস্ত্র বেদখলদারদের দৌরাত্মে সারা দেশ সয়লাব হলেও মৃত্যুদ- ছিল না বললেই চলে। প্রথম ডুমার কারণে জেলা প্রশাসন ছিল খুবই উদার। দিনের বেলায় সেলগুলোর দরজায় তালা থাকতো না। আমরা মহা আনন্দে দল বেঁধে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাঙলাফ বা ডিগবাজি খেলায় মত্ত থাকতাম বা হাঁটাহাঁটি করতাম। ফাঁসীর আসামীরা থাকতো আগে আমরা বাকীরা পেছনে তাদের অনুসরণ করতাম। আমার স্ত্রী সপ্তাহে দু'দিন আমাকে দেখতে আসতেন। আমরা চিঠি ও পা-ুলিপি হস্তান্তর করার সময় কর্তব্যরত জেল কর্মীরা চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকতো। তাদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক একজন খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তার অনুরোধে, আমার ছবি ও বাণী লিখে দিয়ে তাকে আমার একটি বই উপহার দেই। তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে মিট্ মিট্ করে হেসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'আমার মেয়েরা সবাই কলেজে পড়ে'। পরে সোভিয়েতের দায়িত্বে থাকাকালে, আমি তার সাথে দেখা করি এবং তখনকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত সময়ে যতদূর সম্ভব তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করি।

পার্ভাস বুড়ো ডয়েস-এর সাথে জেলখানার বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতেন। আমিও মাঝে মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিতাম। তিনজনে একসাথে একটি ফটোগ্রাফ তুলেছিলাম কারার হেঁসেলে। অক্লান্ত ডয়েস এ বয়সেও পাইকারীভাবে জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেন এবং পার্ভাস তার সাথে যোগ দেন এবং আমাকেও চাপাচাপি করেন। আমি রাজী হইনি কারণ, আমার আকর্ষণ ছিল বিচারের রায়ের ফলে, যে রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়বে তার প্রতি। তবে তার এ পরিকল্পনায় অনেক বন্দী জড়িয়ে পড়ে। একদিন জেলখানার লাইব্রেরীতে তারা শল-াপরামর্শ করছিল, এমন সময় পাহারাদাররা পালাবার উপকরণাদি আবিষ্কার করে ফেলে। জেল প্রশাসন বিষয়টি গোপনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে। সন্দেহ করা হয় যে, গুপ্তচররা জেলখানার শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এসব যন্ত্রাদি সেখানে রেখে গেছে। শেষ পর্যন্ত ডয়েস কারাগার থেকে না পারলেও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন থেকে ঠিকই পালাতে পেরেছিলেন।


প্রিলিমিনারী ডিটেনশন হাউজ,


হাঁটাহাঁটির ইয়ার্ড ও বারান্দা,




পার্ভাস, ট্রটস্কি ও ডয়েস

ডিসেম্বরে পরাজয়ের পর পার্টির উপদলীয় কোন্দল তীব্রভাবে দেখা দেয়। নতুন করে বিপ্লবের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাচারী ডুমা মূলতবী করা হয়। আমি এ নিয়ে একটি কৌশলগত পুস্তিকা লিখি। লেনিন বলশেভিক পাবলিশিং হাউজ থেকে এটি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে মেনশেভিকরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে একেবারেই কেটে পড়ে। তবে, বাইরের তীব্র উপদলীয় কোন্দল তখনও জেলখানায় পৌঁছেনি। জেল থেকে আমরা উভয় গ্রুপ যৌথভাবে সেন্ট পিটার্সবুর্গ সোভিয়েতের ওপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করি।



১৯০৬ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর সোভিয়েতের শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিচার শুরু হয় **স্টলিপিনের** সামরিক আদালতে। কোর্ট বিল্ডিংয়ের বারান্দা ও তার আশ-পাশ পরিণত হয় সামরিক ক্যাম্পে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের সমস্ত পুলিশও জড়ো করা হয়। কিন্তু বিচার শুরু হয় বেশ খানিকটা স্বাধীনভাবে। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার উদারপন্থী বিচারক উইটকে বিপ্লবের প্রতি দূর্বলতার দায়ে অপসারণ করতে চেয়েও পারেনি। প্রায় চারশো সাক্ষী তলব করা হয়; এবং দু'শতাধিক কোর্টে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেয়।

কল-কারখানার মালিক ও শ্রমিক, গোয়েন্দা-পুলিশের সদস্য, প্রকৌশলী, সেবাকর্মী, সরকারী কর্মচারী, সাধারণ নাগরিক, সাংবাদিক, ডাক বিভাগের কর্মী, পুলিশ প্রধান, জিমনেসিয়াম স্কুলের ছাত্র, পৌরসভার কাউন্সিলর, পাহারাদার, সিনেটর বা সংসদ, ডেপুটি, অধ্যাপক-শিক্ষক, সৈনিক, গু-া-পা-া সবাই লাইন ধরে কোর্টে সাক্ষ্য দেয়। তারা কোর্টের বিচারক, বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিলের জেরার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে আসামী পক্ষের উকিলরা প্রতি লাইনে লাইনে, প্রতি দমে দমে শ্রমিকদের সোভিয়েতের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের জেরা করেভ। ফলে, বিষয়টি সারা দেশে জনপ্রিয় আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। বিবাদীদের উকিলরাও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেন। আমি নিজেও বিপ্লবী আন্দোলনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। এভাবে বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য জনপ্রিয় করে দেশের সবাইকে জানানোর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমরা কোর্টের কাছে দাবী পেশ করি যে, অপেক্ষমান সাক্ষী সিনেটর লপুখিন (Lopukhin)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। তিনি ১৯০৫ সনের শরতে পুলিশ বিভাগে একটি ছাপাখানা চালু করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সংঘবদ্ধভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুটতরাজের জন্য প্রচারপত্র ছাপানো। আদালত আমাদের দাবী অগ্রাহ্য করে। আমরা আদালত বর্জন করি এবং আমাদেরকে জেলে ফেরত পাঠানোর হুকুম দিতে বিচারকদের বাধ্য করি । আমরা আদালত ত্যাগ করার পর পরই, আসামীপক্ষের উকিল, সাক্ষী এবং সাধারণ মানুষও আদালত থেকে চলে যায়। তখন কেবল বিচারকরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে একাই আদালত কক্ষে বসে আমাদের অনুপস্থিতিতে রায় দেন। এই অভূতপূর্ব বিচারের রায়ের ষাঁটালিপি প্রতিবেদন একমাস ধরে লেখা হয়। কিন্তু নিয়ম থাকলেও তা প্রকাশ করা হয়নি এবং আজও তার কোন হদিস মেলেনি। এই বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো আমি আমার বই '১৯০৫' এ উল্লেখ করেছি।

বিচার চলাকালে আমার বাবা-মাও কোর্টে উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের চিন্তা ও আবেগ ছিল দ্বিধান্বিত। যখন নিকোলায়েভে শিগোভস্কির বাগানে থাকতাম, আমার তখনকার কার্যকলাপ তারা ছেলেমানুষী ও বোকামী বলে মনে করতেন। এখানেও সেরকম কিছু হবে বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু এবার দেখলেন, আমি পত্রিকার সম্পাদক, শ্রমিকদের সোভিয়েতের চেয়ারপার্সন এবং লেখক হিসেবেও আমার খ্যাতি রয়েছে। বুড়ো দম্পতি এসব দেখে খুশীই হলেন। মা বিবাদী পক্ষের উকিলদের সাথে কথা বলা চেষ্টা করলেন, এই আশায় যে, তাদের কাছ থেকে আমার সম্পর্কে আরো অনেক প্রশংসনীয় কথাবার্তা শুনতে পাবেন। আদালতে আমার বক্তব্য পেশ করার সময় তিনি নীরবে কাঁদতেন, আমার বক্তব্য যে খুব এটা বুঝতে পারতেন, তা কিন্তু নয়। বিবাদী পক্ষের একদল এটর্নি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন দেখে তিনি জোরে জোরে কেঁদে উঠেন। আইনজীবিদের একজন বিচারকের কাছে আর্জি পেশ করলেন, আদালত যেন সাময়িক বিরতি ঘোষণা করা। তারা আমার সঙ্গে কথা বলবেন। এতে মনে হয় তারা আমার বক্তৃতা শুনে খুবই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই উকিলের নাম এ.জেড. জারুদ্‌নি; কেরেনস্কি সরকারে তিনি বিচারমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে আমাকে জেলে পুরেছিলেন। কিন্তু এটা ঘটে দশ বছর পর।

আদালতের মধ্য-বিরতির সময় এই বুড়ো মানুষগুলো আমার প্রতি খুবই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। মা এসব দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস করলেন, আমার যে কেবল সসম্মানে খালাস মিলবে, তাই নয়, বিশেষ কোন

প্রশংসাসূচক তক্‌মাও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। আমি তাকে বোঝালাম যে, কঠোর সশ্রম কারাদ-ের রায় শোনার জন্য যেন তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হন। এসব দেখে-শুনে কিছুটা ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে আমার থেকে চোখ সরিয়ে উকিলের দিকে তাকালেন এবং বুঝতে চেষ্টা করলেন আমার কথা কতখানি সত্যি হবে। আমার বাবা মলিন, খুশী, হতোদ্যম ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নিশ্চুপ রইলেন।

সকল মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে বাধ্যতামূলক নির্বাসন দেয়া হোল। এটি ছিল তুলনামূলকভাবে কোমল শাস্তি। আমরা ভেবেছি আরো কঠোর কিছু আশা হবে। তবে ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম প্রশাসনিক নির্বাসন। এবারের বাধ্যতামূলক নির্বাসন তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই শাস্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য এবং প্রতিবার পালানোর চেষ্টা করলে তার জন্য শাস্তি অতিরিক্ত তিন বছর কঠোর সশ্রম নির্বাসন ।

১৯০৭ সনের জানুয়ারীর ৩ তারিখে আমার স্ত্রীকে লিখলাম:

'প্রায় দু'তিন ঘন্টা হল আমরা বদলী জেলে এসেছি। অস্বীকার করব না ডিটেনশন হাউজের সেলে বেশ আরামেই ছিলাম। সেখানকার ছোট ঘরটিতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। করবার মত অনেক কাজ ছিল। আমরা জানতাম বদলী জেলে আমাদের সবাইকে একই সেলে রাখা হবে। এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কি হতে পারে? অতঃপর– সেই পরিচিত নোংরামি, হই-চই, এবং পরিশেষে নির্বোধ হতচ্ছাড়ার মতো নির্বাসনস্থলের দিকে যাত্রা। জানি না, কতদূরের পথ কতদিন ধরে পাড়ি দিয়ে বরাদ্দস্থলে পৌছব! এবং কে জানে কবে ফিরে আসতে পারব? তার চেয়ে ৪৬২ নম্বর সেলে থাকা কতই না ভাল ছিল; পড়তাম, লিখতাম আর তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করতাম!

আমাদেরকে বিনা নোটিশে হঠাৎ করে আজ এখানে আনা হয়। রিসেপশন হলে নতুন কয়েদীর পোষাক পরতে দেয়া হয়। আমরা স্কুল ছাত্রদের মতো কৌতুহল নিয়েই তা পরি। ধূসর রঙ্গের ট্রাউজার, ধূসর কোট, ধূসর টুপি পরে একে অন্যের দিকে তাকাই আর মজা করি। তবে এতে এক অতুলনীয় আনন্দ ছিলো তো বটেই! আমাদের শুধু নিজেদের অন্তর্বাস আর বুটজুতো রাখতে দেয়া হোল। নতুন পোষাক পরে বেশ আনন্দ আর উত্তেজনায় ভর দিয়ে যার যার পুরনো সেলে ফিরে এলাম।'

পায়ের বুটজুতো রেখে দেয়ার সুযোগ পাওয়া ছিল আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক বুটের তলায় ছিল আমার একটি সুন্দর পাসপোর্ট এবং উভয় হিলের ভেতর ছিল বেশ ক'টি সোনার চাক। আমাদের সবাইকে পাঠানো হবে সুমেরু বৃত্তের বহু দূরে মধ্যে *অবদর্স্ক গ্রামে (Obdorsk)। অবদর্স্ক থেকে রেল-লাইনের দূরত্ব ১৫০০ ভার্স্ট, এবং সবচেয়ে নিকটতম টেলিগ্রাফ স্টেশনের দূরত্ব ৮০০ ভার্স্ট। ডাক আসে প্রতি পনের দিনে একবার। বসন্তে ও শরতে পথঘাট ভাল না থাকলে মাসেও একবার আসে না। * *১৯৩৩ সনে নাম হয় সালেখার্দ (Salekhard)।*

ভ্রমণ পথে আমাদের জন্য ব্যতিক্রমী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে দেয়া সেনা কনভয়ের কর্তব্যরত সার্জেন্ট, তার খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে, আমাদের দ-িত অপরাধীদের গাড়িতে এসে, সুন্দরতম বিপ্লবী কবিতা আবৃতি করতেন। তাই তাদের ওপর নির্ভর করা হয়নি। আমাদের গাড়ির সঙ্গে দেয়া হয় এক প্লাটুন গোয়েন্দা পুলিশের এক কনভয়। তারা প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে ঘিরে রাখত। তবে জেল কর্মীরা আমাদের সাথে সর্বোত্তম সহৃদয় আচরন করেন। বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব তখনও ভারসাম্য অবস্থায়, কেউ বলতে পারেনা কোন পক্ষ জিতবে। সামরিক বহরের কর্তা ব্যক্তিটি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ আমাদের দেখিয়ে বললেন যে, তাকে আইনানুযায়ী বন্দীদের হ্যান্ডকাফ না পরানোর ক্ষমতা দিয়েছে।

ভ্রমণরত অবস্থায় ১১ জানুয়ারী আমি আমার স্ত্রীকে লিখি:

'অফিসার যদি ভদ্র এবং সুবিবেচক হয়, তবে নিম্নপদস্থরা হয় অধিক বিনয়ী । কর্তব্যরত সৈন্যরা প্রায় সবাই আমাদের বিচারের রিপোর্ট পত্রিকায় পড়েছেন, এবং তারা আমাদের প্রতি সর্বোত্তম সহানুভুতিশীল ছিলেন। সৈনিকরা প্রথমে জানতই না, কাদেরকে কোথায় কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। শেষ মূহুর্তে জেনেছে। তাদেরকে হঠাৎ করে মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে বদলী করা হয়। তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে হয়তো মৃত্যুদ- প্রাপ্ত বন্দীদেরকে স্কলুসেলবুর্গে নিয়ে যেতে হবে। বদলী জেলের অভ্যর্থনা হলরুমে জেনেছি যে, আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োজিত দলটি খুব খুশী। দুর্ব্যবহার দূরের কথা, তারা খুবই উদ্বিগ্ন থাকতো যে, কোন আচরণের জন্য যেন তাদের বদনাম না হয় বা অপরাধবোধে ভুগতে না হয়। তাদের এই অভাবনীয় মনোভাব সব ট্রেনে জানলাম। গোয়েন্দা পুলিশের কনভয়ের কাউকে কখনো দেখার সুযোগ পাইনি। তারা কেবল বাইরে পাহারা দিত আমাদের কাছে আসতো না। কোন ষ্টেশনে কনভয়ের বহর থামলে,তারা তাকে ঘিরে চারদিকে পাহারায় থাকতো। দেখে মনে হোত যেন, তাদের বিশেষ নজর কনভয়ের পাহারারত সৈন্যদের প্রতি।'

কনভয়ের সৈনিকরা চলার পথে আমাদের চিঠিগুলো গোপনে ডাকবাক্সে ফেলত।

রেলপথে আমরা টিউমেন পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে যাত্রা শুরু হয় ঘোড়ার গাড়িতে। চৌদ্দজন বন্দীকে পাহারা দেয়ার জন্য ৫০ জন সৈনিক, সঙ্গে একজন ক্যাপ্টেন, একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং একজন পুলিশ

সার্জেন্ট নিয়োগ করা হয় । বহরে ছিল প্রায় চল্লিশটি স্লেজ । যাওয়ার পথ অব নদীর কোল ঘেঁষে টিউমেন থেকে **তবল্স্ক** (Tobolsk) হয়ে । আমি আমার স্ত্রীকে লিখি, 'প্রতিদিন আমরা যাচ্ছিলাম নব্বই থেকে একশো ভার্স্ট উত্তরে । তার মানে, প্রায় এক ডিগ্রি । এই অবিরত উত্তরের যাত্রায় আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিস্ময়করভাবে কমে আসছিল । প্রতিদিন আমরা এক ডিগ্রী করে নীচে নামছি আর শীত ও বর্বরতার রাজত্বে প্রবেশ করছিলাম যেন ।'

বেরেজভ-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য



নির্বাসন যাত্রার তেত্রিশতম দিন ১২ ফেব্রুয়ারীতে আমরা টাইফাস আক্রান্ত জেলাগুলো পার হয়ে **বেরেজভ (Berezov)** পৌঁছলাম । সম্রাট পিটারের ডান-হাত বলে খ্যাত রাজকুমার মেনশিকভ এক সময় এখানে নির্বাসনে ছিলেন । বেরেজভে দু'দিনের বিরতি ঘোষণা করা হলো । অবদর্স্কে যেতে আরো ৫০০ ভার্স্টের মত পথ পাড়ি দিতে হবে । আমরা মুক্ত মানুষের মত এদিক-সেদিক ঘুরলাম । পালাতে পারি এই আশংকা আমাদের অভিভাবকদের মনে ছিল না । কারণ, ফেরার একমাত্র পথ অব নদী তীরবর্তী টেলিগ্রাফ লাইন ধরে, তাই যে কোন পলাতককে ধরা খুব সহজ । বেরেজভে থাকতেন সদর আমিন রস্কোভস্কি । তার সঙ্গে পরিচিত হলাম । তার কাছে এখান থেকে পালাবার উপায় জেনে নিলাম । তিনি বললেন, চুসভা (Chusovaya) নদীর তীর ধরে সোজা পশ্চিমে উরাল পার্বত্যাঞ্চলের (Urals) দিকে যাওয়া যায় । প্রথমে, হরিণের শ্লেজগাড়িতে বিস্তীর্ণ খনি এলাকা পার হতে হবে । তারপর সরু রেলপথে বগস্লভস্কি খনি দিয়ে কুশভা গিয়ে পার্ম লাইনের জংশনে পৌঁছতে হবে । তারপর– পার্ম, ভিয়াটকা, ভলোগ্ডা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, হেলসিংফোরস... যেদিকে খুশী চলে যাওয়া যায় ।

তবে, চুসভা নদীর তীরে নির্দিষ্ট কোন সড়ক নেই । বেরেজভের পরে বাকিটা পুরো বন । হাজার হাজার ভার্স্ট ব্যাপী কোন পুলিশ নেই এবং একজন রুশও সেখানে থাকেনা, কোথাও কোথাও শুধু **অস্টিয়াক কুটির** (Ostyak huts) । কোন টেলিগ্রাফের চিহ্ন নেই । পথে ঘোড়াও পাওয়া যায় না কারণ পথটা হরিণদের । পুলিশ কাউকে ডিঙ্গিয়ে ধরতে পারবে না । কিন্তু বনের মধ্যে হারাবার এবং বরফে চাপা পড়বার সম্ভাবনা থাকে । তদুপরি, সময়টা ফেব্রুয়ারী মাস– প্রবল ও ভয়ংকর তুষার ঝড়ের সময় ।



আমাদের বন্দীদলের একজন, ডক্টর ফেইট, বুড়ো বিপ্লবী আমাকে শেখালেন কি করে **কটির ব্যথার** (Sciatica) ভান ধরতে হয়, যাতে আরো কয়েকদিন বেরেজভে থাকা যায় । আমি বেশ সাবধানে পরিকল্পনা করে সফল হলাম । কটির ব্যথা সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করার কোন উপায় নেই । আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হোল । সেখানকার প্রশাসন আমার ওপর তেমন কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করল না । ডাক্তার আমাকে হাঁটার জন্য উৎসাহ দিতেন । আমি যখন 'ভাল' বোধ করতাম তখন এক নাগাড়ে অনেক্ষণ বাইরে থাকতাম । আগেই বলেছি, বছরের এ সময়ে কেউ পালাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না ।



আমি মনস্থির করলাম । উরাল পার হয়ে সোজা পশ্চিমে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম । রস্কোভস্কি একজন স্থানীয় চাষীর পরামর্শ নিলেন । তার ডাকনাম 'ছাগলের ঠ্যাং' । এই শুকনো ও বুদ্ধিমান খাটো মানুষটি, নিতান্ত অনাগ্রহে আমার পালাবার উপায় ঠিক করলেন । পরে জেনেছি, এজন্য তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল । অক্টোবর বিপ্লবের পর আমি তার খোঁজ নেই । তখনও তিনি জানতেন না, দশ বছর আগে কাকে তিনি পালাতে সাহায্য করেছিলেন । ১৯২৩ সনে তিনি আমাকে দেখার জন্য মস্কো আসেন । আমি খুব আন্তরিকতা নিয়ে তাকে সমাদর করি । তাকে 'লাল বাহিনীর' পুরো এক সেট ইউনিফর্ম দিই, থিয়েটার দেখাই, বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মস্কো নগরী ঘুরে দেখাই এবং একটি গ্রামোফোন সেট সহ বেশ কিছু উপহার সামগ্রী দেই । তিনি খুশি মনে তার উত্তরের ঠিকানায় চলে যান এবং তার অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান ।

বেরেজভ থেকে হরিণের ওপর ভর করই ভ্রমণ শুরু করতে হোল । এ সময়টা ঝুঁটিপূর্ণ হওয়ায় ভ্রমণ গাইড পাওয়া যাচ্ছিল না । যাহোক, শেষে 'ছাগলের ঠ্যাং' এর অক্লান্ত চেষ্টায় একজন চালাক-চতুর, সাহসী এবং অভিজ্ঞ জাইরিয়ান পাওয়া গেল । জাইরিয়ানরা সাধারণত এমনই হয় ।

'সে কি মদখোর?

'অবশ্যই! ভয়ানক মদখোর। তবে সে রুশ ও জাইরিয়ান উভয় ভাষাতেই স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারে এবং অস্টিয়াকের সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি আঞ্চলিক উপভাষায়ও কথা বলতে পারে। সে খুবই চালাক, তার মতো আরেকটি পাওয়া যাবে না।' এই চৌকষ লোকটি শেষ পর্যন্ত 'ছাগলের ঠ্যাং'কে রেহাই দিয়ে আমাকে সফলভাবে পালিয়ে যেতে সাহায্য করল। (আমার '১৯০৫' শীর্ষক বইতে এই অংশটি ইচ্ছাকৃত করেই ভিন্নভাবে লিখেছি। সে সময় সত্য কথা বলার মানে ছিল জারের পুলিশকে আমার ঘর-বাড়ি চিনিয়ে দেয়া। আজও আমি আশা করি স্টালিন তাদেরকে ধরে এনে জেলে পুরবেন না, বিশেষ করে যেহেতু তাদের শাস্তির মেয়াদ পার হয়ে গেছে এবং যেহেতু আমার পলায়ন প্রক্রিয়ার শেষ দিকে লেনিন নিজে আমাকে পালাতে সাহায্য করেছেন, সে কথায় পরে আসছি)।

যাওয়ার দিনক্ষন ঠিক হোল রোববার মাঝরাতে। সেদিন সরকারী কর্মীদের থিয়েটার দেখা বা একটু আমোদ-প্রমোদের দিন এবং তারা তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমি ব্যারাকে এলাম, তখন থিয়েটার চলছিল, স্থানীয় পুলিশ প্রধানের সাথে দেখা করে বললাম যে, আমি আগের চেয়ে বেশ ভাল বোধ করছি এবং খুব তাড়াতাড়িই অব্দর্স্কের দিকে যাত্রা করতে চাই। এটি ছিলো স্রেফ ধোঁকাবাজি, তবে সে সময় খুবই দরকারী।

গীজার্য় বারোটার ঘন্টা শুনে, আমি চুপে চুপে 'ছাগলের ঠ্যাং' এর বাড়িতে হাজির হলাম। **শ্লেজগাড়ি** অপেক্ষায় ছিল। আমি সোজা নীচে লম্বা হয়ে আমার ফারকোট বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম; 'ছাগলের ঠ্যাং' তার উপর বরফজমা খড় বিছিয়ে, তার সঙ্গে আমাকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে দিল। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। খড়ের বরফ গলে গলে হিম জলের ফোঁটা আমার মুখে পড়তে লাগলো। কয়েক ভার্স্ট যাওয়ার পর আমরা থামলাম। 'ছাগলের ঠ্যাং' খড়ের গাদায় বাঁধন খুলে দিল এবং আমি বেরিয়ে এলাম। তার সে বাঁশী বাজালো।



কয়েকজন বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলল– কিন্তু হায়! সবাই মদ খেয়ে বেঁহুশ। জাইরিয়ানও মাতাল ছিল এবং সে তার কয়েক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছিল। শুরুটা খারাপই বলতে হয়, কিন্তু উপায় ছিল না। আমি আমার হাল্কা বোঝা নিয়ে একটি হালকা হরিণ-শ্লেজে উঠলাম। আমার দু'টি ফারকোট ছিল– গায়ে একটির ওপরে আরেকটি দিলাম– **পুরু পশমী** মোজা, পশমী বুট, ডাবল লাইনের পশমী টুপি এবং হাতে পশমী দস্তানা; একথায় শীতের পোষাকে পুরোপুরি একজন অস্টিয়াক সাজলাম। এছাড়া আমার ব্যাগের ভেতর কয়েক বোতল সুরা নিলাম, বরফের মরুভূমিতে বিনিময়ের এটি একটি সেরা মাধ্যম।



সেভারচেকভ তাঁর স্মৃতিকথায় রেখে যান:

'বেরেজভ শহর থেকে আগুনের মশাল নিয়ে বাইরের দিকে তাকালে কমপক্ষে এক ভার্স্ট চারিদিকে সাদা বরফের খোলা প্রান্তর দেখা যায়। পুলিশ চাইলে কেবল কর্তব্যরত ফায়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারে রাতে শহর থেকে কেউ বাইরে গেল কি না। যেহেতু আমরা আগেই বুঝেছিলাম, এই পালিয়ে যাওয়ার চিহ্ন খুঁজে বের করা যাবেই। এই অনুমান থেকে রস্কোভস্কি একজন স্থানীয় লোককে দিয়ে তবলস্ক রোড ধরে একটি জবাই করা বাছুর বহন করে আনতে পাঠালেন। দু'দিন পরেই ট্রটস্কির পালিয়ে যাওয়া আবিস্কৃত হলো এবং কাটা বাছুরের খোঁজে ছুটে পুলিশের আরো দু'দিন সময় নষ্ট করল।'

তবে আমি এটা জানতে পাই বহুদিন পরে।

আমরা চুসভা নদীর কূল ধরে চলতে থাকি। আমার গাইড শ্লেজের জন ্যযে হরিণটি কিনেছে, সেটি ছিল বড় পালের। তাই, প্রথম দিকে চলতে চলতে মাতাল ড্রাইভার বার বার ঘুমিয়ে পড়লে হরিণটিও থেমে দাঁড়িয়ে থাকতো। এটা আমাদের উভয়ের জন্যই সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তখন আমি তার মাথার টুপি খুলে নিলাম। এতে তার চুল খুব তাড়াতাড়িই বরফে ঢেকে যেত এবং সেও নেশা কেটে স্বাভাবিক হতে থাকলো।



আমাদের গাড়ি চলতে থাকে। এ ছিল এক চমকপ্রদ **শ্লেজ গাড়ি** চড়া ভ্রমণ। অক্ষতযোনি কুমারী মেয়ের মত তাজা বরফে ঢাকা ফার বৃক্ষরাজি

আর শুধু বন্য প্রাণী আর শ্লেজের হরিণের পদচিহ্ন দেখা যায়। হরিণের চলার স্বাভাবিক ছন্দময় গতি আমাদের সজীব করে রাখলো। তারা তাদের জিহ্বা একপাশে বের করে ঘন ঘন শ্বাস নিত ছন্দময় চু-চু-চু-চু শব্দে। পথ ছিল সরু। প্রাণীগুলো গা ঘেঁষে ঘেঁষে দলবেঁধে ছুটতো। অবাক কান্ড যে, কেউ কারো উপর পা তুলে দিত না বা হুমড়ি খেয়েও পড়তো না। অদ্ভূত প্রাণী, তাদের ক্ষুধাও নেই ক্লান্তিও না! আমাদের হঠাৎ করে যাত্রা শুরু করার কারণে চব্বিশ ঘন্টা আগে থেকে তাদের খাবার দেয়া হয়নি এবং আমাদের যাত্রা শুরু করার পর থেকে আরো চব্বিশ ঘন্টা তাদের খাবার নেই। ড্রাইভারের নির্দেশ মত হরিণগুলো থেমে থেমে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল। তারা একতালে দৌড়ায় অনায়াসে ৮-১০ ভার্স্ট প্রতি ঘন্টায়। তারা নিজেদের খাবার খুঁজে নেয়। তাদের ঘাড়ের কাছে এক গুচ্ছ কাঠের গুঁড়ি বাঁধা থাকে, সেগুলো কিছুটা ঢিলে করে দেয়া হয়। তখন তারা এমন একটা জায়গা পছন্দ করে, যেখানে বরফের নীচে শ্যাওলা খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর তাদের পায়ের খুর দিয়ে বরফ সরিয়ে শ্যাওলার নাগাল পাওয়া পর্যন্ত গর্ত করে, সেখানে কান পর্যন্ত ঢুকে যায় এবং নিজে নিজে খায়। একজন বৈমানিক যেমন সমুদ্রের কয়েক ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলার সময় তার মটরের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় আমিও তেমনি এই প্রাণীগুলোর জন্য অনুভব করলাম।

তিন হরিণের দল-নেতা খোঁড়া হয়ে যায়। এতে আমরা হতোদ্যম হয়ে পড়ি। তাকে বদলানো প্রয়োজন। আমরা আশে-পাশে কোন **অস্টিয়াকের** বসতি খুঁজতে থাকলাম। দু'একটি পাওয়া গেলে কিন্তু অনেক ভার্স্ট দূরে দূরে। আমার গাইড এক ইন্দ্রিয়াতীত সঙ্কেত থেকে কয়েক ভার্স্ট দূরে একটি ক্যাম্পের সন্ধান পেলেন, ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকে তিনি তা নির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। হরিণের পরিবর্তন করতে গিয়ে আমাদের পুরো একদিন নষ্ট হোল। তবে অন্যদিক থেকে আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, উষালগ্নে একটি সুন্দর জিনিষ দেখতে পেলাম! তিনটি অস্টিয়াক, কতগুলো বুনো হরিণের গলায় লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে পূর্ণ বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। কয়েকশো হরিণের এক পালের মধ্যে থেকে এগুলো তারা এরই মধ্যে চিহ্নিত করে আর কুকুরগুলো হরিণদের তাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের সমস্যার সমাধানই হোল।



আমরা আবার চলতে শুরু করি, বৃক্ষরাজি শোভিত বন, বরফ-ঢাকা ডোবা-নালা এবং আগুনে পোড়া বিশাল অরণ্যের ভেতর দিয়ে। বরফের ওপর বসে বরফকে গরম করে চা বানিয়ে খেয়েছি। আমার গাইডের পছন্দ শরাব। আমি দিয়েছি কিন্তু যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে ভুল করিনি।

(২)

সবসময় দেখতে এক রকম মনে হলেও, পথ যে অবিরাম বদলে যাচ্ছে হরিণরাও তা বুঝতে পারে। আমরা এখন একটি খোলা মাঠ দিয়ে যাচ্ছি। এটি নদী ও বার্চ বৃক্ষ বনের মাঝখানে। রাস্তা খুব ভয়ংকর খারাপ। আমাদের ফেলে আসা সরু পথ দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। বাতাসের তোড়ে তৃতীয় হরিণটি বার বার পথ হারাচ্ছিল। সে পেট অব্দি এমনকি তারও বেশী বরফে ডুবে যেতে থাকে। তাই বেপরোয়াভাবে লাফ-ঝাপ দিয়ে কখনো রাস্তায় উঠতে চায়, কখনো মাঝখানেরটা পেছন থেকে গুঁতো দিয়ে তাদের নেতাকে পথের বাইরে নিয়ে যায়। আরেক জায়গায় সূর্যের তাপে রাস্তার বরফ গলে চলার জন্য এত অসুবিধা সৃষ্টি করে যে, সামনের শ্লেজের শক্ত লম্বা ফিতা দু'বার ছিঁড়ে যায় এবং প্রতিবারই পথে বসে যায়। বহু কষ্ট করে সেটাকে আবার ঠিক করতে হয়। প্রথম দু'বার বাধা প্রাপ্ত হয়ে হয়ে ছুটতে গিয়ে হরিণরা মনে হয় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এখন সূর্য ডুবেছে, রাস্তার বরফ জমে শক্ত হয়েছে। ড্রাইভিংও অনেক সহজ হয়েছে। ড্রাইভার জানালো রাস্তা নরম তবে থকথকে নয়। এমন হলেই চলা সুবিধাজনক। হরিণরা তাদের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দে নিঃশব্দে আয়েশে শ্লেজ টানতে থাকল। শেষে পর্যন্ত তৃতীয় হরিণটাকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আমরা বাধ্য

হই এবং পেছনে বেঁধে নেই। কারণ সহজ গতিতে চলতে থাকলে তারা এদিক সেদিক লাফঝাপ দিতে থাকে এবং এমন হলে করে শ্লেজ গাড়িটা ভেঙ্গে যায়। শ্লেজ গাড়িটি স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশব্দে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল ঠিক স্বচ্ছ সরোবরের নৌকার মতো। গোধূলীর আলোয় যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে, বৃক্ষরাজির উদার বনকে মনে হয় আরো বিশাল। আমি রাস্তা দেখতে পাইনা; তাই শ্লেজের চলা মোটেই সরাসরি বোঝা যায় না। মনে হয়, মন-মুগ্ধকর বৃক্ষরাজি আমাদের দিকে ধেয়ে আসে। দু'পাশের বন পেছনে ছুটে চলে। সরু সরু বার্চগাছ এবং পুরনো গাছের কাটা গুঁড়ি বরফে ঢাকা, যেন উড়ন্ত বিমানের শোভাযাত্রার মত সাঁই করে পার হয়ে যায় আমাদের পাশ দিয়ে। সবকিছুই রহস্যময়। রাতের বুনো নিঃস্তব্দতা ভেঙ্গে হরিণদের শ্বাস-প্রশ্বাসের চু-চু-চু-চ শব্দই কেবল অনুরণিত হয়।

এই ভ্রমণটি চলে এক সপ্তাহ যাবত। আমরা ৭০০ কিলোমিটার পার হয়ে উরাল পর্বতমালার কাছাকাছি এসে



পৌঁছি; এখন আমরা পুরো ট্রেন ভরা শ্লেজ গাড়ির বহর অহরহ দেখতে পাই। আমি **ব্যারন টল** (Baron Toll)-এর মেরুদেশীয় অভিযাত্রী দলের সদস্য এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারের ভান করি। উরালের কাছে আমরা একজন ক্লার্কের মুখোমুখি হই। তিনি এই অভিযানের উপর কাজ করতেন এবং দলের সব সদস্যকে চিনতেন। তিনি আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলার মত অবস্থা। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ততোটা মিতাচারী বা সংযমী ছিলেন না। আমি আমার সঙ্গে নেয়া এক বোতল র‍্যাম দিয়ে এই নাজেহাল অবস্থা থেকে রেহাই পাই। তারপর সবকিছু সুন্দরভাবেই চলে। উরালে এসে পৌঁছার পর আমি ঘোড়ায় চেপে যাত্রা শুরু করি। এমন আমি একজন শুল্ক নিয়ন্ত্রক সরকারী কর্তার বেশ ধরি, যিনি তার উপর ন্যস্ত জেলা জরীপের কাজ তদারক করছেন। শেষ পর্যন্ত ন্যারো-গেজ রেল সড়কে এসে পৌঁছি। গোয়েন্দা পুলিশ রেলস্টেশনে উদাসীনভাবে তাকালো, আমিও নিজেকে আমার অস্টিয়াক লোমশ চামড়ার কোট দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলাম।

স্থানীয় উরাল লাইনে তখনও আমার অবস্থা তত নিরাপদ নয়, ঐ লাইনে প্রত্যেক আগন্তুককেই চোখে চোখে



রাখা হয়। তবলস্ক থেকে তারবার্তার মাধ্যমে নির্দেশ জারী করা হলে আমি সহজেই ধরা পড়তে পারি। আমি বেশ ভয়ে ভয়েই এগুচ্ছিলাম। কিন্তু, একদিন বাদে পার্ম রেলওয়ের একটি আরামপদ কামরায় নিজের আসন পেয়ে, তক্ষুনি ধড়ে প্রাণ এল যে, আমি বোধ হয় জয়লাভ করেছি। **ট্রেন** সেই একই স্টেশন দিয়ে চলতে থাকলো, মাত্র অল্প কিছু দিন আগে যে স্টেশনে ভাব-গম্ভীর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আমাদেরকে রিসিভ করেছিল গোয়েন্দা পুলিশ, গার্ড ও স্থানীয় পুলিশ প্রধান। কিন্তু এখন আমার পথ চলা ভিন্ন দিকে এবং আমি ভিন্ন এক আবেগে। খালি গাড়ি প্রথম কয়েক মিনিটেই হয়ে গেল খুবই জনাকীর্ণ এবং শ্বাসরুদ্ধকর। আমি সামনের প্লাটফর্মের দিকে চলে গেলাম। ঝোড়ো বাতাস বইছিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুক্তির আনন্দে এক মহা চিৎকার ধ্বনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমার বুকে বেজে উঠল।

পরবর্তি স্টেশন থেকেই আমি আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে স্টেশনের জংশন-পয়েন্টে আমার জন্য অপেক্ষায় থাকতে বলে দিলাম। তার জন্য ছিল এটি অপ্রত্যাশিত। কারণ বেরেজভের দিকে আমাদের ভ্রমণ একমাসের বেশি হয়নি, তাই তিনি অবাক হলেন! সেন্ট পিটার্সবুর্গের পত্রিকাগুলো উত্তরা পথে আমাদের ভ্রমণকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিদিন খবর দিচ্ছিল। সবাই ভেবেছিল আমি অবদর্স্কের দিকেই যাচ্ছি। মাত্র ১১ দিনেই আমি ফেরত আসি। স্বাভাবিকভাবেই, সেন্ট পিটার্সবুর্গের কাছে আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আমার স্ত্রীর কাছে ছিল এক বিশাল অযাচিত পাওনা। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল এবং সময়মতোই নির্দিষ্ট স্থানে আমাদের আবার মিলন হোল। ঘটনাটি সেদোভা বর্ণনা করলেন এভাবে:

'আমি তখন আমার নবজাতক শিশুপুত্রকে নিয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গের কাছে একটি ফিনিশ গ্রাম টেরিওকিতে থাকি। এমন সময় অপ্রত্যাশিত টেলিগ্রামটি পেয়ে আমি আনন্দে ও উত্তেজনায় আত্মহারা হওয়ার মতো অবস্থা। সেদিনই একটি এল.ডি.র লম্বা চিঠিও পাই। তিনি নির্বাসনে যাওয়ার পথে লিখেছেন। ভ্রমণ পথের বর্ণনা ছাড়াও, তিনি আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যেন অবডর্স্ক থেকে যাওয়ার, উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বই নিয়ে যাই সঙ্গে। এখন দেখা যায় যেন তিনি মত

পাল্টেছেন এবং কোন রহস্যজনক উপায়ে ফিরে আসছেন এবং ট্রেন বদলের জংশনে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন/রেখেছেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে টেলিগ্রামে স্টেশনের নামটি ছিল না। পরদিন আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গে গিয়ে রেলওয়ে গাইড বইয়ের সাহায্যে কোন স্টেশনের টিকেট বুক করব, তা খুঁজে বের করি। আমি ভিয়াটকা স্টেশনের টিকিট নিয়ে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করলাম। সব-সময় ভয়ে ভয়ে ছিলাম কোন দূর্ঘটনায় না পড়ি। তবে নিশ্চিত ছিলাম দেখা হবেই।



কোন স্টেশনে ট্রেন ক্রস করবে, পথে জেনে মুখস্ত করে রেখেছিলাম। স্টেশনের নাম সামিনো। পরদিন সকালে দু'টো ট্রেনই যথাস্থানে থামল। আমি স্টেশনে নেমে অপর ট্রেনটি খুঁজতে থাকি। কাউকে দেখি না। একের পর এক পর কামরায় খুঁজে ফিরি। হঠাৎ এক কম্পার্টমেন্টে এলডি-র ফারকোট চোখে পড়ে। লাফ দিয়ে উঠি, দৌড়ে যাই এলডির কাছে। তিনি আমাকে খুঁজছিলেন। টেলিগ্রাফে স্টেশনটির নাম না দেয়ার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করবেন বলে ক্ষুব্ধ হলে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করি। আমরা দু'জনে কম্পার্টমেন্টের আসনে বসে একসাথে যাত্রা শুরু করি। আমি তার বাঁধভাঙ্গা আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি তাকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম কারণ, ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির ঝুঁকি তখনও ঝুলছে। কিন্তু তিনি পুরো খোলামেলা, উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত, বললেন এটাই তার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।'

স্টেশন থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম সেন্ট পিটার্সবুর্গে আর্টিলারি স্কুলে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুর বাসায়। আমি ডা.লিটকেন্সের পরিবারের মত ভয়ে এমন চমকে উঠতে আর কাউকে দেখিনি। আমি বিশাল ডাইনিংরুমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারা আমার দিকে ভূত দেখার মত হা করে চেয়ে থাকল শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায়। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম, চুমু খেলাম তারপরও তাদের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, তারা এমনই অবাক হোল। অনেক পরে তারা সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝলো এ সত্যিই আমি। আজও আমি সুর্যের মতো স্মৃতিময় সেই কয়েকটি ঘন্টা টের পাই। কিন্তু তখনও আমি বিপদমুক্ত নই। ডাক্তারই প্রথম একথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, বেরেজভের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফ করে আমার পলায়নের কথা জানিয়ে দিয়েছে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অনেক লোকের কাছে আমি সুপরিচিত। এজন্য সোভিয়েত প্রতিনিধি হিসেবে আমার কর্মকা-কে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাই, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সস্ত্রীক ফিনল্যান্ড চলে যাব। সেখানে বিপ্লবের বিজয়ের রেশ এখান থেকেও দীর্ঘস্থায়ী হবে। সবচেয়ে বিপদজনক স্থানটি ছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গে অবস্থিত ফিনিশ টার্মিনাল। ট্রেন ছাড়ার আগে কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের গাড়ীতে ঢুকে যাত্রীদের পরখ করে গেল। আমার স্ত্রী ঢোকার দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন এবং যেন আমি তার চোখ দেখেই বুঝতে পারি কি বিপদ আসছে। কয়েক মিনিট ভয়ানক আতংকে কাটলো। পুলিশ আমাদের দিকে উদাসীনভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর চলে গেল।

লেনিন এবং মার্তভ বহু আগে সেন্ট পিটার্সবুগ ছেড়ে ফিনল্যান্ডে চলে গেছেন। স্টকহোম কংগ্রেসে দুই উপদলীয় ফাটল বন্ধ হয়েছিল কিন্তু আবারও বিচ্ছেদের ঘন্টা বাজছে। বিপ্লবের জোয়ার তখনও ভাটার দিকে। মেনশেভিকরা ১৯০৫ সালের পাগলামীর ভুল স্বীকার প্রত্যাহার করে। বলশেভিকরা কোন কিছুর জন্য ভুল স্বীকার করেনি। তারা বরং নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। লেনিন ও মার্তভ পাশের গাঁয়েই থাকতেন, আমি দু'জনের সাথেই দেখা করি। মার্তভের থাকার ঘর আগের মতোই অবর্ণনীয় অগোছালো। এক কোণে খবরের কাগজের স্তুপ, মানুষের চেয়েও উঁচু। আমার সঙ্গে কর্থা বলার সময়ও তিনি যখন-তখন কাগজের স্তুপে ডাইভ দিয়ে তার পছন্দের প্রবন্ধ খুঁজছিলেন। তার টেবিলের ওপর সিগারেটের ছাই আর পা-ুলিপি জড়াজড়ি করে আছে। পাতলা নাকের ওপর ডান্ডা ছাড়া চশমা জোড়া ঝুলছিল, যা কখনো ভালভাবে পরিস্কার করা হয় না। মার্তভের খুবই চমৎকার ও সুক্ষ্ম, অনেক আইডিয়া আছে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়াটি খুঁজে বের করা কঠিন; তাই তিনি বলতে পারতেন না, কখন কি করতে হয়।

লেনিনের ঘর সাজানো-গোছানো ছবির মত সুন্দর। তিনি ছিলেন অধুমপায়ী। দরকারী পত্রিকাগুলো আলাদা করে হাতের কাছে রাখা। সর্বোপরি তার সদা গম্ভীর চেহারায় অসাধারণ এক অদম্য ইচ্ছার প্রকাশ যে, তিনি শুধু অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় আছেন। বিপ্লবের জোয়ার কিংবা ঝড়ের পূর্বে নিস্তবধতা আদৌ আবার ফিরে আসবে কি না তখনও পরিস্কার নয়। ঘটনা যাই ঘটুক, সংশয়বাদীদের হটানো, ১৯০৫ সনের অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, বিপ্লবের নতুন জোয়ার অথবা দ্বিতীয় বিপ্লব ফিরে এলে তাকে ধরে রাখার জন্য র‍্যাংক এন্ড ফাইলকে সুশিক্ষিত করে তোলা সমান জরুরী। লেনিন আমার জেলের লেখাটি সপ্রশংস অনুমোদন করলেন,

তবে উপসংহার না টানার জন্য এবং বলশেভিকদের সম্পর্কে খুঁটি-নাটি ব্যাখ্যা না করার কারণে ভর্ৎসনাও করলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন। আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তখন তিনি আমাকে হেলসিংকির তাঁর কয়েকজন বন্ধুর ঠিকানা দিয়েছিলেন, যা আমার কাছে তখন গুরুত্বহীন মনে হলেও পরবর্তীতে অমূল্য সম্পদ বলে প্রমাণিত হয়।

লেনিন ঠিকানা দিয়ে তাঁর যে সব বন্ধুদের কাছে যেতে বলেছিলেন তারা আমাকে হেলসিংকির কাছে ছোট্ট



সুন্দর একটি গ্রাম **অগ্‌লবুতে** (Oglbu)সপরিবারে থাকতে সাহায্য করেন। কয়েক দিন পর লেনিনও সেখানে এসে থাকেন। হেলসিংকির পুলিশ প্রধান ছিলেন একজন ফিনিশ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। তিনি আমাকে কথা দেন যে, সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে কোন বিপদের কারণ ঘটলে তিনি আমাকে আগেই জানিয়ে দিবেন। আমি সস্ত্রীক শিশুপুত্রসহ কয়েক সপ্তাহ অগ্‌লবুতে ছিলাম। উল্লেখ্য যে, আমি জেলে থাকাকালে আমার এই ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়। গ্রামের এই নির্জনতায় আমি এ অভিযাত্রার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে There and Back (সেখানে এবং ফেরা) শিরোনামে একটি বই লিখে ফেলি। বইটি বিক্রি করে যে অর্থ পাই, তা দিয়ে স্টকহোমের ভেতর দিয়ে আমি বিদেশে চলে যাই। আমার স্ত্রী-পুত্র আপাতত রাশিয়ায় থেকে যায়। সীমান্ত পর্যন্ত আমার ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন একজন ফিনিশ মহিলা বিপ্লবী। তখন বিপ্লবী কর্মীরা ছিলেন খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। ১৯১৭ সালে তারাই হয়ে গেল ফ্যাসিবাদী যা বিপ্লবের চরম শত্রু ।

স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ান একটি স্টিমারে করে আমি স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাত্রা করলাম এক নতুন ভিনদেশে। সেখানে আমার দশ বছর কেটে যায়।

১৬। দ্বিতীয় নির্বাসন : জার্মান সমাজতন্ত্র।

(১)

১৯০৭ সানে পার্টি কংগ্রেস হয় লন্ডনের একটি সমাজতান্ত্রিক গীর্জায়। এ এক প্রলম্বিত, জনবহুল, বিক্ষুব্ধ এবং বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকর সম্মেলন। তখন সেন্ট পিটাসবুর্গে দ্বিতীয় ডুমা চলছিল। বিপ্লব স্তিমিত হলেও ইংলিশ রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এখনও বিরাট কৌতুহলের বিষয়। খ্যাতিমান উদারপন্থীরা সুপরিচিত বিপ্লবীদের তাদের বাড়িতে অতিথি হিসেবে নেমন্তন্ন ও আদর-আপ্যায়ন করে আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন। বিপ্লব বাধাগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথে পার্টির আর্থিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে। কংগ্রেসে যোগদান করে ফিরে আসা কিংবা শেষ পর্যন্ত থাকার মতো যথেষ্ট অর্থ-সংস্থান পার্টির ছিলনা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আলোচনা কাট-ছাট করে এই আর্থিক দুঃসংবাদটা যখন গীর্জার প্রধানদের মুখে প্রতিধ্বণিত হয়, তখন প্রতিনিধিরা বিস্ময়ে উদ্বিগ্ন হয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু করে। গীর্জায়তো আর থাকা যাবেনা। তবে, অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা উপায় বেরুল। একজন ইংলিশ উদারপন্থী রুশ বিপ্লবকে তিন হাজার পাউন্ড ধার দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তার শর্ত ছিল, কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যদের বিপ্লবী প্রমিসরি নোটে (সময়মত পরিশোধ করার অঙ্গীকারনামা) দস্তখত করতে হবে। ইংলিশম্যানটি রাশিয়ার নানান জাতের বৈশিষ্ট্যময় দস্তখত নিয়ে টাকাটা দিলেন। প্রতিবিপ্লব এবং যুদ্ধকালীন সময়ে এত বিপুল পরিমাণ অর্থের কথা পার্টি কল্পনাও করতে পারেনি। এ ধার ফেরত পেতে ভদ্রলোককে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হলেও বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। সোভিয়েত সরকার লন্ডন কংগ্রেসে ধার পরিশোধ করে প্রমিসরি নোট ফেরত নেয়।



কংগ্রেসের প্রথম দিনে, গীর্জার প্রবেশ পথে লম্বা, সুঠামদেহী, রাগী রাগী চেহারা, গোলগাল মুখ এবং উঁচু চিবুক বিশিষ্ট মাথায় গোল হ্যাট পরা এক ব্যক্তি আমার পথ আটকালেন। বিনয়ী ভঙ্গিতে মৃদু হেঁসে বললেন, 'আমি আপনার গুণমুগ্ধ!' আমি অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করলাম, 'গুণমুগ্ধ?' ভাবলাম জেলে থেকে যে রাজনৈতিক পুস্তিকাটি লিখেছি, এ তার প্রশংসা সূচক মন্তব্য। আমার সাথে আলাপরত ব্যক্তিটি ছিলেন, **ম্যাক্সিম গোর্কি**, যাকে এই আমি প্রথম দেখি। সবিনয়ে প্রত্যুত্তরে বললাম, 'গুণমুগ্ধ বলে লজ্জা দিবেননা। আমিও আপনার ভক্ত।' সে সময় গোর্কি বলশেভিক সমর্থক ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী আন্দ্রিয়েভা। আমরা প্রায় একসঙ্গেই লন্ডন যাই।

তিনি আন্দ্রিয়েভার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আমাকে বললেন, 'বিশ্বাস করেন, ও সব ভাষা জানে।' নিজে শুধু রুশ ভাষাই জানতেন, তবে খুব ভাল। কয়েকজন ভিক্ষুক আমাদের পেছন পেছন ক্যাবের দরজা পর্যন্ত এসে ভিক্ষা চায়। গোর্কি সুপারিশ করছিলেন, 'ওদের ক'টা পয়সা দেয়া উচিত।' উত্তরে আন্দ্রিয়েভা বললেন, ' আলিয়োশা লক্ষ্মিটি, তাদের দেয়া হয়েছে।'

লুই কাউট্স্কি ও রজা লুক্সেমবুর্গ

লন্ডন কংগ্রেসে **রজা লুক্সেমবুর্গের** সাথে পরিচিত হই। তার সম্পর্কে আমি ১৯০৪ সন থেকেই শুনেছি। তিনি



দেখতে ছোটখাট, দূর্বল এবং রোগা ছিলেন কিন্তু তার মুখখানি ছিল সম্ভ্রান্ত, উন্নত চরিত্রময়, চোখ দু'টি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত; তার সাহসী মন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব যে কারো মন কেড়ে নিত। তার তাৎক্ষণিক, সুনির্দিষ্ট, প্রগাঢ় এবং সুদৃঢ় স্টাইল ছিল তার বীরত্বপূর্ণ সত্তার আয়না স্বরূপ। তিনি বহু সুক্ষ্ম গুণের আধার ছিলেন। বিপ্লব এবং প্রবল বিপ্লবী আবেগ, মানুষ এবং শিল্পকলা, প্রকৃতি, পাখি এবং বড় মানের যে কোন কিছু-তার প্রাণে-মনে বহু তারে অণুরণিত হোত। তিনি **লুই আউট্স্কি** (Luise Kautsky) কে লিখেছিলেন, 'আমার এমন একজন খুবই দরকার যিনি আমাকে বিশ্বাস করবেন। যখন আমি বলব যে, আমি বিশ্ব ইতিহাসের এই ঘুর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছি, বুঝতে হবে এটি শুধু ভুল বকছি। বাস্তবতা এই যে, আমার জন্মই হয়েছে মাঠের রাজহাঁসগুলোকে দেখভাল করার জন্য। রজার সাথে ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ছিলনা; স্বল্প সময়ের জন্য দু'বার মাত্র দেখা হয়। আমি

তার গুণমুগ্ধ, দূর থেকেই শ্রদ্ধা করি। দেখা হওয়ার আগে, তার সম্পর্কে আমার ভালো জানা ছিলনা। স্থায়ী বিপ্লব সম্পর্কে তিনিও আমার সহমত পোষণ এবং কাজ করতেন। এই সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে একবার লেনিন এবং আমি বারান্দার লবিতে কিছুটা হালকা রসিকতাও করি। প্রতিনিধিরা আমাদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। রজার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বললেন, 'তার সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু তিনি রুশ ভাষা ভাল বলতে পারেননা।' আমি উত্তর দিলাম, 'তবে তিনি মার্ক্সিয় ভাষা খুবই ভাল বোঝেন এবং বলেনও।' প্রতিনিধিরা সবাই হাসলেন, তার সাথে আমরাও।

বুর্জোয়া বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের অংশ নেয়া, বিশেষ করে কৃষকশ্রেণির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে আমার মত আবারও কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। সমাপনী আলোচনায় এই সূত্র উল্লেখ করে লেনিন বলেছিলেন: 'ট্রটস্কির অভিমত হচ্ছে আজকের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকশ্রেণির স্বার্থ এক ও অভিন্ন। যেহেতু বুর্জোয়া পার্টি গুলোর সম্মন্ধে আমরা মৌলিকভাবে একমত, তার এই মতের সাথেও আমরা সংহতি প্রকাশ করি।' ১৯০৫ সালে আমি কৃষকশ্রেণিকে উপেক্ষা করেছি মর্মে যে কল্প-কাহিনী রচিত হয়েছিল, তার সাথে এর কি সামান্যতম মিল আছে? শুধু এটুকু যোগ করা দরকার যে, ১৯০৭ সালে লন্ডনে আমি যে বক্তব্য রাখি তা, আমার মনে হয়, আজও সঠিক। এবং বক্তব্যটি কৃষকশ্রেণি ও বুর্জোয়াদের প্রতি বলশেভিকদের মনোভাবের দৃষ্টান্ত রূপে, আক্টোবর বিপ্লবের পরে আলাদাভাবে পূর্ণমুদ্রণও করা হয়।



স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার জন্য আমি লন্ডন থেকে বার্লিন চলে যাই। তিনি আসবেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। এ সময় সাইবেরিয়া থেকে পার্ভাসও (Alexander Lvovich Parvus) পালিয়ে আসেন। তিনি ড্রেসডেনে Kaden's Social Democratic পাবলিশিং কোম্পানির মাধ্যমে আমার There and Back বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর বিষয়বস্তু ছিল শুধু আমার পলায়ন, তাই রুশ বিপ্লবের উপর একটি ভূমিকা লিখে দিতে সম্মত হই। অবশ্য কয়েকমাস পরে সেই ভূমিকার উপরই একটি বই হয়ে যায়। বইটির শিরোনাম Russland in der Revolution। আমার স্ত্রী, পার্ভাস এবং আমি তিনজনে মিলে পায়ে হেঁটে স্যাক্সনের ভেতর দিয়ে সুইজারল্যান্ড চলে যাই। সময়টা ছিল গ্রীষ্মের শেষ, আবহাওয়া ছিল চমৎকার, সকালটা থাকত নির্মল ও প্রাণ-জুড়ান। আমরা প্রচুর দুধ খেতাম সঙ্গে পাহাড়ী মুক্ত বাতাসও। একবার এক পাহাড়ী উপত্যকা থেকে নামতে গিয়ে আমি আর আমার স্ত্রী প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম। পরে আমরা বেহোমিয়া (Bohemia) গিয়ে, সেখানকার এক ছোট গ্রাম, হার্শবার্গের (Hirschberg) গৃষ্মকালীন একটি সরকারী বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ থাকি। বাড়িটি মধ্যম স্তরের সরকারী কর্তাদের থাকার জন্য নির্মিত। এক সময় আমাদের তহবিল ছোট হয়ে আসে, এরকম প্রায়ই হতো, তখন পার্ভাস বা আমি খুব তাড়াতাড়ি যা কিছু হোক একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিতাম সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পত্রিকাগুলোয়। হার্শবার্গে থাকা অবস্থায় আমি জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ওপর একটি বই লিখে সেন্ট পিটার্সবুর্গে বলশেভিক প্রিন্টিং হাউজকে দেই। সে বইতে দ্বিতীয়বার (প্রথমবার ১৯০৫ সনে) মতামত উত্থাপন করি যে, বুর্জোয়া সমাজের সংকটময় মূহুর্তে, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বিশাল মেশিনটি, রক্ষণশীল নিয়ম-কানুনের প্রধান অবলম্বন বলে প্রমাণিত হবে। তবে, এই তাত্ত্বিক পূর্বানুমান বাস্তব তথ্য উপাত্ত দিয়ে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য করতে পারব, আগে বুঝতে পারিনি। হার্শবার্গ থেকে আমরা তিন জন তিনদিকে চলে যাই- আমি স্টুটগার্টের কংগ্রেসে, আমার স্ত্রী রাশিয়ায় আমাদের সন্তানকে আনতে এবং পার্ভাস জার্মানিতে।

১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লবের ঝড়ের প্রতিধ্বনি সোশ্যালিস্ট ইন্টার্নেশনালের কংগ্রেসের উপর তখনও স্থির হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সবাই চেষ্টা করছিল বাম লাইনে থাকতে। কিন্তু একজন এরই মধ্যে বিপ্লবী পদ্ধতির মধ্যে নিরাশা লক্ষ্য করলেন। রুশ বিপ্লবীরা তখনও আগ্রহ দেখালেও তাদের মধ্যে এমন একটি ধারণ কাজ করছিল, যেন জনগন বলছে: 'তারাই আবার আসবে।' ১৯০৫ সনের ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েনা দিয়ে রাশিয়া যাবার সময় আমি **ভিক্টর এডলারকে** (Victor Adler) প্রভিশনাল সরকারে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি কি ভাবেন জিজ্ঞাসা করি। এ্যাডলার তার মত করেই উত্তর দিলেন: 'আপনার



হাত বর্তমান সরকার নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত, যার ফলে আপনার মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাঁপরে পড়েছে।' স্টুটগার্টে আমি তাকে তার কথাগুলোই ফের মনে করিয়ে দিলাম। তিনি তখন বললেন, 'আমি স্বীকার করি যে, আপনি প্রভিশনাল সরকারের কাছাকাছি এসেছিলেন আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশী।' এডলার আমার প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, তাই বললাম– এবং আপনি যদি আরো গভীরে যান, অষ্ট্রিয়ার সার্বজনীন ভোটে সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত কি জয়লাভ করত না?

ইংলিশ প্রতিনিধি হেনরি কুয়েল্চ (১৯০২ সনে আমাকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকতে সাহায্য করেন) স্টুটগার্টে কংগ্রেসকে 'কূটনৈতিক সম্মেলনে দস্যুদের যোগদান' বলে অসম্মানজনক উক্তি করেন। তার এ উক্তি **জার্মান চ্যান্সেলার** Prince von Bulow এর আনুকুল্য পায়নি। চাপে পড়ে উর্তেমবাগ (Wurtemberg) সরকার



স্কুয়েল্চকে বার্লিন থেকে বহিস্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বেবেল এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু পার্টি বহিস্কারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহস দেখায়নি, এমনকি,কোন প্রতিবাদ সভাও না। আন্তর্জাতিক কংগ্রেস মনে হোল যেন স্কুলের শ্রেণিকক্ষ: দুষ্ট ছেলেকে বলবে বেরিয়ে যেতে, আর বাকী সবাই থাকবে চুপচাপ। এতে সহজে বোঝা যায় যে, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি বহুবার ক্ষমতাসীন হলেও, তাদের মধ্যে অক্ষমতা বিদ্যমান।

১৯০৭ সনের অক্টোবরে আমি ভিয়েনা পৌঁছি। তারপরই আমার স্ত্রী আমাদের ছেলেকে নিয়ে আসেন। বিপ্লবের নতুন জোয়ারের অপেক্ষায় আমরা হুটেলডর্ফের (Hutteldorf) বাইরে বাসা ভাড়া নেই। সাত বছর থাকার পর আরেক জোয়ারের তাড়ায় আমাদের ভিয়েনা ছাড়তে হয়। সে জোয়ারে য়ুরোপের মাটি রক্তে রঞ্জিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে, নির্বাসন দন্ডপ্রাপ্ত সবাই পাড়ি জমায় সুইজারল্যান্ড আর প্যারিসে, আমরা কেন ভিয়েনায়? সে সময় আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল জার্মান রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে, কিন্তু পুলিশের জ্বালায় বার্লিনে থাকতে পারিনি। তবে, পুরো সাতটি বছর আমি মনোযোগ দিয়ে অস্ট্রিয়ার চেয়ে জার্মান রাজনীতিকে বেশী প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমাকে খাঁচাবদ্ধ কাঠবেড়ালের কথা বেশী মনে করিয়ে দেয়।



পার্টির স্বীকৃত ও বিখ্যাত নেতা ভিক্টর এডলারকে আমি ১৯০২ সন থেকে চিনি। এখন আমার উচিৎ তার চারপাশে যারা থাকেন, তাদেরকে চেনা এবং সামগ্রিকভাবে তার পার্টির সাথে পরিচিত হওয়া। আমি ১৯০৭ সনের গ্রীষ্মে **কার্ল কাউটস্কির** (Kautsky) বাড়িতে হিলফারডিং এর সাথে পরিচিত হই। তিনি তখন তার বিপ্লববাদের তুঙ্গে। তখনো তিনি রসা লুক্সেমবুর্গকে ঘৃণা করতেন এবং কার্ল লিবনেস্টের নিন্দা করতেন। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে অন্যদের মতো, তিনিও সবচেয়ে বেশী র‍্যাডিকেল উপসংহার টানতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি Neue Zeit (The New Times) এ প্রকাশিত রুশ ভাষা থেকে অনূদিত আমার প্রবন্ধগুলোর খুবই প্রশংসা করতেন, এমনকি আমার বিদেশে আসার আগে থেকেই। এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে বাধ্য করলেন, আমরা পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করতে। আমাদের এই বাহ্যিক সম্পর্ক এক ধরনের আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। তবে এর পেছনে কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক ভিত্তি ছিলনা।

রুডল্ফ হিলফার্ডিং (Hilferding) সে সময়কার জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে খুব অবজ্ঞা ভরে রাশভারী,



রক্ষণশীল এবং নিষ্ক্রিয় মনে করে দেখতেন, এবং অস্ট্রিয় দলের কাজের সাথে তুলনা করতেন। তবে, এ সমালোচনা ঘরেই সীমিত ছিল। বাস্তবে হিলফার্ডিং জার্মান দলের একজন সাহিত্য কর্মী ছাড়া আর বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি ভিয়েনায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন এবং সন্ধ্যায় ক্যাফে নিয়ে গিয়ে তার অস্ট্রিয় মার্ক্সবাদী বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। বার্লিনে গেলে আমিও তার সঙ্গে দেখা করতাম। আমরা একবার বার্লিনেরই একটি ক্যাফেতে ম্যাকডনাল্ডের সাথে দেখা করি। এডুয়ার্ড বার্নস্টেইন আমাদের মধ্যে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন। হিলফার্ডিং প্রশ্ন করতেন, ম্যাকডনাল্ড উত্তর দিতেন। এসব প্রশ্ন ও উত্তরের কোনটিই আজ আর মনে নেই। তবে তারা তাদের গতানুগতি কর্ম দ্বারাই বিশিষ্ট ছিলেন। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি এই তিনজনের মধ্যে কে সমাজবাদের চেয়ে কত বেশী দূরে এবং উত্তর দিতে গিয়ে নিজেই খেই হারিয়ে ফেলি।

ব্রেস্ট (Brest) শান্তি আলোচনার সময়, আমি হিলফার্ডিংএর একটি চিঠি পাই। তার কাছ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পাওয়ার নেই জেনেও আগ্রহ নিয়েই চিঠিটি খুলি। কারন, অক্টোবর বিপ্লবের পর এটিই ছিল কোন পশ্চিমা সমাজতন্ত্রীর সরাসরি প্রথম সাড়া। চিঠিতে কি পেলাম? হিলফার্ডিং অনুরোধ করেছেন কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেয়ার জন্য, তারমধ্যে কিছুতেই ছাড়া যায়না এমন একজন ভিয়েনিজ ডাক্তারের নামও ছিল। বিপ্লব সম্পর্কে চিঠিতে একটি শব্দও ছিলনা। যদিও আমাকে 'তুই' বলেই সম্বোধন করেছেন। আমি জানতাম হিলফার্ডিং কেমন ধাতের লোক। তার সম্পর্কে আমার কোন বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু তারপরও আমি আমার দু'চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি।

আমার মনে আছে, লেনিন খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন:

'শুনলাম তুমি নাকি হিলফার্ডিং এর চিঠি পেয়েছ?'

'জ্বী, পেয়েছি।'

'তারপর?'

'তিনি আমাদের হাতে বন্দী তার এক আত্মীয়ের জন্য তদবীর করেছেন।'

'বিপ্লব সম্মন্ধে তিনি কি বলেন?'

'কিছুইনা।'

'কিছুইনা! আশ্চর্য্য!'

আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে লেনিন বললেন।

আমি বিচলিত বোধ করি কেননা, আমি ভেবেছিলাম অক্টোবর বিপ্লব এবং ব্রেস্ট শান্তি আলোচনার ট্র্যাজিডি নিয়ে হিলফার্ডিং কিছু লিখবেন হয়তো কিন্তু তা না কোরে তিনি লিখলেন তার আত্মীয়ের জন্য সুবিধা চেয়ে। আমি পাঠককে এখানে তাদের দু'তিনটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করবো যার ফাঁক বুঝতে পেরে লেনিনও প্রচন্ড বিস্ময়ে প্রকাশ করেন।

হিলফার্ডিংই প্রথম ভিয়েনায় আমাকে তার বন্ধু অটো বোয়ার, ম্যাক্স এডলার এবং কার্ল রেনার-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা সবাই ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানী। আমি সেন্ট্রাল ক্যাফেতে খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা-বার্তা শুনতাম । কিন্তু খুব শীঘ্রই আমার ঘোর কাটে। তারা কেউই বিপ্লবী ছিলেন না। তদুপরি, এমনি যে, বিপ্লব থেকে বহু দূরে তাদের অবস্থান। তাদের নানান কথা-বার্তায়, রাজনৈতিক মন্তব্যে এবং মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে, আত্ম-প্রত্যয় না হলেও আত্ম-তুষ্টিতে এই মনোভাব স্বতস্ফুর্তভাবেই প্রকাশিত হোত। তাদের কথা-বার্তা শুনে মনে হোত আমি সংস্কৃতি বিবর্জিত একান্ত বিষয়ী কিছু অসভ্য লোককে দেখছি।

আমি জেনে অবাক হই যে, এই শিক্ষিত মার্কসবাদীরা মার্ক্সের পদ্ধতি প্রয়োগে পুরোপুরি অজ্ঞ ও অযোগ্য, বিশেষ করে বড় কোন বিপ্লবী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। আমি প্রথমে রেনার ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাই। আমরা খুব



দেরী করে ক্যাফেতে বসতাম। রাত বেশী হয়ে গেলে হুটেলডর্ফের দিকে গাড়ি পাওয়া যেত না বিধায় **রেনার** সঙ্গে রাতে থাকতে হতো। সে সময় লক্ষ্য করেছি এই শিক্ষিত ও মেধাবী অস্ট্রিয় (Hapsburg) রাজ কর্মকর্তার মাথায় একটুও ঢোকেনি যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দুর্ভাগ্যই, তাদের বর্তমান ঐতিহাসিক সমর্থক হিসেবে, তাকে দশ বছর পর অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার মনোনীত করবে। ক্যাফে থেকে ফেরার পথে আমরা রাশিয়ার সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ করতাম, তখন প্রতিবিপ্লবীরা দৃঢ়ভাবেই ক্ষমতায়। রেনার একজন সুশিক্ষিত বিদেশীর

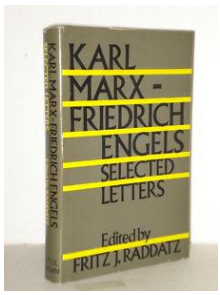


মতোই সৌজন্য এবং নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। তাকে বরং তখনকার Baron Beck (ব্যারন বেক) এর নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার মন্ত্রীসভার প্রতি বেশী আগ্রহী মনে হত। রাশিয়া সম্পর্কে তার অভিমত ছিল মোটামুটি এ রকম: ১৯০৭ সনের ৩ জুনে অনুষ্ঠিত ক্যু'দ্যঁতার পর জমিদার-জোতদার ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে ঐক্যজোট তৈরী হয়েছে, **স্টলিপিন**-এর (Stolypin) সংবিধানে তার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে দেশের উৎপাদনমুখী শক্তির বিকাশের স্তরের সাথে পুরোপুরি মিলে যায় এবং এর ফলে তাদের টিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমি প্রত্যুত্তরে দৃঢ়ভাবে বললাম, আমি যা দেখেছি, ক্ষমতাসীন জোতদার

এবং বুর্জোয়া গোষ্ঠি দ্বিতীয় বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করছে, তারাই খুব সম্ভব সামগ্রিকভাবে রুশ প্রলেতারিয়েতদের ক্ষমতাসীন করবে। আমার মনে আছে, আমার একথা শুনে রেনার ক্ষণিকের জন্য হতচকিত হয়ে ল্যামপোস্টের আলোয় আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, মনে হোল, তিনি ভাবলেন আমার এই পূর্বাভাস অজ্ঞ পাগলের প্রলাপ কিংবা একজন অস্ট্রেলিয় মরমিয়ার (mystic) বাইবেলের শেষ অধ্যায়তুল্য ভবিষ্যদ্বানী। কয়েকমাস আগে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে ঐ মরমিয়া পাদ্রী একেবার দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে আগামী বিশ্ব বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

তিনি বেশ সৌজন্য বজায় রেখে যোগ করলেন: 'আপনি তাই মনে করেন নাকি, আমি অবশ্য রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার সাথে ততখানি সম্যকভাবে পরিচিত নই।' কথা-বার্তা চালিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের আর তেমন কোন বিষয় ছিলনা। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বিপ্লবী দ্বন্দতত্ত্বের বহু দূরে লোকটির অবস্থান; বরং অনেকটা যেন মিশরের ফেরাউনদের মত রক্ষণশীল।

প্রথমেই আমার যে ধারণা জন্মেছিল পরে দেখে দেখে তা আরো গাঢ় হয়। এই লোকগুলো প্রচুর জানতো, এবং একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যেই কেবল ভাল মার্ক্সসবাদী প্রবন্ধ লিখতে সক্ষম হোত। কিন্তু আমার কাছে তাদেরকে অচেনা মনে হোত । আমি ওদের সাথে যতবেশী মেলা-মেশা করেছি, যতবেশী গভীর ও তীক্ষ্ণভাবে তাদেরকে নিরীক্ষণ করেছি, তত আমার ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে। তাদের লেখা প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার চেয়ে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া কথা-বার্তায়, তারা হয় উগ্র স্বাদেশিকতা, না হয় ছোটখাট সম্পদের মালিক হওয়ার বড়াই, অথবা পুলিশের সন্ত্রাসের প্রশংসা, বা নারীদেহ নিয়ে জঘন্য মন্তব্য আরো বেশী খোলামেলাভাবে প্রকাশ করত। মজা করে আমি প্রায় বলতাম, 'হাঃ! কি আমার বিপ্লবী রে!' এসব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রমিকরা কখোনো আসেনি। অবশ্য ওদের কারো কারো মধ্যে অসভ্যতার বৈশিষ্ট্য থাকলেও, বেশীরভাগই আচরনে ও কথাবার্তায় ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর ও অকপট। তারা যে সে লোকজন ছিলেন না, আমি যাদের সাহচর্য্যে ছিলাম, তারা ছিলেন যুদ্ধ পূর্ব অস্ট্রিয় মার্ক্সসবাদী, সংসদ সদস্য, লেখক এবং সাংবাদিকদের শ্রেষ্ঠ অংশ। তাদের কাছ থেকে আমি বুঝতে শিখেছি, একজন মানুষের মনের মধ্যে কত অসাধারন বৈচিত্র্যের উপাদান থাকতে পারে, এবং বুঝতে শিখেছি একটি সিস্টেম বা পদ্ধতির সামান্য কিছু অংশ বুঝার অভাবে সেই সিস্টেম বা পদ্ধতি পুণরায় শিখতে বা নতুন কিছু করতে কত বিরাট মনস্তাত্বিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। মনস্তাত্বিকভাবে পরিপুষ্ট মার্ক্সবাদীরাই কেবল বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় প্রচলিত অভ্যাস এবং রক্ষণশীল ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে গুণগত আমূল সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নবযুগের সূচনা করতে পারেন। অথচ একজন অস্ট্রিয় মার্ক্সবাদী নিজেকে একজন একান্ত বিষয়ী ব্যক্তি হিসেবেই মনে করেন। সংস্কৃতি সম্মন্ধে একেবারেই উদাসীন থাকেন। তিনি আর দশটি বিষয়ের মতই মার্ক্সের তত্ত্বের কিয়দাংশ পড়ে থাকেন, অথচ Das Kapital এর ওপর ভর করেই টিকে থাকবেন বলে প্রত্যাশা করেন। প্রাচীন রাজকীয় ঐতিহ্য মণ্ডিত, ব্যর্থ এবং নিষ্ফল ভিয়েনায়, মার্ক্সবাদী শিক্ষাবিদরা পরস্পরকে 'Herr Doktor' সম্বোধন কোরে একধরনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রমিকরা প্রায়ই বুদ্ধিজীবি শিক্ষাবিদদের বলেন 'Genosse Herr Doktor'। ভিয়েনায় আমি যে সাত বছর থেকেছি, তার পুরো সময়টায় এ ধরণের উঁচুতলার একজন মানুষের সাথেও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারিনি। যদিও আমি ছিলাম অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির একজন সদস্য, তাদের মিটিংএ নিয়মিত যেতাম, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশ নিতাম, তাদের প্রকাশনায় লিখতাম, এবং মাঝে মাঝে জার্মানিতে ছোটখাট বক্তৃতাও দিতাম। আমি অনুভব করতাম যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা অপরিচিত বিদেশী। তবে মে দিবসে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট শ্রমিকদের মিটিংএ আমরা উভয়ে পরস্পরের মনের ভাষা খুঁজে পেয়েছি।



এই পরিস্থিতিতে একটি বই আমাকে খুবই সাহায্য করে এবং সবসময় আমার সঙ্গেই থাকত। বইটি হচ্ছে **মার্কস-এঙ্গেলসের নির্বাচিত চিঠি-পত্র সংকলন**। এ বইটি নিজের ধারণা সহ বাকী বিশ্বের প্রতি আমার ব্যক্তিগত মনোভাব সঠিক কি না তার সবচেয়ে বড় এবং অব্যর্থ পরীক্ষা দিতে সাহায্য আমাকে কোরত। আমার মত একই ফর্মুলা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ভিয়েনিজ নেতারাও অনুসরণ করতেন। কিন্তু তারা এটা দিয়ে কোন কিছু আবিষ্কারের জন্য

তাদের অক্ষরেখার পাঁচ ডিগ্রির মধ্যেই সীমিত থাকতেন; আর আমরা একই ধারণার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ দাঁড় করাতাম। আমাদের চুক্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী, ভাসা-ভাসা এবং অবাস্তব। মার্ক্স এবং এঙ্গেল্স এর মধ্যে বিনিময় করা চিঠিগুলো আমার কাছে তাত্ত্বিক বিষয় ছাড়াও ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক বাস্তব সত্য। Toutes proportions gardees, (সব কিছুই আপেক্ষিক) আমি প্রতি পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ পেয়েছি। তাই, এ দু'জন মানুষের সঙ্গে আমি মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যে বাঁধা। মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব এবং আমার ধারণা এক। আমার অনুমান, তাঁরা উভয়ে ঘৃণা ও দুঃখ-কষ্ট নয়, মহানুভবতাই শেয়ার করতেন। মার্ক্স এবং এঙ্গেল্স ছিলেন



সর্বতোভাবে বিপ্লবী। তাদের মধ্যে উপদলীয়তা এবং বৈরাগ্যের সামান্যতম চিহ্নও ছিলনা। উভয়েই, বিশেষ করে এঙ্গেল্স সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তার নিজের কাছে মানবিক কোন কিছুই অচেনা-অজানা ছিল না। কিন্তু তাদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় থাকতো সবকিছুর উর্ধে, জীবনের নানান দুর্ভাগ্য, বিপদ-আপদ এবং মানবিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । ক্ষুদ্রতা বা নীচতা কেবল তাদের ব্যক্তিত্বের বিপরীতধর্মীই ছিলনা, অস্তিত্বের সঙ্গেও ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ। অশ্লীলতা কখনো তাদের জুতোর তলাও স্পর্শ করেনি। তাদের সাধারন মূল্যায়নে, সমালোচনায়, সহানুভূতিতে ও ঠাট্টা-তামাসায়ও সবসময় আত্মিক মহানুভবতার বিশুদ্ধ ছোঁয়া লেগে থাকতো। তারা কঠোর সমালোচনা করতেন কিন্তু কখনো পরচর্চা-পরনিন্দা করতেন না। তারা বেপরোয়া হতে পারেন কিন্তু কখনো বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। বাহ্যিক গ্ল্যামার, উপাধি বা পদবী বলতে কোন কিছুই তাদের ছিল না কিন্তু তারা নীরব, শান্ত ও নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। সংস্কৃতি বিবর্জিত অসভ্য ও রুচিহীন মানুষরা তাদের মধ্যে যে অভিজাত্য খুঁজে পান সেটাই তাদের বিপ্লবী শ্রেষ্ঠত্ব। সম্পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতাই এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা স্থান-কাল-পরিস্থিতি ভেদে সকল আনুষ্ঠানিক জনমত থেকে বহু দূরে। আমি **মার্ক্স এবং এঙ্গেল্স**-এর লেখাগুলোর চেয়েও চিঠিগুলো পড়ে, তাদের সাথে এতই নিবিড় একাত্মতা অনুভব করতাম যে, তখন অস্ট্রিয় মার্ক্সবাদীদের আমার কাছে বিসদৃশ ও বিরোধী পক্ষ বলে মনে হোত।

এই লোকগুলো নিজেদের বাস্তববাদী এবং ব্যবসায়ীর মত ভেবে খুব গর্ব বোধ করেন। কিন্তু তারা এখানেও অল্প পানিতে সাঁতার কাটেন। ১৯০৭ সনে, আয় বাড়ানোর জন্য পার্টি নিজস্ব পাউরুটির কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এটা ছিল সম্ভাব্য সবচেয়ে অপরিপক্ক প্রচেষ্টা, যা নীতিগতভাবে বিপজ্জনক এবং বাস্তবে চরমভাবে ব্যর্থ ও নিরাশ করার মত। আমি শুরু থেকেই এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না জড়ানোর জন্য রীতিমত লড়াই করি। কিন্তু ভিয়েনার মার্ক্সবাদীরা আমাকে বিজ্ঞের হাসি দেখায়। প্রায় কুড়ি বছর পর, নানান ঘাটের ঘোলা পানি খেয়ে একগাদা লোকসান গুণে অবশেষে লজ্জাবনত হয়ে অস্ট্রিয়ান পার্টি কারখানাটি ব্যক্তি



মালিকানায় ছেড়ে দেয়। শুরুতে আমি যেসব সতর্ক বাণী করেছিলাম, **অটো বোয়ার** (Otto Bauer) তারই পুনরুক্তি করে, কারখানাটি পরিত্যাগ করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তবে, কারখানাটির জন্য প্রচুর ব্যর্থ আত্মত্যাগকারী মজুরদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে, তাদের কাছে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করেননি। আমার নজরে যা এসেছিল, তার নজরে তা কেন আসেনি এবং কেন তিনি তখন আমার সতর্কবাণী অনুযায়ী কাজ করেননি, এটাই ছিল প্রশ্ন। আমার সতর্কবাণী দেয়ার ভিত্তি ছিল পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েত পার্টির অবস্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন, কোনরকম ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নয়। এটাকে গোঁড়া তাত্ত্বিকতা বলা যেতে পারে, কিন্তু এটা সর্বোত্তম বিচারের মান-নির্ধারকও বটে। আমার সতর্কবাণীর সত্যতা প্রমাণের একমাত্র অর্থ মার্ক্সবাদের নামে অস্ট্রিয় নকলবাজীর ওপর সত্যিকার মার্ক্সবাদী পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব।

ভিক্টর এডলার ছিলেন তার সহকর্মীদের সবার বহু উপরে কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে সন্দেহবাদী। অস্ট্রিয়ার এই হুড়াহুড়ির মধ্যে তার জঙ্গী মেজাজটি ফালতু বিষয়ের পেছনে নষ্ট করছিলেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে তার দৃষ্টিসীমা ছিল অস্পষ্ট এবং কখনো কখনো আবেগের বশে সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সব সময় তার কথা-বার্তায় শোনা যেত, 'ভবিষ্যবাদীর কাজের প্রশংসা কখনো মেলেনা, বিশেষ করে অস্ট্রিয়ায়'। স্টুটগার্টের কংগ্রেসে লবিতে তিনি আমাকে বলেন,'তুমি যা-ই বল না কেন, আমি কিন্তু গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসের বস্তুবাদী ভাষ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে, তবেই রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বানী দিতে পছন্দ করি।'

অবশ্য এটা স্রেফ মজা করা হয়েছিল এবং কেবল মজাও নয়। এখান থেকেই বুঝেছিলাম যে, এডলার এবং আমি মেরুর দুই বিপরীত প্রান্তে। আমার জীবনের জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়টি বুঝেছিলাম যে, ভবিষ্যত রাজনীতি সম্পর্কে একটা প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ছাড়া রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধারণা লাভ করা যাবেনা এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারণও করা যাবেনা। ভিক্টর এডলার ছিলেন সন্দেহবাদী, এবং তাই তিনি সবকিছু সহ্য করতেন এবং খাপ খেয়ে চলতেন। তাই, তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও মেনে নিয়েছিলেন যা অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মূলে মরিচা ধরিয়েছিল ।

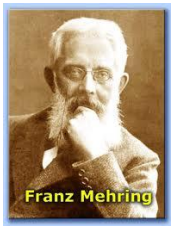
আস্ট্রো-জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির উগ্র জাতীয়তাবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে আমি খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদ জানাই। ফলে, দলের নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। তখন সময়টা ছিল ১৯০৯ সাল। বলকান সোশ্যালিস্টদের, বিশেষ করে সার্বদের সাথে, এক মিটিংএ– বলকান যুদ্ধে নিহত কর্মকর্তা দিমিত্রি তুতুসভিচ ছিলেন তাদেরই একজন– আমি এই মর্মে ক্রুদ্ধ অভিযোগ শুনেছিলাম যে, সব সার্বিয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো– শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি একটি প্রতারণামূলক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয় এটা প্রমাণ করার জন্য– ক্রুঢ় আনন্দের সাথে অস্ট্রিয় সোশ্যালিস্ট পত্রিকা Arbeiter - Zeitung-এ প্রকাশিত উগ্র জাতীয়তাবাদী লেখা থেকে উধৃতি দিচ্ছিল। আমি শান্ত করার মত করে অত্যন্ত সতর্কভাবে Arbeiter – Zeitung এর উগ্রতার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেই Neue Zeit (দ্য নিউ টাইম্স) জার্নালে (জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র) । অনেক দ্বিধা-দন্দ্বের পর কাউটস্কি প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। পরদিন রুশ প্রবাসী বৃদ্ধ ক্লাইয়াস্কো– যার সাথে আমার খুবই বন্ধুত্বের সম্পর্ক– আমাকে জানালেন যে পার্টির নেতারা আমার ওপর খুব ক্রুদ্ধ, তাদের ভাষা... 'তার এতবড় দুঃসাহস হয় কেমন করে?'

অটো বোয়ার (Otto Bauer) এবং অন্যান্য অষ্ট্রিয় মার্ক্সদবাদীরা একান্তে স্বীকার করেছিলেন যে ফরেন নিউজ এডিটর লিইটনার (Leitner), বহুদূর এগিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তারা হুবহু এডলারের প্রতিধ্বনি করছিলেন। এডলারে নিজে উগ্র স্বাদেশিকতাবাদীদের চরমপন্থা সহ্য করলেও, তাদেরকে সমর্থন দেননি। কিন্তু বাইরের লোকের দুঃসাহসী হস্তক্ষেপের মুখে নেতারা ভাবালুতা বশতঃ ঐক্যবদ্ধ হন। এক শনিবারে অটো বোয়ার আমার টেবিলে এলেন। তখন ক্লাইয়াস্কো (Klyachko) আর আমি সেখানে বসে। তিনি এসেই আমাকে তীব্র গালা-গাল শুরু করেন। আমি বললাম যে তার শব্দ-বাণের তোড়ে কি বলতে হবে আমি জানিনা। তবে, আমি তার ভাষায় যতখানি না অবাক হয়েছি, তারচেয়ে বেশী হয়েছি তার যুক্তিগুলো শুনে।

তিনি হাস্যকর উদ্ধত ভঙ্গিতে বলছিলেন,'লিটনারের প্রবন্ধে কি গুরুত্ব আছে? 'অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বর্তমানে কোন বিদেশ নীতি নেই। কোন মজুর কখনো এসব পড়েনা। তাই এর সামান্যতম গুরুত্বও নেই।'

আমি অবাক বিস্ময়ে তার কথা শুনলাম। মনে হোল এ লোকগুলো, যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব কোনটাই বিশ্বাস করেনা। মে দিবসের ঘোষণাপত্রে যুদ্ধ এবং বিপ্লব সম্পর্কে লিখলেও তারা আন্তরিকভাবে তা কখনো মেনে নেয়নি। তারা বুঝতে পারেনি যে, এরই মধ্যে ইতিহাস সৈনিকের মতো তার পায়ের বিরাট বুটজুতো পিঁপড়ার বাসার ওপরে রেখে পিষে মারার প্রস্তুতি নিয়েছে, এটা টের পেয়ে পিঁপড়ারাও আত্মহারা হয়ে ক্রমশ দলে দলে ধেয়ে আসছে। ছয় বছর পর তারা জেনেছিলো যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিরও বিদেশনীতি ছিল এবং আছে। এবং একইসময় তারা লিটনার এবং তার মতো অন্যান্য উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে শেখা একইরকম নির্লজ্জ ভাষায় বলতে শুরু করলো ।

বার্লিনে পরিস্থিতি এর চেয়ে ভাল না হলেও ভিন্ন রকম ছিল। ভিয়েনার একাডেমিস্টদের মতো উদ্ভট ও দুর্বোধ্য মনোভাব সেখানে ছিলনা বললেই চলে। সম্পর্ক ছিল সহজতর। জাতীয়তাবাদ ছিল কম, কিংবা বহুজাতিক



অস্ট্রিয়ার মত এত উৎসাহী ছিল না বা গলাবাজী করতো না। তখন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি ছিল প্রথম আন্তর্জাতিকের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। ফলে, দলের প্রতি আনুগত্য ও গৌরব বোধের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট আপাতত মিশে গেছিল।

জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি ছিল আমাদের রুশদের কাছে মায়ের মত, শিক্ষকের মত এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা দূর থেকেই একে আদর্শ রূপে মেনে এসেছি। বেবেল এবং কাউটস্কির নাম আমাদের দেশে খুব সমীহের সাথে উচ্চারিত হয়। জার্মান সোশ্যাল

ডেমোক্র্যাসি সম্পর্কে আগে থেকে আমার তাত্ত্বিক সতর্কতা ছিল, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অস্বীকার করব না যে, তখন আমি এর দ্বারা কিছুটা সম্মোহিত ছিলাম। এত উচ্চ ধারণা হওয়ার কারন, আমি থাকতাম ভিয়েনায় এবং প্রায় বার্লিন সফর করতাম। এতে করে দুই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির রাজধানীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বোঝার সুযোগ পাই। এতে আমার মনে হয় যে, না, বার্লিন আর ভিয়েনা এক নয়।

বার্লিনে বামপন্থিদের নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিংয়ের দু'টিতে আমি যোগ দেই। এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোত প্রতি শুক্রবারে 'রেইন গোল্ড' রেঁস্তোরায়। এগুলোতে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতেন **ফ্রানৃজ মেহরিং** (Franz Mehring)। কার্ল লিবনেজও (Karl Liebnecht) আসতেন, তবে সবার শেষে এবং যেতেন আগে। আমাকে সেখানে প্রথমবার নিয়ে যান হিলফার্ডিং। তখন তিনি নিজেকে বামপন্থী মনে করতেন, যদিও অস্ট্রিয়ার দাশিন্স্কির (Dashinsky) মত রোজা লুক্সেমবুর্গকে অপছন্দ করতেন। এদের আলাপ আলোচনায় মনে রাখার মত কিছু পাইনি। মেহরিং মুখের মাংসপেশীর খিঁচুনি রোগে ভুগতেন-তাই, কাঁপা কাঁপা গালে- ঠাট্টা করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তার কোন্ কোন্ 'অমর কাজ' রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে? আলাপ-চারিতার সময় হিলফার্ডিং জার্মান বামপন্থীদের বিপ্লবী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। মেহরিং তাকে থামিয়ে দিয়ে অবজ্ঞাভরে বললেন, 'অ্যাঁ! বলে কী! আমরা বিপ্লবী'। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'বিপ্লবী হচ্ছে ওরা'। আমি মেহরিং সম্পর্কে খুব একটা জানতামনা। তবে যারা রুশ বিপ্লবকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে কথা বলত, আমি তাদের সাথেও মেলা-মেশা করতাম। তিনিও তাদের মতই বলছিলেন দেখে ধাঁ-ধাঁয় পড়লাম, তিনি কি তামাসা করছেন না সত্যি বলছেন! কিন্তু তার পরবর্তি জীবনধারা অনুসরণ করে প্রমাণ পাই যে, তিনি সত্যিকারভাবেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিলেন।



১৯০৭ সনে কাউটস্কির সাথে আমি প্রথম দেখা করি। পার্ভাস আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। বার্লিনের কাছে তার ছোট্ট সুন্দর বাড়িটিতে আসতে পেরে খুবই আন্দোলিত বোধ করছিলাম। সাদা চুল এবং আমুদে প্রবীণ মানুষটি আমার ওপর তাঁর নীল চোখ দু'টি রেখে রুশ ভাষায় স্বাগত জানান। কাউটস্কিকে জানতাম তার বই পড়ে, এবার স-শরীরে দেখে চমক বোধ করছিলাম। তিনি সত্যি একজন আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্ব। তার ধীর-স্থীর-শান্ত ও স্নায়বিক অস্থিরতামুক্ত গুণটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। পরে জানতে পারি, তিনি সে সময় ছিলেন অবিতর্কিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য, তাই তার ভেতরটা ছিল এত শান্ত। তার বিরোধীরাও তাকে বলতেন আন্তর্জাতিকের 'বাবা' (Papa)। মাঝে মাঝে তার বন্ধুরাও শ্রদ্ধাভরে তাকে এ নামে ডাকতেন। কাউটস্কির বৃদ্ধা মা ছিলেন একজন কিশোর ঔপন্যাসিক। তিনি তার লেখা একটি উপন্যাস উৎসর্গ করেন তার 'পুত্র এবং শিক্ষক' কে। পঁচাত্তরতম জন্মদিনে ইতালীর সোশ্যালিস্টরা তাকে একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠায়। তার মধ্যে লেখা ছিল 'বাবার মাকে' (to Papa's mama)।

কাউটস্কির প্রধান তাত্ত্বিক মিশন ছিল সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যে মিলন সাধন করা। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা অর্জন করেন সংস্কার যুগে। তাই তার বাস্তবতায় ছিল কেবল সংস্কার। তখন বিপ্লব ছিল এক ধোঁয়াটে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা। মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করার পর, একটি রাজনৈতিক সিস্টেম হিসেবে, জনপ্রিয় করার জন্য তিনি স্কুল শিক্ষকের মত চেষ্টা করেন। বড় বড় ঘটনাবলী ছিল তার জানার বাইরে। ১৯০৫ সনে রুশ বিপ্লবের পরেই তার তত্ত্বের গুরুত্ব কমতে থাকে। তার সঙ্গে কথা বলে তখন আর ভাল কিছু পাওয়া যেতনা। তার মন ছিল খুবই খুঁতখুঁতে এবং নীরস। তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সুক্ষ্মতারও অভাব ছিল। তার মূল্যায়ন ছিল ছঁকবাধা। তার হাস্যরসবোধ ছিল মামুলি ও গতানুগতিক। এসব কারনে বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন খুবই বাজে।

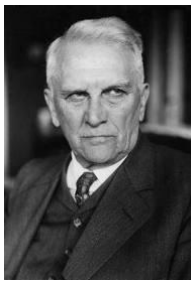
কাউটস্কির বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের সর্বোত্তম সময়ে রজা লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে যুগপৎ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯০৫ এর বিপ্লবের পরই প্রথম এ সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে। কাউটস্কি রুশ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এতদূর থেকেও বেশ ভালভাবেই একে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই জার্মানীতে বিপ্লবী পদ্ধতির প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী। ট্রেপ্টো পার্কে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আগে আমি তার বাড়ি এসেছিলাম। তখন দেখি রজা আর তিনি খুবই উত্তেজিতভাবে বাক্যবিনিময় করছিলেন। যদিও তখন উভয় উভয়কে 'তুই' বলে সম্বোধন করছিলেন এবং খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কথা বলছিলেন,

রজার প্রতিবাদে চাপা ক্ষোভ ঝরে পড়ছিল আর কাউটস্কির উত্তরগুলো ছিল ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিকর কিংবা বলা যায় অকারন ঠাট্টা তামাশা। আমরা– রজা, কাউটস্কি ও তার স্ত্রী, হিলফারডিং, বর্তমানে মৃত গুস্তাভ একস্টেইন– সবাই একসঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনে যাই। যেতে যেতে পথেও বেশ তীব্র কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কাউটস্কি চেয়েছিলেন দর্শক হয়ে থাকতে আর রজা উৎসাহী ছিলেন বিক্ষোভে যোগ দিতে।

দু'জনের বৈপরীত্য ফেটে পড়ে ১৯১০ সনে, প্রুশিয়ায় সাধারন নির্বাচনের জন্য আন্দোলন প্রশ্নে। সেসময় কাউটস্কি রাজনৈতিক কৌশলগত দর্শন (Strategic Philosophy) উদ্ভাবন করলেন যে শত্রুকে উৎখাতের চেষ্টার বদলে শত্রুতার অবসান করার চেষ্টা করতে হবে। এটি ছিল প্রকৃত পক্ষে দু'টি বিসদৃশ প্রবণ অবস্থা বা ঘটনা। কাউটস্কির রাজনৈতিক লাইন ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে খাপ খাওয়ার চেষ্টা করা। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া সমাজকে উৎখাত না করে বরং সাধারন জনগনের বিপ্লবী আদর্শকে উৎখাত করা। এর ফলে সকল ফিলিস্তাইন (অসভ্য/বর্বর), সকল অফিসিয়াল, সকল সুযোগ সন্ধানী ব্যাক্তিবর্গ যারা তাদের নগ্নতাকে ঢাকার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পোষাক বুনছিল, এ সুযোগে কাউটস্কির পাশে এল চলে।

তারপর এল যুদ্ধ; ক্লান্তিকর রাজনৈতিক নীতি-কৌশল অপসৃত হয়ে স্থান দখল করল পরিখা খননের রণ-কৌশলে। কাউটস্কি শান্তিকালে যেভাবে খাপ খেয়ে চলতেন, যুদ্ধের সময়ও, সেই একই নীতি অবলম্বন করলেন। কিন্তু রজা দেখালেন নিজের তাত্ত্বিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য কি করে রক্ষা করতে হয়।

কাউটস্কির বাড়িতে **লেদেবুর** (Ledebour) এর ষাটতম জন্মদিন পালনের কথা আমার মনে পড়ে।



অতিথিদের মধ্যে অগাস্ট বেবেল ইতোমধ্যে তার সত্তর বছর বয়স পার করেছেন। তখন তার দল সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায়; তারা পলিসিতে ছিলেন ঐক্যবদ্ধ; বয়োজ্যেষ্ঠরা নেতা-কর্মীদের কাজ ও সাফল্যের রেকর্ড রাখতেন এবং তাদের ভবিষ্যত নিশ্চয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখাতেন। রাতের খাবারের সময় উৎসবের মধ্যমনি, লেদেবুর, সবাইকে আনন্দ দেয়ার জন্য ব্যঙ্গ-কৌতুকে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। কাউটস্কি সহ সেখানে উপস্থিত সবাই উৎসুকভাবে বুড়ো বেবেলের প্রত্যেকটি কথা শুনলেন। বলা বাহুল্য আমি নিজেও। এই পার্টিতেই আমি বেবেল এবং তার জুলিয়ার সাথে প্রথম পরিচিত হই।

বেবেল সেদিন নীচু থেকে উঠে আসা নতুন শ্রেণির ধীর গতিবিধি এবং একগুঁয়ে হাব-ভাব মূর্তরূপে প্রকাশ করেছিলেন। মনে হয়েছিল, এই চামড়া কুঁচকে যাওয়া প্রবীণ মানুষটি ধৈর্য্য হারালেও তার একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি অবিচল ছিলেন। যুক্তিবিন্যাসে, বাগ্মীতায়, প্রবন্ধে এবং গ্রন্থে, বেবেল জানতেন না এমন কিছু নেই যার জন্য তিনি তার মানসিক শক্তি ব্যয় করেননি, যা কোন না কোন বাস্তব আশু অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজে আসেনা। তার জাঁকজমকপূর্ণ রাজনৈতিক রচনাশৈলীর নীরব করুন রস এখানেই নিহিত। তিনি শ্রেণিটিকে প্রতিফলিত করলেন এভাবে যে, তারা কেবল অবসর পেলেই শেখে, নিজ স্বার্থ হাসিলে প্রতি মিনিটের মূল্য দেয় এবং দরকার মতোন গোগ্রাসে সব গিলে খায়– একজন ব্যক্তি-মানুষের অতুলনীয় প্রতিকৃতি। বলকান যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের বিরতিকালে বুখারেস্টে শান্তি সম্মেলন চলাকালে বেবেলের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু সংবাদটি আমি পাই রুমানিয়ার প্লোয়েসি রেল স্টেশনে। মনে হয়েছিল বিশাল নক্ষত্রের পতন ঘটল। বেবেল মৃত! কি ঘটবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির কপালে? জার্মান দলের তাৎক্ষণিক চালচিত্র সম্পর্কে লেদেবুর-এর কথাগুলো আমার মানসপটে ভেসে উঠল: শতকরা কুড়িজন র‍্যাডিক্যাল, শতকরা তিরিশজন সুবিধাবাদী- বাকী সবাই বেবেলকে অনুসরন করে- এই নিয়ে জার্মান দল।

ভক্তরা আশা করেছিলেন হাসেকে (Haase) কেন্দ্র করে বেবেলের একটি উত্তরসূরি দল গড়ে উঠবে। কারণ, বুড়ো সন্দেহাতীতভাবে হাসের– কিছুটা সংকীর্ণ ও অধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক– আদর্শবাদিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রুশ বিপ্লবীরা ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেও বেবেল জেনায় (Jena) অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে তার বক্তৃতায় তাদের বীরত্বব্যঞ্জক আত্মত্যাগকে স্বীকার করেননি, এবং এমনকি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় চেয়ারম্যান পদের জন্য হাসের নাম চাপিয়ে দেয়ার মত করেই সুপারিশ করেছিলেন। আমি হাসে সম্মন্ধে ভালই জানতাম। পার্টির কংগ্রেস শেষে আমরা দু'জন একসঙ্গে জার্মানির কয়েকটি এলাকা সফর করি এবং নুরেমবার্গ ঘুরে দেখি। হাসে ব্যক্তিগত সম্পর্কে যেমন ছিলেন শান্ত ভদ্র এবং সুবিবেচক, তেমনি রাজনীতিতেও ছিলেন একজন সৎ, মধ্যপন্থি, প্রাদেশিক গণতন্ত্রী। তার মধ্যে কোন রকম বিপ্লবী মেজাজ

কিংবা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলনা। দার্শনিক দিক থেকে তিনি নিজেকে কিঞ্চিত কুণ্ঠার সাথে কান্টের অনুসারী মনে করতেন। পরিস্থিতি যখনই জটিল হোত, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতেন; সবসময় মধ্যপন্থা অনুসরন এবং ধৈর্য্যসহ অপেক্ষা করায় বিশ্বাস করতেন। তাকেই পরে পার্টির নেতা হিসেবে মেনে নেয়া হয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিলনা।

কার্ল লিবনেস্ট ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আমি বহু বছর যাবত তাকে জানতাম। তবে বেশ লম্বা লম্বা বিরতীতে পর আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হোত। লিবনেস্টের বার্লিনের বাড়িটি ছিল রুশ প্রবাসীদের সদর দপ্তর। জার্মান পুলিশ জারতন্ত্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল এবং রুশ প্রবাসীদের হয়রানির জন্য একে অন্যকে সহযোগিতা কোরত। তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা লিবনেস্টের সাহায্য চাইতাম। তিনি তক্ষুণি সংশ্লিষ্ট সকলকে সজোরে নাড়া দিতেন। তিনি শিক্ষিত মার্ক্সসবাদী হলেও, তাত্ত্বিক ছিলেন না, ছিলেন কর্মপ্রবণ মানুষ। তিনি ছিলেন চঞ্চল, আবেগপ্রবণ এবং দুঃসাহসী প্রকৃতির; তদুপরি, তার মধ্যে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অনুভূতি, গণমানস ও পরিস্থিতি বুঝবার ক্ষমতা এবং উদ্যোগ নেবার অপ্রতিদ্বন্দ্বি সাহস। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। এ কারনে আমলাতান্ত্রিক বিশ্বাস এবং পিছু হটার মানসিকতার জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিতে তিনি সবসময় ছিলেন অর্ধ পরিচিত। আমি নিজ চোখে দেখেছি, সেখানকার একদল অসভ্য এবং ভাসা ভাসা জ্ঞান সর্বস্ব অমার্জিত লোক লিবনেস্টকে বিদ্রুপাত্মক নীচু নজরে দেখতো!

১৯১১ সনের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জেনায় অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসে লিবনেস্টের মতামত অনুসারে আমাকে, ফিনল্যান্ডে জার সরকারের জুলুমের ওপর বক্তৃতা দিতে বলা হয়। কিন্তু আমার বক্তৃতা দেয়ার আগেই একটা খবর আসে যে কিয়েভে স্টলিপিনকে (Stolypin) গোপনে খুন করা হয়েছে। তার পর পরই বেবেল আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেনঃ গুপ্তহত্যা বলতে কি বুঝানো হয়েছে? কোন দল এজন্য দায়ী? আমি বক্তৃতা দিলে জার্মান পুলিশের নজরে পড়ব কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি? আমি স্টুটগার্টে **কুয়েলচের** ঘটনা (Quelch's case) স্মরণ করে, খুব সাবধানে বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন যে, আমি বক্তৃতা দিলে সমস্যার সৃষ্টি হবে?'



বেবেল উত্তর করলেন, হ্যাঁ আমি আশংকিত, আমার মনে হয়, তোমার বক্তৃতা না দেয়াই ভাল।'

'তাহলে আমার বক্তৃতা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।'

বেবেল স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এক মিনিট পরেই লিবনেস্ট হন্তদন্ত হয়ে বিরক্ত চেহারা নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'এটা কি সত্য, তোমাকে বক্তৃতা দিতে মানা করা হয়েছে এবং তুমিও রাজী হয়েছো?'

আমি নিজে মাফ চেয়ে বললাম, 'অস্বীকার করি কিভাবে? হোস্ট তো বেবেল, আমি তো নই।'

লিবনেস্ট প্রেসিডিয়ামের ইশারা উপেক্ষা করে, তার বক্তৃতায় ঘৃণামিশ্রিত সমস্ত ক্রোধ উগড়ে দিয়ে জার সরকারকে নির্মমভাবে তীব্র আক্রমণ করেন। কারণ তারা রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বের (Lese-majeste) সাথে কোনরকম জটিলতায় জড়াতে চাইছিলেন না। এর পরের যাবতীয় কর্মকান্ডের গভীরে নিহিত ছিল এই বীজ যা এই ছোট্ট উপাখ্যানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(২)

চেক ট্রেড য়ুনিয়নগুলো জার্মান নেতৃত্বের বিরোধিতা করে। ফলে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটল রোধে অস্ট্রিয়ান মার্ক্সসবাদীরা এগিয়ে এসে আন্তর্জাতিকতাবাদের যুক্তিসমূহ দক্ষতার সাথে অনুকরন করেন। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এই প্রশ্নের উপর প্রতিবেদন পড়ে শোনান প্লেখানভ। সকল রুশদের মতো, তিনিও মুক্তকণ্ঠে চেকের বিপক্ষে জার্মান দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। বুড়ো এডলার এই নাজুক বিষয়ে স্লাভিক উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রুশদের প্রধান বাদী হওয়া খুব সুবিধাজনক মনে করেন। তাই তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে প্লেখানভের নাম প্রস্তাব করেন। আমারও করার তেমন কিছু ছিলনা। তবে, জাতীয় সংকীর্ণতায় আবিষ্ট নেমেক, সুকুপ, বা স্মেরাল-এর মতো মানুষগুলোর জন্য দুঃখ হয় যারা চেক জাতীয়তাবাদের প্রতি সুবিচার করতে আমাকে রাজী করাতে খুবই চেষ্টা করছিলেন । একই সময় আমি অস্ট্রিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরটাও খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাদের

জন্যও চেকরা সর্বোতভাবে দায়ী । অথচ চেক দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীরা যে অস্ট্রো-জার্মান দলের চেয়ে অনেক বেশী র‍্যাডিকেল ছিলেন, তার পক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। এমনও প্রমাণ আছে যে, ভিয়েনার সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কারনে চেক শ্রমিকদের ন্যায্য অসন্তোষ মেমেকের মতো চেক উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ধূর্ততার সাথে কাজে লাগায় ।

ভিয়েনা থেকে কোপেনহেগেন কংগ্রেসে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ট্রেন বদলের প্রয়োজনে এক স্টেশনে নামতে হয়েছিল । সেখানে হঠাৎ লেনিনের সাথে দেখা । তিনি প্যারিস থেকে আসছিলেন । আমাদের দু'জনকেই প্রায় এক ঘন্টা স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয় । সেখানে আমরা অনেক দরকারী কথাবার্তা বলি । প্রথমে শুরু হয় বন্ধুর মত, পরে ঠিক তার উল্টো । আমি তাকে বলেছিলাম যে, চেক ট্রেড য়ুনিয়নের অপসারণের জন্য যদি কাউকে দোষী করতে হয়, তবে প্রথমেই ভিয়েনা নেতৃবৃন্দ, তারা লম্বা গলায় চেক সহ দুনিয়ার মজদুরদের লড়াইয়ের কথা বলে, এবং গোপনে গোপনে রাজতন্ত্রের তাবেদারী করে । লেনিন খুব আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনলেন । মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য তার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল । তিনি কথকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চাইলে তার চোখ-মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে শুনতেন, অন্যথায় তার পেছনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন ।

আমি লেনিনকে আমার সর্বশেষ প্রবন্ধ (Vorwaerts এ প্রকাশিত) রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের আলাপচারিতা ভিন্ন চরিত্রে রূপ নেয় । প্রবন্ধটি লেখা হয় কংগ্রেসের জন্য । মেনশেভিক ও বলশেভিক উভয়েই এর তীব্র সমালোচনা করে । সবচেয়ে গাত্রদাহের প্রশ্ন ছিল প্রবন্ধটিতে তথাকথিত 'হাতছাড়া' (expropriations) সিদ্ধান্ত নিয়ে । বিপ্লবে পরাজিত হওয়ার পর অস্ত্র 'হাতছাড়া' করা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনিবার্যভাবে বিপ্লবী দলকে তছনছ করে দেয় । লন্ডন কংগ্রেসে মেনশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং বলশেভিকদের সামান্য কিছু ভোটে, 'হাতছাড়া' সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় । যখন প্রতিনিধিরা তাদের আসনে থেকে চীৎকার করে বলছিলেন, 'লেনিন কি বলতে চায়? আমরা শুনতে চাই', লেনিন তখন অনেকটা রহস্যময় দুর্বোধ্য মুচকি হাসি হেসেছিলেন । লন্ডন কংগ্রেসের পর 'হাতছাড়া' চলতে থাকে; এ সিদ্ধান্ত দলের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল । এই পয়েন্টটিই আমি আমার প্রবন্ধে উচ্চকিত করে আক্রমণ করেছিলাম Vorwaerts পত্রিকায় ।

'তুমি কি সত্যিই এমনটা লিখেছো? লেনিন ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন । তার অনুরোধে আমি প্রবন্ধটির প্রধান প্রধান বক্তব্য আমার স্মৃতি থেকে পুনরুল্লেখ করি ।

'টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এটা কি বন্ধ করা যায় না?'

আমি বললাম, 'না, আজ সকালে এটি সবাই পড়তে পারবে, আর আটকাবো কেন? এখানে পুরোপুরি সত্যি কথাটাই বলা হয়েছে ।'

আসলে প্রবন্ধটিতে ঠিক কথা লেখা হয়নি । কারন, এতে অনুমান এসে যায় যে বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয়ে, চরমপন্থিদের ঝেঁটিয়ে, ঐক্যের মাধ্যমে দলে রূপ নেবে । অথচ, বাস্তবতা ছিল ভিন্ন; দল রূপ লাভ করে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে । লেনিন চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসে রুশ প্রতিনিধিদের বাধ্য করে আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করতে । আমার সারাজীবনে লেনিনের সাথে এটাই ছিল সবচেয়ে তীব্র বিরোধ । তিনি তখন অসুস্থ; মারাত্মক দাঁতের ব্যথা এবং মাথায় ছিল ব্যান্ডেজ বাঁধা । এই প্রবন্ধ এবং তার লেখকের প্রতি রুশ ডেলিগেটদের মনোভাব ছিল খুবই বৈরী; মেনশেভিকরাও আরেকটি প্রবন্ধের জন্য কম বৈরী ছিলনা, ঐ প্রবন্ধটি প্রধানত তাদের বিরুদ্ধেই লেখা ।

১৯১০ সনের অক্টোবরে এক্সেলরড মার্তভকে লিখলেন, 'কি রকম অপমানজনক কথাবার্তা সে লিখেছে Neue Zeit পত্রিকায়! সত্যি কথা কি, এটি Vorwaerts পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধটির চেয়েও জঘন্য ।' লুনাচার্স্কি লেখেন, 'প্লেখানভ, যিনি ট্রটস্কিকে মোটেই সহ্য করতেন না, পরিস্থিতির সুযোগটা নিলেন এবং তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ষড়যন্ত্র করলেন । আমার মনে হোল এটা সুবিচার নয়, তাই ট্রটস্কির পক্ষ নিলাম । রিয়াজানভের সাথে যৌথভাবে চেষ্টা করে প্লেখানভের ষড়যন্ত্র নস্যাত করলাম ।' রুশ প্রতিনিধিদের বেশীরভাগই জানতেন প্রবন্ধটি শুধুই পরোক্ষ প্রতিবেদন । আমি এটি পড়ে শোনানোর দাবী জানালাম ।

জিনোভিয়েভ যুক্তি দিলেন যাকে নিন্দা জানাবে, তাকে পড়ে শোনানোর দরকারটা কি। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা তার সাথে দ্বিমত কোরল। প্রবন্ধটি সশব্দে পড়ে শোনানো হল এবং যতদূর মনে পড়ে রিয়াজানভ অনুবাদ করেও শোনালেন। প্রবন্ধটি পড়ে শোনানোর আগে তার সম্পর্কে যে দানবীয় ক্ষতিকারক চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল, পড়ার পর মনে হোল তা একেবারেই নির্দোষ। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ল প্রবন্ধটি নিন্দা না করার পক্ষে। কিন্তু আজও আমি প্রবন্ধটিকে ক্ষমা করতে পারিনি এবং সব সময় নিন্দা করি যে, এতে বলশেভিক উপদলের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি।

চেক ট্রেড য়ুনিয়ন প্রশ্নে, রুশ প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে ভিয়েনা প্রস্তাবের পক্ষে এবং প্রাগ আনিত প্রস্তাবের বিপক্ষে মতামত দেয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম সংশোধনী আনতে, কিন্তু সফল হইনি। তবে আমি আজও নিশ্চিত নই কেন, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির পুরো পলিসি নিয়ে এমন ধরনের সংশোধন করতে হবে। সংশোধন হওয়া উচিত তার বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণার মত একটা কিছুর। ১৯১৪ সনের আগে আমরা এরকম কোন পদক্ষেপ নিতে পারিনি।

১৭। নয়া বিপ্লবের প্রস্তুতি।

(১)

প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা দখল করে রাখার বছরগুলোতে আমার প্রধান কাজ ছিল ১৯০৫ সনের বিপ্লবের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া এবং পরবর্তি বিপ্লব সংঘটিত করার উপায় খোঁজার জন্য তাত্ত্বিক গবেষণা করা। বিদেশে এসে পৌঁছার পর পরই আমি প্রবাসী রুশ ছাত্রদের কলোনীগুলো সফর করি। উদ্দেশ্য ছিল দু'টো লেকচার দেয়া: (১) 'রুশ বিপ্লবের ভাগ্য: এ প্রসঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি' এবং (২) 'পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ: সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা'। প্রথমটির লক্ষ্য ছিল স্থায়ী বিপ্লব হিসেবে রুশ বিপ্লব সম্ভব এবং ১৯০৫ সনের বিপ্লব যে তারই প্রমাণ তা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ছিল বিশ্ব বিপ্লবের সঙ্গে রুশ বিপ্লবকে যুক্ত করা।

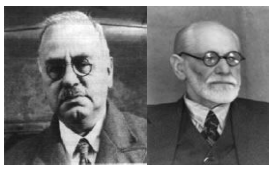

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета КПСС
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

১৯০৮ সনের অক্টোবরে আমি ভিয়েনায় একটি রুশ পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করি। নাম **প্রাভ্‌দা (সত্যকথা)**। এটি সাধারণ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটি চোরাই পথে গালিসিয়ান সীমান্ত দিয়ে বা কৃষ্ণ সাগর দিয়ে রাশিয়ায় পাঠানো হোত। পত্রিকাটি সাড়ে তিন বছর যাবত দ্বি-মাসিক হিসেবে বেরোয়। রাশিয়ার সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপনে অনেক সময় লাগতো। তারপরও, সে সময় এটি প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এ ছাড়া, কৃষ্ণ সাগরে চলাচলকারী নাবিকদের গোপন ইউনিয়নের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল এবং তাদের কাজ ছাপাতেও সাহায্য করতাম।



প্রাভ্‌দায় আমার প্রধান প্রদায়ক ছিলেন **এ.এ.জোফ** (A.A. Joffe)। তিনি পরে সোভিয়েত কূটনীতিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভিয়েনায় থাকা কালে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জোফ ছিলেন একজন বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ও উষ্ণ আবেগের মানুষ, খুবই মিশুক প্রকৃতির এবং বিপ্লবের প্রতি অবিচলভাবে অনুগত। তিনি প্রাভ্‌দাকে অর্থ এবং জনশক্তি দুই-ই দিয়ে সাহায্য করতেন।

তিনি এক ধরনের স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন এবং তখনকার ভিয়েনিজ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আলফ্রেড এডলারের



কাছে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা নিতেন। **এডলার** ছিলেন **ফ্রয়েডের** শিষ্য। পরে নিজেই একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। জোফের মাধ্যমে আমি মনঃসমীক্ষণের সাথে পরিচিত হই। এই মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতিটি আজও অস্পষ্ট ও স্থিতিহীন এবং কল্পনাপ্রবণ ও আবেগনির্ভর ধারণার জন্ম দেয়। তবুও আমাকে এটা খুব আকর্ষণ করে।

আমার আরেকজন প্রদায়ক ছিলেন **স্কবেলেভ** (Skobelev) নামের এক ছাত্র, পরে যিনি কেরেনস্কি সরকারের



শ্রমমন্ত্রী হন। ১৯১৭ সনে আমাদের আবারও দেখা হয় তবে শত্রু হিসেবে। প্রাভ্‌দার সচীব হিসেবে ভিক্টর কপকে পেয়েছিলাম অল্প ক'দিনের জন্য; এখন তিনি সুইডেনে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত। প্রাভ্‌দার কাজে রাশিয়া গিয়ে জোফ বিপ্লবী কর্মকান্ডের জন্য গ্রেফতার হন। তাকে অঝেসা থেকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন জেলে বন্দী রেখে পরে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর তিনি মুক্ত হন। আক্টোবর বিপ্লবে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই অসুস্থ মানুষটির ব্যক্তিগত সাহস ছিল অসাধারণ। আমি যেন আজও তাকে দেখতে পাই, ১৯১৯ সনে শরতে সেন্ট-পিটার্সবুগের শহরতলীতে শেল-আক্রান্ত মাঠে গাট্টাগোট্টা শরীরটা নিয়ে নির্ভীক-নির্লিপ্ত চিত্তে কর্মরত। কূটনীতিকের অনবদ্য পোষাক পরিহিত, শান্ত প্রসন্ন মুখে নির্মল হাসি এবং হাতে একটি বেত, জোফ ধীর-স্থির পায়ে কৌতুহলী চোখে সবকিছু দেখছেন,আর তার কাছে-পিঠেই শেল ফাটছে। তিনে ছিলেন ভালো বক্তা, চিন্তাশীল এবং ঐকান্তিক আবেদনময়। লেখায়ও তিনি একই মান বজায় রাখতেন। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সবিস্তারে প্রত্যেকটি কাজ করতেন– এমন গুণাবলী খুব কম বিপ্লবীর মধ্যেই আমি দেখেছি। তার কূটনৈতিক কাজের প্রতি লেনিন আনেক উচুঁ ধারণা পোষন করতেন। বেশ কয়েক বছর আমি তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। বন্ধুত্বের প্রতি তার আনুগত্য এবং নৈতিকতাবোধ ছিল অনুপম। জোফ নিজেই মর্মান্তিকভাবে তার জীবনের ইতি টানেন। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত অসুস্থতা তার শরীরটাকে ক্রমশ দুর্বল

করে ফেলছিল। একই ভাবে নকলনবিশ ভক্তদের নেতৃত্বাধীন মার্ক্সবাদীদের অসংযত অবমাননাকর উক্তিতেও তিনি জর্জরিত হচ্ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজনৈতিক লড়াই চালাতে অপারগ হয়ে, শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সনের শরতে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। মৃত্যুর আগে আমাকে লেখা তার শেষ চিঠিটা স্টালিনের চরেরা তার ড্রেসিং-টেবিল থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। বন্ধুর জন্য যে ক'টি লাইন তিনি লিখেছিলেন, ইয়ারোস্লাভস্কি ও অন্যান্য নীতিভ্রষ্টরা চিঠির সেই অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলে কিংবা বিকৃত করে এবং মিথ্যা বর্ণনা দেয়। কিন্তু এসব দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র ও ককুর্ম একজন অন্যতম মহান মানুষের নাম বিপ্লবের গাঁথায় খোদাই করা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবে না।

প্রতিক্রিয়াশীলতার কালো দিনগুলোতে জোফ এবং আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে নয়া বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা যেভাবে এর রূপরেখা তৈরী করি ১৯১৭ সালে ঠিক সেভাবেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেভারচেকভ (Sverchkov), তখন ছিলেন মেনশেভিক আর এখন স্টালিনের দালাল, ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত প্রাভ্দা সম্পর্কে তার স্মৃতিকথায় লেখেন:

'এই কাগজটিতে, তিনি (ট্রটস্কি) রুশ বিপ্লবের 'স্থায়ী' তত্ত্বের পক্ষে অবিচলভাবে ও জোর দিয়ে অবিরত লিখতে থাকেন। স্থায়ী বিপ্লবের পক্ষে তার যুক্তি এই যে, একবার যখন যাত্রা শুরু হয়েছে, পুঁজিবাদকে উৎখাত না করা পর্যন্ত এবং সমগ্র বিশ্বে সমাজবাদী ব্যবস্থা কায়েম না করা পর্যন্ত বিপ্লবের এই অগ্রযাত্রা থামবে না। তিনি বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয়ের প্রতি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতেন এবং তাদেরকে রোমান্টিসিজ্ম ও সাতটি মারাত্মক দোষে দোষী বলে অভিযুক্ত করতেন। পাল্টা আক্রমণের তোয়াক্কা না করে খুবই ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার পয়েন্টে অনড় থাকতেন।'

১৯৯০ সনে রজা লুক্সেমবুর্গের পোলিস ম্যাগাজিনে লিখতে গিয়ে আমি সর্বহারা এবং চাষীদের মধ্যে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হবে, তা বর্ণনা করি এভাবে:

'কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিশাপ ছিল স্থানীয় নির্বুদ্ধিতা। চাষীদের সীমিত রাজনৈতিক জ্ঞানের কারণে, তারা একদিকে গ্রামের জমি দখল করার লক্ষ্যে জোতদারদের সম্পদ লুট করে; কিন্তু অন্যদিকে তাদেরই প্রতিপক্ষ জার সৈনিকদের সহযোগিতা করে ও শ্রমিকদের গুলি করে মারতে সহায়তা করে। এটাই ছিল ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লব শুরু হওয়ার প্রথম ঢেউয়ের অবস্থা। বিপ্লবের সে সব নির্মম ঘটনাবলীকে বাস্তব-উদাহরণের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এখান থেকে ইতিহাস এ শিক্ষাই দেয় যে, কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা বার বার চাষীদের মাথায় এই সচেতনতা ঢোকাতে হবে যে, তাদের স্থানীয় সমস্যা বা ভূমি দখলের দাবী কেন্দ্রীয় সমস্যা বা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের সাথে এক সূত্রে বাঁধতে হবে।'

ফিনল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি ক্ষুদে চাষীদের দাবী দাওয়া সমর্থন কোরে তাদের মন জয় করতে সক্ষম হয়। এই দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি উপসংহার টানলাম: 'আমাদের পার্টি গ্রাম ও শহর বিস্তৃত এক বিশাল নয়া গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দানে চাষীদের মধ্যে এরকম জনপ্রিয়তা কিভাবে অর্জন করা যায় তা ভাবতে হবে! তবে হ্যাঁ, অনাগত নতুন বিপ্লবের ঢেউয়ে অনিবার্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রলোভনে পড়ে আমরা অবশ্যই যেন আমাদের হাতের অস্ত্র সমর্পণ না করি।' তবে, 'কৃষকশ্রেণীকে উপেক্ষা করে' অথবা 'ভূমির পূণর্বন্টন প্রশ্নটি ডিঙ্গিয়ে গেলে' কেমন হয়, সেটাও ভেবে দেখা যায়!

১৯০৯ সনের ৪ ডিসেম্বরে যখন মনে হচ্ছিল বিপ্লব নৈরাশ্যজনকভাবে এবং স্থায়ীভাবে পদদলিত, আমি প্রাভদায় লিখেছিলাম: 'এমনকি আজও যখন প্রতিক্রিয়ার কালো মেঘ চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে, তখনও আমরা মনে মনে আরেকটি নয়া অক্টোবরের বিজয়ের ছবি আঁকি।' শুধু উদারপন্থীরা নয়, মেনশেভিকরাও এই শব্দগুলোকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও উপহাস করে। তারা মনে করে এগুলো উত্তেজনা সৃষ্টি করার স্লোগান এবং অর্থহীন প্রলাপ। 'টট্রস্কিবাদ' শব্দটির উদ্ভাবক, **প্রফেসর মিলিয়ুকভ** (Miliukoff) জবাব দিয়েছিলেন: ' সর্বহারার একনায়কত্ব তত্ত্বটি নির্ভেজাল ছেলেমি এবং ইউরোপে একজন লোকও একে সমর্থন করবে না।' তারপরও ১৯১৭ সালে ঘটনা ঘটে এবং উদারনৈতিক প্রফেসর সাহেবের বিপুল আত্মবিশ্বাস তখন নিশ্চয়ই ঝাঁকুনি খেয়েছিল।



প্রগতিবিরোধীতার বছরগুলোতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রেক্ষিতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি অধ্যয়ন করি। বিপ্লবী প্রেরণা আমাকে এসব জানতে আগ্রহী করে। আমি একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অস্থিরতার মধ্যকার সম্পর্ক, অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপ্লবী লড়াইয়ের প্রগতিশীল স্তরসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এরকম অন্যান্য সকল প্রশ্নের মতো, এ ক্ষেত্রেও আমি সতর্ক থেকেছি,

যেন রাজনীতি অর্থনীতির ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ভরশীল না হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া অখণ্ডভাবে প্রয়োজনীয় মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে অবশ্যই ফল দেবে।

নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জ যখন 'ব্লাক ফ্রাইডে' নামক আকস্মিক বিপর্যয়ের কবলে, তখন আমি হার্জবার্গের (Hirchberg) ছোট্ট শহর বোহেমিয়ানে থাকি। এই বিপর্যয় ছিল বিশ্বসংকটের অগ্রদূত। এটা রাশিয়াকেও গ্রাস করে। এতে তার অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তার কারণ রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং আসন্ন বিপ্লবের হুমকি। এর কি পরিণতি আশা করা যায়? দলীয়ভাবে উভয় গ্রুপের এক মত যে, এই সংকট বিপ্লবী লড়াইকে তীব্রতর করতে সহায়ক হবে। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। বড় একটা যুদ্ধ এবং যুদ্ধে পরাজয়ের পর, শ্রমজীবি মানুষ জেগে ওঠার বদলে আর্থিক মন্দা ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়বে। এই পরিস্থিতি শ্রমিক শ্রেণীর আত্মবিশ্বাসের শক্তির ভিতকে দূর্বল করে দেবে এবং রাজনৈতিক মনোবল ভেঙ্গে দেবে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, শিল্পে পুণর্জাগরণ ঘটানো। কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে পারলে সর্বহারা শ্রেণির ব্যবধান ঘুচে যাবে, তাদের শিরায় নতুন রক্ত প্রবাহিত হবে, তাদের প্রবল শক্তির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে যথাস্থানে এবং এসব কিছু পরবর্তি লড়াইয়ের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করেনি বরং বিরূপ সমালোচনা করে। দলীয় অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দিলেন যে, আরেকটি বিপ্লবের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে তেজীভাব অসম্ভব ব্যাপার। তার বিপক্ষে, আমিও যুক্তি তুলে ধরলাম যে, একটি অর্থনৈতিক পূনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী এবং এই পূণর্জাগরণই নিয়ে আসবে আন্দোলনের নতুন ঢেউ, যার পরবর্তি পর্যায়ে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। এই সংকট একটি বিপ্লবী সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পথ তৈরী করে দেবে। এই পূর্বাভাস পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ১৯১০ সনে প্রতিবিপ্লব চলা সত্বেও আকস্মিকভাবে শিল্প-কারখানা এবং তার সঙ্গে ধর্মঘট-আন্দোলনও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯১২ সনে লেনা



সোনার খনিতে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে সমস্ত রাশিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১৯১৪ সনে যখন সত্যিকার অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে আবার সেন্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিকরা ব্যারিকেড দিয়ে জার প্রশাসন অচল করে। এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী **রেমন্ড পয়েনকেয়ার** (Raymond Poincare); তিনি সে সময় যুদ্ধ শেষে জারের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য রাশিয়া সফর করেন ।

এই তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পরীক্ষা আমার ভবিষ্যত কর্মকান্ডের জন্য ছিল অমুল্য সম্পদ। কম্যুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে যখন আমি যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অর্থনৈতিক পূনর্জাগরণের অনিবার্যতাকে পরবর্তি বিপ্লবী সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে চাপ দিয়ে বলি, তখন আগত প্রতিনিধিরা নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে আমার বিপক্ষে যায়। এবং আবারো কমুনিস্ট ইন্টারনেশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাকে, চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন বুঝতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ আনতে হয়। এ ব্যর্থতা এমন যে, তারা আশাই করতে পারেনি যে, বিপর্যয়কর পরাজয়ের পরও চীনা বিপ্লব, সে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সামনে সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

দ্বান্দিক প্রক্রিয়াসমূহ সতিকার অর্থে খুব জটিল নয়। বরং চলমান ঘটনাবলী আবিস্কার করার চেয়ে সেগুলো সূত্রবদ্ধ করা সহজতর। এ প্রশ্ন নিয়ে যে কোন আলোচনায় সবসময় শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা কুসংস্কারকে পার হয়ে আসতে হয়। এই নাছোড়বান্দা কুসংস্কারই রাজনীতিকে গুরুতর ভূল পথে এবং বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

মেনশেভিকবাদের ভবিষ্যত এবং দলীয় অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক সমস্যাদির কারনে প্রাভ্দা কখনো লেনিনের সম্যক সুনজরে আসেনি। আমি তখনও আশায় ছিলাম যে, নয়া বিপব ১৯০৫ এর মত বিপবী পথ অনুসরণ করতে মেনশেভিকদের বাধ্য করবে। কিন্তু আমি আদর্শের ভিত্তিতে প্রাথমিক নির্বাচন এবং রাজনৈতিক কষ্টসহিষ্ণুতাকে কম গুরুত্ব দিয়েছিলাম। দলের অভ্যন্তরীণ বিকাশের প্রশ্নে আমি এক ধরনের সোশ্যাল রেভুলুশনারী নিয়তিবাদ-এর দোষে দোষী। এটি একটি ভুল ছিল। তবে এটা সেই আমলাতান্ত্রিক নিয়তিবাদের চেয়ে ঢের বেশী উৎকৃষ্ট, যার অনুসারীরা অনেকেই বর্তমানে কমিউনিস্ট ইন্টার্নেশনাল শিবিরে এবং মতাদর্শ নির্বিশেষে আমার সমালোচক ।

১৯১২ সনে, রাশিয়ায় যখন রাজনৈতিক বাঁক সঠিকভাবে উপরে উঠতে শুরু করে, আমি সকল সোশাল ডেমেক্রোটিক উপদলগুলোকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন আহ্বানের চেষ্টা করি। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, আমি কেবল একা নই, রজা লুক্সেমবুর্গও আমার সঙ্গে আছেন, আমরা সবাই মিলে রুশ সোশাল ডেমোক্রেসিকে ঐক্যবদ্ধ করার আশা করতে পারি। ১৯১১ সনের গ্রীষ্মে তিনি লিখেন: 'এখনও দলের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব, যদি উভয় উপদলকে একসঙ্গে সম্মেলন করতে বাধ্য করা যায়।' একই সনের আগষ্টে তিনি পূণর্ব্যক্ত করেন: 'ঐক্য রক্ষা করার একমাত্র উপায়, রাশিয়া থেকে নির্বাসিত যে সব লোকজন রুশ জনগণের শান্তি ও ঐক্য চায়, তাদেরকে নিয়ে একটি সাধারণ সম্মেলনের আয়োজন করা এবং একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল শক্তি তারাই যারা তাদের সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে বিদেশে মোরগ-যুদ্ধের মতো ঝগড়া-ঝাটি এড়িয়ে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে।'

বলশেভিকদের নিজেদের মধ্যে আপোস করার একটা প্রবণতা তখনও খুবই প্রবল ছিল, এবং আমার প্রত্যাশা ছিল যে, এই প্রবণতা লেনিনকেও এই সম্মেলন অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। লেনিন চেষ্টা করেছিলেন তার সর্বশক্তি দিয়ে ঐক্যকে প্রতিহত করতে। সমগ্র ঘটনাবলী এমনভাবে ঘটলো যে, লেনিন যে সঠিক, তাই প্রমাণিত হলো। ১৯১২ সনের আগস্টে বলশেভিকদের ছাড়াই ভিয়েনায় সম্মেলন বসে। আমি নিজেকে আবিস্কার করলাম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সবাই জানলো যে, আমি মেনশেভিকেদের 'ব্লকে'। যা হোক, মেনশেভিক এবং অল্প কয়েকটি বলশেভিক বিরোধী বেপরোয়া গ্রুপকে নিয়ে সম্মেলন হোল। এই 'ব্লকের' কোন একক রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। কারণ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি মেনশেভিকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। সম্মেলন শেষ হওয়ার পরপরই তাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমার লড়াই শুরু হল। প্রতিদিন, সোশাল-রেভুলুশনারী এবং ডেমোক্রেটিক রিফর্মিষ্টদের মধ্যে দুই বিপ্লবী প্রবণতার তিক্ত বিরোধ গভীর শেকড় গাড়তে থাকলো।

সম্মেলনে অল্প আগে ৪ঠা মে এক্সেলরড লিখেন, 'ট্রটস্কির চিঠি থেকে আমি অত্যন্ত বেদনাদায়ক আভাস পেলাম। তিনি বাস্তবে আমাদেরকে বা আমাদের রুশ বন্ধুদেরকে বোঝার এবং আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করার সামান্যতম আগ্রহ দেখালেন না, ... যাতে আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি।' আসলে, মেনশেভিকদের সাথে যোগ দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সম্মেলনের পরে মার্তভ এক পত্রে এক্সেলরডের কাছে অভিযোগ করেন যে, ট্রটস্কি 'লেনিন-প্লেখানভ সাহিত্যিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নিকৃষ্টতম অভ্যাসের' পূণঃপ্রচলণ করছে। এক্সেলরড এবং মার্তভের মধ্যে বিনিময় করা চিঠিগুলো ক'বছর আগে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাতে আমার প্রতি তাদের নিখাদ ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের সাথে দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, আমি কখনো তাদের প্রতি এরকম ঘৃণা অনুভব করিনি। আমার বিপ্লবী জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর বিভিন্নভাবে আমি তাদের কাছে ঋণী। আজও তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

নকলবাজদের আমলে 'ট্রটস্কি-বিরোধী' পাঠ্যবইতে 'আগস্ট ব্লক' নিয়ে নানান রকম কল্পকাহিনী যুক্ত করা হয়। অজ্ঞ ও অপরিপক্করা নিজেদের স্বার্থে এই অতীতটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন বলশেভিকবাদ ইতিহাসের গবেষণাগার থেকে একেবারে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে– অথচ মেনশেভিক ও বলশেভিকদের মতাদর্শগত সংগ্রামও এক নিরলস ঐক্য প্রচেষ্টারই ইতিহাস। ১৯১৭ সনে লেনিন রাশিয়ায়



আসার পর মেনশেভিকদের সাথে সমঝোতার শেষ চেষ্টা করেন। সে বছর মে মাসে আমি আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় ফিরে দেখেছি বিভিন্ন প্রদেশে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় অধিকাংশ আঞ্চলিক সোশাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। লেনিন ফিরে আসার অল্পক'দিন আগে, ১৯১৭ সনের মার্চে অনুষ্ঠিত পার্টি সম্মেলনে, স্টালিন **ইরাকলিজেরেটলি** (Irakli Tsereteli) দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা প্রচার করছিলেন। এমনকি অক্টোবর বিপ্লবের পরেও জিনোভিয়েভ (Zinoviev), কামেনেভ, রাইকভ, লুনাচার্স্কি সহ আরো ডজনখানেক নেতা সোশাল রেভুলশনারী এবং মেনশেভেকদের মধ্যে কোয়ালিশন গঠন করতে পাগলের মত চেষ্টা করছিলেন। এই মানুষগুলোই এখন তাদের মতাদর্শিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ১৯১২ সনের ভিয়েনা ঐক্য সম্মেলন সম্মন্ধে লোমকুপ খাড়া হওয়ার মতো নানা রকম কল্প-কাহিনী বানানোর চেষ্টা করছেন।

কিয়েভস্কায়া মাইয্‌ল (Kievskaya Mysl) (কিয়েভ ভাবনা) পত্রিকা আমাকে তাদের সামরিক করেসপন্ডেন্ট হিসেবে বলকান যুদ্ধে নিয়োজিত করার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি ছিল বেশ সময়োপযোগী। কারণ আগস্ট সম্মেলন ব্যর্থ হয়। আমিও প্রবাসী রুশদের স্বার্থে কিছুদিনের জন্য নিজেকে কোথাও আড়াল করার কথা ভাবছিলাম। যুদ্ধের সময় কয়েক মাস বলকানে কাটালাম। যুদ্ধ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল।

১৯১২ সনের সেপ্টেম্বরে আমি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের দিকে যাত্রা করি। মনে হচ্ছিল যুদ্ধ কেবল সম্ভাব্যই নয়, অপরিহার্য। কিন্তু যখন বেলগ্রেডের ফুটপাথে রিজার্ভ সেনাদের দীর্ঘ লাইন নিজ চোখে দেখতে পেলাম, তখন বুঝলাম, পেছনে ফেরার আর পথ নেই যুদ্ধ যে কোনদিন শুরু হবে। যখন জানলাম যে, আমার চেনা-জানা অনেক লোকই অস্ত্র হাতে সীমান্ত এলাকায় এবং তারাই প্রথম হত্যাকারী কিংবা হত্যার শিকার হবে, তখন যে যুদ্ধকে আমি আমার চিন্তায় এবং লেখনিতে হালকাভাবে দেখতাম, মনে হলো সম্পূর্ণরূপে বিশাল, ভয়াবহ এবং অসম্ভব এক কান্ড। আমি ভূত দেখার মত দেখছিলাম যুদ্ধযাত্রা রত আঠারো পদাতিক রেজিমেন্টের একদল সৈন্যকে: তাদের গায়ে ইউনিফর্ম ও নিরাপত্তা বর্ম, পায়ে চামড়ার জুতো এবং মাথায় পরা সবুজ রঙের নক্সাকরা টুপি। পায়ের জুতো এবং মাথার টুপিতে ছোট সবুজ পাতার নক্সা, তার সঙ্গে বাকী সব উপকরণ সহ রণসজ্জায় সজ্জিত সৈনিকদের দেখে মনে হচ্ছিল আত্মত্যাগের জন্যই তাদের ভাগ্য নির্দিষ্ট। সে মুহূর্তে মাথার টুপির সবুজ নক্সা এবং পায়ে চামড়ার জুতো ছাড়া যুদ্ধের উম্মত্ততার আগুন সম্মন্ধে অন্য কিছু আমার চেতনায় জ্বলে ওঠেনি। বর্তমান প্রজন্ম কতখানিই আর সেই ১৯১২ সনের অভ্যাস এবং মন-মেজাজ থেকে দূরে সরে থাকবে! আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে, মানবিকতা, নীতি-নৈতিকতা, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই আসলে বন্ধ্যা ও অক্ষম। কিন্তু এটা ছিল আমার আবেগ, তখনকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাখ্যা নয়। ইতিহাসের এক বিষাদময় বোধ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারছি না। নিজেকে বড়ই অক্ষম এবং নির্মমতার শিকার মনে হল। মানুষের ধ্বংস ও বিনাশের প্রতি সমবেদনা ও করুণায় আমার ভেতরটা পুড়তে লাগলো।

দু'তিন দিন পর যুদ্ধ ঘোষিত হল। আমি লিখলাম, 'তোমরা রাশিয়ায় বসে যা জান এবং বিশ্বাস কর, কিন্তু এখানে, অকুস্থলে থেকেও আমি তা বিশ্বাস করতে পারছিনা। প্রাত্যহিক জীবনে মুরগীর বাচ্চার ঠ্যাং চিবানো, চুরুট টানা, কালি-ঝুলি মাখা খালি পায়ের নোংরা বালক, আর তার সাথে এই বিশাল ভয়াবহ ট্র্যাজিক যুদ্ধের বাস্তবতা যুগপৎ চলবে, এটা আমার মন মেনে নিতে চায়না। আমি জানি, যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এবং এও জানি, এরই মধ্যে যুদ্ধ শুরুও হয়েছে, কিন্তু আমি এই যুদ্ধকে বিশ্বাস করতে এখনও শিখিনি। আমাকে এটা শিখতে হচ্ছে। তবে চূড়ান্তভাবে দীর্ঘকালের জন্য।

১৯১২-১৩ সনের বছর দু'টি আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়েছে সাইবেরিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং যুদ্ধের সঙ্গে। বহু দিক থেকে এটা আমার জন্য কেবল ১৯১৪ সনেরই নয়, ১৯১৭ সনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি ছিল। আমার প্রবন্ধে আক্রমণ শুরু করলাম শ্লাভিক উগ্র জাতীয়তাবাদ (Slavophilism) এবং মিথ্যা প্রতারণামূলক কু-কর্মের বিরুদ্ধে, প্রধানত উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংগঠিত উপায়ে প্রতারণামূলক জনমত গঠনর এবং জনগণকে বোকা বানানোর বিরুদ্ধে। কিয়েভ্স্কায়া মাইয্‌ল- এর সম্পাদকমন্ডলী আমার প্রবন্ধ ছাপতে বেশ সাহস দেখিয়েছিলেন। এতে আহত ও বন্দী তুর্কী সৈন্যদের প্রতি বুলগেরিয়দের বর্বর নৃশংসতার বর্ণনা ছিল এবং রুশ সংবাদপত্রগুলোর ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতার কথা ফাঁস করা হয়েছিল। এ প্রবন্ধ উদারপন্থি পত্রিকাগুলোর আঁতে ঘা দেয় এবং তারা খুবই রুষ্ট হন। ১৯১৩ সনের ৩০ জানুয়ারী আমি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে তুর্কিদের প্রতি শ্লাভদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সম্মন্ধে মিলিয়ুকভের উদ্দেশ্যে একটি 'এক্স-পার্লামেন্টারী প্রশ্ন' করি। বুলগেরিয়ার সরকারী প্রতিরক্ষা-এটর্নি মিলিয়ুকফ কোনঠাসা হয়ে এলোমেলো উত্তর দিলেন। এ নিয়ে সরকারী পত্রিকার সঙ্গে বিতর্ক চলল কয়েক সপ্তাহ ধরে। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইঙ্গিতে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে 'এনটিড অটো' (Antid Oto) ছদ্মনামের লেখক কেবল বিদেশী পরবাসীই নয় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একজন গুপ্তচরও।



রাকোভ্স্কি, ট্রটস্কি ও ঘিরিয়া

এক মাস রুমানিয়া ছিলাম। সে সময় দব্রুদজানু ঘিরিয়ার (Dobrudjanu-Gherea) অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসি এবং রাকোভ্স্কির (Krastyo Rakovski) সাথে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়, যার সম্পর্কে আমি ১৯০৩ সন থেকে জানতাম ।

সত্তুরের দশকে (১৮৭৭-৭৮খৃ.) রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় এক রুশ বিপ্লবীকে রুমানিয়া দিয়ে যাবার পথে যাত্রাবিরতি করতে হয়; ঘটনাচক্রে তাকে বেশ কিছু সময় আটক রাখা হয়, যা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না; কয়েক বছর পর, তিনি দব্রুদজানু ঘিরিয়া নামে পরিচিত হয়ে রুমানিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে এক সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন, পরে এটি শ্রমিকদের মাঝেও প্রসারিত হয়। সামাজিক ভিত্তিতে সাহিত্য সমালোচনা ছিল ঘিরিয়ার মূল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে তিনি রুমানিয়ার বুদ্ধিজীবিদের প্রগতির পথে আনেন। নান্দনিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান থেকে তাদেরকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দিকে ধাবিত করেন। রুমানিয়ার প্রায় সব পার্টির রাজনীতিকদের অনেকেই তাদের যৌবনে ঘিরিয়ার গাইডেন্সে পরিচালিত ছোট মার্কসবাদী স্কুলের ছাত্র হয়েছিলেন। যদিও এই স্কুল, তাদেরকে পরিণত বয়সে প্রগতি বিরোধী তস্করবৃত্তি বা লুটেরা পলিসি অনুসরণ করতে বাধা দিতে পারেনি।

রাকোভ্স্কি ছিলেন ইউরোপিয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। জন্মগতভাবে বুলগেরিয়। জন্মগ্রহণ করেন বুলগেরিয়ার হৃদপিন্ড কোটেল শহরে। বলকান মানচিত্রের বলে

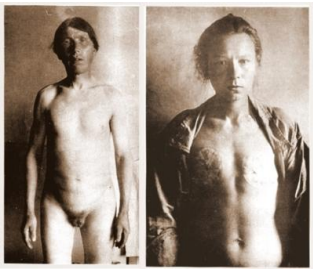


তিনি ছিলেন রুমানিয় প্রজা, শিক্ষা-দীক্ষায় ফরাসী ডাক্তার, যোগাযোগ, সাহিত্য কর্ম ও সহানুভূতির দিক থেকে একজন রাশিয়ান । তিনি বলকানের সব ভাষাতো জানতেনই, চারটি য়ুরোপীয় ভাষাও বলতে পারতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বুলগেরিয়, রুশ, ফরাসী ও রুমানিয়– এই চারটি সোশালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যার ফলে তাকে হতে হয় সোভিয়েত ফেডারেশনেরও অন্যতম নেতা, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যশনালের প্রতিষ্ঠাতা, য়ুক্র্যানিয় সোভিয়েত গণ কমিশারির প্রেসিডেন্ট এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে সোভিয়েত য়ুনিয়নের কূটনৈতিক প্রতিনিধি। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত 'বাম' বিরোধী ভূমিকায়ও অংশগ্রহণ করেন। রাকোভ্স্কির ব্যক্তিগত চরিত্রের মহৎ গুণাবলী ও উদার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্টালিনের চক্ষুশূল করে, যার চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী ছিল ঠিক তার বিপরীত।

১৯১৩ সনে রাকোভ্স্কি ছিলেন রুমানিয় সোশালিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা, যেটি পরে কমুনিস্ট আন্ত র্জাতিকে যোগ দেয়। দলটি বেশ কিছুটা ক্রমোন্নতি দেখাচ্ছিল। রাকোভ্স্কি একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং অর্থ দিয়েও চালাতেন। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে, মেঙ্গালিয়ার (Mangalia) কাছেই, পৈতৃক সূত্রে পাওয়া তার একটি ছোট তালুক (estate) ছিল। এর আয় থেকেই তিনি রুমানিয় সোশালিস্ট পার্টি, কয়েকটি বিপ্লবী গোষ্ঠি এবং অন্যান্য দেশের ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন তিনি বুখারেস্টে থাকতেন, প্রবন্ধ লিখতেন, কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা অধিবেশ পরিচালনা করতেন, মিটিং-এ বক্তৃতা দিতেন এবং রাস্তায় মিছিল ও জনসমাবেশ করতেন। তারপর ছুটতেন ট্রেনে করে কৃষ্ণ সাগর তীরে। সঙ্গে নিতেন জমি-জোত-খামারের ফাইল, খন্তা-কোদাল-বেলচা এবং গ্রাম জীবনের উপযোগী আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি; ছুটতেন মাঠে, পরখ করতেন নতুন ট্রাক্টর কেমন ভাল চলছে, দৌড়াতেন ভূমিতে লাঙ্গলের হলরেখার পেছন পেছন, গায়ে থাকতো ফ্রক-কোট; অতঃপর একদিন বাদে আবার ছুটতেন শহরে, যাতে সময়মতো মিটিং বা কোন ব্যক্তিগত আলোচনা সভায় উপস্থিত হতে পারেন। আমি একবার তার ভ্রমণসঙ্গী হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, কী অপরিমেয় তার কর্মশক্তি, তার নিরলস অধ্যবসায়, তার আত্মিক সচেতনতা ও নিত্য সতর্কতা, এবং অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য দয়া ও গভীর অনুভূতি। মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে মেঙ্গালিয়ার পথ পাড়ি দিয়ে রাকোভ্স্কি রুমানিয়াদের থেকে তুর্কিদের কাছে, তুর্কিদের থেকে বুলগেরিয়দের কাছে এবং তারপর জার্মান ও ফরাসীদের কাছে ছুটে যেতেন এবং কথা বলতেন। কথা বলতেন কলামিস্ট বা বাণিজ্যিক এজেন্টদের সঙ্গে। পরিশেষে কথা বলতেন রুশ এবং *রুশ খোজাদের (Skoptsi) সাথে, যারা সংখ্যায় প্রচুর আশ-পাশের জেলাগুলোতে বাস করতেন। তিনি কথা বলতেন একজন জোতদার হিসেবে, একজন ডাক্তার হিসেবে, একজন বুলগেরিয় হিসেবে, একজন রুমানিয় প্রজা হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন

সমাজবাদী হিসেবে। এই সকল দিক তিনি রক্ষা করলেন আমার চোখের সামনে, যেন জীবন্ত এক অলৌকিক ঘটনা তিনি ঘটালেন এই দূরবর্তী, নির্জন, ধীরগতিসম্পন্ন এবং নিরুদ্বিগ্ন ছোট্ট শহরের পথে পথে। এবং সে রাতেই তিনি আবার ট্রেনে চড়ে ছুটলেন জীবন যুদ্ধের মাঠে। তিনি যখন যেখানে যেতেন– কি বুখারেস্টে বা সোফিয়ায়, কি প্যারিসে, সেন্ট পিটার্সবুর্গে বা খারকভে– সব সময় থাকতেন আয়েশি এবং আত্মবিশ্বাসী।

*রুশ খোজা (Skoptsi)। রাশিয়ার অর্থডক্স খৃস্টানদের মধ্যে ভীন্ন মতাবলম্বী যৌন সংযমী একটি সম্প্রদায়ের নাম স্কপসি বা খোজা।

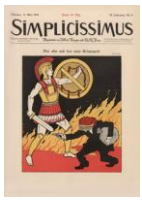


তারা নিজেদেরকে 'ঈশ্বরের কুটুম' বলে দাবী করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে প্রধানত যৌন লালসা: তথা– যৌন কামনা, যৌনাবেদন এবং দৈহিক সৌন্দর্য পাপ স্বরূপ বাধা দেয়। তাই ধর্মীয় শিক্ষানুযায়ী মানবাত্মার মুক্তির লক্ষ্যে যৌন লালসার আধারকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য তারা পুরুষের পিতৃ অঙ্গ (শিশ্ন ও অণ্ডকোষ) এবং নারীর মাতৃ অঙ্গ (স্তন ও ক্ষুদ্রৌষ্ঠ) কেটে ফেলে দেয়। তারা নিজেদের গোপন রাখতে পছন্দ করে। আঠারো শতকে এদের সন্ধান মেলে। তারা খুবই ধনাঢ্য এবং কুসীদ জীবি হিসেবে খ্যাত।

রুশ খোজা সম্প্রদায় জারতন্ত্র এবং পরে সমাজতান্ত্রিক সরকার উভয়ের হাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চরম নিগৃহীত হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপরও বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তারা টিকে ছিল। ১৯৭৮ সনের আদমশুমারীতে তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।– আহ্সান

(২)

আমার দ্বিতীয় নির্বাসনের বছরগুলোর পুরোটাই ব্যয় করেছি রুশ গণতান্ত্রিক সংবাদ মাধ্যমে। কিয়েভ্স্কায়া মিয্ল (Kievskaya Mysl) পত্রিকায় মিউনিখ জার্নাল-এর উপর এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বিতর্ক সৃষ্টি করেছি। জার্মানীর সাপ্তাহিক কার্টুন ম্যাগাজিন 'সিম্পলিসিসিমাস' এক সময় আমার কাছে এত মজা লাগতো যে, প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে সবগুলো পড়েছি। তখন হেইনের (T.T. Heine) কার্টুন মর্মভেদী সামাজিক অনুভূতিতে ভরা থাকতো। একই সময় জার্মান নাটক-গল্প-উপন্যাসের সাথেও আমার নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠে। এমনকি আমি জার্মান নাট্যকার Frank Wedekind এর ওপর সামাজিক সমালোচনামূলক এক দীর্ঘ রচনাও লিখি। কারণ রাশিয়ায় বিপ্লবী মেজাজ পড়ে যাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।





'কিয়েভস্কায়া মিয্ল' ছিল রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের মার্কসবাদীদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বর্ণিল র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা। এ রকম একটি পত্রিকা শুধুমাত্র কিয়েভেই টিকে থাকতে পারে। কিয়েভের দুর্বল শিল্পনির্ভর জীবনধারা, অবিকশিত শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রগতিবাদ ছিল এর অনুকুল সহায়ক। সামান্য রদ-বদল সাপেক্ষে বলা যায়, মিউনিখে যে কারণে সিম্পলিসিসিমাসের আবির্ভাব ঘটে, কিয়েভেও সে কারণে এই প্রগতিবাদী পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটে। আমি পত্রিকাটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতাম, মাঝে মধ্যে বিধি-নিষেধের বেড়াজালের কারণে খুব ঝুঁকিপূর্ণও হত। ছোট ছোট লেখার জন্য প্রায়ই দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করতে হতো। তারপরও এ পত্রিকায় আমি আমার চাহিদামত যা বলতে পারতাম, অদলীয় বৈধ পত্রিকায় সেসব কিছুতেই বলা যেত না। কিন্তু আমি যা পছন্দ করিনা তা কখনো লিখিনি। কিয়েভ্স্কায়া মিয্ল পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোন লেখা কখনও প্রত্যাহার করতে হয়নি। লেখাগুলো পরে সোভিয়েত পাবলিশিং হাউসের উদ্যোগে কয়েক খন্ডে পূণঃপ্রকাশিত হয়। এই মুহূর্তে এটাও উল্লেখ করা অনর্থক হবে না যে, আমি বুর্জোয়া পত্রিকায়ও লিখেছি, তবে লেনিনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত কেন্দ্রিয় কমিটির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিয়ে।

আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছিলাম যে, ভিয়েনায় এসে পৌছার পরপরই শহরের বাইরে বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী লিখেছিলেন:

'হুটেলডর্ফ আমার ভাল লেগেছিল। বসবাসের জন্য আমরা যে ধরনের বাসাবাড়ি পেতাম এটি ছিল তার চেয়ে উত্তম। এখানকার ভিলাগুলো বসন্তকালে ভাড়া দেয়া হয় আর আমরা নিয়েছিলাম শরৎ ও শীতকালে, তাই পেলাম। জানলা দিয়ে গাঢ় শারদীয় রঙের পাহাড় দেখা যেত। পেছনে খোলামেলা গ্রাম। সহজে যাওয়া যেত। শীতকালে, রোববারে পাহাড়ে যাওয়ার পথে ভিয়েনিরা আসত শ্লেজ এবং স্কি নিয়ে, মাথায় রঙিন ছোট টুপি আর গায়ে সুয়েটার। এপ্রিলে, বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয়। তখন বাগানে বেগুণী রঙের ফোটা ফুলের সুগন্ধ খোলা জানলা দিয়ে এসে কক্ষগুলো ভরে যেত। এখানে সেরিওঝা (Seryozha) জন্মগ্রহণ করে। আমরা চলে যাই আরেকটি গণতান্ত্রিক উপ-শহর সিয়েভরিং-এ (Sievering)।

আমাদের বাচ্চারা রুশ ও জার্মান ভাষায় কথা বলত। কিন্ডারগার্টেন এবং স্কুলে বলত জার্মান, এবং তাই বাসায়ও তা চালিয়ে যেত। কিন্তু যখন ওদের বাবা বা আমি কথা বলতে চাইতাম তখন খুব তাড়াতাড়ি রুশ ভাষা বলা শুরু করত। আমরা যখন তাদের জার্মান ভাষায় সম্বোধন করতাম, বিব্রত হয়ে রুশ ভাষায় জবাব দিত। পরে তারাও ভিয়েনিজ উচ্চারণ রপ্ত করে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতো।

তারা ক্লায়াস্কো (S.L. Klyachko) পরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করতো। সে পরিবারের কর্তা, গিন্নী, ছেলে-মেয়ে- সবাই শুধু তাদেরকেই নয়, অন্য শিশুদেরও আদর করত এবং অনেক মজার মজার জিনিষ দেখাতো। বাচ্চারা বিখ্যাত মার্ক্সিয় পণ্ডিত রিয়াজানভেরও (Ryazanov) বেশ ভক্ত ছিল। তিনি তখন ভিয়েনায় থাকতেন। তিনি, তার শরীরচর্চার কসরতী কলা-কৌশল দেখিয়ে বাচ্চাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদো সাথে মজা করতেন। একবার ছোট ছেলে সেরিওঝা নাপিতকে দিয়ে চুল কাটাচ্ছে, আমি পাশে বসে। সে আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে কানে কানে বলল, 'মা আমি রিয়াজানভের মতো করে চুল কাটাতে চাই।' আসলে তার মাথায় ছিল বিশাল এক মসৃণ টাক। চারপাশে চুল উপরে খালি। এটা সচরাচর দেখা না গেলেও দেখতে ভালই লাগতো। বাচ্চাটা এটাকেই ব্যতিক্রম মনে করে প্রভাবিত হয়েছিল।

লিওভিক স্কুলে ভর্তি হতে গেলে ধর্মের প্রশ্ন এসে গেল। অস্ট্রিয় আইনে শিশুদের চৌদ্দ বছর পর্যন্ত পৈতৃক ধর্ম পালনের বাধ্যবাধকতা ছিল। আমাদের কাগজপত্রে কোন ধর্মের উল্লেখ ছিল। তাই, আমরা বাচ্চাদের জন্য লুথারপন্থী ধর্ম পছন্দ করলাম। কারণ, মনে হতো এটি শিশুদের বহনের জন্য এবং তাদের আত্মার জন্যও সহজতর। একজন মহিলা শিক্ষক স্কুল আওয়ারের পরে স্কুলেই ধর্ম শেখাতেন। মুখ দেখে বোঝা যেত লিওভিক এই পাঠ পছন্দ করত। কিন্তু, সে এ সম্পর্কে কোন কিছু বলত না। এক সন্ধ্যায় শুনি, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি যেন মুখস্থ করছে। জানতে চাইলে, বলল, 'এটা প্রার্থনা। জান মা প্রার্থনা খুবই মজার, ঠিক কবিতার মত ছন্দ মিলিয়ে সুর করে পড়তে হয়।'

প্রথম নির্বাসনকালে বাবা-মা আমাকে বিদেশে দেখতে আসতেন। তারা প্যারিস গিয়েছিলেন;আমার বড় মেয়েকে নিয়ে ভিয়েনায় এসেছিলেন। **আমার বড় মেয়ে,নিনা** (প্রথম স্ত্রীরগর্ভজাত) তাদের সঙ্গে দেশেই থাকতো। ১৯১০ সনে তারা বার্লিনেও এসেছিলেন। পরে তারা আমাকে আমার ভাগ্যের হাতে সোপর্দ করেন। এ নিয়ে জার্মান ভাষায় লেখা আমার প্রথম বইতে বিস্তারিত বলা আছে। আমার মা দূরারোগ্য একটিনোমাইকোসিস (প্রথমে পরিপাকতন্ত্রে পরে সারা দেহে ঘা) রোগে ভুগছিলেন। দশ বছর ধরে তিনি একটি বাড়তি বোঝার মতো একে বহন করছিলেন কিন্তু কখনো কাজ বন্ধ করেননি। বার্লিনে তার একটি কিডনি ফেলে দেয়া হয়। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। অপারেশনের পরের কয়েক মাস তিনি বেশ সুস্থ্য-সবল হয়ে উঠেন, ব্যাপারটি চিকিৎসক মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবার অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। তাঁর মৃত্যু হয় ইয়ানুভ্কায়, যেখানে ছিল তাঁর সংসার জীবন সন্তান লালন-পালন সবকিছু।



আমার জীবনে দীর্ঘদিন ভিয়েনায় বসবাসের কাহিনী পূর্ণতা পাবে না যদি না আমাদের নিকটতম বন্ধু দীর্ঘদিনের প্রবাসী প্রবীণ এস.এল. ক্লায়াস্কোর কথা কিছু না বলি। দ্বিতীয় নির্বাসনে প্রবাসে এই পরিবারটির সঙ্গে খুবই কাছাকাছি থেকেছি। ক্লায়াস্কো পরিবারটি ছিল রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বার্থের, ভালবাসা-মায়া-মমতার, গান-বাদ্য-সঙ্গীত চর্চার, চারটি য়ুরোপিয় ভাষা চর্চার, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কেন্দ্র। পরিবারটির প্রধান সেমিওন এলভোভিচ (Semyon Lvovich) -এর মৃত্যু হয় ১৯১৪ সালের এপ্রিলে। এ মৃত্যু ছিল আমি এবং আমার স্ত্রীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। একবার লিও টলস্টয় তার অত্যন্ত মেধাবী ভাই সার্গেই সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, সামান্য কিছু ত্রুটি থাকার কারণেই সে এতবড় একজন শিল্পী হন। সেমিয়ন এলভোভিচের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। রাজনীতিতে খ্যাতিমান হওয়ার মত তার সব যোগ্যতাই ছিল, ব্যতিক্রম শুধু তার কোন ত্রুটি ছিল না। ক্লায়াস্কো পরিবারটিতে আমরা সবসময় সাহায্য ও বন্ধুত্ব অনায়াসে পেতাম এবং আমাদের প্রায়ই এ দু'টোর ভীষণ দরকার হতো।

কিয়েভ্স্কায়া মিয্ল-এ কাজ করে যা আয় পেতাম, আমার জন্য তা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রাভ্দার জন্য কাজ করতে গিয়ে কোন কোন মাসে অর্থকরী লেখার সময় মোটেই পেতাম না। তখন সংকট সৃষ্টি হোত। আমার স্ত্রী বন্ধকী দোকানের পথ চিনতেন। হাতে টাকা এলে আমি প্রচুর বই কিনতাম,পরে বইয়ের দোকানে আবার বিক্রি করে দিতাম। মাঝে মাঝে এমনও হতো বাড়ি ভাড়া দিতেই সব অর্থ ফুরিয়ে যেত। আমাদের দু'টো ছোট্ট বাচ্চা কিন্তু তাদের জন্য কোন সহকারী রাখতে পারিনি। তাই সংসারের দ্বিগুণ বোঝা স্ত্রীর উপরই ছিল। কিন্তু তিনি শক্তি ও সময় দু'টোই সঞ্চিত রেখে আমাকে বিপ্লবী কাজে সাহায্য করতেন।

১৮ । যুদ্ধের শুরুতে ।

ভিয়েনায় বিজ্ঞাপন-স্ট্যান্ডে মুদ্রিত পোস্টার সাঁটা । পোস্টারের ভাষা, 'All serbs must die' (সার্বরা ধ্বংস হোক, নিপাত যাক) । শিশুরাও রাস্তায় রাস্তায় এই স্লোগান দিচ্ছিল । আমাদের ছোট ছেলে, সেরিওঝা, সহজাতভাবে প্ররোচিত হয়ে তার বিপক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল, 'জয় সার্বিয়া!' । এটি ছিল ভিয়েনার উপশহর সিয়েভরিং-এর সাধারণ শ্লোগান । সে দিন সে কালো চোখ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরে ।

প্রাক্তণ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত বুকানন সেন্ট পিটার্সবুর্গে তার পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে পরমানন্দে বলেছিলেন, 'আগস্টের প্রথম দিকের অপূর্ব দিনগুলোতে মনে হয়েছিল রাশিয়া পুরোপুরি বদলে গেছে!' শাসকশ্রেণীর আত্মতুষ্টির বোকামীর মতো একই রকম পরমানন্দ অন্যান্য দায়িত্ববান কূটনীতিকদেরও হয়েছিল, তবে তারা বুকাননের মতো বাস্তবে পুরোপুরি দেখাতে পারেননি । আগস্ট মাসটায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজধানীগুলোকেই সমভাবে 'অপূর্ব' মনে হচ্ছিল । কারণ, তারা সবাই একে অন্যকে ধ্বংস করার জন্য পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল ।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির গণ-মানুষের মধ্যে হঠাৎ দেশপ্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ভীন্নরকম বিস্ময়কর মনে হোল । কী এমন শক্তি, যা আধা-জার্মান আধা-চেক ভিয়েনিজ শিক্ষানবীশ মুচি পস্পিশিলকে; কিংবা আমাদের শাক-সবজী বিক্রেতা মারেস্ককে; বা ক্যাবচালক ফ্রাঙ্কলকে ওয়ার মিনিস্ট্রির সামনের খোলা চত্বরে টেনে এনে জড়ো করল? এর পেছনে কি আদর্শ কাজ করেছিল? জাতীয়তাবাদ? কিন্তু অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরির জনগণ যে কোন জাতিগত আদর্শের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত । না, এর পেছনে অন্য কোন অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি কাজ করছিল ।

যে সব গণ-মানুষের বাস এখানে, তারা দিন আনে দিন খায়, একঘেঁয়ে দিন কাটায়, নিরাশা নিয়ে বেঁচে থাকে । তারা সংখ্যায় অনেক এবং আধুনিক সমাজের প্রধান অবলম্বন । যুদ্ধপ্রস্তুতির বিপদসংকেত তাদের জীবনে এনে দেয় ভবিষ্যত সুখ সম্ভাবনার প্রত্যাশা; পরিচিত এবং দীর্ঘ-ঘৃণিতরা উৎখাত হয়, আসে নতুন এবং অপ্রচলিত শাসকগোষ্ঠী । পরিবর্তনটা তাদের ভবিষ্যত ভাগ্য ফেরার জন্য অনেক বড় ভান্ডার । কিন্তু এটা কি আগের চেয়ে ভাল হবে না আরো খারাপ হবে? এই দোটানা খানিকটা ভাবনায় ফেলে তাদের । পরে ভেবে নেয় অবশ্যই ভালো হবে । পস্পিশিলদের বর্তমান অবস্থার চেয়ে আর কী খারাপ হতে পারে?

ভিয়েনার প্রধান সড়ক ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি অনেক দূর হেঁটে দেখলাম জনতা বিপুল উৎসাহে গোল গোল হয়ে গল্প ও আনন্দ করছে । বুঝলাম তাদের মধ্যে নতুন আশা জেগেছে । কিন্তু এসব আশা-আকাংখার সামান্য অংশও কি ইতিমধ্যে পূরণ হয়নি? অন্য কোন সময়ে– কুলি, ধোপী, মুচি, শিক্ষানবিস এবং শহরতলীর তরুণদের পক্ষে দল বেঁধে গোল হয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক হওয়া কি সম্ভব হোত? যুদ্ধ ছোট-বড়, ধনী-গরীব, ক্ষমতাবান-অসহায় সবারই ক্ষতি করে । কিন্তু শোষিত ও বঞ্চিতরা অনুভব করে যে, তারাও আজ ধনী ও ক্ষমতাবানদের সমান কাতারে । এটা স্ববিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু ১৯০৫ সনের অক্টোবরের দিনগুলোতে রুশ জনগণের মাঝে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি, হ্যাপসবুর্গ যুদ্ধে যাওয়ায় ভিয়েনিজ জনতার উচ্ছ্বসিত মন-মেজাজের মধ্যেও আমি, সে একই রূপ দেখলাম । তবে অবাক হবার মত কিছু নয় কারণ, ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যুদ্ধই বিপ্লবের প্রসূতি মা ।

এবং তারপরও, এর প্রতি শাসকদের মনোভাবে কতখানি ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য! একদিকে, বুকাননের কাছে সে দিনগুলো মনে হয়েছিল 'অপূর্ব' এবং তার মতে 'রাশিয়া রূপান্তরিত হচ্ছিল' । অন্যদিকে, উইট ১৯০৫ সনের বিপ্লবের অবর্ণনীয় করুণ দিনগুলো সম্বন্ধে লিখেছেন: 'অবাক করার মত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ রূশ জনগণকে মনে হয়েছিল উন্মাদ হয়ে গেছে ।'

বিপ্লবের মত যুদ্ধও জীবনকে জীর্ণ ও পুরাতন পথ থেকে জোর করে নতুন পথে ফেরাতে বাধ্য করে । বিপ্লব আঘাত করে প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাসীন শক্তিকে । আর, যুদ্ধ প্রথমে উদ্ভূত গোলমেলে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা সুসংহত ও শক্তিশালী করে, দেখে মনে হয় শক্ত হাতে ধরেছে এবং তারপর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে । যুদ্ধের

শুরুতে যে কোন সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বা অকারণ বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বরে আমি রাশিয়াকে লক্ষ্য করে লিখি: 'যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধযাত্রা দেশের সমস্ত জাতীয় এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধসমূহকে প্রকৃত অর্থে ভূ-পৃষ্ঠের দৃশ্যপট থেকে আপাততঃ সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এটা শুধু কালক্ষেপণ মাত্র, রাজনৈতিক ঋণ শোধ বিলম্বিত করার জন্য উভয়পক্ষের সম্মতিতে এ এক ধরনের চুক্তি। ঋণ পরিশোধের সময়টা বাড়িয়ে নতুন তারিখে নেয়া হয়েছে মাত্র কিন্তু পাওনা তাদের দিতেই হবে।' সেন্সর করা আমার এই ক'টা লাইনে, আমি কেবল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির কথাই বলিনি, রাশিয়ার কথাও বলেছি– মূলে, রাশিয়ার প্রতিই বেশী জোর দিয়েছি।

ঘটনা একে একে জট পাকাচ্ছিল। জরেস (Jaures) এর গুপ্ত হত্যার খবর এল। পত্র-পত্রিকাগুলো পুরো গাঁজাখুরী গল্প ফেঁদে বসল যে, এখনও অন্তত কয়েক ঘন্টার জন্য আশা ও সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু খুব শীঘ্রই এটা অদৃশ্য হয়ে গেল। জুরেসকে নিজের দলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শত্রুরা হত্যা করেছে।

এবার দেখা যাক, যুদ্ধ সম্পর্কে অস্ট্রিয় সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নেতৃত্বের মনোভাব কি? কেউ কেউ ছিলেন খুব খুশী, সার্ব ও রুশদের, জনগণ এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য না করেই, নির্বিচারে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিলেন। আসলে, এরা সবাই ছিলেন সমাজবাদী সংস্কৃতির আড়ালে ঢাকা কট্টর জাতীয়তাবাদী, এখন তাদের আসল রূপ খুব দ্রুত বেরিয়ে আসছে। আমার মনে পড়ে, হ্যান্স ডয়েসের (Hans Deutsch) কথা যিনি পরে যুদ্ধমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি খোলামেলাভাবেই এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে কল্যাণকর বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যা শেষে সার্বিয় 'দুঃস্বপ্ন' থেকে অস্ট্রিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল। ভিক্টর এডলারের নেতৃত্বে অন্যরা এ যুদ্ধকে দেখেন বাইরে থেকে আসা আকস্মিক বিপত্তিরূপে, যা না মেনে উপায় নেই। তবে তাদের এই পরোক্ষ মেনে নেয়া সক্রিয় জাতীয়তাবাদী গ্রুপকেই সাহায্য করেছিল। আবার কেউ কেউ বিজ্ঞের মতো জ্ঞানগর্ভ হাই তুলে, ১৮৭১ সনের যুদ্ধে জার্মানীর জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মন্তব্য করেন, এতে জার্মান শিল্পের বিকাশ ঘটে, গুরুত্ব বাড়ে এবং তার সাথে সাথে সোশ্যাল ডেমোক্রেসিরও।

পয়লা আগস্টে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার আগে থেকেই রুশরা ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। তেসরা আগস্ট সকালে আমি ভিয়েনা রো-তে গেলাম সোশ্যালিস্ট ডেপুটিদের পরামর্শ নিতে, এ অবস্থায় রুশ প্রবাসীদের কি করা দরকার। **ফ্রেডরিক এডলার**কে দেখলাম, তার ঘরে নিজে নিজে থেমে থেমে বই, কাগজ-পত্র এবং স্ট্যাম্প প্রভৃতি গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। এগুলো ছিল ভিয়েনায় শীঘ্রই অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসের কাজ। কিন্তু তার আগেই কংগ্রেস বাতিল করে– তার স্থান দখল করে বিভিন্ন বাহিনী। বুড়ো এডলার বললেন, তিনি এক্ষুনি আমাকে নিয়ে জেলা সদরে রাজনৈতিক পুলিশ প্রধানের কাছে যাবেন। গাড়িতে করে জেলা সদরের দিকে যেতে যেতে, আমি যুদ্ধ নিয়ে এই উৎসব মুখরতার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মতামত জানতে চাই। তিনি সময় না নিয়ে, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'যাদের যুদ্ধে যেতে হবে না, এটা তাদেরই ফুর্তি। এছাড়া বাকি সবাই উন্মাদ ও অর্ধ-উন্মাদ, সব উন্মাদরাই এখন রাস্তায়, এটা তাদেরই দিন। জুরেসের খুন হওয়া দিয়ে শুরু মাত্র। যুদ্ধ সকল ধরনের পাশবিকতা ও পাগলামীর দুয়ার খুলে দেয়।'



ভিক্টর এডলার পেশায় ছিলেন সাইক্রিয়াট্রিস্ট। তিনি অস্ট্রিয়া সহ সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে মন্তব্য করতেন সাইকো-পাথলজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কিন্তু তিনি কি তখন ভেবেছিলেন যে, তার নিজের পুত্রই রাজনৈতিক খুন ঘটাবে! যুদ্ধ চলাকালে আমি Kampf (সংগ্রাম) ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখি। বিষয়বস্তু ছিল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের নিস্ফল প্রয়াস। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এডলারের পুত্র ফ্রেডরিক। তিনি প্রবন্ধটির খুবই প্রশংসা করেন। ফ্রেডরিখ এডলারের খুনটি ছিল সুবিধাবাদী অবস্থানে থেকে হতাশাগ্রস্থ হওয়ার বহিঃপ্রকাশ। হতাশা কেটে যাওয়ার পর তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসেন। *(ফ্রেডরিখ এডলার, ছিলেন ভিক্টর এডলারের পুত্র। তিনি ১৯১৬ সনের ২১ অক্টোবর অস্ট্রো-হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট স্টুয়ের্গকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে প্রথমে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯১৮ সালের পরে তিনি মুক্তি পান– অনুবাদক।)*

গেয়ার (Geyer) সতর্কভাবে ইঙ্গিত করলেন যে, পরদিন সকালেই সব রুশ ও সার্ব প্রবাসীদের গ্রেফতার করা হতে পারে।

'তার মানে, আপনার মতে, চলে যেতে হবে?'

'যত শীঘ্র, ততই উত্তম ।'
'ঠিক আছে । আমি কালই সপরিবারে সুইজ্যারল্যান্ডে চলে যাব ।
'হুম্‌ম্‌ ....আমি বলি কি, আপনি আজই চলে যান ।'
এ কথাবার্তা হয় বেলা তিনটায় । সন্ধ্যা ৬:১০ মিনিটেই সপরিবার আমি জুরিখগামী ট্রেনে চড়ি । পেছনে রেখে আসি সাত বছরের মায়া-মমতা, বই, খাতা-পত্র এবং প্রফেসর মাসারিক-এর লেখা 'রুশ সংস্কৃতির ভবিষ্যতে'র বিরুদ্ধে একটি লেখাসহ আমার অনেক অসম্পূর্ণ লেখা ।
টেলিগ্রামে জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসির আত্মসমর্পণের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ ঘোষণা শোনার চেয়েও বেশী কষ্ট পেলাম, যদিও জার্মান সমাজতন্ত্রের অর্বাচীন আদর্শায়ন প্রক্রিয়া থেকে আমি বহু দূরে ছিলাম । আমি ১৯০৫ সনে লিখি এবং তারপরেও একাধিকবার পূনর্ব্যক্ত করি যে, 'ইউরোপীয় সমাজবাদী দলগুলো নিজেরাই তাদের মধ্যে রক্ষণশীলতার জন্ম দিয়েছে । জনগনের কাছে সমাজবাদ যত বেশী জনপ্রিয় হয়েছে, ততই তাদের রক্ষণশীলতা আরো শক্তিশালী হয়েছে । এমতাবস্থায়, এক সময়ে শ্রমিকশ্রেণী এবং রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের মধ্যে খোলাখুলি বিরোধ লাগলে তখন সোশাল ডেমোক্রেসি সত্যি বাধা হয়ে দাঁড়াবে । অথবা বলা যায় প্রচারসর্বস্ব সমাজবাদী রক্ষণবাদ কোন এক মূহুর্তে প্রলেতারিয়েত পার্টির ক্ষমতার চূড়ান্ত লড়াইয়ে বাধ সাধবে ।' আমি আশা করিনা যে, যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকের নেতারা বিপ্লবী উদ্যোগ নিতে আন্তরিকভাবে সক্ষম হবে । একইভাবে আমি এ ও মানিনা না যে, সোশাল ডেমোক্রেসি জাতীয়তাবাদী সমরবাদের ভয়ে কেবল গুটিশুটি মেরে বসে থাকবে ।
ফরোয়ার্ডস (Vorwaerts) পত্রিকার ৪ আগস্টের সংখ্যায় রাইখ্‌স্টাগ (Reichstag) মিটিংএর রিপোর্টের খবর সুইজারল্যান্ডে এসে পৌঁছার পর, লেনিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এটি একটি ভুয়া সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে । জার্মান সামরিক স্টাফরা ধোঁকা দেয়া এবং ভয় দেখানোর জন্য এটা করেছে । জটিল মনের মানুষ হয়েও লেনিন জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসির ওপর দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন । একই সময় ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত সমাজতান্ত্রিক দৈনিক *Arbeiter-Zeitung (শ্রমিকদের পত্রিকা) জার্মান সমাজবাদের আত্মসমর্পনের দিনকে 'জার্মান জাতির জন্য মহান দিবস' বলে ঘোষণা করল । এটা ছিল অস্টারলিজ-এর নিজের কান্ড! আমি ফরোয়াডর্স-এর খবরকে ভুয়া মনে করিনি । ভিয়েনায় আমার প্রথম ব্যক্তিগত ধারণা ইতিমধ্যে আমাকে যে কোন খারাপের জন্য প্রস্তুত করেছে । তারপর ৪ আগস্টের ভোটাভুটির খবর আমার জীবনে একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে চিরস্থায়ী থাকবে । নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, এঙ্গেল্‌স বেঁচে থাকলে কি বলতেন? উত্তরটি আমি স্পষ্ট জানি । বেবেল কি করতেন? এর উত্তর নিশ্চিত জানিনা । তবে, বেবেল বেঁচে না থাকলেও হাসে (Haase) তো এখনও আছেন, তার কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিপ্লবী মনোভাব না থাকলেও একজন সৎ প্রভিন্সিয়াল ডেমোক্রাট । প্রতিটি সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকতেন; তিনি অপেক্ষায় এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী । এ রকম ঘটনা তার জন্য বিরাট বোঝা । তিনি ছাড়াও রয়েছেন স্কিডম্যানরা, এবার্টসরা, ওয়েল্‌সরা ।
জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখালো কেবল সুইজারল্যান্ড, তাও খুব নরমভাবে এবং বেশ ছোট করে । সুইস পার্লামেন্ট পরিস্থিতি আরো সহজ করার জন্য, একই নামের দু'জন সোশালিস্ট ডেপুটিকে সদস্য রাখে । একজন জোহান সিগ, জুরিখের অন্যজন জাঁ সিগ, জেনেভার প্রতিনিধি । জোহান ছিলেন কট্টর জার্মানপন্থী এবং জাঁ ছিলেন তার চেয়েও কট্টর ফরাসীপন্থী । এই ছিল সুইজ ইন্টার্ন্যাশনালের তখনকার স্থিরচিত্র ।
যুদ্ধের দ্বিতীয় মাস । জুরিখের এক রাস্তায় বুড়ো **হারমেন মলকেনবুর** (Hermann Molkenbuhr)



জনমত গঠনের জন্য গিয়েছিলেন । আমি তার সঙ্গে দেখা করি এবং তাকে প্রশ্ন করি, 'তার দল বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যত গতিপথকে কিভাবে দেখেন? জার্মান কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের দ্বিতীয় স্তর, ব্যবস্থাপনা বোর্ডের (Vorstand) বিজ্ঞ প্রবীণ সদস্য উত্তর দিয়েছিলেন, 'পরবর্তী দু'মাসে আমরা ফ্রান্সকে খতম করব; তারপর পূর্বে গিয়ে জারের বাহিনীকে খতম করব; এবং তৃতীয় বা বড় জোর চতুর্থ মাসে আমরা গোটা ইউরোপকে এক চিরস্থায়ী শান্তি উপহার দেব ।' তার এই উক্তিগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে আমার ডাইরীতে নোট করেছিলাম । অবশ্য,এ উক্তি মলকেনবুরের

নিজের নয়; তিনি সোশাল ডেমোক্রেসির আনুষ্ঠানিক বার্তাই সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছিলেন। একই সময় সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফরাসী রাষ্ট্রদূত বুকানন পাঁচ পাউন্ড স্টার্লিং বাজি ধরেছিলেন যে, সামনের ক্রিসমাসের আগেই যুদ্ধ শেষ হবে। তার চেয়ে, বরং আমরা, 'ইউটোপিয়রা' এসব সোশাল ডেমোক্রেসি এবং কূটনৈতিক সার্কেলের ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করি।

যুদ্ধ থেকে নিরাপদ আমাদের আশ্রয়স্থল সুইজারল্যান্ড আমাকে ফিনল্যান্ডের বোর্ডিং 'রাউহা'র (শান্তি) কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেই ১৯০৫ সনের শরতে আমি রুশ বিপ্লবের সংবাদ পাই। অবশ্য সুইজ সেনাবাহিনীকেও যুদ্ধে নিয়েজিত করা হয়েছিল, এবং বেইসেল (Basel) শহর থেকে কামানের গর্জন শোনা যায়। কিন্তু চারিদিকে যুদ্ধের দামামার মাঝখানেও হেলভেশিয় (Helvetian) বা সুইস বোর্ডিংগুলো একখন্ড 'মরুদ্যানে'র মত শান্তির জায়গা। তারা প্রধানত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ গোল-আলুর ঘাটতি এবং পনিরের বাড়তি উৎপাদন নিয়ে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, সম্ভবত সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, এই সুইজ শান্তির 'মরুদ্যান' ছেড়ে আমাকে আবার সেন্ট পিটার্সবুর্গের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের বড় হল ঘরে শ্রমিকদের কাছে ফিরে যেতে হবে। সেদিন এসেছিল ঠিকই তবে তেত্রিশ মাস পরে।

তখন ঘটনাবলী নিয়ে কি ভাবতাম তা একটু খতিয়ে দেখার ইচ্ছে জাগায় ডাইরীর পাতা উল্টালাম। আগস্ট মাসের ৯ তারিখে আমি এতে লিখেছিলাম;

'এটা খুবই স্পষ্ট যে, এখানে কারো ভুলের প্রশ্ন নয়, কোন সুবিধাবাদী কর্মকান্ড নয়, পার্লামেন্টারী ঘোষণার দুর্বোধ্য বা বিভ্রান্তিকর কোন বিবৃতি নয়, Grand Duchy of Baden এর বাজেটে সোশাল ডেমোক্রেটদের ভোটাভুটি নয়, ফরাসী সমরবাদের কোন এক্সপেরিমেন্ট নয়, কোন নেতা বা নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা নয়– এটি ছিল 'আন্তর্জাতিকের পতন'। এ পতন ঘটলো সবচেয়ে বড় ও মহান দায়িত্ব পালনের সময়, যার জন্য এর আগের সমস্ত কর্মকান্ড ছিল প্রস্তুতি মাত্র।'

১১ ই আগস্ট আমি ডাইরীতে লিখি:

'বিপ্লবী সমাজবাদী আন্দোলনের জাগরণ শুরু করতে হবে। এ জাগরণ হতে হবে যাত্রা থেকেই যুদ্ধের মত। তবেই কেবল নয়া আন্তর্জাতিকের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হবে। আগামী বছরগুলো হবে সমাজ বিপ্লবের যুগ।'

আমি সক্রিয়ভাবে সুইজ সোশালিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করলাম। আন্তর্জাতিকের প্রতি পার্টির নিম্ন স্তরে বা শ্রমিকদের ছিল সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। প্রতিটি পার্টি মিটিং থেকে আমার চিন্তার সঠিকতার দু'তিনগুণ নিশ্চয়তা পেতাম। প্রথম সুদৃঢ় সমর্থন পেলাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন Eintracht (ঐক্য) এর কাছ থেকে, এটি ছিল আন্তর্জাতিকের সদস্য। ইউনিয়নের পরিচালনা পরিষদের সাথে ঐকমত্য হয়ে এবং তাদের সম্মতিত আমি পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরোধী এবং সমাজবাদী দেশপ্রেম নিয়ে এক ঘোষণাপত্র তৈরী করি। পরিচালনা পরিষদ পার্টি নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক ডাকলেন, যেখানে ঘোষণাপত্রের খসড়াটি জার্মান ভাষায় পড়ে শোনাবার কথা। নেতৃবৃন্দের কেউই এলেন না। তারা ভাবলেন এমন একটি লোমহর্ষক প্রশ্নের পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে দাঁড়ানো বিপজ্জনক। তারা বরং অপেক্ষা করা বেশী পছন্দ করলেন। আপাতত নিজেদের নিরাপদে রেখে জার্মান উগ্র চরমপন্থা এবং ফরাসী উগ্র স্বদেশিকতার নিন্দা জ্ঞাপন করো সীমিত বক্তব্য দেয় সমীচীন মনে করলেন।



মিটিংএ Eintracht এর সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়। এতে পার্টিতে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে এবং গুরুত্ব পায়। যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ঘটার পর সম্ভবত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী দলিল বা প্রমাণ।

সে সময় আমি প্রথম **রাদেকের** (Karl Radek) কাছাকাছি আসি। তিনি যুদ্ধের শুরুতে জার্মানি থেকে সুইজারল্যান্ডে এসেছিলেন। জার্মান পার্টিতে তিনি চরম বামপন্থী ঘরানায় অবস্থান করতেন। প্রত্যাশা ছিল তাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির একজন সহায়ক হিসেবে পাব। সত্যিই, রাদেক 'জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসি'র শাসকদের প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করলেন। আমিও তাকে সমর্থন জানাই। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপচারিতার পর জেনে অবাক হই যে, তিনি যুদ্ধের সাথে কিংবা সাধারণভাবে নিকট ভবিষ্যতেও সর্বহারা বিপ্লবের সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। তিনি বললেন, 'সামগ্রিকভাবে জনগণের উৎপাদনশীল শক্তি (productive force) এজন্য এখনও যথেষ্ট বিকশিত হয়নি, তাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতও নয়।' আমি শুনে শুনে পুরোপুরি অভ্যস্ত ছিলাম যে, রাশিয়ার উৎপাদনশীল শক্তি সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা দখলে বিজয় লাভ করার জন্য যথেষ্ট সক্ষম নয়। কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি একটি প্রগতিশীল পুজিঁবাদী দেশের একজন বিপ্লবী

রাজনীতিকের কাছ থেকে এমন উত্তর পাব। আমার জুরিখ ত্যাগ করার অল্পক্ষণ পরেই, রাদেক ঐ একই Eintracht সম্মেলনে বেশ দীর্ঘ একটি পেপার পড়েন। সেখানে তিনি এ যুক্তিই দেখান যে, তখনও পুঁজিবাদী বিশ্ব সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়।

যুদ্ধের শুরুতে রাদেকের পেপার এবং সমাজবাদীদের সংযোগস্থল হিসেবে জুরিখ সম্পর্কে বেশ ভালভাবে



বর্ণিত হয়েছ সুইজ লেখক **ব্রুপবাকের** (Fritz Brupbacher) এর মজার স্মৃতিকথায়। যথেষ্ট কৌতুহল নিয়ে তিনি সে সময় আমার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে 'নৈরাজ্যবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই শব্দটির অর্থ তিনি কি বুঝিয়েছেন বুঝা জটিল। তিনি সে সময় তার নিজস্ব অগ্রগতি সম্পর্কে From a Smug Citizen to a Bolshevik শীর্ষক বইটিতে বিস্তারিত লিখেছেন। আমি বইটির প্রথম ভাগে তার সে সময়ের মতামতের পরিষ্কার ধারণা পাই এবং মনে-প্রাণে সমর্থনও করি কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের কোন দায়িত্ব আমি বহন করিনা।

যখন জার্মান ও ফরাসী সমাজবাদী পত্রিকাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজবাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিল, তখন আমি আমার ডাইরী লেখা ফেলে রেখে, 'যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সমাজবাদ' বিষয়ের ওপর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা লিখি। রাদেকের সাথে প্রথম আলাপচারিতায় মুগ্ধ হয়ে, আমি পুস্তিকাটিতে একটি ভূমিকা যুক্ত করি, যাতে আমি আরো শক্তিশালীভাবে আমার মতামত তুলে ধরি যে, বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধই পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল শক্তির উত্থানের ফল। এ যুদ্ধ একদিকে ব্যক্তিগত সম্পদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রের সীমানার বিরুদ্ধে।

আমার অন্যান্য বইয়ের মতো The War and the International পুস্তিকাটিকেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাগ্য বরণ করতেনহয়। প্রথমে সুইজারল্যান্ডে, তারপর জার্মানী ও ফ্রান্সে, পরবর্তিতে আমেরিকায় এবং সবশেষে সোভিয়েত রাশিয়ায়। এ সম্পর্কে দু'এক শব্দ অবশ্যই আমাকে বলতে হয়। আমার পুস্তিকাটি রুশ ভাষার পান্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করেন একজন রুশ যিনি জার্মানভাষা ভাল জানতেন না। তাই, জুরিখের প্রফেসর রাগাজ (Ragaz), নিজে উদ্যোগী হয়ে অনুবাদটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এই সুবাদে আমি একজন অকৃত্রিম ব্যক্তিত্বকে জানার সুযোগ পাই।

প্রফেসর লিওনার্দ রাগাজ ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন খৃস্টান এবং শিক্ষায় ও পেশায় ধর্মতাত্ত্বিক। সুইজ সমাজবাদে চরম বামপন্থী হিসেবে তার দৃঢ় অবস্থানও ছিল। তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রাম করার পক্ষে একমত এবং



প্রলেতারিয় বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি তার এবং তার **স্ত্রী, ক্লারার** নৈতিক ও গভীর আন্তরিক মনোভাব আমাকে আকৃষ্ট করে। তাদের আদর্শিক মনোভাব অস্ট্রিয়, জার্মান, সুইজ ও সোশাল ডেমোক্রেসির অন্যান্য অফিসিয়ালদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছ ছিল। যতদূর জানি, রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারটিও ছাড়তে হয়েছিল। শ্রেণীগত অবস্থানের কারনে তার জন্য এটা গুরুতর ব্যাপার ছিল। আলাপচারিতার সময়, তার সাথে আমার অতি সুক্ষ্ম স্বাভাবিক ভীন্নতা অনুভব করতাম। তারপরও, এই অসাধারণ মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে আমার খুবই ইচ্ছে হোত। তিনি ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী অথচ আমাকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি। তার বক্তৃতায় সশস্ত্র উত্থানের বাণী যেভাবে প্রকাশিত হোত, এ যেন অন্য কোন জগত থেকে কেউ তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে, এমনটা ভেবে আমি শিহরিত হতাম। আমি তখন নিজের সম্পর্কে ভাবতে বসতাম। আমার কেবলই মনে হোত, আমিও প্রথমে একজন অধ্যাত্মবাদী ছিলাম এবং পরে একজন সচেতন বস্তুবাদী হই। আমি কখনো পরকাল নিয়ে ভাবার দরকার অনুভবন করিনি। কিংবা সে সব মানুষদের মনস্তাত্বিক সঙ্গও কখনো পাওয়ার দরকার বোধ করিনি, যারা একদিকে ডারউইন এবং অন্যদিকে পবিত্র ট্রিনিটি দু'টোকে একসাথে স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করেন।

রাগাজকে ধন্যবাদ যে, পুস্তিকাটি জার্মান ভাষায় সুন্দর অনুবাদে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বরে বইটি সুইজারল্যান্ড থেকে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে পৌঁছে। ফ্রেডরিক প্ল্যাটেন (F Platten) ও তার সমর্থকরা সহ সুইজ বামপন্থীরা এটিকে সেভাবেই দেখেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃস্থানীয় শীর্ষ দল জার্মান সোশাল

ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধেই পুস্তিকাটি প্রথম আক্রমণ করে এবং জার্মানীর জনগণকে সতর্ক করে। আমার মনে আছে যে, হেইলমেন (Heilman) নামের এক সাংবাদিক, যিনি উগ্র স্বাদেশীকতার রুদ্র বাঁশীতে প্রথম ফুঁ দিয়েছিলেন, মন্তব্য করেন, "পুস্তিকাটি একটি 'পাগলামী' তবে এ পাগলামী পুরোপুরি যৌক্তিক।" আমি এর চেয়ে বেশী আর কোন প্রশংসা পাইনি। তবে আমার এই পুস্তিকাটিকে 'আঁতাঁতের (Entente) কুশলি প্রপাগান্ডা' হিসেবে ইঙ্গিত দেয়ায় কোন কসুর করা হয় নি।

পরে, সুইজারল্যান্ড যাওয়ার পথে ফ্রান্সে, আমি অপ্রত্যাশিতভাবে, ফরাসী পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে দেখি যে, জুরিখে পুস্তিকা প্রকাশের কারণে অবাধ্যতার দায়ে জার্মানীর একটি আদালত আমাকে কারাদন্ড দিয়েছে। এ থেকে বুঝলাম যে, পুস্তিকাটি ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। জার্মান রাজার বিচারকদের রায়ে রাতারাতি আমার ভাগ্য ফিরে যায়। আর এই দণ্ডও যে এখনই ভোগ করতে হবে, তা-ও নয়। আঁতাঁতের সংকীর্ণমনারা এবং গুপ্তচররা এতদিন আমাকে জার্মান জেনারেলদের দালাল রূপে চিহ্নিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। জার্মান কোর্টের এই দণ্ড তাদের মহান চেষ্টার জন্য সবসময় এক বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

এর পরেও, ফরাসী কর্তৃপক্ষ 'জার্মান ভাষায়' লেখার দায়ে পুস্তিকাটিকে সীমান্তে আটকে দিতে দ্বিধা করেনি। পুস্তিকাটির ওপর ফরাসী সেন্সরশীপের বিরুদ্ধে একটি অস্পষ্ট প্রতিবাদী নোট হার্ভ (Herve) প্রকাশিত পত্রিকায় দেখা যায়। আমার বিশ্বাস এটি লিখেছিলেন র‍্যাপাপোর্ট (Ch. Rappaport)। তিনি নোট লিখতেন এবং একজন মার্ক্সিস্টও। তিনি সারা জীবন শব্দকৌতুকের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং এ যাবৎ সবচেয়ে বেশী শব্দ কৌতুক বা শ্লেষাত্মক বাক্য তিনিই রচনা করেছেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পর নিউইয়র্কের একজন উদ্যোগী বই প্রকাশক জার্মান ভাষায় লেখা আমার পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে 'মনে দাগ কাটার মত বিস্ময়কর বই' হিসেবে প্রকাশ করেন। তার বিবরণ অনুযায়ী, আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেন্ট উইলসন, হোয়াইট হাউজ থেকে সরাসরি তাকে টেলিফোন করে বইটির প্রুফ তার (প্রেসিডেন্ট) কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেন; সে সময় প্রেসিডেন্ট তার চৌদ্দ দফা তৈরী করেছিলেন। যারা প্রেসিডেন্টকে বইটি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন, তারা এ সত্যটি জানতেন না যে, এ বইটি একজন বলশেভিকের সেরা ফর্মুলাগুলোর একটি। মাত্র দু'মাসের মধ্যে পুস্তিকাটি ১৬,০০০/- কপি আমেরিকায় বিক্রি হয়। ততদিনে Brest-Litovsk শান্তি চুক্তি এসে পড়ে। মার্কিন পত্রপত্রিকা আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচন্ড অপপ্রচার শুরু করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বইটি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়।

জুরিখ থেকে প্রকাশিত আমার পুস্তিকাটির বেশ কয়েকটি এডিসন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রকাশ করে এবং যুদ্ধের প্রতি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে পাঠ্যবইতেও অন্তর্ভূক্ত করে। ১৯২৪ সালে 'ট্রটস্কিবাদ' আবিষ্কার করার পর বইটি কম্যুনিস্ট ইন্টান্যাশনালের মার্কেট থেকে উধাও হয়ে যায়। এখনও বিপ্লবের আগের মতোই বইটি নিষিদ্ধ।

সত্যি, মনে হয়, বইয়েরাও ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে জন্মায়।

১৯। প্যারিস এবং জিম্মারওয়াল্ড।

১৯১৪ সনের ১৯ নভেম্বর। কিয়েভ্স্কায়া মাইয্ল পত্রিকার 'যুদ্ধ সংবাদদাতা' হয়ে আমি ফ্রান্সে যাই। এই সুযোগে যুদ্ধকে খুব কাছে থেকে দেখতে পাব ভেবে পত্রিকাটির প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হই। প্যারিস ছিল বিষন্ন ও দুঃখ ভারাক্রান্ত; সন্ধ্যায় রাস্তাগুলো আঁধারে ঢাকা। যখন-তখন জেপেলিন ওড়ে। মার্ন (Marne) এর দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখার পর যুদ্ধ আরও সত্য ও বেপরোয়া হয়ে দেখা দেয়। গোটা য়ুরোপে অবাধে সৃষ্টি হয় গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। সোশ্যাল ডেমোক্রেসির প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় শ্রমিকরা নীরব-নিথর। ধ্বংসের মারণাস্ত্রগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তিশালী হয় ক্রমাগত। যে মূহুর্তে পুঁজিবাদী সভ্যতা মানুষের পুরু মাথার খুলি ভাংছিলো, ঠিক সে মূহুর্তে, নিজেই উদ্ভটরূপে সংকুচিত হচ্ছে।

জার্মানরা যখন প্যারিসের কাছাকাছি এসে পৌঁছে এবং ফরাসী বুর্জোয়া দেশ-প্রেমিকরা যখন যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে পালাচিছল, তখন দু'জন প্রবাসী রুশ তাদের মাতৃভাষায় একটি ক্ষুদ্র দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল চলতি ঘটনা প্রবাহ রুশদের কাছে ব্যাখ্যা করা, যাদের ভাগ্য প্যারিসে একঘরে হওয়ার মত এবং আন্তর্জাতিক সংহতির চেতনা সমুন্নত রাখা। প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার আগে কাগজটির পুঁজি ছিল সর্ব সাকুল্যে ত্রিশ ফ্রাঁ। কোন সুস্থ লোক এটা বিশ্বাস করবে না যে, এত কম পুঁজি দিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা বের করা যায়। প্রকাশের প্রথম সপ্তাহেই সম্পাদকরা সহ পত্রিকাটির সাথে জড়িত সবাই বিনা পারিশ্রমিকে খাটুনি দিয়েও এক অবর্ণনীয় অর্থ-সংকটের মুখোমুখি হয়। পত্রিকার প্রতি বিশ্বস্ত কম্পজিটরগণ না খেয়ে কাজ করতেন, সম্পাদকরা টাকা সংগ্রহের জন্য সারা শহর চষে বেড়াতেন, তারপরও সময়মত পত্রিকা বের হোত। এভাবে অভাব ও সেন্সরশীপের বিরুদ্ধে পালিয়ে সংগ্রাম করে একাধিক নাম পাল্টিয়ে পত্রিকাটি আড়াই বছর টিকে থাকে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগ পর্যন্ত। প্যারিসে এসে আমিও Nashe Slovo (আমাদের কথা) পত্রিকাটিতে সক্রিয়ভাবে কাজে লেগে যাই, তখন এর নাম ছিল Golos (কণ্ঠস্বর)। তখন একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে কাজ করা আমার জন্য খুবই মূল্যবান ছিল। এটি আমাকে চলতি ঘটনার সাথে খোলা-মেলাভাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে। নাশে স্লোভোর অভিজ্ঞতা পরেও আমাকে সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কাজ করতে খুবই সাহায্য করে।

আমার পরিবার ফ্রান্সে আসে ১৯১৫ সনের মে মাসে। আমরা Sevres-এ (প্যারিস থেকে ১০ কি.মি. দূরে) থাকতে শুরু করি। আমাদের এক তরুণ বন্ধু ইতালিয়ান শিল্পী রেনে (Rene Parece) একটি ছোট বাড়ি কয়েক মাসের জন্য ধার হিসেবে দেন। বসন্তকাল ছিল খুবই মনোরোম; বিশেষ করে এর সবুজ ছিল খুবই আকর্ষণীয়। Sevres এ আমাদের ছেলেরা স্কুলে পড়তে যেত। কিন্তু শীঘ্রই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ক্রমবর্ধমান হারে পিতৃহীন হতে শুরু করলো। কালো পোষাকের মহিলার সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলো। দু'পক্ষেরই সেনারা মাটির নীচে গর্ত করে লুকিয়ে থাকতো। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় ছিল না। **ক্লিমেন্সো** (Clemenceau) তার পত্রিকায় **জে. জোফ্রের** (Joffre) বিরুদ্ধে আক্রমণ সানাতে থাকলেন। প্রতিক্রিয়াশীল শিবির গোপনে কু-দেঁতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল; সবার মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে পড়ল। Le Temps পত্রিকা বেশ ক'দিন পার্লামেন্টকে কেবল 'গাধা' বলেই সম্মোধন করতে থাকে। তবে পত্রিকাটি তখন সোশ্যালিস্টদের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছিল, তারা যেন ঐক্য বজায় রাখে।




জরেস (Jaures) তখন বেঁচে নেই। তাকে খুন করা করা Cafe du croissant-এ। তার কোন স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজতে আমি সেখানে যাই। রাজনৈতিকভাবে আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তার শক্তিমান ব্যক্তিত্বের টান প্রচণ্ড অনুভব করতাম। জরেস-এর মন ছিল, জাতীয় ঐতিহ্য, নৈতিক আদর্শবাদী দর্শন, শোষিতের প্রতি ভালবাসা এবং কাব্যিক কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণে গঠিত। তার অভিজাত ব্যক্তিত্ব ছিল ঠিক প্রাকৃতজনদের মহান সরলতার মত যা বেবেলের ব্যক্তিত্বও দেখা যেত। তবে, তারা উভয়েই যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তার তুলনায় জ্ঞান গরিমায় তারা অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।

আমি জরেস এর বক্তৃতা শুনেছি প্যারিসের প্রতিটি জনসভায়, আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এবং কমিটির মিটিং-এ, মনে হোত যেন প্রতিটি বক্তৃতাই এই প্রথম শুনছি। তাকে কোন রুটিনে ফেলা যায় না; তিনি কখনো এক শব্দ দু'বার বলতেন না। সব সময় নিজেকে নতুন করে বার বার উপস্থাপন করতেন এবং তার অন্তর্নিহিত অনুভব সর্বশক্তি দিয়ে নিয়োগ করতেন। জলপ্রপাতের মতো উদ্দাম শক্তির সঙ্গে তিনি মহান শান্ত-সৌম্যতা যুক্ত করতেন। এতে তার চেহারায় এক উন্নততর অপার্থিব সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটত। তিনি যখন বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ করতেন, থর থর করে মাটি কাঁপত এবং নড়বড়ে শীলা পড়ে যেত তার বক্তৃতায়, কিন্তু নিজে কখনো কানফাটা আওয়াজ করতেন না। সব সময় সতর্ক থাকতেন, কোন প্রশ্ন এলে সাথে সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং দৃঢ়ভাবে তার সমাধান দিতেন। মাঝে মাঝে কোন বাধা-বিঘ্ন বা আক্রমণ এলে তিনি প্রচন্ড ঝড়ের মত তা প্রতিরোধ করতেন। মাঝে মাঝে উদার ও শান্তভাবে একজন একান্ত গৃহশিক্ষক বা বড় ভাইয়ের মত। জরেস এবং বেবেল দুই বিপরীত মেরুতে, কিন্তু তারপরও একই সময় তারা ছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যমজ শিখর। দু'জনকেই শ্রদ্ধা করতাম আন্তরিকভাবে কিন্ত ভিন্ন ভাবে। বেবেল নিজেকে শারীরিকভাবে নিঃশেষ করে দিলেন আর জরেস ঝরে গেলেন তার পূর্ণতাকালে। দু'জনের পরিণত বয়সেই মৃত্যু হয়। তাদের মৃত্যুতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক বিকাশ থেমে গেল।



ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টি পুরোপুরি হতোদ্যাম অবস্থায় ছিল। জরেসের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউই ছিল না। প্রবীণ 'সমরবাদবিরোধী' **এডোয়ার্ড ভেইলেন্ট** (Édouard Vaillant) উগ্র স্বাদেশিকতার চেতনা নিয়ে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছিলেন। পার্টি প্রতিনিধি এবং ট্রেড য়ুনিয়ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত 'কমিটি অব একশন'-এর মিটিংএ বুড়োর সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়। স্বয়ং ভেইলেন্টকেই দেখলে মনে হোত– যেন, এই রেমন্ড পয়েনকেয়ার যুগে, চরম প্রজাতন্ত্রী (sans-culotte- A revolutionary extremist) যোদ্ধার ঐতিহ্য নিয়ে এক *ব্লাঙ্কিবাদের(Blanquism) প্রতিচ্ছায়া। ভেইলেন্ট মনে করতেন, যুদ্ধ-পূর্ব ফ্রান্স– তার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণশীল চিন্তা ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে– একমাত্র প্রগতিশীল ও উন্নত স্বাধীন জাতি, যাকে অনুসরণ করে অন্যরা নিজেদের আত্মোন্নতি ঘটাতে পারতো। মার্কসবাদী শাখার নেতা জুলিয়স গেজ্‌দ গণতন্ত্রের বদ্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে নিজেই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন শুধুমাত্র তার অমলিন ও উজ্জল নৈতিক কর্তৃত্ব বিলিয়ে দিতে পারেন জাতীয় প্রতিরক্ষার বেদীতে।



** ব্লাঙ্কিবাদ (Blanquism)। একটি বামপন্থি বিপ্লবী মতবাদ। এর প্রবক্তা **লুই অগস্ত ব্লাঙ্কি** (Louis Auguste Blanqui)। এ মতে, মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন সাচ্চা বিপ্লবী উন্নত সংগঠন গড়ে গোপন প্রক্রিয়ায় অভ্যুত্থান বা কু'দ্যঁতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে পারেন। ক্ষমতা দখল করার পর, বিপ্লবীরা রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বের বলে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ কায়েম করবেন। এ মতবাদ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।*

সবকিছুই উলট-পালট হয়ে গেল। ' Make a King, or Make Peace' বইয়ের লেখক মার্সেল সেম্বাদ (Marcel Sembat) ব্রায়ানের মন্ত্রণালয়ে জুলিয়স গেজ্‌দকে সমর্থন করলেন। জরেসের শূন্যস্থান কাউকে না কাউকে পূরণ করতে হয়, তাই **পিয়েরে রেনোদেল** (Pierre Renaudel) এক সময় হয়ে গেলেন সোশালিস্ট পার্টির 'নেতা'। নিহত নেতার বজ্রকণ্ঠ এবং দৈহিক ভাব-ভঙ্গি অনুসরণ করতে রেনোদেল নিজেকে প্রচুর কষ্ট দিতেন। লঙ্গুয়ে (Longuet) তার পেছনে এগুতে থাকলেন, তবে কিছুটা সন্দেহ নিয়ে কারণ তিনি চরম প্রগতিবাদী হিসেবে খ্যাত। তার পদ্ধতি ছিল সবসময় মনে করিয়ে দেয়া যে, মার্কসকে তার নাতি-পুতিদের জন্য দায়ী করা যায় না। অফিসিয়াল শ্রমিকতন্ত্র, যার প্রতিনিধিত্ব করতেন General Confederation of Labour (CGT)–এর প্রেসিডেন্ট **লিঁয় জোহাস** (Léon Jouhaux) চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাতিল হয়ে গেল। কেবল যুদ্ধাবস্থা বলে তিনি রাষ্ট্রিয় সিদ্ধান্তের কাছে নতজানু হলেন, শান্ত-কালীন অবস্থা হলে অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। বিপবী ভাঁড় **গুস্তাভ হার্ভ** (Gustave Hervé), একদিন আগেও ছিলেন সমরতন্ত্রের চরম বিরোধী, রাতারাতি





নিজেকে বদলে ফেলে হয়ে গেলেন একই রকম আত্ম-তুষ্ট চরম স্বদেশী ভাঁড়। তার পত্রিকা এবার নিজেকে 'সামাজিক যুদ্ধ'এর মুখপত্র (La Guerre Sociale) হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। এ যেন তার নিজের আগের চিন্তা-ধারার সাথে দ্বিগুণ বেদনাদায়ক তামাশা!

পরিস্থিতি দেখে মনে হয় শোকের আড়ম্বরে মৃত্যুর সার্বজনীন মহোৎসব চলছে। নিজেকে নিজে না বলে পারা যায়না: 'আমাদের হৃদয় অনেক শক্ত পুর দিয়ে ভরা; কোন ঘটনাই চমকে দেয়না; অতীতেও আমরা এমন



দেখেছি, এখনও দেখছি এবং ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু দেখার জন্যও প্রস্তুত।' রেনোদেল, হার্ভ **এবং** তাদের মত অন্যান্যরা দূর থেকেও **কার্ল লিবনেজ**দের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক পাতছে আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি! পার্টিতে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি বা সিনডিকেটে যুদ্ধ-বিরোধী শক্তিসমূহ নির্জীব অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।

প্যারিসে রুশ প্রবাসীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন মেনশেভিকদের নেতা এবং আমার দেখা একজন সেরা মেধাবী মানুষ, মার্তভ। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে, নিয়তি তাকে ইচ্ছাশক্তিহীন এক বিপ্লবী রাজনীতিক হিসেবে গড়েছিলেন। যখনই কোন বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো, দুঃখজনকভাবে তার মনোজগতে ভারসাম্যের দারুন অভাব দেখা দিত। আমি তিন তিনটি ঐতিহাসিক আকস্মিক এবং প্রচন্ড পরিবর্তনে: ১৯০৫, ১৯১৪ এবং ১৯১৭ সনে তার ঐ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। মার্তভের প্রথম প্রতিক্রিয়া হোত সবসময় বিপ্লবী, কিন্তু তার ধারণাগুলো তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে কাগজে লেখার আগে তার মন বিভিন্ন দিক থেকে সন্দেহের দোলাচলে আটকে যেত। তার উন্নত, সুনম্য এবং বহুমুখী বুদ্ধির মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সাপোর্ট থাকতো না। ১৯০৫ সনে এক্সেলরডকে লেখা পত্রে অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন যে, তিনি তার বহুমুখী চিন্তাকে একত্রিত করতে পারেননি এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা পুনর্দখলের আগের দিন পর্যন্তও তিনি তা করতে পারেননি। মহাযুদ্ধের শুরুতে তিনি আবার এক্সেলরডকে তার কষ্টের কথা জানালেন যে, ঘটনাবলী তাকে এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যে তার এখন মাথা খারাফ হওয়ার মতো অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সনে তিনি দোদুল্যমান পদক্ষেপে বাম ঘরানার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তারপর তার নিজের উপদলের নেতৃত্ব সহজেই দিয়ে দিলেন জেরেটলি ও ড্যান (Dan) এর হাতে, যারা তার হাঁটুর সমান যোগ্যতাও রাখেনা। ড্যানের বেলায়তো পশ্নই উঠেনা।

১৯৪১ সনের ১৪ অক্টোবর মার্তভ এক্সেলরডকে লিখেছিলেন: ' আমরা সম্ভবত প্লেখানভের চেয়ে লেলিনের সঙ্গে সহজে একটা সমঝোতায় আসতে পারি। কেননা, আমার মনে হয়, তিনি (লেনিন) আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে একজন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।' কিন্তু মার্তভের এই মুড বা মানসিক অবস্থা বেশিক্ষণ টিকেনি। আমি প্যারিসে এসে তাকে দেখেছি, এটা ততক্ষণে মুছে গেছে। একেবারে প্রথম থেকেই Nasa slovo তে আমাদের মধ্যে সে সহযোগিতা শুরু হয় তা তিক্ত লড়াইয়ের বেশী কিছু ছিল না। এর ইতি ঘটলো সম্পাদনা বোর্ড থেকে মার্তভের পদত্যাগ এবং পরিশেষে প্রদায়ক স্টাফ থেকেও সরে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। প্যারিসে এসেই মার্তভ এবং আমি শ্রমিকতান্ত্রিক জার্নাল la vie ouvriere (শ্রমিকদের জীবন) এর অন্যতম সম্পাদক মনেট (Monate) কে খুঁজে বের করি। মনেট প্রথম জীবনে ছিলেন একজন শিক্ষক, পরে প্রুফরিডার; দেখতে প্যারিসের সাধারণ শ্রমিকের মত কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী এবং দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। তিনি এক মূহুর্তের জন্যও সমরতন্ত্র বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাথে আপোষ করেননি। কিন্তু কি কর্মপন্থা খুঁজে বের করা যায়? এ নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করি। মনেট রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু রাষ্ট্রই তাকে অগ্রাহ্য করে 'লালকোর্তার' শিক্ষক বলে কোনঠাসা করে রাখে। এটা ঘটে যখন তিনি শ্রমিকতান্ত্রিক উগ্র স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। মনেটের মাধ্যমে আমি সাংবাদিক রোজমার (Rosmer) এর ঘনিষ্ঠতায় আসি। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতান্ত্রিক চিন্তা-ধারায় বিশ্বাসী, তবে বিভিন্ন ঘটনাবলী এটা প্রমাণ করে যে, তিনি Guesdists এর চেয়েও মৌলিকভাবে মার্ক্সবাদের কাছাকাছি ছিলেন। তখন থেকেই আমি রোজমারের সাথে সখ্যতায় আবদ্ধ হই, যা যুদ্ধ, বিপ্লব, সোভিয়েতের ক্ষমতা দখল এবং বিরোধী পক্ষকে গুঁড়িয়ে দেয়া সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকে। এ সময়ে আমি কয়েকজন সক্রিয় কর্মী দেখতে পাই ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনে, যা আগে

জানতাম না। তাদের মধ্যে ছিলেন মেটাল-ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সেক্রেটারী মারহেইম (Merrheim)– একজন সাবধানী, গোপন শুভানুধ্যায়ী এবং হিসেবী মানুষ; যার সবকিছুই শেষ হয় কষ্টের মধ্য দিয়ে; বিশিষ্ট সাংবাদিক গিলবুস (Guilbeaux)– যাকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অবাধ্যতার অভিযোগে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়, আসলে তিনি ছিলেন নির্দোষ; Cooper's syndicate (টব নির্মাতা সমিতি) এর সেক্রেটারী 'পাপা' (বাবা) নামে খ্যাত বুর্দেরন (Bourderon); বিশিষ্ট শিক্ষক লরিয়ট (Loriot)– যিনি বিপ্লবী সমাজবাদের পথ খোঁজার চেষ্টায় থাকতেন; এবং আরো অনেকে। আমরা প্রতিদিন Quai de Jemmapes-এর সমবেত হতাম এবং মাঝে মাঝে সংখ্যায় বেশী হলে Grange-aux-Belles-এতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ এবং কূটনৈতিক তৎপরতার খবর লেন-দেন করতাম, সমাজবাদের কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনা করতাম, সমাজবাদীদের পুণর্জাগরণের লক্ষণাদি পরিস্কার কিনা দেখতাম, দ্বিধান্বিতদের উৎসাহ দিতাম এবং ভবিষ্যতের মানচিত্র আঁকতাম।

১৯১৫ সালের আগষ্টের ৪ তারিখে আমি Nashe Slovo পত্রিকায় লিখেছিলাম:

'এবং এতকিছু সত্বেও, আমরা নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃসংশয়ে রক্তাক্ত বার্ষিকী পালনে মিলিত হই। ভয়াবহতম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা বিপ্লবী আন্তর্জাতিকবাদীরা আমাদের মান অনুযায়ী ঘটনাবলী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, সমালোচনা এবং ভবিষ্যত চিন্তা করি। আমরা লোভ-লালসা ও কু-প্ররোচনা অগ্রাহ্য করেজেনারেল স্টাফদের 'জাতীয়' দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করি। ঘটনা যেভাবে ঘটছিল আমরা ঠিক সেভাবেই দেখতাম, সাদাকে সাদা কালোকে কালোই বলতাম এবং তার পরিণতি কি হবে, তা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেই আগাম জানার চেষ্টা করতাম।'

অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি বিধায় আগের কথাগুলো এখনও প্রযোজ্য। আমাদের দেশপ্রেমমূলক সমাজবাদ সহ আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতাম, এটা অযৌক্তি ছিল না। এই অনুভূতি থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হয়নি। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না; এ ছিল আমাদের তাত্ত্বিক অবস্থানের স্বাভাবিক পরিণতি; এজন্যই আমরা সবার শীর্ষে অবস্থান করতাম। আমাদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সবার আগে আমাদেরকেই যুদ্ধের বিভিন্ন দিক গভীর ও পরিস্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করত। সবাই জানতো যে, যুদ্ধরত পক্ষদ্বয় কেবল দিন গুনছে কত আগে তারা বিজয়ী হবে। এ ধরণের আশাবাদের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণও দেয়া করা যায়। বুকানন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'আমার ফরাসী সহকর্মী এক সময় এতই আশাবাদী হয়ে পড়েন যে, আগামী ক্রিসমাসের আগেই তারা যুদ্ধে জিতবেন মর্মে তিনি আমার সাথে পাঁচ পাউন্ডের বাজি ধরেছিলেন।' তবে তিনি নিজেও মনে মনে আশা করতেন যে, 'ঈস্টার ডে'র আগেই যুদ্ধ ক্ষান্ত হবে। এই মতের বিরোধী হিসেবে আমরা ১৯১৪ সনের শরৎকাল থেকে পত্রিকায় প্রতিদিনই পূনরুল্লেখ করতাম যে, আনুষ্ঠানিকভাবে যত ভবিষ্যদ্বাণীই করা হোক না কেন, যুদ্ধ নৈরাশ্যজনকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত য়ুরোপ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। Nashe Slovo পত্রিকায় আমরা বহুবার বলেছিলাম যে, এমনকি মিত্রশক্তি (Allies) জয়লাভ করলেও, যুদ্ধের অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া সরে গেলে, ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে খুঁজে পাবে বৃহত্তর এক বেলজিয়ামে। আমরা আগেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী বিশ্বে একনায়ক হয়ে আসছে। ১৯১৬ সনের ৫ সেপ্টেম্বর আমি শততম বার লিখেছি, 'এই যুদ্ধের কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তার অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে; তারাই আগামী পৃথিবীর মালিক।'

এর অনেক আগেই আমার পরিবার Sevres থেকে প্যারিসে এসে, খানিকটা রুষ্ট চিত্তে Oudry তে বাস করতে থাকে। ক্রমে লোকজন প্যারিস ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। একে একে প্রতিটি রাস্তার ঘড়িগুলো বন্ধ হয়ে গেল। প্যারিসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাস্কর্য 'বেলফোর্টের সিংহ' (Lion de Belfort)-এর মুখ থেকে, কোন কারণে, নোংরা খড় বেরিয়ে আসছিল। যুদ্ধ ঢুকে গেল মাটির নীচে, একের পর এক কেবল গর্ত আর গর্ত। দেশ প্রেমিকদের তীব্র চীৎকার আর চাহিদা, এই গর্তের-জীবন, এই স্থবীরতা থেকে মুক্তি চাই! আন্দোলন আর আন্দোলন কেবল চারদিকে! এবং এর থেকেই জন্ম নিল ভার্দুন লড়াইয়ের (Battle of Verdun) ভয়ংকর উন্মত্ততা। তখনকার দিনে, এমন অবস্থায় সামরিক বিধি-নিষিধের বেড়াজাল ও বজ্রানল কৌশলে এড়িয়ে চলে আমি Nashe Slovo পত্রিকায় লিখেছিলাম: 'ভার্দুন যুদ্ধের সামরিক গুরুত্ব যত না,

রাজনৈতিক গুরুত্ব নিরতিশয়ভাবে আরো বেশী। বার্লিন এবং অন্যান্য স্থানে তারা চাইছে 'আন্দোলন' এবং তা হবেই। মনোযোগ দিয়ে শোন! ভার্দুনের ভেতরেই 'আমাদের' ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে।'

১৯১৫ সনের গ্রীষ্মকালে প্যারিসে এলেন ইতালীয় সংসদের ডেপুটি, মর্গারি (Oddino Morgari)। তিনি ছিলেন রোম সোশালিস্ট ফ্যাকশনের সেক্রেটারী এবং একজন সরল সাচ্চা মানুষ। এসেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ফরাসী ও ইংলিশ সমাজবাদীদের যোগদান নিশ্চিত করতে। গ্র্যান্ড বুলেভারের




(Grands Boulevards) একটি ক্যাফের চত্তরে আমাদের একটা মিটিং হয়। সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন মর্গারি এবং অল্প কয়েকজন সোশালিস্ট ডেপুটি, যারা নিজেদের মনে করেন 'বাম'। শান্তিবাদী কথা-বার্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর আলাপ-আলোচনা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ সবকিছুই ছিল সৌহাদ্যপূর্ণ ও আন্তরিক। কিন্তু যখন মর্গারি কুণ্ঠিত হয়ে ফিসফিস করে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার জন্য একটি ভুয়া পাসপোর্ট পেতে সাহায্য চাইলেন, তখনই ডেপুটিদের মুখ কালো হয়ে গেল এবং তাদের একজন, নামটা মনে নেই, তাড়াহুড়া করে ওয়েটারকে ডেকে আমরা যে যা খেয়েছিলাম, তার সব দাম মিটিয়ে দিলেন। অথচ তিনি তাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েই অনুরোধটি করেছিলেন। **মলিয়েঁর** (Moliere)কিংবা **রেবেলার** (François Rebelais) প্রেতাত্মারা সমস্ত চত্তরটা দখল করে নিল। মিটিং সেখানেই শেষ হোল। মার্তভের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রচুর হাসাহাসি করি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অসন্তোষের আগুনও ধিকি ধিকি জ্বলছিল।

মনাত (Monatte) এবং রোজমার (Rosmer) সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ায় সুইজারল্যান্ড যেতে পারেননি। মধ্যপন্থি শান্তিবাদী নেতা আর্থার মারহিম Arthur Merrheim এবং বুর্দন (Albert Bourderon)-এর সাথে আমি সম্মেলনে যাই। ভুয়া পাসপোর্টে লাগেনি কারণ, সরকার আগের রীতি অনুসরণ না করে আমাদেরকে বৈধ পাসপোর্ট ইস্যু করে। সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন বার্নের সোশালিস্ট নেতা রবার্ট গ্রিম (Robert Grimm)। তিনি নিজেকে, তার দলের অমার্জিত অবস্থার স্তর থেকে উর্ধ্বে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং পৈর্তৃক সূত্রেও সে স্তরেরই লোক ছিলেন। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল বার্ন থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত **জিম্মারওয়াল্ড** (Zimmerwald) নামক ছোট একটি গ্রামে। প্রতিনিধিরা সবাই একসাথে চারটি কোচে চড়ে একে একে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। চারপাশ থেকে পথিকরা কৌতুহল নিয়ে এই অচেনা মিছিল দেখছিল। প্রতিনিধিরা নিজেরাও মজা করেছিলেন এই বাস্তবতা ভেবে যে, প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার অর্ধশত বছর পরও মাত্র চারটি কোচে সব আন্তর্জাতিক প্রনিনিধিদের সংকুলান হয়। তবে তারা কেউ সংশয়বাদী ছিলেন না। ইতিহাসের সূতাও মাঝে-মধ্যে ছিঁড়ে যায়-তখন নতুন গিঁট দিয়ে জোড়া লাগাতে হয় এবং এখানে এই জিম্মারওয়াল্ড গাঁয়ে আমরা তাই করছিলাম।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৫-থেকে ৮ সেপ্টেম্বর। দিনগুলো ছিল উত্তেজনাবহুল আলোচনা মুখর। একদিকে লেনিনের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু বিপ্লবী পক্ষ, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি সম্বলিত শান্তিবাদী পক্ষ। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ ঐকমত্যের ঘোষণা দেবে বলে একমত হয়। ঘোষণার মূল খসড়া তৈরী করি আমি। ঘোষণাপত্রে যা বলা উচিত ছিল, তা বলা না হলেও, এটা ছিল অগ্রযাত্রার এক দীর্ঘ পদক্ষেপ। লেনিন ছিলেন সম্মেলনে চরম বামপন্থী, অনেক প্রশ্নের বিতর্কেই খুবই সংখ্যালঘু, এমনকি জিম্মারওয়াল্ডেরা বামদের মধ্যেও। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে দলে না থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। জিম্মারওয়াল্ডে লেনিন ভবিষ্যত আন্তর্জাতিকের কর্মকৌশলের স্প্রিংকে কষে আটকে দিয়েছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের এই পাহাড়ি গাঁয়ে তিনি বিপ্লবী আন্তর্জাতিকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন।

ফরাসী প্রতিনিধিরা তাদের প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আদর্শগত যোগাযোগ স্থাপনে Nashe Slovo-র মূল্যবান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। রাকোভ্স্কি বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন যে, পত্রিকাটি বলকান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোতে আন্তর্জাতিকের অবস্থান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বালাবনোভার (Balabonova) প্রচুর অনুবাদের কারনে পত্রিকাটির সাথে ইতালিয় পার্টি

সুপরিচিত ছিল, এজন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ। সরকারী পত্রিকাসহ জার্মান প্রেস Nashe Slovo থেকে সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃত করত; ঠিক যেমন রেনোদেল ঝুঁকেছিলেন লিবনেস্টের উপর। তাই, স্কিডমেন (Scheidemann) আমাদেরকে তার মিত্র হিসেবে তালিকাভূক্ত করতে উৎসাহিত হন।

লিবনেস্ট নিজে জিম্মারওয়াল্ডে ছিলেন না; তাকে তখন জার্মান রাজকীয় সেনাবাহিনী আটক করে রেখেছিল, পরে জেলে পাঠায়। তিনি সম্মেলনে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি শান্তিবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি পুরোপুরি বিপ্লবে বিশ্বাসী। সম্মেলনের অনেক প্রসঙ্গে বার বার তার নাম উচ্চারিত হয়। এটি সেসময়কার দ্বিধাবিভক্ত সমাজবাদী বিশ্বের একটি অগ্রগামী শ্লোগানে পরিণত হয়।



সম্মেলনের সংবাদ আগে পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, সম্মেলনে আগত বিদেশী প্রতিনিধিদের যেন সীমান্ত পার হতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, সম্মেলনের চলতি বিবরণী জিম্মারওয়াল্ড থেকে ফাঁস না হওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে, কয়েকদিন পর, অজানা অচেনা জিম্মারওয়াল্ড নামটি সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এই সুনাম পরাক্রমশালী ***সুইজ হোটেল** মালিককে আনন্দে বিহ্বলিত করে। তিনি গ্রিমকে বলেছিলেন যে, তিনি আশা করছেন, তার সম্পদের দাম অনেক বেড়ে যাবে। এবং তিনিও মনে মনে প্রস্তুত যে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তহবিলে বেশ বড় একটা দান রাখবেন। তবে আমার সন্দেহ, খুব তাড়াতাড়িই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। * সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা জিম্মারওয়াল্ড-এর এই হোটেলে ছিলেন।

জিম্মারওয়াল্ডের সম্মেলন পৃথিবীর বহু দেশে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জার্মানিতে *স্পার্টাকাসবাদীরা (Spartacist) তাদের কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করে। ফ্রান্সে 'Committe for the Restoration of International Connections' শীর্ষক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিসে অবস্থিত রুশ কলোনির 'লেবার সেকশন' ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ় সমর্থন দেয় এবং আর্থিক সহযোগিতা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সব-সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মার্তভ, যিনি প্রথম দিকে নাশে শ্লোভোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, অতঃপর সরে পড়েন। যে গুরুত্বহীন বিষয়গুলোর কারণে লেনিন এবং আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাজ করছিল, জিম্মার ওয়াল্ডের পরবর্তী কয়েক মাসে তা ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে শূণ্যের কোঠায় এসে ঠেকল। *স্পার্টাকাস লীগ (The Spartacus League)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানিতে গঠিত রোম প্রজাতন্ত্রের দাসপ্রথা বিরোধী বিদ্রোহী নেতা স্পার্টাকাসের নামানুসারে বামপন্থী মার্ক্সবাদী বিপ্লবী সংগঠন। কার্ল লিবনেস্ট, রজা লুক্সেবার্গ, ক্লারা পেটকিন সহ আরো অনেকে মিলে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯১৯ সনে কমিন্টার্ন আন্তর্জাতিকে নাম বদলে রাখা হয় ডয়েসল্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টি-কেপিডি। দলটি ১৯১৮ সনের জার্মান বিপ্লবে 'স্পার্টাকাল লেটার্স- পত্রিকা প্রচারের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে ।

কিন্তু এরই মধ্যে মাথার উপর রাশি রাশি মেঘ জমছিল এবং ১৯১৬ সালে তা কালো মেঘ হয়ে দেখা দিল। প্রতিক্রিয়াশীল La Liberte পত্রিকা বেনামী পত্র লিখে ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমাদেরকে জার্মান চর হিসেবে অপবাদ দেয়া শুরু করল। আমরা প্রতিদিনই বেনামী পত্রে হুমকি পেতে থাকলাম। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং হুমকি প্রদানের মূল উৎস ছিল রুশ দূতাবাস। সন্দেহ-জনক গতিবিধি নিয়ে লোকজন সব সময় আমাদের ছাপাখানায় শিকারীদের মত ঘুর ঘুর করতো। হার্ভ অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিল। প্রফেসর দুর্খেইম (Durkheim) ছিলেন রুশ প্রবাসীদের সরকারী কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বলাবলি করতে শুনেছেন যে, সরকারী সার্কেলে কথাবার্তা হচ্ছে Nashe Slovo পত্রিকাটি বন্ধ করে দেবে এবং সম্পাদকদের দেশ থেকে বহিস্কার করবে। তবে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেরী হচ্ছিলো। কিসের উপর ভিত্তি করে তারা সিদ্ধান্ত নিবে তা খুঁজে পাওয়া গেল না। কারণ, আমি কখনো প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করিনি, এমনকি সেন্সর কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞাও উপেক্ষা করিনি। শেষ পর্যন্ত, কোন রকম যৌক্তিক অজুহাত আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়ে তারা নিজেরাই অজুহাত উদ্ভাবন করলেন।

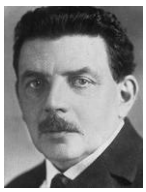
২০। ফ্রান্স থেকে বহিস্কার।

সম্প্রতি কয়েকটি ফরাসী সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে যে, তের বছর পরেও ফরাসী সরকার



আমাকে ফ্রান্স থেকে বহিস্কারের আদেশ এখনও বলবৎ রেখেছে । যদিও আমি তখন কনস্তান্তিনোপ্‌লে। যদি তা সত্য হয়, আরেকটি প্রমাণ যুক্ত হল যে ভয়াল বিপর্যয়ও বিশের সব মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে পারেনা। যুদ্ধে সেই বছরগুলোতে গোলা-বারুদের আঘাতে একটি পুরো প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে গেছে; শহর-নগরগুলো ধূলোয় মিশে গেছে; রাজন্যবর্গ, রাজসিংহাসন এবং রাজমুকুট পরিত্যক্ত হয়ে ইউরোপের বিরান ভূমিতে গড়াগড়ি খেয়েছে; রাষ্ট্রগুলোর সীমানা বদলে গেছে; যে ফ্রান্সের সীমান্ত আমার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল তাও বদলেছে। এবং তারপরও এই ভয়ংকর আকস্মিক পরিবর্তনের ভেতরেও ১৯১৬ সনের শরৎকালে **লুই মালভির** (Louis Malvy) দস্তখত করা আমার বহিস্কার আদেশপত্রটি আজও বহাল আছে। মজার ঘটনা এই যে, মালভি নিজেও পরবাসী হয়েছিলেন কিন্তু ফিরেছেন কি না জানি না। ইতিহাসে মানুষের হাত অনেক সময় কখনো কখনো তার স্রষ্টার হাত থেকেও ভয়ংকর দুর্ধর্ষ হয়ে থাকে।

এটা সত্য যে, বহিস্কার আদেশটিকে এতকাল বলবৎ রাখার প্রয়োজন কি, তা বুঝতে অপারগ বলে কোন কড়া আইনবিদ উচ্চ আদালতে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। যাহোক, ১৯১৮ সনে ফরাসী একটি সামরিক মিশন মস্কোয় প্রেরিত হলে, এর দায়িত্বরত অফিসারদের আমার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। আমাকে ফ্রান্সে একজন



অবাঞ্চিত পরদেশী ভেবে নিশ্চয় এ কাজটি করা হয়নি। আবার, ১৯২২ সনের ১০ই অক্টোবর **হেরিওট** (Édouard Marie Herriot) মস্কোতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাও নিশ্চয়ই আমাকে ফ্রান্স থেকে বহিস্কার আদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ছিল না। তিনি সবিনয়ে আমাকে ফ্রান্স সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে যাওয়ার দিন-তারিখ জানতে চাইলে, বরং, আমিই তাকে বহিস্কারাদেশের ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দেই । তবে তাকে মনে করিয়ে দেয়াটা ছিল শ্রেফ মজা করার জন্য। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে হাসাহাসি করি, ভিন্ন কারণে হলেও, তার মধ্যে এটাও ছিল। এটাও সত্য যে, ১৯২৫ সনে শাতুরা (Shatura) বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে উপস্থিত রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে ফরাসী রাষ্ট্রদূত এম. হার্বেট (M. Herbette), তার অত্যন্ত বিনম্র ভাষণে আমার বক্তৃতার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। এতে তিনি মালভির আদেশপত্রটি সম্পর্কে কোন প্রতিধ্বনি করেছেন এমনটি কোন খুঁতখুঁতে ছিদ্রান্বেষীও কানে শুনেছে বলে মনে হয় না! কিন্তু তাতে কি? এই ঘটনার একটা বাস্তব দিক এই, যে দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাকে প্যারিস থেকে ইরুন (Irun) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯১৬ সালের শরৎকালে, তাদেরই একজনের উক্তিতে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন: 'সরকার আসে এবং যায় কিন্তু পুলিশ অবিচল থাকে।'

আমাকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করার পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝতে হলে, আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত রুশ পত্রিকাটি কি অবস্থায় টিকে ছিল, সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে হয়। নাশে শ্লভো পত্রিকাটির প্রধান শত্রুই ছিল রুশ দূতাবাস। সেখান থেকে পত্রিকাটির নিবন্ধগুলো অনেক আয়েশে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে, প্রথমে মন্তব্যসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং মিনিস্ট্রি অব ওয়ার-এ পাঠানো হোত। পরে টেলিফোনে সংকেতের মাধ্যমে আমাদের ওপর সামরিক বিধিনিষেধ আরোপকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান, এম. চ্যাজল্‌স-এর (M.Chasles) কাছে পাঠানো হোত। এই ভীরু ও দোদুল্যমান চিত্তের লোকটি যুদ্ধের আগে ফরাসী ভাষার শিক্ষক হিসেবে কয়েক বছর রাশিয়াতে ছিলেন। তার দ্বিধান্বিত স্বভাবের দরুণ তিনি কেবল এ ডাল থেকে ও ডালে পা রাখতেন। দৃঢ়ভাবে থাকতেনও না ছাড়তেনও না কেবল পালাবদল করতেন। (তিনি কয়েক বছর পর লেনিনের এক উদ্ভটরকম নিকৃষ্টমানের জীবনীও লিখেছিলেন। পরিতাপের বিষয়, তিনি এই নিয়মটি, সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করেননি!) একজন ভীরু সেন্সর কর্মকর্তা হিসেবে, তিনি তার নিরাপত্তার জন্য কেবল জার, জারিনা,

সাজোনভ, মিলিয়ুকভের স্বপ্ন দার্দানেলের কাছেই নয়, **রাসপুটিনের** কাছেও সাহায্য চেয়েছিলেন। এতে খুব



সহজেই প্রমাণিত হয় যে, নাশে শুভোর বিরুদ্ধে অযথা শক্তি ক্ষয়ের এই যুদ্ধটি ছিল প্রকৃত অর্থে জারবিরোধী বিপ্লবী চেতনার বিরুদ্ধে,পত্রিকাটির আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে নয়।

গ্যালিসিয়া (Galicia) যুদ্ধে রাশিয়া জয় লাভের পর আমরা প্রথমবার সেন্সরশীপের তীব্র শিকার হই। এই সামান্য সামরিক সাফল্যে জারের দূতাবাস চরম উদ্ধত আচরণ শুরু করে। তারা এতই কড়া সেন্সর আরোপ করে যে, কাউন্ট উইট-এর মৃত্যুর শোক সংবাদটি, এমনকি মাত্র পাঁচ অক্ষরে লেখা উইট (WITTE) শিরোনামটিও প্রকাশ করতে দেয়নি। অথচ একই সময়ে সেন্টপিটার্সবুর্গ নেভি ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল মুখপত্রে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টের ডেপুটিদের অপরিশীলিত ভাষায় বিদ্রূপ করা হোত। তাদেরকে 'sorry little tsars' সম্বোধন করে অবজ্ঞাপূর্ণ লেখা প্রকাশ করা হোত। সেন্টপিটার্সবুর্গ জার্নালের একটা সংখ্যা হাতে নিয়ে, এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সেন্সর অফিসে গেলাম।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সেন্সর কর্তা চ্যাজল্‌স আমাকে বললেন, 'এ বিষয়ে আমার করার কিছুই নেই'। আপনার লেখা প্রকাশ করার ব্যাপারে সব নির্দেশনা আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। আপনি কি আমাদের কূটনীতিকদের কারো সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চান? আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

আধ-ঘন্টা পর মাথায় পাকাচুল-সর্বস্ব এক সামরিক কূটনীতিক এলেন। তার সঙ্গে আমার যেসব কথা-বার্তা হয়, তিনি চলে যাওয়ার পর আমি সব নোট করি। তারই অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

আমি প্রশ্ন করি, 'আপনি কি বলতে পারেন, কেন একজন রুশ আমলাকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশে নিষিদ্ধ করা হল? তিনি তো ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধের বিপক্ষে এবং মৃত। আর সামরিক অপারেশনের সাথে এই লেখারই বা কি সম্পর্ক?'

তিনি বললেন,'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ ধরনের লেখার প্রতি তারা খুবই নারাজ।' ঘাড়টা ফিরিয়ে 'তারা' বলতে রুশ দূতাবাসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

আমি বললাম,'তার মানে এটা স্পষ্ট যে, আমরা যা-ই লিখি, তা-ই তাদের অসন্তুষ্ট করে!'



কূটনীতিক তার উত্তরে প্রসন্নভাবে হাসলেন, মনে হলো যেন এ এক আনন্দদায়ক রসিকতা। তারপর বললেন, 'জানেনতো, আমরা এখন যুদ্ধরত। আমাদেরকে নিজেদের মিত্রদের উপরও নির্ভর করতে হয়।'

বললাম 'আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও রুশ জারের কূটনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে? আপনার পূর্বপুরুষেরা তখন **লুই কাপের** (Louis Capet) মাথা কুপিয়ে কেটে দ্বিখন্ডিত করে কি ভুল করেনি?'

তিনি অসহিষ্ণুভাবে বললেন,'দেখুন, আপনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন। আর তাছাড়া, দয়া করে ভুলবেন না যেন; আমরা এখন যুদ্ধরত।'

আমাদের আর সব আলাপচারিতা বিফল হলো। কূটনীতিক ভদ্রলোক আপাতমধুর কাষ্টহাসি হেসে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, মৃত স্টেট্‌সমেনদের নিয়ে জীবিতরা সমালোচনা করা পছন্দ করেন না, এতে তাদের অনেক ছোট করা হয়। তার সঙ্গে মিটিং এর পরও সবকিছু আগের মতই চলছিল। সেন্সর তার নীল-পেন্সিল প্রয়োগ করেই যাচ্ছিল। ফলে এবস্থা এমন হলো, খবর ছাড়াই প্রায় সাদা কাগজ প্রকাশ করতে হলো। আমরা সেন্সর কর্তা চ্যাজল্‌স-এর ইচ্ছাকে অসম্মান করিনি কখনো; তিনি বরং উল্টো তার প্রভুদের ইচ্ছাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন।

এতসব সত্ত্বেও, ১৯১৬ সনের সেপ্টেম্বরে, জেলার প্রধান প্রশাসকের অফিস থেকে আমাকে 'ফ্রান্স টেরিটরি' থেকে 'বহিস্কারাদেশ' হস্তান্তর করা হলো। এর কারণ জানতে চাইলে তারা কিছুই বলল না। তবে, ধীরে ধীরে, পরিষ্কার হলো যে, ফ্রান্সে কর্মরত রুশ গোয়েন্দা পুলিশ একটা বিদ্বেষমূলক কারণ তৈরী করেছে।

আমাকে বহিস্কার করার প্রতিবাদ জানাতে বা বলা যায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে সংসদের ডেপুটি জাঁ লঙ্গ (Jean Longuet) গিয়েছিলেন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এরিস্তিদ ব্রায়ানের (Aristide Briand) কাছে। তবে, তার

প্রতিবাদের ভাষা ছিল শান্ত ও ক্ষীণ। যাহোক, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী তাকে বললেন, 'আপনি কি জানেন, মার্সেইতে সে রুশ সৈনিকরা তাদের কমান্ডারকে হত্যা করেছিল, নাশে শ্লভো পত্রিকা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?' এই উত্তর লঙ্গ প্রত্যাশা করেননি। তিনি কর্ণেল খুন এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারণ, তিনি জানতেন 'জিম্মারওয়াল্ড' নীতি অনুযায়ী পত্রিকাটি চলে। তিনি ফিরে এসে আমার ফরাসী বন্ধুদের কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তারা ফের এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু মার্সেই হত্যাকান্ডের কথা তারা যা জানত আমি তাও জানতাম না। নাশে শ্লভোর জাত শত্রু রুশ উদারনৈতিক পত্রিকাগুলোর সংবাদদাতারা ঘটনাচক্রে মার্সেই দুর্ঘটনা জেনে যায়। পরে, তারাই সবকিছু ফাঁশ করে দেয়।

ঘটনাটি ছিল এরকম। রুশ জার সরকার ফরাসী প্রজাতন্ত্রে সৈন্য প্রবেশ করায়। সৈন্য সংখ্যা কম ছিল, তাই বলা হোত 'প্রতীকী' অনুপ্রবেশ। সৈন্যদের সাথে দরকার মতো গোয়েন্দা এবং উস্কানীদাতা গুপ্তচরও ঢুকায়। এদেরই একজন ভিনিং (Vining), সম্ভবত ছদ্মনাম, লন্ডন থেকে এসে রুশ কন্সালের নিকট পরিচয় পত্র পেশ করেন। ভাইনিং রুশ সৈন্যদের মধ্যে 'বিপ্লবী' প্রপাগান্ডা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করেন। তার অংশ হিসেবে প্রথমেই রুশ সংবাদদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে মধ্যপন্থীদের পটানোর চেষ্টা করেন। তারা অস্বীকার করেন। তবে তিনি কখনো নাশে শ্লভোর সম্পাদকের কাছে ঘেঁষার দুঃসাহস দেখাননি। তাই আমরাও তাকে চিনতাম না, নামও শুনিনি। প্যারিসে ষড়যন্ত্র করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তুলনে গেলেন এবং সেখানে কিছুটা সফল হলেন। রুশ নৌসেনারা তার আসল রূপ বুঝতে না পেরে তার ফাঁদে পা দিল। রুশ সাংবাদিকদের যে কয়েকজনকে বাছাই করে পটাতে পারেননি, তাদের কাছেই তিনি লিখেছিলেন, 'এখানকার (তুলন) মাটি খুবই চাষযোগ্য এবং কাজের অনুকূল। আমাকে কিছু বিপ্লবী বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠাও।' তারা এতে সাড়া দেননি। তুলনে ছিল রুশ যুদ্ধ-জাহাজ 'ক্রুজার-Askold'-এর ঘাঁটি। সেখানে তিনি নৌসেনাদের দিয়ে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হন, যা খুব নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। এখানে সফল হওয়ার পর ভাইনিং মার্সেইতে তার ষড়যন্ত্র সম্প্রসারণ করেন। সেখানেও সহজেই পরিস্থিতি তার অনুকূলে আসে। তার সহযোগিতায় সেখানকার রুশ সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। সৈন্যরা তাদের কর্ণেলকে ব্যারাকের বারান্দায় পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। বিদ্রোহের সাথে জড়িত সৈন্যদের গ্রেফতার করার সময় সেদিন প্রকাশিত নাশে শ্লভো পত্রিকার বেশ কটি কপি তাদের কাছে পাওয়া যায়। রুশ সাংবাদিকরা মার্সেই বিদ্রোহ ও তার পরবর্তি ঘটনাবলীর সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে জানতে পারেন যে, সৈনিকরা চাইলেও বা না চাইলেও ভিনিং তাদের মধ্যে পত্রিকাটি বিলি করতেন। তাই, গ্রেফতারকৃত সৈন্যদের কাছে পত্রিকাটি পাওয়া যায়, যা তারা পড়ারও সুযোগ পায়নি বা ছুঁয়েও দেখেনি।



ভিনিং এর ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার আগে এবং আমার বহিস্কারাদেশ নিয়ে **এরিস্তিদ ব্রায়ানের** সাথে জাঁ লঙ্গের দেখা করার পরে, আমি জুলে গেজকে (Jules Basile Guesde) একটি খোলা চিঠি লিখি। চিঠিতে উল্লেখও করেছিলাম যে, স্বেচ্ছায় দুরভিসন্ধি নিয়ে কোন উস্কানীদাতা গুপ্তচর ঘটনার সময় সৈনিকদের মধ্যে নাশে শ্লভো পত্রিকাটি বিতরণ করে থাকতে পারে। আমাদের তীব্র বিরোধী পক্ষের পত্রিকার সাংবাদিকরাই এর সত্যতা প্রমাণ করে। এতে আমি কিছুটা আশান্বিত হয়ে ছিলাম যে, বহিস্কারাদেশটি হয়তো প্রত্যাহার করা হবে! কিন্তু হলো না। রুশ জারের কূটনীতিত ফরাসী সরকারকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, যদি ফ্রান্স চায় রুশ সৈন্য তাদের দেশে থাকুক, তবে বিপ্লবীদের বাসা অবশ্যই এক্ষুণি সমূলে বিনাশ করতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। ফরাসী সরকার কিছুদিন দ্বিধান্বিত থেকে পরে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয় এবং আগে থেকেই প্যারিস পুলিশের প্রধানের তৈরী আমার বহিষ্কার আদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাক্ষর করেন।

মন্ত্রণালয়ে আশ্বস্ত হয় যে, সবকিছু ভালভাবেই ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয়েছে। মার্সেই-এর ঘটনাই যে আমার বহিস্কারের মূল কারণ, প্রধানমন্ত্রী ব্রায়ান এ কথাটি জাঁ লঙ্গুয়ে সহ বেশ কয়েকজন ডেপুটির কাছে বলেন, তাদের মধ্যে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান, **জর্জ লিগ** (Leysgues) ছিলেন। নাশে স্লভো ছিল একটি সেন্সরপ্রাপ্ত পত্রিকা, বিক্রি হতো খোলা বাজারে, পত্রিকার দোকানে ও নিউজ স্ট্যান্ডে এবং কোন মতেই সৈনিকদের তাদের কর্ণেলকে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়ার সুযোগ ছিল না, তাই ব্যাপারটি সবার কাছে রহস্যময় ও বিস্ময়কর মনে হয়। এটি যে তৈরী করা ষড়যন্ত্র, এটা জানাজানি হওয়ার পর সব পরিষ্কার হলো। কাহিনীটি ডেপুটিদের চেম্বারও জানলো।



তখনকার শিক্ষামন্ত্রী পল পেইনলেভ (Paul Painlevé) আসল কাহিনী জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলেছিলেন, 'ছি! কি লজ্জা, ঘটনাটিকে এভাবে যেতে দেওয়া যায় না... ।' কিন্তু তখন যুদ্ধাবস্থা । রুশ সম্রাট তাদের মিত্র । ভিনিংকে খুঁজে পাওয়া গেল না । তাই মালভি স্বাক্ষরিত হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ।

প্যারিসের পুলিশ প্রধান আমাকে জানান যে, ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হলেও, আমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দেশে যেতে পারি । আমাকে এটাও জানানো হয় যে, ইংল্যান্ড ও ইতালী আমাকে আশ্রয় দেবে না । আমার তখন একমাত্র উপায় ছিল সুইজারল্যান্ডে ফিরে যাওয়া । কিন্তু দুঃখের বিষয়! সুইজ দূতাবাস আমাকে ভিসা দিতে সোজাসুজি নিষেধ করে । আমি আমার কয়েকজন সুইজ বন্ধুর সাহায্য চেয়ে টেলিগ্রাফ করি । তারা প্রত্যুত্তরে অনুকূল আশ্বাসের কথা শোনান । তবুও, সুইজ দূতাবাস তাদের সিদ্ধান্তে অটল । পরে জানতে পারি যে, রুশ দূতাবাস তাদের মিত্রদের সাহায্যে বার্ন-এর স্ক্রু টাইট করে দেয় । তাই, সুইজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ভিসা দিতে গড়িমসি করে এবং আমাকে ফ্রান্স থেকে কবে বহিষ্কার করা হবে এই আশায় থাকে । আমি হল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোতেও যেতে পারতাম । কিন্তু যেতে হয় ইংল্যান্ডের ভেতর দিয়ে যারা ঢুকতে দেবে না বলে আগেই নিষেধ করেছিল । বাকী রইল কেবল স্পেন । তবে এবার আমার পালা, আমি ইচ্ছে করেই আইবেরিয় উপদ্বীপে (Iberian Peninsula) যেতে অস্বীকার করলাম ।

প্রায় ৬ সপ্তাহ যাবত প্যারিস পুলিশের সাথে দর কষাকষি চলে । আমি যেখানেই যেতাম, গোয়েন্দারা অনুসরণ করতেন; তারা আমাকে এক মূহুর্তের জন্যও তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে রাখেনি । আমার বাসা, পত্রিকা অফিসে সবসময় পাহারা দিতেন । শেষ পর্যন্ত প্যারিস কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল । প্যারিসের পুলিশ প্রধান আমাকে তার অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখিয়ে বললেন যে, যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় ফ্রান্স ত্যাগ করতে চাইনা, দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সিভিল পোষাকে আমার সঙ্গে দেয়া হবে । তারা আমাকে নিরাপদে সীমান্ত পার করে দেবে । ফ্রন্সে রুশ জারের দূতাবাস সর্বোতভাবেই সফল হলো: আমাকে ফ্রান্স থেকে বের করেই ছাড়ল ।

এই কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাবলী তখনকার যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত, তার মধ্যে কিছুটা গড়বড় থাকলেও প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো নির্ভেজাল ও সত্য । এসব ঘটনাবলীর সাথে যারা জড়িত তারা সবাই এখনও ফ্রান্সে বেঁচে আছেন । বিভিন্ন ডকুমেন্টও রয়েছে । তাই সত্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ নয় । আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মালভি স্বাক্ষরিত বহিস্কারাদেশটির সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পুলিশ বিভাগের আর্কাইভ থেকে খুঁজে বের করে **ফিঙ্গার প্রিন্ট** বা ডেক্টাইলোস্কপিক পরীক্ষা করা হলে কোথাও না কোথাও মঁশিয়ে ভিনিংএর পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাবে ।



২১। স্পেনের ভেতর দিয়ে।

ক্ষুদ্র বিষণ্ন গ্রাম উদ্রি (Oudry)। আমার বাসায় দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর অপেক্ষারত। একজন, খাটো ও বয়স্ক; অন্যজন, মোটা লম্বা টেকো মাথা প্রায় চল্লিশোর্ধ বয়স ও আলকাতরার ন্যায় কালো। তাদের গায়ে সিভিল পোষাক বেমানানভাবে ঝুলছিল। তারা এমনভাবে হাত তুলে কথা বলছিল, যেন স্যালুট করছে। আমি বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার থেকে বিদায় নেবার কালে, তারা অতিবিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে দরজার আড়ালে লুকাচ্ছিল। যাবার সময় বয়স্ক পুলিশ ভদ্রলোক আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে, মাথার হ্যাট খুলে বার বার বলছিলেন, 'ম্যাডাম, আমাদের মাফ করবেন'।

যে দু'জন গোয়েন্দা এতদিন আমাকে নিরলস চোখে চোখে রাখছিলেন, তাদের একজন এখনও বাইরে অপেক্ষারত। আমাদের মধ্যে যেন কিছুই ঘটেনি, এমন বন্ধুর মতো তিনি গাড়িতে ছোট গালিচাটা সাজিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। শিকারী তার শিকার যেমন ক্রেতার হাতে তুলে দেয়, সেই স্মৃতি তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। আমাদের যাত্রা শুরু হোল।

দ্রুতগামী ট্রেন। তৃতীয় শ্রেণির কম্পার্টমেন্ট। বয়স্ক দারোগা সাহেব যেন ভূগোলবিদ; তমস্ক, কাসান, নিজনি-নভ্গরদ মেলা-সবই তার মুখস্থ। স্প্যানিশ বলতেন এবং দেশটাকেও জানতেন। লম্বা-কালো অন্যজন একটু দূরে দীর্ঘক্ষণ নীরবে গোমড়া মুখ করে বসেছিলেন। অচিরেই হালকা হয়ে কষাইয়ের ছুরি ধারানোর মতো হিসহিস করে মন্তব্য করলেন, 'ল্যাটিন জাতটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবল মার্ক-টাইম করছে; আর বাকী সবাই তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি সাহিত্যে কি পেয়েছেন? সবকিছুই অধপাতে যাচ্ছে। দর্শনেও একই অবস্থা। দেকার্ত এবং প্যাস্কালের পর আর কোন নড়-চড় নেই...ল্যাটিন জাতি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবল মার্কটাইম করছে...।' আমি অবাক হয়ে অপেক্ষায় থাকলাম, এরপর কি বেরোয় শোনার জন্য। কিন্তুতিনি আবার চুপচাপ হয়ে বনরুটি আর মাখন চিবাতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, ' আপনাদের টলস্টয় ছিল, বেশি দিনের কথা নয়, কিন্তু আমরা তার চেয়ে ইবসেনকে আরো ভাল বুঝি।' এরপর আবারও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

এই পান্ডিত্যপূর্ণ সংলাপ শুনে বুড়ো দারোগারও উৎসাহ জেগে উঠে। তিনি আমার কাছে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের গুরুত্বের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। তারপর, তার সহকর্মীর নিরাশাব্যঞ্জক উক্তিকে সমর্থন করে তখন যোগ করলেন: 'হ্যাঁ, কষ্ট পাই কারণ নিজেরা কেউই উদ্যোগ নিতে চাই না। সবাই সরকারের কর্তা ব্যক্তি হতে চায় কিন্তু কাজ করে না। এটা দুঃখজনক হলেও অনস্বীকার্য।' আমি সাগ্রহে ও বিনম্রে ওদের আলাপচারিতা শুনছিলাম।

'কারো উপর নজরদারী করা আজকাল অসম্ভব! নজরদারী তখনই সফল হয় যখন ব্যক্তি টের পায় না, তাই না? আমি খোলাখুলিই বলব, প্যারিসের পাতাল রেল ব্যবস্থা, মেট্রো এটাকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। যাদের প্রতি নজরদারী করা হয়, তাদেরকে বলা উচিত যেন মেট্রো ব্যবহার না করে। তবেই নজরদারী করা সম্ভব।' কালো লোকটি (পুলিশ) গম্ভীরভাবে হাসলেন কেবল।

প্রবীণ লোকটি ভাবকে আরো নরম করার জন্য যোগ করলেন, 'আমরা অহরহই নজরদারী করি কিন্তু হায়! কেন করি জানতে পারি না।'

কালো লোকটি আচমকা বিষয় পরিবর্তন করে বলতে শুরু করলেন, 'আমরা পুলিশের লোকরা সব সময় সন্দেহ প্রবণ। আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু আমরা কেবল চলতি হুকুম তামিল করি। মহান বিপ্লবের কথাই ধরুণ। কী আন্দোলনের চিন্তাই না হয়েছিল! অথচ বিপ্লবের ১৪ বছর পর জনগণের অবস্থা আগের চেয়েও দুর্বিষহ। *টেইন (Hippolyte Adolphe Taine) পড়ুন ...। আমরা পুলিশের লোকরা আমাদের কর্তব্যের কারণেই রক্ষণশীল। সন্দেহবাদই আমাদের পেশার একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি। আসলে কেউই তার নিজের পথ বেছে নিতে পারে না। ইচ্ছার কোন মুক্তি নেই। সবকিছুই ভাগ্য দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।'

**এডল্ফ টেইন (১৮২৮-১৮৯৩) ছিলেন ফরাসী সমালোচক ও ইতিহাসবেত্তা, 'প্রকৃতিবাদের প্রভাব' তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা, সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদের বড় প্রস্তাবক এবং বিশেষ করে সাহিত্যে ঐতিহাসিক বাস্তববাদ (literary historicism)*

আন্দোলনের উদ্যোক্তা। টেইন বিশেষভাবে স্মরণীয় তার ত্রিমুখী-শিখা পদ্ধতিতে শিল্পকর্ম গবেষণার জন্য। ত্রিমুখী শিখার ভিত্তি মানব প্রজাতি, পরিবেশ এবং মুহূর্ত। ফরাসী সাহিত্যে তার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে, এমিল জোলা, বুর্গেত, মোপাঁসা তার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন।

এবার তিনি নির্বিকার চিত্তে দার্শনিকের হাই তুলে, সরাসরি বোতল থেকে ঢক ঢক করে মদ গিললেন। তারপর



বোতলে ছিপি আটকে বললেন: '*__রেনান__ (Joseph Ernest Renan) বলতেন যে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা সবসময় প্রথমবারই মাথায় আসে। পরে ঘুলিয়ে যায়। কথাটা আসলেই সত্যি।' *__রেনান__। *জোসেফ আর্নেস্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯২)। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ভাষা ও সভ্যতা বিশেষজ্ঞ, দার্শনিক এবং লেখক। তিনি ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাত। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় পরিচয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্যও বিখ্যাত।*

এসব কথা বলতে বলতে তিনি আমার হাতের দিকে সন্দেহের চোখ রাখেন, আমার হাতটি বেখেয়াল বশত দরজার হাতল ধরা অবস্থায় ছিল। তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য আমি হাত সরিয়ে নিজের কোটের পকেটে ঢুকালাম। এরই মধ্যে বুড়ো লোকটি আবার কথা বলতে শুরু করেন। এবার বাস্কদের (Basques) সম্পর্কে: তাদের ভাষা, স্ত্রীলোক, মাথার আচ্ছাদন ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই মধ্যে আমাদের গাড়ি হেন্দায়া (Hendaye) রেল স্টেশনে প্রবেশ করল।

'এখানেই আমাদের জাতীয় নেতা রোমান্টিক *পল দ্যরুল (Paul Déroulède) থাকতেন। তিনি শুধু



ফ্রান্সের পর্বতমালা দেখতে চাইতেন। স্পেনিস প্রবাসে একজন ডন কুইক্সট ছিলেন।' কালো লোকটি হাসতে হাসতে তার আসন ছেড়ে উঠে এলেন। 'মঁশিয়ে, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে স্টেশন কমিসারিয়েতের দিকে আসুন।' ইরুনের একজন ফরাসী সামরিক পুলিশ আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলে, আমার অভিভাবক তাকে গোপন সংকেত দেখিয়ে, দ্রুত স্টেশনের করিডোর দিয়ে আমাকে নিয়ে শহরে চলে আসেন।

*__*পল দ্যরুল__ (১৮৪৬–১৯১২) ছিলেন একজন ফরাসী লেখক ও রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক কারনে তাকে দশ বছর (১৯০০–১৯১০) ফ্রান্স থেকে বহিস্কার করা হয়। তখন তিনি স্পেনের স্যান-সেবাস্তিয়ানে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তার সুপারিশ অনুসারে ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ভীত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়, দ্য গল যা শুরু করেন।*

লম্বা-কালো লোকটি বললেন, 'আপনার মরজিমাফিক বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই কাজটি নস্পন্ন করা হোল, তাই না? এখন আপনি ইরুন থেকে স্যান সেবাস্তিয়ান পর্যন্ত একটি ট্রলি কার ভাড়া করে নিন। আপনাকে অবশ্যই দেখতে একজন পর্যটকের মতো লাগতে হবে। নইলে স্প্যানিশ পুলিশের সন্দেহে পড়বেন। ওরা খুবই সন্দেহ প্রবণ। এই মূহুর্তে থেকে আমি আপনাকে আর চিনি না, তাই না?' চুপচাপ নির্বিকারভাবে আমরা যে যার মতো আলাদা হয়ে গেলাম।

স্যান সেবাস্তিয়ানে সমুদ্র আমাকে অপার আনন্দ দেয় কিন্তু জিনিসপত্রের দামে আতঙ্কিত বোধ করি। তাই, মাদ্রিদ পাড়ি দিলাম। কাউকে চিনিনা আমাকেও কেউ না। স্প্যানিশ ভাষাও জানি না। খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম যতটা সাহারা মরুতে বা পিটারপল দূর্গেও হইনি। একটি মাত্র বিষয়ই আমার জন্য সহজ ছিল,



শিল্পের ভাষা। দু'বছরের যুদ্ধে শিল্প-কলার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ভুলে গেছি। ক্ষুধার্তের আগ্রহ নিয়ে দেখতে থাকি মাদ্রিদ জাদুঘরে সংরক্ষিত অমূল্য শিল্প সম্পদ এবং এর সাথে আবারও আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি। দ্য রেমেমব্র্যান্টস, দ্য রিবেরাস। __বস্কের__ (Jeronimus Bosch) চিত্রকর্মগুলো অসাধারণ, তাদের সাদাসিধে জীবনের আনন্দময় দিকগুলো তুলে ধরেছেন। বুড়ো কেয়ারটেকার আমাকে একটি লেন্স দিলেন, যেন আমি মিয়েল-এর (Miel) আঁকা ছবিতে চাষী, গাধা এবং কুকুরের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলো দেখতে পাই। এখানে যুদ্ধের কোন অনুভূতি ছিল না। প্রতিটি জিনিষ সুন্দরভাবে জায়গা মতো সাজানো। রঙেরও যে অবাধ মুক্ত নিজস্ব একটা জীবন আছে, বুঝা যায়। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে আমার নোট বইতে লিখেছিলাম:

'যুদ্ধের আগে, আমাদের কাল এবং এই প্রাচীন কালের শিল্পীদের মাঝের সময়টায় একদল নতুন শিল্পী ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। এরা ছিল আরো আন্তরিক, আরো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক। এদের শিল্পকর্মে ছিল একদিকে রঙের সুক্ষ্মতর দ্যোতনা বা অর্থভেদ,



আবার অধিক বিষয়কেন্দ্রিক এবং গভীরতর আবেগময়তাও। উল্লেখ্য যে, এখানে প্রাচীন শিল্পীদের অবদানকে খাটো দেখার কোন অবকাশ নেই। যুদ্ধ এবং তার গণউম্মাদনা ও ভোগান্তি দ্বারা সম্ভবত শিল্পের এই মেজাজ এবং

*শৈলীর গঠন এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবের পূর্ণতাকে বহুদিন দূরে সরিয়ে রাখবে, * রুবেন্স-এর উরু (Rubens thighs) পর্যন্ত । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরনো শিল্পকর্ম যত সুন্দরই হোক, আবার সহজে ফিরে আসবে । অবশ্য 'রুবেন এর উরু' ধরণের শিল্প*



*ধারার বিশেষ প্রবণতা, যা জীবনের জন্য আকুল, যুদ্ধ-পরবর্তি নতুন শিল্প চর্চায় এক মহৎ ভূমিকা পালন করবে । ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ, তবে প্রায় সকল সভ্য মানুষের জীবনই যে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণতা হচ্ছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই এক নতুন শিল্পকলা জন্ম নিবে, বলা যায় ।' ***স্যর পিটার পল রুবেন্স** (১৫৭৭–১৬৪০) Sir Peter Paul Rubens তার স্ত্রী হেলেনার প্রতিকৃতি আঁকেন । তার নাম দেন দ্য লিট্‌ল ফার (The little fur) । য়ুরোপিয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এটিই প্রথম মানব দেহের প্রদিকৃতি । এই চিত্রকর্মটি **রুবেন্স-এর উরু** (Rubens thighs) নামে খ্যাত ।*

হোটেলে থাকতাম, অভিধানের সাহায্য নিয়ে স্প্যানিস পত্রিকা পড়তাম এবং সুইজারল্যান্ড ও ইতালীতে যে চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তরের অপেক্ষা করতাম । আমি তখনও আশাবাদী ছিলাম সেখানে যেতে পারবো । মাদ্রিদ্রে থাকার চতুর্থ দিনে প্যারিস থেকে একটি চিঠি পেলাম । ঠিকানায় লেখা ফরাসী সমাজতন্ত্রী গ্যাবিয়েরের (Gabier) নাম । তিনি ছিলেন এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক । বুর্জোয়া সামাজিক অবস্থানে থেকেও প্যাট্রিয়াটিক পলিসির জন্য তিনি তার দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান । গ্যাবিয়েরের কাছ থেকেই আমি জেনেছিলাম যে, স্প্যানিস পার্টি ফরাসী প্যাট্রিয়াটিক সমাজবাদ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত । একমাত্র বার্সেলোনায় উগ্র স্বদেশীরা বিরোধীতা করত । আমি চেয়েছিলাম সোশালিস্ট পার্টির সেক্রেটারী (Anguillano) এঙ্গিলানোর সঙ্গে দেখা করতে । কিন্তু তিনি তখন কোন এক ক্যাথলিক পাদ্রিকে অসম্মানজনক মন্তব্য করার দায়ে পনের দিনের কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন । অতীত অপরাধের দায়ে এঙ্গিলানোকে এক auto-da-fe-তে (দলছুটদের পুড়িয়ে মারার স্থান) নিয়ে স্রেফ পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ।

আমি সুইজারল্যান্ডের উত্তরের আশায় অপেক্ষা করছিলাম আর স্প্যানিস শব্দ মুখস্থ করা এবং যাদুঘর দেখায় সময়টা কাটাচ্ছিলাম । নভেম্বরের ৯ তারিখে যে ছোট অবকাশ কেন্দ্রে গ্যাবিয়ের আমাকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল, সেখানকার পরিচারক ভয়ে ভয়ে আমাকে বারান্দায় আসার জন্য বললো । সেখানে যেতেই দুই তরুন পুলিশ আমাকে কর্কশভাবেই তাদের সঙ্গে যেতে নির্দেশ করল । কোথায়? অবশ্যই মাদ্রিদের পুলিশ প্রধানের অফিসে । সেখানে নিয়ে গিয়ে, এক কোণে বসিয়ে রাখলো । আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে আমাকে কি গ্রেফতার করা হলো?'

'এক বা দু' ঘন্টার জন্য' ।

একটানা সাতঘন্টা বসিয়ে রেখে রাত ন'টায় আমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হোল । সেখানে নিজেকে আবিষ্কার করলাম অনেকটা লোকে-লোকারণ্য এক অলিম্পাসে (দেবতাদের বাসস্থান) ।

'পরিস্কার করে বুঝিয়ে বুলন তো, কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন?' এই সরল প্রশ্নটি অলিম্পিয়ানদের (দেবগন) হতবুদ্ধি করে ফেলে । প্রত্যুত্তরে তারা নানান অনুমান নির্ভর কথা-বার্তা বললেন । তাদের মধ্য থেকে একজন রুশ সরকার উত্থাপিত রাশিয়াগামী বিদেশীদের জন্য পাসপোর্ট জটিলতার কথা বললেন ।

আরেকজন আমার অনুকম্পা পাওয়ার লক্ষ্যে বললেন, 'আপনি জানেন না নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার জন্য আমাদের কী বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ হয় ।'

'কিন্তু রুশ পুলিশ এবং স্প্যানিশ নৈরাজ্যবাদীদের জন্য আমাকে দায়ী করা কেন?'

'তা বটে, আসলে শুধু একটা উদাহরণ হিসেবে আপনাকে এটা বলা ।'

'পষ্ট করে বলুন তো, কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করেছেন? এই সোজ প্রশ্নটি অলিম্পিয়ানদের সঙ্কটে ফেলে দেয় । তারা আন্দাজ-নির্ভর নানান কথা বলতে থাকে । একজন বলেন পাসপোর্ট জটিলতা । রুশ সরকারী পুলিশ রাশিয়াগামী বিদেশীদের জন্য পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলা করেছে । আরেকজন আমার সহানুভূতি আতর্ষণের জন্য বললেন,' জানেন আমরা নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে কত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করি?'

বললাম, 'রুশ পুলিশ এবং স্প্যানিশ নৈরাজ্যবাদীদের জন্য কি আমি দায়ী?'

'মোটেই না, মোটেই না, এমনি একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র ।'
পুলিশ প্রধান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ' নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?
আমি যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় আমার মত জানালাম ।
'আপনি ঠিকই বলেছেন!' তারা বললেন ।
পরিশেষে,দোভাষীর সাহায্যে পুলিশ প্রধান আমাকে জানালেন যে, আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এক্ষুণি স্পেন ত্যাগ করার নির্দেশ জানানোর জন্য । যতক্ষণ না যাই, আমাকে 'কিছু বিধি-নিষেধ' মেনে চলতে হবে । তিনি দোভাষীর মাধ্যমে সরলভাবে বললেন, 'আপনার ধ্যান-ধারণা স্পেনের জন্য খুবই প্রাগ্রসর ।
মাঝরাতে একজন পুলিশ দিয়ে ক্যাবে করে আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো । জেলখানার মাঝখানে তারকার মতো স্থানে আমার সঙ্গে নেয়া সবকিছু তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হলো । তারকার পাঁচ কোণে পাঁচটি দালান । প্রতিটি চারতলা । সিঁড়িগুলো লোহার এবং ঝুলানো । গভীর রাতে পুরো জেলখানা অদ্ভুত নীরব-নিস্তব্দ ।



চারিদিকে বাষ্পরুদ্ধ এক ভীতিকর অবস্থা । বারান্দায় নিষ্প্রভ ক্ষীণ আলো । অন্য সবকিছু একইরকম এবং আমার কাছে পরিচিত । লোহার ভারী দরজা বিকট গড় গড় শব্দে খোলা হলো । বিশাল এক কক্ষ, আধো আঁধার, জেলখানার ভোঁটকা গন্ধ ভরা, তার মধ্যে শোচনীয় ও বীভৎস বিছানা । আবার বিশাল গর্জন করেই দরজা আটকানো হলো । আমি জানালার ঝাঁজরির পেছনের ছোট ছিদ্রটি খুলি । এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল । গায়ের কাপড় না খুলে তার উপর ওভারকোট চাপিয়ে শুয়ে পড়লাম । তক্ষুনি, মাথায় এক ঝাঁক চিন্তা এসে ঘিরে ধরলো । এ নিয়ে কতবার কারাবাস হোল? এ পর্যন্ত যা ঘটলো, কেন ঘটলো, অসঙ্গতিটা কোথায় এসব নিয়ে ভাবলাম । মাদ্রিদে এসে জেলে থাকব, কল্পনাও করিনি! বুঝলাম ***ইজ্‌ভোলস্কি** একাজটি বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছেন । মাদ্রিদের আদর্শ জেলখানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ হাসলাম । জোরে জোরে । তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম । *ইজ্‌ভোলস্কি *(Alexander Petrovich Izvolsky- জার সরকারের বিদেশ মন্ত্রী এবং ১৯১০ সনের পরে ফ্রান্সে রুশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ।*
সকালবেলা হাঁটার সময় অন্য কয়েদীরা বললেন, এই জেলখানায় দু'ধরনের থাকবার প্রকোষ্ঠ (সেল) আছে–



একটা ফ্রি এবং অন্যটার জন্য দাম দিতে হয় । প্রথম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠের খরচ দেড় **পেসেতা** (pesetas); দ্বিতীয় শ্রেণির পৌনে এক পেসেতা বা পচাঁত্তর সেন্ট । প্রত্যেক বন্দিই অর্থের বিনিময়ে সেলে থাকার অধিকার রাখে, তবে ফ্রি সেল অগ্রাহ্য করার অধিকার কারো নেই । আমাকে প্রথম শ্রেণির পেইড সেল দেয়া হয় । আমি আবারও মন খুলে হাসি । অবশ্য যৌক্তিকই বটে । পুরোপুরি বৈষম্য দিয়ে গড়া সমাজের জেলখানায় সমতা থাকবে কেন? আরো জানলাম পেইড সেলে থাকা কয়েদীরা দিনে দু'বার এক নাগাড়ে এক ঘন্টা করে সেলের বাইরে হাঁটার সুযোগ পায়, আর অন্যরা পায় মাত্র একবার আধঘন্টা । এটাও পুরোপুরি ঠিক । সরকারের চোরেরা প্রতিদিন দেড় ফ্রাঁ করে দেয়ার যোগ্য, তাই তারা, যারা চোরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-ধর্মঘট করে ফ্রি সেলের বন্দি হয়, তাদের চেয়ে ফুসফুসে বেশী বাতাস ঢোকার অধিকারতো পাবেই ।
তৃতীয় দিন আমাকে ডাকা হয় হাত-পায়ের আঙ্গুলের ছাপ দেয়ার জন্য । প্রথমে বলা হয় যেন আমার আঙ্গুলগুলোতে প্রিন্টার কালি মেখে তাদের কার্ডে ছাপ দেই । আমি অস্বীকার করি । তাই, ভদ্রভাবে বল প্রয়োগ করা হয় । গার্ড যখন আমার আঙ্গুলে কালি লাগাচ্ছিল, আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম । প্রতিটি আঙ্গুলে একের পর এক কালি লাগিয়ে কার্ডে এবং সাদা কাগজে প্রথমে ডান ও পরে বাম হাতের ছাপ নিচ্ছিল । পরে আমাকে বসে পায়ের জুতো খুলতে বলা হলো । আমি অরাজী হলাম । পায়ের জুতো খোলায় জোর খাটানো কঠিন হোল । এ নিয়ে প্রশাসন দ্বিধান্বিত হয়ে বৈঠক করলো । শেষে, হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে গ্যাবিয়ের (Gabier) এবং এনজিলানোর (Anguillano) সাথে কথা বলার অনুমতি দিল । তারা এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করতে । এনজিলানো আরেকজন সহ একদিন আগে মুক্তি পান । তারা জানালেন আমার মুক্তি জন্য সবাই যার যার মতো চেষ্টা করছেন । বারান্দায় জেল যাজকের সাথে দেখা হোল । তিনি ক্যাথলিক কায়দায় সমবেদনা জানিয়ে আমার শান্তি কামনা করে সান্তনার সুরে বললেন: 'Paciencia, paciencia' (ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর) । এছাড়া আমার জন্য তার আর কীই বা করার ছিল ।

জেলখানায় থাকার দ্বাদশ দিনে পুলিশের প্রতিনিধি এসে জানালো যে, সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে **কাদিজ** (Cadiz) চলে যেতে হবে। জানতে চাইলে রেল ভাড়া দিব কি না। কিন্তু আমার কাদিজ যাবার কোন আগ্রহ ছিল না এবং রেলভাড়া দিতেও অরাজি হলাম। 'আদর্শ' জেলখানায় ভাড়া দিয়ে থাকি এটাই যথেষ্ট। তাই সত্য হলো, সন্ধ্যায় মাদ্রিদ ছেড়ে কাদিজ যাত্রা করলাম। ভাড়া বহন করলেন স্পেনের রাজা।



কিন্তু কেন কাদিজ যাওয়া! আবারো মানচিত্র দেখলাম। কাদিজের অবস্থান ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে; বেরেজভ থেকে হরিণের শ্লেজে চড়ে উরাল পর্বতমালা ও সেন্টপির্টাসবুর্গ, সেখান থেকে সার্কুলার রোডে অস্ট্রিয়ায়, অস্ট্রিয়া থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে স্পেনে এবং পরিশেষে পুরো আইবেরিয় উপদ্বীপ পার হয়ে তবে কাদিজ। সাধারণভাবে বলা যায় উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে। সেখানেই মহাদেশের শেষ এবং মহাসাগরের শুরু। হায় আমার শান্তি, হায় আমার ধৈর্য!

আমার সঙ্গে দেয়া পুলিশরা এই দীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রা সম্পর্কে কোন কিছু লুকাননি। আমাকে অপছন্দ করে প্রতারণা করেননি। বরং, তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সচ্চরিত্রের প্রমাণ রেখেছেন। সবাই আমাকে সান্তনা দিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন যে, কাদিজের আবহাওয়া-জলবায়ু খুব ভালো মনোরম।

আমি তাদের কাছে জানতে চাই, 'কিভাবে আপনারা আমার খোঁজ পেলেন?

'খুব সহজে। প্যারিস থেকে টেলিগ্রামে।'

আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। মাদ্রিদ পুলিশ প্যারিসের পুলিশ প্রধানের কাছ থেকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পায়: 'একজন বিপজ্জনক নৈরাজ্যবাদী...ইত্যাদি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে স্যান সেবাস্তিয়ান ঢুকেছে; মাদ্রিদে থাকতে আগ্রহী।' তাই মাদ্রিদ পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। সারা সপ্তাহ খুঁজে না পেয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। যে দু'জন ফরাসী পুলিশ অত্যন্ত সবিনয়ে আমাকে এসকর্ট করে সীমান্ত পার করে দেন, তারা দাবী করছিলেন ***মন্টেইন** (Michel de Montaigne) ও রেনান-এর ভক্ত এবং তাদের খুব প্রশংসাও করছিলেন।



দু'জনে আমাকে এমনও বলেছিলেন: 'আপনার মরজিমাফিক বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই এ কাজ করা হোল, তাই না?' অথচ তারাই কি না মাদ্রিদে টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দিল 'বিপজ্জনক' 'নৈরাজ্যবাদী' ইরুন দিয়ে স্যান সেবাস্তিয়ানে প্রবেশ করেছে।

**মন্টেইন। মিশেল দ্য মন্টেন (১৫৩৩-১৫৯২)। আধুনিক সংশয়বাদের জনক এবং ফরাসী পূণর্জাগরণের যুগে সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক হিসেবে সুপরিচিত। আজও তার রচনা বুদ্ধিবৃত্তিক মহল অনুসরণ করে। তার লেখায় সরাসরি প্রভাবিত হন বিশ্বের বহু খ্যাতিমান লেখক, শিল্পী,দার্শনিক। তাদের মধ্যে ডেকার্ট, প্যাস্কেল, রুশো, এমার্সন, নিৎসে এবং সেক্সপিয়ারও অন্যতম।*

এসব ক্ষেত্রে, তথাকথিত বিচারিক (juridical) পুলিশ প্রধান বিদেত-'ফক্সপাস' (Bidet-'Fauxpas') গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমার পেছনে লাগা এবং আমাকে বহিস্কার করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। রূঢ়তা ও বিদ্বেষপরায়ণতার দিক থেকে তিনি তার অন্য সহকর্মীদের থেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আমার সঙ্গে যে ঢঙ্গে কথা বলতেন, জারের গোপন পুলিশ কর্তারাও সেরকম আচরণের অনুমতি পায়নি।

তার সঙ্গে আমার আলাপচারিতা সব সময় একটি বিস্ফোরিত অবস্থায় এসে শেষ হতো। আমি যখন তার কাছ থেকে চলে আসতাম, টের পেতাম যে, একটা ঘৃণার দৃষ্টি আমার পেছনে স্থির হয়ে আছে। জেলে গ্যাবিয়েরের সাথে দেখা হলে, আমি দৃঢ়তার সাথে বলেছি যে, আমার গ্রেফতার ষড়যন্ত্রমূলক এবং বিদেত-'ফক্সপাস' এর হোতা এবং এই নামটি সমগ্র স্পেনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। দু'বছরেরও কম সময় পরে অবিশ্বাস্যভাবে আমার বিদেত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ১৯১৮ সনের গ্রীষ্মকালে 'ওয়ার কমিশারিয়েত' থেকে টেলিফোনে আমাকে জানানো হয় যে, বিদেত ধরা পড়েছে এবং এক সোভিয়েত জেলে আছে। বিদেত, হায় ভয়ংকর বিদেত! আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। তবে বুঝলাম, ফরাসী সরকার তাকে সামরিক মিশনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি এবং চক্রান্তের কাজে নিয়েজিত করে। তিনি অসর্তকতার কারণে ধরা পড়েন।

ভাগ্যের খেলা, আমার বহিস্কারাদেশ স্বাক্ষরকারী ফরাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালাভও, একই সময় শান্তিবাদী গোপন চক্রান্তের দায়ে ক্লিমেনস সরকার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। কি অদ্ভূত মিলন, নাটক-সিনেমার গল্পের মতো!

বিদেতকে কমিশারীয়েতে আনা হলে, আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। এমন ভয়ংকর লোকটার জীর্ণ-শীর্ণ ও মূমুর্ষ অবস্থা। আমি বিস্মিত চোখে তাকে দেখলাম।

মাথা হেঁট করে বললেন,'মঁশিয়ে, চিনতে পেরেছেন, আমি বিদেত!' হাঁ, বিদেতই তো। কিন্তু এমনটি হলো কিভাবে? আমি সত্যি অবাক হলাম। তার ওপর আর পুলিশী নির্যাতন হবে না, এই আশ্বাস পেয়ে দার্শনিকের ঢঙ্গে দু'হাত ছড়িয়ে মন্তব্য করলেন, *'C'est la marche des evenement.'* ('ভবের হাটের লীলা-খেলা কে বুঝিতে পারে!')। ঠিক তাই- এক অতিউত্তম উক্তি ! আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার সেই ভীমকালো মূর্তি যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্যান সেবাস্তিয়ান সীমান্তে পৌছে দেয় এবং বলেছিল: ' বাছাই করার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই; সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত।'

বললাম, 'তবে জনাব বিদেত, প্যারিসে আপনি আমার প্রতি খুবই নির্দয় আচরণ করেছিলেন।'

উত্তরে বললেন, ' আমি দুঃখিত, দোষ স্বীকার করছি জনাব গণ কমিশার। আমি জেলের সেলে বসেও এ কথাটাই ভাবতাম। আসলেই সেজন্য আমার মনে হয় মাঝে-মধ্যে জেলে যাওয়া ভালো, বন্দীজীবনের ভেতরের দিকটা সম্যকভাবে জানা যায়। তবে আমি খুবই আশাবাদী আপনি অন্তত আমার প্যারিসের আচরণের জন্য আমাকে খারাপ পরিণতি ভোগ করতে দেবেন না।'

আমি তাকে আবারও পুরোপুরি আশ্বস্ত করলাম।

'আমি ফ্রান্সে ফিরে যেতে পারলে, পেশাটাই বদলে ফেলবো।'

'সত্যি বলেছেন, জনাব বিদেত, আমরা সবসময় প্রথম পছন্দের কাছেই ফিরে যাই।' যুদ্ধবন্দি বিনিময় চুক্তিতে, বন্দি বিনিময়ের সুযোগে পরে বিদেতকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে দেয়া হয়। তারপর তার ভাগ্যে কি ঘটে, আর জানিনা। কিন্তু আমাদের এখন কমিশারিয়েত থেকে কাদিজে ফিরে যাওয়া উচিত।

গবর্নরের সঙ্গে আলাদা পরামর্শ ক্রমে কাদিজ পুলিশ প্রধান আমাকে জানালেন যে, পরদিন সকাল আটটায় আমাকে হাভানা পাঠানো হবে, কারণ সৌভাগ্যক্রমে সেদিন একটি স্টিমার ছাড়বে।

কোথায়?

'হাভানায়।'

হা-ভা-না?

'হাভানা'

'আমি যাব না।'

'তবে আমরা বাধ্য হব আপনাকে জোর করে জাহাজে তুলে দিতে।'

জার্মান কনসুলের সচিব, পুলিশ প্রধানের বন্ধুও, তখন সেখানে দোভাষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই শ্রেয়।

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর! কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে! আমাকে নিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি হচ্ছিলো। আমি যদিও তাদেরকে বললাম যাব না, এতে কাজ হবে না। তাই, গোয়েন্দাদের সাথে নিয়ে, মনোরম শহরের রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম এবং 'অতিজরুরী' কয়েকটি টেলিগ্রাম পাঠালাম গ্যাবিয়ের, এনজিলানো, গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান, রিপাবলিকান ডেপুটিদের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী রোমানো (Romanones) এবং



উদারপন্থী পত্রিকাগুলোতে। টেলিগ্রামে যতদূর স্থান সংকুলান হয়, ততদূর পর্যন্ত সব যুক্তি তুলে ধরলাম। এরপরে সম্ভাব্য সব জায়গায় সবাইকে চিঠি লিখলাম। ইতালীয় ডেপুটি **সেরাতি**কে (Giacinto Menotti Serrati) লিখলাম, 'প্রিয় বন্ধু, কল্পনা করুন, এই মূহুর্তে আপনি তিভারে (Tver) রুশ পুলিশের তত্ত্বাবধানে এবং আপনাকে বহিস্কার করে টোকিওতে পাঠানো হবে, যেখানে জীবনেও আপনি যাবেন না বা প্রয়োজনও নেই। কার্ডিজে বর্তমানে আমি এমনি এক পরিস্থিতিতে আছি এবং আমাকে জোর করে হাভানায় যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।' এরপর গোয়েন্দাদের দিয়ে পুলিশ প্রধানকে দিলাম ঠেলা। আমার চাপের মুখে এবং আমারই খরচে মাদ্রিদে টেলিগ্রাফ করে জানলাম যে,

হাভানার চেয়ে আমি নিউইয়র্কে যেতে চাই এবং সেখানকার নৌকা না আসা পর্যন্ত আমি কাদিজ জেলেই থাকতে চাই। আমি আত্মসমর্পণ করিনি। সে দিনটি ছিল আমার জন্য উত্তেজনাকর।

এরই মধ্যে কার্তেজে (Cortes) রিপাবলিকান ডেপুটি কাস্ত্রভিদো (Castrovido) আমাকে গ্রেফতার করা এবং বিতড়িত করা নিয়ে সরকারকে প্রশ্নের সম্মুখীন করল। বামপন্থিরা পুলিশী ব্যবস্থাকে আক্রমণ করল কিন্তুফ্রান্সপন্থী শান্তিবাদী হিসেবে আমারও নিন্দা করল। ডানেরা জার্মানপন্থী হিসেবে আমার প্রতি দরদ দেখালো (আমাকে ফ্রান্স থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল সেজন্য) কিন্তু নৈরাজ্যবাদী হিসেবে আশঙ্কা ব্যক্ত করল। সবাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেউই কিছু তখনও বুঝতে পারেনি। এমতাবস্থায়, নিউইয়র্কগামী জাহাজ আসা পর্যন্ত আমাকে কাদিজে থাকার অনুমতি দেয়া হলো। এ ছিল আমার এক উল্লেখযোগ্য বিজয়।

এরপর কয়েক সপ্তাহ আমি কাদিজ পুলিশের নজরে কড়া ছিলাম। তবে এ থাকাটা ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ, পিতার সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখার মতো, প্যারিসের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম ভালো। সেখানে থাকাকালে শেষ দু'মাস পেছনে লেগে থাকা গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিতেই আমার বেশীর্ভাগ সময় গেছে । আমি একা ট্যাক্সিতে চলতাম, আঁধারে গা ঢেকে সিনেমা থিয়েটারে যেতাম, ইত্যাদি। গোয়েন্দারাও কম না, সম্ভাব্য সকল কায়দায় আমাকে ফলো করত। আমার নাকের ডগায় ট্যাক্সি ছিনতাই করত, সিনেমা হলে ঢোকার গেটে পাহারা দিত, ট্রলি-কার ও মেট্রো ট্রেনে রকেটের মতো দৌড়াদৌড়ি করত। যাত্রী ও কন্ডাক্টার সবাই খুব বিরক্তি প্রকাশ করত। সত্যি কথা বলতে কি আমি যেন 'art for art's sake' এর মত কাজ করতাম। আমার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পুলিশের কাছে খোলামেলা ছিল, কিন্তু গোয়েন্দাদের পেছনে লাগাটা খুবই বাজে লাগতো এবং আমার খেলোয়াড়ী স্বভাবকে জাগিয়ে দিয়েছিল।

অন্যদিকে, কাদিজে এক গোয়েন্দা আমাকে জানালেন যে, তিনি একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে আমাকে নিয়ে বেরুবেন, ততক্ষণ আমি হোটেলে যেন ধৈর্য সহকারে তার জন্য অপেক্ষা করি। তিনি খুব দৃঢ়ভাবেই আমাকে সুরক্ষা করার চেষ্টা করেন। আমার কেনাকাটায় সাহায্য করলেন। রাস্তায় আশে পাশে অশোভন কিছু থাকলে, তা থেকেও রক্ষা করতেন। এক ফেরিওয়ালা সেদ্ধ চিংড়ির দাম ডজন প্রতি দু'রিয়াল করে চাইলে আমার গোয়েন্দা রীতিমত তাকে ধাওয়া করে মারতে গিয়ে রাস্তায় লোক জড়ো করেন।

আমি সময় নষ্ট করতে চাইনি; লাইব্রেরীতে গিয়ে স্পেনের স্পেনের ইতিহাস পড়তাম, স্পেনিশ ভাষা ও ব্যাকরণ শিখতাম এবং আমেরিকায় যাওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ইংলিশ শব্দভান্ডার বাড়াতাম। দিনগুলো দেখতে না দেখতেই চলে যাচ্ছিল এবং প্রায়দিন সন্ধ্যায় দুঃখভরে নোট করতাম, চলে যাওয়ার দিন খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে অথচ আমি পড়াশুনায় এখনো ততখানি এগুতে পারিনি। আমি সবসময় লাইব্রেরীতে একা কেবল বইয়ের পোকাই গুনিনি, যারা আঠারো শতকের আনেক বই খেয়ে সাবাড় করেছে, মাঝে মাঝে কোন নাম বা সংখ্যা অনুবাদ করতেও আমার অনেক সময় ব্যয় করতে হতো।

আমার নোট বইতে তখনকার লেখা নিম্নোক্ত দিনলিপিটি পাই:

'স্প্যানিশ বিপ্লব নিয়ে কাজ করেছেন, এমন একজন ইতিহাসবেত্তা স্প্যানিশ বিপ্লবে রাজনীতিকদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন, তারা পাঁচমিনিট আগেও যে গণআন্দোলনকে অপরাধ ও পাগলামী বলে গালাগাল করতেন, আন্দোলন জয়ী হওয়ার পরপরই সবার আগে নিজেদের আসন ঠিক করে ফেলেন। বুড়ো ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব ধুর্ত ভদ্রলোকরা পরবর্তি সব বিপ্লবে হাজির হতেন এবং অন্যদের উপর হামবড়া ভাব দেখাতেন। স্পেনবাসী এসব চটপটে ক্বরিৎকর্মা লোকদের বলতেন *প্যানজিস্তা (panzistas)। আমাদের এক সুপরিচিত পুরনো বন্ধুর নাম সান্‌চো পাঞ্জা (Sancho Panza) এই শব্দ থেকেই নেয়া হয়েছিল। তবে ভাষার দিক থেকে নামটির অনুবাদ খুবই কঠিন হলেও রাজনীতির দিক থেকে সহজতর । ধারাটিই স্বয়ং পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক।' *প্যানজিস্তা শব্দের অর্থ সম্ভবত পেটুক– বঙ্গানুবাদক।

১৯১৭ সন থেকে আমি সে শব্দটি বহুবার পেয়েছি।

উল্লেখ্য যে, কাদিজের পত্রিকায় যুদ্ধের কোন খবর থাকতো না। যুদ্ধ যে হচ্ছে তাও তারা জানত না। *El Diario de Cadez* (কাদিজ ডাইরী) নামক দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় সামরিক খবর না দেয়ার কারণ জানতে চাইলে আমার সঙ্গীরা অবাক হয়ে বললেন,' তাই নাকি? সত্যি কি যুদ্ধ লেগেছে? হাঁ, এ সম্মন্ধে পত্রিকায়তো কিছু লেখে না ! এর আগে ওরা প্রথম মহাযুদ্ধের কথা শোনেনি। অথচ তখনও **পাইরেনিজ পার্বত্যাঞ্চল** (Pyrenees) ছাড়িয়ে যুদ্ধ চলছিল। এমনকি, এক সময় আমিও যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভুলতে শুরু করি।

বার্সেলোনা থেকে ন্যুয়র্কের পথে নৌকা ছাড়বে। অনেক চেষ্টা তদবির করে সেখান থেকে আমার পরিবারকেও



সঙ্গে নেয়ার অনুমতি নিলাম। বার্সেলোনায় গিয়েও নতুন নতুন পুলিশী সমস্যায় পড়তে হোল। নতুন কোরে প্রতিবাদ ও টেলিগ্রাম এবং গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হতে হলো। আমার পরিবারও অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পাড়ি দিয়ে প্যারিস থেকে এল। এখন সব ঠিক। আমরা গোয়েন্দাদের সঙ্গে নিয়েই বার্সেলোনা শহর ঘুরে বেড়ালাম। সমুদ্র দেখা এবং ফল খাওয়া আমার পুত্রদের ভালো লাগলো। আমরা আমেরিকায় পুণর্মিলন উদযাপন কোরব বলে একমত হলাম। আমি অবশ্য ইতালী হয়ে সুইজারল্যান্ড যাওয়ারও চেষ্টা করি। ইতালী এবং সুইজারল্যান্ডের সমাজবাদীদের চাপে অনুমতি পেয়েছিলাম সত্য কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। অবশ্য, ইচ্ছে করেই দেরী করানো হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ইজ্‌ভোলস্কির ষড়যন্ত্র সফল হলো। ইতিমধ্যে আমাদের নিয়ে স্প্যানিশ বোট বার্সেলোনা থেকে আমেরিকার পথে যাত্রা শুরু করেছে। সেদিন ছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

আমার জন্য ইউরোপের বদ্ধ দরজা বার্সেলোনায় রেখে ফেলে এলাম। পুলিশ আমাকে সপরিবারে স্প্যানিশ ট্রান্সলান্টিক কোম্পানির মুনসেরাত (Monserrat) নামের স্টিমারে পৌঁছে দিল। এই জাহাজই সতের দিন পর জীবন্ত মানুষ আর প্রাণহীন মালামাল নিয়ে নিউইয়র্কে নোঙ্গর করল। সতেরো দিন। সময়টা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ঝঞ্ঝাক্ষিুব্ধ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। বার্সেলোনার পোতাশ্রয়ে তার স্মৃতিসৌধ দাঁড়িয়ে। এমনিতেই বছরের এ সময়ে সমুদ্র খুব উত্তাল থাকে । আমাদের বোটটিও মানবজীবনের দুর্ভাগ্যের কথা বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। মুনসেরাত জাহাজটি পুরনো বালতির মতো, সমুদ্র পাড়ি দেয়ার উপযোগী ততটা ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ চলার কারণে নিরপেক্ষ স্প্যানিশ পতাকাবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা কম বিধায় এগুলো চালু হয়। স্প্যানিশ কোম্পানী সুযোগ বুঝে ভাড়া নিত বেশী, থাকার ব্যবস্থা ছিল খুবই বাজে আর খাবার ব্যবস্থা দুঃসহ ও জঘন্য।

স্টিমারের যাত্রীসহ জনসংখ্যা বহুবর্ণের হলেও ছিল বৈচিত্র্যহীন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসছিলেন। একজন শিল্পী সৈন্যদের গুলির রেঞ্জ থেকে দূরে সরে আসার জন্য তার প্রিয় শিল্পকর্ম, তার মেধা, পরিবার, ধনসম্পদ সবকিছু বুড়ো বাপের জিম্মায় রেখে পালিয়ে আসেন। একজন বক্সার, ভাল ঔপন্যাসিক এবং অস্কার ওয়াইল্ডের কাজিনও, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি খেলার সময় ইয়াংকিদের (Yankees) চোয়াল গুঁড়িয়ে দিতে পছন্দ করেন। এ কারণে এক জার্মান তার তলপেটে ছুরিকাঘাত করে। একজন বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান, নিপাট ভদ্রলোক, এ বয়সেও তাকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করায়, ক্ষুব্ধ হয়ে দেশত্যাগ করেন। তিনি ভাবাবেগে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এসব!কেন্য? অহেতুক কান্ডজ্ঞানহীন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের জন্য! তিনি জিম্মারওয়াল্ডকে সমর্থন করলেন। অন্যরাও কম-বেশী একই রকম: পলাতক, রোমাঞ্চসন্ধানী, ফটকাবাজ, কিংবা স্রেফ অবাঞ্চিত বলে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত। নইলে কে বছরের এ সময়ে একটা ছোট ভাঙ্গাচোরা স্প্যানিশ বোটে চড়ে শখ করে আটিলান্টিক পাড়ি দিতে আসে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া জটিল ও দুরূহ। তারা একসাথে গাদাগাদি করে থাকে, কোথাও যায় না, কথা বলে কম এবং খুবই বিষণ্ন ও মুখ কালো কোরে রাখে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, তাই তারা অন্যের কাছে তিক্ত, ঘৃণ্য ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকর দারিদ্র থেকে রক্ষা পেতে এসেছে। এ মূহুর্তে তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার পর্দায় ঢাকা। তাই তাদের এ অবস্থা। ইউরোপের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য আমেরিকা প্রচুর শ্রম দিচ্ছে। এজন্য তাদের অনেক নতুন শ্রমিক দরকার। তবে এসব শ্রমিক অবশ্যই হতে হবে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এবং নৈরাজ্যবাদ ও রোগ-বালাই মুক্ত।

নৌকাটি আমাদের বাচ্চাদের দেখার জন্য দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তারা প্রতি মূহুর্তেই নতুন নতুন কত কী আবিষ্কার করে!

"আব্বু তুমি কি জান, ফায়ারম্যান লোকটি খুব ভালো? তিনি একজন 'রিপাবলিকান'।" তাদের দেশ-দেশান্তরে ঘোরাটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতে হয়, তারা এক অদ্ভূত ভাষায় কথা বলতে শিখেছে। 'একজন রিপাবলিকান? তুমি বুঝলে কিভাবে?'

'হ্যাঁ, উনি সবকিছুই সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, 'Alfonso!' (সাহসী) এবং তারপর বলেন, 'Piff-piff ' (কাউকে ডরাই না)।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলি, 'হ্যাঁ তাহলে তো ঠিকই রিপাবলিক্যান।' ছেলেরা ফায়ারম্যানের কাছ থেকে কিছু শুকনো কিসমিস এবং অন্যান্য সুখাদ্য উপহার পায়। আমরাও পরস্পরের সাথে পরিচিত হই। রিপাবলিকানটির বয়স প্রায় কুড়ি, এবং মনে হয় রাজতন্ত্র সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

১ জানুয়ারী ১৯১৭: বোটের সব যাত্রীই পরস্পরকে নবর্বষের শুভেচ্ছা জানায়। দু'টি নতুন বছর আমি ফ্রান্সে কাটাই, তৃতীয়টি জাহাজে। ১৯১৭ এর ভান্ডারে আমাদের জন্য কি আছে কে জানে?

১৩ জানুয়ারী রোববার: আমরা ন্যুয়র্ক এসে পৌঁছি। রাত-ভোর তিনটায় সবাই জেগে যাই। জাহাজ-নোঙর করে। চারিদিকে আঁধার। ঠান্ডা বাতাস। বৃষ্টি। তীরভূমিতে দেখা যায় পর্বত সমান উচুঁ উচুঁ দালান। এই আমাদের নতুন বিশ্ব !

২২। ন্যুয়র্ক।

আমি এসে পৌঁছলাম গল্প আর রূপকথার মহানগরী ন্যুয়র্কে। এর আরো পরিচয়: ডলারের নৈতিক দর্শনের মহানগরী এবং স্বয়ংক্রিয় পুঁজিবাদ শাসিত মহানগরী। জ্যামিতিক রেখাচিত্র বা কিউবিজ্‌ম শিল্পরীতিতে নির্মিত এর সরণি ও অলিগলি। বিশ্বের অন্য সব শহর-নগরের চেয়ে ন্যুয়র্ক আমার মনে রেখাপাত করেছে অনেক বেশী। কারণ, এটি আমাদের আধুনিক যুগের সর্বোত্তম পূর্ণতার অভিব্যক্তি।

আমাকে নিয়ে এ যাবত যত আজবগুবি গল্প তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয়েছে আমার ন্যুয়র্ক জীবনকে ঘিরে। নরওয়ে দিয়ে আসার পথে একটু থেমে ছিলাম, সেখানকার নিপুণ দক্ষ সাংবাদিকরা আমাকে দেখেছেন কডমাছ ক্লিনার হিসেবে। ন্যুয়র্কে ছিলাম দু'মাস। এখানকার পত্রিকাগুলো আমাকে বহু পেশার সঙ্গে জড়িত করে। এর একেকটি তার আগেরটির চেয়েও অদ্ভূত। আমার উপর পত্রিকাওয়ালাদের আরোপিত সব দুঃসাহসিক কর্মকান্ডগুলো এক করা গেলে বর্তমানে যা লিখছি তার চেয়ে অনেক বেশী বড়, রোমাঞ্চকর ও মজার একটি জীবনীগ্রন্থ হোত।

কিন্তু আমাকে আমার মার্কিন পাঠকদের হতাশ করতেই হচ্ছে। কারণ ন্যুয়র্কে আমার একটি মাত্র পেশাই ছিল যাকে বলা যায় বিপ্লবী সমাজবাদী (revolutionary socialist)। সময়টা ছিল 'লিবার্টি' এবং 'ডেমোক্রেসি'র জন্য যুদ্ধের আগের সময়। তখন আমার পেশাটা ছিল চোরাকারবারের চেয়েও নিন্দনীয়। আমি প্রবন্ধাদি লিখতাম, পত্রিকা সম্পাদনা করতাম এবং শ্রমিকদের মিটিংএ বক্তৃতা দিতাম। আ-কণ্ঠ ডুবে থাকতাম কাজে। তাই নিজেকে কখনো আগন্তুক মনে হয়নি। ন্যুয়র্কের এক লাইব্রেরীতে খুব নিষ্ঠার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়তাম। যুদ্ধের সময়ও আমেরিকার রপ্তানি প্রবৃদ্ধির উর্ধমুখি অঙ্ক দেখে বিস্মিত হই। এ তথ্য যুদ্ধ পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে। প্রবৃদ্ধির এ প্রবণতা কেবল যুদ্ধে হস্তক্ষেপই নয়, পরেও যে আমেরিকা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও নির্ধারণ করে। আমি সে সময়, এ নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি এবং বক্তৃতাও দেই। তখন থেকেই 'আমেরিকা বনাম য়ুরোপ' সমস্যা আমার প্রধান আগ্রহের বিষয়। এখনও পরম যত্নে তা অধ্যয়ন করি। এর উপর আলাদা একটি বই লিখার আশা রাখি। মানবতার ভবিষ্যৎকে বুঝতে হলে, একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ন্যুয়র্কে পৌঁছার পরদিন রুশ পত্রিকা *নভি মির (Novy Mir) সাহিত্য পত্রিকায় লিখি: 'আমি রক্তে নিমজ্জিত য়ুরোপ ছেড়ে এলেও সমাগত বিপ্লবের উপর গভীর আস্থা রেখে এসেছি। গণতান্ত্রিক 'বিভ্রান্তি' নিয়ে এই পুরনো ধাঁচের নতুন জগতে পা রাখিনি। আসার দশদিন পরে আন্তর্জাতিকের স্বাগত মিটিংএ আমি বক্তৃতায় বলি:

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বাস্তবতা এই যে, যে মুহূর্তে য়ুরোপের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ফেটে চৌচির, ঠিক সে মুহূর্তে আমেরিকা সম্পদে আরো সমৃদ্ধ। ন্যুয়র্কের দিকে ইর্ষান্বিত হয়ে তাকিয়েও– নিজেকে য়ুরোপিয়ই ভাবি–আপন মনে প্রশ্ন করি: 'য়ুরোপ কি নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে? এর কবর হবে নাতো? অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যকর্ষণ শক্তির কেন্দ্রটি এবার আমেরিকায় চলে যাবে নাতো?'

এবং 'য়ুরোপিয় স্থিতিশীলতা'নামক সফলতা অর্জনের পরও এই প্রশ্নটি আজও প্রাসঙ্গিক।

** Novy Mir (নয়া বিশ্ব)। রুশ ভাষায় ১৮৯২ সাল থেকে প্রকাশিত প্রধানত সমাজবাদী ভাবধারা নিয়ে রচিতসাহিত্য ম্যাগাজিন।*

আমি ন্যুয়র্কে, ফিলাডেলফিয়ায় এবং নিকটস্থ অন্যান্য শহরে রুশ এবং জার্মান সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকাগুলোতে বক্তব্য রাখি। আমার তখনকার ইংলিশ ছিল অনেক কাঁচা। আমি ভাবিওনি যে ইংলিশে বক্তৃতা দিতে পারবো বা দিতে হবে। এরপরও আমাকে আমার নিউইয়র্কের ইংলিশ বক্তৃতার রেফারেন্সের মুখোমুখি হতে হোত প্রায়ই। সেদিন, কনস্তান্তিনোপ্‌ল পত্রিকার এক সাংবাদিক রূপকথার মত তার দেখা জনসভার গল্পের বিবরণ দিচ্ছিলেন। তিনি আমেরিকায় ছাত্র থাকা কালে আমার বক্তৃতা শুনেছিলেন। নিজের কল্পনার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন কি না, কথাটা তাকে বলিনি সত্য। কিন্তু আমাকে অবাক করে তিনি তার পত্রিকায় আরো নিশ্চিত হয়েই সে সব স্মৃতি রোমন্থন করলেন।

শ্রমিকদের পাড়ায় একটা ছোট এপার্টমেন্ট ভাড়া নিলাম। কিস্তিতে আসবাবপত্র কিনলাম। মাসে আঠারো ডলার ভাড়ার এপার্টমেন্টে সব ধরনের সুবিধা: বিদ্যুত, গ্যাস, গিজার, টেলিফোন, স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট এবং এমনকি আবর্জনা নিকেষ ব্যবস্থাও, যা আমরা য়ুরোপিয়রা অভ্যস্থ ছিলাম না। এসব সুবিধাদি দিয়ে ন্যুয়র্ক

নগরী আমার ছেলেদের মন জয় করে ফেলে। তখন টেলিফোন হয় তাদের প্রধান আকর্ষণ। এই রহস্যময় যন্ত্রটি ভিয়েনায় বা প্যারিসে তারা পায়নি।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন নিগ্রো। আমার স্ত্রী তাকে কোন রিসিপ্ট ছাড়াই তিন মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে দেন। কারণ বাড়ির মালিক তার আগের দিন হিসেব দেখার জন্য রিসিপ্ট বই নিয়ে গিয়েছিলেন। দু'দিন পর বাড়িতে উঠে জানলাম যে, নিগ্রোটা কয়েকজন ভাড়াটের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। ভাড়ার টাকা ছাড়াও, তার জিম্মায় আমাদের কিছু অস্থাবর সম্পদও ছিল। পুরো ঘটনাটি আমাদের মন খারাপ করে দিল; যাত্রাই নাস্তি। হাড়ি-পাতিল বাসন-কোসন বের করার জন্য কাঠের পেটি খোলার সাথে সাথেই দেখে অবাক হই যে, আমাদের টাকাগুলো একটা কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ভেতরে রাখা। আমরা অন্যান্য সম্পদগুলোও যথাযথ অবস্থায় পাই। তত্ত্বাবধায়ক লোকটি যাদের রিসিপ্ট দিয়েছিলেন তাদেরটাই শুধু নিয়েছেন। তিনি জমিদারের অর্থ লুট করতে দ্বিধা করেননি কিন্তু ভাড়াটেদের প্রতি যথেষ্ট সদয় মনোভাব দেখিয়েছেন। সত্যি, এক সুকুমার মনের লোক বটে। তার এই সদয় বিবেচনা আমাদের স্ত্রীর মনে দারুণ রেখাপাত করে এবং তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে সবসময় স্মরণ করি। এই ছোট্ট ঘটনাটি আমাকে এক তাৎপর্যময় সংকেত দেয়– যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষদের সমস্যার সামান্য কিছু অংশ আমাদের সামনে উন্মোচিত করে।

তখন আমেরিকা যুদ্ধের জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বরাবরের মতোই, সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা আসে



শান্তিবাদীদের কাছ থেকে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে বিভিন্ন সুবিধাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মামুলি বক্তৃতা-বিবৃতির পর, যুদ্ধ যদি 'অপরিহার্য' হয়, তবে তার পক্ষেই যথারীতি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এটাই ছিল **ব্রায়ান** (William Jennings Bryan 1860 –1925) প্রচারাভিযানের মূল নীতি। সমাজতন্ত্রীরাও শান্তিবাদীদের সুরেই ধূয়া তোলে। এটা স্বতঃসিদ্ধ উক্তি যে, শান্তিবাদীরা শুধু শান্তির সময়ই যুদ্ধকে শত্রু ভাবে। জার্মানরা অবাধে সাবমেরিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর মার্কিন বাহিনী রেলপথ ব্লক করে দিয়ে পাহাড়সম মিলিটারী সাপ্লাই পূর্বদিকের স্টেশন ও পোর্টগুলো ভরে তোলে। তখনই দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় হু হু কোরে। দেখলাম হাজার হাজার নারী– বিশেষ করে মায়েরা, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহানগরীর রাস্তায় বেরিয়ে এল। দোকান পাট ভেঙ্গে চুরে তছনছ করল। যুদ্ধের পর বাকী পৃথিবীর বেলায়, এর রূপ কেমন হবে? নিজেকেই প্রশ্ন করি।

ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখে জার্মানীর সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উগ্র স্বদেশী গান-বাজনার ভলিয়ুম ক্রমশ বেড়ে যায়। শান্তিবাদীদের মর্মবাণী এবং সমাজতন্ত্রীদের চড়া গলা সাধারণ মানুষের অনুভূতির ঐক্যকে ব্যাহত করতে পারেনি। একই দৃশ্য আমি য়ুরোপেও দেখেছি। মার্কিনীদের যুদ্ধোদ্যম আমার আগের দেখারই পুণরাবৃত্তি মাত্র। আমি যুদ্ধ শুরু প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের উপর রুশ পত্রিকার নোট পাঠাতে থাকি এবং যারা এতো ধীরে বুঝতে শিখছে তাদের বোকামীর জন্য প্রার্থনা করি।

একবার পত্রিকা অফিসের জানালা দিয়ে দেখি, এক বয়স্ক লোক, চোখে ময়লা পিচুটি ভরা এবং কাঁচাপাকা উস্কোখুস্কো চুল-দাঁড়ি, ডাস্টবিনের সামনে এসে থামে। তারপর সেখানে হাতড়ে হাতড়ে এক টুকরো রুটি খুঁজে বের করে। হাত দিয়ে ছিঁড়তে ব্যর্থ হয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে চেয়েও পারে না। শক্ত হয়ে যাওয়া রুটির টুকরোটিকে এবার ডাস্টবিনের গায়ে আছড়ে ভাংতে চায়। তাও পারে না। শেষে নিজের দিকে চেয়ে বিব্রত হয়ে রুটির টুকরোটি তার বিবর্ণ কোটের ভেতর নিয়ে, পা টেনে টেনে, সেন্ট মার্কের পথে (St Mark's Place) মিলিয়ে যায়। এই ছোট্ট উপাখ্যানটি ঘটে ২মার্চ ১৯১৭ সনে। কিন্তু শাসকশ্রেণীর সমর পরিকল্পনাকে এসব কোনভাবেই ব্যাহত করেনি। যুদ্ধ অনিবার্য, তাই শান্তিবাদীদেরও একে সমর্থন করতে হয়।

ন্যুয়র্কে আসার পর যার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, তিনি বুখারিন। মাত্র ক'দিন আগে তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে এসেছেন। ভিয়েনা থাকতেই আমাদের জানশোনা। স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শিশুর মত উচ্ছসিত হয়ে তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই আমাদের টেনে-হিঁচড়ে পাবলিক লাইব্রেরী নিয়ে যান। অবশ্য দেরী হয়ে যায় এবং আমরাও ছিলাম খুব ক্লান্ত । সেই থেকে আমাদের নৈকট্য আর উষ্ণতার সম্পর্কের শুরু, অবশ্য বুখারিনের দিক থেকে। এ সম্পর্ক একটানা ১৯২৩ সাল পর্যন্ত থাকে। '২৩ এর পর হঠাৎ করে বদলে যায় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। বুখারিনের খাসলত ছিল সবসময় নিজেকে কারো না কারো সাথে থাকা এবং সঙ্গীর কথা ও কাজের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা। সবসময় তাকে চোখে

চোখে রাখতে হতো। লোকজন হাঁটার সময় বেখেয়ালে যেমন গাড়ির তলে পড়ে, তেমনি তিনিও হঠাৎ অন্যের দ্বারা বশীভূত হয়ে সরাসরি আপনার বিপক্ষে চলে যাবেন। এবং তারপর, এতদিন যে ছিল তার চোখে মনি, সেই হবে তার চক্ষু শূল। এতদিন যাকে গুণকীর্তন করে তিনি আকাশে তুলেছিলেন, তাকেই সমান জোসে অবজ্ঞা করতে থাকবেন। আমি বুখারিনকে কখনো খুব একটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিনি। তাকে তার নিজের মতোই চলতে দিতাম। লেনিনের মৃত্যুর পর, তিনি প্রথমে জিনোভিয়েরের এবং পরে স্ট্যালিনের মুখপাত্র হন। এই লাইনগুলো যখন লিখছি, তখনও বুখারিন একটা নতুন সংকটে পড়েছেন এবং তারপর কি হয়েছে আমার সঠিক জানা নেই।

সে সময় *<u>মাদাম কলোন্তে</u> (Alexandra Mikhailovna Kollontay) আমেরিকায় ছিলেন। তিনি প্রচুর



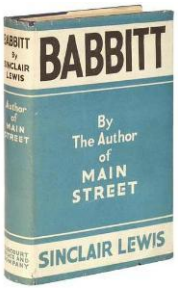
ভ্রমণ করতেন এবং তার সঙ্গে খুব একটা দেখা হতো না। যুদ্ধের সময়, তিনি হঠাৎ করে মেনশেভিকদের থেকে পদত্যাগ করে বলশেভিকদের দলে যোগ দিলেন। বিদেশী ভাষায় দখল এবং চঞ্চল স্বভাব তাকে একজন মূল্যবান রাজনৈতিক আন্দোলনকারীতে পরিণত করে। তবে তার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিভ্রান্তিকর (confused)। ন্যুর্য়ক থাকাকালে তার মধ্যে বিপ্লবী কোন লক্ষণই ছিলনা। তিনি লেনিনের সাথে পত্র যোগাযোগ রাখতেন। আমার কর্মতৎপরতা সহ আমেরিকায় কি ঘটতো সব কিছু তিনি তার অতিপ্রগতিবাদী রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে দেখে লেনিনকে জানাতেন। তার উত্তরে লেনিনের বক্তব্য একদম অবাস্তব ও অর্থহীন হতো। পরবর্তিকালে নকলবাজ ভক্তরা লেনিনের ভুল উক্তিগুলো আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি। যে সব কথা লেনিন নিজেই তার কথা ও কাজের মাধ্যমে অমূলক বলে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রাশিয়ায় এসে কলোন্তে প্রথম থেকেই এক অতি বাম অবস্থান নিয়েছিলেন কেবল আমার প্রতিই নয় লেনিনের প্রতিও। তিনি 'লেনিন-টট্রস্কি' শাসনের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেন। তার একমাত্র কারণ ছিল, দ্রুত কর্মতৎপরতার সাথে স্ট্যালিন শাসনের প্রতি মাথা নোয়ানো।

**আলেক্সান্দ্রা মিখাইলোভ্না কলোন্তে (১৮৭২-১৯৫২) রুশ সাম্যবাদী বিপ্লবী। ১৯১৯ সালে সোভিয়েত সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হন। ১৯২৩ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হন। নরওয়ে, মেক্সিকো ও সুইডেন এবং লিগ অব নেশন্সে দায়িত্ব পালন করেন। আধুনিক বিশ্বে তিনিই প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত এবং য়ুরোপে প্রথম নারী মন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।*

জ্ঞান-মণীষার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবাদী পার্টি য়ুরোপীয় দেশপ্রেমিক সমাজবাদ থেকেও অনেক পেছনে ছিল। কিন্তু মার্কিন প্রেসের উন্নত প্রবাহের কারণে তখনও 'হৃদয়হীন' য়ুরোপের প্রতি মার্কিন সমাজবাদীদের



নিরপেক্ষ মতামত প্রতিফলিত হতো। <u>হিলকিটের</u> (Morris Hillquit (1869–1933) মতো মানুষেরা মার্কিন সমাজবাদীদের 'আংকল' হওয়ার সুযোগকে সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সংকটময় মুহূর্তে য়ুরোপে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কলহরত উপদলগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। মার্কিন সমাজবাদের নেতাদের মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়। য়ুরোপীয় অভিবাসী, যারা তাদের উঠতি বয়সে স্বদেশে কিছু সমাজবাদী জ্ঞান লাভ করে, এদেশে এসে ব্যক্তিগত লাভের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে, সঙ্গে আনা তাত্ত্বিক জ্ঞান খুব তাড়াতাড়িই ভুলে গেছে, তারাই এখানে নেতা। তারা যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিশাল বড় সফল ও অর্ধ-সফল শ্রেণী: ডাক্তার, উকিল, ডেন্টিস্ট, প্রকৌশলী ইত্যাদি। তারা তাদের অবসর সময় য়ুরোপিয় সেলিব্রেটিদের কনসার্ট এবং মার্কিন সমাজবাদী পার্টির মধ্যে ভাগ করে নিত। ছাত্রজীবনে অর্জিত জ্ঞানের ছিঁটে-ফোঁটা দিয়েই তাদের জীবনবোধ গড়ে উঠতো। যেহেতু তাদের সবারই গাড়ি ছিল, তাই বিভিন্ন পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে নিয়মিত সদস্য নির্বাচিত হতো। এই অপদার্থ জনগোষ্ঠিই মার্কিনীদের মন-মানসিকতায় সমাজবাদের ছাপ রাখে। তারা মনে করে, উইলসন মার্ক্স এর চেয়ে অনেক বেশী কর্তৃত্বপরায়ণ, এটাই সমাজবাদী চিন্তা। সত্যি কথা বলতে গেলে, তারা প্রত্যেকেই স্রেফ *<u>ব্যাবিটেরই</u> (Babbit) ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প রূপ। ব্যাবিট যেমন অলস রোববারে মানবতার ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য নিরস প্রার্থনা আয়োজনের নামে তার নিজের ব্যবসা-বানিজ্য বাড়ানোর তালে থাকতো। এ লোকগুলোও তেমনি একটি ছোট জাতিগোষ্ঠী (clan) হিসেবে বাস করতো এবং তাদের ভাবাদর্শের ঐক্য ও সংহতি প্রধানত ব্যবসা-বানিজ্যের



একটা আবরণ হিসেবে কাজ করতো। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব নেতা থাকতো, যিনি সবার চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাদের ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ বাধাপ্রাপ্ত না হলে, তারা যে কোন মতাদর্শ মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করতো না। এই ব্যাবিটদেরই একজন হিলকিট, সফল ডেন্টিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে আদর্শিক সমাজবাদী নেতা।

**সিনক্লেয়ার লুই (Sinclair Lewis)-এর বিখ্যাত উপন্যাস ব্যাবিটের প্রধান চরিত্র জর্জ এফ. ব্যাবিট। এর অর্থ অপরিণামদর্শী মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ এবং বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর ব্যক্তি ।*

এই লোকগুলোর সাথে প্রথম সাক্ষাতই আমাকে সোজাসুজি ঘৃণা করা জন্য যথেষ্ট ছিল। ঘৃণার প্রবল অনুভূতি না থাকলেও তাদের প্রতি আমার তেমন সহানুভূতি নেই। আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ। আমার কাছে তারা পঁচা রদ্দি, যাদের বিরুদ্ধে আজও আমি নিরন্তর লড়াই করে যাচ্ছি।



পুরনো প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জল ও খ্যাতিমান ছিলেন প্রবীণ য়ুজিন দেব্‌স (Eugene Debs)। তার ভেতর সমাজবাদী আদর্শবাদীতা ছিল অদম্য। একজন নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী হলেও তিনি ছিলেন মূলত একজন রোমান্টিক মানুষ ও ধর্মপ্রচারক। সে তূলনায় ততখানি ঝানু রাজনীতিক বা নেতা ছিলেন না। তাই, তার চেয়ে নিকৃষ্টতর লোকজনের প্রভাবে তিনি দমে থাকতেন। হিলকিট ছল করে



একদিকে দেব্‌সকে তার বামে রাখতেন আর অন্যদিকে গম্‌পারের (Gompers) সাথে ব্যবসায়িক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতেন। দেব্‌সের ব্যক্তিত্ব ছিল মুগ্ধকর। বুড়ো হলেও নীরস ছিলেন না। যখনই দেখা হতো, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। ব্যাবিটরা আমার বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করলে, তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে পাশ ফিরে ছিলেন।

আমি গিয়েই প্রথম নভি মিরের সম্পাদনা পর্ষদে যোগ দেই। স্টাফদের মধ্যে আমি আর বুখারিন ছাড়াও ছিলেন ভলোদার্স্কি ও চাদনোভস্কি (Volodarsky & Chudnovsky)। ভলোদার্স্কিকে পেত্রোগ্রাদে সমাজবাদী বিপ্লবীরা মেরে ফেলে এবং চাদনোভস্কি পেত্রোগ্রাদের বাইরে আহত হন। পরে তাকেও য়ুক্রেনে মেরে ফেলে। পত্রিকাটি ছিল আন্তর্জাতিক বিপ্লবী কর্মকান্ড প্রচারণার সদর দপ্তর। বিভিন্ন জাতীর সমাজবাদী ফেডারেশনে বহু রুশভাষী সদস্য ছিল এবং রুশ ফেডারেশনের অনেক সদস্যও ইংলিশ জানতেন। এই সুবাদে আমরা নভো মিরের চিন্তা-ধারা বৃহত্তর পরিসরে মার্কিন শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করি।

অফিসিয়াল সমাজবাদী দলের উচ্চপদের কর্তাব্যক্তিরা সতর্ক হয়ে উঠে। য়ুরোপীয় বহিরাগতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। বলা হয়, মাত্র দু'দিন আগে আমেরিকায় পা দিয়ে এখনও মার্কিনীদের মনস্তত্ব না বুঝেই সে চালাকি করে তার উদ্ভট পদ্ধতি মার্কিন শ্রমিকদেরকে গছিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। লড়াই তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। রুশ ফেডারেশনের পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত ব্যাবিটরা খুব দ্রুত সরে পড়ে। জার্মান ফেডারেশনের বৃদ্ধ স্লুটার (Schlueter), হিলকিটের কমরেড-ইন-আর্মস এবং *Volkszeitung পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, আমাদের মতাবলম্বি তরুণ সম্পাদক লোরকে (Ludwig Lore) হাত করেন। লাতভিয়রা (The Letts) আমাদের সাথে ছিল। ফিনিশ ফেডারেশনও আমাদের দিকেই ছিল। আমরা ক্রমশ শক্তিশালী ইহুদী ফেডারেশনে ঢুকতে চেষ্টা করি। এর চৌদ্দতলা প্রাসাদ থেকে প্রতিদিন দু'হাজার কপি Forward পত্রিকা বেরুতো। পত্রিকাটি সবসময় সমাজবাদকে অসভ্যতা বলে গালমন্দ করতো, এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ ছড়াতো এবং প্রতিনিয়ত বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করতো।

**Volkzeitung (জনতার পত্রিকা) প্রাচীন (১৮৭৮) বাম র‍্যাডিকেল পত্রিকা। জার্মান ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি থেকে প্রকাশিত হয়।*

মার্কিন শ্রমিকদের মধ্যে সমাজবাদী দলের এবং বিশেষভাবে আমাদের বিপ্লবী পক্ষের যোগাযোগ এবং প্রভাব সামগ্রিকভাবে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। পার্টির ইংলিশ অংশ নিরীহ শান্তিবাদী নিরপেক্ষ চেতনার পত্রিকা The Call বের করতো। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম একটি আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পন্ন মার্ক্সবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবো। পূর্ণোদ্যমে সে প্রস্তুতি চলছিল – এমন সময় আবারও রুশ বিপ্লবের সংবাদ!

দু'তিনদিন তারবার্তা রহস্যজনকভাবে বন্ধ ছিল। তারপরই পেত্রোগ্রাদে, উত্থান শীর্ষক একটি দুর্বোধ্য খবর এলো। ন্যুয়র্কে বিশ্বের বহুজাতিক শ্রমিকরা সবাই আন্দোলিত। কেউ কেউ আশান্বিত এবং কেউ কেউ আশংকিত ও ভীত। আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম পুরোপুরি হতভম্ব। সাংবাদিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী, রিপোর্টার সবাই নভি মিরের অফিসে ভীড় জমালো। কয়েকদিন আমাদের পত্রিকাটি ছিল ন্যুয়র্ক সংবাদ

মাধ্যমের আগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। সমাজবাদী পত্রিকা অফিসগুলো ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনবরত টেলিফোন কল আসতে থাকলো।

একটি তারবার্তায় সংবাদ এলো পেত্রোগ্রাদ গুচকভ-মিলিউকভ মন্ত্রীসভার নিয়োগ দিয়েছে। এর অর্থ কি? বোঝা গেল না। আবার এল,'আগামী কাল মিলিউকভ এবং কেরেনস্কি মন্ত্রীসভা গঠিত হবে।'

বন্ধুরা বললেন, 'তাই কি? এবং এরপর কি?'

বললাম, 'এরপর আমরা আসব।'

সবাই বললো, 'তাই! হাহা ! কী মজা!

এই ধরনের সংবাদ বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। যার সাথেই কথা বলি, প্রায় সবাই আমার কথাকে তামাশা বলে মনে করে। 'সেরা সেরা' রুশ সোশাল ডেমোক্রেটদের নিয়ে এক বিশেষ মিটিংএ আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি। যুক্তি উত্থাপন করি যে, সর্বহারা শ্রেণির পার্টি রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দ্বিধায় ক্ষমতাসীন হবে। ডোবার মধ্যে বড় বড় উদাসীন কোলাব্যাঙরা যেমন ঢিলের তোয়াক্কা করে না, আমার বক্তব্যের ভাগ্যও তেমনই হলো। ডক্টর ইঙ্গারমেন সোজাই বলে ফেললেন, রাজনৈতিক অংকের প্রথম চারটি নিয়ম সম্পর্কে আমি না কি অজ্ঞ। তাই আমাকে অনর্থক বাজে স্বপ্নের বক্তব্য দেয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সুযোগ দেয়াটাই ভুল হয়েছে।

শ্রমজীবী জনগণ বিপ্লবের সম্ভবনাকে সম্পূর্ণ আশাবাদী দৃষ্টিতে নিল। তারা যার যার মতো করে মিটিং এর পরে মিটিং এবং আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা করে তুললো ন্যুয়র্ককে। **শীত প্রাসাদে** (Winter Palace) লাল



পতাকা উড়ছে এ সংবাদ শুনে সবখানে আনন্দোল্লাস। কেবল রুশ অভিবাসীরাই নয়, তাদের ছেলে-মেয়েরাও, যারা রাশিয়াও দেখেনি রুশ ভাষাও জানেনা, মিটিং এ এসে বুক ভরে লম্বা শ্বাস নিয়ে বিপ্লবের আনন্দ প্রকাশ করে।

বাড়িতে স্ত্রী-পুত্ররা আমাকে হঠাৎ হঠাৎ এক ঝলক দেখতে পেতা। নিজেদেরই জীবনধারায় তারা আপন মনে চলতো। আমার স্ত্রী পাখি পোষেন, তাদের বাসা তৈরী করে দেন। বাচ্চারাও নতুন বন্ধু পেয়ে যায়। তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ডা. এম-এর শেফার (ড্রাইভার)। ডাক্তারের স্ত্রী আমার স্ত্রী পুত্রদের খুব সমাদর করতেন এবং তাদেরকে প্রায়ই লং-ড্রাইভে বাইরে নিয়ে যেতেন। তবে তাদের কাছে তিনি ছিলেন কেবল একজন দয়াশীল মানুষ, আর শেফার ছিল এক মস্তবড় যাদুকর, টাইটান ও সুপারম্যান । যে কিনা দু'হাতের নড়াচড়া ও ইশারায় একটা মেশিনকে বশ মানিয়ে তার নিজের ইচ্ছেমত ঘোরায়। তার পাশে বসা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে বেশী আনন্দের। টি-রুমে গিয়ে তাদের মাকে উদ্বেগের সাথে জেঁকে ধরল, 'শেফার আংকেল আজ এখনও আসছেন না কেন?'

নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিকে নিজেদের মত করে বাগিয়ে নেয়ার মত বিস্ময়কর ক্ষমতা থাকে শিশুদের। ভিয়েনায় বেশীরভাগ সময় আমরা থেকেছি শ্রমিক এলাকায়। তাই আমার ছেলেরা ভিয়েনিজ উচ্চারণে দক্ষ। এছাড়া রুশ এবং জার্মান ভাষাতো জানতোই। ডঃ আলফ্রেড এডলার খুব সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ্য করতেন যে তারা ভিয়েনিজ প্রবীণ ক্যাবম্যানদের উচ্চারণের মত কথা বলতে জানে। জুরিখের স্কুলে তাদের জুরিখ উচ্চারণে কথা বলতে হতো। ছোটদের ক্লাসের নীচের গ্রেডে এটাই ছিল ব্যবহারিক ভাষা। তার পাশাপাশি বিদেশী ভাষা হিসেবে জার্মান শিখত। প্যারিসে ছেলেরা পুরোপুরি বদলে গিয়ে দু'তিন মাসের মধ্যেই ফরাসী ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠে। তাদের ফরাসী ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য আলাপ শুনে অনেক সময় আমিও ঈর্ষাবোধ করতাম। ওরা এক মাসেরও কম সময়ে স্পেনে এবং স্প্যানিশ বোটে থেকে স্প্যানিশ ভাষার দরকারী শব্দাবলী ও প্রকাশভঙ্গি রপ্ত করে। এরপরে ন্যুয়র্কে এসে দু'মাস একটি আমেরিকান স্কুলে পড়ে। সেখান থেকে মোটামুটি কাজ চালাবার মত ইংলিশ শব্দগুলোও আয়ত্ত করে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে তারা পেত্রোগ্রাদে স্কুলে যেত। কিন্তু সেখানকার স্কুল জীবন খুব একটা সুশৃঙ্খল ছিল না। তারা বিদেশী ভাষা যত তাড়াতাড়ি শিখেছিল তার চেয়েও কম সময়ে ভুলে গেল। রুশ ভাষা বলতো বিদেশী ঢঙে। প্রায়ই অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, তারা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার মতো রুশ বাক্য তৈরী করছে– অথচ ফরাসী ভাষায় বাক্য তৈরী করতে পারছে না। এভাবেই আমাদের

বিদেশে বিদেশে ঘোরার গল্প আমাদের শিশুদের মস্তিষ্কে এমনভাবে লেখা হয়ে যায় যে, ওদের মস্তিষ্ক যেন প্রথমবারের লেখা মুছে আবার লেখবার জন্য ব্যবহৃত শ্লেট বা চর্ম-কাগজ ।

আমি পত্রিকা অফিস থেকে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে বললাম যে, পেত্রোগ্রাদে বিপ্লব চলছে । আমার ছোট ছেলেটি তখন ডিপথেরিয়া রেগে বিছানাগত । তার বয়স নয় বছর । সে বুঝতে পারল, বিপ্লব মানে বহুদিন পর তাদের বাবার প্রতি এমনেস্টি, রাশিয়া ফিরে পাওয়া এবং আরো হাজারো আর্শীবাদ । সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, বিপ্লবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিছানার উপরই আপন মনে নাচতে শুরু করে । এ ছিল তার অসুখ সারার লক্ষণ ।

আমরা পরবর্তি প্রথম বোটেই চলে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠি । পাসপোর্ট ভিসার কাগজপত্র নিয়ে কনসুলেট থেকে কনসুলেটে ছোটাছুটি করলাম । আমাদের যাবার আগেই ডাক্তার আমার অসুস্থতামুক্ত ছেলেকে বাইরে হাঁটতে যাবার অনুমতি দিলেন । আমার স্ত্রী তাকে আধা ঘন্টার জন্য বাইরে যেতে দিয়ে নিজেদের গাট্টি-বোচ্‌কা গুটাতে লেগে গেলেন । এই একই অপারেশন তিনি কতবার যে করলেন! কিন্তু ছেলের ফেরার কোনো লক্ষণ নেই । আমি ছিলাম অফিসে । উদ্বেগাকুল তিন ঘন্টা পার হোল । তারপর তার কাছে একটি টেলিফোন কল এলো । প্রথমে, অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ, **এবং পরে** সেরিওঝার (Seryozha) কণ্ঠ: 'আমি এখানে' । 'এখানে' মানে ন্যুয়র্ক শহরের অপর প্রান্তের একটি থানায় । প্রথম দিন হাঁটতে অনুমতি পাওয়ার সুযোগে সে তার দীর্ঘদিনের একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিল । সত্যি কি ১ নম্বর স্ট্রিট বলে কিছু আছে? কারণ আমরা থাকতাম ১৬৪ নম্বর স্ট্রিটে । ১ নম্বর স্ট্রিট খুঁজতে গিয়ে সে পথ হারিয়ে কেবল খুঁজতেই থাকে । শেষে থানায় যেতে হয় । ভাগ্যক্রমে বাসার টেলিফোন নাম্বারটা তার মুখস্ত ছিল ।

যাবার দিন একঘন্টা পরে আমার স্ত্রী বড় ছেলেকে নিয়ে যখন স্টেশনে এলেন, তাকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত অতিথি



আপ্যায়নের মতো স্বাগত সম্বর্ধনা জানানো হলো । সেরিওঝা পুলিশম্যানদের সাথে **চেকারস** (checkers game) খেলছিল । এ দৃশ্য দেখে আনন্দে তার মুখ লাল হয়ে গেল । অতিরিক্ত আদর-আপ্যায়ন ও আনুষ্ঠানিকতার বিব্রতভাব কাটিয়ে উঠবার জন্য সে তার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে কালো আমেরিকানদের চুইংগাম চিবাচ্ছিল । সে আজও আমাদের ন্যুয়র্কের এপার্টমেন্টের টেলিফোন নাম্বারটি জানে ।

বলা বাহুল্য, আমি ন্যুয়র্ক সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছি । খুব দ্রুত মার্কিন সমাজবাদের ভেতরে প্রবেশ করেছি এবং সোজাসুজি গলা ডুবিয়ে কাজ করেছি । রুশ বিপ্লব এত শীঘ্র এসে গেল যে, বিশাল নগরী ন্যুয়র্কের শুধুমাত্র সাধারণ জীবন-স্পন্দনটা ধরতে পেরেছিলাম । আমি একজন মানুষের এই অনুভূতিটুকু নিয়ে য়ুরোপ যাচ্ছি, যে এমন একটি ঢালাই কারখানায় কেবল উঁকি মেরেছিল, যেখানে মানুষের ভাগ্য গড়া হয় । আমার একমাত্র সান্তনা ছিল যে, আমি আবারও এখানে ফিরে আসতে পারি । এমনকি এখনও আমি সে আশা ছাড়িনি ।

২৩। যুদ্ধবন্দী শিবিরে।

২৫শে মার্চ ন্যুয়র্কস্থ রুশ কনসাল জেনারেলের অফিস আমাকে ডাকে। জার নিকোলাসের প্রতিকৃতি অফিসের দেয়াল থেকে সরিয়ে ফেলা হলেও পুরনো শাসনামলের রুশ থানা পুলিশের খবরদারী ও হম্বিতম্বী তখনও রয়ে গেছে। প্রথাগত যুক্তিপরামর্শের পর কনসাল-জেনারেল তার স্টাফদের আমার রাশিয়া যাওয়ার বিধিবদ্ধ কাগজপত্র তৈরী করতে বলে দেন। এদিকে ব্রিটিশ কনসুলেটের দেয়া প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখবার সময়, তারাও জানায় যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমার রাশিয়া যাওয়ার পথে আর বাধা দেবে না। সবকিছু ছিল ঠিক ঠাক ও সাজানো-গোছানো।

২৭শে মার্চ কয়েকজন রুশপ্রবাসী সহ আমি সপরিবারে নরওয়েজিয় বোট ক্রিশ্চানিয়াফর্দে করে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বিপ্লবের দেশে যাচ্ছি তাই ফুল আর বক্তৃতার মালা দিয়ে অভিভূত করে আমাদের বিদায় জানানো হয়। আমরা বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা পেলাম। বিপ্লব, ফুলের মালা আর ভিসা আমাদের যাযাবর হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক লাঘব করে। কানাডার হ্যালিফ্যাক্সে বন্দরে এলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী স্টিমার পরিদর্শনে আসে। পুলিশ অফিসাররা আমেরিকান, নরওয়েজিয়ান ও পর্তুগীজ যাত্রীদের স্বভাবিকভাবেই পরীক্ষা করে। কিন্তু রুশদের ভালোভাবে জেঁকে ধরে। আমরা কোন অপরাধ করেছি কিনা, আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে জেরা করতে থাকে। আমি তাদের সাথে এ নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করে বলি,'তোমাদের যা জানার, আমার পরিচয় পত্রেই আছে, এর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করোনা। রাশিয়ার রাজনীতি ব্রিটিশ নৌ পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে নয়।' কিন্তু সেটা দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ম্যাচেন এবং ওয়েস্টউডকে রোধ করা গেলনা। তারা ব্যর্থ হয়ে আমাকে 'অত্যন্ত বিপজ্জনক সমাজতন্ত্রী' আখ্যা দেয়।

পুরো ব্যাপারটাই ছিল আক্রমণাত্মক। রুশ বিপ্লবীদের প্রতি তারা যে বৈরি তাদের আচরণে স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্রিটিশ বন্ধু দেশের ভাগ্যবান যাত্রীদের চেয়ে রুশ যাত্রীদের প্রতি এহেন আচরণের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কতেক রুশ যাত্রী সহিংস প্রতিবাদী হয়ে উঠে। আমি তাদের সাথে যোগ দিইনি। কারণ আমি দেখেছি এসব শয়তানের বিরুদ্ধে বড় শয়তানি করে কোন ফায়দা হবে না। কিন্তু আমার ভবিতব্য তখনও আমি বুঝিনি।

৩রা এপ্রিল নীল জ্যাকেট পরা সশস্ত্র নৌ সেনা নিয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অফিসাররা জাহাজে ঢোকে। তাদের



স্থানীয় এডমিরালের দোহাই দিয়ে সপরিবারে আমাকে এবং আরো পাঁচজন যাত্রী সহ বোট থেকে নামতে বলে। হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে নেমে আমাদের সবকিছু ফয়সালা হবে বলে নিশ্চয়তা দেয়। আমরা ঘোষণা করলাম যে, এ অবৈধ নির্দেশ আমরা মানি না। তারপরেই সশস্ত্র নীলখাকীর দল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাহাজের যাত্রীরা 'লজ্জা লজ্জা' বলে চীৎকার ধ্বনি দিয়ে উঠে। তারা আমাদেরকে জোর করে ধরে **নৌবাহিনীর কাটারে** (Cutter) উঠায় এবং একটি যুদ্ধ জাহাজের সশস্ত্র পাহারায় হ্যালিফ্যাক্সে নিয়ে যায়। যখন নৌসেনা দল আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আমার বড় ছেলে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসে তার ছোট মুষ্টি দিয়ে এক অফিসারকে কষে এক ঘুষি মারে। চিৎকার করে বলে, 'বাবা, আরেকটা দেই ?' তখন তার বয়স এগারো এবং ব্রিটিশ গণতন্ত্রের উপর এটাই তার প্রথম সবক।

পুলিশ আমার স্ত্রী-পুত্রদের হ্যালিফ্যাক্সে রেখে, বাকীদেরকে ট্রেনে করে *আমহার্স্টে, জার্মান যুদ্ধবন্দী শিবিরে নিয়ে যায়। শিবিরের অফিসে নিয়ে আমাদেরকে এমন এক জেরার সম্মুখীন করা হয়, যা ইতিপূর্বে আর দেখিনি এমনকি পিটারপল দুর্গেও নয়। জারের দুর্গে পুলিশ আমাদেরকে আড়ালে নিয়ে ন্যাংটা করে তল্লাসী করত। অথচ এখানে আমাদের গণতান্ত্রিক মিত্ররা সবার সামনে অবর্ণনীয় অপমানকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তল্লাশী করে। আমার এখনও মনে আছে, একজন সুইডিশ-ক্যানাডিয় লালটুপি মাথায় দেয়া ক্রিমিনাল-পুলিশ, সার্জেন্ট অলসেন তল্লাসীর নেতৃত্বে ছিলেন। পেছনে থেকে এসব অপ-কর্মের আয়োজক অসৎ দুর্বৃত্তরা ভালোভাবেই জানত যে, সফল বিপ্লবের ফলেই আমরা ক'জন নিরপরাধী রুশ বিপ্লবী স্বাধীন মানুষ হিসেবে স্বদেশে ফিরছিলাম। **কানাডান নব-স্কটিয়ায় অবস্থিত। ১৭-০৪-১৯১৫ থেকে ২৭-০৯-১৯১৯ পর্যন্ত বন্দী শিবিরটি চালু ছিল।*

কেন আমাদের গ্রেফতার করে এখানে আনা হয় জানবার জন্য শত দাবীর মুখেও ক্যাম্প কমান্ডার কর্ণেল মরিস সেদিন কোন উত্তর দেননি। পরদিন সকালে সংক্ষেপে বললেন, 'তোমরা বর্তমান রুশ সরকারের জন্য খুবই বিপজ্জনক'। আমরা প্রতিবাদ করে বললাম,'কিন্তু রুশ সরকারের ন্যুয়র্ক প্রতিনিধি আমাদেরকে রাশিয়া যাওয়ার বৈধ পাসপোর্ট দিয়েছে, এবং এ বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্ব রুশ সরকারের, আপনাদের নয়।' কর্ণেল খুব একটা বাকপটু ছিলেন না এবং সকাল থেকেই কেন জানি উত্তেজিত ছিলেন, খানিক চিন্তা করে চিৎকার দিয়ে বললেন,'তোমরা মিত্রজোটের জন্য বিপজ্জনক।'

আমাদের গ্রেফতারের কোন লিখিত আদেশ দেখানো হয়নি। কিন্তু কর্ণেল নিজমুখে ব্যাখ্যা দিলেন যে, যেহেতু আমরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে প্রবাসী, স্পষ্টতই দেশ ত্যাগের পেছনে ন্যায্য কারণ আছে, তাই যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক, বিস্মিত হবার কিছু নেই। তার কাছে রাশিয়ায় বিপ্লব-টিপ্লব কিছু হয়নি। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি যে, যারা আমাদের রাজনৈতিক প্রবাসী করেছে, তারাই উল্টো এখন জেলে, বাকীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু কর্ণেলের কাছে বিষয়টা জটিল মনে হলো। অথচ, তিনি ব্রিটিশ কলোনীতে সামরিক ক্যারিয়ার গঠন করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী। আমি তার সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান দেখাইনি, তাই সে আমার উপর ক্ষেপে গিয়ে আমার পেছনে গজরাতে গজরাতে বলছিলেন, 'যদি আমি তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলে পেতাম, মজাটা দেখাতাম !' এ কথাটা ছিল তার মুদ্রাদোষ।

আমার স্ত্রীর বৈধ রুশ পাসপোর্ট ছিল তাই তিনি আইনত রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন না। কিন্তু তাকেও গ্রেফতার করা হয়। একই অবস্থা আমার দুই পুত্রেরও একজনের বয়স এগারো, আরেকজনের নয়। শিশুদের গ্রেফতার করা আমি বাড়াবাড়ি মনে করি। কানাডিয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাদেরকে তাদের মা থেকে আলাদা করে শিশু আশ্রমে রাখাতে চায়। অবস্থা দেখে অবাক হয়ে আমার স্ত্রী ঘোষণা করেন যে, তিনি কিছুতেই বাচ্চাদের বিচ্ছিন্ন হতে দেবেন না। তার তীব্র প্রতিবাদের কারণে তাদেরকে এক এ্যাংলো-রুশ পুলিশের বাড়িতে একসঙ্গে রাখা হয়। বাইরে গিয়ে যেন, বিনানুমতিতে টেলিগ্রাম বা চিঠি পাঠাতে না পারে, সেজন্য ছেলেদের সঙ্গে ঘরে-বাইরে সবখানে সব সময় পুলিশ পাহারা থাকতো। এগারো দিন পরে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিদিন থানায় হাজিরা দেয়ার শর্তে হোটেলে থাকার অনুমতি দেয়।

আমহার্স্ট যুদ্ধবন্দী শিবিরটি একটি প্রাচীন এবং অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু লোহা-ঢালাই কারখানায় অবস্থিত। এটি তার জার্মান মালিক থেকে বাজেয়াপ্ত করা। ঘুমানোর পাটাতনগুলো তিন সারিতে সাজানো, দুটি হলের দেয়ালের পাশে, একটি মাঝখানে। এই অবস্থায় আমরা প্রায় আটশত লোক থাকতাম। এই তাৎক্ষণিক তৈরী বহুশয্যার ভবনে রাতের বেলা বাতাস চলাচল ছিল কল্পনাতীত কষ্টদায়ক। লোকজন নিরাশভাবে দলামোচড়া অবস্থায় কাত হয়ে শুয়ে থাকতো বা বসে তাস বা দাবা খেলতো। অনেকেই হস্তশিল্প চর্চা করতেন, তাদের কেউ কেউ নিপুণ দক্ষতাও দেখাতেন। আমহার্স্টের বন্দীদের তৈরী কিছু কিছু জিনিস এখনও মস্কোতে আমার কাছে আছে। যাই হোক, নিজেদের শারীরিক ও মনোবলের দিক থেকে সুস্থ ও চাঙ্গা থাকার জন্য কয়েদীদের যথেষ্ট সাহসী প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পাঁচজন বন্দী পাগল হয়ে যান। একই কক্ষে এই পাগলদের সঙ্গে নিয়েই আমাদের খাওয়া-পরা ঘুমানো সব করতে হতো।

এই ৮০০ বন্দীর সাথে আমি প্রায় একমাস ছিলাম। এদের মধ্যে ৫০০ ছিল ব্রিটিশদের ডুবিয়ে দেয়া জার্মান বোটের নাবিক; কানাডা যুদ্ধে আটকে পড়া প্রায় ২০০ শ্রমিক এবং ১০০রও বেশী অফিসার এবং বুর্জোয়া সিভিলিয়ান। আমাদেরকে বিপ্লবী সমাজবাদী হিসেবে বন্দী করা হয়। আমাদের নাম শুনেই জার্মান বন্দীদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন হবে। একটি কাঠের বেড়ার ওপারে অফিসার ও পেটি অফিসারদের কোয়ার্টার। তারাও আমাদেরকে তাদের শত্রু মনে করে। আর বাকী সবার সাথেই বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে উঠে।

পুরো মাস আমি সেখানে নিরবচ্ছিন্ন জনসভা রত ছিলাম। আমি বন্দীদের রুশ বিপ্লব, লিবনেস্ট, লেনিন, পুরনো আন্তর্জাতিক ভাঙ্গার কারণ এবং যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বলি। আমার এই বক্তব্য নিয়ে নিত্য গ্রুপ ডিসকাশন হতো। আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমশ উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে থাকে। মনোভাব অনুসারে বন্দিদের দু'গ্রুপে ভাগ করা যায়: একদল বলতো, 'আর নয় এবার অবশ্যই সব শেষ করতে হবে'– তারা স্বপ্ন দেখতো

রাস্তায় এবং স্কোয়ারে বেরিয়ে আসার; আরেক গ্রুপ বলতো, 'আমাকে কি করতে বলো? না, আমি বাবা ওসবে নেই, আমাকে পাবে না।'

অন্যরা প্রশ্ন করতো,'কিভাবে ওদের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবে?' কয়লাখনি শ্রমিক, বেবিন্স্কি, একজন লম্বা, নীল চোখের সাইলেসিয় (জার্মানি, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ার অংশ নিয়ে গঠিত অঞ্চল) বলতেন, 'আমি আমার স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে থাকব এবং আমাদের বাসস্থানের চারিদিকে ফাঁদ পাতবো এবং কখনো বন্দুক ছাড়া বাইরে বেরুব না। দেখি কোন ব্যাটা আমার কাছে ভীড়ে!'

বেবিনস্কি, আপনি আমাকেও কাছে যেতে দেবেন না?

'না, আপনাকেও না। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।'

নাবিকরা আমার জীবনটা সহজতর করতে সর্বোতভাবে চেষ্টা করতেন। প্রতিদিন প্রতিবাদ করেই আমি খাবারের লাইনে দাঁড়াতাম এবং আমার ওপর অর্পিত কাজগুলো– মেঝে ঝাড়ু দেয়া, গোল আলুর খোসা ছাড়ানো, থালা-বাসন ধোয়া এবং পায়খানা-প্রসাবখানা-স্নানাগার পরিষ্কার করা ইত্যাদি করতাম। কারণ তারা আমাকে ওসব করতে দিতে চাইত না।

সৈনিক এবং অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বৈরী। এমনকি বন্দী শিবিরেও কোন কোন অফিসার তাদের অধীনস্থ সৈনিকদের জন্য আচরণ বই হাতে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত অফিসাররা ক্যাম্প কমান্ডার, কর্ণেল মরিসের কাছে আমার বিরুদ্ধে দেশপ্রেম বিরোধী প্রচারণার অভিযোগ করে। ব্রিটিশ কর্ণেল তৎক্ষণাৎ প্রুশিয় রাজতন্ত্রের (Hohenzollern) প্রেমিকদের পক্ষ নেয় এবং সবার সামনে আমার বক্তৃতা দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু আমার চলে আসার শেষ দু'দিন ছাড়া এ নিষেধাজ্ঞা তেমন কার্যকর হয়নি। বরং এই নিষেধাজ্ঞা নাবিক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বকে আরো মজবুত করে। তারা কর্ণেলের আদেশের বিরুদ্ধে ৫৩০টি স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিবাদলিপি পেশ করে। কঠোর সার্জেন্ট অলসেনের নাকের ডগায় এরকম একটি গণভোটের আয়োজন করা, আমহার্স্ট বন্দিশিবিরের কষ্টের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার চেয়েও ছিল বেশী কিছু।

সবসময় আমাদেরকে শিবিরে আটকে রাখা হতো। রুশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করার অধিকার চাইলে নাকচ করে দিত। পেত্রগ্রাদে আমাদের টেলিগ্রাম পাঠানো হতো না। আমরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে ক্যাবল করার চেষ্টা করলে ক্যাব্‌ল বন্ধ রাখা হয়। কর্ণেল মরিস কলোনিগুলোতে 'হেবিয়ার্স কপার্স' সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন। তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, আমার স্ত্রীর মাধ্যমে রুশ কনসালের সাথে যোগাযোগ করা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে তার সাথে দেখা করতে দিবেন না। এ শর্তের প্রতিবাদে আমি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করা বন্ধ করে দেই। অবশ্য রুশ কনসালও আমাকে সাহায্য করার জন্য তাড়াহুড়ো করেননি। তিনি নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিলেন এবং মনে হলো নির্দেশনাও ধীরে আসছিল।

আমি তখনও বুঝতে পারিনি আমাদের গ্রেফতার এবং রিলিজ করার গোপন ষড়যন্ত্রটা কি ছিল? আমি যখন ফ্রান্সে সক্রিয় ছিলাম, তখন ব্রিটিশ সরকার আমাকে কালো তালিকাভূক্ত করে। তারা আমাকে যুরোপ থেকে বহিস্কার করতে জার সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে। আমেরিকায় আমার তথাকথিত 'দেশপ্রেম' বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিবেদন তাদের কালো তালিকাভূক্তির সহায়ক হয়। তাই ব্রিটিশ সরকার আমাকে হ্যালিফ্যাক্সে গ্রেফতার করে। বিপ্লবী রুশ প্রেস আমার গ্রেফতারের খবর পাওয়ার পর, পেত্রগ্রাদের ব্রিটিশ দূতাবাস একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়। পেত্রগ্রাদ প্রেসকে তারা যা বলে, তার মোদ্দা কথা এই যে, যেসব রুশ নাগরিকদের কানাডায় গ্রেফতার করা হয়, তারা জার্মান দূতাবাসের সহায়তায় 'রুশ প্রভিশনাল গবর্নমেন্ট'কে উৎখাত করতে রাশিয়া আসছিলো। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ দূতাবাস আমার এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা তখনো আশা করেনি। তখন লেনিনের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত প্রাভদা ১৬ এপ্রিল বুকাননের বিবৃতির উত্তর দেয়, এবং নিঃসন্দেহে, সেটা ছিল লেনিনের নিজহাতে লেখা:

'এই বিবৃতি কি কেউ সামান্যতম বিশ্বাস করবে যে, ট্রটস্কির মতো একজন মহান বিপ্লবী, যিনি ১৯০৫ সনে সেন্টপিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের সোভিয়েত প্রতিনিধি পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন; যিনি নির্মোহভাবে বছরের পর বছর ধরে বিপ্লবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে আসছেন, এমন মানুষটি জার্মান সরকারের যোগসাজসে প্রভিশনাল গবর্নমেন্টকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করতে পারে? এটি একজন বিপ্লবীর প্রতি সাজানো, অশ্রাব্য এবং বিদ্বেষপরায়ণ মিথ্যা অপবাদ। মিস্টার বুকানন কার কাছে এ তথ্য পেলেন? আপনি কেন তা গোপন করেছেন? রাশিয়ার প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে ছয়জন জওয়ান কমরেড ট্রট্রস্কির হাত-পা ধরে চ্যাংদোলা করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। এ সব কি হচ্ছে!'

এ ক্ষেত্রে প্রভিশনাল সরকার কি করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিউকভ আন্তরিকভাবে আমার গ্রেফতারের পক্ষে ছিলেন এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; ১৯০৫ সন থেকেই তিনি তারই দেয়া নাম 'ট্রটস্কিবাদের' বিরুদ্ধে অনেক তিক্ত লড়াই করে আসছেন। কিন্তু তিনি সোভিয়েতের ওপরই নির্ভরশীল। তাকে সার্বিকভাবে আরো বিচক্ষণ ও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কারণ তখনও তার সামাজিক-দেশপ্রেমিক মিত্ররা বলশেভিকদের কোপানলে পড়া শুরু করেনি।

বুকানন তার স্মৃতিকথায় বলেছেন যে, 'ট্রট্স্কি এবং অন্যান্য রুশ রিফিউজিদের হ্যালিফ্যাক্সে আটক করা হয় প্রভিশনাল সরকারের ইচ্ছানুসারে।' এই ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের বর্ণনানুযায়ী আমাদের গ্রেফতারের খবর সঙ্গে সঙ্গেই মিলিউকভকে জানানো হয়। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত দাবী করেন যে, তিনি আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য মিলিউকভের অনুরোধ ৮ এপ্রিলে তার সরকারকে জানান। তবে, দু'দিন পর মিলিউকভ তার অনুরোধ প্রত্যাহার করে আমাদেরকে দীর্ঘকাল হ্যালিফ্যাক্সে আটকে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বুকানন উপসংহার টানেন, 'অতএব প্রভিশনাল সরকারই তাদেরকে আরো বেশীদিন আটকে রাখার জন্য দায়ী'। এ সবই একই রকম এবং সত্য ঘটনা বলে মনে করা যায়। বুকানন তার স্মৃতি কথায় একটি বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেননি: প্রভিশনাল সরকার উৎখাত করতে জার্মানীর কাছ থেকে আমি কি সাহায্য নিয়েছিলাম? এবং অবাক কান্ড আমি পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছা মাত্রই, বুকাননকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয় যে, তিনি এসব সাহায্য নেয়া টেয়া সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তথাকথিত 'মুক্তির জন্য মহাযুদ্ধের' সময় এ লোকগুলো যে মিথ্যাচার করেছে, তার আগে এমনটা কেউ শোনেওনি দেখেওনি। যদি সবগুলো মিথ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো যেতো তবে ভার্সাই চুক্তির আগেই আমাদের গ্রহটা ফেটে চৌচির হয়ে ধূলায় মিশে যেত।

পরিশেষে সোভিয়েত প্রবেশ করলো এবং মিলিউকভ মাথানত করলেন। এপ্রিলের ২৯ তারিখে আমাদেরকে বন্দিশিবির থেকে মুক্ত করা হলো। কিন্তু মুক্ত হওয়ার সময়ও আমাদেরকে সহিংসতার শিকার হতে হলো। আমাদেরকে হুকুম করা হলো বাক্স-পেটরা গুছিয়ে সামরিক কনভয়ের দিকে অগ্রসর হতে। কেন এবং কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলে তারা কোন উত্তর দিল না। বন্দিরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। কারণ তারা ভেবেছিল আমাদেরকে নগরদূর্গে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই জলদস্যুদের বিশ্বাস না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই আমরা চাপ দিলাম যে, যতক্ষণ না বলা হয় আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বেচ্ছায় যাব না। কমান্ডার জোর করে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। কনভয়ের সৈনিকরা আমাদের মালামাল বহন করে নিয়ে গেল কিন্তু আমরা বাংকে অনড় থাকলাম। সেনাদেরকে আমাদের মুখোমুখি করা হয়ল টেনে হিচঁড়ে তুলে নেয়ার জন্য, ঠিক যেমনটি একমাস আগে স্টিমারে করা হয়েছিল। বন্দিশিবিরের একদল নাবিক তখন খুবই উত্তেজিত। কমান্ডার তাদের সামনে আবারও অনুরূপ করার দুঃসাহস করলেননা। সদয় হয়ে তার এ্যাংলো-কলোনিয়াল ঢঙে বললেন যে, আমরা একটি ড্যানিশ বোটে করে রাশিয়া রওনা দিচ্ছি। কর্ণেলের রক্তবর্ণের মুখ আক্ষেপে কেঁপে উঠে। তিনি ভাবতেই পারেননি যে আমরা তার থেকে পার পান। তার ভাষায়, এটা যদি আফ্রিকার উপকূল হতো !

বন্দিশিবির থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের এতদিনের সঙ্গী বন্দিরা আকর্ষণীয় বিদায় সম্ভাষণ জানালো। অফিসাররা তাদের কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন এবং মাত্র গুটি কয়েকজন ফাঁক দিয়ে নাক বের করেন। নাবিক ও শ্রমিকরা দু'পাশে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে, তাৎক্ষণিক আয়োজিত ব্যান্ডে বিপ্লবী কুচকাওয়াজের সুর ও তাল বাজিয়ে বন্ধুত্বের হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বন্দিদের মধ্য থেকে একজন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন এবং জার্মান রাজতন্ত্রকে নিন্দা জানালেন। আজো এটা মনে হলে আমার ভালো লাগে যে, যুদ্ধের মাঝেও আমহার্স্টে আমরা জার্মান নাবিকদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরী করতে পেরেছিলাম। পরবর্তি বছরগুলোতে আমি জার্মানী থেকে তাদের অনেকেরই বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পেতাম।

ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার, ম্যাচেন যিনি আমাদের গ্রেফতার করেছিলেন, যাবার সময়ও উপস্থিত ছিলেন। চলে যাবার সময় আমি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম যে, সংসদের অধিবেশনে আমার প্রথম কাজ হবে এ্যাংলো-কানাডিয় পুলিশ কর্তৃক রুশ নাগরিকদের প্রতি নির্লজ্জভাবে জঘণ্য আচরণ করার কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা। ম্যাচেন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমি আশা করি, তুমি কখনো সংসদের বৈঠতে যেতে পারবে না।'

২৪ । পেত্রগ্রাদে ।



হ্যালিফেক্স থেকে **পেত্রগাদ** (ছবিঃ স্মলনি ইনস্টিট্যুট)। ভ্রমণ শেষ হোল একঘেঁয়েমির মাধ্যমে। যেন সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চলছিলাম। সত্যি বিপ্লবের পথে এ এক সুড়ঙ্গই ছিল। সুইডেন দিয়ে যাবার পথে ব্রেড-কার্ডের (একালের মোবাইল ফোনের প্রি-পেইড কার্ডের মতো, খাবারও অন্যান্য দ্রব্য কেনার কার্ড) কথাই কেবল মনে পড়ে। কারন এটা জীবনে প্রথম দেখি। ফিনল্যান্ডে ট্রেনে এমিল ভেন্ডারবেল (Vandervelde) এবং হেনরি দ্য ম্যান (De Man) এর সাথে দেখা, তারাও পেত্রগাদে যাচ্ছিলেন।

দ্য ম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদেরকে চিনতে পেরেছেন?'

বললাম, 'জ্বী, চিনেছি,তবে যুদ্ধের সময় মানুষ অনেক বদলে যায়।' আমাদের আলাপচারিতা খুব একটা সরস শিষ্টাচারের মাধ্যমে শেষ হয়নি।

দ্য ম্যান তার ছেলেবেলায় মার্ক্সবাদী হওয়ার চেষ্টা করেন এবং ভেন্ডারবেলের সাথে আনেক লড়াইও করেন।



যুদ্ধের সময় তিনি তার যৌবনের নির্মল মোহ রাজনীতিতে ঝরিয়েছেন; যুদ্ধের পর সেই মোহ ঝরান তত্ত্বের প্রতি। তিনি তার সরকারের একজন এজেন্ট ছাড়া আর বেশী কিছু ছিলেন না। আর **ভেন্ডারবেল** ছিলেন আর্ন্তজাতিকের নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।



তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, কারণ জার্মান বা ফরাসীদের কেউই এই পদে প্রার্থী ছিলেন না। তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি একজন সংকলক মাত্র। বিভিন্ন সমাজবাদী চিন্তাধারাকে তিনি কায়দা করে নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করতেন, যেমনটা তার সরকার করতো পরাশক্তিগুলোর (Great Powers) সঙ্গে । রাশিয়ার মার্ক্সবাদীদের ওপর তার কোন প্রভাব ছিল না। বক্তা হিসেবেও তিনি মধ্যম সীমা ছাড়াতে পারেননি। যুদ্ধ ঘনিয়ে এলে, তিনি আর্ন্তজাতিকের চেয়ারম্যানের বদলে রাজকীয় মন্ত্রীর পদ বেছে নিলেন। আমি আমার প্যারিসের পত্রিকায় ভেন্ডারবেলের সঙ্গে নির্দয়ভাবে লড়েছি। উত্তর দেয়া ঢঙে তিনি রুশ বিপ্লবীদের রাজতন্ত্রের সাথে শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলার আহবান জানাতেন। এখন তিনি পেত্রগাদে যাচ্ছেন জারতন্ত্রকে রুশ বিপ্লবের বন্ধুর আসনে স্থান দেয়ার আহবান জানানোর জন্য। কাজেই আমাদের পরস্পরকে বলার মতো আর কী-ই বা থাকতে পারে।

ফিনল্যান্ডের সীমান্তবর্তী রেল স্টেশন বেলুস্ত্রভে য়ুনাইটেড ইন্টার্নেশনালিস্ট এবং বলশেভিক কেন্দ্রিয় কমিটির প্রতিনিধিদল আমাদেরকে স্বাগত জানায়। মেনশেভিক বা তাদের 'আর্ন্তজাতিকতাবাদী' উইং এরও কেউ সেখানে ছিল না। আমি আমার পুরনো বন্ধু উরিজকিকে (Moses Uritzky) জড়িয়ে ধরলাম। শতাব্দির (বিশ) শুরুতে সাইবেরিয়ায় তার সাথে প্রথম দেখা। তিনি ছিলেন প্যারিস থেকে প্রকাশিত নাশে শ্লভ পত্রিকার স্ক্যান্ডিনেভিয় প্রতিনিধি এবং যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সাথে আমাদের সংযোগ রক্ষাকারী।



বেলুস্ত্রভে দেখা হওয়ার এক বছর পরে এক *সোশালিস্ট-রেভলুশনিস্ট গুপ্ত ঘাতকের হাতে উরিজকি খুন হন। স্বাগত জানানোর প্রতিনিধি দলেই আমি প্রথম **লেভ কারাখানের** (Karakhan) সাথে পরিচিত হই। তিনি পরে একজন খ্যাতিমান সোভিয়েত কূটনীতিক হন। বলশেভিক প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন মেটাল ওয়ার্কার ফেদরভ (Fyodorov), পরে পেত্রগাদ সোভিয়েতের শ্রমিকদের সেকশনের চেয়ারম্যান হন। **(সোশালিস্ট রেভলুশনিস্ট পার্টি পপুলিস্ট আন্দোলনে বাম উইংকে প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রলেতারিয়েত ও কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি এবং জার সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন সাধারণ মার্ক্সবাদী এবং সোশাল ডেমোক্রেটদের চেয়ে এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শী ছিল। এরা জার সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করতো।)*

বেলুস্ত্রভ স্টেশনে পৌঁছার আগেই রুশ পত্রিকায় দেখতে পাই, অন্তবর্তীকালীন কোয়ালিশন সরকারে চের্নভ, জেরেতেলি এবং স্কবেলেভ যোগ দিয়েছেন। রাজনৈতিক গ্রুপের এলাইনমেন্ট তখনই আমার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। আবছা আবছা হলেও দেখতে পাই, আমাদের সামনে এক নির্মম লড়াই। বলশেভিক বনাম মেনশেভিক ও পপুলিস্ট জোটের মধ্যে। শুরু হবে খুব শীঘ্রই। যাহোক, পেত্রগাদের ফিনিশ টার্মিনালে আমাদেরকে এক শক্তিশালী স্বাগত অভ্যর্থনা জানানো হলো। উরিজকি এবং ফেদরভ বক্তৃতা দিলেন। আমি

প্রত্যুত্তরে আমাদের নিজস্ব দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। তারা আমাকে শূণ্যে তুলে ফেলে। হ্যালিফ্যাক্সের কথা মনে পড়ে গেল, সেখানেও আমার একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবে এবারে পুলিশ-মিলিটারীর বদলে সব বন্ধুদের হাত। আমাদের চারিদিকে প্রচুর ব্যানার। লক্ষ্য করলাম স্ত্রীর চঞ্চল চোখ এবং ছেলেদের মলিন মুখ। এ সংবর্ধনা ভাল না মন্দ, তাদের সন্দেহ। কারণ ইতিপূর্বে তারা বিপ্লবের নামে প্রতারণার কষ্ট অনুভব করেছে।

প্লাটফর্মের শেষে এসে ঠিক আমার পেছনে দ্য ম্যান এবং ভেন্ডারবেলকে দেখতে পেলাম। তারা জনতার ভীড়ে মিশতে ভয় পাচ্ছিল তাই আপাতত পেছনে। রাশিয়ার নয়া সমাজবাদী মন্ত্রীরা তাদের বেলজিয় সহকর্মীদের জন্য কোন সংবর্ধনার আয়োজন করেনি। তাছাড়া, ক'দিন আগেও ভেন্ডারবেল যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সবার স্মৃতিতে এখনও তরতাজা।

রেলস্টেশনের অভ্যর্থনার পর এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম। কত অসংখ্য মানুষ এবং ঘটনাবলী আমার আশ-পাশ দিয়ে খড়-কুটার মত দ্রুত স্রোতে ভেসে গেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো, যা আমার মনে আছে, এখানে বলছি। কারণ স্মৃতিশক্তির ওপরও বোঝা এত বেশী চেপেছিল যে, বহন করা অসম্ভব ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে স্টেশন থেকে সোজা সোভিয়েত নির্বাহী কমিটির মিটিংএ উপস্থিত হই।



সভাপতিত্ব করছিলেন যথারীতি চিজ (Chiedze)। তিনি শুষ্কভাবে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন। বলশেভিকরা কর্মতৎপর হয়ে উঠলো নির্বাহী কমিটিতে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য। কারণ আমি ১৯০৫ সনে সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ছিলাম। এটা কমিটিকে চিন্তায় ফেলে দিল। মেনশেভিক এবং পপুলিস্টরা পরস্পর কানাকানি করতে লাগলো। সব বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে তখন তাদের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শেষ পর্যন্ত আমাকে উপদেষ্টা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আমাকে মেম্বারশিপ কার্ড এবং **কালো রুটি** (ব্ল্যাক ব্রেড) ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো।

পেত্রগ্রাদের পথে-ঘাটে রুশ ভাষা শুনে এবং দোকান-পাটের সাইনবোর্ডে রুশ ভাষায় লেখা বিজ্ঞাপন দেখে আমার ছেলেরা হতবাক। তাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীও। এবং খানিকটা আমিও। আমরা রাশিয়ার রাজধানী থেকে সুদীর্ঘ এক দশক যাবত বাইরে। যাবার কালে আমার বড় ছেলের বয়স মাত্র এক বছরের সামান্য বেশী ; আর ছোটটির জন্ম হয় ভিয়েনায়।

পেত্রগ্রাদ সেনা ছাউনি ছিল বিশাল বড়। কিন্তু এর ভেতরে সৈন্যদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলা বা আনুগত্য বলতে কিছুই ছিল না। জওয়ানরা বিপ্লবী গান গেয়ে গেয়ে কুচকাওয়াজ করত। গর্বভরে মানুষকে দেখানোর জন্য সামরিক পোষাকে লাল রিবন লাগাতো। সব কিছু স্বপ্নের মত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। বেসামরিক যানবাহন– ট্রাম ও কার সৈন্যে ভরা থাকতো। তখনও রাজপথে সামরিক প্রশিক্ষণ চলছিল। রাইফেলমেনরা উবু হয়ে কল্পিত শত্রুকে আক্রমণ করত, তারপর খানিকটা দৌড়ে সামনে এগিয়ে যেত এবং তারপর আবার উবু হয়ে আক্রমণ করত। যুদ্ধের বিশাল দানবটা তখন বিপ্লবের পেছনে খড়গ হাতে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ আর যুদ্ধ চায় না। সামরিক প্রশিক্ষণ তখনও চালু, কারণ নতুন ক্ষমতাসীনরা এটা বন্ধ করার চিন্তা তখনও করেনি। যুদ্ধ অসম্ভব। কিন্তু উদারনীতিকরা এখনো তা বুঝে উঠতে পারেনি। 'বিপ্লবী গণতান্ত্রিকরাও' না। তারা আঁতাত এড়িয়ে চলতে মারাত্মকভাবে ভীত।

আমি জেরেতেলিকেই কেবল সামান্য চিনতাম, কেরেনস্কিকে মোটেই না, এবং চিজকে কিছুটা ভাল করে জানতাম। স্কবেলেভ ছিলেন আমার প্রাক্তণ শীষ্য। চের্নভের সাথে বিদেশে আমার বহুবার বিতর্ক করার সুযোগ হয়। গজের (Gotz) সাথে এই প্রথম দেখা। এরাই ছিলেন মোটামুটি সোভিয়েত ডেমোক্রেসির শাসক গোষ্ঠী। জেরেতেলি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯০৭ সনে লন্ডন কংগ্রেসে। তিনি তখন দ্বিতীয় ডুমায় সোশাল ডেমোক্রেটিক উপদলের প্রতিনিধি। প্রারম্ভিক কালেও তিনি চমৎকার বক্তৃতা দিতেন এবং তার নৈতিক গুণাবলী ছিল আকর্ষণীয়। সাইবেরিয়ায় থাকার বছরগুলোতে তার কঠোর পরিশ্রম তাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে নিয়ে আসে। বিপ্লবী কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় তিনি একজন পরিপক্ক মানুষ হিসেবে ফিরে আসেন এবং খুব শীঘ্র শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান

অধিকার করেন। তিনি আমার একমাত্র শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বি যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু, ইতিহাসে এমনও ঘটে যে, বিপ্লবকেই প্রমাণ করতে হোল যে, জেরেতেলি বিপ্লবী ছিলেন না। রুশ বিপ্লবকে, রুশ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখে যদি বিশ্ব বিপ্লবের অংশ হিসেবে দেখতেন তবে জটিলতায় খেই হারাতেন না। জেরেতেলি তার জর্জিয়ার অভিজ্ঞতা ও দ্বিতীয় ডুমার বাড়তি সহযোগিতা বলেই এগুলেন। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরাশাজনকভাবে সংকীর্ণ। তার শিক্ষা ভাসাভাসা সাহিত্য বিষয়ক। তবে উদারনৈতিকতার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অর্ধ-শিক্ষিত বুর্জোয়া চোখ দিয়ে বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য গতিকে দেখেছিলেন। সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার জন্য তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত। জাগ্রত জনতাকে তার কাছে মনে হয়েছিল বিদ্রোহী উশৃঙ্খল সর্বহারা। তার প্রথম শব্দাবলী থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি তিনি সর্বহারা বিপ্লবের শত্রু। লেনিন তাকে বলতেন 'মূর্খ'। এটা রাগের কথা, আসলে জেরেতেলি একজন মেধাবী এবং সৎ তবে সীমিত মানুষ ছিলেন।

লেনিন কেরেনস্কিকে বলতেন, 'পাতি-দাম্ভিক'। তার সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ যোগ করার আছে। **কেরেন্স্কি**



আজীবন একজন সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। তাই ঐতিহাসিক অন্তিম মূহুর্তেও শাসকরা তাকে তাদের প্রিয়জন মনে করে। বিপ্লবের প্রতিটি শক্তিশালী ঢেউ জনতার নব জাগরণের মধ্যে থেকে উঠে আসে। যারা এ পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখেনি, তারা এমন একদিনের হিরোদের শীর্ষ চূড়ায় তুলে ধরে। আর তারাও তাৎক্ষণিকভাবে নিজের তথাকথিত দক্ষতাবোধ ও চাতুর্যের মোহে অন্ধ থাকেন। তিনি ফাদার গ্যাপন এবং ক্রুস্তালিয়ভের লাইন সরাসরি অনুসরণ করতেন। তিনি নিজে তাৎক্ষণিক ঘটনাকে চিরায়ত ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। তার শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলো ছিল শ্রেফ বড় বড় মটকায় জল সংগ্রহ করার মত মূল্যবান। ১৯১৯ সালের বিপ্লবের উত্তাপে মটকার সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উবে গিয়ে কালো মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকেই গ্রাস করে।

স্কবেলেভ (Skobelev) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে আমার গাইডেন্সেই রাজনীতিতে প্রবেশ



করেন। তিনি ভিয়েনা প্রাভদার সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে, তার নিজ জন্মস্থানে ককেশাস থেকে নির্বাচিত হয়ে চতুর্থ ডুমায় আসার চেষ্টা করেন। এতে তিনি সফল হন। ডুমায় এসে তিনি মেনশেভিকদের প্রভাবে পড়ে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে যোগ দেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিন থেকেই বিচ্ছিন্ন। তারপর আমি তাকে প্রথম পাই পেত্রগ্রাদে। তখন তিনি নতুন শ্রমমন্ত্রী। এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে তিনি খুব হামবড়াভাব নিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন এসব আমার কেমন লাগছে। প্রত্যুত্তরে বললাম, 'আমি মনে করি অদূর ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে আরো ভালো কিছু পাব।' ছয়মাস পরেই তা সত্য হলো। অক্টোবর বিপ্লবে জয়ী হওয়ার পরপরই তিনি নিজেকে বলশেভিক ঘোষণা দিলেন। আমার বন্ধুসুলভ উক্তিকে তিনি হাস্যোচ্ছলে আমাকে মনে করিয়েও দিলেন। কিন্তু আমি এবং লেনিন, দু'জনেই পার্টিতে তার অন্তর্ভূক্তির বিরোধিতা করি। বর্তমানে তিনি অবশ্য একজন স্তালিনবাদী। এসব লোকদের বেলায় সাধারণত এমনটিই হয়।

স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কিয়েভের এক রুমের সরাইখানায় থাকা খুবই কষ্ট হচ্ছিল। থাকার দ্বিতীয় দিনে এক তরতাজা হাস্যোজ্জল যুবা অফিসার আমাদের দেখতে এলেন। বললেন, 'আমাকে চিনেছেন?' বললাম, 'না'। 'আমি লঘিনভ (Loginov)।' তরতাজা চৌকস যুবকটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়লো ১৯০৫ সনের তরুণ এক কামারের কথা। সে আমাদের যোদ্ধা ইউনিটের সদস্য ছিল। যৌবনের সব জোস নিয়ে আমার সাথে সাথে থাকতো। পুলিশের সাথে রাস্তায় অনেক লড়েছে। ১৯০৫ সনের পর তার আর কোন হদিস পাইনি। আজই কেবল পেত্রগ্রাদে জানতে পারলাম যে সে, আসলে ছিল ধনী ঘরের ছেলে, টেকনোলোজী ইনস্টিটুটের প্রশিক্ষাণার্থী, নাম সেরেব্রভ্স্কি। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে শ্রমিকদের মায়ায় পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা থাকাকালে সে বিপ্লবী পথ থেকে সরে এসে একজন কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার হয়। যুদ্ধের সময় পেত্রগ্রাদের বড় বড় দু'টি সরকারী প্লান্টের পরিচালক হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আবার তাকে নাড়া দেয় এবং অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি ফিরে এসেছি এ খবর সে পত্রিকায় জানতে পায়। তারপর খোঁজাখুঁজি করে আমাকে দেখতে আসে। আমার পাশে দাঁড়াতে চায়। এবং দেরী না করেই এক রকম জোর করে আমাদের সবাইকে তার এপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চায়। অগত্যা আর না করতে পারলাম না, রাজী হয়ে গেলাম।

পরিচালক হয়ে সেরেব্রভ্স্কি ও তার তরুণ স্ত্রী এক বিলাস বহুল বিরাট এপার্টমেন্ট দখল করে আছে। তাদের কোন সন্তানাদিও নেই। সেখানকার সবকিছুই যেন আমাদের অপেক্ষায়। এক অর্ধভুক্ত এবং বিধস্ত মহানগরে মনে হলো যেন আমরা স্বর্গবাসী। কিন্তু সবকিছুই পাল্টে গেল যখন আমরা রাজনীতি নিয়ে আলাপ শুরু করলাম। সেরেব্রভ্স্কি ছিল প্যাট্রিয়ট। পরে জানতে পাই যে, সে বলশেভিকদের চরমভাবে ঘৃণা করত।



লেনিনকে (ছবি: স্মলনিতে লেনিন) ভাবত জার্মানীর দালাল। প্রথমেই আমার কাছ থেকে তার মতের বিরোধিতা পেয়ে সে সতর্ক হয়ে গেল। কিন্তু এমন লোকের সাথে এক ছাদের নীচে থাকা যায় না। তাই এমন আতিথ্যের বাড়ি ছেড়ে ফিরে এলাম আবার সেই কিয়েভ হোস্টেলের রুমে। উপায় নেই কারণ আমি বহিরাগত। কিছুদিন পর আবারও সেরেব্রভ্স্কি আমার ছেলেদের তার বাড়িতে নিয়ে খুব আদর আপ্যায়ন করল। তার সংরক্ষিত ফল-ফলারি, চা আর খোশ-গল্পে তারা খুব খুশী। ওরা লেনিনের বক্তৃতা শুনে খুবই অনুপ্রাণিত হোত। সে গল্পই তার কাছে উচ্ছ্বাসের সাথে বলছিল। সে তাদের বক-বকানী শুনে পরিশেষে বলল, 'কিন্তু লেনিনতো জার্মান গুপ্তচর।'

সে কি? এমন কথা কেউ লেনিনকে বলতে পারে? ছেলেরা তার দেয়া চা-নাস্তা ফেলে সোজা উঠে দাঁড়ালো। 'আপনি সত্যি খুব বাজে একটা নোংরা কথা বললেন' বড় ছেলেটা যুৎসই শব্দ খুঁজে না পেয়ে এই কথাটাই বলে ফেললো। তার এমন কথায় হোস্টের রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরপর থেকে তার সাথে সম্পর্ক আর থাকলো না। অক্টোবরে আমাদের জয় হওয়ার পর আমি সেরেব্রভ্স্কিকে সোভিয়েতের কাজ করার জন্য রাজী করালাম। সোভিয়েতের সাথে কাজ করতে করতে সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়। বর্তমানে স্তালিনের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এবং শাসকদলের একজন প্রধান অবলম্বন। ১৯০৫ এর সর্বহারা বিপ্লবে যদি সে পাস করতো তাহলে বলশেভিকদের একজন হওয়ার পরীক্ষায়ও সে সহজে পাস করে যেত।

জুলাইয়ের দিনগুলো সম্পর্কে আরো পরে বলব। জুলাইয়ের পরের দিনগুলোতে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ বৃষ্টির অঝোর ধারার মতো রাস্তাঘাট সয়লাব হয়ে যায়। কেরেন্স্কি সরকার আমাকে গ্রেফতার করে। নির্বাসন থেকে ফেরার দু'মাস পর আবারো পূর্ব পরিচিত ক্রেস্টি জেলে নিজেকে ফিরে পেলাম। আমহার্স্টের কর্নেল মরিস নিশ্চয় পত্রিকায় খবরটা পেয়ে খুব খুশী হবেন। শুধু তিনি কেন, আরো অনেকেই খবরটা পেয়ে এমন ভাব দেখাবেন। কিন্তু আমার ছেলেরা খুবই হতাশ। 'এ কী ধরনের বিপ্লব?' তারা তীব্র ঘৃণার সাথে তাদের মাকে প্রশ্ন করে। 'বাবাকে কেন প্রথমে যুদ্ধবন্দী শিবিরে এবং পরে জেলে আটক করা হলো ?' তাদের মা নিশ্চিত করল যে এটা সত্যিকার বিপ্লব নয়। সত্যিকার বিপ্লব আরো সামনে। কিন্তু সংশয় ও সন্দেহের তিক্ততা নিঃশব্দে তাদের অন্তরে স্থান করে নিল।

'বিপ্লবী গণতন্ত্রে'র জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এক বড়লোকের বাড়িতে একজন উদারপন্থী সাংবাদিকের বিধবাপত্নীর কাছ থেকে ছোট একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থিতু হলাম। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। আমাকে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হলো। প্রেস প্রতি পদে পদেই আমাকে আক্রমণ করত। ঘরেও আমরা ছিলাম শত্রুতা আর ঘৃণা দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমাদের বাবুর্চি, অ্যানা অসিপভ্নাকে, রুটি আনার জন্য হাইজিং কমিটিতে যেতে হোত। সেখানে তাকে গিন্নিদের আক্রমণ সহ্য করতে হতো। আমার ছেলে আক্রান্ত হতো স্কুলে, তাকে তার বাবার কারণে সবাই 'চেয়ারম্যান' বলে খ্যাপাত। আমার স্ত্রী কাঠুরে-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করতেন। কাজ শেষে ঘরে ফেরার সময় বাড়ির কেয়ারটেকার ঘৃণার চোখে তার দিকে চেয়ে থাকতো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা ছিল আরেক শাস্তি। বাড়িওয়ালী সবসময় টেলিফোন করে খবর নিতেন তার আসবাবপত্রগুলো ঠিক-ঠাক আছে কিনা। ছেড়ে দিতে চাইলাম– কিন্তু কোথায় যাব? শহরে কোথাও এপার্টমেন্ট পাওয়া যায় না।

পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। একদিন হঠাৎ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। আমাদের ওপর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা-বিদ্বেষের অবরোধ কে যেন শক্ত হাতে তুলে নিয়ে গেল। কেয়ারটেকার আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হওয়া মাত্রই রাজকীয় কায়দায় মাথা নীচু করে কুর্নিশ করলো। মনে হলো যেন আমরা এ বাড়ির কেউ কেটা। হাউজ কমিটি রুটি বিলি করতে আর দেরী করেনা বা ধমকও দেয় না। আমাদের মুখের ওপর

কেউ এখন ঠাস করে দরজা বন্ধ করে না। অবাক হলাম ! কে এবং কোন যাদুমন্ত্রের বলে আমাদের পড়শীদের মনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেন? তিনি নিকোলাই মার্কিন। তার এই কৃতিত্বকে অবশ্যই আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তার মাধ্যমেই বা বরং বলা উচিত এরকম বহু মার্কিনের যৌথ চেষ্টায় অক্টোবর বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হয়।

মার্কিন ছিলেন বাল্টিক নৌবাহিনীর গানার (গোলন্দাজ নৌসেনা) এবং একজন বলশেভিক। প্রথম দিকে আমরা তার অস্তিত্ব টের পাইনি। আগ বাড়িয়ে পরিচিত হওয়ার মানসিকতাও তার ছিল না। তদুপরি লাজুক এবং চাপা স্বভাবের। মার্কিন বক্তৃতা জানতোনা, তার মুখে কথা শোনা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। ভেতরের চাপা ক্ষোভ ছিল তার সকল শক্তির উৎস। সে ছিল খাঁটি গোঁড়া এবং এক কথার মানুষ। সে যখন আমার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব নেয় তখনও তার অস্তিত্ব আমি জানিনা। সে আমার ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য রাখতো, স্মলনির ক্যান্টিন থেকে তাদের চা স্যান্ডউইচ খাওয়াতো এবং সেই কঠোর সময়ে তাদের কিছু আনন্দও দিতো। অলক্ষ্যে থেকে, নিজের ভাব-সাব না দেখিয়ে, খোঁজ-খবর রাখতো সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। আমার কখনো সন্দেহও হয়নি যে, এমন কেউ আমার দেখা-শুনা করছে। সে আমার ছেলেদের এবং এ্যানা অসিপভ্নার কাছ থেকে জেনেছিল যে আমরা একটি শত্রু শিবিরে বাস করছি। বাড়ির কেয়ারটেকার এবং হাউজ কমিটিকে মার্কিন ডেকেছিলো। আমার মনে হয়, সে একা নয়, নৌসেনাদের পুরো একটি দলই ছিল। সে বা তারা হয়তো তাদেরকে বোধগম্য ভাষায় কিছু বলেছিলো, তাই হঠাৎ করে আমাদের উপর সবার আচরণ এভাবে পাল্টে যায়। এবং এভাবে, অক্টোবর বিপ্লবের আগেই আমার ঘরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক পরে জানতে পাই যে, আমাদের পুত্রদের বন্ধু, এই নৌসেনাটি এসব কৃতিত্বের দাবীদার।

সোভিয়েত সংস্থাগুলো বলশেভিকদের পক্ষে যাওয়া মাত্রই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (Central Executive Committee—CEC) বিরোধিতা শুরু করে। মুদ্রণ শিল্প-মালিকদের সহায়তায় সোভিয়েতের পত্রিকা ছাপানো বন্ধ করে দেয়। আমাদের তখন নতুন প্রতিষ্ঠানের দরকার হয়। আমি মার্কিনের সাথে পরামর্শ করি। সে অদৃশ্য হয়ে যায়। মুদ্রণ মালিকদের ডাকে, কথা বলে এবং রাজী করায়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমরা একটি পত্রিকা পাই। নাম রাখি দ্য ওয়ার্কার এন্ড দ্য সোলজার (শ্রমিক ও সৈনিক)। মার্কিন দিন-রাত খেটে-খুটে অফিস সাজিয়ে দেয়। অক্টোবর মাসের দিনগুলোতে যেখানেই বিপদ এবং সবচেয়ে সঙ্কটময় মূহুর্ত, সেখানেই তার শক্তসমর্থ কালো দেহ এবং গরম মাথা হাজির। আমার কাছে এসে কেবল জিজ্ঞেস করত সবকিছু ঠিক আছে কিনা এবং আর কোন সাহায্য লাগবে কি না। তার প্রভাব বলয় আরো বেড়ে গেল। সে পেত্রগ্রাদে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করায় লেগে গেলো।

উশৃঙ্খল জনতা রাজধানীর বিশাল বড় বড় মদের দোকানগুলো লুট শুরু করে। এলকোহলের অগ্নিশিখায় বিপ্লবকে তলিয়ে দেয়ার অসদুদ্দেশ্যে এই বিপজ্জনক আন্দোলনের পেছনে কেউ কেউ ইন্ধন দিচ্ছিল। মার্কিন বিপদ টের পেয়ে তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। সে মদের দোকানে পাহারা বসায়। পাহারা দিয়েও টিকিয়ে রাখা যখন অসম্ভব ঠেকলো, তখন সেগুলো ধ্বংস করে। উরুসন্ধি পর্যন্ত ওয়াটার প্রুফ উঁচু বুটজুতো পরে সে বোতল ভাঙ্গার জন্য ভেতর ঢুকে যেত। দামী মদের স্রোত বরফকে রাঙিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে ড্রেন হয়ে পড়তো নেভা (Neva) নদীতে। মদখোররা ড্রেন থেকে আঁজলা ভরে তুলে নিত। সারা গায়ে চুঁয়ে পড়া দামী মদের গন্ধে সুরভীত হয়ে সে ঘরে ফিরত। আমার ছেলেরা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তখন তার অপেক্ষায়। একটি শান্ত অক্টোবরের জন্য মার্কিন এভাবেই হাতে রিভলবার নিয়ে লড়াই কোরে প্রতিবিপ্লবী সুরাশক্তদের পরাজিত করে।

আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হোল। টের পেলাম কাজ করা অসম্ভব। মন্ত্রীর সহকারী থেকে শুরু করে টাইপিস্ট পর্যন্ত সবাই আমাদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কেউই সহযোগিতা করছিল না। অফিসের সব বাক্স-পেটরা তালাবদ্ধ। চাবি হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, মার্কিনকে ডেকে সাহায্য না চেয়ে পারলাম না। সে জানতো ডাইরেক্ট একশনের গোপন তত্ত্ব। দু'তিনজন ডিপ্লোম্যাটকে চব্বিশ ঘন্টা তালাবদ্ধ রাখলো। পরদিনই মার্কিন আমার হাতে চাবি দিয়ে মন্ত্রণালয়ের কাজ শুরুর আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তখনও আমি বিপ্লবের সাধারণ কর্মকান্ড নিয়ে স্মলনিতে খুব ব্যস্ত। তাই, কিছু সময়ের জন্য মার্কিন নিজেই আমার

পক্ষে আন-অফিসিয়ালী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিল। সে ত্বরিত কমিশারিয়েতের নিয়ম-কানুন জেনে নিল। নির্মম হাতে উঁচু বংশীয় এবং চৌর্যবৃত্তিসম্পন্ন কয়েকজন ডিপ্লোম্যাটকে সরিয়ে দিয়ে অফিস পুণর্গঠন করলো। ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যেসব অবৈধ দ্রব্যাদি বিদেশ থেকে তখন আসছিলো, সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে গৃহহীনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে মজুত করলো। আর্কাইভ থেকে নির্দেশনামূলক গোপন তথ্যাদি উদ্ধার করে, নিজের মতামতসহ সেগুলো আলাদা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলো। মার্কিনের কোনরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। তার লেখায় প্রচুর ভুল থাকতো। তার মন্তব্যগুলো মাঝে মধ্যে খুবই অবাক করার মতো অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে ডিপ্লোম্যাটিক খুঁটিকে খুব শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেখানে যা করার দরকার নিজ দায়িত্বে ঠিকভাবেই করে। ব্রেস্ট-লিটভ্স্ক থেকে ব্যারন ভন কোহলম্যান এবং কাউন্ট জার্নিন খুব আগ্রহ ভরেই মার্কিনের হলুদ পুস্তিকাগুলো পড়তেন।

তারপরই গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। মার্কিন দূরপ্রাচ্যে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে গেল। ভল্গার ফ্লোটিলার (রণতরীর বহর) কম্যান্ড দখল করে সামনে পড়া শত্রুদের হটাতে থাকলো। ডেঞ্জার পয়েন্টে প্রতিরক্ষায় রত ব্যক্তিটি মার্কিন শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম এবং বুকটা হালকা হলো। কিন্তু তার সময় বোধহয় ফুরিয়ে আসছিল। কামায় (Kama) শত্রুর একটি বুলেট এমন শক্ত সমর্থ নৌসেনা নিকোলাই জর্জিয়েভিচ মার্কিনের দৃঢ় অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিল। টেলিগ্রামে তার মৃত্যু সংবাদ হাতে পৌঁছলে মনে হচ্ছিল গ্রানাইটের বড় একটা স্তম্ভ আমার সামনে ভেঙ্গে পড়লো। তখনও আমার ছেলেদের পড়ার টেবিলে তার নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা ছবি। মার্কিন অনেক ফাঁকই পুরণ করে চীরবিদায় নিল।

'খোকারা শোন, মার্কিন আর নেই।' আমার সামনে হঠাৎ দু'টি ফ্যাকাশে যন্ত্রণাদগ্ধ মুখ টলতে থাকল। তারাও নিকোলাইয়ের মতো একরোখা ও উত্তেজিত। সে তাদেরকে তার জীবনের যাবতীয় গোপন কথা এবং পরিকল্পনা বলতো। অশ্রুভেজা কণ্ঠে সে আমার নয় বছরের সেরিওঝাকে বলেছিলো যে, যে মেয়েটিকে সে আন্তরিকভাবে ভালবাসতো, সে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এজন্য তার মনে দয়া-মায়া খুব একটা কাজ করে না। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেরিওঝা এ কথা তার মাকে ফিসফিস করে বলেছিল। এই স্নেহপরায়ণ বন্ধুটি দু'টি ছোট বালকের কাছে তার হৃদয় এমনভাবে খুলে দিয়েছিল যেন তারা এক বয়সের। আবার এই একই ব্যক্তি ছিলো একজন সামুদ্রিক নেকড়ে (sea-wolf) এবং বিপ্লবী, একজন সত্যিকার বীর পুরুষ, ঠিক চমকপ্রদ রূপ-কথার গল্পের মত। যে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেসমেন্টে তাদেরকে রিভলবার এবং বন্দুক চালানো শিখিয়েছিল, সে এখন কেমন করে মৃত হতে পারে? দুঃসংবাদটা পাওয়ার পর থেকে দু'টি ছোট শরীর কম্বলের নীচে শুয়ে রাতের নীরবতা ভেঙে কেঁপে কেঁপে কাঁদছিলো। সান্তনাহীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ কেবল তাদের মা-ই শুনতে পেয়েছিল, জগত-সংসারের আর কেউ নয়।

গণ বক্তৃতা আর মিটিং এর জোয়ারে আমার জীবনটা যেন উথাল-পাথাল হয়ে গেল। যখন পেত্রগ্রাদে এসে পৌঁছি, সব বিপ্লবী বক্তাদের হয় গলাভাঙা না হয় বাকরুদ্ধ। ১৯০৫ সনের বিপ্লব আমাকে শিখিয়েছিল যে, কণ্ঠস্বরকে রক্ষা করতে হবে। সৌভাগ্য যে আমার অবস্থা তাদের মত হয়নি। তাই, মিটিং ও বক্তৃতা শুরু করলাম– বাগানে, মাঠে, স্কুলে-কলেজে, থিয়েটারে-সার্কাসে, রাস্তা-ঘাটে, স্কোয়ারে– সবখানে। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে মাঝরাতে ঘরে ফিরে অর্ধ-চেতন অবস্থায়ও খুঁজে ফিরতাম আমার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে মোক্ষম পাল্টা যুক্তিগুলো কি কি হতে পারে। সকাল সাতটায় বা তার আগে দরজায় করাঘাত করে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হত। নৌবাহিনীর ছেলেরা আমার টাগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। বক্তৃতা দিতে যেতে হবে পিটারহফে বা ক্রন্সটাডে। প্রথমবার মনে হত যেন আর পারবোনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কোথা থেকে যেন গোপন স্নায়ুশক্তি ভেসে উঠত। আর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে যেতাম। একটা শেষ করলে আমার চারপাশে ভীড় করা লোকজন অনুরোধ করতো অমুক জায়গায় হাজার হাজার শ্রমিক ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। কি অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে নব জাগ্রত জনতা অপেক্ষা করত নতুন দিনের নতুন কথা শোনার জন্য। এই আধুনিক ভ্রাম্যমান জনসভাগুলোয় বক্তৃতা দেয়া আমার জন্য ছিল সম্পূর্ণ স্পেশাল। আমার বিরুদ্ধ পক্ষও তাই বলেন, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। তারা মনে করতেন এগুলো আমার একেকটি ছোট ছোট দূর্গ। তাই এসব জনসভায় তারা কোন কিছু বলার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু যখনই আমি সোভিয়েতে

আপোষকামীদের ধরতাম তারা বাধা দিয়ে চিৎকার করে বলত,'এটা তোমার ভ্রাম্যমান সার্কাস নয় ।' বার বার গানের ধুয়ার মতো চিৎকার চলতে থাকতো ।

আমি সাধারণত পথসভাগুলোতে বক্তৃতা দিতাম সন্ধ্যায়, মাঝে মাঝে অনেক রাতও হয়ে যেত । আমার শ্রোতা ছিলেন শ্রমিক, সৈনিক, কর্মজীবী মায়েরা, রাস্তার ছেলে-মেয়েরা– এক কথায় রাজধানীর শোষিত-বঞ্চিত জনতা । রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঠাসা ভীড়, তিল ধরার ঠাঁই হোত না । ছোট ছোট বাচ্চারা বাবার কাঁধে, শিশুরা মায়ের কোলে । কেউ ধুমপান করত না । দু'পাশের বাড়ি ঘর বা অফিসের বারান্দা জনস্রোতে ভেঙে পড়ার মত অবস্থা । কোন রকমে লোকজনকে দু'পাশে সরিয়ে জায়গা করে আমি সভাস্থলে যেতাম । মাঝে মাঝে আমাকে কয়েকজন মিলে উপরে তুলে ধরত । আমার উপস্থিতিতে চারিদিক উল্লাস ও আনন্দ মুখরিত হোত । আমার চারপাশে ঘিরে থাকতো মানুষের মাথা, বুক বা কনুই । আমি বক্তৃতা দিতাম মানবদেহগুলোর তপ্ত গহবর থেকে । বক্তৃতা দেয়ার সময় হাত তুলতে কারো না কারো গায়ে লাগতো । যার বা যাদের গায়ে লাগতো দুঃখ ও কৃতজ্ঞতা জানাতো যেন আমি মনে কষ্ট না নিই, যেন আমার বক্তৃতার ব্যাঘাত না ঘটে । না থেমেই চালিয়ে যেতাম । জনতার জানবার এই অপ্রতিরোধ্য বাসনাকে থামানোর কায়দা ও ক্ষমতা কোন বক্তারই নেই । তারা জানতে চাইত, বুঝতে চাইত এবং তাদের নিজস্ব উপায় খুঁজতে চাইত । মাঝে মাঝে মনে হত আমার ঠোঁট, গলা আর অদম্য কৌতুহলী জনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে । তখন আগে থেকে ভেবেচিন্তে আসা বিষয়গুলি হারিয়ে ফেলতাম । উপস্থিত জনতার চাহিদানুসারে আমার অবচেতন মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথামালা এসে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করত । আমি গড় গড় করে অবিরাম বলে যেতাম । এই সময়গুলোতে অনুভব করতাম যে, আমি যেন বাইরে থেকে কোন বক্তার কথা শুনছি, তার চিন্তাধারার সাথে তাল মেলাচ্ছি । আমার সচেতন মনে স্বপ্নচারীর মত ভয় হত যেন ছাদের দেয়ালের কার্ণিশের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে আছি, যে কোন সময় পড়ে যেতে পারি ।

এমনটিই ছিল আমার আধুনিক সার্কাস বা পথসভা । এর একটা নিজস্ব অবয়ব, অগ্নিময় উত্তেজনা, আবেদন এবং উন্মাদনা ছিল । আমি দেখতাম এত শব্দ ও হট্টগোলের মধ্যেও শিশুরা পরম নিশ্চিন্তে তাদের মায়ের স্তন চুষছে । আমার মনে হত সমস্ত জনতাও যেন সেরকম শিশুদের মতোই তাদের জানবার বুভুক্ষা নিয়ে বিপ্লবের কোল জড়িয়ে ধরে শুকনো ঠোঁটে বোঁটা চুষছে এবং ধীরে ধীরে তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে বেড়ে উঠছে । তবে মায়ের কোলের শিশুর চেয়ে এরা খুব তাড়াতাড়িই বড় হবে এবং পরিপক্কতা অর্জন করবে ।

আধুনিক পথসভায় ঢোকার চেয়ে বের হওয়া ছিল আরও কঠিন । বক্তৃতা শোনার পর জনতার মধ্যে যে একতা গড়ে উঠত তা যেন আর ভাঙতে চায় না । তারা বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরও সভাস্থল ছেড়ে যেতোনা । ক্লান্তিতে অবসন্নতায় অর্ধচেতন হয়ে অসংখ্য হাতের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে যাবার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছতাম । মাঝে-মাঝে জনতার ভীড়ে আমার দু'কন্যার মুখ দেখতে পেতাম । ওরা ওদের মায়ের সঙ্গে ধারে কাছে কোথাও থাকতো । বড়টির বয়স ষোল, ছোটটির পনের । তাদের আবেগকম্পিত চোখের পলকের উত্তরে ইশারায় কাছে ডাকব কিংবা একটু আদর করব, এই ইচ্ছা প্রবল থাকলেও সুযোগ পাইনি, তার আগেই জনতার ভীড় আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিত । নিজেকে জনতার ভীড়ের বাইরে খুঁজে পাওয়ার পর দেখতাম, জনতার দল আমার পেছন পেছন আসছে । তাদের পদভারে আর উল্লাসে রাজপথ যেন জীবন্ত হয়ে উঠত । তারপর আবার আরেক জনসভার জনতার দরজা সামান্য ফাঁক হত, আমি ঢুকে যেতাম । একদিন আমার বন্ধুরা আমাকে রাজনর্তকী সেশিনস্কায়ার প্রাসাদে নিয়ে গেল । জার নিকোলাস তার জন্য এই বিশেষ প্রসাদটি নির্মাণ করেন । সেখানে বলশেভিকদের জেনারেল স্টাফদের সুদৃঢ় অবস্থান । বাদামী রঙের কোট গায়ে আর ভারী বুট পায়ে দিয়ে সৈনিকরা সিল্ক-আচ্ছাদিত ফার্নিচারে বসে আছে কিংবা লম্বা চাকচিক্যহীন মেঝেতে ভারী পায়ে হাঁটা-চলা করছে । জনতা চলে গিয়ে পথ পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার পর আবার চলে গেলাম ।

একদিন মিটিং শেষে ফাঁকা রাস্তায় আঁধার রাতে হাঁটছিলাম একা । হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম । তার আগেও এরকম পরিস্থিতি টের পেয়েছিলাম । খুব একটা পাত্তা দিইনি । আজ একটু সন্দেহ হল । কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে উল্টো ঘুরে হঠাৎ পেছন দিকে পুণরায় হাঁটতে শুরু করলাম । দেখি এক যুবক অনুরক্ত মুখে আমার সামনে । একটু কড়া ধমকের সুরেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও?' 'আপনাকে রক্ষা করার কাজে

নিয়োজিত থাকার অনুমতি দিন। পথ সভায় যারা এসে ভীড় করে তারা কেউ কেউ আমাদের শত্রুও।' সে একজন ছাত্র। নাম পজনানস্কি। তখন থেকে সে আমার সঙ্গে। বিপ্লবের বছরটি পুরোপুরিই সে আমার সাথে সব সময় থাকতো। সে বহুমুখী কাজ করতো এবং দায়িত্ব নিয়েই করতো। সে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধান করত, সামরিক অভিযানের সময় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করতো, ভুলে যাওয়া বা ফেলে যাওয়া অস্ত্রগার খুঁজে বের করতো, প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দিত, শূণ্য থেকে যোদ্ধা স্কোয়াড্রন সংগঠিত করতো, নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে লড়াই করতো, এবং শেষ পর্যন্ত সেও বিরোধী পক্ষে পড়ে যায়। এখন নির্বাসন দন্ড খাটছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আবার আমাদের দেখা হবে। আবার আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে আমি পথ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সোভিয়েত সরকারের কাজের উপর একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করি। আমি জারতন্ত্র এবং কেরেন্স্কি সরকারের কুটনৈতিক চিঠিপত্র আদান-প্রদান প্রকাশ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছিলাম। আমি স্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে, যে সব চুক্তি জনগণ দেখেনি, পড়েনি, জানেনি এবং তাদের সম্মতি নেয়া হয়নি, তার জন্য তারা রক্ত দিতে পারে না। তাই এসব চুক্তির বিবরণ জনগণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা উচিত এবং আমি তাই করেছি। সোভিয়েতের বৈঠকে আমার এই দৃঢ় উক্তির প্রতি আপোষকারীরা তীব্র বিরোধীতা করে। তারা চীৎকার করে বলে, 'এ ভাষায় আমাদের সামনে বক্তৃতা দিও না। এটা তোমার মডার্ন সার্কাস নয়।' তখন আমি আপোষকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম, 'আমি শুধু একটি ভাষাই জানি, সেটি আমার একমাত্র বিপ্লবী ভাষা। এই ভাষাতেই আমি পথ সভায়, জনসভায় জনগণের সামনে বক্তব্য রাখি, এবং এই ভাষাতেই আমি আন্তর্জাতিক মিত্রদের সাথে এবং শত্রুপক্ষ জার্মানদের সাথেও কথা বলব।' পরদিন বিভিন্ন পত্রিকা সংবাদ ছাপে যে, আমার বক্তৃতার এই পয়েন্টে জনতা দীর্ঘক্ষণ তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে সমর্থন ও অভিনন্দন জানায়। এই পথ সভা আমি চালিয়ে যাই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তারপর আমাকে মস্কো চলে যেতে হয়। 'মডার্ন সার্কাসে'র সাথেও আমার যোগাযোগ আর থাকল না।

২৫। মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে ।

১৯১৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে আমি যখন পেত্রগ্রাদে পৌঁছি, তখন লেনিন যে 'গোপন গাড়ি'তে (Sealed Car) কোরে জার্মানী দিয়ে আসেন, সে সম্পর্কে তীব্র অপপ্রচার চলছিল। যে লয়েড জর্জ (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) লেনিনকে তার দেশের ভেতর দিয়ে রাশিয়ায় আসতে দেননি এবং জার্মানী দিয়ে আসার পথেও তাকে শিকারের মত খুঁজছিলেন, নতুন সোশালিস্ট মন্ত্রীরা তার সঙ্গে মিত্রতা পেতেছেন। আমার রাশিয়ায় ফিরে আসা ছিল লেনিনের অভিজ্ঞতার ঠিক উল্টো। কিন্তু সেটাও আমাকে মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। লেনিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে সঙ্গে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তও যোগ হয়। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত বুকাননই প্রথম অপবাদের বলটি মাঠে গড়িান। মে মাসেই আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট একটি খোলা চিঠি লিখে আমার আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান ব্যাখ্যা করি। তখন মিলিয়ুকভের স্থলে তেরেশ্চেনকো পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আমার প্রশ্ন ছিল: 'জনাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এর পরও কি, এমন লোক রাশিয়ায় ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি থাকা উচিত, যে নির্লজ্জভাবে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে নিজেকে অপমান করে এবং এ লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার সামান্যতম চেষ্টাও করেনি ?'

এর উত্তর পাইনি এবং আশাও করিনি। কিন্তু মিলিয়ুকভ নিজের পত্রিকার মাধ্যমে তার মিত্র দেশের রাষ্ট্রদূতকে বাঁচাবার একাধিক চেষ্টা করেন এবং তার পক্ষে অনেক সাফাই গান। আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এই মিথ্যা অপবাদীকে যতদূর পারি দাগী আসামী হিসেবে চিহ্নিত করব। তখন নিখিল রুশ সোভিয়েতের কংগ্রেস চলছিল। জুন মাসের ৫ তারিখ, হল কানায় কানায় পূর্ণ। অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে আমি ব্যক্তিগত বিবৃতি দেই। পরদিন গোর্কির বলশেভিক বিরোধী পত্রিকা আমার শেষ কথাগুলোসহ সমগ্র দৃশ্যপটের নিম্নোক্ত বিবরণ দেয়:

'মিলিয়ুকভ আমাদের বিরুদ্ধে জার্মান সরকারের ভাড়াটে দালালের অভিযোগ এনেছেন। বিপ্লবী গণতন্ত্রের এই বিশেষ আদালত থেকে রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যমের সততার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে (এ সময় ট্রটস্কি সাংবাদিকদের টেবিলের প্রতি ফিরে তাকিয়ে বলেন) অনুরোধ করছি : 'যতক্ষণ পর্যন্ত মিলিয়ুকভ আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অপবাদ প্রত্যাহার না করেন, ততক্ষণ তার কপালে দাগি মিথ্যাবাদীর অপমান ঝুলেই থাকবে। 'সংবাদ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, *' ট্রটস্কির বিবৃতি এমন তেজদীপ্ত ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উপস্থাপিত হয় যে, উপস্থিত সবাই তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। দল মত নির্বিশেষে হল ভর্তি পুরো কংগ্রেস, কয়েক মিনিট ধরে অবিরত বিপুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে থাকে।'*

সেই কংগ্রেসে আমরা ছিলাম মাত্র এক-দশমাংশ আর বাকীরা বিরোধী পক্ষ। কিন্তু এই সাফল্য যে ক্ষণস্থায়ী পরবর্তি ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে। এটা ছিল সংসদীয় রাজনীতির এক অদ্ভূত কূটাভ্যাস। পরদিন Rech (কথা) পত্রিকা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা লেখে যে, প্রভিশনাল সরকারকে উৎখাত করার জন্য জার্মান প্যাট্রিয়াটিক সংস্থা ন্যুয়র্কে আমার হাতে দশহাজার ডলার তুলে দেয়। এটা ছিল একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। এ প্রসঙ্গে আমার বলা দরকার যে, আমি ইউরোপে ফিরে আসবার দু'দিন আগে ন্যুয়র্কে আমেরিকান, রুশ, লেটিস/স্লাভ, ইহুদি, লিথুয়ানিয় এবং ফিনিশ বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তদের সাথে জার্মান শ্রমিকরাও আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য এক মিটিং করে। সে মিটিংএ উপস্থিত লোকজন নিজেরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে রুশ বিপ্লবের প্রতি শুভেচ্ছা স্বরূপ উপহার দেয়। মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৩১০ ডলার, তন্মধ্যে তাদের সভাপতির মাধ্যমে উপহার হিসেবে দেয় ১০০ ডলার। পরদিন, মিটিং আয়োজকদের অনুমতি নিয়ে, আমি পুরো টাকাটা পাঁচজন রুশ অভিবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেই। তারাও রাশিয়া ফিরছিল কিন্তুভ্রমণ ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তাদের কাছে ছিল না। এই হলো দশ হাজার ডলারের শানে নযুল। আমি পরদিন গোর্কির কাগজ, 'নোভায়া ঝিজ্ন'এর ২৭শে জুন সংখ্যায় এই অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করি। এ সম্পর্কে আমার লেখা প্রবন্ধের মুদ্রিত শেষাংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

'ভবিষ্যতে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে ভেবে আমি যুক্তিযুক্তভাবে মনে করি যে, এ ব্যাপারে আমার একটা বিবৃতি দেয়া উচিত। মিথ্যাবাদী, অপবাদকারী, কাদেত (রুশ ব্যবহারিক পরিভাষায় শব্দটির অর্থ 'উদারনীতি'। প্রফেসর মিলিয়ুকভ প্রতিষ্ঠিত 'সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক পার্টি'কে আঞ্চলিক ভাষায় বলে কাদেত পার্টি এবং দলের সদস্যদের বলে কাদেত।) *রিপোর্টার এবং ব্ল্যাকগার্ডদের অবগতির জন্য ঘোষণা করছি যে, আমার সারা জীবনে আমি কখনো দশহাজার ডলার একসাথে দেখিনি। এমনকি তার এক দশমাংশও একসাথে আমার কাছে কখনো ছিল না। আমার এ ধরনের স্বীকারুক্তিতে মিলিয়ুকভের পরোক্ষ ইঙ্গিতের চেয়েও কাদেত*

জনগণের কাছে আমার ভাবমূর্তি বেশী নষ্ট হবার আশংকা থাকলেও আমি ভীত নই। আমি দীর্ঘদিন আগে থেকে ভেবে রেখেছি যে, উদারনীতিক বুর্জোয়াদের সমর্থন ছাড়াই আমাকে চলতে হবে এবং চলতে পারবও।'

এই বিবৃতির পর অপবাদকারীদের বাজে গল্প চর্চা বন্ধ হয়। আমি তাদের সমস্ত প্রচারাভিযান নিয়ে 'অপবাদকারীদের প্রতি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখে ছাপানোর জন্য মুদ্রকের কাছে পাঠিয়ে দেই। এক সপ্তাহ পর, জুলাই এসে আমার ওপর সওয়ার হয়। জুলাইয়ের ২৩ তারিখে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রভিশনাল গবর্নমেন্ট আমার বিরুদ্ধে জার্মান কাইজারের দালালীর অভিযোগ আনে। তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় জার প্রতিপালিত ও পরিতুষ্ট আইনসেবীদের। তারা সত্য ঘটনা সৎভাবে তুলে ধরতে অভ্যস্ত নয়। এটিও ছিল আমার জন্য এক উদ্বেলিত সময়। যখন মামলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানলাম, তাদের অসহায়ত্ব ও নির্বুদ্ধিতা দেখে কৌতুক অনুভব করলাম। মামলার অভিযোগকারীরা স্বয়ং তাদের দুস্কর্মের কারণে ক্রোধের তীব্রতা কতখানি সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তিত। সেপ্টেম্বরের এক তারিখে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়। আমি আমার জবানবন্দিতে লিখি:

' প্রথম পেশ করা ডকুমেন্টে ঘটনার বিবরণ দেখে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের সদস্যদের প্রত্যক্ষ মদদে কর্পোরাল ইয়েমলিয়েঙ্কোকে সাক্ষী সাজিয়ে আমি এবং আমার দলকে শাস্তি দেয়ার জন্য, এক হয়রানিমূলক মামলা সাজানো হয়েছে। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা গল্প। মামলা সমাধান করার ইচ্ছা নিয়ে এটা করা হয়নি। বরং বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিষয়গুলোকে ঘোলাটে করার এ এক অপচেষ্টা। ঘটনার বিবরণী থেকে আরো স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোর্ট এক্সামিনার, এম আলেক্সান্দ্রব, ইচ্ছে করেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী এড়িয়ে গেছেন। এই ডকুমেন্ট-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হলে অনিবার্যভাবে ইয়েমলিয়েঙ্কোর দেয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আর এ নামের কাউকে আমি চিনিও না। সবকিছু দেখে আমি মনে করি, আমাকে নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে অধঃপতিত ও অপমানিত করার জন্য এ ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় আমি অংশগ্রহণ করতে পারিনা। যেহেতু, অভিযুক্ত হিসেবে অধিকার রয়েছে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমি সম্ভাব্য সব উপায়ে জনগণকে জানানোর জন্য প্রকাশ করতে পারি।'

এরই মধ্যে আরো বড় বড় ঘটনাবলীর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শীঘ্রই হারিয়ে গেল। এর সাথে ভেসে গেল কেবল মামলার তদন্তকারীরাই নয়, কেরেন্স্কির মত নতুন 'হিরো' সহ প্রাচীন রাশিয়ার সবকিছু। কখনো ভাবিনি যে আমাকে এ বিষয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু এক লেখক বিষয়টিকে কুড়িয়ে এনে সেই অপবাদকে সমর্থন করলেন। তার নাম কেরেন্স্কি। বিপ্লবের এগারো বছর পর, ১৯২৮ সনে তিনি আবার হঠাৎ লাফিয়ে মাথায় চড়লেন এবং অনিবার্যভাবেই নিজেকে ধুয়ে মুছে সাফ করলেন। কেরেন্স্কি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিকরা ছিল জার্মান দালাল। লেনিন জার্মান জেনারেলদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। রুশ সেনাবাহিনী এবং রুশ সাম্রাজ্যকে বিভক্ত ও নেতৃত্বহীন করার জন্য তাদের গোপন নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। তার হাস্যকর বইয়ের ২৯০-৩০০ পৃষ্ঠায় এসব তিনি বিস্তারিত লিখেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনাবলী দিয়ে আমি কেরেন্স্কির বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করি। কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি এত কিছু ঘটার পরেও, এ সময় তিনি সেই মিথ্যা অভিযোগগুলো উত্থাপনের দুঃসাহস করবেন। কিন্তু তিনি ঠিক তাই করলেন। তিনি লিখলেন: 'যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় মুহর্তে রাশিয়ার সাথে লেনিনের বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক সত্য।'

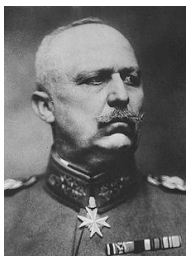
প্রশ্ন হলো, তখন কে এবং কখন এসব সন্দেহাতীত প্রমাণাদি যোগান দিল? কেরেন্স্কি এক্ষেত্রে সদম্ভে অযৌক্তিক মিথ্যা গল্পে ফাঁদেন। তিনি বর্ণনা দেন জার্মান জেনারেলরা রুশ যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে লোক রিক্রুট করে প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়দা করে রুশ বাহিনীতে গুপ্তচর হিসেবে ঢুকিয়ে দিত। রিক্রুটরা নিজেরাও জানত না যে, তারা রুশ বিরোধী জার্মান গুপ্তচর। এদেরই একজন কেরেন্স্কিকে গুপ্তচর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এটা সত্যিও হতে পারে বা কল্পিতও হতে পারে, কিন্তু তিনি নিজেই বিষাদগ্রস্ত রোগীর মত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্তব্য করেন, 'এসব গোপন তথ্য ফাঁস করারও কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই।' এমনকি তার নিজের কথা থেকেও বোঝা যায় যে, কোন পাতি রোমাঞ্চ সন্ধানী তার নাকে রসি লাগিয়ে ঘুরিয়েছে। তিনি নিজেই যখন বলেন এসব গল্প গুরুত্বহীন, তখন এ ধরনের কল্পকাহিনীর সাথে লেনিনের বা বলশেভিকদের যে কোন সম্পর্ক নেই, এটা কে না বুঝবে। তবে প্রশ্ন, কেন তিনি এটা বলতে গেলেন ? তার

একমাত্র কারণ তিনি চান তার গল্প পূর্ণ হোক এবং তার প্রচারণা আরো গুরুত্ব পাক। তাকে যে তথ্য দিয়েছে তার মত তিনিও পাঠকদের নাকে রসি দিয়ে ঘোরাতে চেয়েছেন।

হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, তার প্রথম মামলার কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু তারপর, অন্য সূত্র থেকে 'বেশ মূল্যবান' তথ্য পান এবং সে তথ্যে 'নিঃসন্দেহে প্রমাণিত' যে বলশেভিকরা জার্মান জেনারেলদের সাথে যোগাযোগ রাখতো।' পাঠক, 'নিঃসন্দেহে প্রমাণিত' শব্দ দুটি'র প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। তারপরে রয়েছে : 'যে যে উপায়ে ও প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ রাখা হতো তাও 'প্রমাণ করা যেত'। 'প্রমাণ করা যেত' কথাটি দ্ব্যর্থবোধক এবং সন্দেহজনক। তা কি প্রমাণ করা হয়েছিল ? আমরা এখনই জানব। দয়া করে অধৈর্য হবেন না : এই গল্পের জনকেরই এগার বছর সময় লেগেছে তার মনের কথা খুলে বলতে। আমি এক্ষুণি বলছি।

'এপ্রিল মাসে, সেনা সদর দপ্তরে জেনারেল আলেক্সেয়েভের কাছে একজন য়ুক্রেনিয় অফিসার এসেছিল, নাম ইয়ার্মলিয়েঙ্কো।' আমরাও তার নাম শুনেছি। এসব কর্মকান্ডে সে-ই ছিল প্রধান হোতা। লক্ষ্য করার বিষয় যে, কেরেন্স্কি নিজেও সঠিক তথ্য জানতে আগ্রহী ছিলেন না বলে সত্যটা প্রকাশ করতে পারেননি। যে পাতি দুর্বৃত্তকে তিনি মঞ্চে এনেছেন, তার নাম কর্পোর‍্যাল ইয়েমলিয়েঙ্কো, য়ুক্রেনিয় অফিসার ইয়ার্মলিয়েঙ্কো নয়। কেরেন্স্কির কোর্ট ইন্সপেক্টর এই নামটা পর্যন্ত সঠিকভাবে তালিকাভূক্ত করতে পারেননি।

এবং তাই আসল গুপ্তচরের স্থলে কর্পোরাল ইয়েমলিয়েঙ্কো (কেরেনস্কি অজ্ঞতা থেকে তাকে বলেছেন



অফিসার) সদর দপ্তরে কল্পিত জার্মান গুপ্তচর হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। তাই বুর্জোয়া প্রেসও, যারা বলশেভিকদের চরম শত্রু মনে করতো, তার সাক্ষ্যের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। তারাও এ কথা মেনে নেয়নি যে, লেনিন ইতিহাসের মহানায়কের পরিবর্তে স্রেফ **লুদেনদর্ফের** (Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff) একজন কেনা দালাল। কেমন করে কর্পোরাল ইয়েমলিয়েঙ্কো এই গোপন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং কি প্রমাণ দিয়ে তিনি কেরেন্স্কিকে বিমোহিত করেন ? ইয়েমলিয়েঙ্কোর জবানবন্দি অনুসারে, সে য়ুক্রেনে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রপাগান্ডা চালাতে জার্মান স্টাফ থেকে নির্দেশনা পায়। কেরেন্স্কি তার সাথে যোগ করলেন, তাকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেয়া হয় : জার্মান দালালদের সাথে যোগাযোগ করার উপায়, ব্যাংকের নাম এবং কয়েকজন য়ুক্রেনিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরুত্বপূর্ণ দালালের নাম, যার মধ্যে লেনিনও ছিলেন। বইয়ে ছাপানো অক্ষরে (পৃষ্ঠা ২৯৫-৬) লেখা এ সব তার নিজের রচিত সঙ্গীত। এখন আমাদের বোধহয় অন্তত এটুকু জানা দরকার যে, জার্মান জেনারেলরা তাদের গুপ্তচরদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতেন। যখন তারা কোন এক অচেনা অর্ধশিক্ষিত কর্পোরালকে গুপ্তচরের কাজে আগ্রহী দেখেন, তাকে সরাসরি জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের জুনিয়র অফিসারদের অবজার্ভেসনে না রেখে 'জার্মান প্রতিনিধির' সাথে যোগাযোগ করে, তক্ষুণি জার্মান এজেন্টদের সমস্ত নেটওয়ার্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এমনকি জার্মান গোপন তহবিল পরিচালনাকারী সবগুলো ব্যাংকের তালিকাও তার হাতে তুলে দেন। এবার আপনিই বলুন, মনে হয় না জার্মান স্টাফরা ডাহা বোকামীর কাজ করতো ? জেনারেলদের সম্পর্কে এরকম ধারণা হওয়ার কারণ দুই কর্পোরালের বিবরণ– একজন সামরিক কর্পোরাল ইয়েমলিয়েঙ্কো এবং অন্যজন রাজনৈতিক কর্পোরাল কেরেন্স্কি।

কিন্তু তারপরও, একজন মোটাবুদ্ধির নিম্নপদস্থ সেনা ইয়েমলিয়েঙ্কো, সত্যিই জার্মান গুপ্তচর সিস্টেমে এত বড় উঁচু পোস্টে নিয়োগ পেল! কেরেন্স্কি আমাদের তেমনটিই ভাবতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু আমরা কেবল তার বই-ই নয়, তার সকল তথ্যের উৎসও জেনে গেছি। ইয়েমলিয়েঙ্কো কেরেন্স্কির চেয়ে অনেক সরল মানুষ। তার সাক্ষ্যে বোকার মত সামান্য রোমাঞ্চের আশ্রয় নিয়ে নিজেই বলেছেন জার্মান জেনারেলরা তাকে ১৫০০ রুবল দিয়েছিল। ভাবুন, সে সময়ের সর্বোচ্চ মূল্যহ্রাসের মুদ্রা– য়ুক্রেনকে বিচ্ছিন্ন এবং কেরেন্স্কির উৎখাত করার যাবতীয় ফন্দি ফিকির খরচ! সে তার সাক্ষ্যে অকপটেই স্বীকার করেছে (এটি এখন প্রকাশিত) যে, সে এত কম অর্থ দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় কিন্তু জার্মানদের কিপ্টেমির কাছে সব ব্যর্থ হয়। ইয়েমলিয়েঙ্কো প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলো, 'রুবল এত কম কেন?' কিন্তু 'পরিচালকরা' তার কথা শোনেনি। তবে সে আমাদের বলেনি, সে লুদেনদর্ফ, হিন্দেনবর্গ, স্বয়ং ক্রাউন প্রিন্স কাইজারের সঙ্গে সে এ নিয়ে দরদস্তুর করেছে কিনা। সে একরোখাভাবেই 'পরিচালক'দের নাম বলেনি, যারা রাশিয়াকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করার জন্য যাতায়াত, সিগ্রেট ও মদের খরচ নির্বাহ করতে তাকে ১৫০০ রুবল দিয়েছিল। আমরা অনুমান করি যে,

অর্থটা খরচ করা হয়েছিল বেশীরভাগই মদের ক্ষেত্রে। এরপর কর্পোরালের জার্মান অর্থ ফুরিয়ে গেলে, বার্লিন নির্দেশিত ব্যাংকে না গিয়ে, সে সাহসের সাথে রুশ সদর দপ্তরে হাজির হয় দেশপ্রেমিক হিসেবে কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্য। তখন রাশিয়ার গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা তাকে পেয়ে বসে এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কাজে লাগায়। এর ফলে কর্পোরালের অপরিণত মস্তিষ্কে দু'ধরনের মনোভাব প্রতিফলিত হয়। একদিকে সে জার্মান লেফটেন্যান্টের বিরুদ্ধে তার মনের খেদ, যে তাকে মাত্র ১৫০০ রুবল দেয়, গোপন রাখতে পারেনি এবং অন্যদিকে সে ভুলে যায়নি যে তাকে 'জার্মান পরিচালনাকারী প্রতিনিধিরা' সমগ্র জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টের এবং ব্যাংকগুলোর তালিকা দেয়া হয়েছিল।

'কতিপয় য়ুক্রেনিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী' যাদের নাম ইয়েমেলিয়েঙ্কো কেরেন্স্কির কাছে প্রকাশ করেন, তারা কে কে ছিলেন? এ সম্পর্কে কেরেনস্কির বইয়ে কোন তথ্য নেই। ইয়েমেলিয়েঙ্কোর কিছু কিছু দুঃখজনক মিথ্যাচারকে ঢাকার জন্য কেরেন্স্কি নিজে কয়েকজনের নাম যোগ করেন। আদালতে সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের সময় ইয়েমেলিয়েঙ্কো একজন মাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীর নাম বলেছিলেন। তার নাম স্করোপিস–আয়োল্টুখভ্স্কি। কিন্তু তিনি নাম সম্পর্কে নিরব থেকেছেন, কারণ নাম উল্লেখ করলে তাকে স্বীকার করতেই হতো যে ইয়েমেলিয়েঙ্কো আর কারো নাম বলেনি। আয়োল্টুখভ্স্কির নাম সবাই জানে। যুদ্ধের সময় পত্রিকায় এ নাম কয়েকবারই এসেছিল। এবং তিনি নিজেও জার্মান জেনারেলদের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগের কথা স্বীকার করেছেন। প্যারিসে 'নাসে শ্লোভো' পত্রিকায় ১৯১৪ সালের দিকে, আমি চিহ্নিত করেছিলাম যে য়ুক্রেনিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্ষুদ্র একটা গ্রুপ জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ রক্ষা করে। আমি আয়োল্টুখভ্স্কি সহ তাদের সবার নাম উল্লেখ করি। কিন্তু আমাদেরকে বলা হয় যে, ইয়েমেলিয়েঙ্কু কেবল 'কয়েকজন য়ুক্রেনিয় চ্ছিন্নতাবাদীর' নামই নয়, তার সঙ্গে লেনিনের নামও বলেছে। খোদ ইয়েমেলিয়েঙ্ককেও পাঠানো হয় বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচার কাজে। কিন্তু লেনিনের নাম সে বলতে যাবে কেন? কেরেন্স্কি এর উত্তর দেননি এবং এটি এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ও নয়।

ইয়েমেলিয়েঙ্কুর সাথে লেনিনের কোন যোগাযোগ ছিল না। সে নির্বোধের মতো লেনিনের নাম নিয়ে টানা-টানি করে। যে লোকটি কেরেন্স্কিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে বলেছে কি করে দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থের বিনিময়ে জার্মান গুপ্তচর হিসেবে যোগ দিয়েছে; কি করে গোপন ফান্ড ১৫০০ রুবল থেকে আরো বাড়ানোর দাবী পেশ করেছে; কি করে সে জেনেছে যে, তার ভবিষ্যত ডিউটি হবে গুপ্তচরবৃত্তি, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। তারপর তাকে আদালতে জেরা করার সময় সে বলেছে যে, সে রাশিয়ায় কাজ করতে যাবে, তবে 'একা নয়', 'লেনিন এবং তার অনুসারীরাও সেখানে এভাবে কাজ করছে'। এগুলো আক্ষরিক অর্থে তার সাক্ষ্যের মূল অংশ। মনে হয় যেন, কোন বাস্তব কারণ ছাড়াই একজন পাতি এজেন্টকে ব্রিজ উড়ানোর জন্য এবং একইভাবে লেনিন ও লুদেনদর্ফের গোপন সম্পর্ক জানার জন্য নিয়োগ করেছে। ইয়েমেলিয়েঙ্কো তার সাক্ষ্যের শেষ দিকে হঠাৎ অন্য একজনের বরাত দিয়ে যোগ করেছিল যে, 'লেনিন বার্লিনে জার্মান জেনারেলদের সঙ্গে এক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে তিনি স্করোপিস- আয়োল্টুখভ্স্কির বাড়িতে উঠেন। এটা আমি পরে জেনেছি।' এবং এ টুকুনই। সে কি করে তা পেল তার ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি শব্দও বলেনি।

কোর্ট এক্সামিনার, আলেক্সান্দ্রভ এই সত্য বের করার জন্য তাকে কোন জেরাই করলেন না। যুদ্ধের সময় একজন কর্পোরাল কি করে লেনিনকে বার্লিনে খুঁজে বের করলেন বা পেলেন এবং তিনি স্করোপিসের সাথে কোথায় কেমন করে ছিলেন এসব সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করলেন না। অথবা করলেও তার অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য উত্তর রেকর্ড করেননি। এসব গাঁজাখুরী গল্প কে বিশ্বাস করবে ! কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয়, তথাকথিত রাষ্ট্রনায়ক আগে থেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, পাঠকরা এটা বিশ্বাস করবেনই এবং তিনি পাঠকদের বিশ্বাস করার জন্য আমন্ত্রণও জানাবেন।

জেরা এখানেই শেষ। মিলিটারী কর্পোরালের আর কিছুই বলার ছিল না। রাজনৈতিক কর্পোরাল বাকিটা অনুমান করে নিলেন। আমরা তাকেই অনুসরণ করব। কেরেন্স্কি তার সাথে যোগ করলেন, 'প্রভিশনাল সরকার দেখল, সে স্বয়ং এ জটিল সমস্যার মুখোমুখি– অর্থাৎ ইয়েমেলিয়েঙ্কোর ফাঁস করা ঘটনার সূত্র নিয়ে আরো তদন্ত করা দরকার, যেসব গোয়েন্দারা লেনিন এবং লুদেনদর্ফের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেছে তাদেরকে নিবিড়ভাবে ফলো করা দরকার এবং অপরাধীদের বমাল হাতে-নাতে ধরা দরকার ।

এই উঁচা-লম্বা বাক্যটি দু'টি সূত্র নির্দেশ করে: মিথ্যাচার এবং কাপুরুষতা। এই প্রথম লুদেনদর্ফকে দৃশ্যপটে আনা হয়। ইয়ের্মলিয়েঙ্কো একটি জার্মান নামও মুখে আনেনি : এ কর্পোরালের মাথা ছোট এটা সবাই জানে। যেসব এজেন্ট লেনিন এবং লুদেনদর্ফের যোগাযোগ অনুসরন করেছেন কেরেন্স্কি তাদের সম্পর্কে নিবিড় গবেষণার কথা বলেছেন। অথচ তাদের নাম-পরিচয় কারো জানা নেই। এক দিক থেকে মনে হয় সূত্র খুবই সুনির্দিষ্ট। এজেন্টদের সম্পর্কে তিনি একটা প্লেটনিক ধারণা পোষণ করেছিলেন। যদি তিনি নিবিড় গবেষণাই চাইতেন, তবে তার কাজ ছিল অজানা লোকজনের পেছনে লাগা। তা না করে মৌখিক চাতুরী দিয়ে তিনিও নিজের বোকামীই প্রকাশ করলেন।

কেরেন্স্কির বিবরণ অনুযায়ী তদন্ত এত গোপনে করা হয়েছিল যে মাত্র চারজন মন্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতো না। এমন এক কি বেচারা জাস্টিস মিনিস্টার পেরেভিয়েৰ্জেবকেও বিষয়টি জানানো হয় নি। এই হচ্ছে সত্যিকার রাষ্ট্রনায়কোচিত কাজ ! যে সময় জার্মান জেনারেল স্টাফ টম, ডিক ও হ্যারিদের কাছে তাদের বিশ্বস্ত ব্যাংকের নামই শুধু নয়, সবচেয়ে বড় বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের যোগসাজসের কথাও ফাঁস করে দিচ্ছিল, তখন কেরেন্স্কি করলেন ঠিক তার উল্টোটা। তিনি লুদেনদর্ফের এজেন্টদের অনুসরণ করার জন্য নিজে ছাড়া তিনজন মন্ত্রীই শুধু পেলেন।

কেরেন্স্কির নিজের কথা, 'কাজটি ছিল অত্যন্ত জটিল, অসুবিধাজনক এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ'। আমরা তাই বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্যাট্রিয়টিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কেরেন্স্কি অনেকগুলো শব্দ দিয়ে যা বলেছেন: 'আমাদের মামলার সাফল্য ছিল লেনিনের জন্য স্রেফ নিশ্চিহ্ন হওয়ার মত। জার্মানীর সাথে তার যোগসাজস প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

আসুন আমরা স্মরণ করি কিভাবে এবং কার দ্বারা 'প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত' হয় ?

এই পয়েন্টে এসে কেরেন্স্কি তার 'ক্রাইম নভেলে' দু'জন জনপ্রিয় পোলিস বিপ্লবী, **গ্যানেট্স্কি** ((Yakov



Ganetsky) ও কজলোভ্স্কি (kozlovsky) এবং জনৈক মাদাম সুমেন্সনের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে মাদাম সম্পর্কে কোন তথ্য কিংবা এ নামে কারো অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়নি। এই তিনজন ছিলেন যোগাযোগ রক্ষার এজেন্ট। কেরেন্স্কি কিসের ভিত্তিতে এ দু'জনকে, যারা এখনও বেঁচে আছেন, লেনিন ও লুদেনদর্ফের মধ্যে যোগাযোগের এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করলেন ? ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের দিনগুলোতে জারতন্ত্রের গোয়েন্দারা ষড়যন্ত্র করে তাদের জন্ম দিয়েছিল। তাই, কেরেন্স্কিও তার গল্পের পাতায় তাদের জন্ম দিয়েছেন।

কেরেন্স্কির গল্পটি এরকম: 'স্টকহোম থেকে বলশেভিক জার্মান এজেন্ট নিজের সাথে অখন্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত কিছু ডকুমেন্ট বহন করে। এ ব্যাপারে সে লেনিন এবং জার্মান হাই কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করছিল । এমতাবস্থায় তাকে রুশ–সুইডিশ বর্ডারে পাকড়াও করা হয়। তার যথার্থ প্রমাণ আমাদের কাছে ছিল।'

জানা যায় যে, এই এজেন্টই ছিলেন গ্যানেট্স্কি। চার মন্ত্রীর মধ্যে, স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রধানমন্ত্রী কেরেন্স্কি নিশ্চয়ই অসফল কাজ করেননি। আমরা দেখি বলশেভিক এজেন্ট স্টকহোম থেকে তার সঙ্গে যেসব ডকুমেন্ট বহন করেন, সেগুলো সম্পর্কে কেরেন্স্কি (তার কথানুযায়ী) আগেই জানতেন। এই ডকুমেন্টই অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিল যে লেনিন লুদেনদর্ফের এজেন্ট ছিলেন। কিন্তু কেন কেরেন্স্কি এই গোপন জ্ঞান (ডকুমেন্ট) আমাদের জানতে দেননি। কেন তিনি অন্তত সামান্য কিছু শব্দ সংকেতও দেননি তারা কারা ছিল ? তিনি কেন বলেননি, এসব ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু কি করে জেনেছিলেন ? কেন তিনি ব্যাখ্যা করেননি, জার্মানির বলশেভিক এজেন্টরূপে প্রমাণিত ব্যক্তি কিসের লোভে বা স্বার্থে এসব ডকুমেন্ট বহন করছিল ? এসব সম্পর্কে কেরেন্স্কি একটি শব্দও বলেননি। আবারও বলতে চাই, আমরা কি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, তার এই গাঁজাখুরী গল্প কোন বোকা বিশ্বাস করবে ?

কিন্তু উল্টো এটা জানা যায় যে, স্টকহোমের এজেন্ট নামে কেউ কখনো ধরা পড়েনি বা গ্রেফতারও হয়নি। যে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সম্পর্কে কেরেন্স্কি জানতেন ১৯১৭ সালে, তা আজ ১৯২৮ সনেও পাঠকদের অজানা এবং তা কখনো ধরা পড়েনি বা জব্দ করা হয়নি। বলশেভিক এজেন্ট এগুচ্ছিলেন সুইডিশ সীমান্ত পথে কিন্তু এখনো এসে পৌঁছেননি। কেন ? কারণ বিচার মন্ত্রী পেরেভিয়েৰ্জেভ তাকে অনুসরণ করেননি এবং কর্পোরাল

ইয়েমেলিয়েঙ্কোর সাক্ষ্যের বিশাল গোপন বিষয় তাড়তাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং সাফল্য অর্জিত হোল কত দ্রুত এবং কত সহজে!

মুখ্যত তেরেশ্চেঙ্কোর প্রভিশনাল সরকারের 'দু'মাসের কাজ ব্যর্থ হলো, যা নিবেদিত ছিল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে।' এ শব্দগুলো কেরেন্স্কির লেখা। বিশেষ করে 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত' হওয়া লক্ষণীয়। আগের পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন,'এই কাজের সাফল্য ছিল স্রেফ লেনিনের নিশ্চিহ্ন হওয়া'; তার লুদেনদর্ফের সাথে যোগসাজশ ছিল 'অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত'। এবার আমরা পড়ছি 'দু'মাসের কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো'। এ সবকিছু কি প্রশ্নবিদ্ধ করে না এবং ভন্ডামী মনে হয় না ?

চার মন্ত্রীর কল্পিত মাদাম সুমেন্সনের পেছনে লেগে ব্যর্থ হওয়াতেও কেরেন্স্কি হতোদ্যম হননি। তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন বলশেভিকদের সাথে লুদেনদর্ফের কানেকশনের গল্প: 'ইতিহাসের কাছে আমার দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বলছি, আমি এ বিষয়ে শুধু পেত্রগ্রাদের আঞ্চলিক কোর্টের সরকার পক্ষের এটর্নির কথাগুলো পুনরুল্লেখ করতে চাই।' এই তার শেষ কথা। এভাবেই তিনি ১৯২৭ সনে জনতার সামনে হাজির হয়ে 'ইতিহাসের কাছে আমার দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বলছি' বলে বুর্জোয়া সেচ্ছাসেবকদের বাম সহচর, জিমনেসিয়ামের ছাত্র এবং গণতন্ত্রমনা তরুনীদের চমকে দেন। এই ছিলেন কেরেন্স্কি, এই ছিল তার পুরো মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী, এই ছিল অতুলনীয় রাজনৈতিক কর্পোরাল এবং এই ছিল তার আত্মপ্রেম। এই পবিত্র শপথ নেয়ার পর কয়েক পৃষ্ঠা পার হলে দেখা যায় তার আরেকটি মারাত্মক স্বীকারোক্তি : 'আমরা প্রভিশনাল সরকার এভাবেই চীরতরে (!) হারিয়ে যাই।' এ তথ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে চাইলেন লেনিনের বিশ্বাসঘাতকতা ।

'চিরতরে হারিয়ে যাই' বলে সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন ইয়েমেলিয়েঙ্কোর কাঁধে। বাকী রইল মাত্র ইতিহাসের সামনে শপথের ইজ্জতটুকু ।

এমনকি এটাই শেষ নয়। কেরেন্স্কির মিথ্যাচার ও কাপুরুষতাই স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় আমার মামলায়ও অন্য সবার চেয়ে তার ভূমিকা ছিল বেশী। তার হুকুম অনুযায়ী যেসব জার্মান এজেন্টদের গ্রেফতার করা হবে, তার সর্বশেষ তালিকায় তিনি সংযতভাবে মন্তব্য করেছেন: 'অল্প ক'দিনের মধ্যেই ট্রটস্কি ও লুনাচারস্কিকে গ্রেফতার করা হয়।' জার্মান গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে যে ষড়যন্ত্র করা হয় তাতে তিনি এক স্থানেই আমার নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি এটা করেন তার অস্পষ্ট গবেষণা, কথার ফুলঝুরি এবং 'শব্দের সম্মান' রক্ষা করা ছাড়াই। এর পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। কেরেন্স্কি কোনমতেই আমার নাম উল্লেখ না করে পারেন না, কারণ তার সরকার লেনিনের জন্য যে অভিযোগ এনেছিল একই অভিযোগে আমাকেও গ্রেফতার করে। কিন্তু তিনি আমার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করাতে পারেননি। কারণ তার সরকার আমার মামলায় ইতিপূর্বে বর্ণিত 'গাধার ক্ষুর' এর কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তাই আমাকে ফাঁসানো যায়নি।

কোর্ট এক্সামিনার অলেক্সান্দ্রভ আমার বিরুদ্ধে আদালতে একমাত্র অভিযোগ দাখিল করেছিলেন যে, লেনিনের সঙ্গে আমিও একটি বদ্ধ গাড়িতে করে জার্মানির ভেতর দিয়ে পাড়ি দিয়েছি। জারতন্ত্রী বিচার বিভাগের বুড়ো পাহারাদাররা চিনতে পারেনি যে, বদ্ধ গাড়িতে লেনিনের সাথে ছিলেন মেনশেভিকদের নেতা মার্তভ। আমি রাশিয়ায় আসি ন্যুয়র্ক থেকে কানাডার বন্দীশিবির এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া হয়ে লেনিনের একমাস পর। এমন সব ঘৃণিত মিথ্যুকদের দ্বারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় যে, আমরা কে কোন পথে রাশিয়ায় এসে পৌঁছাই পত্রিকা খুঁজলেই তা জানা যেত, তারা এটাও ভাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমি আদালতকে তক্ষুণি সেসব পত্র-পত্রিকা দেখাই। কেরেন্স্কির ছোট বিশ্রী পত্রিকাতেও এ খবরটি ছিল, সেটি আমি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পিঠ দেখাই। তারপর প্রভিশনাল সরকারকে প্রতিবাদলিপি পাঠাই। এই পয়েন্টেই কেরেন্স্কির অপরাধ তার বইয়ের পাঠকদের কাছে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। তিনি জানতেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তার বিচারালয় কত অপমানজনকভাবে ফেঁসে গেছে। তাই জার্মান গুপ্তচর মামলায় আমাকে অন্তর্ভূক্ত করলেও, তিনি এবং তার তিন মন্ত্রী আমাকে জার্মানীতে অনুসরণ করেছেন মর্মে একটি শব্দও বলেননি। যদিও তখন আমি কানাডায় যুদ্ধবন্দি শিবিরে লড়াই করছিলাম।

মিথ্যা অপবাদকারীরা সিদ্ধান্ত টানে, 'যদি লেনিন জার্মান প্রচার যন্ত্রের এবং গুপ্তচর সিস্টেমের বস্তুগত এবং কৌশলগত শক্তির সহায়তা না পেতেন, তিনি কখনো রাশিয়াকে ধ্বংস করতে পারতেন না।' কেরেন্স্কি বিশ্বাস

করতে চান যে পুরনো শাসকচক্রকে (তিনি নিজে ও অন্যরা) উৎখাত করার পেছনে রাশিয়ার বিপ্লবী জনগণ নয় জার্মান গুপ্তচরবৃত্তিই দায়ী। কি অদ্ভূত সান্তনা! নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যও একটা ঐতিহাসিক দর্শন থাকা দরকার। এত বিশাল বড় একটি দেশের জনগণের জীবনের প্রতিনিধিত্ব করবে যারা, তারা পাশ্ববর্তি দেশের গুপ্তচরদের একটি প্রতিষ্ঠানের হাতের খেলনা হিসেবে থাকবে! কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যদি জার্মানির সামরিক ও প্রযুক্তি শক্তি কৃত্রিম উপায়ে, অল্প ক'দিনের মধ্যে কেরেন্স্কির গণতন্ত্রকে উৎখাত করে বলশেভিকদের ক্ষমতায় বসাতে পারে, তবে কেন আঁতাতের সবগুলো দেশ এক হয়ে তাদের বিপুল সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি দিয়ে বারো বছরেও বলশেভিকদের উৎখাত করতে পারেনি ? যাক, আসুন আমরা ঐতিহাসিক দর্শনের জগত নিয়ে টানাটানি না করে বাস্তব জগত নিয়েই থাকি। কি প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সাহায্য জার্মানি বলশেভিকদের করেছিল? এ সম্পর্কে কেরেন্স্কি একটি শব্দও বলেননি। ১৯১৭ সনে বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদে একটি ক্ষুদ্র খবরের কাগজ প্রকাশ করে আসছিল। ঠিক যুদ্ধের আগেও ১৯১২ সনে তারা এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। তবে, তাদের ছিল আন্দোলনকারী, অন্য কথায় একটি বিপ্লবী পার্টি এবং জনসমর্থন। তারপর, জার্মান গুপ্তচর সিস্টেম কোথায় সাহায্য করেছিল ? এরও কোন উত্তর কেরেন্স্কি তার বইতে দেননি। যে কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, তবে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলো কেন?

আমরা, আমাদের নিদারুণ বিরক্তি দমিয়ে সমুদ্র পীড়ায় লেবু চোষার মতো এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতে কেরেন্স্কির 'ঐতিহাসিক' সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। একটি যুক্তিও উপেক্ষা করিনি কিংবা অবিবেচনাধীন রাখিনি। যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এই গার্বেজ থেকে পুরনো ময়লা খুঁজে ফেরা ঠিক হবে কিনা এই সন্দেহ আমাদের নিরন্তর পীড়া দিত। লুদেনদর্ফ, হিন্ডেনবার্গসহ আরো অনেক জার্মান স্টাফ আজও জীবিত। তারা সবাই বলশেভিকদের তথ্যসূত্র। তারাও তো বলতে পারে। পুরনো দিনের গোপনীয়তা ফাঁস করতে এখন বাধা কোথায়? জার্মানিতে ক্ষমতা এখন সোশ্যাল ডেমোক্রেসির হাতে। পুরনো আর্কাইভের সবখানে তাদের অবারিত প্রবেশাধিকারও রয়েছে। যদি লুদেনদর্ফের সাথে লেনিনের যোগাযোগের কথা ইয়ের্মলিয়েঙ্কো গোপন না করে থাকে, নিশ্চয়ই জার্মানিতে অনেকেই আছেন যারা রুশ কর্পোরালের মত গোপন তথ্য জানতেন। বলশেভিকদের অক্টোবর বিপ্লবের এমন সব নিষ্করুণ শত্রুরা নীরব কেন?

এটা সত্য যে, কেরেন্স্কি লুদেনদর্ফের স্মৃতিকথার সূত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব স্মৃতিকথা থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে এসেছে যে, লুদেনদর্ফ আশা করেছিলেন যে রুশ বিপ্লব– মানে প্রথমে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং পরে অক্টোবর বিপ্লব– রুশ বাহিনীকে দুর্বল ও ছত্রভঙ্গ করে দিবে। তার এসব দুরভিসন্ধি ফাঁস করার জন্য স্মৃতিকথার সূত্র উল্লেখ করার দরকার হয় না। সত্য ঘটনা এই যে, তিনি একদল বিপ্লবীকে জার্মানীর ভেতর দিয়ে পার হবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেটাই যথেষ্ট। লুদেনদর্ফের দিক থেকে তখনকার জার্মানির সামরিক পরিস্থিতিতে এটা ছিল একটা এডভেঞ্চার। লেনিন নিজে থেকেই লুদেনদর্ফের দুরভিসন্ধির সুযোগ নিয়েছিলেন। লুদেনদর্ফ স্বগতোক্তি করেছিলেন: 'লেনিন পট্রিয়টদের আগে উৎখাত করুক, তারপর আমি তাকে এবং তার বন্ধুদের ফাঁসিতে ঝোলাবো।' অন্য দিকে লেনিনও নিজেকে নিজে বলেছিলেন: 'আমি আগে লুদেনদর্ফের গাড়িতে করে জার্মানীর ভেতর দিয়ে দেশে পৌঁছি, তারপর এই সেবার জন্য আমার মতো করে তার দাম শোধ করবো।'

দুই বিপরীত ঐতিহাসিক পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। এই পয়েন্টটি হলো 'বদ্ধ গাড়িটি'। এই হচ্ছে সত্যিকার ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা প্রমাণ করতে কেরেন্স্কিদের মতো মেধাবী গোয়েন্দার দরকার ছিল না। তখন থেকেই ইতিহাস সময় খুঁজছে উভয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। ২৫শে অক্টোবর (৭ নভেম্বর) ১৯১৭ বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে। ঠিক তার এক বছর পর, রুশ বিপ্লবের শক্তিশালী প্রভাবে জার্মানির বিপ্লবী জনতা লুদেনদর্ফ এবং তার প্রভূদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এবং তার দশ বছর পরে সেই গণতান্ত্রিক আত্মপ্রেমিক, ইতিহাস যার অনুভূতিতে আঘাত হানে, এক নির্বোধ অপবাদকে নতুন জীবন দিতে চেষ্টা করেন। এটা লেনিনের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো নয়, বরং এক মহান জাতি এবং তার বিপ্লবের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটানো।

২৬। জুলাই থেকে অক্টোবর।

রণাঙ্গনে কেরেন্স্কির প্রভিশনাল সরকার আক্রমণে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। আমি তার উপর আমি একটি বিবৃতি তৈরি করি। বিবৃতিটি সেভিয়েতসমুহের কংগ্রেসে জুনের ৪ তারিখে বলশেভিক দলের পক্ষ থেকে পড়ে শোনানো হয়। আমরা সতর্ক করেছিলাম যে, এই আক্রমণ হবে এক বিপজ্জনক সমরাভিযান এবং সেনাবাহিনীর অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। কিন্তু প্রভিশনাল সরকার তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে কেবল যুদ্ধোন্মাদনাই ছড়াচ্ছিলেন। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। মন্ত্রীরা ভাবছিলেন সৈনিকদেরকে তাদের (মন্ত্রীদের) ইচ্ছেমত সে পথ থেকে ফেরাবেন। কেরেন্স্কি প্রতিটি রণাঙ্গন পরিদর্শন করলেন। নিজে হাঁটু মুড়ে ভূমি চুম্বন করলেন, সৈন্যদেরকে শপথ ও শাস্তির ভয় দেখালেন– অর্থাৎ, সম্ভাব্য সব রকমের ভাঁড়ামী দেখালেন কিন্তু সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টের একটি চাহিদাও মেটাতে পারলেন না। তিনি লোক দেখানো সস্তা কর্মকান্ড দিয়ে নিজেকেই প্রতারণা করলেন। সোভিয়েত কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ের নিশ্চয়তা দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার হুকুম দিয়ে এলেন। বলশেভিকরা যেহেতু আগেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল, বিপর্যয় নেমে এলে তাদের বলির পাঁঠা বানানো হল। হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকলো। কাদেত পার্টি এতদিন সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা চারদিক থেকে আমাদের 'কল্লা' চাওয়া শুরু করল।

প্রভিশনাল সরকারের প্রতি জন-সমর্থন নৈরাশ্যজনকভাবে কমে গেল। বিপ্লবের এই (দ্বিতীয়) স্তরে পেত্রগ্রাদও ছিল অনেক পেছনে। জুলাইয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়া অগ্রগামি বাহিনীই কেরেন্স্কি সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। এটি তাদের কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিলনা, একটু গভীরে গিয়ে শত্রুপক্ষের শক্তি-সামর্থ্যের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা ছিল মাত্র। তবে জুলাইয়ে অপ্রত্যাশিত মুখোমুখি সংঘর্ষে স্পষ্ট হয় যে, কেরেন্স্কির পেছনে কোন 'গণতন্ত্রমনা' বাহিনী নেই। আমাদের বিরুদ্ধে তাকে কেবল প্রতিবিপ্লবীরাই সমর্থন দিচ্ছিল।

তুরিদ প্রাসাদে (Taurid Palace) অনুষ্ঠিত **অধিবেশনে** জুলাইয়ের ৩ তারিখে জানলাম যে আর্মার্ড রেজিমেন্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভে তারা অন্যান্য বাহিনী এবং কারখানার শ্রমিকদের তাদের সাথে যোগ দেয়ার আহবান জানায়। সংবাদটি অবাক হওয়ার মত। বিক্ষোভ শুরু হয় সাধারণ সৈন্যদর স্বতঃস্ফুর্ত উদ্যোগে। পরদিন এটা আরও বহুদূর গড়ায়। এ সময় আমাদের পার্টিও তাদের সাথে যোগ দেয়। তুরিদ প্রাসাদ লোকে লোকারণ্য। তাদের একটাই শ্লোগান 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দাও'। প্রাসাদের সামনে একদল লোক সন্দেহজনকভাবে জনতা থেকে আলাদা অবস্থান নিয়েছিল। তারা কৃষিমন্ত্রী **চের্নভকে** (Viktor Mikhailovich Chernov) পাকড়াও করে একটি মোটরগাড়িতে তুলে নেয়। উপস্থিত জনতা দেখেও না দেখার ভান করে। তার প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। চের্নভ ছিনতাই এবং বিপদে পড়ার খবর





প্রাসাদের ভেতর পৌঁছে যায়। পপুলিস্টরা সিদ্ধান্ত নিল তাদের নেতাকে উদ্ধারের জন্য আর্মার্ড গাড়ি ব্যবহার করবে। জনপ্রিয়তা পড়ে যাওয়ায় তারা ভয় পেয়ে শক্ত হাত দেখাতে চায়। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম চের্নভের সাথে মোটর গাড়িতে উঠব। যেন পরে অন্তত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু বাল্টিক নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট রাস্কিল্নিকভ (Fyodor Raskilnikov) নামের এক বলশেভিক, ক্রনস্টাড (Kronstadt) নৌসেনাদের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে খুব উত্তেজিতভাবে তক্ষুনি চেনর্ভকে ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। সে বলছিল সে ক্রনস্টাডের সৈন্যরা তাকে ছিনতাই করেছে। আমি রাস্কিল্নিকভের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেই। উত্তেজিত লেফটেন্যান্টের স্মৃতিকথায় তার নিজের ভাষাতেই ব্যাপারটি শোনা যাক,

"কমরেড ট্রটস্কি হস্তক্ষেপ না করলে কতক্ষণ ধরে এই গণউদ্দামতা চলতো বলা খুব শক্ত। তিনি মোটরগাড়ীর সামনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তার বলিষ্ঠ হাত নেড়ে জনতাকে চুপ করার সংকেত দিলেন। তৎক্ষণাৎ সবকিছু শান্ত হয়ে একেবারে মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল। পরিস্কার এবং উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিত করে লেভ ডেভিডোভিচ জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষে বললেন, চের্নভকে মারতে চাও কে কে হাত উঠাও দেখি।' কেউ আর মুখ খুলল না, কেউ প্রতিবাদও জানালো না। ট্রটস্কি কৃষিমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে 'সম্মানিত চের্নভ, আপনি এখন মুক্ত' বলে তাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে অনুরোধ করলেন। চের্নভের তখন আধামরা অবস্থা। আমি তাকে মোটরগাড়ি থেকে টেনে নামালাম। তিনি ভাবলেশহীন, দ্বিধান্বিত এবং বিধ্বস্তভাবে টলমলে পায়ে প্রাসাদের লবিতে অদৃশ্য হলেন। আত্মতৃপ্তি আর বিজয়ের গর্বে গর্বিত লেভ ডেভিডোভিচ দৃঢ় পায়ে তার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন।"

করুণ রসের অতিরঞ্জিত অংশটুকু বাদ দিলে, বর্ণিত দৃশ্যটি পুরোপুরি সত্য। তবে বলশেভিকদের বৈরী সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেছিল যে, আমি চের্নভকে ছিনতাই করে বিনা বিচারে হত্যা করার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে চের্নভও নীরব থাকলেন। কি কোরে 'জনগণের' মন্ত্রী সলজ্জভাবে ঋণ স্বীকার করবেন যে, একজন বলশেভিক তাকে বাঁচানোর জন্য হস্তক্ষেপ করেছে?

বাইরের বিক্ষোভের সূত্র ধরে একের পর এক প্রতিনিধিরা দাবী জানাতে থাকলো যে, এক্সিকিউটিভ কমিটি ক্ষমতা গ্রহণ করুক। চিজে, জেরেটেলি, ড্যান এবং গোজ প্রেসিডিয়ামে স্থানুর মতো বসে। তারা প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিষ্ক্রিয় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিংবা পরস্পরের দিকে উত্তেজিত ও দুর্বোধ্য দৃষ্টি



বিনিময় করছিল। বলশেভিকরা একের পর এক শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিল। প্রেসিডিয়ামের মেম্বাররা একেবারে নিশ্চুপ। তারা কার যেন অপেক্ষা করছিল। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা পার হলো। অতঃপর গভীর রাতে, হঠাৎ ট্রাম্পেটের বাজনায় প্রাসাদের সমস্ত হলঘর প্রকম্পিত হয়ে উঠল। প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা এবার যেন জীবন ফিরে পেল। তাদের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ যেন চালু হল। কেউ একজন ভাবগম্ভীর স্বরে জানালো যে রণাঙ্গন থেকে **ভলিন রেজিমেন্ট** (Volinsky Guards Regiment) এসে পৌঁচেছে। তারা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সেবায় নিয়োজিত থাকবে। পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে 'গণতন্ত্র' বিশ্বাসীদের বিশ্বস্ত একটি ইউনিটও নাই। তাই তারা রণাঙ্গন থেকে সেনাবাহিনী (ভলিন) না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল।

এখন অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে গেল। প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দেয়া হল। বলশোভিকদের কথা বলা নিষিদ্ধ হল। গণতন্ত্রের নেতারা এতক্ষণ জনতার রোষে পড়ে কষ্ট পাওয়ার প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ শুরু করলো আমাদের উপর। এক্সিকিউটিভ কমিটির প্লাটফর্ম থেকে বক্তৃতায় বলা হোল বিপ্লবী সেনারা একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করেছে। বলশেভিক পার্টিকে প্রতিবিপ্লবী ঘোষণা করা হোল। ভলিন রেজিমেন্ট এসব কর্মকান্ড করেছিল। সাড়ে তিন মাস পরে, এই রেজিমেন্টই কেরেন্স্কি সরকারকে উৎখাতে আন্তরিক সহযোগিতা করে।



পঞ্চম দিন সকালে আমি লেনিনের সঙ্গে দেখা করি। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। লেনিন বললেন 'এখন তারা একে একে আমাদের গুলি করে হত্যা করবে, এটাই তাদের উপযুক্ত নয়।' তিনি বিরোধী পক্ষকে ওভার এস্টিমেট করেছিলেন। কিন্তু তারা আমাদের একে একে গুলি না করলেও একেবারে কমও করনি। বলশেভিকদের রাস্তায় পিটিয়ে খুন করা হচ্ছিল। সামরিক ছাত্ররা **ক্সেসিন্সকায়া প্রাসাদ** (Kseshinskaya Palace) এবং প্রাভদার প্রিন্টিং কারখানা লুট করে। ছাপাখানার সামনের রাস্তায় সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারমধ্যে আমার 'মিথ্যা অপবাদকারীদের প্রতি' পুস্তিকার পান্ডুলিপিটিও ছিল। জুলাইয়ে গভীর অনুসন্ধানী অপারেশন একপেশে লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। শত্রুপক্ষ সহজেই জিতে যায় কারণ আমরা যুদ্ধ করিনি। পার্টিকে এজন্য অনেক মূল্য দিতে হোল। লেনিন এবং জিনোভিয়েভ (Gregory Zinoviev) আত্মগোপন করলেন। গ্রেফতার, পিটুনি নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কসাক ও সামরিক শিক্ষার্থীরা 'জার্মান টাকা'

ভেবে গ্রেফতারকৃতদের টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিল।' আমাদের সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তুরিদ প্রাসাদে আমাদেরকে প্রতি বিপ্লবী ঘোষণা করে আইনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হোল।
পার্টির রুলিং সার্কেলে পরিস্থিতি বাজে রূপ ধারণ করল। লেনিন নেই। কামেনেভও গা বাঁচালো। স্তালিন সহ অনেকেই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলো যাতে পরে তারা তাদের প্রজ্ঞা দেখাতে পারে। তুরিদ প্রাসাদে বলশেভিকদের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি এতিম হয়ে পড়লো। ওরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে মতামত জানতে চেয়ে আমার কাছে প্রতিনিধি পাঠালো। তখনও আমি পার্টি সদস্য নই। পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তি বৈঠক তখনও না হওয়ার কারণে আমার আনুষ্ঠানিক যোগদান দেরী হচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম। বলশেভিকদের সাথে আমার আলাপচারিতা এমন এক সুদৃঢ় নৈতিক বন্ধন তৈরী করল যা শত্রুর ভারী আঘাতেও নষ্ট হবার নয়। আমি তাদের বললাম, এই সংকটের পরে আমাদের একটা দ্রুত উল্লম্ফন ঘটবে বলে আশা করি। জনগণ যখন তুলনা করে আমাদের সত্য ঘটনার বিবরণই সঠিক বুঝতে পারবে, তখন আমাদের প্রতি দ্বিগুণ শক্তিশালী সমর্থন যোগাবে। তাই এখন আমাদের দরকার প্রতিটি বিপ্লবীর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা, যেন এই মূহুর্তে কোন রকম ভুল না হয়। যাবার সময় প্রতিনিধিরা আমার প্রতি যে উষ্ণতা ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে গেলেন তা আজও আমি সানন্দে স্মরণ করি। মুরালভ বলেছিলেন, 'লেনিন নেই এবং অন্যদেরও একই অবস্থা, একমাত্র ট্রটস্কিই তার মাথা উঁচু করে আছেন।'
যদি আমি এই স্মৃতিকথা ভিন্ন পরিস্থিতিতে লিখতাম, তবে এই পৃষ্ঠাগুলো তার সঙ্গে যুক্ত করতাম না। অবশ্য ভিন্ন পরিস্থিতিতে এসব হয়তো লিখতামও না। কিন্তু এখন আমি মেনে নিতে পারিনা যে, নকলবাজরা সংগঠিত হয়ে প্রধানত এই অতীত সম্বন্ধেই স্রেফ মিথ্যা প্রচারণায় ব্যস্ত। আমার বন্ধুরাও হয় জেলে না হয় দেশান্তরে। তাই, আমি নিজেই আমার নিজের কথা এখন বলতে বাধ্য, অন্য পরিস্থিতিতে যা কখনো বলতাম না। আমার জন্য এটা কেবল একটি ঐতিহাসিক সত্যকে বলাই নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও বটে। তখন থেকেই মুরালভের সাথে আমার নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক এবং সংগ্রামী বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। এই মানুষটি



সম্বন্ধে অবশ্যই আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। **মুরালভ** (Nikolay Ivanovich Muralov) ছিলেন একজন খাঁটি বলশেভিক। তিনি মস্কো থেকে ১৯০৫ সনের বিপ্লবের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসেন। ১৯০৬ সনে সার্পুখভে পুলিসের ছত্র ছায়ায় ব্ল্যাক হান্ড্রেড-এর সংঘবদ্ধ নির্যাতন ও লুণ্ঠন চলাকালে তিনি আক্রান্ত হন। তারা জেম্স্ট্ভো (Zemstvo) প্রশাসন দপ্তরের পুরো ভবন ঘিরে ফেলে। মুরালভ যেমন ছিলেন জমকালো বিশাল শক্তিধর মানুষ, তেমনি নির্ভীক ও দয়ালু। আরো কয়েকজনসহ তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন যে, তারা একদল শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। মুরালভ হাতে একটি রিভলভার নিয়ে ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ধীরস্থিরভাবে সোজা জনতার দিকে এগুতে থাকলেন। জনতা তাকে দেখে একটু পিছিয়ে গেল। কিন্তু ব্ল্যাক হান্ড্রেডের আক্রমণকারীরা তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। ক্যাবের চালক তার প্রতি বিদ্রুপাত্মক তীব্র হুঙ্কার ছাড়ল। বিশাল দৈত্যাকার মানুষটি তার গতি শ্লথ না করেই হাতে রিভলভার তুলে ধরে হুকুম করলেন, 'পথ ছাড়'। কয়েকজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি একজনকে গুলি করে ফেলে দিলেন এবং আরেকজনকে মারাত্মক আহত করলেন। জনতা আবারও পিছাতো থাকলো। একইরকম স্থির অথচ দৃপ্ত পায়ে জনতার মাঝখান দিয়েই আইস-ব্রেকারের মত পথ করে নিয়ে, মুরালভ হেঁটে হেঁটে মস্কোর রাজপথে বেরিয়ে এলেন।
এরপর দু'বছর ধরে তার বিরুদ্ধে মামলা চলে। তখন দেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রবল উন্মত্ততা চলা সত্ত্বেও তিনি খালাস পান। তিনি ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষিবিদ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ছিলেন একটি মোটরগাড়ি বহরের সৈনিক। অক্টোবর বিপ্লবের মস্কোতে হন জঙ্গীনেতা। জয়লাভের পর মুরালভই হন মস্কো সামরিক অঞ্চলের প্রধান কমান্ডার। বিপ্লবী যুদ্ধে তিনি ছিলেন নির্ভীক সেনা নায়ক, সব সময় অটল এবং অকপট। সমর অভিযানে তিনি ছিলেন অক্লান্ত ও অদম্যতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি কৃষি পরামর্শকের কাজও করতেন। শস্য মাড়াইয়ে কলের ব্যবহার শেখাতেন। ফুরসত পেলে মানুষ ও গরু উভয়ের চিকিৎসা করতেন। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তাকে দেখেছি শান্ত, সৌম্য, আন্তরিক এবং আত্মবিশ্বাসী। যুদ্ধ থামলে মুরালভ এবং আমি সব সময় একসাথে অবসর কাটাতাম। আমরা দু'জনেই শিকার করা পছন্দ করতাম। ভালুক, নেকড়ে, ফিজ্যান্ট ও

বাস্টার্ডের খোঁজে দু'জনে একসাথে উত্তর ও দক্ষিনাঞ্চল চষে বেড়াতাম। বর্তমানে তিনি বিরোধীপক্ষ হিসেবে নির্বাসন দন্ডে সাইবেরিয়ায় নিশ্চই শিকার করছেন।

১৯১৭ সনের জুলাইয়ের দিনগুলোতে তিনি বরাবর মাথা উঁচু করে চলতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। তখনকার দিনগুলোতে তুরিদ প্রাসাদের হলে এবং বারান্দায় চলা ফেরার সময় আমাদের সবারই প্রবল আত্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য ছিল। মাথা উঁচু করে চলাও খুবই কঠিন ছিল। কারণ চলার পথে আমাদেরকে অবিরাম বিরূপ সমালোচনা, অসংযত দৃষ্টি, বিদ্বেষপূর্ণ ফিসফাস, দাঁত কড়মড় এবং কনুই দিয়ে ইশারায় দেখানো– যেমন 'দেখ! ঐ যায়!' ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হোত। বিশেষ করে ব্যর্থ এবং প্রশ্রয় পাওয়া 'বিপ্লবী' অসভ্য কোন ব্যক্তি যখন দেখতে পায় যে, বিপ্লব তাকে হঠাৎ করে উপরে তুলে ফেলেছে, তখন সে তার ক্ষণিকের মহিমাকেও আক্রমণ করতে চায়।

সেদিনগুলোতে এক্সিকিউটিভ কমিটির ক্যান্টিনের গমন পথ ছিল কিছুটা মাথার খুলির মত গোলাকৃতির (Golgotha)। সেখানে চা, কালো রুটির স্যান্ডউইচ এবং পনির বা মাছের ডিম তৈরী হতো। স্যান্ডউইচ স্মলনিতেও প্রচুর মিলত এবং পরে ক্রেমলিনেও। ডিনারের জন্য তৈরী হোত সব্জি স্যুপ এবং এক টুকরো পুরু মাংস। ক্যান্টিনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এক সৈনিক, নাম গ্রাফভ। যখন বলশেভিকদের খুব দুর্দিন, যখন লেনিনকে জার্মান গুপ্তচর ঘোষণা করা হয় এবং তাকে একটি কুঁড়ে ঘরে লুকিয়ে থাকতে হয়, আমি লক্ষ্য করতাম সে সময় গ্রাফভ আমাকে বেশ গরম গরম চা এবং অন্যদের চেয়ে ভাল মানের স্যান্ডউইচ পরিবেশন করতেন। তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন না কিন্তু বুঝতাম যে তিনি বলশেভিকদের প্রতি সহানুভুতিশীল। তবে তার উর্ধ্বতনরা যেন বুঝতে না পারে, সেদিকে সতর্ক থাকতেন। আমি নিজেও আরো সতর্ক হই। গ্রাফভ একা নন, স্মলনির নিম্নপদস্থ কর্মীরা সবাই– কুলি, পিয়ন, দারোয়ান– ছিলেন বলশেভিকদের পক্ষে। তখনই অনুভব করি যে, আমাদের আদর্শের অর্ধেক জয় সাধিত হয়েছে। তবে, তা শুধুই অর্ধেক।

পত্র-পত্রিকাগুলো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ব্যপকভাবে বিদ্বেষপূর্ণ অপ-প্রচার শুরু করলো। এরকম বিদ্বেষপূর্ণ



অপ-প্রচার অভিযান কয়েক বছর পর স্তালিনও তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে করেছিলেন। জুলাইয়ে **লুনাচারস্কি** (Anatoly Vasilyevich Lunacharsky) গুটি কতেক বিভ্রান্তিকর বিবৃতি প্রচার করেন। স্বভাবতই সংবাদ মাধ্যম এগুলোকে বলশেভিক মতবাদের পূণরুক্তি হিসেবে প্রচার করতো। কয়েকটি পত্রিকা একই ধরণের প্রতিবেদন আমার উপরও লিখল। জুলাইয়ের ১০ তারিখে আমি অন্তবর্তিকালীন সরকারকে একটি চিঠি লিখি। এতে লেনিনের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত বলে ঘোষণা করি। চিঠির শেষে লিখি, 'যে ডিক্রির বলে আপনারা লেনিন, জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছেন, আমাকে তার থেকে ভিন্ন ভাবার কোন কারণ নেই। আমিও উপরোক্ত কমরেডদের মতোই একইভাবে বর্তমান প্রভিশনাল গবর্মেন্টের পলিসির বিরোধিতা করি।' আমার চিঠি পেয়ে মন্ত্রী পরিষদ আমাকে জার্মান দালাল হিসেবে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মে মাসে, জেরেটেলি নৌ সেনাদের হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে এবং আর্মার্ড কোম্পানীর সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে



শুরু করেন। আমি তাকে সতর্ক করে বলেছিলাম যে, সেদিন সম্ভবত বেশি দূরে নয়, বিপ্লবীদের ফাঁসী দেয়ার জন্য জল্লাদের ফাঁসীর রজ্জুতে তেল মাখাচ্ছে এমন কয়েকজন জেনারেলের বিরুদ্ধে যেদিন আমাদেরও সৈনিকদের সাহায্য চাইতে হবে। আগস্ট মাসে এমনই এক জেনারেল, কর্নিলভ, এসে হাজির হলেন। জেরেটেলি নীল জ্যাকেটধারী ক্রন্স্টাডের সাহায্য চাইলেন। তারা অস্বীকার করলো না। তখন যুদ্ধ জাহাজ **অরোরা** (The Cruiser Aurora) নেভা নদীতে ঢুকেছে। আমি ক্রেস্টি জেলে থেকেই আমার ভবিষ্যদ্বাণীর ফল দেখতে পাই। অরোরা থেকে নৌসেনারা আমার কাছে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে পরামর্শ চায়: তারা শীত প্রাসাদ রক্ষা করবে না কি দখল করবে? আমি তাদেরকে পরামর্শ দিলাম জেনারেল কর্নিলভকে শেষ না করা পর্যন্ত কেরেন্স্কির পক্ষেই থাকতে হবে।

'আপনাদেরকে মুক্ত করবো কি না।'

'এখন নয়।'

জেলে আমার স্ত্রী এবং দু'পুত্র দেখা করতে এল। ছেলেরা তখন নিজে নিজেই কিছু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তারা এক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের পরিবারের গ্রামের বাড়িতে গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাচ্ছিল। সেখানে বহু মেহমান যাওয়া-আসা করত, বেশীরভাগই সেনা অফিসার। তারা ভদকায় বুঁদ হয়ে বলশেভিকদের তীব্র গালি-গালাজ করত। জুলাই মাসে এর মাত্রা তুঙ্গে পৌঁছে *(ক'দিন পরেই এদের কয়েকজনকে দক্ষিণ রনাঙ্গণে নিয়ে সেখানে 'সাদা' ফোর্সের সমাবেশ ঘটানো হয়)*। ভোজনের সময় একজন তরুন প্যাট্রিয়ট লেনিন ও ট্রটস্কিকে জার্মান গুপ্তচর বলে গালি দিলে, আমার বড় ছেলে চেয়ার তুলে এবং ছোটটা টেবিল ছুরি হাতে নিয়ে তাকে আক্রমণ করে। বড়রা মধ্যস্থতা করে দু'পক্ষকে ছাড়িয়ে নেয়। ছেলেরা মনোকষ্টে কাঁদতে কাঁদতে তাদের রুমে ফিরে গিয়ে দরজায় তালা দেয়। দু'জনে গোপনে ফন্দি আঁটে পায়ে হেঁটে পেত্রগ্রাদে গিয়ে বলশেভিকদের অবস্থা দেখে আসবে। সৌভাগ্যক্রমে তাদের মা এসে পড়ে। তাদের শান্ত করে এবং বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায়। শহরের অবস্থা হোল খুব একটা ভালো মনে হচ্ছিল না। পত্রিকাগুলো বলশেভিকদের গাল-মন্দ করছিল। তাদের পিতা জেলে। বিপ্লব নিশ্চয়ই হতাশাগ্রস্ত অবস্থায়। তাদের সাথে এসব কথাবার্তার মাঝখানে আমার স্ত্রী একটি কলম ও ছুরি জেলখানার রিসেপশন রুমের ফাঁক দিয়ে চুপে আমার হাতে দিল। আমি তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বললাম যে, আসল বিপ্লব এখনো আসেনি, সামনে আসবে।

আমার দু'মেয়ে, জিনা ও নিনা (Zina and Nina) আরো সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে



গেল। তারা মডার্ন সার্কাসে আমার মিটিংগুলোয় এটেন্ড করতো এবং মিছিলেও নিয়মিত যোগ দিত। জুলাইয়ের দিনগুলোতে জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনায় তারা আরো প্রভাবিত হয়। একজন চশমা হারায়, দু'জনেই মাথার হ্যাট হারায়। দু'জনেরই আশংকা যে, তারা তাদের বাবাকে আবারও বোধহয় হারাবে, যে কিনা তাদের আকাশে প্রথম চাঁদ ওঠার মতো সামান্য ক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়।

কর্নিলভের পেত্রগ্রাদ অভিযানে অগ্রযাত্রায় জেলখানা কর্তৃপক্ষ খুবই বিচলিত হয়। সবাই বুঝতে পাচ্ছিল যে, কর্নিলভ শহরে প্রবেশ করা মাত্রই কেরেন্স্কির হুকুমে গ্রেফতার করা বলশেভিকদের কচুকাটা করবে। সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিও ভয় পাচ্ছিল যে, হোয়াইট গার্ডরা রাজধানী ঘেরাও করতে পারে। ক্রেস্টি জেল সুরক্ষার জন্য বেশ বড় একদল সেনা নিয়োজিত করা হয়। তবে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কাজটি মোটেই গণতান্ত্রিক নয় বরং বলশেভিক ধরনের। তারা যে কোন মূহূর্তে আমাদেরকে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। এমন কাজ আশু উত্থানের ইঙ্গিত বহন করে। তবে মাহেন্দ্রক্ষণটি তখনও আসেনি। এরই মধ্যে, সরকার নিজেই আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া শুরু করে। একই কারণে তারা বলশেভিক নৌসেনাদের উইন্টার প্রাসাদ পাহারায় নিয়োজিত করে। আমি ক্রেস্টি জেল থেকে বেরিয়ে সোজা নতুন সাংগঠনিক কমিটিতে যোগদান করি। আমার লক্ষ্য বিপ্লবকে সুরক্ষা দেয়া। সেখানে গিয়ে আমি ঠিক সে সব ভদ্রলোকদের সাথেই বসি, যারা আমাকে জার্মানির দালাল ভেবে জেলে ঢোকান এবং এখনও আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করেনি। বলতে দ্বিধা নেই, পপুলিস্ট এবং মেনশোভিকরা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে কর্নিলভ এসেই তাদের ঘাড় ধরে পশু-পাখির মতো ছুঁড়ে মারবে। কিন্ত তাদের এই আশংকা ছিল অমূলক এবং অরাজনৈতিক। বলশেভিকরা তাদের নিয়মিত কর্মে রত হোল এবং সবখানে প্রতিরক্ষাব্যুহের প্রথম সারিতে অবস্থান নিল। জুলাইয়েই কর্নিলভের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেষ হলো। কেরেন্স্কি এন্ড কোং আবারও প্রমাণ করল যে, তাদেরকে রক্ষা করার মতো নিজস্ব কোন শক্তি বা বাহিনী ছিল না। যে সেনারা কর্নিলভের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো তারাই অক্টোবর বিপ্লবের ভবিষ্যত সৈনিক। কারখানায় অস্থিরতা দূর করার জন্য জেরেটেলি যাদেরকে নিরস্ত্র করেছিলেন, আমরা এ সুযোগে, নিরাপত্তার ছুতায় সে সব শ্রমিকের হাতে অস্ত্র তুলে দিলাম।

রাজধানী ছিল শান্ত। কর্নিলভের অনুপ্রবেশ ছিল কারো জন্য আশা ও আনন্দের আর কারো জন্য সন্ত্রাস ও ভয়ের। আমাদের ছেলেরা শুনতে পেল কেউ একজন বলেছে, 'তিনি আগামী দিন সকালে আসতে পারেন'। তাই দু'জনেই পোষাক পরার আগে জানালা দিয়ে দেখছিল তিনি এলেন কি না। কিন্তু কর্নিলভ এলেন না। জনগণের নেয়া বিপ্লবী মোড়ের শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, তার বিদ্রোহ হাওয়ায় মিশে গিয়ে সেনা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো বলশেভিক সমর্থক সকল কল-কারখানায়।

কর্নিলভের দিনগুলোয় আমি ডায়েরিতে লিখি, *'উচিত শাস্তি পেতে আর দেরী নেই। শিকারী পশুর মতো খোঁজা, হয়রানী করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া সত্বেও আমাদের দল এ সময় যত দ্রুত বাড়ছিল, আগে ততটা বাড়েনি। এবং এই প্রক্রিয়া শীঘ্রই ছড়িয়ে যাবে রাজধানী থেকে সকল প্রদেশে, শহর থেকে গ্রামে এবং সেনাবাহিনীতে...। সর্বহারার শ্রেণী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দল হয়রানি ও নির্যাতন থেকে উঠে এসে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং হয়রানির শিকার সাধারণ জনগণের সত্যিকার নেতৃত্বদানে সক্ষম একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হবে।'*

বিপ্লবের জোয়ারের তীব্রতার সঙ্গে তাল সামলাতে আমরা হিমশিম খাচ্ছিলাম। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে বলশেভিকদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধেকের বেশী প্রতিনিধি থাকলেও প্রেসিডিয়ামে একজন বলশেভিকও ছিল না। আমরা সোভিয়েত প্রেসিডিয়ামের পুনর্নির্বাচন দাবী করলাম। মেনশেভিক এবং পপুলিস্টদের সাথে কোয়ালিশন করার প্রস্তাব দিলাম। পরে জেনেছি, এতে লেনিন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তার ভয় ছিল, এতে আমাদের মধ্যে আপোষের প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা কোন আপোষ করিনি। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সদ্য একসাথে লড়াই করা সত্বেও, জেরেটেলি কোয়ালিশন প্রেসিডিয়াম প্রত্যাখ্যান করলেন।

আমরা এটাই আশাই করেছিলাম। এখন পার্টিলাইনে প্রার্থীদের তালিকায় এক ভোটেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আমি জানতে চাইলাম, আমাদের বিপক্ষ তালিকায় কেরেন্স্কি আছেন কি না; আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রেসিডিয়ামের মেম্বার হলেও তিনি সোভিয়েতে যোগ দেননি বা উপস্থিতও ছিলেন না; এছাড়াও তিনি সার্বিকভাবে এর প্রতি অসম্মান দেখিয়েছেন। এই প্রশ্নে প্রেসিডিয়াম অবাক হল। কেরেন্স্কিকে কেউ পছন্দ করত না সম্মানও করত না কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে উপেক্ষাও করা যায়না। পরস্পরের সাথে আলাপের পর প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা উত্তর দিলেন: 'অবশ্যই তিনি আছেন।' আমরা এর বেশী কিছু চাইনি। কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ নিম্নে উধৃত করা হলো:

'আমরা স্বীকার করি যে কেরেন্স্কি আর প্রেসিডিয়ামে নেই (তুমুল করতালি), কিন্তু এখন দেখি আমাদের ভুল হয়েছে। চিজ (Chiedze) এবং জাভাদের (Zavadye) মধ্যে কেরেন্স্কির ছায়া দুলছে। যখন প্রেসিডিয়ামের রাজনৈতিক লাইন অনুমোদন করার জন্য আপনাদেরকে বলা হয়, তখন মনে রাখবেন যে, আপনাদেরকে বলা হয়েছে এভাবেই কেরেন্স্কির পলিসি অনুমোদন করতে হবে (তুমুল করতালি)।'

এটা আমাদের দলে আরো একশো প্রতিনিধি চলে আসতে সহায়তা করে, বিশেষ করে যারা দোদুল্যমান ছিলেন।

সোভিয়েতে এক হাজারের বেশী সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয় এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দরজার বাইরে গিয়ে ভোট দিতে হয়েছিল। তীব্র উত্তেজনা চলছিল। প্রধান ইস্যু যতখানি বিপ্লব, ততখানি প্রেসিডিয়াম নয়। আমি একদল বন্ধুর সঙ্গে লবিতে পায়চারী করছিলাম। আমরা অন্তত একশো ভোটের অর্ধেক পাব বলে আশা করছিলাম এবং সাফল্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু ঘটনা এমন হল যে, আমরা একশো ভোটই পেয়ে গেলাম। এটা সমাজবাদী বিপবী এবং মেনশেভিকদের কোয়ালিশনের চেয়ে বেশী। অতএব আমরাই জয়ী। আমি চেয়ারে আসন নিলাম। জেরেটেলি বিদায় নিতে গিয়ে শুভেচ্ছা সহ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আমরা যেন অন্তত তার অর্ধেক সময় সোভিয়েতে টিকে থাকি। অন্য কথায়, আমাদের বিপক্ষরা আমাদের জন্য অন্তত তিন মাসের বেশী মেয়াদের একটি ক্রেডিট একাউন্ট খুলে দিলেন ।

তাদের হিসাবে ভুল ছিল। আমরা পথ হারাইনি, বরং জোর কদমে এগুতে এগুতে ক্ষমতায়ই চলে এসেছি।

২৭। সিদ্ধান্তের রাত।



বিপ্লবের চূড়ান্ত লগ্ন প্রায় ঘনিয়ে এল। **স্মল্‌নি** একটি দূর্গে পরিনত হোল। পুরনো এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দু'ডজন মেশিনগান ভবনের চিলে কোঠায় ছিল। আমাদের প্রকাশ্য শত্রু স্মল্‌নির কম্যান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন গ্রেকভ। অন্যদিকে মেশিন-গান কোম্পানীর প্রধান আমাকে বলে গেলেন তার সব লোকজন বলশেভিক দলে। আমি মার্কিনকে মেশিনগান-গুলো পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলাম। দীর্ঘ অযত্ন ও অবহেলার কারনে ওগুলোর অবস্থা ভালো নয়। সৈনিকরা ঢিলেমি করেছিল কারণ কেরেন্স্কিকে রক্ষা করার তাদের কোন ইচ্ছাশক্তি কাজ করেনি। স্মল্‌নিতে আমার নতুন এবং নির্ভরশীল একদল মেশিন-গান সেনাও ছিল।

জুলিয় ক্যালেন্ডার-এ ২৪শে অক্টোবর। তখনও রাশিয়ায় সরকারীভাবে এটা পালিত হোত। বাকী য়ুরোপে সেদিন ছিল ৬ই নভেম্বর। এই হিসাবের হের ফেরের কারণে, কখনো একে বলা হয় অক্টোবর বিপ্লব আবার কখনো নভেম্বর বিপ্লব। ধূসর ভোরবেলা। আমি ভবনটার সবক'টি তলা পুরো ঘুরে দেখলাম। কারণ সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া এবং যাদের দরকার তারা যেন উৎসাহ পায়। স্মল্‌নির বিশাল লম্বা বারান্দার পাথুরে মেঝের উপর তখনও আলো-আঁধারী ছায়া। তার মধ্যেই আমার নির্দেশে আসা সৈন্যরা আন্তরিকভাবে ঝনঝন শব্দে তাদের মেশিন-গানগুলো টেনে নিচ্ছিল। সামাজিক বিপ্লবী এবং মেনশেভিকদের অল্প কয়েকজন তখনও স্মল্‌নিতে। তারা আমাদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঝিমুচ্ছিল। মেশিন-গানের শব্দ তখন তাদের কানে অশুভ সংকেত। তারা একে একে খুব দ্রুত স্মল্‌নি ত্যাগ করছিল। আমরা তখন পুরো ভবনের কম্যান্ডে। সেটিকে বলশেভিকদের প্রধান পশ্চাৎ ভূমি এবং মহানগর সহ সারা দেশের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করছিলাম।

ভোরবেলা একজন পুরুষ এবং একজন নারী শ্রমিক পার্টির ছাপাখানা থেকে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়িতে আমার সাথে দুম করে ধাক্কা খেল। সরকার এর আগে দলের প্রধান অফিস এবং পেত্রগ্রাদ সেভিয়েতের পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা করে। সরকারের দালালরা সামরিক ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ছাপাখানায় সীল-গালা লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে আমরা বিস্ময়ে চমকে উঠি; ভেতরে ভেতরে আইনী কর্তৃপক্ষ এভাবে ক্ষমতার চর্চা করছে!

নারী শ্রমিকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কি এসব সিল-গালা ভেঙে ফেলতে পারি না?'

উত্তর দিলাম, 'ভেঙে ফেলুন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য নির্ভরযোগ্য পাহারার ব্যবস্থা করব।'

নারী মুদ্রাকর কর্মী আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, 'আমাদের পাশেই এক ব্যাটালিয়ন স্যাপার (প্রকৌশলী সৈন্য) আছে; আমি নিশ্চিত যে, ওরা আমাদের সাহায্য করবে।'

সামরিক-বিপ্লবী কমিটি তক্ষুনি আদেশ জারী করল:

'(১) বিপ্লবী পত্রিকাসমূহের মুদ্রণ-কারখানা অবিলম্বে পুনরায় চালু হবে।

(২) সম্পাদকীয় স্টাফ এবং কম্পোজিটরদের আহবান জানানো যাচ্ছে, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব পত্রিকা চালু করার জন্য লিটোভ্স্কি রেজিমেন্ট এবং ছয় নম্বর স্যাপার রিজার্ভ ব্যাটালিয়নকে দায়িত্ব দেয়া হোল। এটা তাদের অনারারী ডিউটি হিসেবে গণ্য হবে।'

তখন থেকেই মুদ্রণ কাজ অবাধে শুরু হলো এবং পত্রিকা দু'টি প্রকাশিত হতে থাকল। ২৪ তারিখে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সমস্যা দেখা দিল। সামরিক ছাত্ররা সেখানে পরিখা খনন করে পাহারা বসালো। তাদের তত্ত্বাবধানে টেলিফোন অপারেটররা সোভিয়েত বিরোধী হয়ে উঠলো এবং আমাদের টেলিফোন সংযোগ বন্ধ করে দিল। এই প্রথম বিক্ষিপ্ত এক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ঘটল। সামরিক বিপ্লবী কমিটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একদল নৌসেনা পাঠিয়ে সেটা মুক্ত করল। নৌসেনারা ঢুকবার গেটে ছোট দু'টি মেশিনগান স্থাপন করে পাহারা দিতে

থাকল। টেলিফোন সার্ভিস আবার চালু হোল। এভাবেই একের পর এক প্রশাসনের বিভিন্ন কেন্দ্র বলশেভিকদের দখলে এল।

স্মল্‌নির তিন তলার এক কোনে ছোট একটি রুমে, কমিটির অবিরাম বৈঠক চলত। ট্রুপ্‌স মুভমেন্ট, সৈনিক ও শ্রমিকদের মনোভাব, ব্যারাকে ব্যারাকে আন্দোলন, সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন ও হত্যার সংগঠকদের বিভিন্ন ফন্দি, বুর্জোয় রাজনীতিকদের ও বিদেশী দূতাবাসের চক্রান্ত, শীত প্রাসাদের ঘটনাবলী ইত্যাদি সব খবর এই বৈঠক কেন্দ্রে আসতো। আগে যেমন বিভিন্ন পার্টির সম্মেলনের সংবাদ সোভিয়েতে আসতো, ঠিক সেরকম। তথ্য আসতো– শ্রমিক, সৈনিক, অফিসার, পোর্টার, সমাজবাদী, সামরিক ছাত্র, কর্মচারী, মধ্যস্তরের অফিসিয়ালদের স্ত্রী প্রভৃতি– সবার কাছ থেকে। অনেকের কথাবার্তাই ছিল বাজে কিন্তু কারো কারো তথ্য ছিল খুবই মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ।

পুরো সপ্তাহ আমি স্মল্‌নির বাইরে এক পা-ও দিইনি; রাত কাটতো এক কাপড়ে লেদার কাউচে। ঘুমাতাম থেমে থেমে। জেগে থাকতে হোত অবিরাম। ক্যুরিয়ার, স্কাউট, সাইকেল-পিয়ন, টেলিগ্রাফিস্ট এবং এক নাগাড়ে টেলিফোন কল এটেন্ড করতে হোত। চূড়ান্ত মুহূর্ত খুবই সন্নিকটে। এটাও স্পষ্ট যে, ফেরার আর কোন পথ নেই।

২৪ তারিখ রাতে আমি একা। বিপ্লবী কমিটির আর সবাই বিভিন্ন জেলায় গেছেন। পরে কামেনেভ এসেছিলেন। তিনি উত্থানের বিপক্ষে। অথচ সিদ্ধান্তের রাতে তিনিই আমার সঙ্গী হলেন। তিন তলার কোনার ক্ষুদ্র রুমটিতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। একই অবস্থা হয়েছিল বিপ্লবের সিদ্ধান্তের রাতে ক্যাপ্টেনের সেতুতে। আমাদের রুম সংলগ্ন একটি বেশ বড় এবং খালি রুমে টেলিফোন বুথ। সেখানে দিন-রাত অনবরত রিং বাজতে থাকে। রিং-এর শব্দ নীরবতা ভেঙ্গে সবাইকে সতর্ক রাখে। কেউ তাৎক্ষণিক ছবি আঁকলে পাবে পেত্রগ্রাদের ফাঁকা রাস্তা, মিটিমিটে আলো এবং সাগর থেকে শারদীয় কনকনে বাতাসের কষাঘাত। বুর্জোয়ারা এবং সরকারী অফিসিয়ালরা তাদের বিছানায় গুটিসুটি মেরে আন্দাজ করতে চষ্টা করছে বিপজ্জনক এবং রহস্যময় বড় রাস্তায় ও অলি-গলিতে কি হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের বাসাগুলো নীরব যুদ্ধ-শিবিরের চাপা উত্তেজনাকর নিদ্রা যাওয়ার মত। সরকার দলের যাবতীয় কমিশন ও সম্মেলন নিঃশেষিত,চরম পরিশ্রান্ত ও অক্ষম হয়ে জারের রাজপ্রাসাদে পড়ে আছে। সেখানে গণতন্ত্রের জীবন্ত ভূতেরা অচল রাজতন্ত্রের ভূতের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করছে। কয়লার সরবরাহ কমে যাওয়ায় রাজমহলের ঝকঝকে সোনালী আভা যখন-তখন আঁধারে ঢেকে ফেলে। বিভিন্ন জেলার শ্রমিক, সৈনিক এবং নাবিকদের দল পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তরুণ প্রোলেতারিয়েতদের হাতে রাইফেল কিংবা কাঁধে বেল্ট দিয়ে বাঁধা মেশিন গান। পিকেটাররা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। এই শরতের রাতে রাজধানীর জীবন, আচমকা প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়ে ইতিহাসের এক ঘটনাবহুল যুগ থেকে আরেক যুগে প্রবেশের মুখে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে মাত্র কয়েকটি টেলিফোনের দিকে।

সকল জেলা ও মফস্বল শহর থেকে রাজধানীমুখী সকল সংবাদ তিন তলার এক কোনের ছোট কক্ষটির প্রতি নিবদ্ধ। মনে হয় সবকিছুই আগে থেকে জানা; নেতারা তাদের নিজ নিজ জায়গায়; যোগাযোগ সুনিশ্চিত; কোন কিছুই যেন ভুলে যাওয়া হয়নি।

চলুন বিষয়টা নিয়ে আরেকবার ভাবি। এই রাত সিদ্ধান্ত নেবে। এই মাত্র সন্ধ্যায় সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত আমার রিপোর্টে, আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলাম ঃ 'যদি এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়াও, কোন গৃহযুদ্ধ হবে না, শত্রুরাও আত্মসমর্পণ করবে এবং তোমরাই তার স্থান দখল করবে।' বিজয় সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; যে কোন অভ্যুত্থানে জয়ের যে নিশ্চয়তা থাকে এটাও তাই হবে। এই মুহূর্তগুলো খুবই চাপের এবং পূর্ণাঙ্গ সতর্কতার। আসছে রাতেই সবকিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে। সরকার গতকাল ক্যাডেটদের মবিলাইজ করার সময় যুদ্ধ জাহাজ অরোরাকে নেভা নদীতে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল। তারা তো সে একই বলশেভিক নৌসেনা আগস্ট মাসে কর্নিলভের হাত থেকে শীত প্রাসাদ রক্ষা করার জন্য স্কবেলেভ মাথার হ্যাট খুলে হাতে ধরে যাদের কাছে ভিক্ষা মেগেছিল। নৌসেনারা সামরিক বিপ্লবী- কমিটির কাছে নির্দেশনা চেয়েছিল এবং এর পরিণতি স্বরূপ অরোরা গতরাতে যেখানে ছিল আজ রাতেও সেখানে স্থির হয়ে আছে। প্যাভলভ্‌স্ক থেকে এক টেলিফোনে

আমাকে জানানো হয় যে, সরকার সেখানে গোলন্দাজ বাহিনী, **জারস্কোয়ি সিলো** (Tsarskoye Selo–



জারের গ্রাম) থেকে এক ব্যাটালিয়ন ঝটিকা বাহিনী এবং পিটারহফ মিলিটারী স্কুল থেকে স্টুডেন্ট অফিসারদের ডেকে পাঠিয়েছে। শীত প্রাসাদের ভেতরে কেরেন্স্কি সামরিক ছাত্র, অফিসার এবং মহিলা ঝটিকা বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সরকার নির্দেশিত বাহিনীকে রুখতে নির্ভরযোগ্য সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে পেত্রগ্রাদ শহরে ঢোকার রাস্তায় মিছিলকারীদের পাঠাবার নির্দেশ দেই কমিশারদের। সকল আদেশ-নির্দেশ এবং রিপোর্ট পাঠানো হয় টেলিফোনে। সরকারী এজেন্টরা তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা এখনও রাখে। কিন্তু তারপরও তারা কি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে?

'আপনারা কথা দিয়ে যদি তাদের থামাতে না পারেন, তবেই অস্ত্র ব্যবহার করবেন। মনে রাখবেন, এর জন্য আপনাদের নিজের জীবন দিয়ে জবাবদিহি করতে হবে।' এই বাক্যটি আমি বারবার বলি। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না আমরা হুকুমের শক্তি কতখানি। বিপ্লব তখনও আস্থাশীল, উদার, আশাবাদী এবং হালকা মেজাজের। অস্ত্র ব্যবহার না করে বরং ধমক দেয়াকেই গুরুত্ব দিলাম বেশী। এখনও আশা করি যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈরীতার বিষয়গুলো তপ্ত নিঃশ্বাসের সাথেই উবে যায় এবং অনেক সাফল্য অর্জন করা যায়। ছাব্বিশ তারিখে সকাল বেলা একটি আদেশ জারী করলাম: রাস্তায় সংঘবদ্ধ হন্তা ও লুটেরা দলকে দেখা মাত্রই গুলি করতে হবে। আমাদের শত্রুপক্ষ পালিয়ে আত্মগোপন করেছে; তারা রাস্তায় বেরুনোর চিন্তা করার সাহস পাবে না। রাজপথ, জনপথ, অলি-গলি, শহরতলী আমাদের; আমাদের কমিশাররা পেত্রগ্রাদে ঢোকার সকল পথে সতর্ক পাহার বসিয়েছে। সরকারের হুকুমে অফিসার্স স্কুল এবং গানাররা কান দেয়নি। শুধু অরিনিয়েম্বুম মিলিটারী স্কুলের ছাত্রদের একটা সেকশন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেদ করে পথ করে নিয়েছে। তবে আমি টেলিফোনে তাদের গমন পথে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি। তারা স্মল্নিতে যাত্রা থামিয়ে দূত পাঠিয়েছে। সরকারের চাওয়া সব সাহায্যই ব্যর্থ। পায়ের তলের মাটিটাও তাদের জন্য পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে।

স্মল্নির বাইরের পাহারায় একটি নতুন মেশিন-গান বাহিনী দিয়ে শক্তি বাড়ানো হয়েছে। গ্যারিসনের সব বিভাগের সাথে যোগাযোগ নির্বিবাদে চলছে। সকল রেজিমেন্টের কর্তব্যরত কোম্পানীগুলোকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। কমিশাররা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আছেন। প্রত্যেক সেনা গ্যারিসনের ইউনিট প্রতিনিধিকে, স্মল্নিতে সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সামনে উপস্থিত রাখা হয়েছে। যদি কোন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদেরকে নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে সশস্ত্র সেনাদল রাস্তায় কুচকাওয়াজ করছে। বেল বাজিয়ে বা নিজেরাই গেট খুলে ভেতরে ঢুকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একে একে দখল করছে। প্রায় সবখানেই সেনাদলের সাথে তাদের অপেক্ষমান বন্ধুরা দেখা-সাক্ষাত করছে। নিয়োজিত বিশেষ কমিশাররা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলাচল এবং বিশেষ করে সেনাদের গতিবিধি দেখছেন। সেখান থেকে এ পর্যন্ত কোন বিরক্তির খবর আসেনি। মহানগরীর সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সহজেই আমাদের হাতে আসছে। কোথাও কোন বাধা নেই, লড়াই নেই, রক্তপাত নেই। টেলিফোন একাই আমাদেরকে জানান দেয়, 'আমরা এখানে আছি।'

সব ঠিক। এর চেয়ে ভালো হতে পারেনা। এখন আমি টেলিফোন ছাড়তে পারি। আমি কাউচের ওপর বসে পড়ি। স্নায়বিক উত্তেজনা কমেছে। এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করছি।

কামেনেভকে বললাম, 'আমাকে একটা সিগারেট দাও।' তখনও মাঝে মধ্যে ধুমপান করি। এক টান দিয়েই হঠাৎ 'এই বাকী ছিল!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ি (আমি জন্মগতভাবে আমার মায়ের কাছ থেকে এ রোগটি পাই। বিশেষ করে দৈহিক ব্যাথা বেদনা বা পীড়া হলে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। সে জন্য আমেরিকান চিকিৎসক আমাকে মৃগীরোগী বলতো।)। হুঁশ হলে পরে দেখি, ভীত-সন্ত্রস্ত কামেনেভ আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। বললো, 'ওষুধের ব্যবস্থা করি ?' কয়েক মুহূর্ত পর উত্তর দিলাম, 'আগের চেয়ে বেশ ভালো আছি। খাবার থাকলে কিছু দাও।' স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম শেষবার কখন খেয়েছি কিন্তু মনে করতে পারিনি। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে দিনটি গত হোল।

পরদিন সকালে বুর্জোয়া এবং মেনশেভিক-পপুলিস্ট পন্থী পত্রিকাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। তারা গণ-উত্থান সম্পর্কে একটি শব্দও লেখেনি। যে পত্রিকাগুলোকে এতদিন দেখেছি সশস্ত্র সৈন্যদের আসন্ন আক্রমণ, চাকুরীচ্যুতি ও লুঠতরাজ, অপরিহার্য রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া, বিদ্রোহ-বিক্ষোভ প্রভৃতি সংবাদ দিয়ে এত তোলপাড়া করেছে, তারা এখন একটি সত্যিকার বিশাল গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা খেয়াল করতে ব্যর্থ। সরকারী সংবাদ মাধ্যম জেনারেল স্টাফদের সাথে আমাদের আলোচনাকে তাদের অবদান এবং আমাদের কূটনৈতিক বিবৃতিকে দোদুল্যমানতার লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যে স্মল্‌নি ইনস্টিট্যুটের জারী করা আদেশ বলে সৈনিক, নাবিক ও রেড গার্ডের ছোট ছোট ডিটাচমেন্টগুলো নির্দ্বিধায়, বিনা-বাধায়, সংঘর্ষ ছাড়া, গুলি খরচ না করে, বিনা রক্তপাতে একের পর এক সব সরকারী প্রতিষ্ঠান দখল করে নিচ্ছে।

পেত্রগ্রাদের নগর পাল নিজেকে এক নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে আবিস্কার করে ভীত হয়ে পড়েন। তারা অবাক, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করতে পারে, এটাও কি সম্ভব? মিউনিসিপ্যাল দুমার (পরিষদ) এক প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তারা আমাকে গুটি কয়েক অনুপম প্রশ্ন করলেন: 'আপনি কি সামরিক একশন নিতে যাচ্ছেন? তাহলে কি একশন নিবেন এবং কখন নিবেন?' দুমার ইচ্ছা তারা যেন 'অন্তত চব্বিশ ঘন্টা আগে' জানতে পারেন। শহরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত কি ব্যবস্থা নিয়েছে? এরকম আরো আরো প্রশ্ন।

আমি বিপ্লবের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। জানালাম সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাজে সহযোগিতার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে দুমাকে আমন্ত্রণ। আমার এ কথা সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের চেয়েও তাদেরকে বেশী ভয় পাইয়ে দিল। আমি যথারীতি সামরিক আত্মরক্ষার স্পিরিট নিয়ে শেষে বললাম: 'যদি সরকার লোহা ব্যবহার করে, ইস্পাত দিয়ে তার জবাব দেয়া হবে।'

'সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরোধিতা করেছি বলে আপনি আমাদের মিউনিপ্যাল দুমা ভেঙ্গে দিবেন?'

আমি উত্তর দিলাম: 'বর্তমান দুমা অতীত; যদি বিরোধ বা সংঘাতের প্রশ্ন আসে আমরা জনগণকে প্রস্তাব করব, তারা যেন একটি নতুন দুমা নির্বাচিত করে।' প্রতিনিধি দল যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই চলে গেল। রেখে গেল আমাদের জয়ের নিশ্চিত অনুভূতি। রাতে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তিন সপ্তাহ আগে আমরা পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে সংগরিষ্ঠতা লাভ করি। তখন আমাদের একটি পতাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না– মুদ্রনের কাজ, অর্থ, শাখা– কিছুইনা। গত রাতের আগেও, সরকার সামরিক-বিপ্লবী কমিটিকে গ্রেফতারের হুকুম জারী করে এবং তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য অবস্থানের ঠিকানা খুঁজতে থাকে। আর আজ নগর দুমার প্রতিনিধিরা এসেছেন 'গ্রেফতার' জারীকৃত সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কাছে দুমার ভাগ্য কি হবে জানতে। সরকার তখন শীত প্রাসাদে বৈঠক করছে। কিন্তু তারা ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনৈতিকভাবে তারা অস্তিত্ব হারিয়েছে। অক্টোবরের পঁচিশ (সাত নভেম্বর) তারিখ দিনের বেলা শীত প্রাসাদকে আমাদের সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেলে। দুপুর একটায় আমি পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামনে পরিস্থিতি নিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করি। পত্রিকায় এটি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয় এভাবে:

'সামরিক-বিপ্লবী কমিটির পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি যে, প্রভিশনাল সরকারের অস্তিত্ব বলতে আর কিছুই নেই (হাততালি)। কয়েকজন মন্ত্রী গ্রেফতার বরণ করেছেন (উল্লাস)। বাকীরাও খুব শীঘ্রই আশা করি ধরা দিবেন (হাততালি)। সামরিক-বিপ্লবী কমিটির কর্তৃত্বাধীন বিপ্লবী গ্যারিসন সংসদ-পূর্ব অধিবেশন লুপ্ত ঘোষণা করেছে (সজোরে হাততালি)। আমরা এখান থেকে সারারত টেলিফোনের মাধ্যমে বিপ্লবী সৈনিক ও শ্রমিক গার্ডদের বিভিন্ন ডিটাচমেন্টের কার্যকলাপ লক্ষ্য ও অনুসরণ করেছি। তারা নিঃশব্দে নীরবেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়েই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। সকল রেল-স্টেশন, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, পেত্রগ্রাদ টেলিগ্রাফ এজেন্সি, স্টেট ব্যাংক প্রভৃতি এখন বিপ্লবীদের দখলে (জোরে হাততালি ও উল্লাস প্রকাশ)। শীত প্রাসাদ এখনও দখলে আসেনি, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ভাগ্য জানা যাবে (উল্লাস)।'

এই সামান্য ব্যাখ্যা উপস্থিত জনতার মনে ভুল বিশ্বাস বা প্রতিক্রিয়া জন্মাতে পারে। আমার তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি এসব তথ্য সরবরাহ করে। রাতে ক্ষমতার পরিবর্তন সম্পর্কে যখন বলছিলাম, জনতা কয়েক মুহূর্ত টান টান উত্তেজনায় নীরব হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর হাততালি দেয়া শুরু করে তা-ও প্রচন্ড নয়, চিন্তা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। জনতা তীব্রভাবে অনুভব এবং অপেক্ষা করছিল। তারা যে মূহুর্তে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল,

শ্রমিক-কর্মচারীরা তখন এক অবর্ণনীয় উৎসাহে উদ্বেলিত ও আচ্ছন্ন। কিন্তু যখন আমরা ক্ষমতা গ্রহণের শেষ প্রান্তে পা দিয়েছি, এই অচিন্তনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদেরকে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। এখানে এক ঐতিহাসিক স্বতস্ফুর্ততা স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের সামনে সম্ভবত আদিম জগতের দুস্তর প্রতিরোধ অপেক্ষা করছে। আমাদের লড়াই করতে হবে ক্ষুধা, ঠান্ডা, ধ্বংস, রক্ত এবং মৃত্যুর সাথে। 'আমরা কি এসব জয় করতে পারবো? অনেকেই নিজেকে এ প্রশ্ন করলেন। সেটাই ছিল সে মুহূর্তের দুশ্চিন্তার কারণ। পরে তারা সবাই উত্তর দিল, 'আমাদেরকে অবশ্যই জয় করতে হবে।' নতুন নতুন বিঘ্ন-বিপদ দূর ভবিষ্যতে দেখা দিতেও পারে। কিন্তু এখন আমরা এক বিশাল বিজয়ের অনুভূতি টের পাচ্ছি, আমাদের রক্তে নাচন লেগেছে। এর প্রকাশ ঘটল লেনিনকে দেয়া বিপুল সম্বর্ধনায়। চার মাস জনসম্মুখে অনুপস্থিত থাকার পর এই মিটিঙেই তিনি প্রথম উপস্থিত হলেন।

সে রাতে আমরা সোভিয়েত কংগ্রেস শুরুর অপেক্ষা করছিলাম। লেনিন এবং আমি মিটিং-হলের পাশের রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। রুমটা কয়েকটি চেয়ার ছাড়া একদম ফাঁকা ছিল। কেউ একজন আমাদের জন্য মেঝেতে একটি কম্বল পেতে দিয়েছিল। আরেকজন, সম্ভবত লেনিনের বোন, আমাদের জন্য বালিশ এনে দিল। আমরা পাশাপাশি শুয়ে; দেহ এবং মন বিশ্রাম নিচ্ছিল ফেলে রাখা দড়ির মত। এ বিশ্রাম ছিল সাফল্য অর্জনের। ঘুম আসছিল না তাই নীচু স্বরে কথা বলছিলাম। লেনিন বিরূপ মনোভাব কাটিয়ে উঠেছেন। অভ্যুত্থান স্থগিতকরণ মেনে নিলেন। তার ভয় দূর হোল। তার কণ্ঠস্বরে এক দূর্লভ আন্তরিকতা ছিল। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে সবকিছু জানতে চাইলেন কি করে রেড গার্ড, নাবিক ও সৈনিকদের এক করে সবখানে ঘাঁটি গড়া সম্ভব হোল। 'কি অদ্ভূত দৃশ্য: শ্রমিক ও সৈনিক একসাথে রাইফেল কাঁধে নিয়ে রাস্তায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফায়ার করছে !' তিনি গভীর অনুভূতি নিয়ে বাক্যটি কয়েকবার বললেন। 'অবশেষে সৈনিক ও শ্রমিককে এক কাতারবদ্ধ করা সম্ভব হোল !' বলে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করলেন। 'শীত প্রাসাদের কি হোল? ওটা এখনও দখল করা হয়নি? সেখানে কোন বিপদাপদ হয়নি তো?' আমি শোয়া থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম টেলিফোনে অগ্রগতি জানার জন্য কিন্তু তিনি উঠতে দিলেন না। বললেন, শুয়ে থাকো, আমি খবর নেয়ার জন্য কাউকে পাঠাবে।' কিন্তু আমাদের আর বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেয়া হোল না। পাশের হল ঘরেই সোভিয়েতগুলোর কংগ্রেস শুরু হতে যাচ্ছে। লেনিনের বোন উলিয়ানোভা দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিলেন।

'ড্যান বক্তৃতা দিচ্ছে। তারা তোমাদেরকে চাইছে।'

ড্যান তার ভাঙা গলায়, ষড়যন্ত্রকারীদের তীব্র নিন্দা করছিলেন এবং অভ্যুত্থান অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়বে বলে ভবিষ্যদ্বানী করছিলেন। তিনি দাবী জানাচ্ছিলেন যে, আমরা কোয়ালিসন গঠন করেছি সমাজবাদী-বিপ্লব এবং মেনশেভিকদের সাথে। যাদও দলগুলো মাত্র একদিন আগে ক্ষমতায় ছিল, যারা আমাদের শিকারী পশুর মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং জেলে নিক্ষেপ করেছিল। এখন আমরা তাদের সাথে কোয়ালিসন গঠনের চুক্তি করেছি। আবার এখানে আমরাই দাবী করছি যে আমরাই তাদের উৎখাত করেছি। আমি ড্যানের কথার উত্তর দিলাম এবং গতকালের বিপ্লবের কথা তুলে ধরলাম:

'যা ঘটেছে, তা গণ-অভ্যুত্থান, ষড়যন্ত্র নয়। সাধারণ জনগণের অভ্যুত্থান কোন যুক্তির ধার ধারেনা। আমরা শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী শক্তি সঞ্চারিত করে তাদেরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি। আমরা জনগণের ইচ্ছাকে খোলাখুলিভাবে ইন্ধন দিয়েছি অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য। আমাদের অভ্যুত্থান জয়লাভ করেছে। আর এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে বিজয়কে পরিত্যাগ করে চুক্তি করার জন্য। কার সাথে চুক্তি? তোমরা বেচারারা জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মাত্র; তোমরা দেউলে হয়ে গেছ; তোমাদের খেলা শেষ। তোমরা তোমাদের জায়গায় যাও। এখন থেকে তোমাদের জায়গা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।' ৩রা এপ্রিল পেত্রগ্রাদে লেনিনের আগমনের মুহূর্ত থেকে চলা দীর্ঘ সংলাপে এটাই ছিল সর্বশেষ সমুচিত জবাব।

২৮। ১৯১৭ সনে 'ট্রটস্কিবাদ'।

১৯০৪ সনের পর থেকে আমার অবস্থান ছিল সোশাল ডেমোক্রেটিক দুই উপদলের বাইরে। ১৯০৫-৭ এর বিপ্লবে বলশেভিকদের হাতে হাত রেখে চলি। প্রতিক্রিয়াশীলদের আমলে বিপ্লবী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার চেষ্টা হিসেবে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদী প্রকাশনায় লিখি। তখনও আশা ছিল, মেনশেভিকরা আরো বামমুখী হবে। তাদেরকে এক করার জন্য আমি কয়েকটি চেষ্টাও নিয়েছিলাম। যুদ্ধের পরেই মেনশেভিকদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হই। ১৯১৭ সনের মার্চের শুরুতে ন্যুয়র্কে রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষিত এবং শ্রেণীশক্তি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। ঠিক তখন, লেনিনও জেনেভা থেকে 'সুদূরের চিঠি' (Letter from Afar) লিখে পেত্রগ্রাদে পাঠাচ্ছিলেন। আমরা উভয়েই, একই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বানী করি। যদিও দু'জন ছিলাম আটলান্টিক মহাসাগরের দু'পারে পৃথিবীর দুই মহাদেশে। প্রতিটি প্রধান প্রধান প্রশ্নে, যেমন কৃষক ও বুর্জোয়াদের প্রতি মনোভাব, প্রভিসনাল সরকার, যুদ্ধ এবং বিশ্ব বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের দু'জনের মতামত ছিল এক ও অভিন্ন। এখানে 'ট্রটস্কিবাদ' এবং লেনিনবাদের সম্পর্ক ইতিহাসের পরশ পাথর রূপে পরীক্ষিত হয়। এই পরীক্ষা চলে খাঁটি রাসায়নিক এক্সপেরিমেন্টের পরিবেশে। তখন আমি লেনিনের রাজনৈতিক অবস্থান সম্মন্ধে কিছুই জানতাম না। আমি আমার যুক্তি, বুদ্ধি ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত রাখতাম। আমার সিদ্ধান্ত এবং মতামত লেনিনের বর্ণিত নীতি ও কৌশলের সাথে মিলে যেত।

তবে, সম্ভবত সে সময় সবার কাছে প্রশ্নটি ছিল পরিস্কার এবং সমাধানও সার্বজনীনভাবে গৃহীত (?)। পক্ষান্তরে, ৪ এপ্রিল ১৯১৭ সনে লেনিনের প্রথম পেত্রগ্রাদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আগে, তার অবস্থান ও মতামত ছিল ব্যক্তিগত, এর সাথে আর কারো অংশগ্রহণ ছিল না। সে সময় পার্টির নেতা যারা রাশিয়ায় ছিলেন, তাদের কারো পলিসির আশু লক্ষ্য– সর্বহারার একনায়কত্ব বা সামাজিক বিপ্লব– ছিল না। লেনিন আসার প্রাক্কালে এক পার্টি সম্মেলন হয়। সেখানে উপস্থিত বলশেভিকদের মধ্যে অন্তত ত্রিশ জনকে জানা যায় যে, তারা গণতন্ত্রের বাইরে আর কোন চিন্তাই করেনি। অবাক কান্ড যে, সেই কনফারেন্সের লিখিত কার্যবিবরণী আজও গোপন রাখা হয়েছে! স্তালিন ছিলেন গুচকভ (Guchkov) ও মিলিউকভ (Miliukoff) -এর প্রভিশনাল সরকার এবং বলশেভিক ও মেনশেভিকদের এক হওয়ার পক্ষে। একই অবস্থান, কিংবা বলা যায় তার চেয়েও সুবিধাবাদী অবস্থানে ছিলেন রাইকভ, কামেনেভ, মলটভ, টমস্কি, কালিনিন (Rykov, Kamenev, Molotov, Tomsky, Kalinin) এবং আজকের অন্যান্য নেতা ও পাতি নেতারা। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় ইয়ারোস্লাভস্কি (Yaroslavsky), অর্ধনিকিজ (Ordzhonikidze), য়ুক্রানিয় এক্সিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান পেট্রোভস্কি(Petrovsky) সহ আরো কয়েকজন মিলে মেনশেভিকদের সংগে যুক্ত হয়ে ইয়াকুট্স্কে (Yakutsk) 'দ্য সোশাল ডেমোক্র্যাট' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এতে তারা প্রাদেশিক বা স্থানীয় ধরনের সুবিধাবাদী বিষয়াবলী খুব অমার্জিত ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। যদি ইয়ারোস্লাভস্কি সম্পাদিত ইয়াকুট্স্কের পত্রিকায় প্রকাশিত ওসব প্রবন্ধ যদি আজ পুণর্মুদ্রিত হোত তাহলে লেনিনবাদের বর্তমান গার্ডদের হাতে রাজনৈতিক চিন্তক হিসেবে তার অপমৃত্যু ঘটতো। এতখানি সচেতন বর্তমান লেনিনবাদী গার্ডরা।

আমি এও জানি যে, লেনিনবাদীরা তাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে লেনিনের শব্দ, বাক্য এবং প্রকাশভঙ্গি পূণরোক্ত করেন। কিন্তু ১৯১৭ সনের শুরুতে দেখা গেল তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক পরিত্যাগ করলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। এ সময়েই লেনিনের অনুপস্থিতিতে তারা লেনিনের চিন্তাধারা থেকে যা শিখেছেন তা নিজেদের দেখাবার সুযোগ ছিল। তারা জেনেভায় লেনিনের মতো বা ন্যুর্য়কে আমার মত ব্যক্তিগতভাবে দু'চার কথা লিখেছেন বা বলেছেন এমন একজনের নামও বলতে পারবেন না। লেনিনের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত স্তালিন এবং কামেনেভ পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত 'প্রাভ্দা' সম্পাদন করতেন। সে সময় পত্রিকাটি ছিল শ্রেফ সীমাবদ্ধ চিন্তা, আধারে ঢিল ছোঁড়া এবং সুবিধাবাদের দলিল। এখনও পার্টির বেশীর্ভাগ সদস্যরা শ্রমিক-কর্মচারীদের মতোই গণহারে আন্দোলন করছে শুধু ক্ষমতার জন্য। এছাড়া অন্য কোন পথে পার্টি কিংবা দেশ কোনটাই চলছে না।

প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতাসীন থাকার সময় স্থায়ী বিপ্লবের সম্ভাবনা দ্রুত আঁকড়ে ধরার জন্য তাত্ত্বিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত ১৯১৭ মার্চে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য লড়াইয়ের শ্লোগান ছাড়া সেরকম রাজনৈতিক প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। বর্তমান নেতাদের একজনও সে রকম পরিনামদর্শিতা দেখাতে পারেনি। ১৯১৭ সনের মার্চে তাদের একজনও বাম পাতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এগুতে পারেনি। ইতিহাসের পরীক্ষায় একজনও টিকতে পারেনি।

আমি পেত্রগ্রাদে আসি লেনিনের একমাস পরে। ঐ লম্বা সময়টা লয়েড জর্জ আমাকে কানাডায় আটকে রাখে। সে সময়েই পার্টির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। লেনিন জনগনকে তাদের অপদার্থ নেতাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন,'আমাদের পার্টির ইতিহাসে বুড়ো বলশেভিকরা একাধিকবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, নতুন নতুন বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করে শুধু না বুঝে ফর্মুলা মুখস্ত করে নির্বুদ্ধিতার সাথে প্রয়োগ করেছেন।' তিনি তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক মতাদর্শগত সংগ্রাম চালু করেছিলেন। কামেনেভ ও রাইকভ এতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। স্তালিন চুপচাপ একপাশে সরে থাকেন। সে সময়ে স্তালিনের এমন একটি লেখাও পাওয়া যাবেনা, যা লেনিনের অবস্থানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তার নীরব থাকার কারণ, বিপ্লবের প্রথম মাসে নেতৃত্বে থেকে তিনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুব বেশী আপোষকামী হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি নেতৃত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পেছনে থাকা পছন্দ করতেন। তিনি তার মনোভাবকে রক্ষা করার চেষ্টায় কখনো প্রকাশ্যে আসেননি। তিনি পেছনে থেকে কেবল সুযোগের অপেক্ষা করতেন। গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিমূলক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, স্তালিনের কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না।

আমার দেশে পৌঁছার সময় বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয়ের সমন্বয়ে গড়া অনেক সোশাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠন ছিল। স্তালিন ও কামেনেভ সহ অন্যরা যে কেবল বিপ্লবের প্রথম ধাপেই নেতৃত্ব দেননি বরং যুদ্ধের সময়ও ছিলেন এটা তারই স্বাভাবিক ফল। যদিও বলতে হয়, যুদ্ধের সময় স্তালিনের অবস্থান ছিল অজানা। বরং প্রশ্ন উঠে, তিনি কখনো কোন সঠিক লাইনের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। ১৯১২ সনে ট্রটস্কির বলশেভিক ও মনশেভিকদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রচনাগুলো– স্ক্যান্ডিনেভিয়ার যুব কম্যুনিস্ট থেকে অস্ট্রেলিয়ার পাইওনিয়ার পর্যন্ত– সমস্ত বিশ্বে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের আবশ্যকীয় পাঠ্য বই থেকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু তারা একবারও এ কথাটি উল্লেখ করেনি যে, ১৯১৭ সনের মার্চে স্তালিনই জেরেটেলির দলের সাথে ঐক্য স্থাপনের জন্য ওকালতি করেন এবং ১৯১৭ সনের মাঝামাঝি সময় লেনিন পার্টিকে জলকাদা মগ্ন অবস্থা থেকে টেনে বের করে আনার আগ পর্যন্ত বর্তমান ক্ষমতাসীন এসব নকলবাজ রাজনৈতিক নেতারাই পার্টিকে জলকাদায় টেনে নিয়েছিলেন। সত্য এই যে, তারা কেউই প্রথম থেকে বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি এবং তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। অবশ্য তারা এখন তথাকথিত ট্রটস্কিবাদের বিপরীতে দ্বন্দ্ব-তত্ত্বের গভীরতার প্রতিনিধি বলে স্পর্ধা দেখান। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে আগে থেকে বুঝতে পারার জন্য যথেষ্ট মেধা ও সাহস থাকা প্রয়োজন।

পেত্রগ্রাদে এসেই আমি কামেনেভকে বলেছিলাম যে, লেনিনের বিখ্যাত 'এপ্রিল থেসিস' তার পার্টির নতুন যে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত। তিনি শুধু বললেন,'আমি একমত না' ! আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টিতে যোগ দেয়ার আগেই বলশেভিকের অতিগুরুত্বপূর্ণ অনেক দলিলের খসড়া আমি-ই রচনা করেছি। লাভের আশায় অক্টোবর বিপ্লবের পেছনে ঘুর ঘুর করা কাচিন, থালমানরা সহ অন্যান্য নকলবাজরা পিছু হটার সময় আমাকে হাজার বাজার জিজ্ঞেস করেছিল, অথচ আমি 'ট্রটস্কিবাদ' স্বীকার করি কি না এই বিষয়টি তারা একবারও জানতে চায়নি। এপ্রিল মাসে পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রধান প্রধান গ্রুপগুলোর মুখে লেনিনবাদ ও ট্রটস্কিবাদকে পাশাপাশি উপস্থাপন করতে শোনা গেছে। তখন তারা ট্রটস্কিবাদের জন্য লেনিনকে অভিযুক্ত করেছিল। কামেনেভ খোলাখুলিভাবে জোর দিয়ে এটা প্রচার করতো। আর অন্যরা করত সাবধানে পর্দার আড়াল থেকে। আমি রাশিয়ায় এসে পৌঁছার পর অনেক প্রবীণ বলশেভিক আমাকে বলেছিলেন ঃ 'এখন "তোমার পথ" উদযাপনের পালা।' আমি তার উত্তরে যুক্তি দিয়ে বলেছিলাম যে, লেনিন এবং আমার দু'জনেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন, তবে ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে তিনি তার মতো করে

বানিয়েছেন আর আমি আমার মতো করে। এটা এলজেব্রার বিকল্প পাটিগণিত মাত্র। এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

আমাদের প্রথম দিককার মিটিংগুলোতে এবং জুলাইয়ের পরেও আরো বহু মিটিং-এ লেনিন বাহ্যিকভাবে শান্ত এবং সরলতায় খুব আত্মমগ্ন থাকতেন। তার এই ভাবমূর্তির কারণে তখন কেরেন্স্কিকে মনে হোত সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং বলশেভিকদের মনে হোত একটা নগণ্য 'গুরুত্বহীন গ্রুপ'। তাই অফিসিয়ালিও সেরকম আচরণই করা হোত। পার্টির নিজেরও তখন উপলব্ধি ছিল ন যে, তার সামনে কি ক্ষমতা আসছে। তবে লেনিন কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবেই তার কর্মের প্রতি আত্মবিশ্বাসী থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমিও সব সময় সাথে থেকে তাকে সাহায্য করেছি। অক্টোবর বিপ্লবের দু'মাস আগে আমি লিখেছিলাম: 'আমাদের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ একটি বিমূর্ত ধারণা নয় যে, কেবল সুযোগ পেলেই এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা যাবে বা করতে হবে (যেমন জেরেটেলি এবং চের্নভ ভাবেন)। বরং এটি একটি বাস্তব নির্দেশনামূলক নীতি এবং সম্পূর্ণ প্রয়োগিক বিষয়। গোটা য়ুরোপে বিপ্লব হওয়া ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ও চূড়ান্ত সাফল্য আমাদের জন্য অচিন্তনীয়।' সে সময় আমি 'একদেশেই সমাজতন্ত্র' এর দার্শনিক হিসেবে জেরেটেলি এবং চের্নভের পাশে স্তালিনের নাম তখনও যোগ করতে পারিনি। আমি প্রবন্ধটির উপসংহারে বলেছিলাম:'স্থায়ী বিপ্লব বনাম ব্যাপকভাবে স্থায়ী নরহত্যার মধ্যেই লড়াই হবে এবং এর উপর নির্ভর করবে মানব জাতির ভবিষ্যত।' এটা আমাদের পার্টির সেন্ট্রাল অর্গানের উদ্যোগে ৭ই সেপ্টেম্বর ছাপা হয়। পরে আলাদা পুস্তিকা আকারেও পূণপ্রকাশিত হয়। তখন কোথায় ছিলেন আমার বর্তমান সমালোচকরা? তখন কেন তারা আমার স্থায়ী বিপ্লবের খারেজি শ্লোগান সম্পর্কে নীরব ছিলেন? স্তালিনের মত কেউ কেউ তখন অর্ধ নিমীলিত চোখে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অন্যরাও, যেমন জিনোভিয়েভ টেবিলের তলে লুকিয়ে ছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে: তত্ত্বের প্রশ্নে লেনিন ব্যতিক্রমী কোন কিছুই প্রশ্রয় বা স্বীকৃতি দিতেন না। তিনি নীরবে কেমন করে আমার খারেজি মতবাদের প্রচার সহ্য করেছিলেন? কি করে সম্ভব হোল যে, তিনি 'ট্রটস্কিবাদ' এর প্রচার পার্টির 'সেন্ট্রাল অর্গান' দ্বারা অনুমোদন করলেন?

১৯১৭ সনে পয়লা নভেম্বর পেত্রগ্রাদ কমিটির মিটিং-এ লেনিন বলেছিলেন, 'ট্রটস্কি যখন বুঝতে পেরেছেন যে মেনশেভিকদের সাথে ঐক্য হওয়া অসম্ভব তখন আর ভাল বলশেভিক সেখানে পাওয়া যাবে না'। সবদিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ এই মিটিং-এর কার্যবিবরণী আজও গোপন রাখা হয়েছে। এবং এতে কেবল একবার নয়, বার বার তিনি পরিস্কারভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এটা কোনভাবেই স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব ছিল না। বরং আমাদের বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করেছে মেনশেভিকদের সংকীর্ণ মনোভাব, যদিও এটা তাদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা অপবাদ।

বিপ্লবের দু'বছর পর, অতীতের দিকে তাকিয়ে, লেনিন লিখলেন: 'ক্ষমতা দখল করার সময় এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নির্মাণ কালের শুরুতে বলশেভিকরা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার খুব কাছাকাছি ছিল এবং কর্মীরাও সর্বোত্তম উপযুক্ততা অর্জন করেছিল।' সন্দেহের ছায়াও কি থাকতে পারে, যখন তিনি এমন সুচিন্তিতভাবে বলেছিলেন যে, বলশেভিকরা সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে নিকটতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি? তখন কি লেনিনের মনে প্রধান বিষয় হিসেবে 'ঐতিহাসিক ট্রটস্কিবাদ' ছিল না? তখন যারা তার নিকটতম ছিল তাদের মধ্যে কি আমার প্রতিনিধিত্ব ছিল না? এবং আমি ছাড়া লেনিন আর কার কার কথা মনে রেখে এ মন্তব্য করেছিলেন? সম্ভবত মার্সেল কেচিন ? অথবা থালমান? লেনিন যখন সামগ্রিকভাবে পার্টির অতীত উন্নতিকে মূল্যায়ন করেন, তখন তার কাছে ট্রটস্কিবাদ চলমান সমাজবাদী ভাবধারার বৈরী এবং বিরোধী বলে বিবেচিত হয়নি বরং তার বিপরীতে বলশেভিকবাদ প্রবণতার কাছাকাছি ছিল।

আমরা এখন যেটা দেখতে পাই, পার্টিতে চিন্তা ধারার আসল যে বিকাশ ও অগ্রগতি, তা কখনো মিথ্যা, ভন্ডামি বা ব্যঙ্গ কৌতুকের মত বিষয় ছিল না। এখনকার নকলবাজরা লেনিনের মৃত্যুর সুযোগে এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার স্রোতে পড়ে এটা তৈরী করেছে।

২৯। ক্ষমতায় /স্মল্‌নিতে।

স্মল্‌নি ইন্সটিটুট



দেশের এবং দেশের মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সেসব দিন ছিল অনন্য। সামাজিক উত্তেজনা এবং ব্যক্তিগত টেনশন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। জনগন সৃষ্টি করছিল এক নতুন ইতিহাস। নেতারা অনুভব করতো তাদের পদক্ষেপগুলো সেসব ইতিহাসের অঙ্গীভূত। তখনকার নেয়া সিদ্ধান্ত এবং জারী করা নির্দেশাবলী জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে পুরোপুরি এক নতুন যুগের ইতিহাসের জন্য। আলাপ–আলোচনা করেই সেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। তবু, বলব না যে, সেগুলো সব সত্যিকার ভাবনা–চিন্তা ও সুবিবেচনা প্রসূত। কারণ, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী ছিল সে মূহুর্তে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন। ঘটনার চাপ ছিল ভীষণ। যে রকম ঘটনা ঘটত ঠিক সেরকম স্পিরিটে একশনও নেয়া হতো। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আসতো স্বতস্ফুর্তভাবে এবং নির্দেশও হোত স্বচ্ছ। পথ ছিল পূর্ব নির্ধারিত ; প্রয়োজন হতো কেবল কাজ দেখিয়ে দেয়া। কোন মতানৈক্য এবং পূনর্বিবেচনার দাবীও আসতো না বললেই চলে। জনগণকে যা বলা হতো, পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুসারে তারা তাই নির্দ্বিধায় এবং নিঃসন্দেহে মেনে নিতেন। ঘটনার চাপে থেকেও 'নেতারা' শুধু সময়ের চাহিদা এবং ইতিহাসের দাবী অনুযায়ী স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক সূত্রবদ্ধ করার বেশী কিছু করেননি। তবে কোনটাই ততটা খারাপ হয়নি।

মার্ক্সবাদ স্বয়ং অচেতন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সচেতন অভিব্যক্তির দাবীদার। যখন জনগণ ঐতিহাসিক বিকাশের চূড়ান্ত ধাপে এসে চাপে পড়ে গতানুগতিকা সামাজিক ধারা ভেঙ্গে জয়ের সর্বোচ্চ পয়েন্টে আসে তখনই 'অচেতন' প্রক্রিয়াটি (ঐতিহাসিক-দার্শনিক (historico-philosophical) শব্দ বা পদগত অর্থে– মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে নয়) 'সচেতন' অভিব্যক্তির সাথে মিশে যায়। এবং সেই মুহূর্তে যুগের সূচনাকারী সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক সচেতন ব্যক্তিও তত্ত্ব না বোঝা শোষিত-নিপীড়িত জনতার তাৎক্ষণিক কর্মকান্ডের সাথে এক হয়। এই 'সচেতন' এবং 'অচেতনে'র মধ্যে যে সৃজনশীল ঐক্য গড়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় 'অনুপ্রেরণা' (inspiration)। বিপ্লব হচ্ছে সেই অনুপ্রাণিত ইতিহাসের প্রবল উত্তেজনা।

প্রত্যেক সত্যিকার লেখক জানে, সৃজনশীল মূহুর্তগুলোতে, নিজের চেয়ে শক্তিশালী কোন শক্তি তার হাতকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় ; প্রত্যেক সত্যিকার বক্তা বক্তৃতা দেয়ার সময় অনুভব করে, তার চেয়েও বড় কোন শক্তি তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে। এ শক্তিরই নাম 'অনুপ্রেরণা'। এর উদ্ভব হয় ব্যক্তির সামগ্রিক সৃজন শক্তির ভেতর থেকে। 'অচেতন' তার গভীর কূপ থেকে জেগে উঠে 'সচেতন' মনকে তার ইচছানুযায়ী আনমিত করে এবং নিজেই তার সাথে মিশে গিয়ে রূপান্তিরত হয় বৃহত্তর কোন সংশ্লেষে। এভাবেই বিদ্যমান অবস্থা বদলায়। একইভাবে কখনো কখনো জনগণের আন্দোলনের সাথে জড়িত কাজের সঙ্গে ব্যক্তির আত্মিক শক্তিও পুরোপুরি মিশে যায়। প্রাণের গভীরে লুকায়িত শক্তি– সহজাত প্রবৃত্তি, আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পূর্বপুরুষদের জৈবিক ক্ষমতার সৌরভ– এ দু'টো জেগে ওঠে এবং প্রচলিত মানসিক অভ্যাস ভেঙ্গে ফেলে। তারপর উচ্চতর ঐতিহাসিক-দার্শনিক বিমূর্ত শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবের সেবায় নিয়োজিত হয়। চেতনের সঙ্গে অচেতনের মিলনের ভিত্তিতে এই দু'প্রক্রিয়া ব্যক্তি এবং জনতাকে প্রভাবিত করে। এভাবেই সকল মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রধান চালিকাশক্তি সহজাত প্রবৃত্তি এবং চিন্তার উচ্চতর তত্ত্বসমূহের মধ্যে ঐক্য (union) গড়ে উঠে। অক্টোবর বিপ্লবের সময় নেতাদের ক্ষেত্রে এটাই সত্য হয়েছিল।

বাইরে থেকে একে খুব একটা মনে দাগ কাটার মতো মনে হয়না। তবে এ কারনে ক্ষুধা, ক্লান্তি, আরক্তিম চাহনী এবং গোঁফ–দাঁড়ি না কাটা অবস্থা নিয়ে লোকজন চলাফেরা করে। পরবর্তিতে তাদের কেউই সেদিনকার সংকটময় মুহূর্তগুলো পুণরায় আর মনে করতে পারেনা। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য বেশ কিছুকাল পরে আমার স্ত্রীর ডাইরী থেকে কিছু অংশ এখানে উধৃত করা হলো:

'অক্টোবরের প্রস্তুতি পর্বের শেষ দিনগুলোতে আমরা তুরিদ স্ট্রিটে থাকতাম। লেভ ডেভিডোভিচ সারাদিন স্মলনিতে কাটাতো। আমিও তখন কাঠ-কর্মী/শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করতাম। সেখানে বলশেভিকরা দায়িত্বে ছিল। পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তেজনাকর। কর্মঘন্টার সবটুকু জুড়ে গল্প হতো অভ্যুত্থান নিয়ে। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আন্তরিকভাবে 'লেনিন–ট্রটস্কির চিন্তাধারা' (তখন এটাই বলা হতো) অনুসরণ করতেন। আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করতাম। অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা হতো স্মলনির সবখানে– চলার পথে, খাবার সময়, সিঁড়িতে, আকস্মিক মিটিংএ– যত্রতত্র। আমরা কম খেতাম, কম ঘুমাতাম এবং প্রায় ২৪ ঘন্টাই কাজ করতাম। আমরা আমাদের দুই ছেলের কাছ থেকে বেশীরভাগ সময় বিচ্ছিন্ন থাকতাম। অক্টোবরের দিনগুলোতে আমি তাদের নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। স্কুলে লিওভা এবং সেরিওঝাই ছিল একমাত্র বলশেভিক, আর তাদের ভাষায় সমর্থক ছিল মাত্র একজন। এই তিনজনের বিরুদ্ধে ছিল ক্ষমতাসীন গণতন্ত্রী কাদেত এবং সোশালিস্ট-রেভুলুসনিস্টদের শক্তিশালী দলগুলোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। এবং এ ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সমালোচনার সাথে ঝগড়া ও মারামারি। ডেমোক্রেটরা দল বেঁধে আমার পুত্রদের আক্রমণ করত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক একাধিকবার তাদের রক্ষা করেন। ছেলেরা আসলে কেবল তাদের বাবাকেই অনুসরণ করছিল। প্রধান শিক্ষক নিজে ছিলেন কাদেত। তাই তিনি সবসময় আমার ছেলেদের শাস্তি স্বরূপ 'হ্যাট নিয়ে বাড়ি চলে যাও' বলে পাঠিয়ে দিতেন। বিপ্লবের পর তারা আর ঐ স্কুলে কিছুতেই যেতে চাইল না। ভর্তি হলো 'জনতার স্কুলে'। এ স্কুলের সবকিছুই ছিল সরল, অমার্জিত ও অপরিকল্পিত কিন্তু মুক্তভাবে শ্বাস নেয়ার সুযোগটা ছিল।

এল ডি আর আমি খুব একটা ঘরে থাকতাম না। ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে বাবা–মাকে কাছে না পেয়ে নিজেদের চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখা ঝামেলা মনে করতো। সেদিনগুলোতে মিছিল, সংঘর্ষ, গোলাগুলি চলত অহরহ। তাই ছেলেদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের আশংকা হতো। কারণ তারাও ছিল বিপ্লবী মুডে। কিছুক্ষণের জন্য দেখা হলে তারা ফুর্তির সঙ্গে আমাদের নানান অভিযোগের গল্প শোনাত। এমনি একদিন বলছিল,'আজ আমরা স্ট্রিট–কারে করে কসাকদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখলাম বাবার লেখা 'কসাক ভায়েরা' শীর্ষক প্রচারপত্রটি তারা পড়ছে !'

'তাই?'

'হাঁ তারা একজন পড়ে আরেকজনকে দিচ্ছিল; এটা খুব প্রশংসনীয় ছিল !'

'প্রশংসনীয়?'

'হাঁ, প্রশংসনীয়।'

এল ডি'র এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার। তার পরিবার বেশ বড়। নানান বয়সের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ঘরে গভর্নেস এবং কাজের লোকও আছে যথেষ্ট। তিনি ছেলে দু'টোকে তার বাড়িতে রাখবার প্রস্তাব করলেন। আমি তাদের নিরাপত্তার জন্য আশীর্বাদ ভেবে তক্ষুনি প্রস্তাবে রাজি হলাম।

আমাকে স্মল্‌নিতে দিনে অন্তত পাঁচবার ডাকা হতো। এলডি'র বিভিন্ন কমিশনের কাজ করার জন্য। আমরা গভীর রাতে তুরিদ স্ট্রিটে ফিরতাম; আবার ভোরবেলা দু'জন দু'দিকে এল.ডি স্মলনিতে আর আমি ইউনিয়নে চলে যেতাম। ঘটনাবলী যখন তুঙ্গে পৌঁছে, আমরা তখন আর স্মলনি ত্যাগ করতে পারিনি। এত কাপড়েই সোফায় বা চেয়ারে ঘুমাতে হতো। তখন শরৎকাল; কুয়াশা পড়ে; শুষ্ক কনকনে বাতাস আর শীত পড়তে শুরু করেছে কেবল। রাজপথ নীরব জনমানবহীন ফাঁকা। এই অবস্থায়ও তীক্ষ্ণ সতর্কতা অনুভূত হতো। স্মল্‌নি খুশিতে টগবগ। হাজার হাজার জাঁকজমকপূর্ণ ঝাড়বাতি। রাতের আকাশ আলোর ঝলকানিতে নেচে উঠে। দিন রাত লোকে লোকারণ্য। কলে–কারখানায় টানটান উত্তেজনা তবে সড়ক ও জনপথ শান্ত। তখন মনে হচ্ছিল ভীত সন্ত্রস্ত নগরী মাথা গুঁজেছে দুই কাঁধের আড়ালে।

আমার মনে পড়ে, অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর, আমি স্মলনির এক রুমে গিয়ে লেনিন এবং এল ডি-কে পেলাম। তাদের সঙ্গে, যতদূর মনে হয় ছিলেন জেরঝিনস্কি, জোফ এবং আরো অনেকে। তাদের মুখমন্ডল মলিন–সবুজাভ, অনিদ্রার ছায়া স্পষ্ট, চোখে জ্বলছে আগুন, জামার কলার ঘামে জবজবে ও ময়লায় ভর্তি এবং সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। কেউ কেউ টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসে পরবর্তি নির্দেশের অপেক্ষায়। অপেক্ষমান জনতার মাঝখানে লেনিন ও ট্রটস্কি। আমার মনে হলো ঘুমন্ত মানুষেরাই নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় কথা বলে যেমন, ঠিক তেমন। মূহুর্তের জন্য অবাক বিস্ময়ে আশংকিত হয়ে, মনে হলো আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। মনে হলো, বিপ্লব বিপদের মুখে। যে কোন মূহুর্তে যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। কারণ, যারা মূল নেতৃত্বে তাদের নাওয়া–খাওয়া–নিদ্রা–বিশ্রাম কিছুই নেই। এমতাবস্থায়, সঠিক দিক নির্দেশনা আসবে কোথা থেকে এবং কিভাবে?

আমার মনে আছে, পরদিন আমি লেনিনের বোন মারিয়া ইলিনিজ্‌নার সাথে দেখা করি। তাকে তাগাদা দেই যে, এক্ষুণি লেনিনের জামার কলার বদলানো দরকার এবং তার ঘুম ও বিশ্রাম দরকার। সে হাসতে হাসতে বললে, 'ঠিকই বলেছেন।' কিন্তু ততক্ষণে এ বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা আমার কেটে গেল। গুরুত্বও হারিয়ে গেল।'

অন্তত পেত্রগ্রাদের ক্ষমতা তো গ্রহণ করা হলো। লেনিন তখনও জামার কলার বদলাতে পারেনি। তার চোখে অনেক প্রশস্ত দৃষ্টি মুখে যদিও ক্লান্তি। তিনি আন্তরিক স্নেহ বাৎসল্য নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'জানোইতো, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং পালিয়ে বেড়ানো গোপন জীবন যাপন থেকে একবারে হঠাৎ করে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন..।' তিনি সঠিক শব্দ খুঁজছিলেন। শেষে হাতটাকে মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে

জার্মান ভাষায় বললেন, 'Es schwindelt' (এটা ঠকায়)। আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম। এতে এক দু'মিনিট কালক্ষেপন হলো। পরপরই 'পরবর্তি কাজে' মনোনিবেশ করলাম।

সরকার গঠন করতে হবে। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অল্প ক'জন বাছাই করলাম। রুমটির এক কোণে দ্রুত বৈঠকে বসলাম।

লেনিন একটুখানি চিন্তা করে গলা উঁচিয়ে বললেন, ' মিনিস্টার ছাড়া কি নাম দেয়া যায় বলতো? এটি অরুচিকর এবং অতি ব্যবহারজীর্ণ নষ্ট শব্দ।

বললাম, ' কমিশারি বলতে পারি, তবে অনেক বেশী কমিশারি হয়ে যাবে। তাহলে, সুপ্রীম কমিশারি'? না, সুপ্রীম শব্দও ভালো ঠেকে না। আচ্ছা 'পিপলস কমিশারি' বললে কেমন হয়?'

'কি বললে, 'পিপলস কমিশার'? মন্দ না ' লেনিন সায় দিয়ে বললেন, 'এবং সরকারকে সার্বিকভাবে কি বলবে?

'সোভিয়েত শব্দটা রাখতে হবে... তাহলে সোভিয়েত অব পিপলস কমিশারিজ রাখলে হয় না ?'

'দ্য পিপল্‌স অব সোভিয়েত কমিশারিজ ?' দারুন, বিপ্লবী গন্ধ আছে।' লেনিন তাই গ্রহণ করলেন।

বিপ্লবের সৌন্দর্য বা 'রোমান্টিকতা' উপভোগ করার প্রতি লেনিনের তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে তার চেয়েও




বড় তিনি সামগ্রিক দিক থেকে বিপ্লবকে গভীরভাবে অনুভব করতেন এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নির্ভুলভাবে বুঝতেন। সে সময়ের প্রথম দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন ভ্লাদিমির ইলিচ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি হোয়াইট গার্ড বা শ্বেত বাহিনী তোমাকে আর আমাকে মেরে ফেলে তখন কি হবে ? স্ভায়ার্লভ (Yakov Mikhaylovich Sverdlov) এবং বুখারিন (Nikolai Ivanovich Bukharin) কি ম্যানেজ করতে পারবে ?

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, 'সম্ভবত, ওরা আমাদের মারবে না।'

প্রত্যুত্তরে লেনিনও হেসে বললেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরাই জানে, তারা কি করবে, তুমি বা আমি না।'

১৯২৪ সনে, লেনিনের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে, আমি প্রথম এ ঘটনাটি বর্ণনা করি। পরে শুনতে পাই তখনকার ত্রিবর্গের সদস্যরা (স্তালিন, জিনোভিয়েভ, এবং কামেনেভ) একথা শুনে খুব ক্ষেপে যায়, যদিও প্রতিবাদ করার সাহস দেখায়নি। কিন্তু বাস্তবে লেনিন ওদু'জন ছাড়া আর কারো নাম নেয়নি বা ভাবেওনি।

লেনিন যেহেতু দু'বার নির্বাসন দণ্ডে পনের বছর বিদেশে ছিলেন, তিনি রাশিয়ায় থাকা প্রধান দু'একজন নেতা সম্পর্কে জানতেন, যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল কিংবা বিদেশে দু'একবার দেখা হয়েছিল। বিপ্লবের পরে কাজের মাধ্যমে তিনি তাদের কাছে এসে পরিচিত হন। ফলে তাকে পরোক্ষ রিপোর্টের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরনো বদলে নতুন ধারণা পেতে হয়। নীতিবোধের প্রতি প্রবল অনুরাগী মানুষ লেনিন জনগণের প্রতি উপেক্ষা সহ্য করতেন না। একজন চিন্তাবিদ, দ্রষ্টা এবং সমর পরিচালনায় দক্ষ মানুষ হয়েও জনগণের প্রতি তার আকস্মিক উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটতো। ক্রুপস্কায়াও তাঁর স্মৃতিকথায় লেনিনের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। লেনিন এক নজর দেখেই কোন মানুষের মূল্যায়ন করতেন না, তার সম্পর্কে একটি গড়মাত্রার হিসাব করতেন। তার দৃষ্টিশক্তি ছিল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। কোন কিছু তার চোখে পড়লে, তাকে বহুমাত্রায় বড় করে দেখতে পারতেন। তিনি সত্যিকার অর্থে প্রায়ই লোকজনের প্রেমে পড়তেন। এ নিয়ে আমি তাকে ঠাট্টা করে বলতাম, 'আমি জানি, আপনি নতুন রোমান্সে আপ্লুত হয়েছেন।' তিনি তার এই বৈশিষ্ট্যকে বুঝতেন এবং কিছুটা বিব্রত, কিছুটা বিরক্ত হয়ে হেসে হেসে উত্তর দিতেন।

লেনিন ও ট্রটস্কির থাকবার ঘর

১৯১৭ সনে আমার প্রতি লেনিনের মনোভাব কয়েকবার পরিবর্তিত হয়। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে মেশেন বেশ কিছুটা সাবধানে। জুলাইয়ের দিনগুলো হঠাৎ করে আমাদেরকে খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিকরা যখন বিরোধী ভূমিকায় আসে, আমরা প্রি–পার্লামেন্ট বয়কটের আহবান জানাই। তখন লেনিন তার গোপন অবস্থান থেকে আমাকে লেখেন, 'সাবাস, কমরেড ট্রটস্কি।' পরে, কিছু আকস্মিক এবং ভুল নির্দেশনার কারনে তিনি আমাকে মূল্যায়ন করেন যে, সশস্ত্র উত্থাপনের ব্যাপারে আমি না কি খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। অক্টোবরে তার লেখা কয়েকটি পত্রে এই সন্দেহ প্রতিফলিত হয়। বিপ্লবের সময় আমার প্রতি তার মনোভাব ঠিক তার উল্টো হয়ে যায়। একটি আধো-আঁধার খালি ঘরে আমরা বিশ্রাম নিতাম। তখন তিনি

অকৃত্রিম উষ্ণতা ও আন্তরিকতা দিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করেন। পরদিন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা সভায় তিনি সোভিয়েত অব পিপল্‌স কমিশারীর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করেন। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাই– প্রস্তাবটি আমার জন্য অপ্রত্যাশিত এবং আমি এর অনুপযোগী। লেনিন চাপ দিয়ে বললেন, 'কেন নয়, ক্ষমতা যখন হাতে নেয়া হয় তখন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রধান ছিলে তুমি।' আমি বিতর্কে না গিয়ে সরাসরি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য 'মুভ' করি। 'মোশন' তাই মেনে নেয়। পয়লা নভেম্বর পেত্রগ্রাদ পার্টি কমিটিতে এক প্রবল আবেগঘন আলোচনায় লেনিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'ট্রটস্কির চেয়ে ভালো বলশেভিক আর দ্বিতীয়টি নেই।' তার মুখ থেকে নিঃসৃত এসব শব্দাবলীর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সর্বাধিক এবং গভীর অর্থবোধক। তবে অবাক কাণ্ড যে, সে সভার কার্যবিবরণী আজও জনসমক্ষে আসেনি।

ক্ষমতার জয় আমাকে সরকারী কাজে নিয়ে এলো। আমি জীবনেও এমন ক্ষমতাসীন হব ভাবিনি ; ১৯০৫ সনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে ক্ষমতায় জড়াব, এমন চিন্তা বা চেষ্টা কখনো করিনি। একেবারে শৈশব–কৈশোর থেকেই আমি একজন লেখক হবার স্বপ্ন দেখে এসেছি। পরে, বিপ্লবের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছি, কেবল আমার লেখালেখি বা সাহিত্যকর্ম ছাড়া। পার্টির ক্ষমতার জয় সবসময়ই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচীর ওপর আমি প্রচুর লিখি এবং বক্তৃতা করি । কিন্তু আমার একান্ত ব্যক্তিগত লেখা-লেখির কাজও করতে হবে, এটা কখনো ভাবিনি। তাই এটা অবহেলায় পড়ে থাকে।

ক্ষমতা গ্রহণের পর আমি সরকারের বাইরে থাকার চেষ্টা করি এবং প্রেসের দায়িত্ব নিতে চাই। হতে পারে বিজয় লাভের পর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ,তার আগের কয়েক মাস বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে কাজের খুব নিবিড় বাঁধনে ছিলাম। আমার সমগ্র অস্তিত্বের প্রতিটি স্নায়ু চাপের শেষ সীমায় ছিল। লুনাচারস্কি কোন এক কাগজে যেন লিখেছিলেন, 'ট্রটস্কি হাঁটত ইলেকট্রনিক ব্যাটারির মত, যেই তার সংস্পর্শে আসতো সেই পুরো চার্জ হয়ে ফিরত।' অক্টোবরের পঁচিশ তারিখে সে সুযোগ এলো। অনুভব করলাম, আমি এক শল্যবিদ– জটিল অপারেশন শেষ করেছি– হাত ধুয়ে, এ্যাপ্রোণ খুলে রেখে এখন বিশ্রাম নেব।

লেনিন সাড়ে তিনমাস বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে বিভিন্ন গোপন আশ্রয়স্থলে ছিলেন। সদ্য ফিরে এসেছেন। অন্যরা চাইছিলেন এবং আমারও ইচ্ছে ছিল যে, কিছুদিন অবসর নিয়ে পর্দার আড়ালে থাকব। লেনিন শুনলেন না। আমাকে অভ্যন্তরীণ কমিশারির ভার নিতে বাধ্য করলেন। বললেন, 'এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে প্রতিবিপ্লব ঠেকানো'। আমি আপত্তি জানালাম এবং আমার জাতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করে বললাম,'এ সময় বিপক্ষ দলের হাতে, ইহুদী জাতীয়তাবাদের মত একটি অতিরিক্ত অস্ত্র তুলে দেয়া কি ঠিক হবে,?

লেনিন খুব রাগ করলেন। বললেন,'আমরা একটি মহান আন্তর্জাতিক বিপ্লব করতে যাচ্ছি। এসব তুচ্ছ বিষয়ের কি গুরুত্ব আছে এতে ?'

একটি ভালো রসাত্মক খুনসুটি শুরু হলো। 'বিপ্লব মহান তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বেশ বড় সংখ্যক একদল বোকাও এখানে আছে।' আমি উত্তর দিলাম।

'কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা বোকাদের সাথে পা মিলিয়ে চলব না, তাই না ?'

'হয়তো না, কিন্তু মাঝে মাঝে বোকাদের জন্যও কিছু ছাড় দিতে হয়। যাত্রাতেই অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করা কেন ?'

ইতিমধ্যে আমার জানার সুযোগ হয় যে, রুশ সমাজ জীবনে জাতীয়তা প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমার কাছে তার কোন বাস্তবিক গুরুত্ব ছিলনা। প্রথম যৌবন থেকেই জাতীয়তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং জাতীয় কুসংস্কার আমার যুক্তিবোধকে বিভ্রান্ত কোরত। কোন কোন ক্ষেত্রে এতই নাড়া দিত যে, তখন আমার প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ হোত, এমনকি নৈতিক বিবমিষাও সৃষ্টি হোত। মার্ক্সবাদী শিক্ষা আমার এই অনুভবকে আরো গভীর করে এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়ে একজন সক্রিয় আন্তর্জাতিকতাবাদী বানায়। আমি বহু দেশে জীবন কাটিয়েছি, বহু ভাষা, বহু রাজনীতি এবং বহু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছি। এসব আমার রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে আমাকে আন্তর্জাতিকতাবাদী করেছে। ১৯১৭ সনে বা তারপর কোন নিয়োগের বিপরীতে আমার ইহুদী জাতি সত্ত্বার কথা উল্লেখ করেছি স্রেফ রাজনৈতিক কারণে।

স্ভায়ার্লভ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা আমার পক্ষে। লেনিন সংখ্যালঘু, তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা দুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন। পরে এই ভেবে নিজে নিজেই শান্তনা পেলেন যে, কে কোন বিভাগে কাজ করি, সেটা বড় কথা নয়, আমাদেরকে মিলিতভাবেই প্রতিবিপ্লব ঠেকাতে হবে। কিন্তু স্ভায়ার্লভ আমার প্রেস বিভাগে যাওয়ারও বিরোধীতা করলেন। তিনি এ দায়িত্ব বুখারিনের দাবী করে বললেন, 'লেভ ডেভিডোভিচের দায়িত্ব হবে বাকী ইউরোপকে ঠেকানো। তাকে পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হোক।' লেনিন একটু কড়াভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এ মুহূর্তে পররাষ্ট্র বিষয়ে কি কাজ করব ?' কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। আমিও অগত্যা একমত হলাম। এভাবে স্ভায়ার্লভের আগ্রহে আমি চারমাস সোভিয়েত কূটনীতির প্রধান ছিলাম।

পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশারিয়েতের আসল অর্থ ছিল বিভাগীয় কাজ থেকে মুক্তি। যে সব কমরেড স্বতস্ফুর্তভাবে কাজ করতে চাইতেন, তাদেরকে আমি বলতাম, তারা যেন তাদের সন্তুষ্টি ও পছন্দমতো আরো ভালো কোন কাজ বেছে নেয়। পরবর্তিতে এদেরই একজন– যার সাথে সোভিয়েত সরকার গঠনের পরপরই আমার আলাপ হয়– তার স্মৃতিকথায়, একটি নিরপেক্ষ মজার বিবরণ দেয়। তার বিবরণ অনুসারে আমি তাকে বলেছিলাম, 'আমাদের কূটনৈতিক কাজ কি? আমি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কতিপয় বিপ্লবী ঘোষণা জারী করব এবং তারপর দোকানটি বন্ধ করে দেব।' আলাপকারী আমার কূটনৈতিক সচেতনতার অভাব দেখে অকপটে আশাহত হন। আমি ইচ্ছে করেই দৃষ্টিভঙ্গির অতিরঞ্জন করি এ বাস্তবতা বোঝাতে যে, এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কূটনীতি নয়।

এ সময়ের অত্যাবশ্যকীয় প্রধান কাজ ছিল আক্টোবর বিপ্লবের বিকাশ ঘটানো। একে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া। পেত্রগ্রাদকে কেরেন্স্কি এবং জেনারেল ক্রাস্নভের অবরোধ থেকে মুক্ত করা এবং প্রতিবিপ্লবকে ঠেকানো। অবশ্য বিভিন্ন বিভাগের কাজের বাইরেই এ সব সমস্যা আমরা সমাধান করি এবং এ কাজে আমি সবসময় লেনিনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করি।

স্মল্নিতে আমার কক্ষের ঠিক বিপরীতে ভবনের শেষ প্রান্তে ছিল লেনিনের কক্ষ। দু'কক্ষের মাঝে বারান্দা ছিল খুব দীর্ঘ। তাই সংযোগকারী না বলে বিচ্ছিন্নকারী বলা ভালো। লেনিন মজা করে বলতেন 'যোগাযোগের জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা করো'। যোগাযোগ হতো টেলিফোনে। এ ছাড়া মুখোমুখি আলোচনার জন্য প্রতিদিন আমাকে কয়েকবার লেনিনের রুমে হেঁটে যাতায়াত করতে হতো। তখন মনে হতো বারান্দাটা পিঁপড়ার বাসার মতো যেন শেষ হতে চায় না। লেনিনের সচিব হিসেবে কাজ করত একজন তরুন নৌসেনা। সে দু'রুমের মধ্যে সারাদিন দৌড়ের ওপর থাকত। লেনিনের লেখা নোট আমার জন্য নিয়ে আসতো ; প্রতিটি নোটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'তিনটি বাক্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর নীচে আন্ডারলাইন করা থাকতো এবং শেষে সোজাসুজি একটি প্রশ্ন থাকতো। নোটগুলোর সাথে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ বা বিধি-বিধানের খসড়াও থাকতো, যেগুলোর ওপর তাৎক্ষণিক মতামত দিতে হতো। গণ-কমিশারি-সোভিয়েতের (Soviet of people's Commissaries) আরকাইভে এরকম লেনিনের এবং আমার বহু লেখার প্রমাণ পাওয়া যাবে। লেনিন লিখতেন আমি সংশোধন করতাম বা আমি লিখতাম, তিনি সংশোধন করতেন।

বিপ্লবের প্রথম পিরিয়ডে (মোটামুটি বলা যায়, ১৯১৮ মালের আগস্ট পর্যন্ত) আমি গণ-কমিশারি সংস্থার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। স্মল্নি পিরিয়ডে লেনিন ডিক্রি বা আদেশ জারীর মাধ্যমে রাশিয়ার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতেন। এটা করতে গিয়ে তিনি পার্টির কর্মসূচী প্রকাশ করতেন ক্ষমতার ভাষায়, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়। তিনি জানতেন যে, বিপ্লবী ডিক্রিসমূহ আংশিকভাবে সম্পাদিত হয়। পুরোপুরি সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কার্যকরি ব্যবস্থা এবং তার সাথে সাথে সময় ও অভিজ্ঞতা। এগুলো সম্পাদনের জন্য আমরা কত সময় পাব কেউ জানতাম না। প্রথম পিরিয়ডে আদেশ-নির্দেশাবলী ছিল মূলত প্রচারধর্মী। লেনিন খুবই উদগ্রীব ছিলেন নতুন ক্ষমতা কি, তারপর কি হবে এবং কিভাবে এসব উদ্দেশ্য সফলভাবে সম্পাদন করে সাফল্য অর্জন করতে হবে, এসব জনগণকে জানাতে। তিনি নিরলসভাবে জনগণের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন; ছোট ছোট সম্মেলন করতেন; বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন গঠন করে তথ্যানুসন্ধান করতেন; এবং নিজে সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। এসব কাজে আমি তাকে সাহায্য করতাম।

লেনিন যে কাজ শুরু করতেন তা চালিয়ে নেয়ার প্রতি তার আস্থা ছিল খুবই মজবুত। একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে, তিনি বুঝতেন ঐতিহাসিক ট্র্যাডিসনের অর্থ কি। আমরা ক্ষমতায় থাকবো না উচ্ছেদ হবো তা আগাম বলা অসম্ভব। তাই, আমাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা সমস্ত মানুষের কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা ছিল খুবই জরুরী। অন্য কেউ ক্ষমতায় এলে যেন আমাদের রূপরেখা এবং শুরু করা কাজের ভিত্তিতে পরবর্তি পদক্ষেপ নিতে পারে। সেটাই ছিল প্রথম পিরিয়ডের শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম। সেজন্যই লেনিন উদগ্রীব হয়ে প্রথমেই সমাজবাদ এবং বস্তুবাদের ক্লাসিককে রুশভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন যাতে যত দ্রুত এবং যত বেশী সম্ভব বিপ্লবী স্মৃতিসৌধ একেবারে সাদামাটা হলেও, যেমন পাথরের আবক্ষ মূর্তি, স্মারক লিপিফলক বা শিলাপট রাশিয়ার সমস্ত শহর ও গ্রামে স্থাপন করা যায়। এতে করে সাধারণ মানুষের কল্পনায় ও স্মৃতিপটে,যেন বিপ্লবের একটা স্থায়ী আসন পাতা যায়।

প্রথম দিকে গণ-কমিশারি সোভিয়েতের (Soviet of people's Commissaries) প্রতি মিটিংএ সদস্যপদের পরিবর্তন হতো। এতে বিপুল পরিমাণ শাসনতান্ত্রিক উদ্ভাবনার চিত্র ফুটে উঠে। সবকিছুই যাত্রা থেকে শুরু করতে হতো। লেনিন নিরলসভাবে এক নাগাড়ে পাঁচ-ছয় ঘন্টা পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। প্রতিদিনই গণ-কমিশারি পরিষদের অধিবেশন বসত। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বিবেচ্য বিষয়গুলো সভাস্থলে উত্থাপন কররি নিয়ম ছিল, এবং সবকিছুই ছিল জরুরী কর্তব্যের বিষয়। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে আলোচ্য বিষয় সোভিয়েতের কোন সদস্য বা চেয়ারম্যান কারোই জানা থাকতো না। বিতর্ক হোত সংক্ষিপ্ত, প্রস্তাব বা প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল মাত্র দশ মিনিট। তারপরও লেনিন সমস্যা সমাধানের উপায় বের করে রাখতেন। সময় বাঁচানোর জন্য তিনি উপস্থিত সদস্যদের কাছে সংক্ষিপ্ত নোট পাঠাতেন। নোটের বিষয়ে মন্তব্য, মতামত বা তথ্য দেয়ার জন্য বলে দেয়া হতো। এইসব নোট থেকে লেনিনের গণ-কমিশারি পরিষদের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মজার বক্তব্য পাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তার অধিকাংশই নেই। কারণ, মন্তব্য লিখে দেয়া হতো নোটের উল্টো পৃষ্ঠায় এবং চেয়ারম্যান পড়েই সেগুলো নষ্ট করে ফেলতেন। লেনিন পরিকল্পিতভাবে ঠিক সময় মতো খুব ধারালো ভাষায় সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব ঘোষণা করতেন; তারপরও বিতর্ক থেকে যেত বা কেউ বাস্তব মতামত দিতেন। সবশেষে লেনিনের দেয়া পয়েন্টই হতো আদেশ, নির্দেশ, বিধি বা আইন এবং সে হিসেবেই জারী করা হতো।

অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও এ কাজে গাইডেন্স দেয়ার জন্য এক বড় সৃজনশীল মেধা বা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। এর অর্থ জনগণ, বিষয়াবলী এবং ঘটনাবলিকে, এমনকি না দেখেও, বাস্তবসম্মতভাবে বোঝা ও উপলব্ধি করার যোগ্যতা বা শক্তি। এই কল্পনাশক্তির বলেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম উদ্যোগকে একসঙ্গে যুক্ত করে; তাদের সম্ভাবনাশক্তিকে নতুন নতুন সূত্র ও নিয়ম-নীতির সাহায্যে উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা দিয়ে; এবং এ প্রক্রিয়ায় মানবিক জীবনের বাস্তব সাফল্যের জন্য এক নির্দিষ্ট নতুন পরিবেশ তৈরী করা যায়। জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের ভিত্তিতে এটা করতে হয়। এই কল্পনাশক্তি একজন নেতার, একজন আইন প্রণেতার, একজন প্রশাসকের অবশ্যই থাকতে হয়। এ শক্তি সবচেয়ে মূল্যবান এবং বিশেষ করে বিপ্লবের সময় খুবই দরকার। এই বাস্তবসম্মত সৃজনশীল মেধা বা কল্পনাশক্তির দিক থেকে লেনিন ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

বলা বাহুল্য যে, চরম উত্তেজনাময় মূহুর্তে এই সৃজনশীল আইন প্রণয়নেও অনেক গুরুতর ভুল এবং অসঙ্গতি থাকতো। কিন্তু, সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, স্মল্নি পিরিয়ডে অর্থাৎ বিপ্লবের সবচেয়ে ঝোড়ো ও গোলমেলে পিরিয়ডে লেনিনের ডিক্রিগুলো এক নতুন বিশ্বের ঘোষণাপত্র হিসেবে ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কেবল মাত্র সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবেত্তারাই নন, ভবিষ্যতের আইন প্রণেতারাও বার বার এই তথ্যের উৎস থেকে সূত্র খুঁজবেন।



ইতিমধ্যে বাস্তব সমস্যাদি– বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ, খাদ্য-সরবরাহ এবং পরিবহন সমস্যা– খুবই জরুরীভাবে সামনে আসতে থাকে। এসব নতুন নতুন সমস্যা প্রাথমিকভাবে মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত বিশেষ কমিশন গঠন করা হতো। কোন কোন বিভাগের সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত, কোনটা অসহায়ভাবে সমস্যার শুরুতেই ঝুলে থাকত। এ ধরনের

অনেকগুলো কমিশনের সভাপতিত্ব আমাকেই করতে হয়: যেমন, খাদ্যসরবরাহ কমিশন, পরিবহন কমিশন, প্রকাশনা কমিশন এবং আরো বহু। খাদ্যসরবরাহ কমিশনেই **ত্জায়ুরূপাকে** (Alexander Dmitrievich Tzyurupa) সদস্য হিসেবে প্রথম সরকারী কাজে নিয়োগ করা হয়।

ব্রেস–লিটোভ্স্ক শান্তি আলোচনা ছাড়া, কূটনীতিক বিভাগে আমাকে তেমন একটা সময় দিতে হয়নি। তবে আমি যা আশা করেছিলাম, বিষয়টা ছিল তার চেয়ে জটিল। এমনকি প্রথম দিককার দিনগুলোতে, আমি অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে পাই আইফেল টাওয়ারের সঙ্গে কূটনৈতিক দরকষাকষিতে! বিপ্লবের উত্থানকালে আমরা বিদেশী রেডিওর প্রতি ততটা খেয়াল রাখতে পারিনি। কিন্তু পররাষ্ট্র বিষয়ক গণকমিশারি হিসেবে, আমাকে বিপ্লবের প্রতি পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোথাও থেকে আমরা কোন শুভেচ্ছা অভিনন্দন তখনও পাইনি। বার্লিন সরকার, বলশেভিকদের সঙ্গে মজা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতো। জারস্কোয়ে সায়েলো (Tsarskoye Syelo) বা রুশ রেডিও স্টেশন থেকে যখন কেরেন্স্কি বাহিনীর উপর আমাদের জয় সম্পর্কে আমার বিবৃতি প্রচার হচ্ছিল, তখন বার্লিন সরকার নুয়েন (Nauen) রেডিও স্টেশন থেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বার্লিন এবং ভিয়েনা তখনও বিপ্লবের শত্রুতা করবে কি করবেনা এ নিয়ে দোদুল্যমান এবং তাদের জন্য লাভজনক শান্তির আশায় অপেক্ষমান। বাকি বিশ্ব– কেবল যারা যুদ্ধে জড়িত তারাই নয়, নিরপেক্ষরাও– তাদের নিজ নিজ ভাষায় যাদেরকে আমরা ক্ষমতাচ্যুত করেছি, রাশিয়ার সেই পুরনো শাসকশ্রেণীর প্রতি সমর্থন প্রতিধ্বনিত করে আসছিল। এই কোরাসে আইফেল টাওয়ার অত্যন্ত ক্ষিপ্তভাবে পাশে ছিল। তখন তরা রুশ ভাষাও বলত। তাই স্পষ্টভাবেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের হৃদয়ে আবেদনময় অপপ্রচার চলাচ্ছিল। মাঝে মাঝে আমি প্যারিস রেডিও শুনতাম। আমার মনে হতো যে ক্লিমেনসু (Clemenceau) স্বয়ং টাওয়ারের চূড়ায় বসে সব দেখ-ভাল করছেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি তাকে ভালভাবেই জানতাম। তাঁর স্টাইল ততটা না বুঝলেও, তার স্পিরিট বুঝতাম স্পষ্ট। সেসব রেডিও তাদের ঘৃণার বিষ নিজেরাই গিলতো; নিন্দা ও পরচর্চা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। মাঝেমাঝে মনে হতো যেন আইফেল টাওয়ারের রেডিও-বিচ্ছুটি তার লেজের হুল নিজের মাথায় বিঁধছে।

রুশ রেডিও চলতো আমাদের তত্ত্বাবধানে। তাই বলার সুযোগ আমাদেরও ছিল। কয়েকদিন ধরে আমি নিজেই ক্লিমেনসুর গালাগালের উত্তরের নির্দেশনা দিতাম। আমি ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস ভালোই জানতাম। তাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক চরিত্রের নাটকীয়তা তুলে ধরতে শুরু করলাম তবে কাউকে তোষামোদ বা গালাগাল দিয়ে নয়। তাদের অতীত ইতিহাসের কতিপয় ভুলে যাওয়া সত্য ঘটনা মনে করিয়ে দিলাম। শুরু করলাম পানামার ঘটনা দিয়ে। কয়েকদিন প্যারিস রেডিও এবং রুশ রেডিও তীব্র ডুয়েল লড়লো। নিরপেক্ষ ইথার উভয়পক্ষের যুক্তি বিবেকবুদ্ধি দিয়েই প্রচার করলো। তারপর প্যারিস আচমকা বদলে গেল। এত তাড়াতাড়ি ফল পাবো, আশা করিনি। তখন থেকে স্টেশনটি বেশ ভদ্রভাবেই বৈরিতা প্রকাশ করা শুরু করে। পরবর্তিকালে ভেবে আনন্দ পেতাম যে, আমি আইফেল টাওয়ারকে সদাচরণ শেখানো দিয়ে কূটনৈতিক কাজ শুরু করি।

মার্কিন মিশন প্রধান, জেনারেল জাদসন (Judson), হঠাৎ স্মল্নিতে আমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করলেন নভেম্বরের ১৮ তারিখে। তিনি জানালেন যে, তিনি এখনও মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলতে পারছেন না, তবে তিনি আশা করেন সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। সোভিয়েত সরকার কি তার আগের সরকারের আন্তর্জাতিক মিত্রজোটের (allies) সাথে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সংযোগ রক্ষায় আগ্রহী ? আমি উত্তর দিলাম যে, আসন্ন শান্তি আলোচনা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রচারণা দেখে, মিত্রশক্তি তার অগ্রগতি বুঝতে সক্ষম হবে এবং তখন যে কোন পর্যায়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে। শান্তি–প্রিয় জেনারেল উপসংহার টেনে বললেন : সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং হুমকি-ধামকি দেয়ার সময় যদি অতীতে থেকেও থাকে, এখন শেষ।' কিন্তু, আমরা তো জানি, র‍্যাংকে জেনারেল হলেও এক কোকিলে বসন্ত আসেনা।

ফরাসী রাষ্ট্রদূত নৌলেন্সের (Noulens) সঙ্গে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ হয় ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। তিনি ছিলেন একজন ভূতপূর্ব র‍্যাডিক্যাল ডেপুটি। তাকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয় ঘোষিত রাজতন্ত্রের বদলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়বার জন্য। নামে Paleologue (প্রাচীন ভাষা বিশেষজ্ঞ)

হলেও কার্যত বাইজেনটাইনেরও বাড়া, ফরাসী প্রজাতন্ত্র সবসময় জারের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতো। অন্য কাউকে না পাঠিয়ে কেন নৌলেন্সকে পাঠালো জানি না। তবে তিনি গণমানুষের ভাগ্যের শাসকদের সম্বন্ধে আমার মতামত উত্থাপন করেন নি। তার উদ্যোগে বৈঠক হলেও ফলাফল ছিল শূণ্য। কিছু সময় দোদুল্যমান থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লিমেন্সু কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের শাসকদের দলেই ফিরে গেলেন।

আমার অফিসে ফরাসী মিশন প্রধান, জেনারেল নিজেলের (Niessel) সাথে আমার বন্ধুসুলভ সাক্ষাৎকার হয়নি। তিনি তখনও পেছন থেকে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছিলেন। কেরেন্স্কির অধীনে তিনি কমান্ড করায় অভ্যস্ত ছিলেন, সেই বদভ্যাস তিনি বদলাতে পারেননি। শুরুতে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, কবে তিনি স্মল্নি ছাড়বেন। ইদানীং ফরাসী মিশনের সাথে সম্পর্ক আগের চেয়েও জটিল। মিশনের সঙ্গে যুক্ত তথ্যব্যুরো খুবই বিরক্তিকর বিপ্লববিরোধী বক্রোক্তির কারখানা। স্টকহোম থেকে ক্যাবলের মাধ্যমে পাওয়া বিপ্লববৈরী পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট প্রতিদিন আসতে থাকে। এদের রিপোর্টে অদ্ভূত সব উদ্ভাবন, বিদ্বেষ এবং স্রেফ বোকামীর প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়। স্টকহোম টেলিগ্রাম অফিসকে এসব তথ্যের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, পত্রিকাগুলোর সম্পাদকরা ফরাসী সামরিক মিশনকে দেখিয়ে দেয়। আমি ফরাসী মিশনের প্রধান জেনারেল নিজেলের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এর ব্যাখ্যা দাবী করি। ডিসেম্বরের ২২ তারিখে তিনি এর উত্তর দেন যা সত্যি উল্লেখযোগ্য একটি ডকুমেন্ট। জেনারেল লিখেছিলেন:

'নানান মতের অনেক সাংবাদিক তথ্য জানার জন্য সামরিক মিশনে যোগাযোগ করে। আমি তাদেরকে তথ্যাদি জানাতে প্রাধিকার প্রাপ্ত। তাই পশ্চিম রণাঙ্গনে, স্যালোনিকায়, এশিয়ায় এবং ফ্রান্সে সামরিক বা যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী আমি তাদেরকে সরবরাহ করি বা সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকি। এরকমই এক সাক্ষাতকারে, একজন তরুণ অফিসার নিজে একটি গুজব রটায়, যা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। এবং তাকেই স্টকহোমে সংবাদের উৎসরূপে গণ্য করে...।

উপসংহারে, জেনারেল অস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে এরকম ভুল যেন না হয়, তিনি সে চেষ্টা করবেন।

এটা ছিল খুবই বাড়াবাড়ি। আমরা প্যারিস রেডিও স্টেশনকে এজন্যই শিষ্টাচার শেখাইনি যে, জেনারেল নিজেলও মস্কোতে অতিরিক্ত মিথ্যার টাওয়ার তৈরী করবেন। একইদিনে আমি নিজেলকে লিখি :

১। এই সত্য বিবরণীতে প্রমাণিত হয় যে, ফরাসী সামরিক মিশনের তথ্য ব্যুরো নামে পরিচিত প্রচারণা অফিসটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে মিথ্যা গুজব রটানোর উৎস হিসেবে কাজ করছে। এর অসৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে জনমনে বিভ্রান্তি ও গোলমাল সৃষ্টি করা। অতএব, অবিলম্বে তথ্যব্যুরোর কার্যক্রম বন্ধ করা হোক।

২। যে তরুণ অফিসার মিথ্যা প্রচার করেছে, তাকে এক্ষুণি রুশ সীমানা ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আমি আপনাকে এতদ্বারা অনুরোধ করছি, অনতিবিলম্বে এই কর্মকর্তার নাম আমাকে জানাবেন।

৩। রেডিও টেলিগ্রাফের রিসিভিং স্থাপনাসমূহ এই মিশন থেকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪। গৃহযুদ্ধ এলাকায় নিয়োজিত ফরাসী অফিসারদের যথাশীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে আনার জন্য পত্রিকায় হুকুম জারী করা হোক।

৫। এ চিঠিতে বর্ণিত পদক্ষেপ মিশন কর্তৃক গ্রহণ করার পর আমাকে অবহিত করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

পররাস্ট্র বিষয়ক গণকমিশারী

এল. ট্রটস্কি

অজ্ঞাতনামা 'তরুণ অফিসারের' পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং বলির পাঁঠা হিসেবে সে রাশিয়া ত্যাগ করে। রেডিও রিসিভিং স্থাপনা সরিয়ে ফেলা হয়। তথ্য ব্যুরো বন্ধ করে দেয়া হয়। কেন্দ্র থেকে অফিসারদের ফিরিয়ে আনা হয়। তবে এটা ছিল শুধু রণাঙ্গনে সামান্য কিঞ্চিত অপরিকল্পিত লড়াই। আমার যুদ্ধ কমিশারিয়েত থেকে চলে আসার পর এটা অস্থিতিশীল সাময়িক যুদ্ধবিরতির সামান্য সুযোগ এনে দেয়। পরে স্পষ্টবাদী জেনারেল নিজেলকে সরিয়ে তার জায়গায় আনা হয় কটাক্ষকারী জেনারেল লেভার্নকে। তখন সাময়িক যুদ্ধবিরতি আর দীর্ঘ হয়নি। শীঘ্রই ফরাসী সামরিক মিশন, ফরাসী কূটনীতির মতোই, সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্র আক্রমণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এটা ১৯১৮ সনের বসন্ত এবং গ্রীষ্মে মস্কো পিরিয়ডে ব্রেস্ট–লিটোভস্কের আগ পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিকশিত হতে পারেনি ।

৩০। মস্কোয়।

ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাজনৈতিক গুরুত্বের বিবেচণায় পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশারিয়েত



থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়া হয়। আমার উত্তরসুরী চিচেরিন (Georgy Vasilyevich Chicherin) এরই মধ্যে লন্ডন থেকে এসে পৌঁছেন। তাকে আমি বহুদিন থেকে জানি। প্রথম বিপ্লবের সময় (১৯০৫খৃ.) তিনি কূটনৈতিক অফিসিয়াল পদমর্যাদা পরিত্যাগ করে সোশাল ডেমোক্রেসিতে যোগ দেন। মেনশেভিক হিসেবে তিনি বিদেশে 'দলীয় সাহায্যে' সক্রিয় ছিলেন। যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তিনি অনমনীয়ভাবে প্যাট্রিয়াটিক ভূমিকায় অবস্থান নেন এবং তার এই অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি লন্ডন থেকে অনেক পত্র লেখেন। দু'একটি পত্র আমার ভাগ্যেও পড়ে। তবে, খুব শীঘ্রই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নৈকট্য পান এবং আমার সম্পাদনায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'নাশে স্লোভো' পত্রিকার সক্রিয় প্রতিনিধি হন। শেষে তিনি ইংলিশ জেলে বন্দী হন। আমি তার মুক্তির দাবী জানাই: তারা মুক্তি নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে। আমিও ইংলিশমেনদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেই। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত বুকানন এ ব্যাপারে তার ডাইরীতে লেখেন,'ট্রটস্কির দাবীতে অবশ্যই যুক্তি আছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্রতি ঝুঁকে পড়া কোন দেশে শান্তিবাদী প্রচারণা চালানোর জন্য আমরা যদি রুশদের গ্রেফতার করতে পারি, তবে শান্তির প্রতি ঝুঁকে পড়া তার দেশে ব্রিটিশদের গ্রেপ্তার করার অধিকার তারও আছে।'

চিচেরিনকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি সবচেয়ে সুবিধাজনক মূহুর্তে মস্কোয় পৌঁছেন। আমিও কূটনৈতিক কর্ণধারের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করে হাঁফ ছাড়ি। তারপর থেকে আমি আর মন্ত্রণালয়ে আসিনি। চিচেরিন কালে-ভদ্রে টেলিফোনে আমার পরামর্শ চাইতেন। মার্চের ১৩ তারিখে পররাষ্ট্র-বিষয়ক কমিশারিয়েত থেকে আমার পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। একই সরকারী ঘোষণায় আমাকে যুদ্ধ কমিশারি এবং চেয়ারম্যান সুপ্রিম ওয়ার কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এটি আমারই উদ্যোগে মাত্র গঠন করা হয়।

লেনিন এভাবেই তাঁর লক্ষ্য অর্জন করতেন। ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক চুক্তির প্রতি দ্বিমত পোষণ করে আমি পররাষ্ট্র কমিশারিয়েত থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি সুযোগটা কাজে লাগান। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাকে দিয়ে তার মূল চিন্তাধারা কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন। অভ্যন্তরীণ শত্রুরা তাদের ষড়যন্ত্র সশস্ত্রবাহিনী এবং রণাঙ্গনমূহকে কেন্দ্র করে তৈরী করছে দেখে তিনি আমাকে সামরিক অপারেশনের দায়িত্ব দেয়ার ইচ্ছা করলেন। এক্ষেত্রে তিনি স্ভয়ার্লভকেও পাশে পেলেন। আমি দ্বি-মত প্রকাশ করলে তিনি-ক্ষেপে গিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করলেন,'তাহলে তুমিই বল এবং নাম দাও, কাকে এ দায়িত্ব দেয়া যায়?' আমি কিছুক্ষণ ভেবে পরে মত দিলাম।

আমার সামরিক কাজের কোন প্রস্তুতি ছিল না। এমনকি জারের সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগও আমি পাইনি। সেনাবাহিনীতে কাজ করার উপযোগী বয়সে আমি ছিলাম জেলে, নির্বাসনে এবং বিদেশে প্রবাসী। ১৯০৬ সালে আদালত শাস্তিস্বরূপ আমার সামরিক এবং বেসামরিক সরকারী চাকুরী করার অধিকার কেড়ে নেয়। বলকান যুদ্ধের সময় আমি কয়েক মাস সাইবেরিয়া, বুলগেরিয়া এবং পরে রুমানিয়ার সামরিক বিষয়াদির কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমার লক্ষ্য ছিল স্বাভাবিকভাবেই সামরিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিকেই বেশী। বিশ্বযুদ্ধ অন্য সবাইকে যেমন আমাকেও তেমনি সমরবাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। 'নাশে শ্লোভো' পত্রিকার কাজ এবং 'কিয়েভ্স্কায়া মাইস্ল' পত্রিকার জন্য লেখা আমাকে যুদ্ধ বিষয়ে নতুন জ্ঞান ও নিরীক্ষণ যোগ্যতা সুসংবদ্ধ করার প্রেরণা দেয়। কিন্তু সেখানে চলমান রাজনীতিতে যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এরপর যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সশস্ত্রবাহিনী। আমার বোধগম্যতায় এবং বিবেচনায় সামরিক সংগঠন এবং রণকৌশলের সমস্যা তখনও ছিল নেপথ্যে। অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনীর মনস্তত্ব এর ব্যারাকে, ট্রেঞ্চে, যুদ্ধক্ষেত্রে, হাসপাতালে এবং অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার আগ্রহকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এগুলো পরে খুবই কাজে লেগেছিল।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে যুদ্ধ এবং নৌবাহিনী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় প্রায়ই আইনবিদ এবং সাংবাদিকদের। এরা আমার মতোই, সশস্ত্রবাহিনীকে দেখে প্রধানত আইন ও সম্পাদকীয় অফিসের জানালা দিয়ে। তবে তাদের অবস্থা আমার চেয়ে আরামপ্রদ এবং তারপরও একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। পুঁজিবাদী

দেশগুলোর বিদ্যমান সশস্ত্রবাহিনী ব্যবস্থাপনার কাজ প্রধানত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনীকে রক্ষা করা বা সমরবাদকে রাজনৈতিক আবরণ দেয়া। আমাদের বেলায় সমস্যাটি ছিল বিদ্যমান পুরনো কাঠামোর সশস্ত্র বাহিনী পরিষ্কারভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তার জায়গায় নতুন বাহিনীর রূপ দেয়া। এর পরিকল্পনা কোন বই-পুস্তকে বা পূর্ব অভিজ্ঞতায় নেই। এ কারণেই আমি সামরিক কাজে হাত দিতে কিছুটা অনীহা বা অনিশ্চয়তা বোধ করি। দায়িত্ব নেয়ার জন্য মত দেই শুধুমাত্র এ কারণে যে, এ কাজ করার মতো সত্যি তখন আর কেউ ছিল না।

আমি কোনভাবেই নিজেকে একজন সমরবিদ মনে করিনা। এছাড়া বিপ্লবের ফলে পার্টিতে এক ধরনের সমরবিদ-অনুরাগীদের এমন জোয়ার বইছে যে, এতে আমি অধৈর্য হয়ে গেছি। এটা সত্য যে তিন প্রয়োজনীয় সময়ে– ডেনিকিনের (Denikin) সাথে যুদ্ধ, পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষা এবং পিলসুদ্স্কির (Pilsudski) সাথে যুদ্ধ– আমি স্বাধীন ও এককভাবে রণকৌশল রচনা করি এবং হাই কম্যান্ড ও কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় রণকৌশল নির্ধারণ করি। এর সাথে কোন বিশুদ্ধ রণনীতির সম্পর্ক ছিল না। তবে, এটা উল্লেখ্য যে, এ ছাড়া রণনীতির সমস্যা অন্য কোন উপায়ে সমাধানও করা যায় না।

আমার কাজের পরিবর্তনের সাথে যুগপৎ সরকারের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রিয় সরকার মস্কোয় স্থানান্তরিত হয়। স্বভাবতই এটা পেত্রগ্রাদের প্রতি ছিল একটা আঘাত। স্থানান্তরের বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে গণপ্রতিবাদ হয়েছিল। তিনি তখন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান। তাকে সমর্থন করেন লুনাচার্স্কি। তিনি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরে সরকার থেকে পদত্যাগ করেন কারণ তিনি সেন্ট বাসিল চার্চ ধ্বংস করার দায়দায়িত্ব বহন করতে চাননি। অভিযোগটা ছিল কাল্পনিক। এখন তিনি আবার তার পদে ফিরে এসেছেন। তিনি 'বিপ্লবের প্রতীক' স্মল্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলেন না। অন্যরা আরো গুরুতর যুক্তি হাজির করল। বেশীরভাগই ভয় পাচ্ছিল সরকারের স্থানান্তর প্রধানত পেত্রগ্রাদের শ্রমিক–কর্মচারীদের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনবে। তখন আমাদের শত্রুরা গুজব রটাচ্ছিল যে আমরা পেত্রগ্রাদের দায়িত্ব নিয়েছি কাইজার ভিলহেমকে হস্তান্তর করার জন্য। তার বিপরীতে লেনিন এবং আমি জোর দিয়ে বললাম যে সরকার মস্কোতে স্থানান্তর কেবল সরকারের নিরাপত্তার জন্যই নয় পেত্রগ্রাদের নিরাপত্তার জন্যও বটে। এক ধাক্কায় বিপ্লবী রাজধানী এবং তার সঙ্গে সরকারকে খুব দ্রুত দখলে নেয়ার লোভ জার্মানী এবং মিত্রশক্তি উভয়কে খুব শক্তভাবে পেয়ে বসে ছিল। সরকারহীন ভুখা-নাঙ্গা পেত্রগ্রাদ তাদের দখল করার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। যাক, শেষে বাধা অপসারিত হলো। কেন্দ্রিয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ল স্থানান্তরের পক্ষে। ১৯১৮ সনের ১২ মার্চ সরকার মস্কোর উদ্দেশ্যে পেত্রগ্রাদ ত্যাগ করল। পরিস্থিতিকে সহনীয় বা নরম করার জন্য



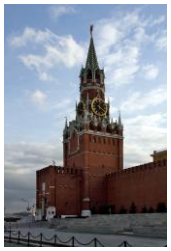
আমি আরও দু'সপ্তাহ পেত্রগ্রাদে রয়ে গেলাম। রেল প্রশাসনও আমাকে স্টেশনে দেরী করালো আরো কয়েক ঘন্টা। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ কমে আসলেও তখনও চলছিল। আমি মস্কো এসে পৌঁছি যুদ্ধ কমিশারি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরদিন। মধ্যযুগের দেয়াল এবং এর মধ্যে অগণিত সোনালী রঙে ঝলমল করা ছোট ছোট গম্বুজের **ক্রেমলিন প্রাসাদ** বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে একদম স্ববিরোধী মনে হচ্ছিল। তবে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জন্য এখন আর স্মল্নির ভূতপূর্ব বড়লোকদের মেয়েদের পড়ার জন্য নির্মিত প্রাইভেট গার্লস স্কুলে বসতে হচ্ছে না। ১৯১৮ সনের মার্চের আগে আমি কখনো ক্রেমলিন দেখিনি, মস্কোও না। তবে, একবার বাটিস্কির বদলী জেলের এক নির্জন ভবনের টাওয়ারে ছয়মাস বন্দি ছিলাম ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯ সালের শীতকালে। পর্যটক হিসেবে এলে হয়তো ভয়ংকর আইভানের রাজপ্রাসাদ হিসেবে এবং এর সিংহাসন–কক্ষসহ ক্রেমলিনের প্রাচীন নির্দশন নিবিষ্ট চিত্তে মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। কিন্তু এখানে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের থাকতে হয়েছে। প্রতিদিন একটু একটু করে দু'টি ঐতিহাসিক মেরুর, দুটি অসদৃশ সংস্কৃতির কাছাকাছি সংস্পর্শে আসতে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অবাক হয়েছি এবং মজাও লেগেছে। কাঠের আস্তর দেয়া সড়ক ধরে গাড়িতে করে আসবার সময় নিকোলায়েভ্স্কি প্রাসাদ অতিক্রম করতে গিয়ে আমি প্রায়ই দু'পাশের

জারের কামান এবং জারের ঘন্টা চেয়ে চেয়ে দেখতাম। মস্কোর বিপজ্জনক বর্বরতা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতো ঘন্টা এবং কামানের নলের ফাঁক দিয়ে। এই স্পটে রাজকুমার হ্যামলেট হয়তো বারবার বলতো : 'The time is out of joint ; - O'cursed spite, that ever I was born to set it right !' কিন্তু আমাদের কাছে হ্যামলেটিয় কিছু ছিল না। এমনকি যখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী আলোচিত হতো, লেনিন বক্তাকে জনপ্রতি একনাগাড়ে দু'মিনিটের বেশী সময় দিতেন না। কেউ যদি এই পশ্চাৎপদ দেশটির উন্নয়নের অসংগতি/মতানৈক্য অনুধাবন করতে পারতেন, তবে চিন্তাধারার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে এক মিটিং থেকে অন্য মিটিংএ আসবার সময় বা ক্রেমলিন অতিক্রম করার সময় এক বা দু'মিনিটে এ সম্পর্কে চটপট লিখে ফেলতেন– তার বেশী সময় পাওয়া যেত না।



পটিয়েসনি প্রাসাদের উল্টো দিকে কাভালার্স্কি ভবনটি ছিল বিপ্লবের আগে ক্রেমলিন অফিসিয়ালদের সরকারী বাসা। নীচের তলা পুরাটা ছিল কম্যান্ডিং অফিসারের দখলে। তার জন্য এখন আগের চেয়ে ছোট এপার্টমেন্ট তৈরী করা হয়েছে। লেনিন এবং আমি বারান্দার ওপারে বাসা নিয়েছি, ডাইনিং রুম দু'জনেই শেয়ার করি। তখন ক্রেমলিনের খাবার ছিল খুবই খারাপ। তাজা মাংসের বদলে দেয়া হতো লবন দিয়ে সংরক্ষণ করা গোমাংস। ময়দা ও বার্লি বালিতে ভরা থাকতো। শুধুমাত্র নোনা জলে ডোবানো কেট মাছের লাল ডিম ছিল প্রচুর। কারণ এর রপ্তানী বন্ধ করা হয়। এই অপরিহার্য মাছের ডিম কেবল আমাকে একাই নয়, বিপ্লবকেই প্রথম দিককার বছরগুলোতে রাঙিয়ে রাখতো।

স্পাস্কি টাওয়ারের সুরেলা ঘড়িটি পুণর্নির্মাণ করা হয়। এখন পুরনো ঘন্টাগুলোতে আর 'গড সেভ দ্য জার' বাজে না। তার বদলে ধীরে এবং বিষন্ন সুরে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত বেজে উঠে প্রতি ঘন্টায় চারবার বা পনের মিনিট পরপর। যন্ত্রচালিত গাড়ির প্রবেশ পথ ছিল স্পাস্কি টাওয়ারের নীচে ধনুকাকৃতি সুড়ঙ্গ দিয়ে। সুড়ঙ্গের উপরে ছিল একটি প্রাচীন প্রতিমা তার ওপরের ভাঙ্গা কাঁচ; প্রতিমার সামনে ছিল একটি প্রদীপ, অনেক দিন থেকে নেভানো। ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রতিমার উপর যেমন দৃষ্টি পড়ে, তেমনি কানে বাজে মাথার ওপর থেকে উচ্চনাদে 'আন্তর্জাতিকের' সুর। টাওয়ারের ওপর ঘন্টাসহ একটি দু'মাথাবিশিষ্ট সোনালী ঈগল সদ্য ওঠানো হয়েছে, যার কেবল মাথায় মুকুট নাই। আমি ঈগলের মূর্তির ওপর কাস্তে-হাতুড়ি স্থাপনের জন্য বলেছিলাম, যাতে করে স্পাস্কি টাওয়ারের ওপর থেকে সময়ের প্রবল ধাক্কাটা খুঁটে খুঁটে দেখা যেতো। কিন্তু কেন জানিনা এটা স্থাপন করা হয়নি।



লেনিন এবং এবং আমি প্রতিদিন বারান্দায় অন্তত ডজন খানেকেরও বেশী বার দেখা করতাম এবং পরস্পরকে ডেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মত বিনিময় করতাম। মাঝে মাঝে এসব কথাবার্তা প্রায় দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত গড়তো– এটি আমাদের জন্য বেশ লম্বা সময়। সে সময় লেনিন বরং তার নিজের মানের বিবেচনায় বেশ কথুক হয়ে উঠতেন। আমাদেরকে অনেক কিছু তৈরী করতে হতো, যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এবং অভিনব ছিল। নিজেদেরকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো শিখতে হয়েছিলো। এরপর সে অনুযায়ী বিশেষ থেকে সাধারণে অন্যদেরকেও তা ছড়িয়ে দেয়া হোত। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক চুক্তির (পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) প্রতি মতানৈক্যের ছোট্ট কালো মেঘ কোন রেখাচিহ্ন না রেখেই সরে গিয়েছিল। লেনিন, আমি এবং আমার পরিবারের প্রতি ছিলেন খুবই আন্তরিক ও সহানুভুতিশীল। তিনি প্রায়ই বারান্দায় আমাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলতেন।

আমার ঘরের সব আসবাব–পত্র ছিল কেয়ার্লিয়ান বার্চ কাঠের তৈরী। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ছিল একটি ঘড়ি। তার নীচে প্রেম দেবতা কিউপিড এবং তার প্রেমিকা সাইকি থেকে হালকা রূপালী সুরে সময়ের ঘন্টা বাজতো। ঘরের সবকিছুই ছিল আমার কাজের বিরুদ্ধ চরিত্রের। শাসক প্রভু শ্রেণির অলস জীবনের সৌরভ প্রতিটি চেয়ার থেকে নির্গত হতো। তবে আমি বাসাটা নিতাম শ্রেফ আশ্রয় হিসেবে; কারণ সে দিনগুলোতে আমি এতে শুয়ে ঘুমাবার তেমন সুযোগ পেতাম না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মাঝে মাঝে এসে মাত্র অল্প কিছুক্ষণ থাকতাম। আমার যতদূর মনে পড়ে পেত্রগ্রাদ থেকে আসার প্রথম দিনেই লেনিন এবং আমি এসব কেয়ার্লিয়ান বার্চ, কিউপিড ও সাইকির মধ্যে বসে আলাপ করছিলাম। তাদের সুর সঙ্গীত আর রূপালী ঘন্টা আমাদের

কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া–চাওয়ি করছিলাম। মনে হচ্ছিল দু'জনেই মনে মনে একইরকম ভাবছিলাম। আমরা সেই অতীতকে কান পেতে শুনছিলাম যখন স্মল্‌নির ছোট একটি রুমের এককোণে ওতপাতার মত থাকতে হতো।

নিকোলায়েভ্‌স্কি প্রাসাদ



আমরা যদিও চারপাশে এগুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত, এসবের প্রতি কোনরূপ সমীহ বা মনোযোগ দিইনি, তবে বৈরীতাও নয়, বরং বিড়ম্বনা বোধ করেছি। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আমরা ক্রেমলিনের প্রতিবেশে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সেদিনগুলো ছিল খুবই ব্যস্ত এবং গতিশীল; যে কারণে সেখানকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সময় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না। আমরা সেই প্রতিবেশকে দেখতাম বাঁকা চোখে এবং মনে মনে বিদ্রুপাত্মক এবং উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে কিউপিড এবং সাইকিকে বলতাম: 'তোমরা আমাদের চাও না ? উপায় নেই ! এখন এভাবেই আমার সাথে তোমাদের সম্পর্ক চলবে! আমরা আমাদের প্রতিবেশ তৈরী করছিলাম এবং এর সাথে স্বয়ং তাদেরই খাপ খেতে হচ্ছিল।

পুরনো আমলের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের তাদের পদে রাখা হয়। তারা কিছুটা ভয়ে ভয়ে আমাদের মেনে নেয়। এখানে শাসকগোষ্ঠী ছিল কঠোর, অনমনীয় এবং আনুগত্য প্রত্যাশী। ভূমিদাস প্রথার সময় থেকে বাপের পরে বেটা, ক্রমান্বয়ে তাদের সেবা দিয়ে আসছিলো। অগণিত উর্দিপরা ভৃত্য বা চাপরাশি এবং অন্যান্য পরিচারক বা সেবায়েতদের মধ্যে ক্রেমলিনে অনেক বুড়ো পরিচারক ছিলেন যাদের একেকজন পরপর কয়েকজন সম্রাটের সেবা করেছেন। এদেরই একজন, স্টুপিশিন, ছোটখাট, গোঁফ–দাড়ি কামানো খুবই কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। তার সময়ের অন্য পরিচারকরা তাকে ভয় করতো। এখনও তরুণরা তাকে সম্মানের চোখেই দেখে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তিনি সারাদিন নিরলসভাবে বারান্দায় পা টেনে টেনে চলতেন, চেয়ারগুলোকে ঝেড়ে মুছে, জায়গামতো রাখতেন এবং পুরনো নিয়মের আদলে সাজাতেন। রাতে আমাদের খাবার টেবিলে থাকতো পাতলা সবজি সুপ এবং খোসাসহ বাজরা, সাজিয়ে দেয়া হতো ঈগল খচিত থালে। সেরিওঝা তার মার কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, 'দেখ মা, তিনি কি করছেন?' বুড়ো লোকটি ছায়ার মতো নিঃশব্দে চেয়ারের পেছনে থেকে থালাগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন কিছুটা যেনোতেনোভাবে। সেরিওঝাই প্রথম এটা লক্ষ্য করলো: থালের শেষ প্রান্তের ডান পাশে উপরে অতিথির মুখোমুখি থাকবে দু'মাথা ঈগল।

আমি লেনিনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুড়ো স্টুপিশিনকে খেয়াল করেছেন? তিনি শান্তস্বরে রহস্যময় উত্তর দিলেন,'তাকে খেয়াল করার জন্য তুমি কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারো ?'

মাঝে মাঝে এই বুড়ো মানুষগুলোর জন্য দুঃখ হয়। এদেরকে মূল শেকড়-বাকড় ডাল-পালাশুদ্ধ উপড়ে তুলে আনা হয়েছে। স্টুপিশিনকে শীঘ্রই লেনিনের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। পরে তিনি কমিশারী পরিষদের কাছাকাছি ভবনে চলে গেলে, ফের তাকে বদলি করে আমাদের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমরা তার সেবাযত্নের প্রশংসা করি।

খুব শীঘ্রই পরিচারক প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। তরুনরা খুব ত্বরিত নিজেদেরকে নতুন পরিস্থিতির সাথে



খাপ খাইয়ে নিল। স্টুপিশিন পেনশনে যেতে চাইলেন না। তাই তাকে একটি প্রাসাদে বদলি করা হলো যা জাদুঘরে রূপান্তার করা হয়েছিল। তিনি প্রায়ই **কাবালার্স্কি ভবনে** এসে আমাদের দেখভাল করতেন। পরে তাকে আন্দ্রেয়েভ্‌স্কি হলের দারোয়ান হিসেবে রাখা হলো। কংগ্রেস ও সম্মেলন চলাকালে কাজ তার করতে হতো। তার চারপাশে সারাজীবন ছিল হুকুমের ছড়াছড়ি। জার এবং গ্র্যান্ড ডিউকদের রিসেপশনে তিনি সদা ব্যস্ত থাকতেন। এখন ব্যতিক্রম, ব্যক্তিকে নয়, শুধু 'কমিউনিস্ট ইন্টার্নেশনালের' সম্মেলনে তাকে ছোটাছুটি করতে হয়। ঘড়ির ঘন্টাধ্বণির মতো তারও দুর্ভাগ্য স্পাস্কি টাওয়ারের জারের আগামনী সঙ্গীতের বদলে এখন তাকে বিপ্লবী সঙ্গীত গাইতে হয়। ১৯৬২ সনে বুড়ো লোকটি যখন হাসপাতালে দীর্ঘ মরণ-যন্ত্রণায় কাতর, তখন আমার স্ত্রী তার জন্য বিভিন্ন উপহার পাঠায়। তিনি কৃতজ্ঞতায় অঝোরে কাঁদছিলেন।

মস্কো সোভিয়েত আমাদেরকে বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকরভাবে গ্রহণ করে। মনে হল, মস্কোর নিজস্ব গণকমিশারি সোভিয়েত রয়েছে। এর চেয়ারম্যান ঐতিহাসিক পক্রোভ্‌স্কি। তিনি বিশ্বে শেষ ব্যক্তি যিনি এ ধরনের পোস্ট

ধারণ করেছিলেন। মস্কো সোভিয়েতের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুরো মস্কো অঞ্চল জুড়েই ছিল, এর সীমানা কেউ নির্দিষ্ট করে জানতো না। দাবী অনুযায়ী উত্তরে আর্কেনজেল প্রদেশ থেকে দক্ষিণে কুর্স্ক প্রদেশ পর্য়ন্ত। এবং তাই মস্কোতে আমরা এক বিভ্রান্তিকর কর্তৃত্বের সরকার পেলাম। মস্কোর সথে পেত্রগ্রাদের ঐতিহ্যগত বৈপরীত্য ছিল। এটা অক্টোবর বিপ্লবকেও বহন করতে হয়। এক সময় মস্কো ছিল একটি বড় গ্রাম এবং পেত্রগ্রাদ ছিল মহানগর। মস্কোর প্রতিনিধিত্ব করত জমিদার জোতদার ও বণিকরা আর পেত্রগ্রাদে থাকত মিলিটারি এবং সরকারি কর্তারা। মস্কো বিবেচিত হত একদিকে রুশ রক্তের, স্লাভোফিল, আতিথিপরায়ন– অন্যদিকে রাশিয়ার মূল কেন্দ্র। পেত্রগ্রাদ ছিল য়ুরোপীয়, নৈর্ব্যক্তিক, অহংকারী এবং দেশের আমলাতান্ত্রিক মাথা। মস্কোতে বিকাশ ঘটে টেক্সটাইল আর পেত্রগ্রাদে মেটাল-ওয়ার্ক ইন্ডাষ্ট্রির। সাহিত্যে অতিরঞ্জনও মূল বৈপরীত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা গিয়েই সেটা অনুভব করি। আঞ্চলিক দেশপ্রেম মস্কোর স্থানীয় বলশেভিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটি স্পেশাল কমিশন গঠন করা হোল মস্কো সোভিয়েত কমিশারিকে নিয়মতান্ত্রিকতায় আনয়নের জন্য। আমি তার চেয়ারম্যান। কাজটি ছিল বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা ধৈর্য্যের সাথে আঞ্চলিক কমিশারীকে বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্য যাচাই করলাম। যেটা আসলে যেভাবে আছে সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালাম। আমাদের কাজে অগ্রগতি দেখে এটা স্পষ্ট হল যে, আরেকটি মস্কো সরকার নিস্প্রয়োজন। মস্কোভিতরা নিজেরাও উপলব্ধি করল; কমিশারির সোভিয়েতের আদপেই কোন দরকার নাই।

মস্কো পিরিয়ড রাশিয়ার ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গকে সংগঠিত করার সময়কাল হিসেবে পরিণত হোল। যারা গৎবাঁধা প্রচারকুশলী বা রটনাবিদের মতো সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন বা কথাবার্তা বলতেন, লেনিন তাদেরকে ঘষে-মেজে ঠিক করার কাজে লেগে পড়লেন। কেউ গৎবাঁধা কথাবার্তা বললেই তিনি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন, উপহাস করতেন এবং মাঝে মধ্যে তীব্র বকাবকি করতেন। তার আক্রমণের তীব্রতার শুরুটা হত নরম হাসি-তামাসা দিয়ে। যেমন– তিনি বলতেন এই যে প্রিয় বন্ধু, এখন আপনি কোথায় আছেন? ঠিকমতো উত্তর দিতে না পারলে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতেন, 'এখনো একেবারেই স্মল্‌নিতে! দয়া করে সতর্ক হয়ে যান, আমরা এখন আর স্মল্‌নিতে নেই, এখান থেকে আমাদের যে সামনে বহুদুর যেতে হবে।' আগামী দিন কি করতে হবে এ ছিল লেনিনের নিত্য ভাবনা। অতীতের জন্য সময় নষ্ট করা মোটেই পছন্দ করতেন না। আমরা দু'জন একাজে এক সঙ্গে থাকতাম। লেনিন ছিলেন খুবই সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল, আমি ছিলাম পণ্ডিতি মনোভাবের। আমরা নিরলস লড়াই করেছি অযত্ন, অগোছালো এবং যে কোন ধরনের শৈথিল্য বা অসাবধানতার বিরুদ্ধে। দেরীতে আসা এবং দেরীতে মিটিং শুরু করার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক বিধি-ব্যবস্থা আমার মতানুসারেই তৈরী হয়। এভাবেই আমরা ধাপে ধাপে বিশৃঙ্খলা দূর করে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রবর্তন করি।

যে সব অধিবেশনে বা বৈঠকে নীতিগত বিষয়ে বা বিভিন্ন মন্ত্রনালয় বা কর্মবিভাগের মধ্যেকার বিরোধ ও মতানৈক্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে, লেনিন বৈঠকের আগেই টেলিফোনে বলে দিতেন, ঐ বিষয়ে আমি যেন আগেভাগে ভালভাবে জেনে বুঝে আসি। প্রচলিত বা সাম্প্রতিক রচনায় লেনিন ও ট্রটস্কির মধ্যে খুবই মতৈক্য ছিল। মাঝে মধ্যে মতানৈক্য হলে, দু'জনে টেলিফোনে বা অন্য কোথাও কথা বলে একমতে আসতাম। দু'জন কোন বিষয় একমত হলে নিশ্চিত থাকতাম যে, আমাদের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত পাব। কিন্তু মাঝে মাঝে লেনিনের কোন প্রজেক্ট তীব্র বিরোধীতার মুখে পড়তে পারে, এ আশংকা থাকলে তিনি আগেই আমাকে টেলিফোনে বলে দিতেন, 'মিটিং-এ আসতে ভুল যেন না হয়, আমার পক্ষে তোমাকেই আগে আগে বলতে হবে।' আমি অল্প কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিতাম। আমার বক্তৃতার সময় তিনি অন্তত দু'বার বলতেন, 'হ্যা ঠিক' এবং তখন নিশ্চিত ভোটে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত করতে কেউ ভয় পেত না। কারণ, তখন বর্তমানের মতো এমন অবস্থা ছিল না যে, উর্ধ্বতনের মন রেখে বা মতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলতে হবে এবং এমন আশংকাও ছিল না যে অসংগত কথা বলে বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নিদারুণ বিরক্তিকর আপোষ করতে হবে। বরং এটা মনে করা হত যে, আমলাতান্ত্রিক দাসত্বের মনোভাব যত কম থাকে নেতৃত্বের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাও তত বেশী হয়।

কোন বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে আমরা মতের অমিল হলে মাঝে মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ও এমনকি দীর্ঘ আলোচনাও হত। কিন্তু আমরা দু'জন একমত হলে আলোচনা হত সবসময় সংক্ষিপ্ত। কোন কারনে, আগে-ভাগে আলোচনা করতে না পারলে, আমরা আলোচনার টেবিলেই লিখিত নোট চালাচালি করতাম। এতে মতের অমিল হলে তিনি সুকৌশলে সেই আলোচ্য বিষয়টি মূলতবী রাখতেন। নোটে মতের অমিল হলে আমি মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য লিখতাম। এটা পড়ে তিনি সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসতেন। তিনি হাসির প্রতি খুবই সংবেদনশীল ছিলেন, বিশেষ করে যখন ক্লান্ত থাকতেন। এটি ছিল তার একটি শিশুসুলভ আচরণ। বড় বড় মানুষদের অনেকের মাঝেই এরকম শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকে। তিনি নিরতিশয় গাম্ভীর্য নিয়ে মিটিং পরিচালনার সময় অতি কষ্টে হাসির আবেশ দমাবার জন্য যখন রীতিমত লড়াই করতেন, দেখে আমার ভাল লাগতো। তখন চাপের মধ্যে পড়লে তার চিবুক আরো ফুলে উঠত ।

যুদ্ধ বিষয়ক কমিশারিয়েতের কার্যালয় ছিল ক্রেমলিনের বাইরে। ওখানে আমার সব কাজ হত: কেবল সামরিক নয়, পার্টির কাজ, লেখালেখি, বা আমার ওপর অর্পিত অন্যান্য কাজও। আমার শুধু থাকার বাসা ছিল কাভালার্স্কি ভবনে। সেখানে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য কেউ আসতো না। যারা দেখা করতে চাইতেন, আমার কমিশারিয়েতেই আসতেন। আমরা এত বেশী ব্যস্ত থাকতাম যে, সৌজন্যমূলক সামাজিক ভিজিটের কথা চিন্তায়ও আসতো না। কাজ থেকে ঘরে ফিরতাম প্রায় বিকেল পাঁচটায়। আবার সাতটার মধ্যে সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য কমিশারিয়েতে ফিরে আসতাম। অনেক পরে, যখন, বিপ্লব খানিকটা স্থিতিশীল হয়, আমি সন্ধ্যাটা তখন তাত্ত্বিক পড়াশোনা এবং সাহিত্যকর্মে নিবেদন করতাম।

আমার স্ত্রী যোগ দিলেন শিক্ষা কমিশারিয়েতে। তাকে জাদুঘর এবং প্রাচীন (স্মৃতিস্তম্ভ, সৌধ, ভাস্কর্য, হর্ম্য ইত্যাদি) কীর্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। তার কর্তব্য ছিল গৃহযুদ্ধের হাত থেকে ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ সংরক্ষণ করা। কাজটা ছিল খুবই কঠিন। লাল বা সাদা কোন বাহিনীই এসব ঐতিহাসিক কীর্তির ভূ-সম্পত্তি, আঞ্চলিক ক্রেমলিন বা প্রাচীন গীর্জার তোয়াক্কা করত না। এ নিয়ে যুদ্ধ কমিশারিয়েত এবং জাদুঘর বিভাগের সাথে তর্কযুদ্ধ হত। প্রাসাদ ও গীর্জার অভিভাবকরা অভিযোগ করতো যে, সৈন্যবাহিনী এসব সংস্কৃতিকে সম্মান করে না। অন্যদিকে সামরিক কমিশারীরা অভিযোগ করতো যে, মৃত বস্তুর চেয়ে জীবন্ত মানুষেরা দাম বেশি, প্রাসাদ ও গীর্জার অভিভাবকরা এটা মানতে চায় না। দেখা যেত আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা স্বামী-স্ত্রী অন্ত হীন বিভাগীয় ঝগড়ায় রত। এ কারনে আমাদের নিয়ে অনেক রসিকতা ও ঠাট্টা-তামাশা হোত।

আমি তখন লেলিনের সাথে প্রধানত টেলিফোনেই যোগাযোগ রাখতাম। অনেক বিষয়াদি নিয়ে খুব ঘন ঘন ফোনালাপ হত। তিনি আমাকে বা আমি তাকে ফোন করতাম। অন্যান্য বিভাগগুলো প্রায়ই এনিয়ে প্রায়ই রেড আর্মির বিরুদ্ধেতার কাছে নালিশ করতো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকেই ডাকতেন। পাঁচ মিনিট পরে তিনিই আবার ফোনে জানতে চাইতেন আমি কৃষি বিষয়ক গণকমিশারের জন্য একজন নতুন প্রার্থীর সাক্ষাতকার নিয়ে তাকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছি কিনা এবং লোকটি সম্পর্কে তাকে যথাশীঘ্র আমার মতামত জানাতে হবে। এক ঘন্টা পর আবার তার ফোন। এবার তার জানার আগ্রহ আমি পত্রিকায় সর্বহারা সংস্কৃতির ওপর তাত্ত্বিক আলোচনাটা দেখেছি কি না এবং আমি বুখারিনকে পাল্টা আক্রমণ করতে চাই কি না। তারপরে আবারো, জানার বিষয় যুদ্ধ বিভাগ দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে খাদ্য সরবরাহের জন্য মটর-ট্রাক বরাদ্দ করেছে কি না? আরো আধ ঘন্টা পরে আবার ফোন, এবার তার জানার বিষয় আমি সুইডিশ কমিউনিস্ট পার্টির ভিন্নমতের বিষয়গুলো দেখেছি কি না। মস্কো থাকাকালে এভাবেই আমার নিত্যদিন কাটতো।

জার্মান বাহিনীর সামনে অগ্রসর হওয়ায় মুহূর্ত থেকে ফরাসীদের আচরণ হঠাৎ করে বদলে গেল– অন্তত আরো সুবুদ্ধিসম্পন্ন হল। তারা এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে, আমাদের সাথে জার্মানির গোপন চুক্তি সম্পর্কে তাদের অপপ্রচার পুরোটা মিথ্যা এবং বোকামি। তাদের কাছে এটা পরিস্কার হল যে, আমরা যুদ্ধে জড়াবোনা। ফরাসী অফিসারদের কয়েকজন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে আমাদেরকে কাল ক্ষেপণের জন্য চাপ দিল। একজন ফরাসী গোয়েন্দা অফিসার তার বিশেষ শক্তি ক্ষয় করে এই মতবাদে ইন্ধন দিচ্ছিলেন; তিনি একজন অভিজাত এবং রাজতন্ত্রপন্থী লোক, এক চোখ কৃত্রিম; তিনি সবচেয়ে বিপজ্জনক কমিশনে আমাদেরকে সেবা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

জেনারেল নিজেলের জায়গায় এলেন জেনারেল লেভার্ন। তিনি বেশ ভদ্র ও সতর্কভাবে আমাকে পরামর্শ দিতেন। তার পরামর্শের কোন মূল্য না থাকলেও তার উপস্থিতি ছিল অর্থবোধক। তার মতে, ফরাসী সরকার এখন ব্রেস্ট- লিটোভ্স্ক শান্তি চুক্তির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। তাদের এখন একমাত্র চিন্তা আমাদের সশস্ত্রবাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। যদিও আমরা সাহায্যের জন্য আগ্রহ দেখাইনি। তিনি রুমানিয়ার ফরাসী মিশন থেকে ফেরত আনা অফিসারদের আমার অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দিলেন। তাদের মধ্যে দু'জন– এক কর্ণেল এবং এক ক্যাপ্টেন– যুদ্ধ কমিশারিয়েতের ঠিক উল্টোদিকের ভবনে বাসা নিলেন, যাতে আমি সব সময় তাদেরকে হাতের কাছে পাই। তবে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমার সন্দেহ তারা সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের চেয়ে সামরিক গোয়েন্দাগিরিতে বেশী ওস্তাদ। তারা আমার কাছে এক লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আমি তাতে একটুও চোখ বুলাবার সুযোগ পাইনি।

এই প্রতিবেদনের বিষয় ছিল মিত্রশক্তির সামরিক যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা। তারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক প্রত্যেকের সঙ্গে কয়েকজন করে সৈনিকও রয়েছে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ জন আমার ক্ষুদ্র অফিস কক্ষে এলেন। জেনারেল লেভার্ন প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাদের কেউ কেউ ছোট-খাট হাসি-তামাশাও করছিল। দেখতে কোমল এক ইতালীয় জেনারেল নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করলেন। তিনি লুটেরাদের হাত থেকে মস্কোকে মুক্ত করার সাফল্যের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানালেন। এক মনোমুগ্ধকর হাসি হেসে বললেন,'এখন যে কেউ অন্যান্য রাজধানীর মতোই নিরাপদে মস্কোতে বাস করতে পারে।' আমি মন্তব্য করলাম, এটি অতিকথন। সোজাসুজি বলতে গেলে, এরপর পরস্পরকে আর কি বলতে হবে জানা ছিল না। অতিথিরাও যেন উঠবার ছুতা খুঁজি পাচ্ছিলেন না। আমিও তাদের কাছ থেকে কি করে রেহাই পাব বুঝতে পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত, জেনারেল লেভার্ন জটিলতা থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি সৌজন্যের সাথে বললেন, আমি যদি অনুমতি দেই আমার সময় নষ্ট না করে তারা যেতে পারে। আমিও সৌজন্যের সাথেই বললাম, এমন বিশিষ্ট জনদের সঙ্গ পেতে আমিও ইচ্ছুক কিন্তু যেতে চাইলে কোন সাহসে থাকতে বলি। প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে এমন কিছু দৃশ্যের মুখোমুখি হয়, যা পরে মনে হলে তার বিব্রতকর হাসি পায়। মিত্রশক্তির সামরিক মিশনটির সাথে আমরা সাক্ষাতও সেরকমই হয়েছিল।

ক্রমশ সামরিক বিষয়াদিতেই আমাকে অধিক সময় দিতে হয়। কারন, একেবারে স্বরবর্ণ থেকে শুরু করতে হয়েছিল। প্রযুক্তি এবং অপারেশনের ক্ষেত্রে দেখলাম আমার প্রধান কাজ সঠিক লোকটিকে সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে নিয়োগ করা। এবং তারপর তাকে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেয়া। সশস্ত্রবাহিনী গঠনে



রাজনৈতিক এবং সাংগাঠনিক কাজ আমার পার্টি কাজের সাথে পুরোপুরিভাবে অঙ্গীভূত করেই করতে হয়েছিল। এছাড়া অন্যকোন উপায়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব হত না।

যুদ্ধ বিষয়ক কমিশারিয়েত পার্টি কর্মীদের মধ্যে আমি একজন সামরিক ডাক্তারকে পেয়েছিলাম, **ডাক্তার স্কায়ান্সকি** (Ephraim Markovich Sklyansky)। বয়সে তরুণ, ১৯১৮ সনে বড়জোর ২৬ বছর। কিন্তু মানুষ এবং পরিস্থিতি সম্যকভাবে বুঝবার মতো তার মেধা, অধ্যবসায় এবং কর্মপদ্ধতি ছিল দর্শনীয়। এক কথায়, প্রশাসক হওয়ার সবকটি গুণ তার মধ্যে ছিল। আমি স্ভায়ার্লভের সাথে পরামর্শ করে, স্কায়ান্সকিকে আমার ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দিলাম। এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন অমূল্য সম্পদ। এরপর থেকে আমাকে আর কখনো আক্ষেপ করতে হয়নি। আমার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা ছিল বিশাল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারন আমি বেশীর্ভাগ থাকতাম রণাঙ্গনে। আমার অনুপস্থিতিতে স্কায়ান্সকি সামরিক বিপ্লবী পরিষদে সভাপতিত্ব করতেন, কমিশারিয়েতে বিদ্যমান সব কাজের নির্দেশনা দিতেন, প্রধানত রণাঙ্গনের চাহিদা মেটাতেন এবং প্রতিরক্ষা পরিষদে কমিশারিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করতেন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্বয়ং লেনিন।

ফরাসী বিপ্লবের **লাজারে কার্নটের** (Lazare Carnot) সাথে স্কায়ান্সকির তুলনা চলে। তিনি সব সময় সঠিক, অতন্দ্রিত, অক্লান্ত, সতর্ক এবং ওয়াকিবহাল থাকতেন। যুদ্ধ কমিশারিয়েতের অধিকাংশ আদেশ তার



স্বাক্ষরে জারী হত। যেহেতু এসব আদেশাবলী কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত হোত তার নাম ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। প্রত্যেক রাশভারী এবং কঠোর প্রশাসকের মতো তারও অনেক শত্রু ছিল। তার তারুণ্যময় যোগ্যতা কেবল গুটিকয়েক মাঝারি মানের আপাত গণ্যমান্য

ব্যক্তিকেই দাহ করেনি; স্তালিনও পর্দার আড়ালে থেকে তাদেরকে উত্তেজিত করতো। বিশেষ করে আমি বাইরে থাকলেই, চুপিচুপি তার বিরুদ্ধে এই আক্রমণগুলো হত। লেনিন প্রতিরক্ষা পরিষদের মিটিং-এর মাধ্যমে তাকে খুব ভাল জানতেন এবং সব সময় সোৎসাহে তার পক্ষে থাকতেন বা তাকে রক্ষা করতেন। তিনি সব সময় বলতেন 'একজন চমৎকার কর্মী', 'একজন অসামান্য কর্মী'। স্কায়ান্সকি এসব চক্রান্ত বা কৌতুহল থেকে নিজেকে দূরে রেখে নিরলস কাজ করে যেতেন। তিনি কোয়ার্টার মাস্টারদের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন নিতেন, কারখানা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতেন, কার্তুজগুলো গুনে নিতেন, যার মধ্যে সব সময় কিছু না কিছু ঘাটতি পাওয়া যেত। অনবরত সিগ্রেট টানতেন। প্রতিরক্ষা পরিষদের জন্য প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করে তথ্য নিতেন। রাত দু'টো-তিনটায়ও তার সাথে টেলিফোনে কথা বলে পরদিন সকাল বেলা তাকে কমিশারিয়েতের ডেস্কে কর্তব্যরত পাওয়া যেত। জিজ্ঞেস করতাম, 'ঘুমাও কখন?' উত্তরে শুধু হাসতেন।

মনে হলে খুব ভাল লাগে যে, যুদ্ধ বিভাগটি ব্যক্তিগত দলাদলি এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল। যা অন্যান্য বিভাগগুলোতে গুরুতরভাবে ক্ষতি করেছিল। বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ, নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ, সঠিক কর্মী বাছাই (স্বজনপ্রীতি ও নমনীয়তা ছাড়া), কঠোর আনুগত্য, এ সব নির্বিঘ্নে নিশ্চিত করা ছিল একটি ঝক্কিপূর্ণ, ভারসাম্যহীন এবং খুব বিষমজাতীয় যৌগিক কর্ম-কৌশল। এর সফল বাস্তবায়নে অধিকাংশ কৃতিত্বেরই দাবীদার স্কায়ান্সকি।

গৃহযুদ্ধ আমাকে সোভিয়েত অব কমিশারিজের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমি তখন বাস করতাম হয় রেলওয়ে ক্যারেজে অথবা অটোমোবাইলে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসাধিক কাল ব্যাপী ভ্রমণের কারনে সর্বসাম্প্রতিক সরকারী কাজের সাথে আমার যোগাযোগ থাকতো না। অল্প সময়ের জন্য মস্কো এসে কাজের যোগসূত্রে কোন ঠাঁই পেতাম না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হত পল্টিব্যুরোতে (পলিটিক্যাল ব্যুরোর সংক্ষিপ্ত নাম। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্য নিয়ে এটা গঠিত হয়। পার্টির পলিসি ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত এখানেই নেয়া হয়)। তাই মাঝে মাঝে আমাকে লেনিনের সমন পেয়ে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে যোগদানের জন্য মস্কো আসতে হোত। অথবা আমি নিজেও মাঝে মাঝে, স্ভয়ার্লভের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যে পলিট ব্যুরোর অতিরিক্ত মিটিং আহ্বান করতাম। উক্ত বৈঠকে রণাঙ্গন থেকে আমার সংগৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হত। এই কয়েক বছর লেনিনের সঙ্গে আমার পত্র-যোগাযোগ হত বেশীরভাগ গৃহযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে। এর মধ্যে থাকতো ছোট ছোট নোট বা লম্বা লম্বা টেলিগ্রাম। এগুলোর বিষয়বস্তু হয় আগের কথা-বার্তার ঘাটতি পূরণ নতুবা ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন। কৃত্যসুলভ সংক্ষিপ্ততা ছাড়াও এই পত্রগুলো বলশেভিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা দিতে পারে। আমি সুযোগ পেলে অদূর ভবিষ্যতে এই পত্রগুলো টিকাটিপ্পনী ও মন্তব্য সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করব। এগুলো স্তালিন স্কুলের ঐতিহাসিকদের অপ-কর্ম ও অভিযোগ খণ্ডনে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে থাকবে।

তখন উইলসন তার অন্যান্য রক্তশূণ্যতা রোগগ্রস্ত অধ্যাপকীয় স্বপ্নরাজ্যসহ রাশিয়ার সব সরকারের সমন্বয়ে একটি আপোস-মীমাংসার সম্মেলনের পরিকল্পনা করছিলেন। লেনিন ১৯১৯ সনের ২৪ জানুয়ারি দক্ষিণ রণাঙ্গনে আমার কাছে একটি গোপন সাংকেতিক টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামের বিষয়: উইলসন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছেন এবং এ নিয়ে এক সম্মেলনে রাশিয়ার সব সরকারকে দাওয়াত পাঠিয়েছেন। তোমাকে সম্ভবত সেখানে যেতে হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটনৈতিক টাস্ক সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তাকে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে, ব্রেস-লিটোভ্স্ক চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির সময় তার সাথে আমার মতবিরোধ, বাধা দেয়নি। যদিও সে সময় আমি পুরোমাত্রায় সামরিক কাজে নিমগ্ন। যদিও সবাই জানে উইলসনের শান্তি প্রচেষ্টা কোন কাজে আসবেনা, এবং তাই আমারও সম্মেলনে যাওয়ার সুযোগ বা পরিস্থিতি হবে না।

লেনিনের শত শত প্রশংসাপত্রাদি ছাড়াও আমার কাজ-কর্ম সম্পর্কে তার মনোভাব সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির একটি প্রাণবন্ত মূল্যায়ন আছে: 'টেবিলে চাপড় দিয়ে তিনি (লেনিন) বলেছিলেন "কেউ কি আরেকজন ব্যক্তির নাম বলতে পারো যে এক বছরে একটি আদর্শ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে পারতো এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের সমীহ ও শ্রদ্ধা আহরণ করতে পারতো? আমাদের এমন একজন ব্যক্তি আছেন! আমাদের সবকিছু আছে। এবং একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটবে"।'

গোর্কির ভাষ্য অনুযায়ী লেনিন এক আলাপচারিতায় এ বিষয়ে তাকে বলেছিলেন: 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কিছু মিথ্যা রটনা হয়। অনেক মিথ্যা কথা বলা হয় বিশেষ করে আমার আর ট্রটস্কি সম্পর্ক নিয়ে।' এতসব সত্য ঘটনা, দলিল-পত্রাদি এবং যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা রটনা একটি রাষ্ট্রিয় জনপ্রিয় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায়, আজ লেনিন থাকলে না জানি কী করতেন?

বিপ্লবের দ্বিতীয় দিনে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশারিয়েত থেকে পদত্যাগ করার সময়, আমি যুক্তি হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমার জাতিগত অবস্থানের প্রশ্নটিও উত্থাপন করি। এটা স্বাভাবিক যে, সিভিল প্রশাসনের চেয়ে, সামরিক এবং যুদ্ধ বিষয়ে এ বিবেচনা আরো জটিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লেনিন যে সঠিক ছিলেন তাই প্রমাণিত হল। বিপ্লবের অগ্রগতি শিখরে আরোহনকালে জাতিগত প্রশ্নটি সামান্যতম গুরুত্বও পায়নি। অবশ্য সাদারা তাদের প্রচারনায় লাল বাহিনীর ভেতর সেমিটিক বিরোধী মনোভাব জাগাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এ নিয়ে এমনকি সাদাদের সংবাদ মাধ্যমেও বহু প্রশংসার উল্লেখ আছে। বার্লিনে প্রকাশিত Archives of Russian Revolution (রুশ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক দলিল-পত্র)-এ একজন সাদা গার্ড লেখক নিম্নোক্ত হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যানটি বর্ণনা করেন। 'একজন কসাক আমাদের সাথে দেখা করতে আসে। তাকে একজন ঠাট্টা-বিদ্রুপের ছলে বলছিল যে, সে কেবল চাকুরীই নয়, ট্রটস্কি নামক এক ইহুদীর কমান্ডে যুদ্ধও করেছিল। কসাক ক্ষেপে গিয়ে কড়া জবাবে বলেছিল: "সে রকম মোটেই নয়। ট্রটস্কি ইহুদি নন। ট্রটস্কি একজন যোদ্ধা। তিনি আমাদেরই লোক, একজন রুশ। তবে হ্যাঁ, লেনিন নামে একজন ছিল, সে কমিউনিস্ট, সে ইহুদী কিন্তু ট্রটস্কি আমাদের মতেই একজন রুশ যোদ্ধা, আমাদের নিজের লোক"।'

একই ভাবধারা পাওয়া যাবে **ব্যাবেল** (Isaak Emmanuilovich Babel)-এর লেখা The Horse Army (ঘোড়সওয়ার বাহিনী) বইটিতে। তিনি আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী। আমি ইহুদী বংশোদ্ভূত এ বিষয় গুরুত্ব পায় কেবলমাত্র আমি নিষ্ঠুরভাবে রাজনৈতিক উত্যক্তের শিকার হওয়ার পর থেকে। ট্রটস্কিবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী-বিদ্বেষও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুটোই একই উৎস থেকে এসেছে, অক্টোবর বিপ্লব বিরোধী পেটি-বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে।



৩১। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে শান্তি আলোচনা।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে শান্তি আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব পাস হয়ে ২৬শে অক্টোবর ঘোষিত হয়। আমি ৭ই নভেম্বর রেডিওর মাধ্যমে মিত্রশক্তি (Allied Powers/Entente: ফ্রান্স, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, রাশিয়া, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, জাপান, সার্বিয়া, বেলজিয়াম, গ্রিস) এবং কেন্দ্রিয় শক্তির (Central Powers: জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ওসমানি সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া) রাষ্ট্রসমূহকে সর্বাত্মক শান্তি স্থাপনের আহবান জানিয়ে আহ্বান জানাই। মিত্রশক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলো যার যার প্রতিনিধির মাধ্যমে রুশ কমান্ডার–ইন–চিফ **জেনারেল দুখোনিনের** (Gen. Nikolay Nikolayevich Dukhonin) কাছে উত্তর পাঠায় যে, আলোচনা বা দর-কষাকষির আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে তার জন্য অনিবার্য 'মারাত্মক পরিণতি' ভোগ করতে হবে। আমি এই হুমকির উত্তরে সকল শ্রমিক–কর্মচারী, সৈনিক এবং চাষীদের কাছে আবেদন রাখলাম। নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষ আবেদনটিতে বলা ছিল: 'আমরা যেখানে নিজ দেশের ধনিক শ্রেণীকে উৎখাত করেছি, সেখানে পরদেশী ধনিক শ্রেণীর হুকুম পালনের জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর রক্ত ঝরবে, এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।' তখন আমাদের হাতে ছিল কেবল পেত্রগ্রাদ।



নভেম্বরের ২২ তারিখে আমরা বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সব রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হই। শান্তি আলোচনায় আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য মিত্রশক্তিকে আবারো আহবান জানাই। উত্তর তারা দেয়নি, তবে হুমকিও আর আসেনি। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৬ সপ্তাহ পর শান্তি আলোচনা শুরু হয় ৯ ডিসেম্বর। এ সুযোগে আঁতাতের দেশগুলো এই প্রশ্নে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিতে যথেষ্ট সময় পায়। শুরুতেই আমাদের প্রতিনিধি গণতান্ত্রিক শান্তিনীতি অবলম্বন করার পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেয়।

প্রতিপক্ষ আলোচনা স্থগিতের প্রস্তাব দেয়। সম্মেলন পুনরারম্ভের চেষ্টা বার বার ব্যাহত হয়। চার অংশের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রিয় শক্তির প্রতিনিধিদের সবধরনের অভ্যন্তরীণ জটিলতা আয়ত্তে এনে আমাদের দাবির উত্তর তৈরী করে, শেষ পর্যন্ত ২৫শে ডিসেম্বর পাঠায়। কেন্দ্রিয় শক্তির সরকারগুলো আমাদের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক শান্তি ফর্মুলা গ্রহণ করে। যার মূল বক্তব্য– ভূখন্ড বা রাজ্য দখল নয়, কোন খেসারত নয় এবং জনগণ স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। গণতান্ত্রিক শান্তিব্যবস্থার সম্মানে ২৮ ডিসেম্বর পেত্রগ্রাদে এক বিশাল শান্তি মিছিল বের হয়। জনতা জার্মান উত্তরের ওপর আস্থাশীল না হলেও এটা বিপ্লবের জন্য এক বড় নৈতিক বিজয় বলে মনে করে। পরদিন সকালে আমাদের প্রতিনিধি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক থেকে বিরাট এক চাহিদার তালিকা সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। কেন্দ্রিয় শক্তির তরফ থেকে **কোলম্যান** (Richard von Kühlmann) এটা পেশ করেন।



লেনিন মন্তব্য করলেন, 'শান্তি–আলোচনাকে অবশ্যই কেউ না কেউ দেরী করাচ্ছে।' তার পীড়াপীড়িতে আমি ব্রেষ্ট–লিটোভ্স্কে যাত্রা করি। তখন অনুভূতি এমন ছিল যে, আমাকে যেন নির্যাতন–চ্যাম্বারে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। অচেনা এবং বিদেশী লোকজন এমনিতেই সবসময় আমার কাছে ভীতিপ্রদ; এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আরও ভীতিকর মনে হচ্ছিল।,যে বিপ্লবীরা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রদূত পদ গ্রহণ করে নতুন কর্মস্থলে গিয়ে নিজেকে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে মানিয়ে নেয়, তাদের আমি মোটেই বুঝতে পারিনা ।ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে প্রেরিত প্রথম সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জোফে (Adolph Abramovich Joffe)। এই প্রতিনিধি দলের সাথে জার্মানরা বেশ প্রসন্ন আচরণ করে। বাভারিয়ার রাজকুমার লিওপোল্ড তাদেরকে তার সম্মানিত 'মেহমান' হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের সবার সাথে তিনি ডিনার এবং সাপারে যোগদেন। জেনারেল হফম্যান অবশ্য মহিলা প্রতিনিধি ভিজ্বেঙ্কোকে (Vitzenko), যিনি জেনারেল শাখারভকে গোপনে হত্যা করেছিলেন, খুব আগ্রহ নিয়ে নিরীক্ষণ করেন। জার্মানরা আমাদের মাঝখানে তাদের আসন পেতে এবং চাহিদা মতো তথ্যাদি সরবরাহ করে বেশ আন্তরিকতা দেখাতে চেষ্টা করেন। প্রথম প্রতিনিধি দলে ছিলেন, একজন শ্রমিক, একজন কৃষক এবং একজন সৈনিক। তারা স্রেফ আকস্মিকভাবে প্রতিনিধি হন এবং এ ধরনের কূটিল কাজের জন্য তেমন প্রস্তুত ছিলেন না। কৃষক প্রতিনিধি ছিলেন একজন বুড়ো মানুষ। তিনি আনন্দের আতিশয্যে তার সহ্য ক্ষমতার বেশী পান করে ফেলেন।



সোভিয়েত প্রতিনিধি দল। বাঁম থেকে বসা কামেনেভ, জোফে ও ভিজেঙ্কো এবং দাঁড়ানো লিপ্স্কি, স্টুস্কা, ট্রটস্কি ও কারাখান, যিনি সচিব হিসেবে চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করেন।

জেনারেল হফম্যান তার অফিস থেকে রুশ বন্দীদের উপকারার্থে 'রুশ সংবাদদাতা' (Russky Vyestnik) নামে একটি পত্রিকা বের করছিলেন। পত্রিকাটি প্রথম দিকে সহানুভূতি নিয়ে বলশেভিকদের পক্ষে লিখতো। 'পাঠকরা জানতে চায় ট্রটস্কি কে' শিরোনামে হফম্যান তার পত্রিকায় সপ্রশংস মমতায় আমার জারবিরোধী সংগ্রাম এবং জার্মানভাষায় লেখা বই, 'বিপ্লবের পথে রাশিয়া' সম্বন্ধে রুশ বন্দীদের জানিয়েছিলেন। আরো লিখেন, 'সমগ্র বিপ্লবী বিশ্ব ট্রটস্কির পালিয়ে যাওয়ার সাফল্যে রোমাঞ্চিত। এবং জারতন্ত্র উৎখাতের পর, দীর্ঘ নির্বাসন থেকে ফেরার পরপরই দেশে জারের গোপন বন্ধুরা তাকে জেলে নিক্ষেপ করে।' এক কথায় বাভারিয়ার লিওপোল্ড এবং প্রুসিয়ার হফম্যানের চেয়ে বড় কোন উৎসাহী বিপ্লবী তখন আর ছিল না।

কিন্তু এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ৭ই ফেব্রুয়ারী ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কে বৈঠক বসে। বৈঠকটি মোটেই আনন্দের ছিল না। তাদের অতীত কার্যকলাপের সূত্র উল্লেখ করে আমি মন্তব্য করলাম: 'জার্মান অফিসিয়াল এবং অস্ট্রো–হাঙ্গেরির প্রেস কর্তৃক আমাদের প্রতি অপরিণত সৌজন্য দেখানো বা প্রশংসা করা আমাদের মনে আক্ষেপের উদ্রেক করেছে। শান্তি আলোচনার সাফল্যের জন্য এটা একেবারেই অনাবশ্যক ছিল।

এ ব্যাপারে সোশাল ডেমোক্রেসিও জার্মান রাজতন্ত্র এবং হ্যাপসবুর্গ সরকারের প্রতিচ্ছয়ার বেশী কিছু ছিল না। স্কিডম্যান (Schiedman) ও এবার্ট (Ebert) সহ অন্যরা প্রথমে আমাদের পিঠ চাপড়ে পৃষ্ঠপোষকতার ভান করে। ভিয়েনার ১৫ ডিসেম্বর বাকপটুতা দিয়ে তারা লিখে যে, 'ট্রটস্কি এবং বুকাননের ডুয়েল লড়াই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রামের এক বড় সংকেত।' যে মুহূর্তে কোলম্যান এবং জার্নিন (Czernin) ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে রুশ বিপ্লবকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টারত, তখন অস্ট্রিয় মার্ক্সবাদীরা ট্রট্স্কি আর বুকাননের দ্বৈত লড়াই ছাড়া আর কিতছু দেখতে পেলেন না ! আজো কেউ এটাকে নিদারুন বিরক্তিকর ভন্ডামি ছাড়া অন্য কিছু মনে করেনা।

হ্যাপসবুর্গ মার্ক্সবাদীরা লিখেন, 'ট্রটস্কি রুশ শ্রমিক শ্রেণীর শান্তিপূর্ণ ইচ্ছার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তাই তিনি ইংলিশ পুঁজির সোনার শিকল ভাঙার চেষ্টা করছেন।' সোশাল ডেমোক্রেসির নেতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের অস্ট্রো–জার্মান পুজির শিকলে বেঁধে অতঃপর রুশ বিপ্লবকে জোর করে শিকলে আটকাতে তাদের সরকারকে সাহায্যের চেষ্টা করছিলেন। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক আলোচনা তখন জটিল স্তরে। লেনিন এবং আমি বার্লিনের 'ফরোয়ার্ড' বা ভিয়েনার 'আর্বিতার–জেইতুং' পত্রিকা পড়ে নীরবে রঙিন পেনসিল দিয়ে লাইনগুলোর নীচে দাগ দিয়ে একে অন্যকে দেখাই। চোখ তুলে চকিতে পরস্পরের দিকে তাকাই। তারপর, মাত্র ক'দিন আগে যারা আন্তর্জাতিকে আমাদের কমরেড ছিলেন, তাদের এরকম কর্মকান্ডের জন্য ভীষন লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। যারা সচেতনভাবে এই ধাপ পার হয়েছে তারা প্রত্যেকেই চিরদিনের মত উপলব্ধি করেছে যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতই ওঠানামা করুক না কেন সোশাল ডেমোক্রেসি কিছুই করতে পারবে না, তারা ঐতিহাসিকভাবে মৃত।

এই ভুল ও অশোভন মুখোশ খুলে ফেলার জন্য, আমি আমার নিজস্ব পত্রিকাগুলোর কাছে জানতে চাইলাম কার্ল লিবনেস্ট এবং রজা লুক্সেমবুর্গ সম্বন্ধে জার্মান সৈনিকদের কাছে কিছু বলতে চাইলে জার্মান অফিসাররা বাধা দেবে কিনা। আমরা এ বিষয়ে জার্মান সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একটি স্পেশাল লিফলেট ছাড়লাম। জেনারেল হফম্যান তার পত্রিকা ভেস্টনিকের (Vyestnik) লাগাম টেনে ধরলেন। আমি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে আসা মাত্রই হফম্যান তার সৈনিকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। আমি এ বিষয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করলাম। তাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, জেনারেল নিজেও যদি রুশ সৈন্যদের মধ্যে প্রচারণা চালাতেন একই কথা হতো। পার্থক্য শুধু প্রচারণাটা কি ধরনের। আমি এটাও মনে করিয়ে দিলাম যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের মতের অমিল দীর্ঘকাল থেকেই উভয়ের জানা, এবং তা জার্মান আদালতের সার্টিফাই করা। তার মধ্যে একটি হলো যে, যুদ্ধের সময় আমাকে অবাধ্যতার দায়ে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এই অশিষ্ট আচরণ মনে করিয়ে দেয়ায় বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খেতাবপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা প্রায়। কোলম্যান হফম্যানের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এর উত্তরে কিছু বলবেন ?' হফম্যান তার উত্তরে বললেন, 'আর না, যথেষ্ট হয়েছে।'

সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে সফরের প্রথম ধাপে যে ব্যাপক পরিচিতি দেয়া হয়েছে বোকার মতো তা অবিলম্বে বস্ধ করতে হবে। আমাদের সামরিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে বাভারিয়ার রাজকুমারের সাথে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে আমার নেই। এটা তারা লক্ষ্য করলো। আমার পরবর্তি দাবী ছিল অনানুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া–দাওয়া করা। অজুহাত দিলাম যে দু'ভোজনের মাঝখানের সময়েই আলোচনা করা যাবে। এটিও নীরবে মেনে নেওয়া হলো। জারনিন (Czernin) তার ডাইরীতে সাতই জানুয়ারীতে লিখলেন : 'ট্রটস্কির নেতৃত্বে রুশ প্রতিনিধি দলের সবাই নৈশ–ভোজ সময়ের বেশ আগেই এলেন।' তারা এসেই মাফ চাইলেন যে, ভবিষ্যতে তারা সবাই একসাথে খাবেন না। এ ছাড়া তারা সাধারনের অগোচরে থাকবেন জানালেন। মনে হলো আগের চেয়ে এবার হাওয়া পুরোপুরি অন্যদিকে বইছে।' বন্ধুত্বের ভান করা আসলে অফিসিয়াল ফর্মালিটি মাত্র। এটা ছিল বেশ সুবিধাজনক সময়। যেহেতু আমাদেরকে প্রাথমিক কেতাবি আলোচনা থেকে শান্তি চুক্তির প্রশ্নে গিয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

জার্নিনের চেয়েও এবং সম্ভবত বাকী সব কূটনীতিকদের চেয়েও, যাদের সঙ্গে যুদ্ধের পরবর্তি বছরগুলোতে আমার দেখা হয়েছে,বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কোলম্যান। একজন সজ্জনব্যক্তি হিসেবে তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন। তার প্র্যাকটিকাল মন–মানসিকতার মান ছিল সাধারনের চেয়ে অনেক উঁচু। তার অশুভ তৎপরতা কেবল আমাদের জন্যই নয় তার প্রিয় মিত্র যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এখানে তিনি বৈঠক করছিলেন তাদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল। আলোচনা চলাকালে অধিকৃত ভূ–খন্ডের প্রশ্নে কোলম্যান সোজা দাঁড়িয়ে এবং গলা উঁচিয়ে বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের জার্মান সাম্রাজ্যের কোন ভূ–খন্ড বিদেশী সৈন্যের দখলে নেই!' এর ফলে লজ্জায় সংকোচে জার্নিনের চেহারা সবুজ হয়ে গিয়েছিল। কোলম্যান ইচ্ছে করেই তার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করেন। তাদের সম্পর্ক নির্মল বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর ছিল। পরে পারস্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলে (যা ছিল মিত্র ও কেন্দ্রিয় উভয় পক্ষের বাহিনীর দখলে), আমি মন্তব্য করলাম– যেহেতু পারস্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মতো কোন পক্ষেই ছিল না, সেহেতু আমরা কোন পক্ষই পারস্যের দখলীকৃত ভূখন্ড নিয়ে সাধুতার সাথে আনন্দে উদ্বেলিত হতে পারিনা। স্বীকার করা বাঞ্চনীয় যে, এটা পারস্যের ভূ–খন্ড, আমাদের নয়। এটা শুনে জার্নিন লাফিয়ে উঠে অবাক কণ্ঠে বললেন, 'তাই!' লোক দেখানো অবাক ভাবটি আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেও আসল লক্ষ্য ছিলেন কোলম্যান। এরকম ঘটনা বার বার ঘটেছিল।

একজন ভালো দাবাড়ুর মতো যিনি দীর্ঘদিন পর দূর্বল প্রতিপক্ষের সাথে খেলছেন এবং কিছু কিছু দক্ষতা ও কলা–কৌশল ভুলে গেছেন, ঠিক সেরকমভাবে কোলম্যান যুদ্ধের সময় কেবল তার বশ্যতা স্বীকারকারী অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, তুর্কি, বুলগেরিয় এবং নিরপেক্ষ কূটনীতিকদের সাক্ষাত পেয়েছেন। এতে তিনি তার বিপ্লবী প্রতিপক্ষকে মনে মনে ছোট করে দেখতে শুরু করলেন এবং অগোছালোভাবে তার খেলা শুরু করলেন। আমি প্রায়ই অবাক হতাম, বিশেষ করে প্রথম দিকে, তার আদিম পদ্ধতি এবং প্রতিপক্ষের মনস্তত্ত্বের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখে। আমি কূটনীতিকদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে খুবই অপ্রিয়ভাবে বেশ খানিকটা ক্ষুদ্ধ হই।

আমি বৈঠকস্থলে ঢুকে গায়ের কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখবার সময় কোলম্যানের সাথে প্রথম দেখা। সেদিনই তাকে প্রথম দেখি। নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনার আগমনে আমি খুবই খুশী। কারণ দূতের চেয়ে তার প্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলা বরং শ্রেয়'। তার মুখে ছিল আত্ম-সন্তুষ্টির ছাপ। তিনি যেন এক সুপরিকল্পিত তৎপরতার মাধ্যমে হঠাৎ উচ্চতর সামাজিক অবস্থানে পৌঁছে গেছেন। তার এরকম ভাবসাব দেখে মনে হলো আমি এক নোংরা জায়গায় পা রেখেছি। তাই আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেছনে সরে এলাম। কোলম্যান তার এ বোকামী বুঝতে পেরে বেশ সতর্ক হলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে আরো অধিক মাত্রায় কেতাদুরস্ত ভাব অবলম্বন করলেন। তবে তিনি আমার এবং তুর্কি প্রতিনিধি দলের একজন প্রবীণ নেতা ও প্রাজ্ঞ কূটনীতিকদের উপস্থিতিতেও একই আদিম পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। তুর্কি প্রতিনিধি যখন তার সহকর্মীদের আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, কোলম্যান আপেক্ষায় ছিলেন। তুর্কি দলনেতা দু'এক পা করে সরে যেতেই, তিনি আমার কাছে এসে কানে কানে ফিসফিস করে এমনভাবে বললেন যেন যার সম্বন্ধে বলা তিনিও শুনতে পান, 'তিনি ইউরোপের সেরা কূটনীতিবিদ'। আমি এ কথা জোফকে বললে তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন: কোলম্যানের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ও তিনি এই একই কথা বলেছিলেন।' দেখে মনে হলো কোলম্যান অবন্ধুসুলভ। ভীতিপ্রদর্শনের পর 'সেরা কূটনীতিবিদ' আখ্যা দিয়ে বন্ধুসুলভ খেসারত দিচ্ছেন। এটাও হতে পারে যে, তিনি এক ঢিলে দু'পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন। কূটকৌশলে জার্নিনকে জানিয়ে দিলেন যে, তার নিজের পরেই যে জার্নিন সেরা কূটনীতিক'– এটা তিনি স্বীকার করেন না। ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে কোলম্যান জার্নিনকে (তার ভাষ্যানুযায়ী) বলেছিলেন যে: 'জার্মানিতে একমাত্র বুদ্ধিমান মানুষ মহান সম্রাট'। যে কেউ এটা বুঝে নিতে পারে যে, এই কথাগুলো জার্নিনের চেয়ে বরং সম্রাটকেই সরাসরি শোনানোর জন্য বলা হয়েছিল। লক্ষ্য হাসিলের জন্য, কূনীতিকরা চাটুকারিতাকে সঞ্চারিত করার জন্য নিঃসন্দেহে একে অন্যকে সাহায্য করে থাকেন। Flattez, Flattez, il en restera toujours quelque chose ! (সবসময় চাটতে থাক, কিছু না কিছু পাবে!) এ-ই তাদের নীতি।

এই প্রথম আমি এই চাটার দলের সামাজিক বৃত্তের মুখোমুখি হই। অবশ্য তার আগেই এদের সম্পর্কে জানতাম। আমি খুব শক্তভাবে সন্দিহান ছিলাম যে 'ভগবান পটের চাল নিজেই সিদ্ধ করে দেয় না।' তবে, এদেরকে সাধারনভাবে আমি আরো উচ্চস্তরের ভাবতাম। এই প্রথম সাক্ষাতে ও বৈঠকে আমার ধারণা হয় কিছুটা এরকম: 'লোকজন অন্যদের যেনতেন ভাবে মূল্যায়ন করে সত্য তবে নিজেকেও যে খুব সযত্নে মূল্যায়ন করে তা কিন্তু নয়।'

এই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত গল্পটি কিছুটা মজার হতে পারে। সে সময় ভিক্টর এডলার আমার প্রতি খুবই সহানুভুতিশীল ছিলেন, সম্ভাব্য সব রকমের সহায়তা দিতেন। তার প্ররোচনায় কাউন্ট জার্নিন আকস্মিকভাবে পরামর্শ দিলেন যে, যুদ্ধের আগে আমার ব্যক্তিগত যে লাইব্রেরীটি ভিয়েনায় রেখে এসেছিলাম সেটি মস্কোয় পাঠিয়ে দেয়া হোক। কয়েক বছর যাবত নির্বাসনে বিদেশে থাকাকালে রুশ বিপ্লবী সাহিত্যের বিশাল সংগ্রহের কারনে আমার লাইব্রেরিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কর্মব্যস্ততার কারণে কিছুটা সংকোচ নিয়েই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ফুরসত পাইনি। এই সুযোগে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত দু'জন অস্ট্রিয় বন্দির প্রতি অনুকম্পা দেখানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। তার অভিযোগ বন্দিদের প্রতি খুবই খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। লাইব্রেরিটি ফেরত দেয়ার বিনিময়ে কাউন্ট জেরিনের ঘনিষ্ঠ অফিসারদের মুক্তি চাওয়া খুবই উদ্ধত আচরণ মনে হলো। আমি অল্প কথায় উত্তর দিলাম যে, জেরিন যদি তথ্য প্রমাণ দিতে পারেন, আমি অবশ্যই সম্ভাব্য সবকিছু করবো। কিন্ত এ বিষয়টির সাথে লাইব্রেরির কোন সম্পর্ক নেই বা থাকা উচিতও নয়। জেনিন তার স্মৃতিকথায় এর সত্যতা স্বীকার করেন যে, লাইব্রেরি ফিরিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে বন্দি মুক্তির চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তখন তিনি এ বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছিলেন এবং এক দ্ব্যর্থবোধক বাক্যাংশ দিয়ে তার গল্প শেষ করেন: 'তিনি স্পষ্টতই লাইব্রেরিটি পেতে চেয়েছিলেন।' আমি তার সঙ্গে যুক্ত করতে চাই যে, লাইব্রেরিটি পাওয়ার পর পরই মস্কোর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করে দিই।

আমার জানামতে এ যাবত মানবতার সর্বোত্তম বিপ্লবী শাসন-পদ্ধতির প্রতিনিধিদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই কূটনৈতিক টেবিলে আলোচনায় বসতে হয়। একেই বলে ইতিহাসের রাশিচক্র! ঝানু ঝানু ক্ষমতাবান কূটনৈতিকরা বলশেভিকদের সঙ্গে আলোচনা করে খুবই ভড়কে যায়। তারা

নিরপেক্ষ কোন দেশে আলোচনার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আলোচনাই ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করে। জার্নিন তার স্মৃতিকথায় সরাসরি বলেন, কোন নিরপেক্ষ দেশে আলোচনা হলে বলশেভিকরা তাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সাহায্যে লাগাম নিজের হাতেই নিয়ে নিত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে অজুহাত দিয়েছিলেন যে, নিরপেক্ষ দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে আলোচনায় বসা মাত্রই তারা 'পর্দার সামনে ও পিছনে উভয়স্থল থেকে' চক্রান্ত শুরু করবে। আমি সরাসরি জবাব দিয়েছিলাম যে আমাদের রাজনৈতিক চর্চায় পর্দা জাতীয় কোন কিছু নেই। রুশ জনগণ ২৫শে অক্টোবরের গণ-অভ্যুত্থানে জয় লাভের মাধ্যমে অন্য অনেক কিছুর মত কূটনীতির এই অস্ত্রেরও মূলোৎপাটন করে। তবে আমাদেরকে হয় সন্ধি না হয় যুদ্ধ এই চরমপন্থার কাছে মাথা নত করেই ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে থাকতে হয়েছিল।

ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক আদি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। জার্মান সৈন্যদের দখল করা গোটা কয়েক দালান ছাড়া আর কিছু ছিল না। জারের বাহিনী শহরটি ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে পুরো শহরটি জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে ধুলিস্মাৎ করে যায়। হফম্যান এই স্থানটি তার স্টাফদের থাকার জন্য এ জন্যই বেছে নেন যেন, সবাইকে অনায়াসে তার মুষ্টির ভেতর রাখতে পারেন। আসবাব–পত্র, খাবার–দাবার, সবকিছু ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। জার্মান সৈন্যরাই এটেনড্যান্ট রূপে কাজ করতো। সাধারন সৈন্যদের চোখে আমার ছিলাম শান্তির দূত। তারা আমাদের মধ্যে আশার আলো দেখতো। স্টাফদের আবাসিক ভবনগুলো ছিল কাঁটাতারের উঁচু ঘেরাটোপে আবদ্ধ। সকালবেলা প্রাতঃভ্রমণের সময় শুনতে পেলাম: 'যে কোন রুশকে এখানে পেলেই গুলি করা হবে'। তারা এটা যুদ্ধ বন্দিদের উদ্দেশ্যে বললেও, আমি তার মধ্যে নিজেদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করি। কারণ, আমরাও ছিলাম বলতে গেলে আধা বন্দি। তাই তাড়াতাড়ি প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে আসি। একটি সুন্দর রণকৌশলগত সড়ক ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। সেখানে অবস্থানের প্রথম দিকে আমরা স্টাফগাড়িতে করে লং ড্রাইভে বেরুতাম। একদিন আমাদের প্রতিনিধি দলের এক সদস্যের সঙ্গে এক জার্মান সার্জেন্টের খটকা লাগে। হফম্যান আমার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ পাঠান। আমি উত্তর দিলাম যে, ধন্যবাদের সাথেই আমরা আর গাড়ি ব্যবহার করবো না। আলোচনা চলতে থাকলো। আমাদেরকে তারের মাধ্যমে আমাদের সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে হোত কিন্তু ব্যবস্থাটি প্রায় অচল থাকতো। আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল এগুলোকি সত্যি অচল, না প্রতিপক্ষ কাল ক্ষেপনের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে অচল করে রাখে। মিটিংএর মাঝখানে ঘন ঘন বিরতি দেয়া হোত এবং মাঝে–মাঝে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত বিরতি থাকতো। এই বিরতির সুযোগে আমি একবার ওয়ার্শো যাই। নগরটি তখন জার্মান বেয়নেটের খোঁচায় শাসিত। সোভিয়েত কূটনীতিকদের প্রতি নগরবাসীদের বেশ আন্তরিক মনে হলো কিন্তু প্রকাশ করতো খুব সাবধানে। কারণ এ আলোচনা কোথায় গিয়ে ঠেকে তা ছিল অনিশ্চিত।



আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের পক্ষে যেত। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে আমার যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যও ছিল সেটাই। তবে এতে আমার তেমন কৃতিত্ব ছিল বলে দাবী করিনা, কারণ আমার সঙ্গীরা তাদের সেরা সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করতেন। জার্নিন বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার ডাইরীতে লেখেন: 'এখানে সময় মিলে প্রচুর। এখন তুর্কিদের আলোচনা কিন্তু তারা প্রস্তুত নয়, এবার বুলগেরিয়দের এবং এরপর রুশদের –আবার আলোচনা মূলতবী, কিংবা শুরুতেই ভেস্তে গেছে ইত্যাদি।' আবার অস্ট্রিয়রা য়ুক্রেনিয় প্রতিনিধিদের সাথে বাজাবাজি করার পর আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে শুরু করে। অবশ্য এত কিছু কোলম্যান এবং জার্নিনকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তারা গণবিবৃতিতে সবসময় আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য রুশদের দায়ী করত। আমি সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতাম কিন্তু সবই ব্যর্থ ছিল। এমন কোন অসৌজন্য কথাবার্তা পাওয়া যায়নি যা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জার্মান সংবাদ মাধ্যমকে প্ররোচিত করতে পারে। তবে অলোচনার শেষ দিকে গোপন চিরকুট আনুষ্ঠানিকভাবে উস্কানি যুগিয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দৈনিক সমীক্ষণ (Täglichen Rundschau) কেবল অভিযোগই করেনি যে, 'ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে ট্রটস্কি তার নিজের কণ্ঠস্বর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে

দেয়ার জন্য একটা মঞ্চ তৈরী করেছে'; তারা আলোচনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার দাবীও তোলে। তারা এটাও বলে যে, 'লেনিন বা ট্রটস্কি কেউই শান্তি চায়না। তার সম্ভাব্য অর্থ দাঁড়ায়, তাদেরকে হয় ফাঁসী কাষ্ঠে ঝোলাও না হয় জেলে পুরো'। সোশাল ডেমোক্রেটিক প্রেসও দৃঢ়ভাবে একই কথা বলতো। **সিডম্যান**, **এবার্ট** এবং স্ট্যামপাররা, জার্মানিতে একটি বিপ্লব হবার জন্য আমাদের প্রত্যাশাকে চরম অপরাধ হিসেবে গণ্য




করত। এই ভদ্রলোকরা মোটেই চিন্তা করেনি যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বিপ্লব তাদের ঘাড়ের টুঁটি চেপে ধরে পাকড়াও করে ক্ষমতাসীন করবে।

দীর্ঘদিন জার্মান পত্র–পত্রিকা পড়ার অবকাশ পাইনি। প্রবল আগ্রহ নিয়ে ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে আবার পত্রিকা পড়া শুরু করলাম। সে সব পত্রিকায় শান্তি আলোচনাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হোত যে, আদ্যোপান্ত একটি অতি-প্রচারধর্মী আচরণ বলে মনে হতো। তবে কেবল পত্রিকা পড়েই আমার সময় কাটতো না। তাই অবসর সময়ে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনার কাজেও আত্মনিয়োগ করি। কারণ, ভাবলাম এমন সুযোগ অদূর ভবিষ্যতে নাও পেতে পারি। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, যারা এক সময় রাষ্ট্রিয় দুমার স্টাফ ছিলেন। আমি এই সুযোগে আমার স্মৃতি থেকে অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক রূপরেখার ওপর তাদেরকে ডিকটেশন দিতে থাকি। কয়েক সেশনেই একটি বই দাঁড়িয়ে গেল। বইটি প্রধানত বিদেশী কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ বিপ্লবের সময় কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তাদের জানা আবশ্যক। এর আগে লেনিন এবং আমি এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আমাদের কারোরই লেখার সময় হয়নি। আমি ভাবতেই পারিনি যে, ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক আমার সাহিত্যকর্মের স্থান হয়ে উঠবে। রুশ বিপ্লবের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি নিয়ে আমি রাশিয়ায় ফিরে এলে, লেনিন তা দেখে খুব প্রীত হন। ভবিষ্যত শান্তির লক্ষ্যে রূঢ় বিপ্লবের দায় পরিশোধের এক বিনম্র অঙ্গীকার আমরা উভয়েই এ বইয়ের মধ্যে দেখতে পেলাম । বইটি খুব শীঘ্রই কয়েকডজন ইউরোপীয় এবং এশিয় ভাষায় অনুবাদ করা হলো।

কম্যুনিস্ট ইন্টার্নেশনাল সহ বিশ্বের সব দেশের পার্টিগুলো যেন রুশ বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে অনুসরণ করতে পারে সে জন্য বইটির অসংখ্য সংস্করণ করা হয়। কিন্তু ১৯২৩ সনের পরে নকলবাজরা বইটিকে ট্রটস্কিবাদের বিষাক্ত শাখা–প্রশাখা হিসেবে ঘোষণা করে। আজ বইটি কালো তালিকাভূক্ত। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় বিপ্লবোত্তর কালে স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রস্তুতির বহু রকম প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন পাওয়া যায় । জয় লাভের একমাত্র উপায় ছিল অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে একে একে অনবরত নাড়ি কাটতে থাকা।

যে সব কূটনীতিক আমাদের বিরোধিতা করতেন, তারাও ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে অবসর কাটাতে শুরু করেন। কাউন্ট জার্নিনের ডাইরি অনুসারে, তিনি কেবল শিকারেই যেতেন না, ফরাসী বিপ্লবের সময়কার বিভিন্ন জীবনী ও স্মৃতিকথা পড়ে নিজের জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করতেন। তিনি বলশেভিকদের জেকোবিনদের সাথে তুলনা করে সান্তনা পেতেন। হ্যাপসবুর্গের কূটনীতিকরা লিখেছিলেন: 'স্যার্লট কর্ডে বলতেন, "আমি মানুষ নয়, ওয়াইল্ড বিস্ট হত্যা করি"। এই বলশেভিকরাও খুব শীঘ্রই উধাও হবে এবং–কে জানে? ট্রটস্কির জন্যও হয়তো সেরকম একজন কর্ডের আর্বিভাব ঘটবে।' অবশ্য তখন আমি এসব সাধু কাউন্টদের গভীর ধ্যান ও আশীর্বাদ সম্পর্কে জানতাম না। তবে আমি তাদের আন্তরিক অনুভুতিকে সহজেই বিশ্বাস করি।

ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে জার্মান কূটনীতিকরা 'ডেমোক্রেটিক ফরমুলা' প্রস্তাব দিলেন। তাদের কূটনীতির মূল লক্ষ্য প্রথমে বোঝা যায়নি। ক'দিন পরেই তাদের হিংস্র নেকড়ে ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জার্মান সরকারের পক্ষে জাতীয়তাবাদের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক করার অনুমতি দেয়া প্রকাশ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। প্রধানত কোলম্যানের উদ্যোগে এর সূত্রপাত ঘটে। তবে শুরু করার আগেই জার্মান রাজকীয় কূটনীতিকদের অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল যে এই পথে বড় ধরনের কোন সাফল্য পাওয়া যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোলম্যান দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন যে পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, বাল্টিক প্রদেশগুলো এবং ফিনল্যান্ড জার্মানী দখল করেছে, তার কারণ এদের প্রত্যেকটি দেশ তাদের জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেছে। দখলের পর জার্মান কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছাতেই 'জাতীয়তাবাদের' ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। তবে এটা প্রমাণ করা খুব একটা সহজ ছিল না। কিন্তু কোলম্যান হাল ছাড়েননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ **হায়দ্রাবাদের নিজাম** বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করে তার দেশে জনগণের ইচ্ছারই বহিপ্রকাশ



ঘটিয়েছেন, এটা আমি স্বীকার করি কিনা। আমি দ্বিমত পোষন তরে উত্তর দিলাম যে, যদি ভারত থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া হতো, তবে প্রশংসার দাবীদার নায়কোচিত নিজাম অনধিক চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই নিজেরা পায়ে পুরোপুরি উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব ছিল না। কোলম্যান রূঢ়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন। জেনারেল হফম্যান ঘোঁত ঘোঁত করলেন। দোভাষী অনুবাদ করলেন। স্টেনোগ্রাফার নোট নিলেন। এবং আলোচনা অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হলো।

জার্মান কূটনীতিকদের এই আচরণের গোপন বা অন্তনিহিত কারণ কোলম্যানের দৃঢ় প্রত্যয় থেকে বোঝা যায় যে তার খেলা নিয়ে খেলবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তিনি অবশ্যই এটা এভাবে যুক্তি দেখিয়ে থাকবেন: 'বলশেভিকরা শান্তির পক্ষে কথা বলেই ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে তাদেরকে শান্তি স্থাপন করতেই হবে। এবং এও সত্য যে তারা নিজেরা গণতান্ত্রিক পন্থায় শান্তি গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু তাহলে, কূটনীতিকের দরকার কি? যদি, আমি কোলম্যান বলশেভিকদের বিপ্লবী সংকেতগুলো যথোচিত কূটনৈতিক ভাষায় রূপ দিয়ে তাদের কাছে বলতে পারি, তারাও আমাকে প্রদেশগুলোর দখল এবং তাদের জনগণের অধিকার মেনে নেয়ার সুযোগ দিবে, হয়তো ভিন্ন নামে। বিশ্বের চোখে জার্মান দখলে রুশ বিপ্লবেরও অনুমোদন থাকবে'। কোলম্যান নিঃসন্দেহে আমাদের উদারপন্থী, মেনশেভিক এবং পপুলিস্টদের বিবৃতি বা মতামত দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে এসব আশা সযত্নে লালন করেছিলেন। তারা ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক সন্ধি–আলোচনা শুরুর আগে থেকেই হাস্যরসাত্মক নাটকের ভূমিকা পালন শুরু করেছিলেন।

ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে আমাদের আলোচনার পার্টনারদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার করলাম যে, আমাদের কাছে বিষয়টি ভন্ডামির আবরণে পেছনের দরজার কোন চুক্তি নয়, বরং দু'পক্ষের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের নীতিমালার বিষয়। এতে কোলম্যান আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা যেনো এরকম যে, আমরা এমন কোন অনুক্ত চুক্তির বরখেলাপ করে ফেলেছি, যা তিনি আগে থেকে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন। আসলে তিনি নিজেই কল্পনার জগতে বাস করছিলেন। তিনি একগুঁয়েভাবে তার ২৫শে ডিসেম্বরের গণতান্ত্রিক নীতিতে অটল থাকলেন। কূটতর্কে আত্মবিশ্বাসী কোলম্যান আশা করেছিলেন বিশ্বকে দেখাবেন যে সাদা আর কালো একই রকম। কাউন্ট জার্নিন, অপটভারে দ্বিতীয়বার কোলম্যানের চেয়েও উদ্দেশ্যহীন তুচ্ছ খেলা খেললেন। পরিস্থিতি খুব সংকটপূর্ণ হয়ে উঠলে তিনি বিষয়টি নিজ কাঁধে নিয়ে আরো উদ্ধত এবং নিরাশাজনক বিবৃতি দিলেন। তিনি আশা করেছিলেন এভাবে নিজের দুর্বলতা ঢাকবেন। অন্যদিকে জেনারেল হফম্যান আলোচনার মধ্যে আরো এক চমৎকার উপাদান যোগ করলেন। কূটনীতির সূক্ষ্ম দিকগুলোর উপর দৃশ্যত সহানুভূতিহীন এই জেনারেল আলোচনা চলা অবস্থায় বেশ কয়েকবার আলোচনার টেবিলের উপর সৈনিকের বুট রাখলেন। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি যে, এসব আলোচনায় হফম্যানের বুটই ছিল একমাত্র বাস্তব সত্য যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিলো।



১৯১৮ সনে ব্রেস্ট–লিটোভস্ক শান্তি আলোচনার টেবিলে বামে জার্মান এবং ডানে সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ।

যাহোক, জেনারেল মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোচনাস্থলে এসে তার নিজের মতো করে উপদ্রব করতেন। ব্যাপারটা ছিল নির্ভেজালরূপে রাজনৈতিক। জনগণের অনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে নিরানন্দ বকবকানি শুনতে শুনতে তিনি পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে, একদিন সকাল বেলা– সম্ভবত ১৪ জানুয়ারী–এক ব্রিফকেস ভর্তি রুশ পত্রিকা–

বেশীরভাগই সোশালিস্ট রেভুলুশনিস্ট পার্টির মুখপত্র– নিয়ে হাজির হলেন। তিনি অনায়াসে রুশ ভাষা পড়তে পারতেন। সংক্ষেপে, প্রতিটি বাক্য পৃথকভাবে এমন জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন যে, মনে হোল যেন কারো প্রতি ক্রুদ্ধ গর্জন বা হুকুম জারী করলেন। জেনারেল কথা বলা ও জনসমাবেশ করার স্বাধীনতা হরণ এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালা ভঙ্গ করার জন্য বলশেভিকদের দায়ী করলেন। সাথে সাথে তার সমর্থনে রুশ টেরোরিস্ট পার্টির লেখা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিলেন যে, ১৯০২ সন থেকে রুশ জেনারেলদের অনেক চিন্তা ও তত্ত্ব বাইরে পাঠানো হয়েছে। তিনি সবার সামনে সক্ষোভে আমাদের নিন্দা করলেন কারণ আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর বলে চলছে। তার মুখ নিঃসৃত বাণীগুলো বেশ চমকপ্রদ মনে হচ্ছিল। জার্নিন তার ডাইরিতে লিখেছিলেন : 'হফম্যান বেশ কয়েকদিন কঠোর পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিয়ে একটা দুর্ভাগ্যজনক বক্তৃতা দিলেন। এ বক্তৃতা দিতে পেরে তিনি খুব গর্বও বোধ করলেন।'

আমি হফম্যানের জবাবে বললাম শ্রেণিভিত্তিক সমাজে প্রত্যেক সরকারই সমর শক্তির উপর নির্ভর করে। অন্যদের সাথে আমাদের একমাত্র পার্থক্য এই যে, জেনারেল হফম্যানের ভাষায় 'দমন' শব্দটির মানে বিপুল ধন-সম্পদের মালিকদের রক্ষা করা, আর আমরা শ্রমজীবী ও কর্মজীবীদের রক্ষা করি। সম্মেলন কেন্দ্রটি কয়েক মিনিটের জন্য একটি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের প্রাথমিক পড়ুয়াদের শ্রেনিকক্ষে পরিণত হলো। আমি বললাম, অন্যান্য দেশের সরকারগুলোকে বিস্মিত করে এবং বিরক্তি জাগায় যে ব্যাপারটি, তা হচ্ছে, আমরা ধর্মঘটিদের গ্রেফতার না করে যে সব পুঁজিপতি বা মালিক কারখানা লক–আউট কোরে শ্রমিক–কর্মচারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের গ্রেফতার করি। আমরা জমির দাবীদার চাষীদের গুলি করে মারিনা কিন্তু জমিদার–জোতদার এবং যে সব কর্মকর্তা চাষীদের গুলি করে তাদেরকে গ্রেফতার করি।' আমার বক্তৃতা শুনে দেখলাম হফম্যানের চোখেমুখে গোলাপী আভা ছড়িয়ে গেল।

এর পর থেকে কোলম্যান প্রত্যেক আলোচনার এক পর্যায়ে বিদ্বেষ মিশ্রিত সৌজন্যে হফম্যানকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কিছু বলবেন?' জেনারেল আচমকা উত্তর দিতেন, 'না, আর না !' এবং ক্ষোভে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। এই আলোচনার টেবিলে সবচেয়ে উত্তেজক কিন্তু সুখকর আলোচ্য বিষয় ছিল বিপ্লবী সরকারের সমর শক্তি ব্যবহারের প্রসঙ্গটি। যেখানে উপস্থিত হোহেনজোলার্ন, হ্যাপসবুর্গ, সুলতানি এবং কোবার্গের (Coburg) কূটনীতিক, জেনারেল ও এডমিরালরা এবং বিভিন্ন পদবী ও রাজকীয় অলংকারে সজ্জিত বেশ কতেক ভদ্রলোকরা আলোচনার সময় হতভম্ব হয়ে একবার আমার দিকে এবং একবার কোলম্যান এবং জার্নিনের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন। তারা চাইতেন, কেউ যেন তাদের বুঝিয়ে দেয়, এসবের মানে কী! নিঃসন্দেহে পর্দার আড়ালে কোলম্যান তাদেরকে বেঝাতেন যে, আমাদের আয়ু আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে 'জার্মান' শান্তি প্রস্তাবকে কাজে লাগাতে হবে, যাতে বলশেভিকদের পরে যারা ক্ষমতায় আসবে, তারা এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে বাধ্য হয়। শান্তি আলোচনার যুক্তি-তর্কে নৈতিকভাবে আমার অবস্থান ছিল কোলম্যানের ওপরে। ঠিক তেমনি সামরিক ব্যাপারে জেনারেল হফম্যানের অবস্থান ছিল আমার ওপরে। সেজন্য আমাদের সামরিক শক্তি নিয়ে আলোচনা উঠলে জেনারেল খুবই অধৈর্য হয়ে থামাতে চাইতেন। আর কোলম্যান রণাঙ্গণের মানচিত্রের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। অথচ ভাব দেখাতেন যেন এটা একটা নীতিগত বিষয়। হফম্যানের বক্তৃতায় যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে নরম করার জন্য কোলম্যান যখন সাফাই গাইলেন যে, একজন কূটনীতিকের চেয়ে একজন সৈনিক অনিবার্যভাবেই নিজেকে বেশী কড়াভাবে প্রকাশ করে। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমরা রুশ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কোন কূটনৈতিক স্কুলের ছাত্র নই, বরং মনে করবেন আমরাও বিপ্লবী সৈনিকদের অংশ'। তাই সৈনিকের কড়া ভাষা আমাদের পছন্দেরই বিষয়।

তবে কোলম্যানের কূটনৈতিক শিষ্টতা ছিল পুরোপুরি মেকি। তিনি নিজে সমস্যাটা যেভাবে সমাধান করতে চাইছিলেন, তা আমাদের সহযোগিতা ছাড়া বাস্তবায়ন অসম্ভব। এবং তার এই কাল্পনিক প্রস্তাবের ধারে কাছেও আমরা ছিলাম না। আমি কোলম্যানকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে যখন বোঝালাম যে, 'আমরা বিপ্লবী হলেও বাস্তববাদী। বিকল্প ছদ্মনামে ডাকার চেয়ে আসল নাম ধরে ডাকতে পছন্দ করি। মোদ্দা কথা দখলকে আমরা সোজাসুজি দখল বলতেই পছন্দ করি।' বিস্ময়ের ব্যাপার, তারপর থেকে কোলম্যান তার কূটনৈতিক খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায়ই আক্রোশের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। তার কণ্ঠস্বরের উঠানামার ধরণ আমার

এখনও মনে আছে। তিনি যখন তিনি বলেছিলেন– জার্মানি তার 'শক্তিশালী' প্রাচ্য পড়শীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রাখতে আন্তরিকভাবেই উদ্বিগ্ন– তখন 'শক্তিশালী' শব্দটি তিনি এতই উপহাস ছলে উচ্চারণ করছিলেন যে, তা ছিল খুবই উস্কানিমূলক। এ আচরনে কোলম্যানের মিত্ররাও অপমানে চুপসে যায়। এছাড়া, আলোচনা ভেস্তে যাচ্ছে ভেবে জার্নিনও খুব ভয় পেয়ে যান। আমি বিশ্ব-মানচিত্রের গ্লোবটি হাতে নিয়ে আমার প্রথম বক্তৃতায় যা বলেছিলাম সেটা আরেকবার তাদের স্মরণ করিয়ে দেই। জানুয়ারির দশ তারিখে বলেছিলাম, 'আমরা যুদ্ধ চাই না এবং যুদ্ধ করার মতো অবস্থায়ও নেই। বস্তুত কিছুদিন আগে যে শ্রেণি ক্ষমতাসীন ছিল তাদের পলিসি আমাদেরকে দুর্বল করে রেখেছে। তবে বিশ্বে কোন দেশের শক্তিশালী অবস্থান তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা শক্তির বলেই নির্ধারিত হয় কেবল প্রযুক্তির ভিত্তিতে নয়। যেমন জার্মানির বর্তমান খাদ্য সরবরাহের অবস্থা দিয়ে তার অর্থনৈতিক শক্তি পরিমাপ করা যাবে না। একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদার পলিসিও উন্নয়ন সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার অন্তর্নিহিত শক্তি আপাতত দূর্বল দেখা গেলেও, তার পুরো ক্ষমতার বহিপ্রকাশ একদিন ঘটবেই।

এর ঠিক নয় মাসেরও কম সময় পরে ৩ অক্টোবর ১৯১৮ সনে অল ইউনিয়ন সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির এক মিটিংএ কোলম্যানের ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক চ্যালেঞ্জের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমাদের কারোই কোনরকম বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দানুভূতি হয় না, কারণ জার্মানি এখন একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছে'। প্রমাণের অপেক্ষা করে না যে, ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে জার্মান সামরিক ও বেসামরিক কূটনীতি মিলেমিশে এই বিপর্যয় তৈরী করেছে।

আমরা যত বেশী সঠিক যুক্তি তুলে ধরতাম তত বেশী কোলম্যানের ওপর হফম্যানের চাপ বাড়তো। তারা বিশেষ করে জেনারেলটি সক্রিয় বৈরিতা আর ঢেকে রাখতো না। তিনি কিছুক্ষণ পর পর নিয়মিত আক্রমণ করা শুরু করলেন। তার একটি পেরিওডিক্যাল আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে একবার আমি মনের গোপন ইচ্ছা না পুষে সরাসরি জার্মান সরকারের কথা উল্লেখ করতেই হফম্যান আমাকে বাধা দিয়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে গলাফাটানো চিৎকার করে বললেন: 'আমি জার্মান হাই কম্যান্ডের প্রতিনিধি সরকারের নই।' আওয়াজটা এমন ছিল যে, মনে হলো কেউ যেন কাঁচের মধ্যে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করছে। আমি টেবিলে আমার প্রতিপক্ষ দলের দিকে তাকালাম। কোলম্যানের কুঁচকানো মুখ নীচের দিকে। জার্নিনের মুখে বিব্রত এবং এক ধরনের দুষ্ট আনন্দলাভের মিশ্রণ। আমি উত্তর দিলাম,'ভাবিনি যে, আমাকে জার্মান সরকার এবং তার হাই কমান্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে কথা বলতে হবে। তবে আমাকে প্রাধিকার দেয়া হয়েছে কেবল জার্মান সরকারের সাথে শান্তি আলোচনা করার জন্য'। কোলম্যান দাঁত ফাঁক করে আমার ঘোষনা নোট করলেন এবং এর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন।

জার্মান ডিপ্লোম্যাসি এবং হাই কমান্ডের মধ্যে মতপার্থক্য কতখানি তার বিবরণ দেয়া কঠিন। কোলম্যান প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন যে, জার্মান অধিকৃত ভূখন্ডগুলো আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং তাদের জাতীয় সংগঠন বা সংস্থা জার্মানির পক্ষেই রয়েছে। অন্যদিকে হফম্যান ব্যাখ্যা করছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন না গড়ে উঠবে ততদিন জার্মান সৈন্য সরিয়ে আনা হবে না। দু'জনের বিবরণ ও যুক্তি ঠিক উল্টো। তবে বাস্তবে শেষ কথা একটাই. বিচার মানি তালগাছটা আমার। অর্থাৎ তারা সৈন্য সরাবে না।

এ ব্যাপারে কোলম্যান যে ঠগবাজির কৌশল অবলম্বন করলেন, প্রথমে তা একেবারেই অবিশাস্য মনে হয়েছিল। আমরা কতগুলো লিখিত প্রশ্ন তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। তার উত্তরে তারা একটি বিবৃতি দেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অধিকৃত এলাকা থেকে জার্মান বাহিনীকে সরানো যাবে না। ভন রজেনবার্গ এটি ঘোষনা করেন। এ থেকে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যুদ্ধ শেষ হলেই সৈন্য সরিয়ে নেয়া হবে এবং আমি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্পষ্ট করে জানানোর দাবী করি। এতে কোলম্যান খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তিনি এতদিন তার ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন; অন্য কথায়, তিনি চেয়েছিলেন কথার মারপ্যাঁচে ভুলিয়ে–ভালিয়ে সৈন্য না সরানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে পারবেন! এটা যখন ফেল করে তখন তিনি হফম্যানকে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আগে পরের ব্যাপার নয়, সৈন্য কিছুতেই সরানো হবে না।

জানুয়ারীর শেষে আমি ভিয়েনা সফরের জন্য অস্ট্রিয় সরকারের অনুমতি চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ভিয়েনা গিয়ে অস্ট্রিয়ার সর্বহারাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা। জানতাম অনুমোদন পাব না, তবুও লিখেছিলাম। আমার ধারণা, আমার সফরের খবর শুনে অন্যদের চেয়ে অস্ট্রিয় সোশাল ডেমোক্রেসির নেতারা বেশী ভয় পেয়েছিলেন। অবশ্য আমার আবেদন নাকচ হয়ে যায় বিস্ময়কর কারণে যে এ ধরনের কথাবার্তা বলার প্রাধিকার আমার নেই। আমি জার্নিনকে তার উত্তরে লিখেছিলাম:

'মন্ত্রী মহোদয়, আমার ভিয়েনা সফর করার অনুমতি না দেয়ার টেলিগ্রাম পেয়েছি। সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি অস্ট্রিয় সর্বহারাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম গণতান্ত্রিক শান্তি মিশনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আপনার অসহযোগিতা রাশিয়ার শ্রমিক–কৃষক সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে অস্ট্রিয় সর্বহারাদের কথা বলার সুযোগটা হতে দিল না। জনাব মন্ত্রী, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আমার ক্ষমতা বা অধিকারের বিষয়টি পুরোপুরিই আমার সরকারের ব্যাপার অন্য আপনার বা অন্য কারো নয়।' (সংক্ষেপিত)

শান্তি আলোচনার শেষ পর্যায়ে কোলম্যান ও জার্নিনের শেষ ট্রামকার্ড ছিল কিয়েভ *রাডা'র (Rada) স্বাধীন কার্যকলাপ। রাডা ছিল মস্কোর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। এর য়ুক্রেনিয় নেতারা ছিল কেরেন্স্কিবাদের মতো কিংবা তারও বেশী আঞ্চলিকতাবাদী এবং রাশিয়ার মূল আদর্শ থেকে ভিন্ন। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শান্তি আলোচনায় আলাদাভাবে অংশ নেয়া রাডার প্রতিনিধিরা ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই পুঁজিবাদী কূটনীতিকদের দলে। এর বাইরে চিন্তা করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। কোলম্যান এবং জার্নিন তাদের সঙ্গে অধীনস্থ লোকের মতো তাচ্ছিল্যপূর্ণ সৌজন্যের খেলায় মেতে ওঠতেন। এতে গণতান্ত্রিক নির্বোধেরা ভাবতো তারা যেন বাতাসে ভর দিয়ে চলছে। হোয়েনজোলান (জার্মান রাজতন্ত্র) আর হ্যাপসবুর্গের দুই বলিষ্ঠ প্রতিনিধি দৃঢ়ভাবে তাদের পক্ষ নিয়েছে ভেবে তারা এতই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। য়ুক্র্যানিয় প্রতিনিধি প্রধান, গুলবোভিচ তার মন্তব্য পেশ করার পর চেয়ারে বসে এমন সযতনে তার কালো লং স্কার্ট কোর্ট খুলে রাখলেন যে, দেখে মনে হলো তীব্র আনন্দ এবং সন্তোষে তিনি ভেতরে ভেতরে এতই টগবগিয়ে ফুটছেন যেন তক্ষুনি গলে যাবেন। *__রাডা__। *য়ুক্র্যানের বিভিন্ন পাবলিক সংগঠনের প্রতিনিধি পরিষদের নাম **রাডা**। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে এটি গঠিত হয় এবং য়ুক্র্যানিয় জাতি সত্ত্বার প্রতিনিধি বলে দাবী করে। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাডা জার্মান দখলকে স্বাগত জানায়। বলশেভিকরা পরে রাডা সরকারকে বিলুপ্ত করে পাবলো পেট্রোভিচ স্করোপাদস্কি-কে (*Pavlo Petrovych Skoropadskyi) *দেশটির শাসক নিয়োগ করে।*

জার্নিন তার ডাইরিতে রেকর্ড করেছেন যে, তিনি য়ুক্র্যানিয়দের উস্কানি দিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে বৈরী বিবৃতি দিতে শেষ পর্যন্ত সফল হন। কিন্তু য়ুক্র্যানিয়রা ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করে ফেলে। তাদের বক্তা পনের মিনিট ধরে পূঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এতে এমনকি বিবেকবান জার্মান দোভাষীও খুব বিব্রত হন। তিনি বক্তার টিউনিং-ফর্ক থেকে নিক্ষিপ্ত আক্রমণের ভাষা পুরোপুরি অনুবাদ করে শোনাতে পারেননি। এই দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হ্যাপসবুর্গের কাউন্ট আমার হতভম্ব হওয়া, বিবর্ন চেহারা, খিঁচুনি লাগা এবং শীতের মধ্যেও মুখে চিকন ঘাম দেখা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। তার এসব বিবনণ স্রেফ অতিরঞ্জন। তারপরও আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, দৃশ্যটি ছিল খুব মর্মপীড়াদায়ক, এজন্য যে, আমাদের দেশের লোক বিদেশীদের সামনে আমাদেরকেই অপমান করছিলেন। ব্যর্থ অভিজাত শ্রেণী যারা তাদের নীচু চোখে দেখে, তাদেরই সামনে সর্বহারা বিপ্লবের প্রতিনিধিদের প্রতি চরম ঔদ্ধত্য আচরণ দেখানো মানে নিজেকে নিজে আরো ছোট করা। তাৎক্ষণিক ক্ষমতার ছোঁয়া পেয়ে এসব দুর্দশাগ্রস্ত ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কুৎসিত নিম্নমানের আচরণ এবং দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ যেন ঝর্ণাধারার মতো তার জিহ্বা থেকে ঝরছিল। কোলম্যান, জার্নিন, হফম্যান এবং বাকী সব প্রতিনিধিরা রেসকোর্সের জুয়াড়ীদের বাজির ঘোড়ার জিতে যাওয়ার মতো হাঁপ ছাড়লেন। য়ুক্র্যানের প্রতিনিধিরা সবাই মিলে দু'দিন ধরে চেষ্টা করে লিখিত বক্তব্য তৈরী করেছিলেন। বক্তা সেটার এক লাইন সেটা পড়ে শোনাতেন, আর একবার তার পৃষ্ঠপোষকেদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতেন, যেন তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেতে চাইছেন। অনস্বীকার্য যে, এ ছিল আমার জীবনে দেখা এক বীভৎসতম দৃশ্য। কিন্তু একদিকে অপমানজনক উক্তি এবং আরেকদিকে বিদ্বেষপূর্ণ ফুর্তিভরা দৃষ্টি, মাঝখানে ক্রসফায়ারে থাকা অবস্থায় আমিও, মুহূর্তের জন্য ভাবিনি বা যে এই অতি

উৎসাহী চাপরাশির দলকে খুব শীঘ্রই তাদের বিজয়োন্মত্ত প্রভুরা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এবং প্রভুরাও শতবর্ষ ধরে আঁকড়ে থাকা সিংহাসন থেকে খুব শীঘ্রই বিতাড়িত হবে।

সে সময় বিপ্লবী সোভিয়েত সেনাদল বিজয়দৃপ্ত তেজে য়ুক্র্যানের ভেতর দিয়ে লড়াই করতে করতে নিইপার (Dnieper) নদীর দিকে এগুচ্ছিল। এবং যেদিন এটা স্পষ্ট হলো যে য়ুক্র্যানিয় প্রতিনিধিরা কোলম্যান এবং জার্নিনের সাথে য়ুক্র্যান বিক্রির চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, ঠিক সেদিনই সোভিয়েত বাহিনী কিয়েভ দখল করে। রাদেক যখন টেলিফোনে সরাসরি য়ুক্র্যানের রাজধানীর খবর জানতে চাইলো, জার্মান টেলিগ্রাফ অপারেটর রাদেককে ভুলক্রমে নিজেদের লোক ভেবে বলে ফেলল: 'কিয়েভের পতন ঘটেছে'। ৭ই ফেব্রুয়ারী আমি লেনিন টেলিগ্রামে যে বার্তা পাঠিয়েছেন তার প্রতি সেন্ট্রাল পাওয়ারের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। লেনিন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ২৯শে জানুয়ারী সোভিয়েত বাহিনী কিয়েভ দখল করেছে; রাডার সরকারের সবাই পলাতক; য়ুক্র্যান সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে কিয়েভে ক্ষমতাসীন হয়েছেন; এবং য়ুক্র্যানিয় সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক পলিসি নিয়ে রাশিয়ার সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করেছে। পরবর্তি সভায় আমি কোলম্যান এবং জার্নিনকে বললাম যে, তারা যে সরকারের সাথে এতদিন ধরে সম্পর্ক গড়েছে তারা এখন শুধু ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে সীমিত। যে চুক্তি করা হোল সে অনুসারে এই শহর এখন য়ুক্র্যানকেই দিতে হয়। কিন্তু জার্মান সরকার বা বরং জার্মান হাই কম্যান্ড, ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে জার্মান বাহিনী য়ুক্র্যান দখল করবে। সেন্ট্রাল পাওয়ারের ডিপ্লোম্যাসি সেখানে প্রবেশ করার জন্য পাসপোর্ট নিচ্ছিলেন কেবল। জার্মান রাজকীয় বাহিনীর শেষ মরণ কামড়ের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য লুডেনডর্ফ চমৎকারভাবে কাজ করছিলেন।

সে সময় জার্মান জেলে আবদ্ধ ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাকে সোশাল ডেমোক্রেসির রাজনীতিকরা



বাতিকগ্রস্থ কাল্পনিক আদর্শবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। জার্মান রাজকীয় আদালত তাকে রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অবাধ্যতার দায়ে জেলে পুরেছেন। এই রাজবন্দী কার্ল লিবনেস্ট (Karl Liebknecht) তার বইতে লিখেছিলেন: *'ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শান্তিচুক্তিতে জোর করে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা হলেও এর ফলাফল শূণ্য হয়নি। ধন্যবাদ রুশ প্রতিনিধিদের। তারা ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ককে একটি বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালে পরিণত করে, যার ডিক্রিগুলো সর্বত্র প্রচারিত হয়। এ ট্রাইব্যুনাল সেন্ট্রাল পাওয়ারের সব জারিজুরি ফাঁস করে দেয়; জার্মানীর লালসা, ধূর্ততা, মিথ্যাচার এবং ভন্ডামিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। এ আদালত সংখ্যাগুরু জার্মান সোশাল ডেমোক্র্যাটদের ভন্ডামি ও নৈরাশ্যবাদীতায় ভরা শান্তি নীতির ওপর একটি বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত আরোপ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গণআন্দোলনের জন্ম দিয়ে রুশ বিপ্লবীরা নিজেদের যথেষ্ট শক্তিধর প্রমাণ করে। এবং এ চুক্তির সর্বশেষ ট্র্যাজিক কাজ– বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ– যা সমাজবাদের অস্তিত্বের প্রতিটি আঁশে আঁশে কাঁপন জাগিয়ে দেয়। সময় প্রমাণ করবে, বর্তমান বিজয়ীদের বোনা এই বীজ থেকে ভবিষ্যতে কি পাকা ফসল পাওয়া যায়। তবে তারা এ ফসলে খুশী হতে পারবে না।'

* Liebknecht, Karl (1871-1919), Political records of his declining, The Action 1921, page 51.

৩২। শান্তি।

সমস্ত শরৎকাল জুড়ে রণাঙ্গন থেকে সেনা প্রতিনিধিরা প্রতিদিন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামনে উপস্থিত হয়ে দাবী জানাতো। যদি নভেম্বরের এক তারিখের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হয় তবে সৈন্যরা ট্রেঞ্চ বা পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মত শান্তি তৈরী করবে। রণাঙ্গনে এটাই শ্লোগান। সৈন্যরা দলে দলে পরিখা ছেড়ে চলে যেতে থাকে। অক্টোবর বিপ্লব সাময়িকভাবে কিছু চেক দিলেও বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে ধন্যবাদ। তার মাধ্যমে সৈন্যরা বুঝতে পারে যে রাসপুটিনের গ্যাং তাদের শাসন করছে। তারাই সৈন্যদের টেনে নিয়ে গিয়ে নিষ্ফল জঘন্য যুদ্ধ লাগায়। এক তরুণ আইনজীবী কেরেন্স্কি তাদের যুদ্ধে যেতে অনুরোধ করে। তারা এ যুদ্ধ আর চালাবে না। তারা ফিরে যাবে পরিবারের কাছে ঘরে, জমিতে এবং বিপ্লবে। বিপ্লব তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জমি ও মুক্তি দিবে। অথচ এখনও কিছু করা হয়নি। তারা এখনও এই ঠান্ডায় ও বরফে রণাঙ্গনের গর্তে কীড়ার কামড় খায়। অপরাধী কেরেন্স্কি সৈন্যদের, শ্রমিকদের এবং চাষীদের বলতেন *'বিদ্রোহী ক্রীতদাস'*। তিনি খুব ক্ষুদ্র যে বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হন– বিপ্লব ঠিক সেই জিনিসটিই: ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করে এবং ক্রীতদাস হতে অস্বীকার করে। কেরেন্স্কির পৃষ্ঠপোষক এবং ক্ষমতার পেছনের মানুষ, বুকানন যথেষ্ট পরিস্কার করে তার স্মৃতিকথায় বলেননি যুদ্ধ কি এবং বিপ্লব বলতে তিনি কি বুঝতেন ইত্যাদি। অক্টোবর বিপ্লবের কয়েক মাস পর বুকানন ১৯১৬ সনের রাশিয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ লিখলেন– জারের সেনাবাহিনীর ভয়ংকর পরাজয়ের বছর, অর্থনৈতিক জীবন ভেঙ্গে ছারখার হওয়ার বছর, লাইন ধরে রুটি নেয়ার বছর, রাসপুটিনের কমান্ডে সরকার কেবল ব্যাঙের মতো লাফানোর বছর। বুকানন ১৯১৬ সনে ক্রিমিয়ায় সংক্ষিপ্ত সফরে গিয়ে লেখেন:

'আমরা একটি দৃষ্টিনন্দন সুন্দর গ্রামে যাই। গ্রামবাসীরা কেবল রূপোর থালে রুটি-লবনই দেয়নি ফেরার পথে আমাদের গাড়িতে এক কেস (১ ডজন) প্রাচীন বুরগন্ডির বোতলও দিয়েছিল। দুপুর বেলা খাবার সময় এটা পান করতে করতে সুরে সুরে তাদের প্রশংসাও করি। কি সুখের সময় না পার করেছি! সেই পেছনের দিনগুলোর দিকে যখন তাকাই এবং যে বন্ধুরা আমাদের দয়া ও আতিথেয়তা দেখিয়েছিলেন তাদের এখনকার বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবি, তখন খুব কষ্ট পাই।'

বুকানন কেবল পরিখার ভেতরের সৈনিকদের ভোগান্তির কথাই লিখেননি, বরং ক্রিমিয়ার আগের সুন্দর সুন্দর গ্রামগুলোর রূপার থালের এবং বুরুগুন্ডির মালিকদের দুর্ভাগের কথাও বলেছেন। সেসব সুখময় নির্লজ্জ লাইনগুলো পড়ে যে কেউ শুধু বলবে; অক্টোবর বিপ্লব বৃথা যায়নি। কেবল রোমানদেরই নয়, বুকানন এবং কেরেন্স্কিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাও ব্যর্থ হয়নি।

ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক যাবার পথে প্রথমবার আমার রণাঙ্গন অতিক্রম করার সময়, পরিখায় থাকা আমাদের সমর্থকদেরকে এক জায়গায় সমবেত করার চেষ্টা করেও পারা যায়নি। কারণ জার্মানির ভয়ংকর পৈশাচিক দাবির প্রতিবাদে পরিখা খালি করে তারা চলে গেছে। বুকানন ও কেরেন্স্কির এক্সপেরিমেন্টের পর শর্ত দিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলার সাহস কারো ছিল না। যে কোন মূল্যে দরকার শান্তি, শান্তি এবং শান্তি। পরে ব্রেস্ট লিটোভ্স্ক থেকে মস্কো ফেরার যাত্রার পথে আমি রণাঙ্গনের প্রতিনিধিদের একজনকে বোঝাতে চেষ্টা করি, তিনি যেন সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিতে তার তেজস্বী বক্তৃতায় আমাদের প্রতিনিধিদের কিছুটা সমর্থন করেন। তিনি উত্তর দিলেন, *'মোটেই সম্ভব নয়। আমরা তখন আর ট্রেঞ্চেও ফিরতে পারবো না। তারা আমাদের কষ্ট বুঝবে না এবং বলবে যে আমরাও কেরেন্স্কির মতো তাদের সাথে প্রতারণা করেছি।'*

এটা পষ্ট যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং এ ব্যাপারে লেনিন এবং আমি একমত। একই সময় বুখারিন ও তার শিষ্যদের 'বিপ্লবী যুদ্ধ' নিয়েও আমরা দু'জন সন্দিহান। আরেকটি প্রশ্নও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ–

হোহেনজোলান সরকার আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই কতদূর চালিয়ে যেতে পারবে ? জার্নিন তার বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন যে, তাদের যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকলে বলশেভিকদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা না করে সৈন্য পাঠিয়েই পেত্রগ্রাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। অসৎ উদ্দেশ্যের কমতি ছিল না। কিন্তু শক্তি কি আদৌ তাদের কম ছিল ? শান্তির দাবীদার এবং শান্তি প্রচেষ্টায় উৎসর্গীকৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জার্মান রাজ কি সৈন্য পাঠাতেন ? ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং অক্টোবর বিপ্লব জার্মান সেনাবাহিনীকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ? এর স্বতস্ফুর্ত সুফল কত দ্রুত দেখা যাবে ? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর তখনো পাওয়া যায়নি। শান্তি আলোচনার মধ্যেই এসব উত্তর আমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে। সে জন্য আমরা যতদূর সম্ভব আলোচনা প্রলম্বিত করার চেষ্টা করেছি। সোভিয়েত বিপ্লব এবং শান্তির প্রতি য়ুরোপের শ্রমিক শ্রেণির কি নীতি তা বোঝার জন্যও সময়ের দরকার ছিল। কারণ, রাশিয়ার 'আপোষকামী' এবং বুর্জোয়া প্রেসের মতো আঁতাতের সংবাদ মাধ্যমও অত্যন্ত সুকৌশলে শান্তি আলোচনাকে আগে থেকেই কমেডিতে পরিণত করে রেখেছিল।

জার্মানিতেও সে সময় সোশাল ডেমোক্রেটিক বিরোধী দলগুলো নিজেদের দূর্বলতাসমূহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। এমনটা আমাদের ক্ষেত্রেও করতে পারে। লোকজন বলাবলি করছিল যে, বলশেভিকরা জার্মান সরকারের হাতে হাত রেখে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এই ভাষ্য ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে নিশ্চয়ই আরো বিশ্বাসযোগ্য হবে। এটা বোঝা খুব সহজ যে, আঁতাতের বুর্জোয়ারা এবং সোশাল ডেমোক্রেসি যদি আমাদের সম্বন্ধে সাধারন শ্রমিক ও চাষীদের ভুল বোঝাতে পারে, তবে ভবিষ্যতে মিত্রশক্তির সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সহজতর হবে। যদি বোঝা যায়, একটা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর না করে উপায় নেই, তখন, তার আগেই যে কোন মূল্যে আমাদেরকে অবশ্যই য়ুরোপের শ্রমিকশ্রেণিকে চমকলাগানো যুক্তি এবং অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে যে, জার্মান শাসক শ্রেণীর সাথে আমাদের মারাত্মক বৈরি সম্পর্ক চলছে। এ গুরুত্ব বিবেচনা করে তাই আমি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদী মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মিছিলের শ্লোগান হবে: *'আমরা যুদ্ধ বন্ধ করেছি, সেনাবাহিনীকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি কিন্তু শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিনি।'* যদি জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণে অক্ষম হয়, আমার বিবেচনায়, এর অর্থ হবে আমরা এক সুদূর প্রসারী অসাধারন বিজয় অর্জন করেছি। তবে আমাদের প্রতি জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে, যথেষ্ট আগে থেকেই শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। আমি আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, যাদের মধ্যে কামেনেভও ছিলেন। দেখলাম তারাও আমার সাথে একমত। বিষয়টি লেনিনকে লিখে জানালাম। তিনি উত্তর দিলেন : *'তুমি মস্কোয় এলে এ নিয়ে কথা বলব।'*

লেনিন আমার যুক্তি পর্যালোচনা করে বললেন, *'হফম্যান আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু সে আশা করা ঠিক হবে না। সে আক্রমণের জন্য বাভারিয়ার ধনী কৃষকদের বিশেষ নির্বাচিত রেজিমেন্টগুলোর সহযোগিতা পাবে। তখন তাদের মধ্য থেকে কত লোককে দরকার হবে ? তুমি বলেছো ট্রেঞ্চ খালি। জার্মানরা যদি আবার যুদ্ধ শুরু করে তখন কি হবে ?'*

'আমরা বাধ্য হব শান্তি চুক্তি সই করতে। তখন সবাই বুঝবে যে, আমরা নিরূপায় ছিলাম। এভাবেই জার্মান রাজতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগ নামক ভুয়া অপবাদের উপর আমরা চরম আঘাত হানবো।'

'তার কিছু সুনির্দিষ্ট সুবিধা আছে সত্য কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা যদি মনে করি জার্মানীতেও বিপ্লব করা প্রয়োজন, তাহলে অবশ্যই কাজ করা উচিত। জার্মান বিপ্লব আমাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিপ্লব কবে

হবে কেউ জানেনা। এ মুহূর্তে আমাদের বিপ্লবের চেয়ে বড় জরুরী কিছু আর নেই। যে কোন মূল্যে এ বিপ্লবের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।'

পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি ঘটার কারণে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠে। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শান্তি চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বৈরিত দেখা দেয়। আলোচনার স্টেনোগ্রাফিক প্রতিবেদন আমাদের সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর পরিস্থিতি আরো তীব্র হয়। 'বাম' কমিউনিস্ট গ্রুপ খুব বেশী ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। তারা বিপ্লবী যুদ্ধের শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে আসে।

পার্টির অভ্যন্তরীণ লড়াই দিন দিন তীব্রতর হতে থাকে। গুজব ছড়ালেও এই দ্বন্দ্ব লেনিন এবং আমার মধ্যে ছিল না। বরং বিপর্যয়কর দ্বন্দ্ব ছিল পার্টির প্রধান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ-সংগঠনের মধ্যে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি প্রশ্ন ছিল: আমরা তখন বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অবস্থায় কিনা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করা বিপ্লবী শক্তির পক্ষে সম্ভব কিনা। আমি নির্দ্বিধায় লেনিনের সাথে একমত এবং তার মতোই প্রথম প্রশ্নে না এবং দ্বিতীয়টিতে হাঁবাচক উত্তর দিয়েছিলাম।

এই মতপার্থক্য নিয়ে প্রথম আলোচনা হয় ২১শে জানুয়ারী পার্টি কর্মীদের সম্মেলনে ব্যাপক স্রোতার সামনে। তখন এ নিয়ে তিন রকমের মতভেদ দেখা দেয়। লেনিনের মতে, আমাদের আলোচনা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা উচিত এবং চরম পরিস্থিতে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মসমর্পন করা উচিত। আমার মতে, জার্মান আক্রমণের হুমকির মুখে হলেও নতুন করে আলোচনা ভেঙ্গে দেয়া উচিত এবং যদি আমাদের আত্মসমর্পন করতেই হয়, শক্তিপ্রয়োগের মুখেই শুধু তা করা উচিত। বুখারিন দাবী করলেন, বিপ্লবের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত। লেনিন সেদিনের সম্মেলনে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে এক তিক্ত লড়াই করেন, তবে আমার প্রস্তাবেরও কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে পড়ে ৩২ ভোট, লেনিনের পক্ষে ১৫ ভোট এবং আমার পক্ষে ১৬ ভোট। তবে এই ভোটের সংখ্যা পার্টির মেজাজ-মর্জির বাস্তব চিত্র নয়। 'লেফট উইং' উঁচু স্তরে শক্তিশালী হলেও সাধারন স্তরে ছিল না। এই বাস্তবতায় আমার ফর্মুলাই অস্থায়ীভাবে জয়ী হয়। যারা বুখারিনের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন তারাও আমার প্রস্তাবকে তাদেরই দিকে গেছে বলে মনে করেন। অন্যদিকে লেনিন যথার্থভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যেহেতু আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষের প্রস্তাব টেকেনি, সেহেতু শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছে।

এ সময় চলমান বাস্তব ও সত্য ঘটনাবলীর কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের নিজেদের দলেও দেখানোর খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। যা পশ্চিম য়ুরোপের শ্রমিকদের দেখানোর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি ও রাষ্ট্রের সকল দিক-নিদের্শনা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে লেনিনের অনুসারীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। সোভিয়েত কমিশারিদের আমন্ত্রণে এসে দু'শোরও বেশী স্থানীয় সোভিয়েত প্রতিনিধি তাদের মতামত জানিয়েছিলেন যুদ্ধ ও শান্তির ওপর। এদের মধ্য থেকে, শুধু দু'টি বৃহৎ সোভিয়েত– পেত্রোগ্রাদ এবং সেবাস্তোপল (অনিচ্ছাসত্ত্বেও)– শান্তির স্বপক্ষে মত দেয়। অন্যদিকে বেশ কটি বড় বড় শ্রমিক কেন্দ্র, যেমন মস্কো, একাটারিম্বুর্গ, খারকভ, একাটরিনোস্লাভ, আইভানোব–ভজ্নেসেন্স্ক, ক্রনস্টাড প্রভৃতি শান্তি আলোচনা ভেঙ্গে দেয়ার পক্ষে ভোট দিয়ে একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পার্টির (বলশেভিক) বিভিন্ন সংগঠন এবং বাম সমাজবাদী বিপ্লবীদের মধ্যেও ছিল। লেনিনের পয়েন্টকে অনুসরণ করতে হলে হয় পার্টিকে ভাগ করতে হতো কিংবা কু'দাঁতায় যোয দেয় ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পরে অবশ্য প্রতিদিনই লেনিনের অনুসারী ও সমর্থকের সংখ্যা ক্রমে বাড়াতে হয়। এ পরিস্থিতে 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়' ফর্মুলা সত্যিকার অর্থে লেনিনের অবস্থান ধরে রাখার জন্য একটি সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই সেতুর ওপর দিয়েই পার্টির অধিকাংশ সদস্য কিংবা এর পথনির্দেশক প্রতিষ্ঠানগুলো পার হয়।

লেনিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *'ঠিক আছে, ধরা যাক আমরা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সত্যিই অস্বীকার করলাম এবং জার্মানরা তার প্রত্যুত্তরে আক্রমণ শুরু করলো। তখন তুমি কি করবে ?'*

'আমরা বেয়নেটের মুখে বাধ্য হয়ে শান্তিচুক্তি সই করব। অবস্থাটাও বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সে অবস্থায় তুমি কি বিপ্লবী শ্লোগান ধরে রাখতে পারবে ?'

মোটেই না।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্য এক্সপেরিমেন্টটি ততখানি বিজ্ঞনক হবে না। আমাদের শুধু এস্তোনিয়া বা লাতভিয়া হারাবার আশংকা থাকবে। একটা কৌতুককর চাপা হাসি দিয়ে লেনিন আরো যোগ করলেন: 'ট্রট্স্কির সঙ্গে একটি শুভ শান্তি স্থাপনের কল্যাণে লাতভিয়া ও এস্তোনিয়া হারানোও ভালো।' পরের কয়েকদিন সেটাই ছিল তার প্রিয় ধুয়া।

২২শে জানুয়ারী চূড়ান্ত অধিবেশনে কেন্দ্রিয় কমিটি আমার প্রস্তাবই গ্রহণ করে: শান্তি আলোচনায় কালক্ষেপণ করতে হবে; জার্মানীর আক্রমণের মুখে শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ ঘোষনা করা হবে কিন্তু শান্তিচুক্তি সই করা হবে না; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। ২৫শে জানুয়ারী শেষ রাতে বলশেভিক কেন্দ্রিয় কমিটি এবং আমাদের তখনকার মিত্র বাম সমাজবাদী বিপ্লবী দলের যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেও একই ফর্মুলা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়। আমরা ঘোষণা করলাম যে, এই সিদ্ধান্ত সোভিয়েত পিপল্‌স কমিশারিজের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে। তখন সচরাচর এভাবেই আমরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতাম।

৩১শে জানুয়ারী, আমি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক থেকে সরাসরি তারের মাধ্যমে স্মলনিতে লেনিনকে টেলিগ্রাম করে জানাই :

'জার্মান সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য গুজব এবং উদ্ভট তথ্য আসছে। প্রকাশ্যে ছড়ানো হচ্ছে– আমরা নাকি শান্তি চুক্তি করতে চাই না, এ নিয়ে বলশেভিকদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য চলছে– ইত্যাদি ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি স্টকহোম থেকে আসা এ ধরনের একটি টেলিগ্রামের উল্লেখ করছি– সংবাদটির সূত্র 'পলিটিকেন' পত্রিকা। আমার যদি ভুল না হয়, 'পলিটিকেন' হগলান্ডের (Hoglund) একটি অংশ। আপনি কি তাকে জিজ্ঞেস করবেন কেন তার সম্পাদকরা এমন উদ্ভট খবর ছাপালো ? যদি তা সত্যও হয়, তবে এ পত্রিকায় এ খবর আসবে কেন ? বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমে এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ পরচর্চা যতই হোক না কেন, জার্মানরা তার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু, এ খবরের সূত্র একটি বাম ঘরানার পত্রিকা এবং যার একজন সম্পাদক পেত্রগ্রাদেও থাকেন। তাই এই সংবাদটি কিছুটা গুরুত্ব পাবে বৈ কি। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপক্ষকে সন্দিহান করবে।

*অস্ট্রিয়া ও জার্মান সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিন আতঙ্ক ও বিভীষিকার খবর ছাপছে। পেত্রগ্রাদ, মস্কোসহ সমস্ত রাশিয়ায় নাকি হাজার হাজার মানুষ মরছে, মেশিন গানের ঝন্‌ঝন বাদ্য বাজে সবসময় ইত্যাদি। ঠান্ডা মাথার কাউকে অবশ্যই নিয়োজিত করতে হবে। যিনি দেশের প্রতিদিনের অবস্থার রিপোর্টগুলো যাচাই করে দেখবেন এবং পেত্রগ্রাদের সরকারী টেলিগ্রাফ এজেন্সি এবং রেডিওর মাধ্যমে প্রচারের জন্য ছাড়পত্র দিবেন। সবচেয়ে ভালো হবে যদি কমরেড **জিনোভিয়েভ** এ দায়িত্ব নেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং রিপোর্টগুলো প্রথমে যাবে **ভরোভ্স্কি** (Vorovsky) এবং **লিত্‌ভিনভের** (Litvinov) কাছে। এটা **সিসেরিনের** (Chicherin) মাধ্যমে কার্যকরী করা যেতে পারে।*







জিনোভিয়েভ, ভরোভ্স্কি, লিত্‌ভিনভ, সিসেরিন,

এ পর্যন্ত আমাদের একটি মাত্র মিটিং হয়েছে। জার্মানরা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ কারণে আলোচনায় কালক্ষেপণ করছে। জার্মান সংবাদ মাধ্যমগুলো চিল্লা-ফাল্লা করছে যে আমরা আসলেই শান্তি চাই না এবং বিপ্লবকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এসব হাবারা এই সরল বিষয়টি বোঝে না যে ইউরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হলে তার আগে শান্তি স্থাপন করা জরুরী এবং আমরাও তা–ই চাই।
রুমানিয়া দূতাবাস বন্ধ করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? আমার বিশ্বাস রুমানিয়ার রাজা এখন অস্ট্রিয়ায়। এক জার্মান পত্রিকার খবরে প্রকাশ, আমরা নাকি রুমানিয়ার জাতীয় ব্যাংকের সোনার তহবিল, তাদের জাতীয় তহবিলে না রেখে মস্কো নিয়ে জমা করে রেখেছি। জার্মান সরকারী কর্তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি অবশ্য পুরোপুরিই রুমানিয়ার পাশে।
আপনারই, ট্রটস্কি।'

এই নোটটি সম্বন্ধে একটি ছোট ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক থেকে ক্যাবলের মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো অন্যদের আড়িপাতা থেকে নিরাপদ হলেও আমরা সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করতাম যে জার্মানরা তাদের প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণে আমাদের পাঠানো সব খবরই ক্যাবল থেকেই সরাসরি পড়তো। আমরাও সাবধানতা অবলম্বন করে পুরো সংবাদ সাংকেতিক ভাষায় পাঠাতে পারতাম। 'পলিটিকেন' পত্রিকাও আমাদের কোনো সাহায্য করতো না। লেনিনকে এভাবে টেলিগ্রামটি সরাসরি লেখার উদ্দেশ্য আমাদের গোপন সিদ্ধান্তগুলো যে বিদেশে বেশী বলাবলি হচ্ছে, এ নিয়ে তাকে সতর্ক করা নয়। বরং এটি ছিল জার্মানদের ধোঁকা দেয়ার একটি কৌশল মাত্র। 'হাবা' শব্দটি পত্রিকার লোকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি কারণ তারা যেন আমার দেয়া তথ্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। আমি ঠিক জানিনা আমার এই ঠকানোর কৌশলটি কোলম্যানকে কতখানি ধোঁকা দিতে পেরেছে। তবে আমার ১০ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতি মনে হলো প্রতিপক্ষকে আশাতীতভাবে প্রভাবিত করেছে। জার্নিনের ডাইরিতে ১১ই ফেব্রুয়ারীতে লেখা ছিল: *'ট্রটস্কি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। যুদ্ধ শেষ হলো কিন্তু শান্তি হলো না।'*

কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য যে, ১৯২৪ সনে স্তালিন এবং জিনোভিয়েভ পন্থিরা আমার এই প্রচেষ্টাকে পার্টি এবং সরকারের সিদ্ধান্ত-বিরোধী কর্মকান্ড বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন। মিথ্যুকরা তাদের নিজেদের দেয়া বিবৃতি এবং পুরনো মিটিংএর কার্যবিবরণীও পড়ে দেখেনি। জিনোভিয়েভ ১১ই ফেব্রুয়ারী পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে বক্তৃতা দেয়ার একদিন পরে আমি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে ঘোষণা করি, *'আমাদের প্রতিনিধিবৃন্দ পরিস্থিতি থেকে যে সঠিক উপায়টি খুঁজে পেয়েছেন, সেটাই আমাদের বর্তমান অবস্থান।'* মূলে জিনোভিয়েভই শান্তি চুক্তি সই না করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা পাস হয় এবং মেনশিভক ও সমাজবাদী বিপ্লবীরা ভোটদানে বিরত থাকে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে রিপোর্ট দাখিল করি। এরপর বলশেভিকদের পক্ষ থেকে **স্ভার্দলভ** (Yakov Mikhaylovich Sverdlov) প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এভাবে: *'শান্তি আলোচনায় নিয়োজিত প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট শুনে এবং তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কেন্দীয় কার্যকরী কমিটি ব্রেস্ট লিটোভ্স্কের প্রতিনিধিবৃন্দের কার্যক্রমকে পুরোপুরি অনুমোদন দেয়।'* ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রতিটি দল বা স্থানীয় সোভিয়েত সংস্থা শান্তি প্রতিনিধিদের কাজে সমর্থন দেয়। ১৯১৮ সনের মার্চে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে জিনোভিয়েভ ঘোষণা করেন: *'ট্রটস্কি সঠিক কথাই বলেছেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেছেন। কেউ তা অস্বীকার করেননি।'* শেষে লেনিন নিজে একই কংগ্রেসে প্রতিবেদন পেশ করেন যে, *'কেন্দ্রিয় কমিটির... এক সিদ্ধান্তে শান্তি চুক্তি সই না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।'* এর কোন কিছুই কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। তারা একগুঁয়েভাবে নতুন ধারণা পোষণ করে যে, টট্রস্কি একাই ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক শান্তিচুক্তি সই না করার জন্য দায়ী।



আজ অনেক *'বুদ্ধিমান'* ব্যক্তিরা অনেক কিছু বললেও, জার্মান ও অস্ট্রিয়ায় অক্টোবর ধর্মঘটের পর জার্মান সরকার রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেবে কি না, তা– জার্মান সরকার বা আমাদের– কারো কাছে পরিষ্কার ছিল না। ১০ই ফেব্রুয়ারী জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে এসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, *'ট্রটস্কির ঘোষণায় যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটাই মেনে নিতে হবে'*। শুধুমাত্র জেনারেল হফম্যান তার বিরোধীতা করেন। জার্নিনের ভাষ্য অনুসারে, পরদিন সর্বশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে কোলম্যানের বক্তৃতায় কার্যত শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব এবং নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তার প্রতিধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আমাদের সব প্রতিনিধি এই অনুভূতি নিয়ে মস্কোয় ফিরে আসে যে, জার্মানরা আর আক্রমণে যাবে না। এই ফলাফলে লেনিন খুব খুশি হন।

'এবং তারা আমাদের ঠকাবেনা তো ? তখনও তিনি সন্দেহ পোষণ করছিলেন। আমরা কাঁধ ঝাঁকালাম। অর্থাৎ সব দেখে শুনে তেমন মনে হলো- না। 'ঠিক আছে, যদি তাই হয়, সবকিছু ভালোয় ভালোয় সমাপ্ত হলো,' লেনিন যোগ করলেন, 'আমাদেরও মুখ রক্ষা হলো এবং যুদ্ধও শেষ হলো'।

যাহোক, জার্মানির উত্তর দেয়ার নির্ধারিত সপ্তাহ শেষ হওয়ার দু'দিন আগে ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে অবস্থানরত আমাদের জেনারেল স্যাময়লোর কাছ থেকে একটি তারবার্তা এসে পৌঁছে। বার্তাটি প্রথম পান লেনিন। আমি তার রুমে ছিলাম, সেখানে সমাজবাদী বিপ্লবীদের সাথে একটি বৈঠক চলছিল। লেনিন মুখে কিছু না বলে টেলিগ্রামটি আমার হাতে দিলেন। তার মুখ দেখেই বুঝলাম খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। জেনারেল স্যাময়লো জানালেন যে, জেনারেল হফম্যানের মাধ্যমে জার্মানী এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছে– ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মাঝরাত থেকে তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে বিবেচনা করবে। তারা তাকে ব্রেস্ট–লিটোভ্স্ক ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়েছে। লেনিন সমাজবাদী বিপ্লবীদের সাথে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করলেন। তারা চলে যাবার পর আমরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসলাম।

'তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতারিত করল.. পাঁচ দিন সময় নিল... এই বুনো পশুরা কিছুতেই ছাড়বে না। পুরনো চুক্তিতে সই করা ছাড়া আর উপায় নেই, তারপরও জার্মানরা যেতে রাজী হলেই হয়।'

আগের মতই আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম হফম্যান আগে সত্যি আক্রমণ শুরু করুক। জার্মানীসহ মিত্রপক্ষের বন্ধুদেশগুলোর শ্রমিকরা দেখুক এবং জানুক যে জার্মানরা কেবল হুমকি দিয়ে থেমে থাকেনি, সত্যি সত্যি আক্রমণ করেছে।

এর জবাবে লেনিন বললেন, *'না, আমরা আর এক ঘন্টা সময়ও নষ্ট হতে দিতে পারি না। পরীক্ষা যা হবার হয়ে গেছে। হফম্যান যুদ্ধই চায় এবং সে পারবেও। দেরী করা অসম্ভব। হিংস্র পশু দ্রুত লাফ দেয়'*।

মার্চ মাসে পার্টি কংগ্রেসে লেনিন বললেন: *'ট্রট্স্কি এবং আমি একমত যে আমরা জার্মানির আক্রমণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তবে তারা আক্রমণ শুরু করার পরই আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে।'*

আমি চুক্তিটির বিবরণ দেই। লেনিন পার্টির সামনে আমার মতামতের সমালোচনা করেননি তার কারণ আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম যে বিপ্লবী যুদ্ধের সমর্থকদের আমি সমর্থন করব না। সেই গ্রুপের অফিসিয়াল প্রতিনিধি– (Uritzky) উরিজ্কি, রাদেক এবং সম্ভবত, অশিন্স্কিও (Ossinsky)– একটি 'সিঙ্গেল ফ্রন্ট'-এর প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাদের স্পষ্ট বলে দিই যে আমাদের অবস্থান এক ও অভিন্ন নয়। যখন জার্মান হাইকমান্ড সমঝোতার সময় পেরিয়ে যাওয়ার নোটিস দেয়, লেনিন আমাদের এগ্রিমেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি উত্তর দিলাম যে আল্টিমেটাম বলতে কেবল মৌখিক বিবরণ নয়, সত্যিকার সশস্ত্র আক্রমণকে বুঝিয়েছি, যাতে দু'দেশের মধ্যকার বৈরি সম্পর্ক নিয়ে কারো কোন সন্দেহ না থাকে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংএ লেনিন প্রথমেই একটি প্রস্তাব ভোটে দিলেন: 'যদি জার্মানীতে কোন বিপ্লবী উত্থান না ঘটে এবং সত্যি জার্মান বাহিনী আক্রমণ করে, তবে কি আমরা শান্তিচুক্তিতে সই করব ?' বুখারিন এবং তার অনুসারীরা এই অপরিহার্য প্রশ্নের উত্তর দিলেন ভোটে অংশ না নিয়ে। ক্রেষ্টিন্স্কিও তাই করলেন। জোফে বিপক্ষে ভোট দিলেন। লেনিন এবং আমি শান্তিচুক্তি সই এর পক্ষে ভোট দিলাম। পরদিন আমি লেনিনের প্রস্তাব অনুযায়ী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম পাঠানোর বিপক্ষে আপত্তি জানিয়েছিলাম। তবে, দিনের বেলায় টেলিগ্রাফিক রিপোর্টে জানলাম যে, জার্মানরা আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের সামরিক সরবরাহ জব্দ করে দ্ভিন্সক (Dvinsk) এর দিকে এগুচ্ছে। সেদিনই সন্ধ্যায় আমি লেনিনের টেলিগ্রাম প্রেরণে সায় দিলাম; এবার আর কোন সন্দেহ রইল না যে জার্মানির আক্রমণ সম্পর্কে সারা বিশ্ব জেনে যাবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী আমরা জার্মানি থেকে নতুন শর্ত পেলাম। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, শান্তি চুক্তি সই করা অসম্ভব। এরই মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি ব্রেস্ট–লিটোভ্স্কে চলে গেছেন। এসব নতুন শর্তাবলী পরিস্থিতি আরো কঠিন করে তুললো। লেনিনসহ আমরা সবাই এই আভাস পেলাম যে, জার্মানরা মিত্রশক্তির সাথে এগ্রিমেন্টে এসেছে যে, তারা সোভিয়েতকে ধ্বংস করবে এবং রুশ বিপ্লবের হাড়ের ওপর পশ্চিম রণাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এই যদি সত্য হয়, এটা স্পষ্ট যে, আমরা যতই ছাড় দেই কোন কাজ হবে না। ফিনল্যান্ড এবং য়ুক্রেনের সর্বশেষ ঘটনাবলী যুদ্ধের পক্ষেই পাল্লাকে ভারী করে। প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের প্রতিকূলে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে খবর এল যে, জার্মানী ফিনল্যান্ড দখল করে ফিনিশ শ্রমিকদের উৎখাত করেছে। আমি লেনিনের রুমের বারান্দায় তার সাথে দেখা করি। তিনি ভীষণ উত্তেজিত। এমনটি এর আগে বা পরে আর কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, *'হ্যাঁ, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সম্বল না থাকলেও আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'*

কিন্তু দশ-পনের মিনিট পরে, আমাকে তার রুমে ডেকে বললেন: *'না, আমরা পলিসি পাল্টাবো না। আমাদের পক্ষ থেকে সামরিক ব্যবস্থা ফিনল্যান্ডের বিপ্লব রক্ষা করতে পারবে না, বরং ওরা নিশ্চিত সব ধ্বংস করবে। যে কোন উপায়ে আমাদেরকে ফিনিশ শ্রমিকদের সাহায্য করতে হবে। এবং শান্তিচুক্তি সই প্রস্তাবকে বাতিল না করেই তা করতে হবে। আমি নিশ্চিত নই এটা এখন আমাদের রক্ষা করবে কি না। তবে যে কোন পরিমাপে এটাই একমাত্র উপায়। এতে বিপর্যয় থেকে এখনও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।'*

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেও শান্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমি খুবই সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু লেনিন শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্তই নিলেন। যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটিতে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না এবং আমার ভোটের ওপর সিদ্ধান্ত নেয়া না নেয়া নির্ভর করতো। আমি ভোটদানে বিরত থেকে তার জন্য এক ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করলাম। আমি ভোট না দেয়ার কারন প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করলাম। আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, যদি আত্মসমর্পন করেও আমরা শান্তি অর্জনে ব্যর্থ হই তবে গোটা পার্টিই সশস্ত্রভাবে বিপ্লব রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বো। শত্রুপক্ষ আমাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত যখন চাপিয়ে দিয়েছে তখন যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত মীমাংসা।

গোপনে লেনিনকে বললাম, *'আমার মনে হয়, এ মূহুর্তে পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটি থেকে আমার পদত্যাগ রাজনৈতিকভাবে বিজ্ঞতার কাজ হবে।'*

'কেন তুমি পদত্যাগ করবে? সে সব পার্লামেন্টারি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে চাই না।'

'আমি পদত্যাগ তরলে চুক্তির ব্যাপারে জার্মান পলিসির র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে যে, এবার সত্যি আমরা শান্তি চুক্তিতে রাজি হবো।'

লেনিন এ নিয়ে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিলেন, *'তোমার কথায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক যুক্তি আছে।'*

২২শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে জানালাম– ফরাসী সামরিক মিশন সংবাদ পাঠিয়েছে যে, জার্মানির বিরুদ্ধে ফরাসী এবং ইংলিশরা আমাদের সাহায্য করতে আগ্রহী। তাদের এই উদ্যোগী প্রস্তাব গ্রহণে আমিও রাজী। তবে শর্ত থাকবে যে, আমাদের পর-রাষ্ট্র নীতি হতে হবে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। বুখারিন জোর দিয়ে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়া আমাদের পক্ষে মোটেই উচিত হবে না। লেনিন আমার পক্ষে এগিয়ে এলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি পক্ষে ৬ এবং বিপক্ষে ৫ ভোটে আমার প্রস্তাবই গ্রহণ করল। আমার যদ্দুর মনে পড়ে লেনিন স্বয়ং প্রস্তাবটি শব্দ সম্ভার দিয়ে সাজিয়েছিলেন: *'কমরেড ট্রটস্কিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য-সহায়তা নেয়ার প্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। জার্মান দস্যুদের বিরুদ্ধে ফরাসী দস্যুদের সাহায্য নেয়া মানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।'* তিনি সবসময় ফর্মুলার ভাষায় লিখতে পছন্দ করতেন এবং কোথাও কোন ফাঁক রাখতেন না।

বৈঠকে শেষে চলে যাবার পথে স্মল্‌নির লম্বা বারান্দায় বুখারিন সঙ্গী হলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, *'আমরা কি করছি? আমরা পার্টিকে একটি গভীর গোবর-স্তুপে নিক্ষেপ করছি।'* বুখারিন সাধারণত চোখের জলেই তার অভিব্যক্তি বাস্তবে প্রকাশ করতে ভালবাসেন। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ছিল সত্যি ট্র্যাজিক। আমাদের বিপ্লব তখন কামারের হাতুড়ি এবং নেহাইয়ের মাঝখানে।

৩রা মার্চ আমাদের প্রতিনিধি শর্তাবলী না পড়েই শান্তি চুক্তি সই করলেন। ক্লিমেন্সুর (Clemenceau) তত্ত্বের অধিকাংশই আগাম বানচাল করে ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হোল। এটা ছিল ঠিক জল্লাদের ফাঁস গলায় পরার মতো। ২২শে মার্চ জার্মান সংসদ (Reichstag) চুক্তি অনুমোদন করে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ভবিষ্যতের ভার্সাই চুক্তির নীতিমালায় আগেই সমর্থন দেয়। দলনিরপেক্ষরা এর বিপক্ষে ভোট দেয়; তারা কেবল বলতে শুরু করছিল যে নিস্ফল প্রয়াসের বাঁকটির পরিণাম হবে তাদের আবার যাত্রা থেকে শুরু করতে হবে।

১৯১৮ সনের মার্চ মাসে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে এ যাবত নেয়া কার্যক্রমসমূহ রিভিউ করতে গিয়ে, আমি আমার অবস্থান বিস্তারিতভাবে পরিস্কার করলাম: আমরা যদি সত্যিই শান্তির পক্ষে থাকতাম নবেম্বরেই তার সাথে একমত হতাম। কিন্তু জিনোভিয়েভ ছাড়া কেউই উচ্চ-বাচ্য করল না। আমরা সবাই ছিলাম জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং সমগ্র য়ুরোপের শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে আলোড়ন সৃষ্টির পক্ষে। তবে জার্মানদের সাথে আমাদের আগের সমস্ত আলোচনার একমাত্র বিপ্লবী তাৎপর্য ছিল এই যে, তারা আমাদের প্রস্তাবকে খাঁটি ও অকৃত্রিম হিসাবে গ্রহণ করে। নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে আগত বলশেভিক ফ্যাকশনকে আমি ইতিমধ্যে জানিয়েছিলাম, কিভাবে সাবেক অস্ট্রিয় মন্ত্রী গ্রাজ্জ (Gratz) বলেছিলেন যে, আমাদেরকে একটা চূড়ান্ত বিবৃতি দেয়ার মতো অবস্থায় ফেলবার জন্য জার্মানদের শুধু কোনরকমের অজুহাত দরকার ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে আমরা নিজেরাই এটা চাইছি ...। আমরা আগেই বুঝেছিলাম যে আমাদেরকে একটা কিছুতে সই করতেই হবে। তাই আমরা এ নিয়ে জার্মানদের সাথে কেবল একটি *'বিপ্লবী কমেডি'* করছিলাম।

'এই সব অবস্থায় শান্তি চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করলে আমাদেরকে রিভাল (Reval) সহ অন্যান্য ভূখন্ড হারাবার হুমকিতে থাকতে হোত। আবার, অন্যদিকে কোনরকম দরকষাকষি ছাড়া স্বাক্ষর করলে আমাদেরকে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের অধিকাংশেরই সমর্থন ও সহানুভূতি হারাতে হোত। আমিও তাদের একজন যারা ভাবতেন, জার্মানী হয়তো আক্রমণ করবে না, যদি করেও, আমরা যে কোন কঠিন শর্তে যে কোন সময়

চুক্তিতে সই করতে পারব। আমি বলেছিলাম, "যথাসময়ে, তখন তারা সবাই স্বীকার করবে যে চুক্তি সই না করে আমাদের আর কোন উপায় ছিল না"।'

এটা লক্ষণীয় যে একই সময় লিবনেস্ট জেল থেকে লিখেছিলেন: *'বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য ফেব্রুয়ারীর শুরুতে ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে আত্মসমর্পন করা যে ভবিষ্যত ভালোর অনুকূল হবেনা তা কোনভাবেই বলা যায় না। বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অতীতে ঐ ধরনের আত্মসমর্পন সকল প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ম্লান করে দিত এবং আপাতদৃষ্টিতে একটি অকৃতজ্ঞ অপসক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। এ চুক্তি সই করে জার্মানদের চরম নৈরাশ্যবাদী এবং পাশবিক চরিত্র উম্মোচিত করে সন্দেহমুক্ত হওয়া গেছে।'*

লিবনেস্ট যুদ্ধের সময় বিস্ময়করভাবে বেড়ে ওঠেন। তিনি নিজের এবং চরিত্রহীন হ্যাসের (Haase) মধ্যে একটা গভীর বিভাজনরেখা তৈরী করেছিলেন। বলা নিস্প্রয়োজন যে লিবনেস্ট ছিলেন একজন অসীম সাহসী বিপ্লবী। কিন্তু এ মুহূর্তে তিনি একজন রণকৌশলবিদ হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করলেন। এটা স্বয়ং তার ব্যক্তিগত জীবন এবং বিপ্লবী পলিসিকে উন্মোচিত করে, তাকে বিপদের ঝুঁকিতে ফেলে। নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়ে মোটেও ভাবেননি। তার গ্রেফতারের পর তার অনেক বন্ধুই তার আত্ম-বিসজর্নমূলক বেপরোয়া স্বভাবকে দায়ী করেন। তার ঠিক উল্টো লেনিন সব সময় নেতৃত্বের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সব সময় মনে রাখতেন যে, যুদ্ধের সময়, তাকে হাইকমান্ড সদা নিশ্চিত রাখতে হবে। লিবনেস্ট ছিলেন এমন একজন জেনারেলের মতো যিনি সব সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার সৈন্যদের নেতৃত্ব নিজেই সরাসরি দিতে অভ্যস্ত।

এ কারণে এবং অন্যান্য কারণেও, ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কে নেয়া আমাদের রণকৌশল বোঝা তার পক্ষে কঠিন ছিল। প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন আমরা স্রেফ ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়ে তার মুখোমুখি হই। সে সময় তিনি বার বার 'লেনিন-ট্রটস্কির পলিসি'কে নিন্দা করতেন। সঙ্গত কারনেই লেনিন এবং আমার অবস্থানের মূল কারণ তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি কিন্তু পরে তিনি ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক পলিসি ভিন্ন আলোকে দেখতে শুরু করেন। মে মাসের প্রথমদিকে তিনি লিখেছিলেন:*'সর্বোপরি রুশ সোভিয়েতদের এখন প্রয়োজন অনমনীয় ও কঠোর ক্ষমতায়ন। এজন্য তাদের দরকার বুদ্ধি, সময় ও কর্মোদ্যম। বুদ্ধি এজন্য যে, তারা সময় পেতে পারে কিন্তু তা ধরে রাখার জন্য আরো বুদ্ধির দরকার।'* এটা পুরোপুরি লেনিনের ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক পলিসির সঠিকতার স্বীকৃতি, যার লক্ষ্য ছিল সামগ্রিকভাবে সময়কে লাভ করা।

সত্য তার নিজের পথ করে নেয়, কিন্তু মিথ্যা অর্থহীন ধ্যানধারনা আঁকড়ে ধরে থাকে। আমেরিকার প্রফেসর ফিশার (Fisher) সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথমদিকের (১৯১৯-১৯২৩) পাঁচ বছর সময়কালের বর্ণনা নিয়ে The Famine in Soviet Russia নামে বেশ বড় একখানি পুস্তক রচনা করেন। বইটিতে তিনি আমার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, সোভিয়েতরা কখনো বুর্জোয়া সরকারদের সাথে যুদ্ধে যাবে না কিংবা শান্তি স্থাপনেও আগ্রহ দেখাবে না। ফিশার আরো অনেকের মতো জিনোভিয়েভ এবং নকলবাজদের অর্থহীন ফর্মুলা নকল করে, তার সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা থেকেও কিছু যোগ করেছেন। আমার সমালোচকরা অনেক দেরীতে হলেও বলেছেন যে, আমরাই ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক প্রস্তাবকে তখনকার স্থান-কালের প্রেক্ষিতে মেনে নিয়ে একটি সার্বজনীন ফর্মুলায় দাঁড় করিয়েছিলেন যাতে সহজে এটাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করা যায়। তবে, তা করতে গিয়ে তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে 'না যুদ্ধ, না শান্তি' বা আরো নির্ভূলভাবে না শান্তিচুক্তি না যুদ্ধাবস্থার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আজ ঠিক এরকম সম্পর্কই চলছে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহ বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর সাথে (রুশ-ব্রিটেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে লেখা)। এটা ঠিক যে, এ সম্পর্ক আমাদের ইচ্ছায় নয় এমনিতেই হয়ে গেছে। তবে তাতে কিছু আসে যায় না।

এ ছাড়া, আরো একটি দেশ– আমি রুমানিয়ার কথা বলছি– যার সাথে আমাদের উদ্যোগেই 'না শান্তি না যুদ্ধ' সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো। একটি সার্বজনীন ফর্মুলাকে দুর্বোধ্য রূপে চিত্রায়িত করে তার দায় যখন আমার ওপর আরোপ করেন, তখন আমার সমালোচকদের মনে হয় এ ব্যাপারে তারা খুবই অজ্ঞ। নইলে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অন্য অনেক দেশের মধ্যেকার বিদ্যমান বাস্তব সম্পর্ককে 'দুর্বোধ্য' ফর্মুলা হিসেবে পুণরুৎপাদন করতেন না।

এখন দেখা যাক, ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক চুক্তি যখন পুরোনো হয়, তখন এই আখ্যানটিকে লেনিন নিজে কিভাবে দেখেছিলেন? লেনিন সাধারণত মাঝে-মধ্যে আমার সঙ্গে দ্বিমত হতেন, তবে তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ যে, তিনি 'ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি আলোচনার প্রচণ্ড প্রচারণামূলক গুরুত্ব' সম্পর্কে একাধিকবার বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শান্তি চুক্তির এক বছর পর ১৯১৮ সনের ১৭ মে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন *'পশ্চিম য়ুরোপ সহ আরো অনেক দেশ থেকে আমরা চরমভাবে বিচ্ছিন্ন থাকায় আমাদের সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতি অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির গতি-প্রকৃতির মূল্যায়ন এবং পশ্চিমে সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। এই সকল জটিল পরিস্থিতির ফলে ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তির প্রশ্নটি আমাদের দলে বহু মতান্তরের জন্ম দিয়েছিল।' (১৮ মার্চ ১৯১৯ সনের বক্তৃতা থেকে)*

এরপর ছিল, সে দিনগুলোতে আমার পরবর্তি সমালোচক এবং অভিযোগকারীদের আচরণ। বুখারিন প্রায় পুরো একটা বছর লেনিন ও আমার সঙ্গে উৎকটভাবে লড়াই করেন। সব সময় হুমকি দিতেন পার্টি ভেঙ্গে দেবেন। কায়বাইশেভ, ইয়ারোস্লাভ্স্কি, বুবনভ এবং সঙ্গে আরো অনেকে ছিলেন যারা বর্তমান স্তালিনবাদের একেকটি খুঁটি। অন্যদিকে জিনোভিয়েভ প্রচারণা পরিত্যাগ করে ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি-চুক্তি যত দ্রুত সম্ভব সই করার দাবী করতেন। লেনিন এবং আমি তার এই অবস্থানকে একবাক্যে নিন্দা করতাম। কামেনেভ ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক থাকাকালে আমার সাথে একমত থাকলেও পরে মস্কোয় ফিরে এসে লেনিনের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। সে সময় রাইকভ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হননি এবং সিদ্ধান্তমূলক সভায় অংশ নিতে পারতেন না। জার্ঝিন্সকি ছিলেন লেনিনের বিরুদ্ধে কিন্তু শেষ ভোটে তার পক্ষ নেন। আর স্তালিন? তিনি স্বাভাবিকভাবেই কোন কিছুতে না থেকে কেবল হিসেব কষতেন এবং অপেক্ষা করতেন। তিনি আমাকে ঈষৎ সম্মতি জানিয়ে লেনিনকে লক্ষ্য করে বলতেন, *'বুড়ো এখনও শান্তির আশা করছে', কিছুই করতে পারবে না'।* পরে লেনিনের কাছে গিয়ে আমার সম্মন্ধেও একই ধরনের মন্তব্য করতেন। তিনি জনসমক্ষে কোন কথা বলতেন না। তার মতামতের প্রতি কারো তেমন ভ্রুক্ষেপও ছিল না। আমার মূল লক্ষ্য ছিল শান্তির প্রশ্নে আমাদের আচরণ বা পথনির্দেশনা সম্ভাব্য সর্বোত্তমভাবে স্পষ্ট তুলে ধরা যেন বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণি বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে। এই ব্যাপারটি স্তালিনের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হোত না। তার আগ্রহ ছিল *'এক দেশে শান্তি'* হলেই হয়। পরে তিনি এটাকেই *'এক দেশে সমাজতন্ত্র'* মতবাদ রূপে দাঁড় করান। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভোটে তিনি লেনিনের পক্ষে থাকতেন। তার বেশ কয়েক বছর পরে তিনি ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কের শান্তি আলোচনার ঘটনাবলীর ওপর স্বয়ং সাদৃশ্যমূলক 'দৃষ্টিভঙ্গি' বের করেন। সেটা ছিল স্রেফ তার 'ট্রটস্কিবাদে'র বিরোধীতার স্বার্থে।

এ নিয়ে আর সময় ব্যয় করার দরকার আছে বলে মনে করি না। আমি বরাবরই সবচেয়ে বেশী নিবেদিত ছিলাম ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক চুক্তির বিপক্ষে। সেখানে এ নিয়ে প্রচুর যুক্তি-তর্ক হয়। আসলে কি যুক্তি-তর্ক হয়েছিল এবং পরে কি রটেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ সেই দীর্ঘ কাহিনীর অন্তত একটি উপাখ্যান প্রকাশ করা দরকার বলে মনে করি। এর সঙ্গে আমি নকলবাজদেরও তাদের আসনেই রাখতে চাই। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্দেহ

করবে না যে আমি বসিং/প্রভূত্বের অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেনিনের প্রতিযোগী হতে চেয়েছি। ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কের দিনগুলোতে অন্য সবার অনেক আগে আমি প্রকাশ্যে লেনিনের ভূমিকার প্রশংসা করেছি। ৩ অক্টোবর ১৯১৮ সনে সোভিয়েত সরকারের উচ্চতর সংগঠনসমূহের বিশেষ যৌথ বৈঠকে বলেছিলাম: *'আমি মনে করি সর্বাধিক ক্ষমতাশীল এ অধিবেশনে, এটা বলা কর্তব্য যে ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি চুক্তি সই করা ঠিক হবে কি হবে না নিয়ে যখন আমরা অনেকেই সন্দিহান, তখন একমাত্র কমরেড লেনিনই তার বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও একরোখাভাবে বলেছিলেন যে, এটা স্বাক্ষর করা উচিত। এতে আমরা বিশ্বে সর্বহারার বিপ্লব সফল না হওয়া পর্যন্ত স্রোতের উপর ভেসে থাকতে পারবো। এখন আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে, তিনিই ছিলেন ঠিক এবং আমরা ছিলাম ভুল।'*

নকলবাজরা অনেক দেরীতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তার আগেই আমি লেনিনের অসাধারণ রাজনৈতিক মেধা ও সৎসাহসের সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়ে বলেছি ব্রেস্ট-লিটোভ্স্কের দিনগুলোতে তিনিই প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপ বা সর্বহারার এক নায়কতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। কথা প্রসঙ্গে, আমি এটুকুই মাত্র উল্লেখ করি যে, অন্যদের ভুল-ত্রুটির সব দায়ভার নিজের কাঁধে নিলেও, আমাদের দায় ততখানি ছিল না। অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে আমি এটা করেছি। স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্টে 'সুদীর্ঘ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা' বলে এই পয়েন্টটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এভাবে পার্টি দেখাতে চেয়েছিল যে, লেনিনের প্রতি যে মনোভাব আমি দেখিয়েছি পার্টি তা বুঝতে পেরেছে এবং এটা প্রশংসনীয় বলে স্বীকারও করেছে। এটা নিশ্চয়ই ঈর্ষা বা সংকীর্ণতার প্রদর্শন ছিল না। শুধু এটুকুই বলবো যে, আমি খুবই ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিপ্লবে, ইতিহাসে এবং আমার কাছে লেনিন মানে কি। তিনি ছিলেন আমার গুরু। তার মানে এই নয় যে, আমি কিছুটা দেরীতে তার বাণী আউড়েছি এবং ভাবভঙ্গি নকল করেছি। বরং এটাই সত্য যে, স্বাধীনভাবে একাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা আমি তার কাছ থেকে শিখেছি।

৩৩। স্ভীয়াস্কে এক মাস।



স্ভীয়াস্ক, রাশিয়ার তাতারস্থান প্রজাতন্ত্রের একটি গ্রাম, বর্তমানে জয়া নামে পরিচিত। ভল্গা এবং স্ভীয়াগা নদীর সঙ্গমে এর অবস্থান। ১৫৫১ সনে একটি গড় বা সুরক্ষিত দূর্গ হিসেবে ইতিহাসে এর যাত্রা শুরু। ১৫৫২ সনে কাজান দখলের সময় এটি একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। এই দ্বীপের ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে স্ভীয়াস্ক রেল স্টেশন, সেখান থেকে দ্বীপের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। – ভাষান্তরিক।

১৯১৮ সনের বসন্ত এবং গ্রীষ্ম কালটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মি চরমভাবাপন্ন। যুদ্ধের পরিণাম কেবলই অনুভূত হচ্ছিল। প্রায়ই মনে হতো সবকিছু যেন কেবল পিছলে পড়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুর ওপরই দাঁড়াবার বা ঠেঁস দেয়ার জো নেই। একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে এত দেউলে, এত বিধ্বস্ত, এত নিরাশায় নিমজ্জমান যে, এ দেখে যে কেউ অবাক হয়। এমতাবস্থায়, তখন সে তার দেশ রক্ষার্থে গোপনে নতুন কোন শাসকগোষ্ঠীর আগমনকে স্বাগত জানায়। খাদ্যের দারুণ অভাব। সেনাবাহিনী নেই বললেই চলে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিশৃঙ্খল। সবখানে ষড়যন্ত্র ওৎ পেতে আছে। এর ভেতর দিয়ে নতুন রাষ্ট্রিয় প্রশাসনযন্ত্র কেবলত্র রূপ নিতে শুরু করেছে।

পশ্চিমে দিক থেকে জার্মানরা পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এবং সাদা রাশিয়া সহ বৃহত্তর রাশিয়ার বিপুল অংশ দখল করেছে। পস্কভ (Pskov) তাদের হাতে। য়ুক্রেন অস্ট্রো–জার্মান কলোনি। ১৯১৮ সনের গ্রীষ্মে ভল্গা পাড়ে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের দালালরা সাবেক যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে চেকো–শ্লোভাক রেজিমেন্টে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আঁটে। জার্মান হাই কমান্ড তার সামরিক প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে জানায় যে, যদি সাদারা পূর্বদিক থেকে মস্কোর দিকে অগ্রসর হয়, তবে তারা পশ্চিম দিক থেকে অর্সা (Orsha) এবং পস্কভের দিকে হানা দেবে। তারা কিছুতেই পূর্বাঞ্চলকে নতুন করে রণাঙ্গন হতে দেবে না। আমরা উভয় সংকটের মাঝখানে। উত্তর দিক থেকে ফরাসী এবং ইংলিশরা মার্মেন্স্ক (Murmansk) এবং আর্কান্জেল (Archangel) দখল করে ভলোগ্দার (Vologda) দিকে অগ্রসর হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। নুলেন্স (Noulens) এবং ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি লকহার্টের প্ররোচনায় সেভিঙ্কভের (Savinkov) নেতৃত্বে ইয়ারোস্লাভ্লে হোয়াইট গার্ডরা বিদ্রোহ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভলোগ্দা এবং ইয়ারোস্লাভ্ল যাওয়ার পথে ভল্গার তীরে উত্তর রণাঙ্গনের সেনাদলের সঙ্গে চেকো–স্লোভাক এবং হোয়াইট গার্ডদের সংযোগ ঘটানো। উরাল পর্বত মালায় ডুটভের সংঘবদ্ধ দল স্বাধীনভাবে অবস্থান নিয়েছে। দক্ষিণে ডন (Don) নদীর তীরে জেনারেল ক্রাস্নভের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ছড়াচ্ছে। তিনি জার্মানদের সত্যিকার মিত্র। বাম সমাজবাদী বিপ্লবীরা জুলাই মাসে ষড়যন্ত্র করে কাউন্ট মির্বাককে হত্যা করে; একই সময় তারা পূর্ব রণাঙ্গনে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। তারা চেয়েছিল

জার্মানদের সঙ্গে আমাদেরকে যুদ্ধ লিপ্ত হতে বাধ্য করতে। গৃহ-যুদ্ধ ফ্রন্ট ফাঁসির রজ্জু কষাবার মতো ক্রমশ চারিদিক থেকে মস্কোকে কঠিনভাবে ঘিরে ধরেছে।

সিম্বার্স্কের (Simbirsk –লেনিনের জন্মস্থান, পরে নাম হয় উলিয়ানভস্ক) পতনের পর সিদ্ধান্ত হলো, আমার ভল্গা যাওয়া দরকার, সেখানে আমরা সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত। আমি একটি বিশেষ ট্রেন প্রস্তুতের কাজে লেগে গেলাম। এ কাজটা খুব সহজ ছিল না। কোন কিছুই নাই, কিংবা কেউই জানেনা কোথায় কি পাওয়া যায়। আমি তখনও কল্পনা করতে পারিনি যে আড়াই বছর আমাকে ট্রেনে বাস করতে হবে। আমি মস্কো ত্যাগ করি ৭ই আগস্ট। তখনও জানতাম না তার আগের দিন কাজানের (Kazan) পতন ঘটেছে। যাত্রাপথে আমি এই বিরক্তিকর খবরটি শুনি। তাড়াহুড়ো করে লাল বাহিনীকে টেনে এনে প্রতিরক্ষার কাজ লাগানো হয়েছিল কিন্তু তারা পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। কাজানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অরক্ষিত। স্টাফদের একাংশ বিশ্বাসঘাতকতা করে। অন্যরা ঘটনার আকস্মিকতা সামাল দিতে না পেরে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে বুলেট বৃষ্টির ভেতরেই পালায়। কেউই জানত না যে তাদের কমান্ডার কে বা কোথায়। সে সময় আমার ট্রেন কাজানের কাছাকাছি স্ভীয়াস্ক স্টেশনে থামে। সেখানে পুরো এক মাস আমি আটকা পড়ি। বিপ্লবের ভাগ্য পাল্লায় ঝুলতে থাকে। সেই এক মাস ছিল আমার জন্য প্রশিক্ষণ স্বরূপ।

সিম্বার্স্ক এবং কাজান থেকে পালিয়ে আসা এবং সবদিক থেকে ছুটে আসা ছোটছোট ইউনিটকে জড়ো করে স্ভীয়াস্কে সেনাদল পূর্ণগঠন করি। প্রতি ইউনিট যার যার মতো চলতো কেবল পশ্চাৎপসরণটাই একসাথে করত। অভিজ্ঞতায় এবং সাংগঠনিকভাবে শত্রুপক্ষ এতই সুপিরিয়র ছিল যে, সে তুলনায় তাদের সামনে দাঁড়াবার মতো সক্ষমতা আমাদের মোটেই ছিল না। কেবলমাত্র সাদা অফিসারদের দিয়ে গঠিত কয়েকটি সাদা কোম্পানী অসামান্য রণ নৈপুন্য দেখায়। ওখানকার মাটিও মনে হচ্ছিল আতঙ্কগ্রস্থ। লালবাহিনীর নতুন নতুন ডিটাচমেন্টের ছেলেরা বেশ তেজস্বীতা নিয়ে এসে খুব শীঘ্রই পিছু হটার জড়তায় আক্রান্ত হয়। স্থানীয় চাষীদের মধ্যে গুজব রটে যে সোভিয়েতরা ধ্বংস হয়ে গেছে। গীর্জার পাদ্রি এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের প্রাথমিক ইউনিটগুলো আত্মগোপন করে। সবকিছু এতই ভেঙ্গে পড়ে যে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু ছিল না। এমন পরিস্থিতি খুবই নাজুক এবং নৈরাশ্যজনক।

এখানে, **কাজানে** এলে, দেখতে পাওয়া যায় সামান্য বিস্তৃত একটি ভূ-খন্ডে মানুষের ইতিহাসের কত বহুমুখী



বিচিত্র উপাদানের চিহ্ন। এটা দেখে যৌক্তিকভাবে পরিস্কার বোঝা যায় যায় যে, যাবতীয় বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– জীবন্ত ও কর্মক্ষম মানুষ। অথচ তাকে বাদ দিয়ে কাপুরুষোচিত ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ কার্য-কারণ নীতির (Law of cause and effect) আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে আর কি কিছু লাগে? অথচ সেই কাজান এখন প্রাচীন ক্ষুদ্ররাজ্য মস্কোর মতো ছোট হয়ে আছে। নিজের সেনাবাহিনী নেই বললেই চলে; চারিদিক শত্রু-সৈন্যে পরিবেষ্টিত। কাজান দখলের পর বাকি থাকে নিজ্নি–নব্গরোদ, যেখান থেকে খোলা সড়ক চলে গেছে মস্কোয়, বাস্তবে বাধা দেবার ব্যবস্থা নেই। তাই বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল এখানে স্ভীয়াস্কে। এবং এখানে, সবচেয়ে সঙ্গীন মূহুর্তে, এটি নির্ভর করছিল একটিমাত্র ব্যাটালিয়ন, একটিমাত্র কোম্পানী এবং একমাত্র কমিশারির সাহসের ওপর। এক কথায়, অনির্দিষ্ট কাল ধরে বিপ্লবের পাল্লা একটি চিকন সূতার ওপর ঝুলন্ত।

তারপরও বিপ্লব রক্ষা পায়। এজন্য কি দরকার ? খুবই সামান্য। এই মারাত্মক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনতার প্রথম কাতারের লোকজনের উপলব্ধি। সাফল্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন কোন কিছুই না লুকানো, বিশেষ করে আমাদের সামান্যতম দূর্বলতাও; জনতার সঙ্গে কোন রকমের ছল-চাতুরী না করে বরং প্রতিটি ঘটনা, বস্তু বা বিষয় সঠিকভাবে জানানো এবং সঠিক নামে ডাকা। অক্টোবরে খুব সহজে জয়ী হলেও বিপ্লবের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। তবে সকল কষ্টকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকিয়ে রাখার রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাই এক আঘাতেই বিপ্লবকে ঘায়েল করা যাবেনা। চাপ ক্রমশ কমে আসছিল। শত্রুপক্ষের সামরিক সংগঠন ছিল বলে সফলতা পাচিছল। আমাদের তেমন না থাকলেও কাজানকে ঘিরেই বিপ্লব সেটা অর্জন করছিল।

স্ভীয়াস্ক থেকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল। পার্টি, সোভিয়েত ও ট্রেড য়ুনিয়ন সবাই নতুন সামরিক ডিটাচ্মেন্ট গড়বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তারা হাজার হাজার কমিউনিষ্টকে কাজান রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছিল। পার্টির অধিকাংশ তরুণ কর্মী অস্ত্র চালাতে না জানলেও জয়লাভের তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করতো এবং সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা একটি নরম তুলতুলে সেনাবাহিনীর মধ্যে মেরুদণ্ড যোগ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

পূর্ব রণাঙ্গনের কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন **কর্ণেল ভ্যাজেতিস** (Col.Vatzetis)। তিনি লাতভিয়া রাইফেলের দায়িত্বে ছিলেন। পুরনো জার সেনাবাহিনীর এটিই ছিল একমাত্র অবশিষ্ট। লাতভিয়ার গরীব চাষী,



মজুর, কৃষক এবং খামারীরা বাল্টিক ব্যারনকে পছন্দ করত না। জারতন্ত্র জার্মান যুদ্ধে এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগায়। ফলে জারের সেনাবাহিনীতে লাতভিয় রেজিমেন্ট ছিল সবার সেরা। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে তারা বলশেভিকদের প্রভাবে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে চলে আসে এবং অক্টোবর বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভ্যাজেতিস ছিলেন উদ্যোগী, কর্মোদ্যমী এবং সম্পদের সম্ভাবনা সন্ধানে দক্ষ। তিনি সমাজবাদী বিপ্লবীদের আক্রমণের সময় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। তার নির্দেশে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান কার্যালয়ের পাহারায় হালকা অস্ত্রধারী সৈন্যদের মাত্র দু'তিন রাউন্ড গুলি দিয়ে নিয়োগ করা হয়। স্রেফ ভয় দেখিয়ে বিনা প্রাণহানিতে তাদেরকে পদানত করা হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে রোমাঞ্চকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার পর ভ্যাজেতিস মুরাভিয়বকে পরিবর্তন করেন। বিপ্লবের হৈ-হট্টগোলে পড়ে অন্য প্রশিক্ষিত সামরিক অফিসারদের মতো তিনি কখনো বিচলিত হননি। বরং তিনি উৎফুল্লভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আনন্দে শীষ দিতেন, বাঁশী বাজাতেন, সৈন্যদের অনুপ্রেরণা দিতেন, আকুল আহবান জানাতেন, এমনকি নির্দেশ পালিত না হওয়ার সম্ভাবনা জেনেও সৈন্যদের নির্দেশ দিতেন। সরকারের অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞ'রা যখন নিজ প্রাধিকারের অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে ভয় পেতেন, ভ্যাজেতিস তখন সোভিয়েত কমিশারী বা কেন্দ্রিয় কার্যকরী কমিটির অনুপস্থিতিতে নিজেই হুকুম জারী করতেন। প্রায় এক বছর পরে সন্দেহজনক ষড়যন্ত্র এবং কুচক্রীদের সাথে যোগসাজসের অভিযোগ এনে তাকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু অভিযোগটি মোটেই বাঞ্চনীয় ছিল না। সম্ভবত প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার আগে লোকটি নেপোলিয়নের জীবনী পড়তেন এবং তার উচ্চাভিলাষী স্বপ্নের কথা দু'তিনজন তরুণ অফিসারের কাছে গোপনে বলতেন। এখন ভ্যাজেতিস সামরিক একাডেমির একজন অধ্যাপক।

৬ই আগস্ট কাজান থেকে পিছু হটার সময় একমাত্র তিনিই সবার শেষে স্টাফ হেড কোয়ার্টার ছাড়েন, তখন সাদা বাহিনী ভবনে ঢুকে গিয়েছিল। তিনি বাঁকা-চোরা পথ ঘুরে ঘুরে পালিয়ে স্ভীয়াস্কে পৌঁছতে সক্ষম হন। কাজান হারিয়েও তার মনোবল ছিল অটুট। আমরা একসাথে বসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করি। লাতভিয় অফিসার স্লাভিনকে পঞ্চম আর্মির কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেই। পরে পরস্পরকে বিদায় জানাই। তিনি চলে যান তার স্টাফ সদর দপ্তরে এবং আমি থেকে যাই স্ভীয়াস্কে।

ট্রেনে আমার সঙ্গে আসা দলীয় কর্মীদের একজন ছিলেন গুসেভ। তাকে বলা হতো 'প্রবীণ বলশেভিক'। কারণ ১৯০৫ সনের বিপ্লবে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অন্যদের মতো ১৯১৭ সনে ফিরে এসে বিপ্লবে যোগ দেন। পরে তার কিছু ছোটখাট গোপন চক্রান্তের কারণে লেনিন এবং আমি তাকে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি দেই। এর পর স্তালিন তাকে তার দলভুক্ত করে নেয়। আজ তার বিশেষ পেশা সেই গৃহযুদ্ধকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এ জন্য প্রধান যোগ্যতা তার হতাশা। স্তালিন স্কুলের বাকীদের মতো অতীতে সে কি করেছে, তা বেমালুম ভুলে যায়। ১৯২৪ সনের শুরুতে আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রচারাভিযান শুরু হলে গুসেভ স্বভাবতই অপবাদকারীর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয় বছর পর স্ভীয়াস্কের দিনগুলোর তাজা স্মৃতি, সক্রিয়ভাবে তার মধ্যেও কাজ করে। কাজানকে ঘিরে তার মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

'কমরেড ট্রটস্কির আগমনে পরিস্থিতি সত্যি বদলাতে শুরু করে। স্ভীয়াস্কের গোপন স্টেশনে কমরেড ট্রটস্কির ট্রেনের সঙ্গে আসে জয়লাভের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, উদ্যোগ নেয়ার মানসিকতা, দৃঢ়সংকল্প এবং সেনাবাহিনীর সকল কাজে বাড়তি প্রণোদন। একেবারে প্রথম দিন থেকেই প্রত্যেকে অনুভব করে যে এবার আশাতীত পরিবর্তন ঘটবেই। এ আশাবাদ কেবল স্টেশনেই নয়, রাজনৈতিক প্রচারণার সদর দপ্তরে, সেনা-সরবরাহ কর্মী, ট্রেনে কানায় কানায় ভর্তি রেজিমেন্ট, এমনকি পনেরো ভার্স্ট দূরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলোতেও জেগে ওঠে। সে সময়ের অসম যুদ্ধ এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কমরেড ট্রটস্কির কঠোরতা... ছিল সময়োপযোগী এবং অত্যাবশ্যকীয়। তখন কাউকে বোঝানোর সময় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না। এ কারনে, কমরেড ট্রটস্কির স্ভীয়াস্কে ২৫ দিনের অবস্থান বিশাল এক শক্তির কাজ করে। এর ফলে হতাশাগ্রস্ত, অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল পঞ্চম সেনাদলের বিভিন্ন ইউনিট একটি রণসমৃদ্ধ ইউনিটে রূপান্তরিত হয় এবং কাজান পুণর্দখলে সক্ষম হয়।'

প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা বাসা বেঁধেছিল সর্বত্র মূলত কমান্ডিং অফিসার এবং স্টাফদের মধ্যে। শত্রুপক্ষ জানতো কোথায় আঘাত করতে হবে এবং নিশ্চিত হয়েই তারা হামলা করত। এটা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। আসার পরপরই আমি ফ্রন্ট-লাইন ব্যাটারীগুলো পরিদর্শন করি। একজন অভিজ্ঞ অফিসার আমাকে আর্টিলারির বিন্যাস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। রুদ্র বাতাসে তার মুখমণ্ডল রুক্ষ হয়ে গেলেও চোখ দু'টো ছিল জ্বলজ্বলে। তিনি কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ফিল্ড টেলিফোনে কি এক আদেশ জারী করে ফিরে এলেন। তার ক'মিনিট পরেই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পঞ্চাশ কদম দূরে পর পর দু'টি বোমা ফেটে ছড়িয়ে পড়ে; তৃতীয়টি পড়ে একেবারে আমাদের নিকটে। আমি শুয়ে পড়ার সময় পাইনি। মাটিতে আমার সারা দেহ ভরে যায়। অফিসারটি একটু দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে; তার তামাটে রঙের পাকা চামড়ার বদন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। অবাক হলেও আমি সে মুহূর্তে তাকে সন্দেহ না করে ভেবেছিলাম এটি একটি দুর্ঘটনা। দু'বছর পরে হঠাৎ পুরো ব্যাপারটি আমার মনে পড়লো। তখন আমি ঘটনাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি যে, সেই অফিসারটি ছিলেন মূলত শত্রু। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমাদের শত্রুপক্ষকে টেলিফোনে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, কোন জায়গায় বোমা ফেলতে হবে। সেদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সাদাদের শেলের বা লালদের গুলির শিকার হওয়ার এক দ্বিমুখী ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আমি জানিনা পরে তার কি অবস্থা হয়েছিল।

আমি ট্রেনে আমার কামরার কাছে এসে পৌঁছা মাত্রই আমার চারিদিকে অনবরত গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। তখন সাদাদের একটি বিমান মাথার উপর চক্কর দিচ্ছিল। স্পষ্টতই ট্রেনে আঘাত হানার চেষ্টা করছিল। পর পর তিনটি বোমা ফেললেও কোন ক্ষতি হয়নি। জঙ্গি বিমানটিকে লক্ষ্য করে ট্রেনের ছাদ থেকে রাইফেল আর মেশিন গান গর্জে উঠে। বিমানটি গুলির রেঞ্জের

উপরে উঠে গেলেও গুলি চলছিল অবিরত। মনে হচ্ছিল সবাই মাতাল। অনেক কষ্ট করে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করালাম। সম্ভবত সেই আর্টিলারি অফিসারটি কিংবা অন্য কোন সোর্স আমার ট্রেনে ফেরার সময় সম্পর্কে তাদেরকে খবর দিয়েছিল ।

বিপ্লবের সামরিক পরিস্থিতি যত নিরাশাব্যঞ্জক হতে থাকে বিশ্বাসঘাতকতাও তত বেশী সক্রিয় হতে থাকে। সৈনিকরা ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রুকে আগাত হানার সাহস হারিয়ে পিছু হটতে থাকে। এমতাবস্থায় দরকার ছিল, যে কোন মূল্যে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার মোকাবেলা করা। আমি মস্কো থেকে পঞ্চাশজন দলীয় কর্মীকে সঙ্গে এনেছিলাম। তারা নিজে নিজে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে স্রেফ অনভিজ্ঞতা, হঠকারিতা, অসংযম এবং বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে আমার চোখের সামনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের পরের পোস্টে ছিল চতুর্থ লাতভিয় রেজিমেন্ট। লাতভিয় ডিভিসনের সবগুলো রেজিমেন্টকে টেনে এনে টুকরো টুকরো করে দুর্বল করে ফেলে। এটা ছিল চরম খারাপ অবস্থা। সাধারণ সৈন্যরা বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে খুব কাহিল অবস্থায় পড়ে। প্রয়োজন ছিল তাদেরকে তাড়াতাড়ি ফুরসত দেয়া কিন্তু বিকল্প ফোর্স ছিল না। রেজিমেন্ট কমান্ডার এবং রেজিমেন্টাল কমিটি আমার কাছে খবর পাঠালেন যে তাদেরকে যদি এ মুহূর্তে উদ্ধার করা না যায় 'বিপ্লবের পরিণতি ভয়াবহ বিপজ্জনক হতে বাধ্য'। এটি ছিল হুমকিস্বরূপ। আমি রেজিমেন্ট কমান্ডার এবং কমিটির চেয়ারম্যানকে আমার গাড়িতে তলব করে জিজ্ঞাসা করি। চাপা ক্রোধ সিয়ে তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। আমি তাদের গ্রেফতারের ঘোষণা করি। ট্রেনের কম্যুনিকেশন অফিসার তাদেরকে আমার কম্পার্টমেন্টেই নিরস্ত্র করেন। ট্রেনে ছিলাম মাত্র আমরা দু'জন; বাকীরা সব রণাঙ্গনে। যদি গ্রেফতারকৃতরা বাধা দিত বা তাদের রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করতো এবং রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যেত, তবে পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ হতো যে, আমাদেরকে স্তীয়াস্কে এবং ভল্গা ব্রিজেই আত্মসমর্পণ করতে হতো। শত্রু ট্রেনটি দখল করলে নিঃসন্দেহে তার প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনী দুর্বল ও হতাশ হয়ে পড়তো। মস্কো অগ্রসর হওয়ার সড়কও শত্রুর কাছে অবাধ হতো। কিন্তু গ্রেফতার কার্যক্রম নিরাপদেই সম্পন্ন হলো। বাহিনীর কাছে এক নির্দেশ জারী করে আমি দৃঢ়ভাবে বললাম বিপ্লবী ট্রাইবুনালে এদের বিচার হবে। রেজিমেন্ট পোস্টেই থাকলো। কমান্ডারকে জেলে পাঠানো হলো।

কমিউনিস্টরা সাধ্যমতো ব্যাখ্যা করছিলেন, উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিলেন। কিন্তু কেবল প্রচলণা আর নিরস্ত্র আন্দোলন করে সেনাবাহিনীর মনোভাব পুরোপুরি বদলানো গেল না। পরিস্থিতি এবং সময় সবই প্রতিকুল, তাই আমাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হলো। আমার একটি মুদ্রিত আদেশ ট্রেনে এবং পুরো বাহিনীতে বিতরণ করা হলো :

'আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমার হুকুম ছাড়া যদি কোন ইউনিট পশ্চাদপসরণ করে, প্রথমেই ঐ ইউনিটের কমিশারিকে এবং পরে ইউনিট কমান্ডারকে গুলি করে হত্যা করা হবে। তাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন বীর এবং সাহসী সৈনিকরা। ভীরু, কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি পুরো লালবাহিনীকে সাক্ষী রেখে এই শপথনামা সকলের নিকট পেশ করছি।'

অবশ্য পরিবর্তন তক্ষুণি আসেনি। স্বতন্ত্র ডিটাচমেন্টগুলো অকারণে পিছু হটতে থাকলো কিংবা শত্রুর আক্রমণের শুরুতেই রণাঙ্গন ছেড়ে যে যার মতো পালাতে থাকলো। স্ভীয়াস্ক আক্রমণের পথ সুগম হয়ে পড়লো। ভল্গা নদীতে স্টাফদের জন্য একটি স্টিমবোট প্রস্তুত রাখা ছিল। আমার ট্রেন ক্রুদের মধ্যে দশজন বাইসাইকেলে চড়ে স্টাফ হেডকোয়াটার্স এবং জাহাজ ঘাটের মাঝের রাস্তায় টহল দিতে থাকলো। পঞ্চম বাহিনীর সামরিক সোভিয়েত আমাকে নদীর দিকে চলে যাবার প্রস্তাব করলো। মতামতটি বিজ্ঞ হলেও আমার আশংকা ছিল দুর্বল মনোবল এবং অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা বাহিনীর মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া হতেই পারে। তাই

আমি গেলাম না। ঠিক তখনই হঠাৎ রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠলো। যে নতুন রেজিমেন্টকে নদীর তীরে পাহারায় নিয়েজিত করা হয়েছিল, তাদের কমিশারি এবং কমান্ডারসহ সবাইকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শত্রুরা স্টিমারটি দখল করে নিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ্‌নি–নব্‌গরোদের দিকে জাহাজ নিয়ে চলে যাওয়া। রণাঙ্গনে সতর্কতার ঢেউ বয়ে গেল। সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে। পরিস্থিতি একেবারেই নিরাশাব্যঞ্জক। স্টাফরা তাদের পোস্টে, শত্রু মাত্র দু'এক কিলোমিটার দূরে। আমাদের কাছে ধারেই বোমা ফাটছে। আমি আমার সবে ধন নীলমনি মার্কিনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তাৎক্ষণিকভাবে একটি গানবোট নিয়ে কয়েকজন পরীক্ষিত জওয়ান সঙ্গে নিয়ে, সে শত্রুর দখল করা স্টিমারের দিকে ছুটলো এবং গান-পয়েন্টে তাদেরকে সারেন্ডার করালো। মুহূর্তটি ছিল খুবই সঙ্গীন, একটিমাত্র রাইফেলের গুলি একটা ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু পলাতকরা বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করলো। স্টিমারকে জেটিতে বেঁধে রেখে পলাতকদের জাহাজ থেকে নামানো হলো। আমি তক্ষুণি একটি ফিল্ড ট্রাইবুনালের আদেশ দিলাম। পলাতক ডিটাচমেন্টের কমিশারি, কমান্ডার এবং কয়েকজন সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। তপ্ত লোহার আগুনে পুড়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। আমি দৃঢ়ভাবে এই পরিস্থিতি খোলাখুলি সকল রেজিমেন্টকে ব্যাখ্যা করলাম। কয়েকজন কমুনিস্টকে রেজিমেন্টে অনুপ্রবেশ করানো হলো। নতুন কমান্ডিং অফিসার এবং নতুন জোস নিয়ে আবার একটি লড়াকু সেনাদল পূণর্গঠিত করা হলো। সবকিছুই এত দ্রুত ঘটল যে, আমাদের সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা শত্রুপক্ষ টেরই পায়নি।

বিমান বাহিনী গড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার-পাইলট আকাশেভকে আহবান জানালাম। আকাশেভ মনে-প্রাণে নৈরাজ্যবাদী হলেও আমাদের সঙ্গেই কাজ করছিলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে খুব দ্রুতই একটি এয়ার স্কোয়াড্রন দাঁড় করালেন। শেষ পর্যন্ত তার সাহায্যে আমরা রণাঙ্গনে শত্রুর অবস্থানের পুরো চিত্র পেলাম। পঞ্চম বাহিনীর কমান্ডের আঁধার দূর হলো। বিমানসেনারা প্রতিদিন কাজানের আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াতো। নগরীতে সতর্ক সংকেতে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিল। পরে একসময় কাজান পুণরুদ্ধারের পর আমি কিছু ডকুমেন্টস পাই, তার মধ্যে ছিল এক বড়লোকের মেয়ের ডাইরী। মেয়েটি কাজান দখলের চাক্ষুষ কাহিনী তুলে ধরেছিল। ডাইরীর কয়েক পাতার একপিঠে ছিল আমাদের বিমানসেনারা যে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল তার বিবরণ আর উল্টোপিঠে মেয়েটির হৃদয়ঘটিত ব্যাপার-স্যাপারের অভিব্যক্তি। এভাবেও জীবন চলছিল। চেক অফিসার রুশদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার সাথে প্রেম করতো। কাজানের কোন এক বড়লোকের ঘরের ড্রয়িংরুমে যে ব্যাপার-স্যাপার শুরু হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে বোমার হাত থেকে বাঁচার শেষ আশ্রয় ভূগর্ভস্থ পরিখায়।

২৮শে আগস্ট সাদারা পাশ থেকে আক্রমণ শুরু করে। কর্ণেল কাপ্পেল, পরে সাদা জেনারেলে ভূষিত হন, রাতের আঁধারে পেছন থেকে আক্রমণ করেন। তার সঙ্গে ছিল শক্তিশালী একদল সেনা। তিনি রেলস্টেশন দখল করেন, রেললাইন এবং টেলিগ্রাফের খুঁটি ধ্বংস করেন এবং তার কেটে ফেলেন। তিনি এভাবে আমাদের পিছু হটার পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্ভীয়াস্কে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। যদি আমার ভুল না হয়, কাপ্পেলের স্টাফদের মধ্যে সাভিঙ্কভও ছিলেন। এই আকস্মিক হামলা আমাদের গার্ডদের পক্ষে সামাল দেয়া কঠিন হয়ে গেল। আমাদের দুর্বল রণাঙ্গন একেবারেই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। তাই আমরা দু'তিন কোম্পানী সৈন্য প্রত্যাহার করলাম। আমার ট্রেনের কমান্ডার ট্রেন এবং রেলস্টেশন রক্ষায় আবার সৈন্য সমাবেশ করলো। রান্নার বাবুর্চি পর্যন্ত সবাইকে যুদ্ধে নিয়োজিত করলো। আমাদের মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমাণ রাইফেল, মেশিনগান এবং হ্যান্ড-গ্রেনেড ছিল। ট্রেন ক্রুদের সবাইকে যোদ্ধা বানানো হয়েছিল। ট্রেন থেকে প্রায় এক ভার্স্ট দূরে আমাদের সৈন্যরা অবস্থান নিল। প্রায় আট ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চললো, উভয় পক্ষে যথেষ্ট

হতাহত হলো। শেষ পর্যন্ত, শত্রুপক্ষ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটলো। এরই মধ্যে স্ভীয়াস্কের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মস্কো সহ পুরো রণরেখা নড়ে উঠল। ছোট ছোট য়ুনিটগুলো আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে এল। খুব দ্রুত রেল লাইন মেরামত করা হলো। নতুন নতুন ডিটাচমেন্টে সেনাবাহিনী আবার পূর্ণ হয়ে উঠল। সে সময় কাজান পত্রিকাগুলো রটালো যে: আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, বন্দী হয়েছি, আমাকে হত্যা করা হয়েছে, এ্যারোপ্লেনে পালিয়ে গেছি ইত্যাদি। তবে বিজয়ের পুরষ্কার হিসেবে আমার কুকুরকে পাকড়াও করা হয়েছে। এই বিশ্বস্ত প্রাণীটি পরেও সব গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনেই ধরা পড়তো। আর-কেবল আমি অল্পের জন্য পার পেয়ে যেতাম। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কুকুরটি হতো চকলেট রঙের তবে মাঝে মাঝে **সেন্ট বার্নাড**ও হতো। আসলে আমার কখনো কোনো কুকুরই ছিল না।



সে সময় স্ভীয়াস্কের রাতগুলো ছিল সবচেয়ে সংকটময়। ভোর তিনটায় আমি স্টাফ কোয়ার্টারগুলো ঘুরেফিরে দেখছিলাম। এমন সময় স্টাফরুম থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: *'তিনি বন্দী না হওয়া পর্যন্ত এ খেলা খেলবেন, নিজেও মরবেন আমাদেরকেও মারবেন।'* আমি দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম। সেখানে জেনারেল স্টাফের দুই তরুণ অফিসার একটি টেবিলে বসে একটি মানচিত্রের দিকে ঝুঁকে আমাকে উদ্দেশ্য করে এসব বলছিলেন। বক্তা আমার দিকে পেছন দিয়ে টেবিলের উপর বেঁকে দাড়িয়েছিলেন। তিনি তার সঙ্গীর মুখে সতর্ক ইশারা পেয়ে চকিতে দরজার দিকে ফিরলেন। তিনি ছিলেন ব্লাগনর‍্যভব (Blagonravov) জার বাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট, এখন এক তরুণ বলশেভিক। তার চোখে–মুখে আতঙ্ক ও লজ্জার মিশ্রণ দেখতে পাচ্ছিলাম। কমিশারি হিসেবে তার কর্তব্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মনোবল চাঙ্গা রাখা। তার বদলে এই সংকটময় মুহূর্তে তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছেন এবং পালাবার মতলব আঁটছেন ! আমার চোখ কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেললাম।

১৯১৭ সনে ব্লাগনর‍্যভব নিজেকে একজন লড়াকু বিপ্লবী হিসেবে প্রমাণ করেন। বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন পিটার-পল দূর্গের কমিশারি। পরে তিনি সামরিক একাডেমির বিদ্রোহ দমনে অংশ নেন। স্মল্নি পিরিয়ডে বিশ্বাস করে তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলাম এবং তিনিও ভালোভাবেই প্রতিপালন করেন। আমি, মজা করে একবার লেনিনকে বলেওছিলাম, *'এমন লেফটেন্যান্ট থেকেই কোন একদিন হয়তো নেপোলিয়ন বেরিয়ে আসবেন। সে বোনাপার্টের মতো ব্লাগো-নর‍্যভব নামের যোগ্যতা রাখে'* (রুশ ভাষায়-এর অর্থ সদাচরণ)। লেনিন এই অপ্রত্যাশিত তুলনা শুনে হাসেন এবং তার চিবুকের হাড় প্রসারিত করে অনেকটা ধমকের সুরে বলেন, *'ঠিক আছে, মনে হয় আমরা বোনাপার্টের ম্যানেজ করতে পেরেছি, তাই না?'*

'সবকিছুই ভগবানের হাতে' আমি মজা করে তার উত্তর দিয়েছিলাম। মুরাভিয়বের প্রতারণায় পড়ে যখন সেখানকার জনগণ ঘুমাচ্ছিল, তখন এই ব্লাগনর‍্যভবকেই আমি পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাই। যখন ক্রেমলিনে লেনিনের রিসেপসন-রুমে আমি ব্লাগনর‍্যভবকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, সে মনমরা ভাব নিয়ে উত্তর দিল: 'সামগ্রিকভাবে বিষয়টি এই যে, বিপ্লব ক্ষয়ের দিকে এগুচ্ছে।' সে সময়টা ছিল ১৯১৮ সনের মাঝামাঝি। আমি সক্ষোভে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,'তুমি কি এত দ্রুত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছো?' ব্লাগনর‍্যভব নিজেকে সামলে নিয়ে, কণ্ঠস্বর পাল্টে অঙ্গীকার করল যে, যা যা দরকার সে সবই করবে। আমি আশ্বস্ত হলাম।

আর এখন আমাদের দারুণ সংকট মুহুর্তে ডাহা প্রতারণা করা অবস্থায় আমি তাকে হাতে-নাতে ধরলাম!

আমরা করিডোর দিয়ে হাঁটছিলাম। যেন অফিসারদের সামনে আলোচনা করতে না হয়। ব্লাগনর‍্যভব ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে কাঁপছিল। নিরাশ হয়ে বার বার অনুরোধ করছিল *'দয়া করে আমাকে ট্রাইবুনালে দাঁড় করাবেন*

না। আমাকে পদানত করে যে কোন দন্ডাদেশ দেন আমি মাথা পেতে নেব।' আমার ভবিষদ্বানী মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আমার নেপোলিয়ন হওয়ার প্রার্থী এখানে ভেজা মুরগীর মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে পদ থকে ডিসমিস করে কম দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হলো।

বিপ্লব এক বিশাল ভোজনবিলাসী পেটুক। গ্রোগ্রাসে গিলে খায় মানুষকে এবং তার চরিত্রকেও। দুঃসাহসী মানুষকে নিয়ে যায় সর্বনাশের দিকে এবং কম সাহসীর আত্মাকে করে বরবাদ। আজ ব্লাগনর‍্যভব বর্তমান শাসকদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশ সংস্থা স্টেট পলিটিক্যাল বোর্ডের একজন সদস্য। স্তীয়াস্কের কথা মনে করে হলেও তাকে এখন 'স্থায়ী বিপ্লব'কে ঘৃণা করতে শিখতে হবে ।

স্ভীয়াস্ক এবং কাজানের মধ্যখানে বিপ্লবের ভাগ্য থর থর করে কাঁপছিল। ভল্গা ছাড়া পিছু হটার সব পথ বন্ধ। বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সোভিয়েতের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো যে, স্ভীয়াস্কে আমার নিরাপত্তার কারনে তাদের স্বাধীন কার্যক্রম সীমিত করতে হয়। এমতাবস্থায় আমার উচিত যত দ্রুত সম্ভব নদী পথে চলে যাওয়া। এই দাবী করার অধিকার তাদেরকে দিয়েছিলাম। প্রথম থেকেই আমি নিয়ম করি যে, স্ভীয়াস্কে আমার উপস্থিতি কোন মতেই যেন সেনাবাহিনীর হাই কম্যান্ডকে বিব্রত বা বাধাগ্রস্ত না করে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে আমাকে অবহিত করতে হবে। আমি যখন যে যে রণাঙ্গনে যেতাম এই নিয়মের প্রতি সব সময় সজাগ থাকতাম। সুতরায় এখানেও আমি তাদের চাহিদার সাথে একমত হই এবং নদীপথে পার হওয়ার প্রস্তুতি নেই। যাত্রীবাহী জাহাজ আমার জন্য প্রস্তুত রাখা হলেও আমি টর্পেডো বোট ব্যবহার করি। চারটি টর্পেডো বোট, খুব কষ্ট করে মারিনিস্ক খাল দিয়ে ভলগায় আনা হয়। তখন পর্যন্ত নদী পথে চলা মাত্র অল্প ক'টি স্টিমারে কামান এবং মেশিন গান সজ্জিত করা হয়।



সেই রাতে **রাসকলনিকভের** (Fyodor Raskolnikov) কমান্ডে ফ্লোটিলা বা ছোট ছোট রণতরীর বহর নিয়ে কাজানে এক অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা করা হয়। ফ্লোটিলাটিকে সাদাদের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রহরায় নিযুক্ত উঁচু অন্তরীপে স্থাপিত দু'টি কামান অতিক্রম করতে হবে। অন্ত রীপ গুলোর পরেই নদী বাঁক নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখানে শত্রুর নৌবহরের অবস্থান। নদীর ওপারে অরক্ষিত কাজান শহর। পরিকল্পনা করা হয়েছিল রাতের আঁধারে অন্তরীপ পার হয়ে শত্রুর ফ্লোটিলা এবং তীরবর্তী গোলন্দাজ বহর ধ্বংস করে শহরে গোলা নিক্ষেপ করা হবে।

রণসাজে সজ্জিত হয়ে ফ্লোটিলাটি রাতের আঁধারে আলো নিভিয়ে নিভৃতে যাত্রা করল। ভল্গার দু'জন প্রবীণ পাইলট, মুখে ছোট ছোট পাতলা দাঁড়ি ক্যাপ্টেনের পরেই দাঁড়িয়ে। তারা স্বেচ্ছায় আসেনি। তাই প্রতি মুহূর্তে মরার ভয়ে কাঁপছিল, নিজেদের ভাগ্যকে দুশছিল আর আমাদের অভিশাপ দিচ্ছিল। এখন সবকিছু তাদের উপর নির্ভরশীল। ক্যাপ্টেন মাঝে মাঝে তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছিলো যে, যদি জাহাজ চড়ায় আটকে দেয়া হয়, তবে দু'জনকেই গুলি করে মারা হবে। আমরা অন্তরীপের ঠিক পাশ ঘেঁষে আসতেই সাঁই করে চাবুকের কষাঘাতের মতো একটি গুলির শব্দ আঁধারের বুকে চিরে নদীর দিকে ছুটে গেল। তার পরপরই পাহাড়ের দিক থেকে কামানের গোলা ছুটে এল। আমরা নিঃশব্দে চলতে থাকলাম। নীচে আমাদের পেছনেও পাল্টা গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কাপ্তেনের মঞ্চে আমাদের রক্ষাব্যুহ হিসেবে ব্যবহৃত লোহার পাতে ক্রমাগত বুলেটের আঘাত বাজছিল। আমরা গুটিশুটি মেরে পড়ে রইলাম। সারেংরা নীচে কুঞ্চিত অবস্থায় তাদের তীক্ষ্ণ চোখে আঁধারে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল এবং ক্যাপ্টেনের সাথে চাপা উত্তেজনাময় ফিস ফিস শব্দে কথা বলছিল। এক সময় অন্তরীপ পার হয়ে লক্ষ্যের নাগালে পৌঁছলাম। পেছনে নদী তীরের উল্টো দিকে কাজান শহরের আলো দেখা যাচ্ছিলো। আমাদের পেছনে উপরে এবং নীচে তথনও অবিরাম গোলাগুলি চলছিল।

দু'শো গজেরও কম দূরে শৈল-শ্রেণী পরিবেষ্টিত নদীতীরে শত্রুর ফ্লোটিলা। তরীগুলোকে মনে হচ্ছিল এক বড় গণসমাবেশ। রাসকল্‌নিকভ সেগুলোকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ধাতব দেহী টর্পেডো বোট তার নিজস্ব কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। বোটটি যেন গোঙানি দিয়ে জোরে চ্যাঁচিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় তার লৌহ জঠর থেকে গোলা প্রসব করছিল। আমরাও তার ঝাঁকুনিতে কাঁপছিলাম। আমাদের একটি গোলা শত্রুর একটি তৈলবাহী বজরায় আঘাত হানল। মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে রাতের আঁধার নগ্ন হয়ে গেল। বিনা অভ্যর্থনায় আচমকা ভল্গার ওপর অতি উজ্জ্বল এক বিশাল আলোর মশাল জেগে উঠল। এবার আমরা জেটির দিকে গোলাবর্ষণ শুরু করলাম। জেটির ওপর কামান স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কিন্তু প্রত্যুত্তর ছিল না। গোলন্দাজরা সম্ভবত কামান রেখে পালিয়েছে। নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা আলোকজ্জ্বল। আমাদের পেছনেও কেউ ছিল না। আমরা একা; শত্রু গোলন্দাজরা আমাদের অন্যান্য বোটগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমাদের টর্পোডোটি সেই উজ্জ্বল আলোর মধ্যে একা যেন সাদা থালায় একটি মাছি। পরমূহুর্তেই আমরা অন্তরীপ এবং জেটির মাঝখানে ক্রস-ফায়ারে পড়ে গেলাম। আমাদের নীরব নিঃশব্দে পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সর্বোপরি আমরা বোটটির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলাম না। গোলার আঘাতে তার স্টিয়ারিং গিয়ার ভেঙে গেছে। হাত দিয়ে দাঁড় বাইতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ছেঁড়া শিকল জটপাকিয়ে গেল এবং দাঁড় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করতে হল। নৌকাটিকে ধীরে ধীরে স্রোতের পক্ষে টেনে নিয়ে কাজান তীরে ভীড়ানো হলো। তখন এটি একটি আধা ডোবা বজরা। একই সাথে ফায়ারিংও থামলো। দিনের মতো আলো এবং রাতের মতো নীরবতা তখন চারিদিকে।

আমরা যে ফাঁদে পড়েছিলাম, শেলবিদ্ধ হয়ে যে গুঁড়িয়ে যাইনি, এটা অভাবনীয় ব্যাপার। তখনও বুঝতে পারিনি আমাদের অতর্কিত হামলায় শত্রুপক্ষের ভয়ভীতি এবং ক্ষতি কতটুকু ঘটেছিল। শেষে তরুন কমান্ডারগণ সিদ্ধান্ত নিলেন বজরা থেকে বেরুতে হবে। এজন্য ডান ও বাম পাশের ইঞ্জিন পালাক্রমে চালু করে বোটকে সচল করতে হবে। এটা সফল প্রমাণিত হলো। তেলের বজরাটি তখনও জ্বলছিল। তার আলোতেই আমরা অন্তরীপে উঠলাম। সেখানে কোন গোলা-গুলি হলো না। অন্তরীপে গিয়ে আবার আমরা আঁধারে ডুবে গেলাম। ইঞ্জিন রুমে একজন নৌসেনা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; তাকে সেখান থেকে তুলে আনা হলো। টিলার ওপরে স্থাপিত কামান থেকে একটি গোলাও নিক্ষিপ্ত হয়নি। বুঝলাম যে, আমাদের পিছু লাগার মতো সেখানে কেউ নেই। আমরা নিরাপদ বোধ করলাম। 'নিরাপদ' শব্দটা লেখা খুব আরামপ্রদ মনে হলো। সিগারেট ধরানো হলো। আমাদের গোলার আঘাতে পুড়ে ছাই হওয়া একটি গানবোটের অবশেষ তীরে অকেজো হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য বোটে অল্প কয়েকজন আহত লোককে দেখতে পেয়ে বুঝলাম আমাদের টর্পেডো বোট থেকে নিক্ষিপ্ত তিন ইঞ্চি শেল সঠিকভাবেই শত্রুকে আঘাত করতে সক্ষম হয়। তখন সূর্য উঠার পূর্ব লগ্ন। সবাই অনুভব করলাম এ যেন আমাদের দ্বিতীয় জন্ম।

এক ঘটনা অন্যটিকে অনুসরণ করে। একজন বৈমানিক এই মাত্র নীচে নেমে একটি শুভ সংবাদ নিয়ে এলো আমার কাছে। কসাক আজিনের (Cossack Azin) অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় সেনা দলের একটি ডিটাচমেন্ট উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গন থেকে এই মাত্র কাজান পৌঁছেছে। তারা দু'টি সামরিক যান কব্‌জা করেছে, দু'টি কামান অকেজো করেছে, একটি শত্রু সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেছে, এবং কাজান থেকে বারো ভার্স্ট দূরে দুটি গ্রাম দখল করেছে। বিমান সেনাটি তক্ষুনি নির্দেশনা এবং একটি আবেদন নিয়ে আবার উড়ে চলে গেল ফিরে। দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমনের বজ্র আঁটুনিতে কাজান সংকুচিত হয়ে আসছিল। আমাদের অতর্কিত নৈশ হামলা সাদাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। এটা শীঘ্রই জানতে পারি আমাদের তথ্যানুসন্ধান সেনাকর্মীর কাছ থেকে। শত্রুর ফ্লোটিলা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তীরের গোলন্দাজ ইউনিট একেবারে

নিথর করে দেয়া হয়েছে। 'টর্পোডো-বোট' ভল্গায় সাদাদের বিরুদ্ধে যে সুফল এনেছে, তার কিছুক্ষণ পরে পেত্রগ্রাদেও তরুন লাল বাহিনী 'ট্যাংক' দিয়ে একই ঘটনা ঘটিয়েছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছিলো যে বলশেভিকদের হয়ে জার্মানরাও যুদ্ধে নেমেছে। সুবিধাভোগী ধনিক শ্রেণী দলে দলে কাজান ছেড়ে পালাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এলাকাগুলো আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে। পাউডার শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেছে। আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে আবার অদম্য আক্রমণাত্মক জোস স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

আমার স্ভীয়াস্কে অবস্থান করার মাসটি কানায় কানায় ভরা ছিল উত্তেজনাকর উপাখ্যানে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটতো। রাতে দিনে সমান তালে। যুদ্ধ এই প্রথম আমার সামনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধটি ছিল ছোট; আমাদের মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য এতে যোগ দেয়। কিন্তু আকারে ছোট হলেও ছিল যুদ্ধের একটি সজীব নমুনা। সে কারনে এর বিস্ময়কর অস্থিরতা সরাসরি এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই ছোট যুদ্ধটিই ছিল আমাদের জন্য এক বিরাট বড় পাঠশালা।

ইতোমধ্যে কাজান পরিস্থিতি এমনই পরিবর্তন হলো যে চেনার উপায় ছিল না। বিভিন্ন ডিটাচমেন্ট একত্রে মিলে একটি নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত হলো। পেত্রগ্রাদ, মস্কো এবং অন্যান্য জায়গা থেকে শ্রমিক-কর্মচারী-কমুনিস্টরা এসে শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করলো। রেজিমেন্টগুলো মজবুত হতে থাকলো। ইউনিটগুলোর ভেতরে কমিশারিরা সর্বহারা একনায়কত্বের সরাসরি প্রতিনিধি হিসেবে বিপ্লবী নেতার গুরুত্ব পেল। সামরিক আদালতের বিচার সবাইকে চাক্ষুষভাবে দেখালো যে বিপ্লব যখন মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের দরকার হয়। প্রচারণা, সংগঠন, বিপ্লবী দৃষ্টান্ত এবং দমননীতি অল্প কয়েক হপ্তার মধ্যেই প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এলো। একটি দোদুল্যমান, নির্ভরতাহীন এবং ভগ্ন-মনস্ক জনতা এক সত্যিকার সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হলো। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো; ছোট ছোট রণতরীগুলো নদীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলো; বিমান সেনারা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করলো। আমার বিশ্বাস জন্মালো যে খুব শীঘ্রই আমরা কাজান মুক্ত করতে সক্ষম হবো।

১লা সেপ্টেম্বর মস্কো থেকে হঠাৎ আমি একটি সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম পেলাম *'এক্ষুনি চলে আসুন। ভ্লাদিমির ইলিচ আহত, কতখানি মারাত্মক এখনও জানা যায়নি। এটি আদেশ হিসেবে বলবৎ যোগ্য। ৩১ আগস্ট ১৯১৮। স্ভায়ার্দলভ।'* আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম। মস্কোতে পার্টি সার্কেলে মনোভাব ছিল গুমোট ও বিষণ্ন কিন্তু পুরোপুরি অবিচল। এই প্রত্যয়ের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে স্ভায়ার্দলভের মধ্যে। চিকিৎসকরা ঘোষণা করলেন যে, লেনিনের জীবন বিপদমুক্ত এবং খুব শীঘ্রই সেরে উঠবেন। আমি পূর্ব রণাঙ্গনের সাফল্যের সম্ভাবনার সংবাদ দিয়ে দলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলাম। আবার দ্রুত ফিরে এলাম স্ভীয়াস্কে।

কাজান মুক্ত হয় ১০ই সেপ্টেম্বর। তার দু'দিন পরে আমাদের প্রথম সেনাদল সিমবির্স্ক দখল করে। এতে আমি অবাক হইনি। তাদের অধিনায়ক আগস্টের শেষে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ১২ই সেপ্টেম্বরের আগেই তিনি সিমবির্স্ক মুক্ত করবেন। শহরটা মুক্ত করেই তিনি টেলিগ্রাম পাঠান *'আদেশ পালিত হয়েছে। সিমবির্স্ক এখন মুক্ত'*। ইতোমধ্যে লেনিনও সেরে উঠেছেন। তিনি বিজয়ানন্দে উৎসাহব্যঞ্জক অভিনন্দন জানালেন টেলিগ্রামে। সকল রণাঙ্গনেই পরিস্থিতির উন্নতি হতে লাগলো।



পঞ্চম সেনাদলের প্রধান এখন **আইভান নিকিতিচ স্মার্নভ** (Ivan Nikitich Smirnov)। এটা ছিল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্মার্নভ সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ বিপ্লবী ধরনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি ত্রিশ বছর আগে র‍্যাংক সার্ভিসে ঢোকেন। কেউ তাকে চিনতো না এবং তিনিও কারো কাছে যাননি। প্রক্রিয়াশীলদের অন্ধকারময় বছরগুলোতে স্মার্নভ তলে তলে পথ করে নিতেন। যখন সবাই প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়ে, তখনও তিনি অবিচলভাবে কাজ করে গেছেন, মন তার

ভাঙেনি। আইভান নিকিতিচ ছিলেন সব সময় কর্তব্যপরায়ণ। এ দিক থেকে একজন বিপবী একজন আদর্শ সৈনিকের মতো এবং সেজন্য একজন বিপ্লবী একজন সুন্দর মানুষ হতে পারেন। তিনি শুধু তার নিজের প্রকৃতি বা মেজাজ মর্জিকে মান্য করতেন। তিনি সব সময় ছিলেন দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার আদর্শ নমুনা। তার মধ্যে অন্যদের মতো কোন নিষ্ঠুরতা ছিল না। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে ভাল কর্মীরা তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতেন। লারিসা রিজনার কাজান দখলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন: *'আইভান নিকিতিচের চেয়ে বেশী সম্মান কেউ পায়নি। প্রত্যেকেই অনুভব করতো যে, সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে তিনি থাকবেন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সাহসী।'* স্মির্নভের ক্লান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় পন্ডিতিপনা বা আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের চিহ্নও ছিল না। তিনি সৈনিকদের মধ্যে সবচেয়ে মিশুক, হাসি-খুশি এবং রসিক ছিলেন। লোকজন তার কর্তৃত্বের অধীনে থাকার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতো। কারণ তার কর্তৃত্বে গোঁয়ার্তুমি বা প্রশ্নাতীতভাবে অবশ্যপালনীয় বাধ্য-বাধকতা ছিল না,এমনকি পুরোপুরি তর্কাতীত বিষয় হলেও।

লারিশা রিজনার (Larissa Reisner) আইভান নিকিতিচ্‌কে বলতেন 'স্তীয়াস্কের বিবেক'। রিজনার নিজেও



পঞ্চম সেনাদলে এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী হিসেবে দীপ্যমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই বিরল নারী এসেছিলেন বিপ্লবের আকাশে জ্বলন্ত উল্কার মতো আলোর ঝালকানিতে চোখ ঝলসে দেয়ার মতো রূপ-গুণ নিয়ে। দেখতে ছিলেন অলিম্পিয় দেবীর মতো এবং তার মধ্যে ছিল সূক্ষ্মদর্শী ও শ্লেষপটু মন এবং একজন যোদ্ধার সাহস মেশানো। সাদারা কাজান দখল করার পর তিনি একজন চাষী বউয়ের ছদ্মবেশে শত্রু ক্যাম্পে গিয়েছিলেন তাদের অবস্থান, শক্তি-সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্বন্ধে জানার জন্য। কিন্তু তার অসাধারণ চেহারার কারনে ধরা পড়ে যান। তাকে যখন জাপানি গোয়েন্দা অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল, বিরতির সুযোগে তিনি গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসেন। তারপর থেকে তাকে গোয়েন্দা কাজে নিয়োগ করা হয়। পরে তিনি যুদ্ধ জাহাজে যোগ দিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিতেন। গৃহযুদ্ধের ওপর তার লেখা বিবরণ এখন সাহিত্য। একই রকম আগ্রহ নিয়ে তিনি উরালের কল-কারখানা এবং জার্মানীর রূহুর (Rhur) নদী-তীরে গড়ে ওঠা কারখানা শ্রমিকদের উত্থান নিয়েও লিখেছিলেন। সবকিছু জানার উদগ্র আকাঙ্খা ছিল তার এবং সব কাজেই অংশ নিতে চাইতেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীর লেখক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি এবং জলের গ্রাস থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে বিপ্লবের এই পালদেবী (Pallas) মস্কোর শান্তিপূর্ণ পরিমন্ডলে এসে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই 'টাইফাসে' আক্রান্ত হয়ে মারা যান। (লারিসা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন রাসকলনিকভের স্ত্রী এবং রাদেকের প্রেমিকা– ভাষান্তরিক।)

একজন ভাল কর্মী আরেকজনকে টেনে আনে। গোলাগুলির মধ্যেই সৈনিকরা এক সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্র চালানো শিখে ফেলে। সেনাবাহিনী খুব জাঁকজমকের সাথে দাঁড়িয়ে যায়। কাজান পূণরুদ্ধারের মুহূর্ত থেকে বিপ্লবের নিম্নতম অধোগতি আমরা পেছনে ফেলে আসি। এর সঙ্গে সঙ্গে গরীব চাষীদের জীবনেও এক প্রচন্ড পরিবর্তন ঘটে। সাদারা গরীব চাষীদেরকে (Muzhiks) তাদের রাজনীতির অআকখ শেখাচ্ছিল। মাত্র সাত মাসের মধ্যে রেড আর্মি প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন (চার কোটি) মানুষ সহ এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) বর্গ কিলোমিটার ভূমি মুক্ত করে। বিপ্লব আবার এগুতে থাকে। সাদারা কাজান থেকে পালিয়ে যাবার সময় প্রজাতন্ত্রের সংরক্ষিত সোনা লুট করে। এই সোনা জেনারেল হফম্যানের ফেব্রুয়ারী মাসের আক্রমনের সময় পর্যন্ত সেখানে সঞ্চিত ছিল। আমরা আরো পরে সেসব সোনা পুণরুদ্ধার করি এবং এডমিরাল কলচাককেও আটক করি।

সবশেষে আমি যখন স্তীয়াস্ক থেকে চোখ ফেরাই তখন দেখি গোটা য়ুরোপেই কিছু না কিছু পরির্তন শুরু হয়েছে। জার্মান সেনাবাহিনী তখন নিরাশাজনক অবস্থায় পতিত।

৩৪ । রেলগাড়িটি ।

এখন সময় এসেছে সামরিক বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যানের রেলগাড়িটি নিয়ে কিছু বলার । বিপ্লবের সবচেয়ে শক্তিময় বছরগুলোতে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে বাঁধা ছিল রেলগাড়িটির সঙ্গে । আবার রেলগাড়িটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল লাল বাহিনীর (the Red Army) সঙ্গে এবং সংযোগ রক্ষা করতো সকল রণাঙ্গনের বিভিন্ন ঘাঁটির সঙ্গে । জরুরী সমস্যাগুলো যেখানে দরকার ঠিক সেখানেই সমাধান করা হতো । শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সরবরাহ, আবেদন-নিবেদন, শাস্তি, পুরষ্কার, আপীল সব কাজ রেলগাড়িটিতেই সারা হতো ।



একটি সেনাবাহিনী যুদ্ধ ও প্রত্যাঘাত ছাড়া যথার্থভাবে তৈরী করা যায় না । যদি বাহিনীর নিজস্ব কমান্ডের শক্তিতে মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা সঞ্চিত না থাকে, তবে সৈনিকদেরকে গণহারে আত্মত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায় না । বিদ্বেষপরায়ণ লেজবিহীন বানর জাতীয় প্রাণী 'মানব' প্রজাতি, যতদিন পর্যন্ত তাদের কৃৎ-কৌশল ও প্রযুক্তির সাফল্যের অহংকার দেখাতে থাকবে, ততদিন তারা সেনাবাহিনী তৈরী করবে এবং যুদ্ধেও লিপ্ত হবে । এবং ততদিন সেনাবাহিনীর কমান্ডের নীতিগত ও আইনগত কাজ হবে সৈনিকদেরকে রণাঙ্গনের সামনে ও পিছনে অনিবার্য সম্ভাব্য মৃত্যুর মাঝে থাকতে বাধ্য করা । তবে মনে রাখতে হবে, ভয় দিয়েও সেনাবাহিনী গড়া যায় না । কেরেন্স্কি মৃত্যুদণ্ড রহিত করার চেষ্টা করতে গিয়েই জারের সেনাবাহিনীকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে; যুদ্ধ কিংবা প্রতিঘাতের অভাবে সে বাহিনী ধ্বংস হয়নি । এক বিশাল ভয়াবহ যুদ্ধের ছাইয়ের স্তুপ থেকে বলশেভিকদের এক নতুন সেনাবাহিনী তৈরী করতে হয়েছে । এই নতুন বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল অক্টোবর বিপ্লব । আর সেই শক্তি সরবরাহ করেছে এই রেলগাড়িটি রণাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে । যাদের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও আছে তাদের কাছে এসব সত্য ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া নিষ্প্রয়োজন ।

কালুগা, ভরোনেঝ এবং রায়াজান প্রদেশের সোভিয়েতগুলো লাল বাহিনীতে যোগদানের জন্য সমন জারী করে । কিন্তু হাজার হাজার তরুণ চাষী সে ডাকে তেমন সাড়া দেয়নি । কারণ তখন যুদ্ধ চলছিল তাদের প্রদেশগুলোর চেয়ে বহু দূরে । সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান না হওয়ার ফলে লাল বাহিনী গঠনের কার্যক্রম ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছিল না । যারা সমনে সাড়া দেয়নি তাদের পলাতক ঘোষণা করা হয় । তাদেরকে ধরার জন্য আইনানুযায়ী শক্ত অভিযান চালু করা হয় । রায়াজান প্রদেশের যুদ্ধ কমিশারিয়েত প্রায় পনের হাজার পলাতককে জড়ো করতে সমর্থ হলো । রায়াজান দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম । আমাদের সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করে বললেন, *'যে কোন বিপজ্জনক কিছু ঘটে যেতে পারে'* । তবে সবকিছু সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হয় । তাদেরকে ব্যারাক থেকে ডেকে আনা হয় এই বলে, *'পলাতক কমরেডগণ, সভাস্থলে আসুন । কমরেড ট্রটস্কি আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছেন ।'* তারা সবাই স্কুল বালকদের মতো কৌতুহল নিয়ে আনন্দোল্লাস করতে করতে এসে জড়ো হলো । আমি তাদের সম্বন্ধে খুব খারাপ কল্পনা করেছিলাম এবং তারাও আমার সম্বন্ধে খুব ভয়ংকর কল্পনা

করেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বিশাল জনতা আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তারা অসংযত, শৃঙ্খলাবিহীন হলেও বৈরী ছিলনা। 'পলাতক কমরেডরা' বেশ কৌতুহল নিয়ে ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছিলো। আমি ব্যারাকের উঠানে একটি টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় দেড় ঘন্টা তাদের সাথে কথা বললাম। তারা সবাই ছিল দ্রুত অনুকূল সাড়া দেয়ার মতো স্রোতা। পরিশেষে, অনুরোধ করলাম বিপ্লবের প্রতি যদি সত্যি তারা আনুগত্য পোষণ করে তবে তার চিহ্নস্বরূপ দু'হাত তুলে যেন সমর্থন প্রকাশ করে। এভাবে আমি তাদেরকে পরস্পরে চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমি নিজেও লক্ষ করলাম নতুন চিন্তাধারা তাদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তারা সত্যিকার অর্থেই প্রবল উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারা আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়, কৌতুহলগ্রস্থ হয়ে আমাকে দেখে, কেউই আমাকে ভয় পায়নি, আনন্দে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করে। আমাকে বিদায় জানাতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। আমি পরে জেনে গৌরব বোধ করেছি যে তাদেরকে কষ্টকর প্রশিক্ষণ দেয়ার মোক্ষম অস্ত্র ছিল এটা মনে করিয়ে দেয়া: *'কমরেড ট্রটস্কির কাছে তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'* এই পলাতক'দের দিয়ে গড়া রায়াজান রেজিমেন্ট পরে রণাঙ্গনে এবং বিভিন্ন লড়াইয়ে বেশ ভাল রণনৈপুণ্য দেখায়।

মনে পড়ে যায় ওডেসার সেন্টপল 'রিয়েলস্কুলে' আমার সেকেন্ড গ্রেডের স্মৃতি। চল্লিশটি বালক বাস্তবিকভাবে অন্য যে কোন চল্লিশ বালকের চেয়ে আলাদা কেউ ছিল না। কিন্তু যখন বার্নান্দে তার কপালের রহস্যময় ক্রস নিয়ে এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট মেয়ার ও উইলহেম, ইন্সপেক্টর কামিন্সকি ও পরিচালক সোহানব্যাক তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দুঃসাহসী এবং নিন্দুক ছেলের দলকে আঘাত করলো, লেজুড়বৃত্তি করা এবং ঈর্ষাকাতর মূর্খের দল তখনি খুব দ্রুত তাদের মাথা নীচু করে ফেলল এবং অন্যদেরকেও তাদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করালো।

প্রতিটি রেজিমেন্ট, প্রতিটি কোম্পানি নানান বৈশিষ্ট্যের লোক নিয়ে গঠিত হয়। এদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং আত্মোৎসর্গী লোকের সংখ্যা কমই থাকে। তার ঠিক উল্টো পিঠেও নগন্য সংখ্যক মনোবলহারা, ফাঁকিবাজ এবং সচেতনভাবে বৈরীভাবাপন্ন লোক থাকে। এই দুই সংখ্যালঘু দলের মাঝখানে থাকে মধ্যপন্থী দোদুল্যমান এবং সিদ্ধান্তহীন এক বিরাট গ্রুপ। যখন ভালো লোকগুলো যুদ্ধে হেরে যায় বা কোনঠাসা হয় এবং ফাঁকিবাজ ও শত্রুরা প্রাধান্য পেয়ে যায়, তখন সেনাদলটি শান্তিবাদী হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মধ্যপন্থী বিশাল গ্রুপটি বুঝতে পারেনা কাকে অনুসরণ করবে এবং বিপদের সময় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ১৯১৯ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মস্কোর **কলাম হলে** (The House of the Unions) অনুষ্ঠিত তরুণ কমান্ডারদের সমাবেশে আমি বলেছিলাম: *'আমাকে তিনহাজার পলাতক দাও এবং তাদেরকে রেজিমেন্ট রূপে স্বীকৃতি দাও। আমি তাদেরকে একজন লড়াকু কমান্ডার, একজন ভাল কমিশারি, ব্যাটালিয়ন, কোম্পানি ও প্লাটুনের জন্য মানানসই অফিসার দেব এবং এই তিন হাজার পলাতককে চার হপ্তার প্রশিক্ষণ দিয়ে এক অসাধারণ রেজিমেন্ট তৈরি করে আমাদের বিপ্লবী দেশকে উপহার দেবো।'*



আমি আরো বলেছিলাম, *'বিগত কয়েক হপ্তা ধরে নার্ভা এবং পশকভ রণাঙ্গনের বিভিন্ন সেকশনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট কয়েকটি সেনা য়ুনিটকে একত্রিত করে আমরা বেশ বড় পরিশুদ্ধ লড়াকু এক সেনাদল গড়তে পেরেছি। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা এই পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছি।'*

অল্পকিছুদিনের বিরতি ছাড়া আড়াই বছর আমি একটি **রেলওয়ে-কোচে** বাস করেছি। এটি আগে ব্যবহার করতেন যোগাযোগ মন্ত্রী। এতে মন্ত্রী পদমর্যাদার উপযোগী যথেষ্ট আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকলেও কাজ করার উপযোগী ব্যবস্থাদি তেমন ছিল না। গাড়িতে গিয়ে আমি যাদের পাই, তারা রিপোর্ট সংগ্রহ করতো,

স্থানীয় সিভিল ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করতো, টেলিগ্রাফিক মেসেজ আদান–প্রদান পরীক্ষা করতো, বিভিন্ন আদেশ–নির্দেশ এবং প্রবন্ধাদির শ্রুতলিপি গ্রহণ করতো। দীর্ঘ যাত্রায় এই গাড়িতেই থাকতাম। সঙ্গিদের নিয়ে রণাঙ্গনে যেতে হলে মোটরগাড়ি ব্যবহার করতাম। ফাঁক পেলে কাউত্স্কির বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বই লেখায় ডিকটেট করতাম। ঐ বছরগুলোতে পুলম্যানের চাকা এবং স্প্রিংএর সঙ্গে থেকেই চিন্তা করতে এবং লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।



৭ আগস্ট ১৯১৮ এর রাতে মস্কোতে তাড়াহুড়ো করে আমার জন্য এই রেলগাড়িটির ব্যবস্থা করা হয়। ভোরে যাত্রা শুরু করি চেকোশ্লোভাক রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে স্ভীয়াস্কে। গাড়িটি পূণর্মেরামত করে আরো কর্মোপযোগী করা হয়। ১৯১৮ সালের মধ্যেই এটি একটি ভ্রাম্যমাণ প্রশাসনিক দপ্তরে পরিণত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হয়: সচিবালয়, ছাপাখানা, টেলিগ্রাফ স্টেশন, রেডিও স্টেশন, বৈদ্যুতিক জেনারেটার স্টেশন, লাইব্রেরী, গ্যারাজ থেকে গোসলখানা পর্যন্ত। ট্রেনটি এত ভারী ছিল যে, একে টানার জন্য দুটো ইঞ্জিন লাগতো; পরে একে দু'টো ট্রেনে বিভক্ত করা হয়। রণাঙ্গনের কোন সেকশনে কখনো থামতে বাধ্য হলে, একটি ইঞ্জিন কুরিয়ারের কাজে আর অন্যটি গাড়ি টানার কাজে থাকতো। রণাঙ্গন সবসময় পরিবর্তিত হতো এবং কখনো কেউ ঝুঁকি নিত না। (ছবি: ট্রটস্কির রেলওয়ে–কোচ।)

ট্রেনটির পুরো তথ্য এ মুহূর্তে আমার কাছে নেই। এটি যুদ্ধ বিভাগের আর্কাইভে রাখা হয়। এক সময় আমার তরুণ সহকারীরা তার উপর যত্নশীল ছিল। একবার পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পাই গৃহযুদ্ধের প্রদর্শনীতে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ট্রেনটির গতিপথের রেখাচিত্র/ডায়াগ্রাম তৈরী করা হয়। পরে একে গৃহযুদ্ধের জাদুঘরে রাখা হয়। আজ নিশ্চয়ই আমার কাজের স্মৃতির বাহক এমন হাজার দুয়েক এক্সিবিট: যেমন প্লাকার্ড, ঘোষণাপত্র, আদেশনামা, পতাকা, ফটোগ্রাফ, চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র, বই এবং বক্তৃতামালা প্রভৃতির মতো রেলগাড়িটিকেও নিশ্চয়ই গায়েব করা হয়েছে।

১৯২২ - ১৯২৪ সনের দিকে, বিরোধীদের ওপর তখনও নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়নি। সেনাবাহিনীতে এবং গৃহযুদ্ধে আমার ভূমিকা ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে মিলিটারি পাবলিশিং হাউজ পাঁচ খন্ডের একটি সংকলন প্রকাশ করে। এগুলোয় ট্রেনের ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত ছিল না। ট্রেন থেকে যে পত্রিকা বের করা হতো তার নাম ছিল en route। পত্রিকাটির প্রধান প্রধান রচনায় আমার অনন্ত পরিক্রমন পথে বিভিন্ন স্টেশনের নাম পাওয়া যাবে। আমি আংশিক বলতে পারি, যেমন ট্রেনটি থামতো: সামারা, চেল্যাবিস্ক, ভিয়াটকা, পেত্রগ্রাদ, বালাসভ, স্মলেন্সক; তারপর আবার সামারা হয়ে রোস্তব-অন-ডন, নভোচার্কাস্ক, কিয়েভ, ঝিতুমির ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুদ্ধের সময় ট্রেনটি মোট কত দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে তার সঠিক হিসাবও আমি রাখিনি। তবে আমার সামরিক বইগুলোর কোন একটির নোটে উল্লেখ করা আছে যে, ট্রেনটি মোট ছত্রিশটি সফরে এক লাখ পাঁচ হাজার কিলোমিটারেরও বেশী পথ অতিক্রম করে। আমার এক ভূতপূর্ব পর্যটক বন্ধু লিখেছিলেন: তিনি তার স্মৃতি থেকে গুণে দেখেছেন যে তিন বছরে আমরা ভূপৃষ্ঠ সাড়ে পাঁচবার পরিভ্রমণ করতে পারি। সে হিসেবে উপরোক্ত অংকটি তার দ্বিগুণেরও বেশী। তবে এ দূরত্বের মধ্যে মোটরগাড়িতে করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যে হাজার হাজার কিলোমিটার গিয়েছি তা গণনা করা হয়নি। যেহেতু ট্রেনটি সবসময় সবচেয়ে জটিল পয়েন্টগুলোয় যেত, এর ভ্রমণের রেখাচিত্রটি বিভিন্ন রণাঙ্গনের আপেক্ষিক গুরুত্বের সঠিক চিত্র তুলে ধরবে। সবচেয়ে বেশী

সফর হয়েছে ১৯২০ সনে যুদ্ধের শেষ বছরে। আর সবচেয়ে বেশীবার সফর হয়েছে দক্ষিণ রণাঙ্গনে। কারণ তখন এটি ছিল সবচেয়ে বড়, বিরূপ ও বিপজ্জনক রণাঙ্গন।

সামরিক বিপ্লবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এই ট্রেনে করে গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে কেন ঘুরে বেড়াতেন? তার সহজ উত্তর 'জয়লাভের জন্য'। কিন্তু ট্রেনটি রণাঙ্গনকে কি দিয়েছিল? কি ছিল তার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি? দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ট্রেনটির এ অনন্ত যাত্রার আশু উদ্দেশ্য কি ছিল?

এ যাত্রা স্রেফ পরিদর্শনে সীমাবদ্ধ ছিল না। ট্রেনটির কাজ ছিল সেনাবাহিনী গঠন এবং তার প্রশিক্ষণ, প্রশাসন



এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা। আমরা ভয়াবহ যুদ্ধ চলাকালেই লাল বাহিনী গঠন করি। এ অবস্থা কেবল স্ভীয়াস্কেই নয়, সেখানে ট্রেনটির প্রথম এক মাসের কার্যক্রম রেকর্ড করা হয়েছে মাত্র। একই অবস্থা সব রণাঙ্গনেই হয়েছে, কেবল রেকর্ড করা হয়নি। ছোট ছোট অসংখ্য অনিয়মিত সেনাদল, সাদাদের দল থেকে পালিয়ে আশা আশ্রয়প্রার্থী, পলাতক, আশেপাশের জেলাগুলো থেকে যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহী চাষী, শিল্পকেন্দ্র থেকে পাঠানো শ্রমিকদের ছোট ছোট দল, কম্যুনিস্টদের গ্রুপ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর দল– এদের সবাইকে একত্রিত করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে কোম্পানী, ব্যাটালিয়ন, নতুন নতুন রেজিমেন্ট এবং মাঝে মাঝে পুরো ডিভিসন গঠন করা হতো। এমনকি যুদ্ধে পরজিত কিংবা পিছু হটা নিস্প্রাণ, আতঙ্কিত সর্বহারাদেরও সংগ্রহ করে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে সক্ষম ও কার্যকর ফাইটিং ফোর্সে পরিণত করা হতো। এজন্য কি দরকার ছিল? তাৎক্ষণিকভাবে খুবই সামান্য: দক্ষ কমান্ডার, কয়েক ডজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা, এক-আধ ডজন কম্যুনিস্ট যারা আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতো, পোষাক ও বুট, গোসলের ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রচারাভিযান, খাদ্য, বস্ত্র, তামাক এবং দিয়াশলাই। ট্রেনটি সযত্নে এসব কিছু সংগ্রহ ও সরবরাহ করতো। আমাদের কাছে সব সময় রিজার্ভ থাকত আন্তরিকভাবে উৎসাহী কয়েকজন কম্যুনিস্ট যারা যুদ্ধের প্রবল ধাক্কা সামলাতেন এবং শূণ্যস্থান পূরণ করতেন, কয়েকশো ভাল যোদ্ধা, বুটের স্টক, চামড়ার জ্যাকেট, ওষুধ, মেশিন গান, দূরপাল্লার দূরবীন, মানচিত্র, ঘড়ি এবং এজাতীয় আরো অনেক দ্রব্য। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও নতুন সরবরাহ দিয়ে অভাব পূরণ করা হতো। (ছবি: রণাঙ্গনে ট্রটস্কি)

কিন্তু তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী গুরু দায়িত্ব ট্রেনটি পালন করে। ইঞ্জিনের পাশে যেমন এক বেলচা ভর্তি কয়লা সদা প্রস্তুত থাকে যাতে ইঞ্জিনের আগুন কখনো নিভে না যায়, তেমনি ট্রেনটিও যুদ্ধে সে কাজটি করে। ট্রেনটিতে একটি টেলিগ্রাফ স্টেশন সদা সচল থাকতো, যার দ্বারা আমরা সরাসরি মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। সেনাবাহিনীর জরুরী চাহিদা নোট করার জন্য আমার ডেপুটি স্কলায়ান্সকি সদা প্রস্তুত থাকতেন। আমার সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সেগুলো পাওয়া যেত না। যদিও এটা যথার্থ সরবরাহ পন্থা নয়। নিয়মানুযায়ী সামরিক বিভাগের সরবরাহ বিভাগই একাজগুলো করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিস্টেমকে কাজ করতে দেয়া। এটা খুবই সত্য কথা। আমার নিন্দুকরা আমার এই প্রবণতাকে ভুল চিহ্নিত করতেই পারেন। কিন্তু সে সময়ের চাহিদা, পরিস্থিতি এবং আমাদের নড়বড়ে অবস্থা সিস্টেম অনুসরণের উপযোগী ছিল না। তাই সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রয়োজনে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হতো। এর লক্ষ্য ছিল এই ভিতের ওপরই একটি নিস্তরঙ্গ সিস্টেম তৈরী করা।

আমার সবগুলো সফরে সশস্ত্র বাহিনীর সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান প্রধান কর্মীবৃন্দ সঙ্গে থাকতেন। বিশেষ করে পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাপ্লাই সার্ভিসের অফিসাররা, যারা পুরনো ধারায় বা তার চেয়েও খারাপভাবে কাজ করতেন। এটা ছিল পরিস্থিতির জন্য সমস্যা। আমার সফরসঙ্গীর মধ্যে থাকা এসব পুরনো বিশেষজ্ঞদের নতুন পদ্ধতিতে কাজ শিখতে ও অভ্যস্ত হতে হয়। যারা নতুন যোগ দিতেন তাদেরকেও অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হয়। আমি এদের সবাইকে নিয়ে স্টাফ কারে অথবা খাবার গাড়িতে

সম্মেলন করতাম। সম্মেলনে যত বেশী সম্ভব: মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের কমান্ডার, বিভিন্ন পদবীর সৈনিক, স্থানীয় পার্টি ও বিভিন্ন সংগঠন, সোভিয়েত প্রশাসন এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাতাম। এ প্রক্রিয়ায় আমি পরিস্থিতির একটি স্থিরচিত্র পেতাম, যা তত মিথ্যাও না আবার অতিরঞ্জিতও না। এসব সম্মেলন সবসময় আশু বাস্তব ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতো। স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামো যত দূর্বল বা কমসংখ্যকই হোক না কেন, তারা সবসময় নিজেদের সমস্যা ও চাহিদা কাট-ছাঁট করে হলেও কিছু না কিছু সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সহায়তা করার চেষ্টা করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন কমিউনিস্টদের নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গেই অনির্ভরযোগ্য রেজিমেন্টে নিয়োগ করা হতো। সমস্যা হতো– তাদের দেহের উপযোগী জামা, পায়ের জুতো এবং অতিরিক্ত ওজনের মোটাসোটা চর্বিযুক্ত দেহ। স্থানীয় উৎস যথেষ্ট ছিল না। সম্মেলনের পরে আমি তারের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের রিসোর্স সেন্টারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা সরবরাহের জন্য অনুরোধ পাঠাতাম মস্কোয়। এর ফলে সেনা ডিভিশনের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদার সামগ্রী সময়মতো এসে পৌঁছে যেত। রণাঙ্গনের কমান্ডার এবং কমিশারীরা ট্রেনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে তদানুসারে তাদের চাহিদা পেশ করতেন। চাহিদা আসতো নীচে থেকে একবারে নতুন রিক্রুট থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে প্লাটুন ও কোম্পানীর তরফ থেকে। ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় সাপ্লাই সার্ভিস চালু করা হলো, সেখান থেকে রণাঙ্গনে এবং বাহিনীগুলোতে সরবরাহ করা হতো। কিন্ত, এ ব্যবস্থা এককভাবে সব চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না এবং পারলোও না। সেরা আদর্শ সংগঠনও যুদ্ধের সময় কখনো কখনো মিসফায়ার করে,বিশেষ করে পুরোপুরি স্থান পরিবর্তনশীল কুশলী সমরাভিযানে (war of manoeuvres)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কখনো এমনও হয় যে, সম্পূর্ণ অজানা গন্তব্যেও যেতে হয়!



এবং ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা প্রায় সরবরাহ ছাড়াই যুদ্ধ করতাম। ১৯১৯ সনের প্রথম দিকে সেন্ট্রাল ডিপোতে কিছুই ছিল না। জামা পাঠানো হতো সরাসরি কারখানা থেকে তৈরী করে। কিন্তু রাইফেল এবং কার্তুজ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। **তুলার (Tula) সমরাস্ত্র কারখানা**গুলো নিত্যদিনের চাহিদানুযায়ী কাজ করতো। কমান্ডার-ইন-চিফের বিশেষ হুকুম ছাড়া গাড়িভর্তি কার্তুজ পাঠানো যেত না। গোলাবারুদ সবসময় রশির মতো আঁটো করে বেঁধে পাঠানো হতো। মাঝে মধ্যে রশি ছিঁড়ে গেলে বিপদ, তখন মানুষ ও ভূমি সবই হারানোর ভয় থাকতো। তখন অবিরাম পরিবর্তন এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটানো ছাড়া আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ট্রেনটিই এসব উদ্যোগ নিত এবং সবকিছুকে আবার একইরুপে নিয়মতান্ত্রিকতায় আনতো। আমরা যখনই কোন রণাঙ্গনের প্রথম এবং পেছনের সারিতে সমরোদ্যোগ নিতাম, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতাম যেন সাধারণ সিস্টেমে সবক'টি চ্যানেলে তার নির্দেশনা পৌঁছে যায়। তবে এক্ষেত্রে সবসময় যে সফল হয়েছি এ দাবী করব না। কিন্তু সর্বোপরি, গৃহযুদ্ধে আমরা আসল জিনিসটি, বিজয়, অর্জন করেছি। (ছবি: তুলা সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি অস্ত্র।)

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সফরের সময়, কখনো কখনো কমান্ডিং অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো, তার গুরুত্বও কম নয়। ১৯১৮ সনের ২৩শে আগস্ট কাজানে সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে লেনিন এবং স্ভায়ার্লভ একটি সাংকেতিক টেলিগ্রাম পাঠান: *'স্ভীয়াস্ক। ট্রটস্কি। সারাতভ রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। সময়মতো ধরা পড়লেও পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের বিবেচনায় তোমার সেখানে যাওয়া একান্ত জরুরী দরকার। কারণ সেখানে তোমার দৈহিক উপস্থিতি রণাঙ্গনের সৈনিক এবং গোটা*

সেনাবাহিনীর মধ্যে ইতিবাচক ফল আনবে। আমরা দু'জনে মিলেই তোমার অন্য রণাঙ্গনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কবে যাবে জানিয়ে উত্তর দিবে। সংকেত মেসেজ। ২২ আগস্ট ১৯১৮। লেনিন। স্ভায়ার্লভ।'

আমি চিন্তা করে দেখলাম স্ভীয়াস্ক ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ কাজান রণাঙ্গন যে কঠিন অবস্থায়, এ সময় এখান থেকে ট্রেন চলে গেলে সব তছনছ হয়ে যাবে। তাছাড়া সার্বিক বিবেচনায় কাজান সারাতভের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনা করে লেনিন এবং স্ভায়ার্লভ নিজেরাই আমার সঙ্গে এ মুহূর্তে না যাওয়ার পক্ষে একমত হলেন। তবে আমি সারাটভ গিয়েছিলাম কাজান পুণরুদ্ধারের পর। এ রকম টেলিগ্রাম ভ্রমণের প্রতিটি পর্যায়েই ট্রেনে এসে পৌঁছতো। কিয়েভ, ভিয়াটকা, সাইবেরিয়া এবং ক্রিমিয়া তাদের বেকায়দা অবস্থার কথা জানিয়ে অনুরোধ করতো, ট্রেন যেন খুব থাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে। তাদের এরকম দাবী কখনো একটার পর একটা আবার কখনো এক সাথে কয়েকটা আসতো।

এ লড়াই যুদ্ধ দেশের সীমানার ভাঁজ খুলে দেয়। কোন কোন রণাঙ্গনের দুর্গম এলাকা প্রায় আট হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেনা ডিভিশন এবং রেজিমেন্টগুলো এক নাগাড়ে মাসের পর মাস দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। এমনকি, তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য টেলিফোনও পাওয়া যেত না। তখন নিরাশা ছাড়া উপায় ছিল না। তখন এই ট্রেনটিই ছিল তাদের জন্য বাইরের জগতের একমাত্র সংবাদ বাহক। আমাদের কাছে সবসময় টেলিফোনের যন্ত্র-সামগ্রী মজুদ থাকতো। ট্রেনের একটি বগিতে বেতারযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল। এতে করে আমরা ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ার, জার্মানীর নৌয়েন (Nauen) সহ মোট তেরোটি রেডিও স্টেশনের খবর শুনতে পেতাম, মস্কোতো ছিলই। এভাবে এ ট্রেন থেকেই আমরা বাকী পৃথিবীর সংবাদ পেতাম। টেলিগ্রামে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ খবর সহ ঘটনা প্রবাহের ওপর মন্তব্য, প্রবন্ধ, প্রচারপত্র



এবং আদেশ-নির্দেশাবলী ট্রেন থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ছাপানো হতো। কাপ-এর আকস্মিক হামলা (Kapp's raid), অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, ইংলিশদের নির্বাচন, শস্য সংগ্রহের অগ্রগতি এবং ইতালীয় ফ্যাসিবাদের কৃতিত্ব প্রভৃতি নিয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতো। একই সময় বিভিন্ন ঘটনাবলীর গরম গরম ফুটপ্রিন্ট তুলে ধরা হতো এবং **আস্ত্রাখান বা আরকাঞ্জেল** রণাঙ্গনের (Astrakhan or Archangel) ভাগ্যের সাথে যুক্ত করা হতো।

এ রচনাগুলো একই সাথে তার যোগে সরাসরি মস্কোতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। সেখান থেকে রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারিত হতো। ট্রেনটির আগমন মানেই ছিল জগত-বিচ্ছিন্ন কোন সেনা ইউনিটের পুরো বাহিনীর, স্বদেশ এবং সমগ্র বিশ্বের সংস্পর্শে আসা এবং নতুন জীবন পাওয়া। এই ট্রেন আসা মানে শঙ্কাবাদী গুজব এবং সন্দেহ দূর হওয়া এবং সৈনিকদের তেজ–বীর্য্য সুদৃঢ় হওয়া। সৈনিকদের মনোবলের এই ইতিবাচক পরিবর্তন কয়েক হপ্তা যাবত চাঙ্গা থাকতো এবং মাঝে মাঝে ট্রেনটি ঘুরে আসা পর্যন্তও। এর মাঝখানে রণাঙ্গনের বা সেনাবাহিনীর সামরিক বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্যরাও একই রকম তবে স্বল্পকালীন সফরে আসতেন।

ট্রেনে থেকে আমি যে সাহিত্য চর্চা এবং অন্যান্য কাজ করতাম, তা কখনো সম্ভব হতোনা, আমার সহকারী দুই স্টেনোগ্রাফার: গ্লাজম্যান ও সায়ারমুক্স এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ নেচায়েভের সহযোগিতা ছাড়া। ঘন্টায় সত্তুর বা তদুর্ধ গতিতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ধেয়ে চলা ট্রেনে বসে বগির সিলিংএ ঝুলানো মানচিত্রের মতো দোল খেতে খেতে চরম যুদ্ধাবস্থায় নিরাপত্তা নীতি অগ্রাহ্য করে তারা দিন-রাত সমানে কাজ করতেন। আমি অবাক বিস্ময়ে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে খেয়াল করতাম, অনবরত ঝাঁকুনি এবং হেঁচকা টান খাওয়ার মধ্যেও তারা বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার করে সংকেতগুলো লিখতেন। তার আধ ঘন্টা পর টাইপ করা পান্ডুলিপি আমার হাতে দিতেন

কিন্তু সংশোধনের দরকার পড়তো না। এ কাজ খুব সহজ ছিল না; আত্মত্যাগ ও বীরত্বব্যঞ্জক মানসিকতা ছাড়া একাজ করা অসম্ভব। বিপ্লবের সেবায় এই মানুষগুলোর সযত্ন আত্মত্যাগের মূল্য পরে চড়া দামেই পরিশোধ করা হয়। স্তালিনবাদীদের প্ররোচণায় গ্লাজম্যান আত্মহত্যা করেন এবং সায়ারমুক্সকে সাইবেরিয়ায় গভীর জঙ্গলে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়।

ট্রেনটির একাংশ জুড়ে ছিল এক বিশাল গ্যারাজ। তার মধ্যে রাখা হতো কয়েকটি মোটরগাড়ি এবং একটি গ্যাসোলিন ট্যাংক। এই ব্যবস্থার কারণেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কয়েকশো ভার্স্ট রেললাইনে ভ্রমণ



করা। বিশ-ত্রিশ জনের স্নাইপার এবং মেশিনগানার নিয়ে গঠিত এক স্কোয়াড গার্ড ট্রাক এবং হালকা গাড়িগুলো পাহারা দিত। কয়েকজন হ্যান্ড মেশিনগান নিয়ে আমার গাড়ি পাহারায় থাকতো। চলন্ত ট্রেনে লড়াই করা ছিল এক পুরোপুরি বিস্ময়কর ব্যাপার। স্তেপের বুক দিয়ে চলাকালে সবসময় সংঘবদ্ধ দুর্ধর্ষ কসাকদের মুখোমুখি হতে হতো। স্তেপ যদি কাদার সাগরে পরিণত না হতো, তবে মোটরগাড়ি সজ্জিত মেশিনগান দিয়ে এদের প্রতিরোধ করতে হতো। একবার, ১৯১৯ সনের শরতে, ভরনেঝ (Voronezh) প্রদেশের ভেতর দিয়ে ঘন্টায় মাত্র তিন কিলোমিটার বেগে ট্রেনটিকে পার হতে হয়। বৃষ্টিতে গাড়ি কালো মাটির কাদাজলে দেবে যায়। ত্রিশজনের সেনা স্কোয়াডকে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আসতে হয় গাড়িকে ঠেলে পার করার জন্য। আমরা অগভীর নদী পার হতে গিয়ে মাঝখানে আটকে যাই। রাগের মাথায় আমি সব দোষ চাপালাম নীচু করে তৈরী করা মেশিনকে। আমার অনবদ্য চালক এস্তোনিয় নাম পুভি (Puvi) এই মেশিনকে বিশ্ব-সেরা বলে গণ্য করতেন। তিনি আমার দিকে ফিরে, হাত মাথার টুপির উপর রেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ ভাষায় বললেন: *'আমি সবিনয়ে বলতে চাই, ইঞ্জিনিয়াররা কখনো ভাবেনি যে আমরা জলের উপর দিয়ে এই গাড়ি দাঁড় টেনে পার করব।'* এমন বিপজ্জনক মুহূর্তেও তার বক্রাঘাত করার মতো তীক্ষ্ণ মেধা ও ঠান্ডা মাথা দেখে তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

এই ট্রেন কেবল সামরিক–প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই নয়, একটি যুদ্ধ পরিচালনার প্রতিষ্ঠানও ছিল। ট্রেনটির এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একে চাকার ওপর স্টাফ সদর দপ্তরের চেয়ে সামরিক গাড়ি বলেই



বেশি গণ্য করা হতো। আসলে বলা যায় এটি ছিল একটি **আর্মার্ড গাড়ি**। যেহেতু এর ইনজিনের সাথে মেশিনগানবাহী গাড়ি ছিল। ট্রেনের সব ক্রু অস্ত্র চালাতে জানতো এবং তারা সবাই চামড়ার ইউনিফর্ম পরতো। এই পোষাকে সৈনিকদের খুবই জমকালো দেখায়। বাম কাঁধের ঠিক নীচে বাহুতে প্রত্যেককে একটি বড় ধাতব ব্যাজ পরতে হতো। ধাতব ব্যাজটি ছিল টাকশালের মতো নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা এবং এটি সেনাবাহিনীতে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বগিগুলোতে টেলিফোন এবং সিগন্যাল ব্যবস্থার সংযোগ ছিল। ভ্রমণ করার সময় সৈনিকদের সতর্ক করার জন্য দিন-রাত সব সময় ঘন ঘন এলার্ম দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। সশস্ত্র ডিটাচমেন্টগুলোকে পদাতিক দল হিসেবে ট্রেন থেকে আগে নামিয়ে দেয়া হতো। কোন বিপজ্জনক স্থানে চামড়ার ইউনিফর্ম পরা ডিটাচমেন্টগুলোর উপস্থিতি সবসময় অভিভূত করার মতো সুফল দিত। রণাঙ্গনের ফায়ারিং লাইনে কর্তব্যরত সেনারা যখন টের পেত যে, তাদের পেছনে ট্রেনটি আসছে, তখন সবচেয়ে দুর্বল ইউনিটেরও মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠতো, বিশেষ করে, তাদের কমান্ডিং অফিসাররা তাদেরকে চাঙ্গা করে তুলতো। একটি অস্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থানে সামান্য শক্তিবৃদ্ধিও যুদ্ধ জয়ের অনুকূলে যথেষ্ট কাজ করে। ট্রেনটি এবং তার সেনা ডিটাচমেন্টগুলো দীর্ঘ আড়াই বছর

পরিক্রমণের মাধ্যমে বহুবার সেই সামান্য শক্তিবৃদ্ধির কাজটাই করেছে। আমরা যখন পদাতিক বাহিনীকে আবার ট্রেনে উঠিয়ে নিতাম, তখন প্রায়ই কেউ না কেউ মিসিং থাকতো। সব মিলিয়ে এভাবে অন্তত পনের. জন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। তন্মধ্যে চলার পথে স্থানীয়ভাবে যারা যোগ দিত এবং হারিয়ে যেত তাদের হিসাব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের ট্রেনের ক্রুদের নিয়ে একটি মডেল আর্মার্ড ট্রেন তৈরী করা হয় এবং এর নাম দেয়া হয় লেনিন স্কোয়াড। আবার ট্রেন চলার পথে স্থানীয়ভাবে পেত্রগ্রাদ থেকেও একটি সেনাদল তার সাথে যোগদান করে। যুদেনিচের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় উভয় দল সম্বলিত ট্রেনটি লাল পতাকা দিয়ে পুরোপুরি সাজিয়ে রাখা হতো।

মাঝে মাঝে আকাশ থেকে বোমা ফেলে ট্রেনটিকে বিচ্ছিন্ন করা হতো। আবার ট্রেনটিকে ঘিরে বিজয়ের অনেক গল্পকাহিনীও রচিত হতো, তবে তার কিছু সত্য কিছু কাল্পনিক। ডিভিসন ও ব্রিগেড কমান্ডার, এমনকি রেজিমেন্ট কমান্ডারগণও তাদের স্টাফ হেডকোয়ার্টারে ট্রেনটিকে নিয়ে আরো কিছু সময় কাটাবার অনুরোধ করতেন; অথবা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মোটর বা ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদের দুর্গম কোন সেক্টরে ঘুরে আসার অনুরোধ করতেন ; অথবা অন্তত ট্রেনের কয়েকজন ইউনিফর্মধারী সেনা-ক্রুকে সাপ্লাই সামগ্রী এবং কিছু গিফট নিয়ে পাঠাতে অনুরোধ করতেন, যাতে ট্রেনটি আসার সংবাদ চারিদিকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কমান্ডারগণ বলতেন, 'এমনটা হলে এক ডিভিসন রিজার্ভ সৈন্যের কাজ হবে'। ট্রেনটির আগমনের খবর শত্রু সেনাশিবিরেও পৌঁছতো। শত্রু পক্ষের লোকজন রহস্যময় ট্রেনটি নিয়ে ভয়ংকর চাপে থাকতো, যদিও ট্রেনটি আদৌ সে রকম ছিল না। তবে ট্রেনটি মূলত রণাঙ্গনে বিপ্লবী সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি এবং শত্রু শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টির কাজটি সঠিকভাবে করেছিল।

ট্রেনটিকে তার শত্রুরা ঘৃণা করতো এবং এ জন্য আমার নিজের কাছেও গৌরব বোধ হতো। 'সমাজতান্ত্রিক–বিপ্লববাদীরা' ট্রেনটি উড়িয়ে দেয়ার একাধিক পরিকল্পনা করে। তাদের বিচারের সময় সেমিওনভ (Semyonov) এ কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি ভলোদার্স্কি হত্যার সংগঠক ছিলেন এবং লেনিনকে হত্যা প্রচেষ্টা ও ট্রেনটি ধ্বংস করার প্রস্তুতির সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বস্তুত, এ ছাড়া তাদের প্রচেষ্টা তেমন কোন বড় বিপদ সৃষ্টি করেনি। সে সময় তারা রাজনৈতিকভাবে খুব দূর্বল হয়ে পড়ে, নিজেদের প্রতিও আস্থা রাখতে পারেনি এবং তরুণ প্রজন্মের ওপরও আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দক্ষিণাঞ্চলে সফরের সময় একবার গাড়িটি গর্কি স্টেশনে ভেঙ্গে পড়ে। মাঝরাতে হঠাৎ আমি বিছানায় ঝাঁকুনি খেয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক ভূমিকম্পের সময় পায়ের নীচে কিছু ঠাঁই না পেয়ে নীচে পড়ে যাওয়ার মতো। তখন আধো-ঘুমে থাকা অবস্থায় আমি বিছানার পাশটা আঁকড়ে ধরি। ঝাঁকুনির শব্দ থেমে গিয়ে ট্রেনটি একপাশে কাত হয়ে পড়ে স্থির হয়। গভীর রাতের নীরবতায় আমি এক করুণ আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাই। ট্রেনটি বেঁকে গিয়ে দরজা এত ভারী হয়েছিল যে, আমি খুলে বেরুতে পাচ্ছিলাম না। আমার সাহায্যে কেউ এগিয়েও আসছিল না। এতে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। শত্রুতা নয় তো ? রিভলবারটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে লণ্ঠন হাতে ছুটে চলা একটি লোকের কাছে দৌড়ে যাই। লোকটি আর কেউ নন, ট্রেনের কমান্ডার, আমাকে খুঁজছিলেন।

কাত হয়ে পড়া ট্রেনটির এক পাশের তিন চাকা বেড়িবাঁধের গভীরে দেবে গেছে আরেক পাশের তিন চাকা রেল সড়কের ওপর আকাশ মুখী। সামনের এবং পেছনের বগি ভেঙ্গে চৌচির। সামনের বগীর নীচে চাপ পড়ে একজন প্রহরী, তার করুণ আর্তনাদের আমি অন্ধকারে শুনেছিলাম। চাপা পড়া অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সবাইকে অবাক এবং আশান্বিত করে সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। খানিকটা ছিলে আর কেটে যাওয়া ছাড়া তেমন কোন মারাত্মক ক্ষতি হয়নি। **ট্রেনটি**র মোট আটটি বগি ছিল,

সবগুলোই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খাবার বগিটি ছিল বিনোদন ক্লাব এবং অঢেল মসৃণ ধাতব টুকরায় ভরা। অনেকেই ডিউটিতে যাবার অপেক্ষারত অবস্থায় বই-পত্রিকা পড়ছিলেন বা দাবা খেলছিলেন। তবে রাত গভীর হওয়ায়



দূর্ঘটনা কবলিত হওয়ার অল্প আগে সৌভাগ্যক্রমে সবাই চলে গিয়েছিলেন। বই–পুস্তক, যন্ত্রপাতি এবং রণাঙ্গনের জন্য গিফ্‌ট আইটেমে ভরা মালবাহী বগিটি যাচ্ছে-তাইভাবে ধ্বংস হয়ে গেলেও কর্তব্যরত ক্রুরা কেউই হতাহত হয়নি। দূর্ঘটনা ঘটে সুইচের ত্রুটির কারণে। তবে এটি কি কর্তব্যে অবহেলা না কি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ তা বের করা যায়নি। সৌভাগ্যক্রমে দূর্ঘটনার সময় ট্রেনটি মাত্র ঘন্টায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে একটি রেল স্টেশন পার হচ্ছিল। (ছবি: ট্রটস্কির ট্রেন)

ট্রেনক্রুরা তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ ছাড়াও অনেক কর্তব্য পালন করত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়, প্রচারাভিযানে এবং আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আয়োজনেও তারা যথেষ্ট সহযোগিতা করত। এছাড়াও একটি মফস্বল জেলার অনারারি প্রধান এবং কয়েকটি শিশু সদন বা এতিমখানা তদারকির কাজ করতো। জেলার কম্যুনিস্টরা 'অন গার্ড' শীর্ষক নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করত। পত্রিকাটির পাতায় দুঃসাহসিক অভিযান এবং লড়াইয়ের অনেক ঘটনাই স্থান পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আরো অনেক রেকর্ডের মতো, পত্রিকাটির রেকর্ডগুলোও এখন আর আমার বর্তমান ট্র্যাভেলিং আর্কাইভে সংরক্ষিত নেই।

আমি ক্রিমিয়ায় দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়া র‍্যাংগেল (Wrangel) এর বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়ার প্রাক্কালে, ট্রেনটির পত্রিকা en route-এ ১৭ অক্টোবর ১৯২০ সনে লিখি :

'আমাদের ট্রেন আবারো রণাঙ্গনে। ট্রেনের যোদ্ধারা এর আগে ভলগা নদীর নিয়ন্ত্রণভার দখল করার জন্য কাজানে কয়েক সপ্তাহ বিপজ্জনক লড়াই করে। সে যুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেক আগে। আজ সোভিয়েত শক্তি প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করলো।

আমাদের ট্রেন-যোদ্ধারা পেত্রগ্রাদের বাধার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে। পেত্রগ্রাদ রক্ষা পেয়েছে এবং তখন থেকে বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের বহু প্রতিনিধি পেত্রগ্রাদ ভিজিট করছে।

এ ট্রেন একাধিকবার পশ্চিম রণাঙ্গন পরিদর্শন করে। এখন পোল্যান্ডের সাথে প্রাথমিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

লাল বাহিনীর প্যারেডে ট্রটস্কি



আমাদের ট্রেনের যোদ্ধারা ডন (Don) এর স্তেপে ছিল, যখন ক্রাস্নভ এবং আরো পরে দেনিকিন সোভিয়েত রাশিয়াকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে। ক্রাস্নভ আর দেনিকিনের দিন শেষ বহু আগে। এখন বাকী শুধু ক্রিমিয়া। এখানে ফরাসী সরকার দূর্গ গড়েছে। এই দূর্গের কম্যান্ড এখন হোয়াইট গার্ড গ্যারিসনের ভাড়াটে জার্মান–রুশ জেনারেল ব্যারন র‍্যাংগেলের হাতে।

আমাদের ট্রেনের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবারটি এখন নতুন অভিযানে। আশা করি এটাই হবে আমাদের সর্বশেষ সফল সমরাভিযান।'

আসলে ক্রিমিয়া অভিযানটিই ছিল গৃহযুদ্ধের সর্বশেষ সমরাভিযান। এর কয়েক মাস পরেই ট্রেনটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। এই পৃষ্ঠাগুলোর লেখা দিয়েই আজ আমি আমার ভূতপূর্ব কমরেড–ইন–আর্মসের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

৩৫। পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষা।

উপর থেকে তোলা পেত্রগ্রাদের ছবি



মহান ফরাসী বিপ্লবে বড় জোর চৌদ্দটি সেনাদল অংশ নিয়েছিল। আর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে ষোলটি। প্রত্যেকটি সেনাদলের নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত তবে বিস্ময়কর। এর মধ্যে যে কোন একটির কাহিনী উল্লেখ করলেই বাকীগুলোর ইতিহাস বোঝার জন্য যথেষ্ট মনে করি। অবশ্য প্রতিটি সেনাদলেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল ।

সপ্তম সেনাদল পেত্রগ্রাদের পশ্চিমদিকের প্রবেশপথে দীর্ঘদিন অবস্থান নেয়। এই দীর্ঘ অনড় অবস্থান তাদের মনোবল দূর্বল করে দেয়; সতর্ক দৃষ্টিশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়; সেরা সৈনিকদের, এমনকি পুরো ডিটাচমেন্টও অধিক সক্রিয় সেক্টরগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একটি বিপ্লবী সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজন অবিরত জঙ্গী উদ্যম সঞ্চালন। এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় বা অনড় রাখা হলে, পরিণতিতে ঘটে আকস্মিক বিপত্তি এবং শেষে চরম বিপর্যয়।

১৯১৯ মনের জুনে সাদা সেনাদের একটি ডিটাচ্‌মেন্ট ফিনল্যান্ডের উপকূলে 'ক্রাসনায়া গোর্কা'র (লাল পাহাড়) গুরুত্বপূর্ণ কেল্লাটি দখল করে। লাল মেরিন সেনারা ক'দিন পরেই এটি আবার পুনর্দখল করে। তখন জানা যায় যে, সপ্তম আর্মির চীফ অব স্টাফ, কর্ণেল লুন্ক্‌ভিস্ট (Lundkvist) সব তথ্য গোপনে সাদাদের কাছে পাচার করতেন। তার সঙ্গে আরো ক'জন কু-চক্রী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এ ঘটনা পুরো সেনাদলকে নাড়া দেয়।

জুলাইতে জেনারেল যুদেনিচ (Yudenich) সাদাদের উত্তর-পশ্চিম সেনাদলের কমান্ডার-ইন-চীফ হন, এবং



এডমিরাল কোলচাক (Kolchak) তাকে প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আগস্টে ইংল্যান্ড এবং এস্তোনিয়ার সহায়তায় রুশ 'উত্তর-পশ্চিমা সরকার' গঠন করা হয়। ফিনল্যান্ডের উপকূলে ইংলিশ নেভি যুদেনিচকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদেনিচ এমন এক সময় হামলা শুরু করে যখন আমরা অন্যান্য রণাঙ্গনেও খুবই চাপের মধ্যে ছিলাম। দেনিকিন (Denikin) **অরেল (Orel) দখল** করে সমরাস্ত্র তৈরীর মূল কেন্দ্র তুলা আক্রমণের হুমকি দিচ্ছিল। সেখান থেকে মস্কোর দূরত্ব সামান্য। দক্ষিণ রণাঙ্গন আমাদের সাহায্য চাইল। ঠিক তখনই পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সাদারা সপ্তম সেনাদলের ওপর প্রচন্ড আঘাত হানলো। সপ্তম বাহিনী ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে কোন প্রতিরোধ না করে, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ-সামগ্রী ফেলে পিছু হঠতে শুরু করে। পেত্রগ্রাদের নেতারা, বিশেষ করে জিনোভিয়েভ, শত্রুর অটোমেটিক রাইফেল, ট্যাংক, জঙ্গিবিমান প্রভৃতি সমর সজ্জা এবং তাদের পাশে ব্রিটিশ সাহায্যের গল্প শুনিয়ে লেনিনকে ভয় পাইয়ে দেন। লেনিন তখন সিদ্ধান্ত নেন যে, সর্বাধুনিক অস্ত্র প্রযুক্তিতে সজ্জিত যুদেনিচের সেনাদের সাথে লড়তে হলে আমাদের অন্য কোন রণাঙ্গন বিশেষ করে দক্ষিণ রণাঙ্গনকে দূর্বল বা উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু এটা করা অসম্ভব। তাই, তার মতে করণীয় একটাই: পেত্রগ্রাদ ছেড়ে দিয়ে রণাঙ্গনকে খাটো করতে হবে। এ রকম অঙ্গহানি করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তিনি অন্যান্য নেতাদের মতামত নিতে শুরু করেন। মস্কো আসার পর,

আমি এই পরিকল্পনার কথা জেনে তীব্র বিরোধীতা করি। যুদেনিচ এবং তার প্রভূরা কেবল পেত্রগ্রাদ পেয়েই সন্তুষ্ট হবে না; তারা দেনিকিনের সাহায্যে মস্কোও দখল করবে। যুদেনিচ পেত্রগ্রাদে প্রচুর শিল্পদ্রব্য এবং জনশক্তি পাবে; তা ছাড়া পেত্রগ্রাদ থেকে মস্কো অভিমুখে যাত্রায় তেমন বড় কোন বাধারও সম্মুখীন হতে হবে না। তাই আমার মত ছিল, যে কোন উপায়েই পেত্রগাদকে রক্ষা করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে প্রথম সাহায্য পাওয়া যাবে পেত্রগ্রাদের জনগণের কাছ থেকে। তখনকার পলিটব্যুরোর সদস্য ক্রেস্টিন্সকি (Krestinsky) আমাকে সমর্থন দিলেন। আমার বিশ্বাস স্তালিনও আমাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ঐ চব্বিশ ঘন্টায় আমি বহুবার



লেনিনকে চাপ দেই, যতক্ষণ না তিনি বললেন: 'খুবই ভাল–কথা, চল চেষ্টা করে দেখা যাক !'(ছবি: এডমিরাল কোলচাক)

১৫ই অক্টোবর পলিট ব্যুরো রণাঙ্গন পরিস্থিতির আলোচ্য সূচীতে আমার প্রস্তাব মেনে নিল এভাবে:

*'তীব্র সামরিক বিপদ শনাক্ত করা হলে, আমাদের অবশ্যই এমন বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে যেন সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি সামরিক ক্যাম্পে পরিণত করা যায়। পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে এবং পার্টির সকল সদস্য, সোভিয়েত সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের সকল সদস্যের তালিকা রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে। যেন প্রয়োজনে সবাই সামরিক সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।'*এর পর পরই কতগুলো বাস্তব পদক্ষেপের তালিকা তৈরী করা হলো।প্রস্তাবে বলা হলো: *'পেত্রগ্রাদ খালি করা যাবে না'*।

একই দিন আমি একটি আদেশ জারীর খসড়া প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে পেশ করি: *'পেত্রগ্রাদকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও রক্ষা করতে হবে, এক ইঞ্চি জায়গাও দেয়া যাবে না, শত্রুকে এক পা'ও রাখার সুযোগ দেয়া হবে না। শহরের রাস্তায় রাস্তায় জনতার ব্যারিকেড দিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।'* আমি সন্দোহাতীতভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সাদা সেনাবাহিনীর যদি পঁচিশ হাজার সৈন্যও থাকে, দশ লাখ নগরবাসীর কাছে এ শক্তি কিছুই না। যদি সুসংগঠিত উপায়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া যায় তবে শত্রুর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একই সময়, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যান্ডের দিক থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের দিকে চোখ রেখে আমি চিন্তা করলাম, দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের দিক থেকে সেনাবাহিনী এবং শ্রমিকদের তুলে আনার পরিকল্পনা করতে হবে। পেত্রগ্রাদ প্রলেতায়িতের ফোটা ফুলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যেহেতু সেটাই ছিল একমাত্র উপায়।

১৬ তারিখে আমি পেত্রগ্রাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পরদিন লেনিন আমাকে লিখেছিলেন:

'১৭ই অক্টোবর ১৯১৯। কমরেড ট্রটস্কি : গতরাতে সাংকেতিক কোডে পাঠানো হলো... প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। এতে তুমি দেখবে যে তোমার পরিকল্পনাই গৃহীত হয়েছে। তবে পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের প্রত্যাহার করে দক্ষিণে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়নি (আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি এটা ক্রাসিন এবং রাইকভকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছ)। কিন্তু প্রয়োজনের আগে আলোচনা করলে যুদ্ধ করার মনোযোগ ব্যাহত হয়। শত্রুবাহিনী পার্শ্বভাগ অতিক্রম এবং পেত্রগ্রাদ বিছিন্ন করার চেষ্টা করলে অবশ্যই তার সঙ্গে জড়িত অনেক কিছু বদলাতে হবে। সেদিকটা খেয়ালে রেখে তুমি নিজেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিও...। প্রতিরক্ষা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে আমি একটি আদেশপত্র এর সঙ্গে যুক্ত করলাম। তাড়াহুড়ো করে লিখেছি বিধায় খুব একটা ভাল হয়নি। তুমি পন্ডিত মানুষ। নিজে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে আমার নাম বসিয়ে দিও। ভালো থেকো। লেনিন।'

সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে লেনিনের সঙ্গে আমার তুমুল তর্কযুদ্ধ হলেও, কাজের সময় আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং দু'জনে মিলে কিভাবে কাজ করতাম, আমার মনে হয়, এই চিঠিটাই তার বাস্তব প্রমাণ। এটা সুস্পষ্ট যে,

পেত্রগ্রাদের আত্মসমর্পণের তাত্ত্বিক যুক্তি নিয়ে ১৯১৯ এর অক্টোবরে লেনিনের সঙ্গে আমার যে তর্কযুদ্ধ হয়, তাতে যদি আমার স্থলে লেনিন আর লেনিনের স্থলে আমি হতাম, তবে তা নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হতো এবং এটাকে 'ট্রটস্কিবাদে'র ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হিসেবে প্রকাশ করা হতো।

১৯১৮ সনের পুরো সময়টা মিত্রশক্তি (Allies) আমাদের ওপর একটি গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তাদের ধারণা ছিল এতে জার্মানের কাইজারের ওপর তাদের জয়লাভ সহজ হবে। কিন্তু এখন ১৯১৯ সাল। জার্মানি তার বহু আগেই পরাজিত হয়েছে। তবুও মিত্রশক্তি বিপ্লবের দেশ রাশিয়ায় মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে দেয়ার স্বার্থে শত শত মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করছে। যুদেনিচ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের বেতনধারী দালালদের অন্যতম। তার পেছনে ঠেকা দেয় এস্তোনিয়া, তার বাম পাশে কভার দেয় ফিনল্যান্ড। মিত্রশক্তির ইচ্ছা ছিল দেশ দু'টিকে বিপ্লবের হাত থেকে মুক্ত করে, কসাইয়ের কাজে লাগাবে। রিভ্যালের (Reval) মতো হেলসিংফোরে (Helsingfors) অন্তহীন আলাপ-আলোচনা চলে; পাল্লা একবার এদিকে একবার ওদিকে ভারী হয়। আমরা আসন্ন বিপদের আশংকায় সতর্কতার সাথে ব্যাপারটি অবলোকন করতাম কারণ ছোট দেশ দু'টি পেত্রগ্রাদকে লক্ষ্য করে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য নিয়োজিত।

১লা সেপ্টেম্বর সতর্কতামূলক মনোভাব নিয়ে *প্রাভদায়* লিখলাম: *'আমরা এখন যে ডিভিশনগুলো নিয়ে পেত্রগ্রাদ রণাঙ্গনের দিকে চলছি, তাতে **বাস্কির (Bashkir) ঘোড় সওয়ার বাহিনী** যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদি বুর্জোয়া ফিনরা পেত্রগ্রাদ আক্রমণ করে, তবে লাল বাস্কিররা "চল চল হেলসিংফোর চল" রণহুঙ্কার দিয়ে সামনে এগুবে।'*



বাস্কির অশ্বারোহী ডিভিশন মাত্র অল্প ক'দিন আগে গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই আমার পরিকল্পনা ছিল কিছুদিনের জন্য ওদেরকে পেত্রগ্রাদে পাঠাবো। এতে স্তেপের লোকগুলো কিছু সময় নগরীর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এসে শ্রমিকদের সাহচর্য এবং ক্লাব, জনসভা ও থিয়েটার উপভোগ করার সুযোগ পাবে। তার সঙ্গে নতুন এবং জরুরী বিষয় যুক্ত হলো, ফিনিশ বুর্জোয়াদের বাস্কির অভিযানের ভূতের ভয় দেখানো।

তবে যুদেনিচের ত্বরিত সাফল্যের কাছে আমাদের সতর্কতা কমই গুরুত্ব পেল। তিনি ১৩ই অক্টোবর লুগা (Luga), ১৬ই অক্টোবর ক্রাস্নোয়ে সয়েলো এবং গ্যাচিনা দখল করে, পেত্রগ্রাদ অভিমুখে এমনভাবে রওনা দিলেন যেন পেত্রগ্রাদ এবং মস্কোর সংযোগ রেললাইন যে কোন সময় বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম। আক্রমণের দশম দিনে তিনি সুদূর জারস্কোয়ে সয়েলো পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। তার গুপ্তচররা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহাড়ের টিলা থেকে সেন্ট আইজ্যাকের সোনার পাতে ঘেরা গম্বুজগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

ফিনিশ রেডিও থেকে আগাম ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল যে, যুদেনিচের বাহিনী পেত্রগ্রাদ দখল করে নিয়েছে। মিত্রশক্তির রাষ্ট্রদূতরা হেলসিংফোর থেকে এ খবর আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজ নিজ সরকারকে জানিয়ে দেয়। ইউরোপসহ সারা বিশ্বে খবরটি ছড়িয়ে গেল যে লাল পেত্রগ্রাদের পতন হয়েছে। এক সুইডিশ পত্রিকা লিখল 'পেত্রগ্রাদ উত্তাপের বিশ্ব-সপ্তাহ'। ফিনল্যান্ডে শাসকচক্র ছিল বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত। সরকার ও সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপের পক্ষে সমর্থন জানালো। কেউই চাইলো না তার হাত থেকে মালা-মাল লুটের স্লিপটা পড়ে যাক। প্রত্যাশিতভাবে ফিনিশ সোশাল ডেমোক্রেসি 'নিরপেক্ষ' থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। একজন সাদা ঐতিহাসিক লিখেছিলেন: *'হস্তক্ষেপের প্রশ্নে বাকী ছিল শুধু আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা।'* মিত্রশক্তির বাজারে পেত্রগ্রাদবাসীর রক্তের দাম উঠলো পঞ্চাশ মিলিয়ন ফ্রাঁ। এ চুক্তি সই হলেই সামরিক হস্তক্ষেপ কার্যকর হতো।

এস্তোনিয়ার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি ১৭ই অক্টোবর লেনিনকে লিখলাম *'যদি আমরা পেত্রগ্রাদকে রক্ষা করতে পারি, তবে আমি আশা করি, যুদেনিচের পরিসমাপ্তি ঘটাতেও সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে সমস্যা হবে এস্তোনিয়ায় যুদেনিচের আশ্রয় গ্রহণ। এস্তোনিয়াকে অবশ্যই তার জন্য সীমান্ত বন্ধ করতে হবে। যদি সে সেখানে ঢুকে পড়ে তার পিছু নিতে গিয়ে প্রয়োজনে এস্তোনিয়া আক্রমণ করার অধিকারও আমাদের থাকতে হবে।'* আমাদের বাহিনী যুদেনিচকে ধাওয়া করার পর, এ প্রস্তাবও পাস হলো। তবে ধাওয়া দিতে একটু সময় লেগেছিল।

পেত্রগ্রাদে আমি নেতৃবৃন্দকে খুবই হতাশ অবস্থায় পাই। সবকিছুই পিছলে যাচ্ছিল। সেনাদলগুলো পিছু হটছিলো এবং বিভিন্ন ইউনিট ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। কমান্ডিং অফিসাররা তাকিয়ে থাকতো কম্যুনিস্টদের দিকে, কম্যুনিস্টরা জিনোভিয়েভের দিকে এবং তিনি ছিলেন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। স্ভায়ার্দলভ এদেরকে জানতেন এবং আমাকে বললেন:'জিনোভিয়েভ নিজেই আতঙ্কিত'। সুসময়ে লেনিন যখন বলতেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই', জিনোভিয়েভ তখন সহজেই সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসতেন। কিন্তু দুঃসময় শুরু হলে, তিনি একেবারে আক্ষরিক অর্থে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে হাই তুলতেন। ১৯১৭ সন থেকে আমি বুঝে গেছি যে, জিনোভিয়েভ নিজে হয় সপ্তম স্বর্গে অথবা সোফায় আসন নেবেন, মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকার মানসিকতা তার নেই। এবার এসে আমি তাকে পেলাম সোফায়। তবে তার সঙ্গে সাহসী মানুষও ছিলেন যেমন লাশেভিচ (Lashevich) কিন্তু তাদের হাত ছিল দুর্বল। প্রতেক্যেই এটা অনুভব করতেন এবং এর কুফল সবখানেই প্রতিফলিত হয়েছিল। আমি স্মল্নি থেকে টেলিফোনে সামরিক গ্যারাজ থেকে একটি মোটরগাড়ি পাঠাতে বলেছিলাম। এটি সময় মতো আসেনি এবং গ্যারাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম, প্রশাসনিক বিভাগের নিম্ন পদস্থ লোকজন উদাসীন, নিরাশ এবং ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। এ সময় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক; কারণ শত্রু একেবারে দোরগোড়ায়। এসব ক্ষেত্রে আমি সাধারণত সরাসরি ট্রেনের ফোর্সকে নিয়োগ করি। তারা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম। তারা চেক দেয়, চাপ প্রয়োগ করে, সমন্বয় করে, যোগাযোগ স্থাপন করে। যারা অযোগ্য তাদের বাদ দিয়ে নিজেরাই কাজ করে। সর্বোচ্চ ধাপের অফিসিয়ালরা যখন পুরোপুরি মনোবলহীন, তখন আমি দু'তিন ধাপ নীচে নেমে গিয়ে পার্টির জেলা পর্যায়ের সংগঠন, মিল-কারখানা এবং শ্রমিকদের ব্যারাকে ব্যারাকে চলে গেলাম।

সবাই এই প্রত্যাশায় ছিল কে কার আগে সারেন্ডার করবে। তাই সবাই ভয়ে জড়োসড়ো অবস্থায়। কিন্তু যখন জনগণ বুঝতে পারলো যে, পেত্রগ্রাদ সারেন্ডার করবে না এবং প্রয়োজনে নিজেরাই পথের মোড়ে মোড়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তখন হঠাৎ করে স্পিরিট বদলে গেল। সাহসী ও আত্ম-বিসর্জন দেয়ার মানসিকতায় লোকজন মাথা তুলে দাঁড়ালো। নর-নারী দলে দলে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার খুন্তি-কোদাল-বেলচা কাঁধে নিয়ে মিল কারখানায় গর্ত করা শুরু করলো। পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ; তাদের মুখ ছিল ক্ষুধায় কাতর, গায়ে ছেঁড়া জামা-কাপড়; জুতো এতই ছেড়া যে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল।

'কমরেডরা শোন, আমরা পেত্রগ্রাদ ছাড়বোনা কিছুতেই !'

'অবশ্যই ছাড়বো না।' অসাধারণ দীপ্তিতে নারীদের চোখ ঝলসে উঠল। কন্যা-জায়া-জননীরা তাদের মলিন তবে উষ্ণ বাসা ছাড়তে অনিচ্ছুক। নারীরা তাদের বেলচা রাইফেলের মতো উঁচুতে ধরে চীৎকার করে বললো 'না আমরা এটা কিছুতেই ছাড়বো না'। মূলত তাদের কারো কাছেই রাইফেল কিংবা মেশিনগান ছিল না। পুরো নগরী বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করে শ্রমিক-কর্মচারী-স্টাফরা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলো। অধিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখলো। আর্টিলারি ফায়ারিং এর জন্য কয়েকটি পজিসন বাছাই করে রাখা হলো আগে-ভাগেই। খোলা মাঠে, স্কোয়ারে, রাস্তায়, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এবং ক্রসিংএ প্রায় ষাটটি

কামান স্থাপন করে পর্দায় ঢেকে রাখা হলো। পুকুর-দীঘি-খাল, বাগান, দেয়াল-বেড়া এবং বাড়ি-ঘরকে সুরক্ষিত করা হলো। নেভা নদীর তীর ঘেঁষে এবং শহরতলীতে ব্যাপক ট্রেঞ্চ খোঁড়া হলো। নগরীর পুরো দক্ষিণাংশকে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করা হলো। বহু রাস্তায় এবং স্কোয়ারে ব্যারিকেড দেয়া হলো। শ্রমিকদের ব্যারাকে, তাদের পেছনের সামরিক ইউনিটগুলোয় এবং এমনকি রণাঙ্গনের সৈনিকদের মধ্যেও এক নব-উদ্দীপনার সুবাতাস বইতে শুরু করলো। (ছবি: শহরের রাস্তায় রাস্তায় জনতার ব্যারিকেড।)

যুদেনিচ তখন পেত্রগ্রাদের মাত্র দশ-পনের ভার্স্ট দূরে **পুলকভ চূড়ায়**। এখানে আমি দু'বছর আগেও



এসেছিলাম। তখন বিপ্লব কেরেন্স্কি ও ক্রাসনভের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মাত্র ক্ষমতা দখল করতে শুরু করেছে। আর এবার এলাম যখন পেত্রগ্রাদের ভাগ্য সরু সুতোয় ঝুলন্ত অবস্থায়। আমাদের এক্ষুনি যে কোন মূল্যে পিছু হটার জড়তা ভাংতে হবে।

১৮ই অক্টোবর আমি আদেশ জারী করলাম *'কোন রকম মিথ্যা রিপোর্ট পাঠানো যাবে না, যা ঘটছে তাই অবিকল বলতে হবে। মিথ্যা বলা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সামরিক কাজে ভুল হতে পারে তবে মিথ্যা, আত্মপ্রবঞ্চণা এবং প্রতারণা সহ্য করা হবে না। বাস্তবে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ অথচ বীরত্বের সাথে লড়ছে এমন রিপোর্ট তৈরী করে পাঠানো যাবে না।'* বরাবরের মতই চাপের মুহূর্তগুলোতে আমি চিন্তা করতাম যে সেনাবাহিনী এবং দেশবাসীর সামনে সে সময়কার কান্ডজ্ঞানহীনদের পিছু হটার ঘটনাবলী অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত।

'রাইফেল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী বিপদ সংকেত দিল কারণ তার পাশ থেকে শত্রুর আক্রমণের হুমকি লক্ষ্য করা গেছে। রেজিমেন্টাল কমান্ডার সরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। সেনাদলটি দুলকি চালে দ্রুত দৌড়ে আট থেকে দশ ভার্স্ট দূরে আলেক্সান্দ্রোভ্কায় পৌঁছল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে পাশের সেনাদলটি আমাদের নিজেদেরই ইউনিট। ... তবে ছত্রভঙ্গ হওয়া সেনাদলটি খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিল না। তাদেরকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে, তক্ষুনি ফিরিয়ে আনা হলো। তারা দুল্কি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে খুব দ্রুত আবার ফিরে এলো। আট ভার্স্ট দূরত্ব এক ঘন্টায় অতিক্রম করে এই তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও সবাই ঘামছিল। ফেরার সময় আক্রান্ত হয়ে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করে উৎখাত করতে সক্ষম হলো। শত্রুও ছিল সংখ্যায় কম। সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে তারা তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করল।'

এই ছোট উপাখ্যানে, আমাকেই রেজিমেন্ট কমান্ডারের ভূমিকা পালন করতে হয়। অবশ্য সমগ্র যুদ্ধে মাত্র একবারই এবং এখানেই। যখন পিছু হটা সেনাদলটি আলেক্সান্দ্রোভ্কার ডিভিসন সদর দপ্তরের কাছে এসে পৌঁছলো, আমি প্রথম ঘোড়াটির পিঠে চেপে বসলাম। তারপর হাত তুলে সবাইকে ফিরে যাওয়ার ইশারা দিলাম। প্রথম প্রথম সবাই বিভ্রান্ত ছিল, কি করবে বুঝতে পারছিলোনা এবং কেউ কেউ পিছুই হটছিলো। আমি তখন ঘোড়ার পিঠে থেকেই একে প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে তাদের ফিরে যেতে আদেশ দিচ্ছিলাম। তারপর দেখলাম, আমার আর্দালি কজলভ (Kozlov), মস্কোভিট চাষী এবং প্রবীণ সৈনিক আমাকে অনুসরণ করছেন। তিনি নিজে খুবই উৎসাহভরে একটি রিভলবার ঘোরাতে ঘোরাতে, পুরো সৈনিক লাইনে ছুটে বেড়াচ্ছেন এবং জোরে জোরে চিৎকার করে আহ্বান জানাচ্ছেন: *'ছেলেরা সাহসী হও, ফিরে চল, কমরেড ট্রটস্কি নিজেই তোমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন'*। তার কথা শুনে সবাই উল্টো ঘুরে একই গতিতে আবার সামনে

চলতে শুরু করলো। কেউ আর পেছনে থাকলো না। দু'ভার্স্ট যাওয়ার পর, হঠাৎ বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো এবং প্রথম জন আহত হয়ে পড়ে গেল। রেজিমেন্টাল কমান্ডার আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বিপজ্জনক পয়েন্টে এসে উপস্থিত হলেন এবং রেজিমেন্টে তার পরিত্যাগ করা পজিশন পূর্ণদখলের আগেই দু'পায়ে গুলি লেগে আহত হলেন। আমি একটি মালবাহী গাড়িতে করে স্টাফ হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলাম। আসার সময় পথে পড়ে থাকা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। এতে যে প্রণোদনাশক্তি পেলাম, আমার সমস্ত অস্তিত্ব অনুভব করল, আমরা অবশ্যই পেত্রগ্রাদকে রক্ষা করতে পারব।

এখানে এসে আমি জানি, পাঠক বারবার নিজেকে নিজে একটি প্রশ্ন করছেন: যে মানুষটি পুরো বাহিনীর দায়িত্বে, তার কি নিজে নিজে সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার অধিকার আছে ? এর উত্তরে আমি বলতে চাই, পরিচালনা করার বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নেই, শান্তি বা যুদ্ধকালীন অবস্থাতে হোক সবকিছু নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। যে সব অফিসার আমার সঙ্গে রণাঙ্গন সফরে যেতেন, তারা বারবার মন্তব্য করতেন: 'এর আগে কোন ডিভিশনাল কমান্ডারও এসব ব্যাপারে তাদের নাক গলাতেন না'। বুর্জোয়া সাংবাদিকরা এটাকে লিখতেন, 'আত্ম-প্রচারের বাহানা' এবং তাদের পরিচিত ভাষা ব্যবহার করে এভাবে বোঝাতেন যে এটা তাদের জানার বাইরে। সত্য এই যে, যে বাস্তবতায় লাল বাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং এর সুশৃঙ্খল গঠন প্রক্রিয়া এবং গৃহযুদ্ধের প্রকৃতিতে এ ধরণের আচরণ কাম্য ছিল। সবকিছুই নতুন করে তৈরী করতে হয়– শৃঙ্খলা, জঙ্গী ঐতিহ্য এবং সামরিক কর্তৃত্ব। যেহেতু, একক কেন্দ্র থেকে সেনাবাহিনীর চাহিদানুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে সব ধরণের রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম যোগান দেয়া, প্রচার মাধ্যম বা অন্য কোন উপায়ে সেনাবাহিনীকে অনুপ্রেরণা দেয়া, এবং বিপ্লবী জোসের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্তি ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার সক্ষমতা আমাদের প্রথম দিকে ছিল না। তাই, সৈনিকদের চোখের সামনে হাজির হয়ে, সরাসরি তাদের লড়াইয়ের সাথে সামিল হয়ে কর্তৃত্বটা জয় করে আনতে হয়েছিল। যাতে পরে তারা হাই কমান্ডের চাহিদাটা বুঝতে পারে। যেখানে ঐতিহ্য অনুপস্থিত সেখানে আকর্ষণীয় উদাহরণ তৈরী করা জরুরী। বিজয়ের পথে ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনা এক অনিবার্য ঝুঁকি। একে মেনে নিতেই হয়।



কমান্ডিং স্টাফরা ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই তাদেরকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নবজীবন দান করার প্রয়োজন ছিল। কমিশারিদের মধ্যে বৃহত্তর পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। সবগুলো ইউনিটে কমিউনিস্টদের যুক্ত করে ভেতর থেকে শক্তি বাড়ানো হয়েছিল এবং একেবারে তরতাজা নতুন নতুন ইউনিটও আসতে শুরু করেছিল। মিলিটারী স্কুলগুলোকে রণাঙ্গনের পোস্টে পাঠানো হয়েছিল। দু'তিনদিন ধরে সরবরাহ সার্ভিস শিথিল হয়ে পড়ে, সেটা সুদৃঢ় করতে হয়েছিল। লাল বাহিনীর কর্মীরা খাবার পেয়ে, পরিবর্তিত পোষাক এবং বুট পেয়ে, এক দু'বার বক্তৃতা শুনে নিজেদের চাঙ্গা করে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়।

২১শে অক্টোবর ছিল সংকটময় দিন। আমাদের সেনাদল ছিল পুলকভোর চূড়ায়। সেখান থেকে আবারো পিছু হটার অর্থ শহরের রাস্তায় লড়াইকে নিয়ে যাওয়া। তখন পর্যন্ত সাদা বাহিনী বড় কোন বাধা ছাড়াই সামনে এগুচ্ছিলো। একুশ তারিখে প্রথম আমাদের বাহিনী পুলকভো রেখা বরাবর দৃঢ় অবস্থান নিয়ে শক্ত প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করে। শত্রুর অগ্রসরের গতিরোধ হয়। ২২ তারিখে লাল বাহিনী আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। যুদেনিচের হাতে সময় ছিল রিজার্ভ বাহিনী দিয়ে তার লাইন শক্তিশালী করার। যুদ্ধ তীব্র রূপ নিল। তেইশ তারিখে সন্ধ্যায় আমরা জারস্কোয়ে সয়েলো এবং প্যাভলভ্স্ক পুনরুদ্ধার করি। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তি পঞ্চদশ সেনাদল দক্ষিণ দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে সাদা বাহিনীকে পেছন এবং ডানপাশ থেকে আক্রমণের হুমকিতে

ফেলে দেয় । তারপর এলো টার্নিং-পয়েন্ট । আমাদের ইউনিটগুলো অতর্কিতে হামলা করে শত্রু পাল্টা আক্রমণ ও হিংস্রতার মুখোমুখি হয় । শুরু হলো পাল্লা দিয়ে একে অন্যের আত্মদান এবং বীরত্বের কাজ । তাদের অনেক ক্ষতি হলো । শ্বেত কমান্ড বিবরণ দিয়েছিল যে আমাদের ক্ষতি তাদের চেয়ে বেশী । এটা খুবই সম্ভব; তাদের ছিল অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র এবং অভিজ্ঞতা । কিন্তু আমাদের ছিল আত্মোৎসর্গের মানসিকতা । তরুণ শ্রমিক এবং চাষীরা, মস্কো এবং পেত্রগ্রাদের সামরিক ছাত্ররা তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে বেপরোয়া আক্রমণ চালায় । শত্রুর মেশিনগানের ফায়ার এর বিপরীতে তারা এগুচ্ছিল জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে । হাতের রিভলবার দিয়ে তারা ট্যাংক আক্রমণ করছিল । সাদাদের জেনারেল স্টাফ লালদের 'বীরোচিত ক্ষিপ্ততা' নিয়ে প্রচুর গল্প-কাহিনী লিখেছিলেন ।

আগে যুদ্ধবন্দী কদাচিত নিতে হতো । সাদাদের মধ্যে পলাতকের সংখ্যা ছিলই না । এখন হঠাৎ পলাতক এবং আত্মসমর্পণ বা যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা বেড়ে গেল । যুদ্ধের সহিংসতা ও তিক্ততা উপলব্ধি করে আমি একটি আদেশ জারী করি: *'অরক্ষিত, নিরস্ত্র যুদ্ধবন্দী ও পলাতকের ওপর যে ছুরি ধরে শত ধিক সেই কাপুরুষকে, সে সৈনিক পদনামের অযোগ্য !'*

আমাদের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে । এস্তোনিয় এবং ফিনরা আর হস্তক্ষেপের চিন্তা করেনি । এগিয়ে আসা সাদারা দু'সপ্তাহেই পুরোপুরি মনোবল হারিয়ে উল্টা ঘুরে এস্তোনিয়ার সীমান্তের দিকে পিছু হটতে থাকে । সীমান্ত পার হওয়া মাত্রই এস্তোনিয় সরকার তাদের নিরস্ত্র করে । লন্ডন এবং প্যারিস কেউ তাদের নিয়ে আর ভাবলো না । মাত্র গতকাল যে আঁতাতের 'উত্তর-পশ্চিম সেনাদল' পরাক্রমশালী বলে খ্যাত ছিল, আজ তারা প্রচণ্ড ঠান্ডায় এবং ক্ষুধায় নিঃশেষ হতে থাকলো । চৌদ্দ হাজার সাদা সৈন্য টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে উপচে পড়েছিল । 'পেত্রগ্রাদ উত্তাপের বিশ্ব-সপ্তাহ'-এর সমাপ্তি ঘটলো এখানেই ।

পরে সাদাদের নেতারা সরবে এডমিরাল কাউয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন । তারা বলেছিলেন যে, তিনি ফিনল্যান্ড উপকূল থেকে যথেষ্ট সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন । এসব অভিযোগ অতিকথন বই কিছু নয় । এক রাতের অভিযানে আমাদের তিনটি টর্পেডো-বোট ৫৫০ জন তরুণ নৌসেনা নিয়ে মাইনের আঘাতে ডুবে যায় । এজন্য ব্রিটিশ এডমিরালকে বাহবা দেয়া উচিত । সেনা এবং নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে এই বিপুল ক্ষতির শোকবাণীতে বলা হয়:

'লাল যোদ্ধারা ! সব রণাঙ্গনেই তোমরা ইংলিশদের বৈরী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেছো । প্রতিবিপ্লবী বাহিনী তোমাদের গুলি করেছে ইংলিশ কামান-বন্দুক নিয়ে । সেনকুর্স্কে এবং অনেগার ডিপোগুলোতে দক্ষিণ ও পশ্চিম রণাঙ্গনে তোমরা যে সাপ্লাই পেয়েছিলে, সব ইংলিশদের তৈরী । যে সৈনিকদের তোমরা বন্দী করেছ, তাদের পোষাকও ইংল্যান্ডের তৈরী । আর্কানজেল এবং আস্ত্রাখানে নারী ও শিশুরা হতাহত হয় ইংলিশ বিমান সেনাদের হাতে ইংলিশ বোমায় । ইংলিশ জাহাজগুলো আমাদের নদী তীরবর্তি অঞ্চলে... বোমা নিক্ষেপ করে ।

আজও আমরা ভাড়া করা ইংল্যান্ডের গোলাম যুদেনিচের বিরুদ্ধে তিক্ত যুদ্ধে রত । তবে আশা করি তোমরা মনে রাখবে যে, ইংল্যান্ড দু'টো । এক ইংল্যান্ড লোভী, হিংস্র ও বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর ও রক্তপিপাসু । আরেকটি ইংল্যান্ডও আছে– শ্রমিকের, আত্মিক শক্তির এবং আন্তর্জাতিক সংহতির উন্নত ভাবাদর্শের । অসৎ এবং স্টক-এক্সচেঞ্জের স্বার্থপর ক্রীড়নকরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে । সাধারণ শ্রমিক ও গণমানুষের ইংল্যান্ড আমাদের সাথেই আছে । (দ্য অর্ডার টু দ্য আর্মি এন্ড নেভি, ২৪ অক্টোবর ১৯১৯, নং ১৫৯) ।

আমাদের লড়াইয়ের সঙ্গে সমাজবাদী শিক্ষার কাজ নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল । যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র-গোলাবারুদের ভেতর থেকে যে সব 'আইডিয়া' মনে প্রবেশ করতো, তা চিরস্থায়ীভাবে গেঁথে যেত ।

শেক্সপিয়ারের সাহিত্যেদেখা যায় ট্র্যাজিডির পরেই কমেডি থাকে। একই রূপ জীবনেও মহিমাময় সুন্দর মিশে থাকে সংকীর্ণতা এবং স্থূলতার সঙ্গে। জিনোভিয়েভ, তখন তার সোফা থেকে উঠে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বর্গে আরোহণ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন এবং তিনি কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশনালের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ডকুমেন্টটি সহ একটি পতাকা আমাকে দেন :

'লাল পেত্রগ্রাদকে রক্ষা করার মানে বিশ্ব সর্বহারাদের জন্য এক অমূল্য সেবা প্রদান এবং তা কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশনালেরও প্রতিও। প্রিয় কমরেড ট্রটস্কি, পেত্রগ্রাদ লড়াইয়ে আপনিই সবার শীর্ষে, তাই আপনাকে অভিনন্দন। কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে এই পতাকা আপনার হাতে অর্পণ করলাম। আপনার প্রতি অনুরোধ যে, আপনার নেতৃত্বে গৌরদীপ্ত লাল বাহিনীর যে সব ইউনিট সবচেয়ে গৌরবজনক অবদান রেখেছে, তারাই এটা পাওয়ার যোগ্য এবং আপনি তাদেরকে হস্তান্তর করবেন। চেয়ারম্যান, কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ কমিটি– জি.জিনোভিয়েভ।'

আমি এ রকম বহু প্রশংসাপত্র এবং পতাকা পেয়েছিলাম পেত্রগ্রাদের বিভিন্ন সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন এবং আরো নানান সংগঠন থেকে। পতাকাগুলো বিভিন্ন সেনাদলকে হস্তান্তর করি এবং প্রশংসাপত্রগুলো আমার সচীবরা আর্কাইভে পাঠিয়ে দেন। সেগুলো সেদিনও পর্যন্ত সেখানে সুরক্ষিত ছিল জানি। কিন্তু পরে জিনোভিয়েভ ভিন্ন রীডে নতুন সুরে গান বাঁধা শুরু করলে, তখন ডকুমেন্টগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।

পেত্রগ্রাদ বিজয়ের আনন্দের কী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। এ আনন্দোল্লাসের সবচেয়ে বড় কারণ, আমরা তখন দক্ষিণ রণাঙ্গনেও নিশ্চিতভাবে দৃঢ় সাফল্য অর্জন করি। বিপ্লব আবার মাথা তুলতে শুরু করে। লেনিনের চোখে যুদেনিচের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এ কারণে যে, অক্টোবরের মাঝামাঝিতেও তিনি এটা অসম্ভব মনে করেছিলেন। পলিট ব্যুরো পেত্রগ্রাদ রক্ষার জন্য আমাকে সর্বোচ্চ সম্মাননা 'লাল পতাকা' দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত আমাকে খুবই বিচলিত করে। আমি বরং বিপ্লবী সম্মাননা চালু করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলাম। কারণ খুব বেশী দিন হয়নি আমার পুরনো শাসনামলের খেতাব প্রথা বিলুপ্ত করেছি। যাহোক, লাল পতাকা খেতাব চালু করার ক্ষেত্রে আমার মত ছিল, যারা বিপ্লবী কর্তব্যের প্রতি কেবল সচেতনতায় বিশ্বাসী হওয়াটাই যথেষ্ট মনে না করে সরাসরি কাজ করেন, তাদের জন্য এটি একটি বাড়তি প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে। এই পয়েন্টে লেনিনও একমত হয়েছিলেন। লাল পতাকা খেতাব চালু হলো। যারা লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো শুধু তাদেরই তখন এটা দেয়া হতো। আমিও অন্যদের বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহুবার এ সম্মাননা দিয়েছি। আর এখন এটা আমাকেই দেয়া হচ্ছে। আমার জন্য এটা নিয়ম মানা ছাড়া আর কিছু নয় ভেবে না করিনি।

এই প্রসঙ্গ ছাড়াও, আমার একটি গল্প মনে পড়ে যা আমি কিছুদিন পরেই যথার্থ আলোয় দেখেছিলাম। পলিট ব্যুরোর গোপন বৈঠকে, কামেনেভ বেশ অস্বস্তিতে পড়ে স্তালিনকেও এই খেতাব দেয়ার প্রস্তাব করেন। কালিনিন সরলভাবে ক্ষুদ্ধ হয়ে জানতে চাইলেন, *'কি কারণে? আমি বুঝতে পারছি না কেন স্তালিনকে এই পুরষ্কার দেয়া উচিত'*। তারা হাসি-তামাশায় তাকে শান্ত করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। বৈঠক শেষে বুখারিন কালিনিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, *'তুমি বুঝতে পারো না? এটা লেনিনের আইডিয়া। অন্যে যা পায়, তাকেও তা পেতে হবে নইলে স্তালিন স্বস্তি পাবে না। সে এটা কখনো ভুলবে না।'* আমি লেনিনকে বুঝতাম এবং নিভৃতে তার সঙ্গে একমত হতাম।

খুব জাঁক জমকের সাথে খেতাব প্রদান সভার আয়োজন করা হলো গ্র্যান্ড অপেরা থিয়েটার হলে। আমি প্রধান প্রধান সোভিয়েত সংস্থাগুলোর যৌথ সম্মেলনের সামনে সামরিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন পেশ করলাম। সবশেষে চেয়ারম্যান যখন স্তালিনের নাম ঘোষণা করলেন, আমি হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালাম। আমার

হাততালি দেয়া দেখে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আরো দু'তিন জন হাততালি দিলেন। এক ধরণের হতভম্ব ও শীতল নীরবতা পরিলক্ষিত হলো সমস্ত হল ঘরে। এটা বিশেষ করে এ কারণে যে, এর আগে হলে বেশ উচ্ছ্বসিত জমজমাট অবস্থা বিরাজমান ছিল। স্তালিন নিজে বিচক্ষণভাবে অনুপস্থিত ছিলেন।

আমার পুরো ট্রেনটিকেই 'লাল পতাকা' সম্মাননায় ভূষিত করা হলো। এতে আমি অনাবিল আনন্দ পেলাম। আমি সম্মাননা অনুষ্ঠানে বিবরণ তুলে ধরলাম:

'অক্টোবরের ১৭ থেকে নভেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত সপ্তম সেনাদলের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে আমাদের ট্রেনের সৈন্যরা এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এ লড়াইয়ে কমরেডগণের মধ্যে ক্লাইজার, আইভানভ এবং জাস্টার শহীদ হন। সর্ব কমরেড প্রেদ, দ্রাউদিন, পুরিন, চেরনিয়াবজেব, কাপ্রিয়েভিচ এবং তেস্লেক আহত হন। সর্ব কমরেড এডামসন, পুরিন এবং কিসেলিস শেলে আহত হয়ে এখনও কষ্ট পাচ্ছেন। আরো অনেকে আছেন, সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সময় সাপেক্ষ। রণাঙ্গনে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধনে আমাদের ট্রেনের প্রতিটি সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।'

কয়েক মাস পরে লেনিন টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, *'তুকি কি কার্দেজোভের (Kirdetzov) বইটি পড়েছো? তিনি ছিলেন সাদা, আমাদের শত্রু। যুদেনিচের পেত্রগ্রাদ অভিযান নিয়ে বইটি লিখেছেন।'* নামটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। এখানে যোগ করতে চাই যে, লেনিন আমার চেয়েও গভীরভাবে সাদাদের প্রকাশনাগুলোর প্রতি চোখ রাখতেন। একদিন পর তিনি আবার আমাকে বললেন: *'বইটি পড়েছো ?'* 'না'।

'আমি কি বইটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব ?'

বইটি আমার কাছে ছিল। কারণ লেনিন এবং আমি দু'জনেই বার্লিন থেকে একই ধরণের নতুন বই পেয়েছিলাম। *'তুমি অবশ্যই শেষ অধ্যায়টি পড়বে। এটি শত্রপক্ষের উপলব্ধি ও মূল্যায়ন। এতে তোমার সম্বন্ধেও বলা হয়েছে।'* কিন্তু যে কারণেই হোক পড়ার সুযোগ পাইনি। অবাক কান্ড, আমি কন্সতান্তিনোপ্‌লে এসে বইটি পাই এবং লেনিনের পীড়াপীড়ির কথা মনে পড়ে। তখন শেষ অধ্যায়টি পড়ি। যুদেনিচের মিনিস্টারদের মধ্যে একজনের লেখা মূল্যায়নটা নিম্নরূপ:

'১৬ অক্টোবর ট্রটস্কি ঝড়ের বেগে পেত্রগ্রাদ রণাঙ্গনে পৌঁছেন। তার তেজোদীপ্ত শক্তি কাছে পেয়ে লাল বাহিনীর বিভ্রান্তি কেটে যায়। গ্যাচিনার পতনের অল্প আগেও তিনি সাদাদের আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সেটা অসম্ভব, তখন খুব দ্রুত শহর ছেড়ে জার্স্কোয়ে সয়েলো রক্ষার কাজে লেগে গেলেন। সশস্ত্র রিজার্ভ বাহিনী তখনও গড়ে ওঠেনি। তাই তিনি দ্রুত তৎপরতার সাথে পেত্রগ্রাদের সব সামরিক ছাত্র এবং শহরের সব পুরুষ জনতাকে একত্রিত করে মেশিন গান (?!) দিয়ে রণসাজে সজ্জিত করে, লাল বাহিনীর ইউনিটগুলোকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানে ফেরত যেতে বাধ্য করেন। তার শক্তিশালী পদক্ষেপের বলে পেত্রগ্রাদের সকল প্রবেশ পথে প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে উঠে..।

ট্রটস্কি শ্রমিক, কমিউনিস্ট এবং দৃঢ় নৈতিক মনোবলসম্পন্ন লোকজনকে নিয়ে পেত্রগ্রাদ শহরে ছোট ছোট সেনাদল সফলভাবে সংগঠিত করে তাদেরকে তীব্র লড়াইয়ের মুখে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদেনিচের অফিসারদের সাক্ষ্য অনুসারে, লাল বাহিনী ছাড়াও এই ছোট ছোট গণবাহিনীগুলো মেরিন ব্যাটালিয়ন এবং সামরিক ছাত্রদের সঙ্গে এক হয়ে পরাক্রমশালী হিংস্র শার্দুলের মতো লড়াই করে। তারা বেয়নেট দিয়ে আমাদের ট্যাংক আক্রমণ করে। বিধ্বংসী ইস্পাত দৈত্যের অগ্নি ছোবলে কাতারে কাতারে মরলেও, তারা তাদের অবস্থান রক্ষায় পিছপা হয়নি।'

আমরা কখনো মেশিনগান দিয়ে লাল বাহিনীকে তাড়াইনি। কিন্তু আমরা পেত্রগ্রাদ রক্ষা করেছিলাম।

৩৬। সামরিক বিরোধিতা।

(১)

সমগ্র দেশের সর্বহারা শ্রমিক এবং চাষীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত্তিতে লালবাহিনী সফলভাবে সংগঠিত করা হচ্ছিল । পরবর্তিকালে, ১৯২৩ সনে এক স্টুপিড কাল্পনিক গল্প ফাঁদা হলো যে আমি নাকি চাষী সম্প্রদায়কে 'অবমূল্যায়ন' করেছি। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাকে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকতে হয় অন্য সবার চেয়ে বেশী। কারণ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল প্রধানত চাষীদের দিয়েই। এ কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত চাষীদের জীবনের সাথে আমাকে নিবিড় সম্পর্ক রাখতে হতো। এ বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করতে গেলে পরিধি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সুতরাং আমি দু'একটি দৃষ্টান্ত দেবো।

১৯১৯ সনের ২২শে মার্চ আমি সরাসরি টেলিফোনে দাবি জানাই,*'কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যকরী কমিটির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করে ভল্গা অঞ্চলে একটি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়। কমিশনের কাজ হবে: ভল্গা অঞ্চলে বেআইনি কার্যকলাপ সংশোধন করা, ক্ষমতাসীন সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের ওপর ভল্গার চাষীদের আস্থাশীল করা। এ ছাড়া বিভিন্ন অভিযোগ এবং প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে 'মধ্যম' কৃষকদের জন্য কৃষকবান্ধব অধ্যাদেশ জারী করা।'*

লক্ষণীয় মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ বিষয়ে আমি সরাসরি টেলিফোনে শুধু স্তালিনের সাথেই আলাপ করি এবং মধ্যম কৃষকদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকেই বিস্তারিত বলি। সে বছর, আমার উৎসাহে, মধ্যম কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং তাদের বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সুপরিচিত হিসেবে কালিনিনকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিকে উরালের চাষীদের জীবনযাত্রা দেখে আমি যে পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট দেই, তার ভিত্তিতে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালায় পরিবর্তন আনার জন্য জোর সুপারিশ করি। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ প্রস্তাবের পক্ষে আমি পাই মাত্র চার ভোট, বিপক্ষে যায় এগারো ভোট। স্তালিনও আমার বিপক্ষে ভোট দেন। তখন লেনিনও খাদ্য কর বা লেভি প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য ক্রনস্টাট বিদ্রোহের ঝাঁকুনি খেয়ে এবং সশস্ত্র বাহিনীর হুমকির মুখে ঠিক এক বছর পর সর্বসম্মতিক্রমে নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করা হয়।

বিপ্লবের পরের বছরগুলোয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং গঠনমূলক কাজে বিভিন্ন জটিলতা নিরসন নিয়ে সোভিয়েতগুলোকে বেশীর্ভাগ ব্যস্ত থাকতে হয়। সবার আগে খুবই গভীরভাবে মুখোমুখি হতে হয় কেন্দ্রীভূত সামরিক বলয়ের। নিয়মানুসারে সশস্ত্র বাহিনীর ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে হতো এবং সমস্যার সমাধান দিতে হতো মুহূর্তের মধ্যে। কোন রকম বিরোধী মত থাকলে কাজের মাধ্যমেই ঠিক জায়গা মতো তার পরীক্ষা হয়ে যেত। তাই, সামগ্রিকভাবে রেড আর্মির উন্নয়ন ও বিকাশে অভ্যন্তরীণ দ্বিমত বা যুক্তি-তর্কের সুযোগ এবং ঘন ঘন সিস্টেম পরিবর্তন একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। আলোচনা করার মতো পর্যাপ্ত সময় পেলে আমরাও হয়তো অনেক বড় বড় ভুল করে বসতাম।

তারপরও পার্টির ভেতরে প্রায়শই তীব্র ও তিক্তকর বাক-বিতন্ডার লড়াই চলতো। এটা ছিল সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র উপায়। কাজগুলো ছিল নতুন এবং খুবই অভিনব, সমস্যা ছিল তারচেয়েও বেশী জটিল। জারের পুরনো সেনাবাহিনী তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলো। আমরা যখন নতুন নতুন রেজিমেন্ট গঠনে আত্মনিবেদিত

তারা তখন বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সারাদেশে ঘৃণা ছড়াচ্ছিলো। জারের পুরনো আর্মি থেকে অফিসারদের মাঝে মাঝে ব্যাপক হারে ছাঁটাই করা হতো। আমরা তাদেরকে লাল বাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতাম। প্রথম দিকে পুরনো রেজিমেন্টগুলোকেই বিপ্লবের মূর্ত প্রকাশ রূপে কমিটিতে রূপান্তর করতাম। নতুন রেজিমেন্টগুলোতে কমিটি সিস্টেম বলবৎ করতাম না; কারণ তাহলে তারা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। আমরা যখন নতুন শৃঙ্খলা আরোপ করতে শুরু করি তখন পুরনো শৃঙ্খলার নিন্দা আমাদের কানে বাজতো। খুব কম সময়ে আমরা সামরিক বাহিনীতে যোগদানকে স্বেচ্ছাসেবা থেকে বাধ্যতামূলক (Conscript) প্রথায় রূপান্তর করি। অনিয়মিত সেনাদলগুলোকে নিয়মিত সামরিক সংগঠনে পরিণত করি। অনিয়মিত বাহিনী গঠন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে অনবরত লড়াই করতে হতো। এ এমনই এক কষ্টের লড়াই ছিল যে, চরম ধৈর্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে আপোষ করেও কখনো কখনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। বিপ্লবের পায়ের তলায় মাটি ছিল চাষীরা। আর তারাই অনিয়মিত বাহিনীতে বেশী গন্ডগোল করতো। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা মানে প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। আর এর বিরোধিতা করা মানে বিপ্লবের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানকে অস্বীকার করা। এই মধ্যবিত্ত-সুলভ বিশৃঙ্খলা অনিয়মিত বাহিনীর ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর লড়াইয়ের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পার্টির বিভিন্ন সারির কর্মীদের মধ্যে বেশ সোচ্চারভাবে প্রতিধ্বনিত হতো।

রেড আর্মি গঠনের প্রথম থেকেই বিরোধী পক্ষ সামরিক প্রশ্নে কম-বেশী এক সুনির্দিষ্ট বিরোধের রূপ নেয়। তাদের মূল ধারণার বহিপ্রকাশ ঘটে: নির্বাচন পদ্ধতি সমর্থন এবং সমর বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রতিবাদ, সামরিক শৃঙ্খলা বলবৎ করাকে অপছন্দ এবং সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীয় কমান্ডভূক্ত করার বিরোধিতা, ইত্যাদি নিয়ে। বিরোধীরা তাদের পক্ষে কিছু সাধারণ তাত্ত্বিক ফর্মুলা দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। তারা জোর দিয়ে বলত যে, কেন্দ্রীভূত বাহিনী রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের বাহক; বিপ্লবকে কেবল চলমান যুদ্ধে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করলেই হবে না, বরং কেন্দ্রীভূত সশস্ত্র বাহিনীকেও বদলাতে হবে। বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সারবস্তু হচ্ছে সবসময় তৎপর থাকা, দ্রুত আক্রমণ করা এবং কুশলী অভিযান চালানো; এর লড়াইয়ের শক্তির বাস্তব রূপ হচ্ছে বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত ছোট ছোট ও স্বাধীন সেনাদল (detachment); বিপ্লবী বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে আবদ্ধ থাকবে না; তারা সামরিক অপারেশনে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সাহায্য সহায়তার ওপর আস্থাশীল থাকবে; যেন মুক্ত বিপ্লবীরা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে শত্রুর পেছনে থেকেও আক্রমণ করতে পারে, ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা ছোট ছোট লড়াই বা গেরিলা কৌশলকেই বিপ্লবের রণকৌশল হিসেবে প্রচার করে। এবং এসব বিমূর্ত ও অবাস্তব তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে আমাদের দূর্বলতা প্রমাণের চেষ্টা করে। অল্প ক'দিন পর গৃহযুদ্ধ শুরু হলে লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা এসব প্রচলিত কুসংস্কারের অসারতা প্রমাণ করে। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আপনা থেকেই স্থানীয় উদ্ভাবন, গেরিলা কৌশল এবং স্বাধীন সেনাদলের চেয়ে কেন্দ্রীভূত সামরিক সংগঠন গড়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব খুব শীঘ্রই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রথম দিকে পুরনো বাহিনীর মাত্র কয়েক হাজার অফিসার দিয়ে রেড আর্মি যাত্রা শুরু করলেও পরে হাজার হাজার অফিসার নিয়োজিত হয়। তাদের ভাষায়, দু'বছর আগেও তারা অনেকেই মডারেট লিবারেলদের সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে ভাবতেন। সেই সময় তাদের চোখে বলশেভিকরা ছিল চতুর্থ মাত্রায়। আমি সব সময় বিরোধীপক্ষের সমালোচনার জবাবে লিখেছিলাম, 'যদি আমরা হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক 'বিশেষজ্ঞের' মন জয় করতে বা তাদের উপর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করতে আমরা অক্ষম বা অযোগ্য হতাম, তবে আমাদের নিজেদের এবং পার্টি সম্পর্কে, আমাদের তাত্ত্বিক ও আদর্শিক মনোবলের প্রতি, আমাদের বিপ্লবী

মনোবল দিয়ে ক্ষমতা দখল করার উপর অবশ্যই হীনমন্যতা কিংবা আস্থাহীনতায় ভুগতাম'। কিন্তু আমরা অনেক সমস্যা, সংকট এবং দ্বন্দ্ব-বিরোধকে ডিঙিয়ে নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্যে পৌঁছেছি।

কমুনিস্টরা নিজেরা বেশ কষ্ট করে সামরিক কাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতো। এ কাজে বাছাই করে লোক নেয়া এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। ১৯১৮ সনের আগস্টে কাজান আক্রমণের মুখেও আমি লেনিনকে টেলিগ্রাম করে বলি, 'শুধুমাত্র যে সব কমুনিস্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, কষ্টসহিষ্ণুতা মেনে নিতে আগ্রহী এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তাদেরকেই যেন এখানে পাঠানো হয়। পাখির পালকের মতো হালকা মেজাজের লোকের এখানে দরকার নেই।' এক বছর পরে ইউক্রেনে যখন পার্টির সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা অবাধে ছড়িয়ে পড়ে, আমি চতুর্দশ সেনাদলের প্রতি এক আদেশে লিখেছিলাম: 'আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, পার্টি কর্তৃক নিয়োজিত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরাও এখানে রেড আর্মির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সৈনিকদের মতো একই অধিকার ও কর্তব্য ভোগ করবেন। তবে কমুনিস্টরা যারা পার্টির সদস্য হিসেবে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে দিতে হবে, তাদের জন্য লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেয়া হবে এবং বিপ্লবী সামরিক কর্তব্যে কোন গাফিলাতির কারণে অন্ধকারে দিশাহারা অশিক্ষিত সৈনিকদের প্রতি যে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে, কমিউনিস্টদের তার দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।' সোজা কথায়, এর দরুণ অনেক মন কষাকষি এবং অসন্তুষ্ট মানুষেরও অভাব ছিল না।

সামরিক বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ছিলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ **প্যাতাকভ** (Pyatakov), বর্তমান স্টেট ব্যাংকের পরিচালক। তিনি সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাধারণত ভয়ে সব বিরোধীতায়ই যোগ দিতেন। তিন-চার বছর



আগে, প্যাতাকভ আমার গ্রুপে থাকা অবস্থায়, আমি মজা করে ভবিষ্যদ্বাণী করি যে, বোনাপার্টবাদীরা ক্যু করার প্রাককালেও প্যাতাকভ ব্রিফকেস নিয়ে পরদিন সময়মত অফিসে যাবেন। এখন আমি আরো দৃঢ়ভাবে যোগ করতে পারি যে যদি এমনটা ঘটতে ব্যর্থ হয়, তবে তা কেবল বোনাপার্টবাদীদের ক্যু'র অভাবেই প্যাতাকভের ভুলের কারণে নয়। তিনি একজন মোটামুটি সু-শিক্ষিত মার্ক্সবাদী ছিলেন, বিশেষ করে অর্থনীতির রাজ্যে। এ ছাড়াও তিনি নিঃসন্দেহে একজন আত্মসংযমী ভাল প্রশাসক ছিলেন। এজন্য ইউক্রেনে তিনি খুব প্রতিপত্তি ভোগ করেন। প্রথম দিকের বছরগুলোতে প্যাতাকভ বেশ বিপ্লবী তেজবীর্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু পরে একজন রক্ষণশীল আমলায় পরিণত হন। তার আধা–নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে, প্রথমে আমি তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট দেই, যেন তিনি তার কথাকে কাজে পরিণত পারেন। এই পদ্ধতি নতুন নয়, প্রায়শই ঈপ্সিত ফল প্রদানে খুবই সক্ষম হয়। তার প্রশাসনিক মেধা তাকে



শীঘ্রই কর্মতৎপর করে। তিনি এতদিন কথার মালার মধ্য দিয়ে যে বিরুদ্ধ লড়াই চালিয়ে আসছিলেন, তার বিরুদ্ধেই তাকে কাজ করতে হয়। এ ধরণের পরিবর্তন অহরহই ঘটতো।

সামরিক বিরোধী পক্ষের সবচেয়ে ভাল উপাদানগুলোকে খুব দ্রুত কাজে লাগানো হয়। একই সময় আমিও তাদেরকে আপোষহীনভাবে তাদের নিজেদের নীতি অনুযায়ী দু'একটি সেনাদল (রেজিমেন্ট) গঠন করতে সুযোগ দিয়েছিলাম। এবং আমার তরফ থেকে যা যা সম্ভব ছিল, সব ধরণের সম্পদ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ভল্গার একটি মাত্র জেলা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং একটি রেজিমেন্ট গঠন করে যা অন্যগুলোর মতই ছিল। লাল বাহিনী তখন সব রণাঙ্গনে জয়লাভ করতে থাকে। ফলে বিরোধীতা ক্রমান্বয়ে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

লালবাহিনীতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে *জারিতসিন (Tsaritsin) সেনাদল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ভরোশিলভ। এরা দল বেঁধে সামরিক বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের ছিল ছোট ছোট ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল বা ডিটাচমেন্ট। এগুলোর প্রত্যেকটির প্রধান থাকতেন সাবেক নন-কমিশন অফিসারগণ। এরা উত্তর ককেশাসের কৃষক পরিবার থেকে আগত। ঐ অঞ্চলের কসাক এবং স্তেপের দক্ষিণাঞ্চলের চাষীদের মধ্যে তীব্র বৈরীতা ছিল। তারই সুযোগে এরা আক্রোশমূলক নিষ্ঠুর বর্বরতামূলক কাজ করত। এরা একেকটা গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করত। স্থানীয় এলাকায় এর মূল গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। এ ছিল এক চাষী/কৃষক যুদ্ধ এবং নীরব বর্বরতা (mouzhik)। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছিল এটি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের এবং সীমা ছাড়া। এরা যুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক বলিষ্ঠ অনিয়মিত যোদ্ধা নিয়োগ করত। এ যোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। কিন্তু যখন বৃহত্তর পরিসরে তাদেরকে সামরিক কাজে নিয়োগ করো হতো, তখন আর পারতো না, প্রায়ই ব্যর্থ হতো।*(*জারিতসিনের বর্তমান নাম ভল্গগ্রাদ– অনুবাদক*)

ভরোশিলভের জীবন চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি ছিলেন একজন শ্রমিক-বিপ্লববাদী, শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতেন, কাজ করতেন গোপনে, জেলেও ছিলেন এবং নির্বাসন দন্ডও ভোগ করেন। আজকালকার অন্যান্য শাসকদের মতো ভরোশিলভও ছিলেন শ্রমিকদের মধ্য থেকে শ্রেফ একজন জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী তার বেশী কিছু না। সাম্রাজ্যবাদীদের মহাযুদ্ধে এমনটা হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং পরে বিপ্লবেও তারা অংশ নেয়। ভরোশিলভের ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্তে ১৯১৪-১৯১৭ পর্যন্ত ছিল শূণ্য, বর্তমান নেতাদের অনেকের বেলায়ও এটা সত্য। এই শূণ্যস্থানের গোপন রহস্য এই যে, যুদ্ধের সময় এই লোকগুলো ছিল 'প্যাট্রিয়ট' এবং তখন তারা বিপ্লবী কর্মকান্ড বন্ধ রাখেন। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে, স্তালিনের মতো, ভরোশিলভও বামদের মধ্য থেকে গুচকভ ও মিলিয়ুকভের সরকারকে সমর্থন করেন। তারা ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী গণতন্ত্রী, কোন মতেই আন্তর্জাতিকতাবাদী নন। নিয়মানুযায়ী বলশেভিকদের মধ্যে যারা যুদ্ধের সময় ছিলেন প্যাট্রিয়ট, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় ছিলেন ডেমোক্র্যাট এবং এখন তারা স্তালিনের জাতীয় সমাজতন্ত্রের অনুসারী। ভরোশিলভও তার ব্যতিক্রম নন।

ভরোশিলভ ছিলেন লুগান্সক (Lugansk) শ্রমিকদেরই একজন। সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে উপরে উঠেন। তার অভ্যাস এবং রুচী সবসময় ছোটখাটো একজন মালিকের মতো যতখানি ছিল, ততখানি সর্বহারার মত নয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিরোধী নন-কমিশন্ড অফিসারদের এবং অনিয়মিতদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এরা ছিল সামরিক জ্ঞান এবং প্রসস্ত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কেন্দ্রীভূত সামরিক শক্তিবিরোধী। এ-ই হল সামরিক সংগঠন বিরোধী জারিতসিনের মূল কাহিনী।

ভরোশিলভের সার্কেলের লোকেরা 'বিশেষজ্ঞ', সামরিক একাডেমির গ্রাজুয়েট, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং



মস্কোকে ঘৃণার চোখে দেখতো। তাদের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত শব্দ ব্যবহার করতো। কিন্তু যেহেতু অনিয়মিত বাহিনী প্রধানদের নিজেদের সামরিক জ্ঞান ছিল না, তাই প্রত্যেকেই তার সান্নিধ্যে একজন 'বিশেষজ্ঞ' রাখতো। দ্বিতীয় সারির হয়েও তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী এবং যোগ্যতর ব্যক্তির সামনে তারা স্বাভাবিকভাবেই নাছোড়বান্দার মতো পদ আঁকড়ে ধরে রাখতো। জারিতসিন সামরিক প্রধানদের মনোভাব সাদা বাহিনীর প্রতি যেরকম ছিল, দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক প্রধানদের প্রতিও ঠিক সেরকমই ছিল। মস্কো সদর দপ্তরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হতো শুধুমাত্র নিয়মিত সামরিক রসদ ও গোলাবারুদের চাহিদা পর্যন্ত। আমাদের সম্পদ ও সঙ্গতি ছিল খুবই সীমিত। সবকিছু কারখানায় তৈরী হওয়া মাত্রই বাহিনীগুলোতে সরাসরি দ্রুত পাঠিয়ে দেয়া হতো। তবে তাদের কারোই

জারিতসিন বাহিনীর মতো এত রাইফেল বা কার্তুজ ছিল না। জারিতসিনদের চাহিদা পূরণ করা না গেলে, তারা 'মস্কো বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাসঘাতকতা' বলে বিষোদ্গার করতো। এই বাহিনীর একজন বিশেষ প্রতিনিধি থাকতেন মস্কোতে। তিনি একজন নাবিক নাম ঝিভোদিয়র। তার কাজ ছিল তার বাহিনীর জন্য সরবরাহ সামগ্রী আদায় করা। আমরা যখন কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ শুরু করি তখন ঝিভোদিয়র তস্করে পরিণত হয়। আমার যতদূর বিশ্বাস পরে তাকে ধরে গুলি করা হয়।

স্তালিন কয়েক মাস জারিতসিনে ছিলেন। সেখানে থেকে তিনি আমার আজন্ম বিরোধী ভরোশিলভ এবং তার নিকটতম সঙ্গীদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকান। তার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের জন্য এটি একটি বিখ্যাত স্থান বলে ধারণা করা হতো। তবে তিনি এমনভাবে চলতেন যে কোন সময় তাকে সেখান থেকে তুলে আনা যেত।

প্রতিদিনই আমি হাই কমান্ড বা রণাঙ্গন কমান্ড সদর থেকে জারিতসিনের বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ পেতাম যে, কোন আদেশ কার্যকরী করা যায় না, কোন কিছু জানতে চাওয়া হলে উত্তর পাওয়া যায় না ইত্যাদি। লেনিন এই বিরোধের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি স্তালিনকে আমার চেয়েও ভালো চিনতেন এবং সোজাসুজি সন্দেহ করতেন যে জারিতসিনের একগুঁয়েমিপনার জন্য তলে তলে স্তালিনই দায়ী। পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠে। আমি জারিতসিনে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেই। হাই কমান্ড এবং জারিতসিনের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ বাধলে আমি স্ভায়ার্দলভের মাধ্যমে স্তালিনকে ডেকে পাঠাই। তিনি নিজেই



স্তালিনকে নিয়ে আসার জন্য একটি বিশেষ ট্রেন নিয়ে যান। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লেনিন খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সঠিকই ছিলেন। আমি স্তালিনকে নিয়ে কখনো ভাবিনি। ১৯১৭ সনে তাকে আমি সামান্য ছায়ার মতো দেখি। লড়াইয়ের আগুনে ও তাপে আমি তার অস্তিত্বও ভুলে যাই। আমার ভাবনা ছিল **জারিতসিন বাহিনী** নিয়ে। কারণ আমার দরকার ছিল দক্ষিণ রণাঙ্গনের বাম পাশে একটি নির্ভরযোগ্য সেনাদল। তাই আমি যে কোন মূল্যে জারিতসিনকে সেখানে সেট করার কাজে চলে যাই। পথিমধ্যে স্ভায়ার্দলভের সঙ্গে দেখা। তিনি খুব সাবধানে আমার ইচ্ছা জেনে পরামর্শ দেন যে, আমি যেন স্তালিনের সাথে কথা বলি। তিনি একই গাড়িতে স্ভায়ার্দলভের সাথে ছিলেন।

স্তালিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন অতি নম্র স্বরে, 'আপনি কি সত্যি তাদের সবাইকে বিদায় দিতে চান ? তারা সবাই কিন্তু খুব ভালো ছেলে !'

আমি তাকে বললাম, 'এই ভালো ছেলেগুলো বিপ্লবের সর্বনাশ করবে। তাদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় বিপ্লবেরও নেই। আমি চাই জারিতসিনকে যে কোনভাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করতে।'

অল্প কয়েক ঘন্টা পরে আমি ভরোশিলভের সঙ্গে দেখা করি। স্টাফ অফিসাররা সবাই সতর্কাবস্থায়। গুজব রটেছিল যে ট্রটস্কি আসছে এক বড় ঝাড়ু নিয়ে। তার ইচ্ছা জারিস্ট জেনারেলদের অনিয়মিত প্রধানদের জায়গায় বসাবে। আমার বলা ভালো, আমি এসে পৌঁছার আগেই তারা খুব তাড়াহুড়ো করে বিভিন্ন রেজিমেন্ট, ব্রিগ্রেড এবং ডিভিশন কমান্ডার হিসেবে নিজেদের নতুন নাম রেখে ফেলেছে। আমি ভরোশিলভকে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি হাই কমান্ড বা রণাঙ্গন থেকে কিভাবে নির্দেশ পান এবং তার প্রতি কতখানি আনুগত্য দেখান? তিনি খোলাখুলি আমার সঙ্গে কথা বলেন: 'জারিতসিন যে সব হুকুম সঠিক মনে করে, শুধু সেগুলোই পালন করে।' এ উত্তর ছিল অসহ্য। আমি তাকে বললাম যে, তাকে যে আদেশ দেয়া হয়, যদি তিনি তা সঠিকভাবে

পালন না করেন তবে আমি তাকে অবাধ্যতার দায়ে সামরিক প্রহরায় বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য মস্কো পাঠাব। আমি কাউকে বরখাস্ত করিনি। তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের আশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। জারিতসিন বাহিনীর সব কমুনিস্টরা কেবল ভয়ে নয় সর্বান্তকরণেই আমাকে সমর্থন দেয়। আমি সব ইউনিট পরিদর্শন করি এবং অনিয়মিত বাহিনীগুলোকে উৎসাহ দেই। তাদের মধ্যে অনেক অসাধারণ সৈনিক ছিলেন, যারা কেবল উপযুক্ত নেতৃত্ব চাইতেন। এই কাজ শেষে আমি মস্কোয় ফিরে আসি।

এসব কাজে আমি সবসময় ব্যক্তি নিরপেক্ষ ছিলাম। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট বলতে পারি যে, আমার সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যক্তিগত সংস্কার বা বিবেচনা কখনো কাজ করেনি। কিন্তু আমরা যে বৃহৎ লড়াই বা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তাতে এত বেশী ঝুঁকি ছিল যে আমাদেরকে গৌন বিষয় বা পার্শ্ব প্রসঙ্গের দিকে লক্ষ্য রাখা অসম্ভব ছিল। তাই আমি খুব প্রায়ই ব্যক্তগত সংস্কার, অনুরাগ, পক্ষপাতিত্ব ও তোষামোদ বা বাজে কাজ পা মাড়িয়ে চলতাম। যারা তোষামোদ করতে অভ্যস্ত স্তালিন সযত্নে তাদের বাছাই করে সঙ্গে নিতেন; তার সময় ছিল এবং এসব করার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থও ছিল। তখন থেকেই জারিতসিন শাসকচক্রই ছিল তার প্রধান অস্ত্র। লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়া মাত্রই স্তালিন তার মিত্রদের নিয়ে জারিতসিনের নাম পাল্টে রাখলেন স্তালিনগ্রাদ। সাধারণ মানুষ চিন্তাই করতে পারেনি এ নামের মানে কি। ভরোশিলভ তখন পলিটব্যুরোর সদস্য করা হয়। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা এবং কারন ছিল ১৯১৮ সনে আমি তাকে মস্কোতে বন্দি করে পাঠাবার হুমকি দিয়ে বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিয়েছিলাম। এছাড়া তার আর কোন যোগ্যতা ছিল না।

আমার মনে হয় এই অধ্যায়ে আমাদের সামরিক কর্মকাণ্ড অথবা এ নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রাম কিছু দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ জন্য পার্টির সে সময়কার দু'একটি চিঠির অংশবিশেষ, তুলে ধরতে চাই যা আজও অপ্রকাশিত। ১৯১৮ সনের ৪ অক্টোবর তাম্বভ (Tambov) থেকে আমি লেনিন এবং স্ভায়াদর্লভকে সরাসরি তার বার্তা পাঠাই:

'আমি জোর দিয়ে সরাসরি বলছি স্তালিনকে ডেকে পাঠানো হোক এবং জিজ্ঞেস করা হোক। এত পর্যাপ্ত সৈন্য থাকা সত্বেও জারিতসিন রণাঙ্গনের অবস্থা খুবই খারাপ । আমি এই শর্তে ভরোশিলভের দায়িত্বেই দশম সেনাদলের (জারিতসিন) কমান্ড রেখে এসেছি যে, তিনি দক্ষিণ রণাঙ্গণের অধিনায়কত্বের প্রতি অনুগত থাকবেন। এখন পর্যন্ত সেখানকার লোকজন কজলভের (Kozlov) কাছে সামরিক অপারেশনের কোন রিপোর্ট পাঠায়নি। অথচ তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, দিনে দু'বার টহল দিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থান জানবে এবং অপারেশনের রিপোর্ট পাঠাবে। আগামীকাল যদি এটা না পাঠায় তবে আমি ভরোশিলভকে কোর্ট মার্শালের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো এবং এজন্য সেনাবাহিনীর রুটিন অর্ডারে নির্দেশ ঘোষণা করব। আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই। মহাসড়ক অনতিক্রম্য হওয়ার আগেই ঘোড়ায় চেপে হোক বা পায়ে হেঁটে হোক আক্রমণে শুরু করতে হবে। কূটনৈতিক মীমাংসার সময় আমাদের হাতে নেই।'

লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই এভাবে তারবার্তা পাঠিয়েছি। স্তালিনকে ডাকা হয়েছিল। একই সময় মতানৈক্যের জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হয়েছিলেন এবং আমাদের সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টাও করেছিলেন। ২৩ অক্টোবর তিনি আমাকে লিখলেন (তখন আমি বালাশভে): 'স্তালিন এসেছিল আমাদের সেনাদলের তিনটি বড় বিজয়ের খবর নিয়ে *[এ বিজয়ের খবর ছিল আসলে ভুয়া গপ্প–ট্রটাস্কি]*। আজ জারিতসিনে ফিরে গেছে। স্তালিন মনে করে ভরোশিলভ এবং মিনিন খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বদলানো ঠিক হবে না। সে তাদের দু'জনকে কেন্দ্রের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য করার চেষ্টা চালাবে। তার মতে, অসন্তোষের একমাত্র কারণ, তাদের জন্য শেল ও কার্তুজ পাঠাতে ব্যর্থ বা দেরী হওয়া। এ কারণে চমৎকার দৈহিক সক্ষম দু'লাখ শক্তিশালী ককেশিয় অনিয়মিত সেনা অকার্যকর হতে

চলেছে। *[এই অনিয়মিত সেনারা, অল্পক'দিন পরেই এক ধাক্কায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পুরোপুরি অক্ষম বলে বিবেচিত হয়–ট্রটস্কি]* স্তালিন দক্ষিণ রণাঙ্গনে কাজ করতে খুবই আগ্রহী। সে আশা করে যে বাস্তব কাজের মাধ্যমে সে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করবে...। লেভ ডেভিডোভিচ (ট্রটস্কি), স্তালিনের এই কথাগুলো তোমাকে জানিয়ে আমি অনুরোধ করছি যে, তুমি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিও। আমাকে জানাইও যে, এই বিষয়ে তুমি স্তালিনের সঙ্গে কথা বলতে চাও কিনা, এজন্য সে তোমার কাছে যেতে ইচ্ছুক। যদি তুমি মনে কর কিছু সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে মনোমালিন্য এড়ানো যায়, তবে তা-ই কর। দু'জন যেন যুগ্মভাবে কাজ করতে পার সে ব্যবস্থা করো। স্তালিনেরও ইচ্ছা তাই। আমিও মনে করি স্তালিনের সাথে মিলে-মিশে কাজ করা প্রয়োজন। লেনিন।'

আমি এর সাথে একমত হয়েই উত্তর দিলাম। দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে স্ত ালিনকে নিয়োগ করলাম। কিন্তু হায়, এই সমঝোতা কোন ফল দিল না। জারিতসিনের সামান্যতম উন্নতিও হলো না। ১৪ ডিসেম্বর আমি কুর্স্ক থেকে লেনিনকে টেলিগ্রাফ করলাম : 'ভরসিলভের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া অসম্ভব, কারণ সে সমঝোতার সব চেষ্টাই নাকচ করেছে। এখন দরকার একজন নতুন সামরিক-বিপবী পরিষদ গঠন করে জারিতসিনে একজন নতুন কমান্ডার নিয়োগ করে ভরোশিলভকে য়ুক্রেনে বদলী করা।'

এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। কিন্তু য়ুক্রেনের ব্যাপারগুলো কোনভাবেই উন্নত হলো না। নৈরাজ্যিক শাসনামলেও, খুব কষ্ট হলেও নিয়মিত সামরিক কাজ করা যেত। এখন ভরোশিলভের বিরোধিতায় এবং পেছনে থেকে স্তালিনের পৃষ্ঠপোষকতায় সামরিক কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

১০ জানুয়ারী ১৯১৯ গ্রায়াজি স্টেশন থেকে আমি নিম্নোক্ত মেসেজটি তখনকার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান স্ভায়ার্দলভকে পাঠালাম: 'আমি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে জারিতসিন নীতি, জারিতসিন সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে, এই অবস্থা য়ুক্রেনে আর চলতে দেয়া যাবে না...। স্তালিন, ভরোশিলভ এবং গং দ্বারা সেনাবাহিনী চালানোর মানে গোটা এন্টারপ্রাইজটাকেই শেষ করে দেয়া।ট্রটস্কি।'

লেনিন এবং স্ভায়ার্দলভ দূর দেখে জারিতসিন গ্রুপের কার্যকলাপ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তারা তখনও সমঝোতা করার চেষ্টা করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাদের কোন টেলিগ্রাফ পাইনি কিন্তু ১১ জানুয়ারি আমি লেনিনকে উত্তর দিলাম: 'সমঝোতা অবশ্যই দরকার, কিন্তু দুষ্টের সাথে নয়। আসল ঘটনা এই যে, জারিতসিনের সব লোকজন এখন খারকভে জড়ো হয়েছে...। আমি মনে করি জারিতসিন নীতির প্রতি স্ত ালিনের পৃষ্ঠপোষকতা একটি মারাত্মক আলসার। এটা কোন সামরিক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণার চেয়েও খারাপ।ট্রটস্কি।'

'সমঝোতা দরকার, কিন্তু দুষ্টের সাথে নয়।' চার বছর পর পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে একই বিষয়ে লেনিন হুবহু এই বাক্যটিই স্তালিনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্তালিন গ্রুপকে ছত্রভঙ্গ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী লাইনকে আক্রমণ সানাচ্ছিলেন: 'স্তালিন এক দুষ্ট সমঝোতা করবে এবং তারপর আমাদের সাথে প্রতারণা করবে।' মার্চ ১৯১৯ সনে জিনোভিয়েভ বাকচাতুর্য দ্বারা সামরিক বিরোধিতায় যখন আগ্রহের ভাব দেখাচ্ছিলেন, তখন আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম কমিটিকে দেয়া এক চিঠিতে :

'ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার অনুসন্ধান করার সুযোগ ছিল না যে, নিরূপণ করে দেখব কোন সামরিক বিরোধী গ্রুপে ভরোশিলভকে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। তবে তার ব্যাপারে আমি কেবল নিজেকেই দায়ী করতে পারি। কারণ, আমি দীর্ঘ দু'তিন মাস ধরে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সলা-পরামর্শ করেছি। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাকে বোঝানোর জন্য ধর্ণা দিয়েছি। তার বদলে আমার উচিত ছিল তখনকার কাজের চাহিদা অনুযায়ী দৃঢ় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সর্বোপরি,

আমার উচিত ছিল দশম সেনাদলের সদস্য ভরোশিলভের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, বরং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সামরিক সাফল্য নিশ্চিত করা।'

৩০শে মে খারকভ থেকে লেনিনের কাছে এক জোর চাহিদা এসে পৌঁছল। ভরোশিলভের অধিনায়কত্বে য়ুক্রেনিয় সেনাদের নিয়ে একটি আলাদা সেনাদল গঠনের অনুমোদন যেন দেয়া হয়। লেনিন সরাসরি তারবার্তায় এই তথ্য আমার কাছে পাঠালেন। আমি তখন কান্তেমিরোভ্কা (Kantemirovka) স্টেশনে। ১লা জুন আমি তাকে (লেনিন) উত্তর পাঠালাম:

'কয়েকজন য়ুক্রেনিয়র চাপের মুখে ২য়, ৮ম এবং ১৩ নং সেনাদলকে একত্রে মিশিয়ে ভরোশিলভের অধীনে দেয়ার চাহিদা একেবারেই অরক্ষণীয়। আমাদের দরকার দেনিকিনের (Denikin) বিরুদ্ধে দনিয়েজ্ক (Donyetzk) জেলায় সাধারণ মানুষের ঐক্য সামরিক অপারেসনের ঐক্য নয়। কিয়েভ (তার মানে য়ুক্রেন সরকার) এবং দক্ষিণ রণাঙ্গণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দনিয়েজ্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মূল কারণ ভরোশিলভের সামরিক এবং খাদ্য নির্ভর একনায়কতন্ত্র। আমি নিঃসন্দেহ যে, এই পরিকল্পনা কার্য়কর হলে গোলমাল কেবল বাড়বেই না তার সাথে সাথে সামরিক অপরারেশনের দিক-নির্দেশনাও পুরোপুরি ভেস্তে যাবে। আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে ভরোশিলভ এবং মেঝলাউককে বর্তমানে যে কাজ দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করার কথা বলুন। ট্রটস্কি।'

সেদিনই (১লা জুন) লেনিন ভরোশিলভকে টেলিগ্রাফ করলেন: 'অবিলম্বে সকল দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন অবলিম্বে বন্ধ করা অবশ্যই জরুরী। সব কাজ হবে সামরিক নিয়ম-শৃংখলার ভিত্তিতে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ করে আর নষ্ট করার মতো সময় নেই । একই ব্যবস্থা য়ুক্রেনের ফ্রন্টের ক্ষেত্রেও বজায় থাকতে হবে। লেনিন।'

বিশৃংখল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ম্যানেজ করা কত কঠিন এটা লেনিন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনে একই দিন পলিট ব্যুরোর বৈঠক ডেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; এই সিদ্ধান্ত তক্ষুনি ভরোশিলভ সহ সব আগ্রহী লোকজনদের জানানো হয়: '১লা জুন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরু বৈঠক বসে। বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি আলাদা দনিয়েজ্ক য়ুনিট গঠনের যে য়ুক্রেনিয় পরিকল্পনা ট্রটস্কি দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছেন তার সাথে পলিট ব্যুরু পুরোপুরি একমত। আমরা চাই যে, ভরোশিলভ এবং মেঝলাউক বর্তমান কাজ করে যাক... অথবা দু'দিন পর ট্রটস্কি আপনাদেরকে ইজিয়ামে (Izyum) ডেকে তার সিদ্ধান্ত আরো বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিবেন। কেন্দ্রিয় কমিটির পলিট ব্যুরোর নির্দেশনাক্রমে এই বার্তা প্রেরিত হলো। লেনিন।'

পরদিন কেন্দ্রিয় কমিটি আলোচনায় বসেন সেনা-কমান্ডার ভরোশিলভকে নিয়ে। ভরোশিলভ শত্রু থেকে দখল করা সামরিক সরবরাহের এক বিপুল অংশ তার বাহিনীর জন্য আটকে রেখেছেন। এটা অযৌক্তিক ও একনায়কসুলভ আচরণ। কেন্দ্রিয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়: 'টেলিগ্রামের সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত ইজিয়ামে অবস্থানরত কমরেড ট্রটস্কিকে জানানোর জন্য কমরেড রাকোভস্কিকে নির্দেশ দিতে হবে। তাকে (ট্রটস্কি) অনুরোধ করতে হবে যে, এসব সরবরাহ দ্রব্যাদি ভরোশিলভের কাছ থেকে যে কোন উপায়ে উদ্ধার করে যেন রুশ প্রজাতন্ত্রের সামরিক বিপ্লবী পরিষদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।' একই দিন লেনিন সরাসরি তারবার্তায় আমাকে জানান: 'দিবেঙ্কো এবং ভরোশিলভ সামরিক সম্পদ নিয়ে মুক্তভাবে জীবন-যাপন করছে। ঝামেলা মেটাও। দানিয়েস্ক ঘাঁটিতে বড় কোন সাহায্য পাঠাবে না। লেনিন।' বলা যায়, যে কারণে আমি জারিতসিনে লড়েছিলাম, তারই পুণরাবৃত্তি য়ুক্রেনেও ঘটলো।

অবাক হইনি যে, আমার সামরিক কাজই আমার অনেক শত্রু সৃষ্টি করে। আমি কোন পক্ষাবলম্বন করিনি। সামরিক সফলতার পথে যারা বাধা হয়েছিল তাদের ঠেলে সরিয়েছি কিংবা দ্রুত কাজ সারতে গিয়ে কারো পা মাড়িয়েছি এবং ব্যস্ততার দরুন দুঃখ প্রকাশ না করতে পেরে দুর্বিনীত থেকেছি। কেউ কেউ এসব বিষয় মনে

রেখেছেন। এসব কারনে যারা অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং মনোকষ্টে ভুগছিলেন তারাই স্তালিন বা জিনোভিয়েভের কাছে গিয়েছেন, যেহেতু এ দু'জন এসব কষ্টকে প্ররোচিত করতো। রণাঙ্গনে যারা দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়ে অসন্তোষে ভুগতো তারাই লেনিনের উপর চাপ সৃষ্টি করতো। আর পর্দার আড়ালে থেকে এসব ষড়যন্ত্র করতেন স্বয়ং স্তালিন। সামরিক 'বিশেষজ্ঞদের' প্রতি আমার পৃষ্ঠপোষকতা, কমুনিস্টদের প্রতি দুর্ব্যবহার ইত্যাদির সমালোচনা করে স্মারকলিপি দেয়া হতো। যে সব কমান্ডার পদত্যাগ করতে বাধ্য হতেন বা লাল মার্শালদের (লাল বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, যারা তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতেন, তারা আমাদের অনিশ্চিত রণকৌশল, হাই কমান্ডের অন্তর্ঘাত কার্যকলাপ এবং আরো কত কী নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একের পর এক রিপোর্ট পাঠাতেন।

লেনিন সাধারণ বিষয়াদির দিক-নির্দেশনা, রণাঙ্গন সফর কিংবা সামরিক বিভাগের নিত্যদিনের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকতেন। আমি থাকতাম বেশীরভাগ সময় রণাঙ্গনে। এতে মস্কোতে কানাঘুষাকারীরা প্রশ্রয় পেতো। তাদের সমালোচনার বিরূপ চাপে পড়ে মাঝে-মধ্যে লেনিন বিরক্ত হতেন। আমি মস্কোতে গেলে তিনি অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহের প্রসঙ্গ তুলে ধরতেন। আধা ঘন্টা আলাপ-আলোচনায় সে সব সন্দেহ দূর হয়ে আমরা আবার পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং সংহতিতে ফিরে আসতাম। আমাদের পূর্ব রণাঙ্গনে পরাজয়ের সময় যখন কলচাক (Kolchak) ভলগার দিস্কে এগুচ্ছিল, তখন আমি ট্রেন থেকে নেমে এসে সরাসরি সোভিয়েত কমিশারিদের এক সম্মেলনে যোগদান করি। মিটিং এ লেনিন আমাকে একটি নোট লিখেন: 'আমরা যদি সব বিশেষজ্ঞদের বরখাস্ত করি এবং লাশেভিচকে (Lashevich) কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে নিয়োগ করি, কেমন হয়?' লাশেভিচ ছিলেন একজন প্রবীণ বলশেভিক। তিনি 'জার্মান' যুদ্ধের সময় সার্জেন্ট র‍্যাংকে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। আমি তার পাঠানো নোটেই উত্তর লিখে দিলাম : 'ছেলে-খেলা আর কি !' লেনিন তার ভারী ভ্রু যুগলের ফাঁক দিয়ে কৌতুকভাবে তাকিয়ে ভেংচি দেখালেন, মনে হলো বলছিলেন: 'তুমি আমার সাথে খুব রূঢ় আচরণ করলা।' গভীরভাবে বুঝতে গেলে বিস্ময়কর হলেও, তিনি যার মধ্যে কোন রকম সন্দেহের সুযোগ থাকে না এরকম সরাসরি উত্তর পছন্দ করতেন। মিটিং শেষে দু'জন একসাথে বেরুলাম। লেনিন আমাকে রণাঙ্গন সম্মন্ধে বহুকিছু জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, 'আপনি যে আমাকে আগের সব অফিসারদের বিতাড়িত করতে বললেন, আপনি কি জানেন, আমাদের বাহিনীতে তাদের সংখ্যা কত?'

'না'

'অনুমান করে বলুন?'

'বলতে পারবো না।'

'তাদের সংখ্যা তিরিশ হাজারের বেশী।'

'কি বললে?'

'তিরিশ হাজারেরও বেশী। একজন বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার দায় বহন করতে হয় অন্তত একশ জনকে। একজন পালিয়ে গেলে তার জন্য দু'তিনজনকে মরতে হয়। কি করে আমরা তাদের সবাইকে বদলাবো?'

কয়েকদিন পরে লেনিন সমাজবাদী কমনওয়েলথ গঠন করা প্রসঙ্গে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তার মূল বক্তব্য ছিল: 'সেদিন কমরেড ট্রটস্কি আমাকে জানালেন যে আমাদের সামরিক বিভাগে হাজার হাজার অফিসার আছেন। আমি একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পেলাম যে, আমাদের জন্য শত্রুর রেখে যাওয়া সম্পদকে যথার্থভাবে ব্যবহারের গোপন সূত্র সম্পর্কে ...। ধারণা পেলাম, পুঁজিবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যে ইট-পাটকেল জোগাড় করেছে তা দিয়ে কিভাবে সাম্যবাদকে গড়ে তুলতে হবে।'

প্রায় একই সময়ে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমরা অনুপস্থিতিতে আমি তখন রনাঙ্গনে ছিলাম আমার সামরিক নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা লেনিন তীব্র আবেগ দিয়ে তা প্রতিরোধ করেন। এই কারণে পার্টির অস্টম কংগ্রেসের কার্যবিবরণীর সামরিক অংশ আজও প্রকাশ করা হয়নি।

(২)

মেঞ্জিন্সকি (Menzhinsky) একবার আমার সঙ্গে রণাঙ্গনে দেখা করেন। আমি আগে থেকে তাকে চিনতাম।



প্রতিক্রিয়াশীল আমলে তিনি চরম বামদের সঙ্গে ছিলেন। বগদানভ, লুনাচার্স্কি এবং অন্যদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা Vperyod (এগিয়ে চলা) এর নামানুসারে তাদেরকে ভিপারয়েদপন্থি (Vperyodovists) বলা হতো। মেঞ্জিন্সকি নিজে ছিলেন ফরাসী শ্রমিকতন্ত্রবাদের (Syndicalism) সমর্থক। ভিপারয়েদপন্থিরা বলগ্নায় (Bologna) একটি মার্ক্সবাদী স্কুল চালু করে। ১০-১৫ জন রুশ শ্রমিক, রাশিয়া থেকে গোপনে এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো। এটা ১৯১০ সনের কথা। প্রায় দু'সপ্তাহ আমিও সেখানে সংবাদ মাধ্যমের (Press) ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করাই এবং পার্টির কর্মকৌশল নিয়ে একটি মিটিং করি। সেখানেই মেঞ্জিন্সকির সঙ্গে আমার দেখা; তিনি প্যারিস থেকে আসতেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, একজন ছায়ার মতো অবাস্তবিক অসম্পূর্ণ মানুষ। এরকম মানুষও থাকে। যখন তখন শুধু অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থী বা চোখের গোপন চাহনির প্রতি আগ্রহ তার গুরুত্বহীনতাকে কিঞ্চিৎ আড়াল করত। জানিনা অক্টোবর বিপ্লবে তিনি আদৌ কিছু করেছেন কিনা। তবে ক্ষমতা গ্রহণের পর হুড়োহুড়ির সময় তাঁকে অর্থমন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে কোন উদ্যোগ নেননি বরং নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। পরে জার্জিন্সকি (DZerzhinsky) তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জার্জিন্সকি ছিলেন প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, আবেগী এবং উঁচু নৈতিকতার মানুষ। তার চেহারা *Che-Ka'র ওপর আধিপত্য বিস্তার করতো। মেঞ্জিন্সকির খবর কেউ রাখতো না। অনেক কষ্টে-শিষ্টে তিনি তার পত্রিকা নিয়ে থাকতেন। শেষ জীবনে জার্জিন্সকির ডেপুটি উনস্লিচেট (Unschlichet) আলাদা হয়ে গেলে তিনি শূন্য পদে অন্য কাউকে না পেয়ে মেঞ্জিন্সকিকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবটি সবাইকে বিস্মিত করে। জার্জিন্সকি অযুহাত দিয়ে বলেছিলেন, 'আর কাকে দেব? কেউতো নেই।' স্তালিন মেঞ্জিন্সকিকে সমর্থন জানান। তিনি সাধারণত যারা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের আনুকুল্যে রাজনীতিতে টিকে যেতো, তাদেরকেই সমর্থন করতেন। তাই মেঞ্জিন্সকি জিপিইউর প্রধান হওয়ার পরও কেন্দ্রিয় কমিটিরও সদস্য হন। এভাবে একজন অবাস্তব এবং কৃত্রিম মানুষ আমলাতান্ত্রিক পর্দায় একজন মূর্ত মানুষের রূপ নেয়। *(*Che-Ka এর অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে, প্রধানত বিপ্লব রক্ষার কাজে নিযুক্ত কমিশন। পুলিশ এবং বিচারিক কাজে নিয়োজিত। এটাকে পূণর্গঠিত করে রাষ্ট্রিয় রাজনৈতিক বোর্ডের (GPU) অন্তর্ভূক্ত করা হয়– অনুবাদক।)*

তবে, দশ বছর পর, মেঞ্জিন্সকি তার নিজের জন্য একটি ভিন্ন অক্ষরেখা (Orbit) খুঁজে ফিরছিলেন। তিনি ট্রেনে চেপে আমার কাছে আসেন আর্মির একটি বিশেষ বিভাগের ওপর একটি রিপোর্ট নিয়ে। অফিসিয়াল ভিজিট শেষ করার পর তিনি আমতা আমতা শুরু করেন, ঠিক সেই অনুগ্রহ প্রার্থীর হাসি নিয়ে যা যে কাউকে একইসঙ্গে সতর্ক ও বিব্রত করে। শেষ করলেন আমাকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে। স্তালিন যে আমার বিরুদ্ধে একটি বেশ জটিল চক্রান্তে লিপ্ত আমি কি সে বিষয়ে সতর্ক ?

এর আগে আমি এ ধরনের কোন কিছু ভাবি নি, তাই একেবারে চমকে উঠে বললাম, 'কি!'

'হ্যাঁ, তিনি ধীরে ধীরে সুচতুরভাবে লেনিনের এবং আরো কারো কারো অনুগ্রহভাজন হয়ে বলতে শুরু করেছেন যে, আপনি লেনিন বিরোধীদের সাথে মিলে গ্রুপিং করছেন।'

'মেঞ্জিন্সকি, আপনার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। প্লিজ সাবধান হয়ে যান। এবং এ ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একটি আর কথাও বলতে চাইনা।' মেঞ্জিন্সকি বিব্রত হয়ে কণ্ঠের কফ গিলে কাঁধ কুঁজো করে চলে গেলেন। বোধ করি তার পরদিন থেকে তিনি অন্য কোন কর্মক্ষেত্র খুঁজতে শুরু করেন।

ঘন্টা খানেক বা তার কিছু বেশী সময় কাজ করার পর আমি অনুভব করতে শুরু করলাম যে, আমার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। এই মানুষটি তার অস্পষ্ট কথা দিয়ে, আমাকে এত নিশ্চিতভাবে অশান্ত করে গেল যে, মনে হচ্ছিল আমি খাবার সঙ্গে এক টুকরো কাঁচ গিলে ফেলেছি। আমি কিছু কিছু ঘটনা মনে করতে শুরু করি, সেগুলোকে এক করে মানস নেত্রের সামনে মেলে ধরি। স্তালিন আবির্ভূত হয় এক নতুন আলোয়। বহুদিন আগে ক্রেস্টিন্সকি স্তালিন সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন: 'সে হলুদ চোখা, খারাপ মানুষ।' এটা নৈতিক দিক থেকে তার কাপুরুষতার কথা বলা হয়েছিল। আজ মেঞ্জিন্সকির সাক্ষাতের পর সেই জিনিষটি এই-ই প্রথম আমার মনে বার বার উঁকি দিচ্ছিল। পরে আমি মস্কো যাই, যথারীতি লেনিনের কাছেই প্রথম যাই। আমরা রণাঙ্গন নিয়ে কথা বলি। লেনিন বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী এবং এমনকি অসতর্কভাবে নজরে আসা বা অপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণেরও বিস্তারিত বিবরণ পছন্দ করতেন। এসব তাকে বিষয়সমূহের প্রাণের মূল গভীরে প্রবেশ করার পথ-নির্দেশ করতো। তিনি বাস্তব জীবনের কর্মপন্থা বা চিন্তাধারা থেকে অন্যদিকে মোড় পরিবর্তন করা সহ্য করতে পারতেন না। মাঝখানের সব ধাপ ডিঙিয়েও তিনি তার নিজের বিশেষ প্রশ্নটি করে বসতেন। সব সময় তার সত্য উদঘাটনের দক্ষতাকে মনে মনে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করে তাকে উত্তর দিতাম। তখন আমরা দু'জনেই হাসতাম! লেনিন সবসময় আনন্দে থাকতেন। আমিও যে মুখ গোমরা করে বিষন্ন থাকতাম, তা কিন্তু নয়। কাজের কথার শেষে আমি মেঞ্জিন্সকির দক্ষিণ রণাঙ্গনে সফরের ঘটনা তাকে বলে প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা করলাম: 'এর মধ্যে কি কোন বাস্তব সত্য নিহিত আছে?' আমি লক্ষ করলাম যে, লেনিন তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং তার সমস্ত মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠল। তিনি বারবার বলছিলেন,'এ সবই তুচ্ছ'। তবুও আমি খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারিনি।

আমি বললাম, 'আমি শুধুমাত্র একটি জিনিস জানতে আগ্রহী, যদি মুহূর্তের জন্যও এরকম অদ্ভূত চিন্তা কেউ করে যে, আমি আপনার বিরোধী পক্ষের লোকজনকে নিয়ে দল করছি বা গ্রুপিং করছি, আপনি কি এ ধরণের সম্ভাবনা পাত্তা দিবেন?'

লেনিন এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, 'মোটেই না'। এতে আমি আশ্বস্ত হলাম। আমাদের মাথার ওপর যে এক টুকরা কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিলো সেটি দূরাকাশে মিশে গেল, আমাদের বিভাজন অসাধারণ বন্ধুত্বে পরিণত হলো। তবে আমার উপলব্ধি, মেঞ্জিন্সকি তার মাথা থেকে সবকিছু বলেনি। অবশ্য লেনিন ব্যক্তিগত ঝগড়া বা বিরোধ এড়াতে গিয়ে আমাকে সবকিছু খুলে না বলেই সোজাসুজি ব্যাপারটা অস্বীকার করে গেলেন। তার এই সিদ্ধান্তের সাথে আমিও একমত পোষণ করি।

কিন্তু স্তালিন অবশ্যই সমস্যার বীজ বপন করে যাচ্ছিলেন। অল্প কিছুদিন পরেই আমি টের পেলাম কি রকম পদ্ধতিগতভাবে সে এটা করে আসছে। স্তালিন কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেনি। বুখারিন একবার আমায় বলেছিলেন, 'স্তালিনের প্রথম গুণ সে অলস এবং দ্বিতীয় গুণ তার চেয়ে যে বেশী জানে বা ভাল কাজ করতে পারে তার প্রতি নির্দয় ঈর্ষাপরায়ণতা। সে এমনকি ইলিচকে সরিয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।'

৩৭। রণকৌশল নিয়ে মতানৈক্য।

এই কয়েক পাতায় আমি আর লাল বাহিনীর ইতিহাস বা এর লড়াই নিয়ে স্মৃতি তর্পণ করব না। এর মূলভাব বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে এত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং আত্মকাহিনীর এতই আওতাবহির্ভূত যে এ নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তবে গৃহযুদ্ধের সময় যে রাজনৈতিক ও রণনৈতিক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল তা আমি এড়িয়ে যেতে পারিনা। বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল সামরিক অপারেশনের ওপর। সময় যত গড়িয়ে যেতে থাকে পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটিও ততবেশী যুদ্ধের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ে। এর মধ্যে রণকৌশলের সমস্যাও ছিল। প্রধান প্রধান কমান্ডিং পদে ছিলেন সাবেক সামরিক স্কুলের এক্সপার্টরা, যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তেমন বুঝতেন না। অন্যদিকে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন অভিজ্ঞ বিপবী রাজনীতিকরা,তাদেরও তেমন সামরিক জ্ঞান ছিল না। বৃহত্তর পরিসরে রণকৌশলগত ধারণাগুলো সমাজ, রাজনীতি এবং রণনীতির যৌথ কাজ। এখানেই মতান্তর এবং বিরোধ দেখা দেয়।

রণকৌশলগত মতানৈক্য নিয়ে পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলত চারটি রণাঙ্গনের সমস্যা নিয়ে বেশী মতানৈক্য দেখা দিয়। এসব সমস্যা স্বয়ং সামরিক নেতৃত্বের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ছিল। এখানে আমি শুধু সমস্যাগুলোর সার-সংক্ষেপ পাঠকের কাছে তুলে ধরব। পাঠক সমস্যাগুলো জেনে গ্রহণ-বর্জন করতে এবং আমাকেও বুঝতে পারবেন।

কেন্দ্রিয় কমিটিতে পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমবার তীব্র বাদানুবাদ হয় ১৯১৯ সনের গ্রীষ্মে। তখন কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন **ভ্যাজেতিস** (Vatzetis), যার সম্পর্কে আমি স্তীয়াস্ক (৩৩) অধ্যায়ে বলেছি। আমি ভ্যাজেতিসকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, তার নিজ সম্পর্কে এবং তার অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কমান্ড করা অসম্ভব। ভ্যাজেতিসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কলচাকের (Kolchak) বিরুদ্ধে আমাদের এত বড় সাফল্যের পর আমরা পূর্বদিকে উরাল পর্বতের অপর পাড় আক্রমণে বেশীদূর যাব না। তিনি চেয়েছিলেন পূর্ব রণাঙ্গনের সৈন্যরা শীতকালটা পাবর্ত্যাঞ্চলেই কাটাক। এতে করে আমরা কয়েক ডিভিশন সৈন্য পূর্ব রণাঙ্গন থেকে তুলে এনে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠাতে পারব, সেখানে দেনিকিন খুব বিপজ্জনক অবস্থায়। আমি তার এ পরিকল্পনা সমর্থন করি। কিন্তু কামেনেভ এবং সামরিক কাউন্সিলের দুই প্রবীণ বলশেভিক সদস্য– স্মিগ্লা এবং লাসেভিচের তীব্র বিরোধীতা করেন। কামেনেভ ছিলেন জারের সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফের একজন কর্ণেল এবং বর্তমানে পূর্ব রণাঙ্গনের কমান্ডার। তারা দৃঢ় যুক্তি দিলেন যে, পরাজিত কলচাকের পিছু ধাওয়া করার জন্য অল্প ক'জন লোকই যথেষ্ট। তবে, তাকে দম ফেলার সুযোগ দেয়া যাবে না। কারণ, সে শীতকালে প্রস্তুতি নিতে পারলে বসন্তকালে আবার পুর্ণোদ্যোমে পূর্বাঞ্চল অভিযান শুরু করবে। তাই, কলচাকের বাহিনী এবং তার পশ্চাতে কি শক্তি আছে তা নিশ্চিতভাবে মূল্যায়ন করার পরই পুরো সমস্যাটি নির্ভরশীল। আমিও পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রণাঙ্গনকে বেশী বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম। পরে প্রমাণিত হয় যে, আমরাই পুরো সঠিক ছিলাম।



তবে কলচাকের বাহিনীর শক্তি নিরূপণে পূর্ব রণাঙ্গনের কমান্ড ঠিক প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রিয় কমিটি হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই আমার বিরুদ্ধেও। কারণ, আমি ভ্যাজেতিসকে সমর্থন করি। এই রণকৌশলের সমীকরণে কিছু বিষয় অজানা থাকলেও কমান্ডার-ইন-চীফের কর্তৃত্ব যে সদা বজায় রাখার প্রয়োজন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সবার জানা ছিল। কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণিত হয়। পূর্ব রণাঙ্গন থেকে কিছু সৈন্য সরিয়ে এনে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠানো হয় এবং একই সাথে সাইবেরিয়া পর্যন্ত কলচাকের পশ্চাদ্ধাবনও চালিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরিণতিতে হাই কমান্ডে পরিবর্তন আনা হয়। ভ্যাজেতিসকে বরখাস্ত করে কামেনেভকে নিয়োগ করা হয়।

মতানৈক্য ছিল প্রায়োগিক প্রকৃতির। এ নিয়ে লেনিনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের চুল পরিমাণও হেরফের হয়নি। তবে এসব ছোট ছোট কল্পকাহিনীর মতানৈক্য থেকে চক্রান্তের জাল বোনা হতে থাকে। ১৯১৯ সনের ৪ জুন স্তালিন দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে সামরিক গতি-বিধির বিপদ দেখিয়ে লেনিনকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি লিখেন, 'এখন মোটামুটি প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রিয় কমিটি যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কি না। কেন্দ্রীয় কমিটির কি সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে ?' এই লাইনগুলোর অর্থ একেবারেই সহজ। তাদের কথার ধরণ প্রমাণ করে যে, স্তালিন সমস্যাটি একাধিকবার উত্থাপন করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি বহুবার লেনিনের বিরোধী পক্ষের সাথেও দেখা-সাক্ষাত করেছেন। সে সময় আমি এসব কিছু জানতাম না। তবে চক্রান্তের পদচারণা কিছুটা টের পেলেও এর পেছনে না লেগে আমি কেন্দ্রিয় কমিটির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করি,যাতে এসব চক্রান্তের অবসান ঘটে। জুলাইয়ের ৫ তারিখে কেন্দ্রিয় কমিটি নিম্নোক্ত উত্তর দেয় :

'কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দফতর, কমরেড ট্রটস্কির বিবৃতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, তার পদত্যাগ পত্র এবং তার অনুরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। কমরেড ট্রটস্কি নিজেই তার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং প্রজাতন্ত্রের জন্য লাভজনক মনে করে দক্ষিণ রণাঙ্গন পছন্দ করেছেন। এ রণাঙ্গন এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক, জটিল এবং তাৎপর্যময়। এ দফতর আশা করে যে, কমরেড ট্রটস্কি দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক বিপ্লবী পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় সামরিক বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি এবং যুদ্ধ কমিশার হিসেবে, তার ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে রণাঙ্গনের কমান্ডারের সহযোগিতা নিয়ে পুরোপুরি কাজ করতে সক্ষম। রণাঙ্গন কমান্ডারের নাম তিনিই প্রস্তাব করবেন এবং সে মোতাবেক কেন্দ্রিয় কমিটি তাকে নিয়োগ দিবে। এই দফতর তাকে পুর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা যুক্তিযুক্ত ও সঠিক মনে করেন তাই করবেন। তিনি যদি চান, তবে পার্টি কংগ্রেস ত্বরান্বিত করা হবে। এই দফতর তার ক্ষমতানুসারে দক্ষিণ রণাঙ্গনের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে। --- লেনিন, কামেনেভ, ক্রেস্টিন্সকি, সেরেব্রায়াকভ, স্তালিন, স্তাসোভা।'

এই সিদ্ধান্তে অন্যদের সঙ্গে স্তালিনের নামও আছে। অথচ পর্দার আড়ালে তিনিই চক্রান্ত করছিলেন এবং লেনিনের সাহস ও দৃঢ়তার অভাব বলে দায়ী করছিলেন। তবে, খোলাখুলি কেন্দ্রিয় কমিটিতে বিরোধিতা করার সৎসাহস হয়নি। আগেই বলেছি, দক্ষিণ রণাঙ্গন গৃহযুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শত্রুর শক্তিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়। একদিকে কসাকরা– বিশেষ করে কুবান প্রদেশ– এবং আরেকদিকে সারা দেশ থেকে রিক্রুট করা স্বেচ্ছাসেবক শ্বেত বাহিনী। কসাকরা শ্রমিক-চাষীদের আক্রমণ থেকে তাদের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য ছিল উদ্বিগ্ন। আর শ্বেত বাহিনী ছিল মস্কো দখল করার জন্য উদ্বিগ্ন। এই দুই স্বার্থবাদী গোষ্ঠি একমাত্র তখনই এক হতে পারে, যখন উত্তর ককেশাসে শ্বেত বাহিনী আর কুবানের কসাকরা একই রণাঙ্গন তৈরী করতে পারবে, তার আগে নয়। কিন্তু বাস্তবে দেনিকিন কসাকদের কুবান প্রদেশ থেকে বের করে আনতে খুব অসুবিধা পোহাচ্ছিলেন। আমাদের হাই কমান্ড তাদের এই সামাজিক ভিত্তি অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ রণাঙ্গনের সমস্যাকে দেখেছিলেন এক বিমূর্ত রণকৌশল হিসেবে। কুবান প্রদেশ ছিল শ্বেত বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। অতএব, হাই কমান্ড সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সেই ঘাঁটিতে ভল্গা নদী থেকে আঘাত হানবেন। এর যুক্তি ছিল দেনিকিনকে তার প্রধান বাহিনী নিয়ে মস্কোয় ঢুকে পড়ার সুযোগ দেয়া। এর মধ্যে আমরাও কুবান থেকে পেছন দিকে থেকে তাকে আক্রমণ করে উড়িয়ে দেব। তখন দেনিকিন শূণ্যে ঝুলতে থাকবে এবং আমরা তাকে খালি হাতেই ধরব। এটাই ছিল সাধারণ রণকৌশল। যদি এটা গৃহযুদ্ধ না হতো, তবে পরিকল্পনাটি সঠিকই ছিল। কিন্তু কৌশলটি বাস্তবে দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রয়োগ করতে গিয়ে, প্রমাণিত হলো পরিকল্পনাটি স্রেফ তাত্ত্বিক এবং উল্টো শত্রুকেই প্রভূত সাহায্য করা। দেনিকিন কসাকদের উত্তরাঞ্চল অভিযানে লংমার্চে নিয়ে

যেতে রীতিমত ব্যর্থ হন। দক্ষিণ থেকে আমাদের কসাকদের বাসায় হানা দেয়ার ফলে তাদেরই উপকার হয়। এরপর কসাকরা আর তাদের নিজেদের ভূমি রক্ষার কাজে সীমিত থাকেনি। আমরা বাধ্য করলাম তাদের ভাগ্যকে শ্বেত বাহিনীর সাথে যুক্ত করতে।

সযত্ন প্রস্তুতি, পর্যাপ্ত সৈন্য সমাবেশ এবং কৌশলগত উপায় অবলম্বন করেও আমরা সফল হতে পারিনি। কসাকরা দেনিকিনের পেছনে এক বিশাল প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলে। মনে হচ্ছিল যেন দাঁত ও নখ দিয়ে তারা দৃঢ়ভাবে তাদের জন্মস্থান আঁকড়ে ধরেছে। আমাদের আক্রমণ গোটা কসাক জনগোষ্ঠিকে তাদের নিজ পায়ে দাঁড় করালো। আমরা আমাদের সময় ও শক্তি ব্যয় করে শুধু যারা সরাসরি শ্বেত বাহিনীর পক্ষে অস্ত্র ধরতে সক্ষম তাদেরকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছিলাম। ইতোমধ্যে দেনিকিন দৃপ্ত পদে য়ুক্রেন পার হলো। নিজেদের শূণ্যস্থান পূরণ করে উত্তরে অগ্রসর হয়ে কুর্স্ক ও অরিওল দখল করে তুলা আক্রমণের হুমকি দেয়। তুলার আত্মসমর্পন হতো খুবই বিপর্যকর। কারণ এতে রাইফেল এবং কার্তুজ তৈরীর কারখানাগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতো।

প্রথম থেকে আমি যে পরিকল্পনাটির সুপারিশ করছিলাম, সেটি ছিল ঠিক তার বিপরীত। আমার দাবী ছিল যে, প্রথম আঘাতেই আমরা কসাকদের থেকে শ্বেত বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। কসাকদের তাদের জায়গায় থাকতে দিয়ে শ্বেত বাহিনীর বিরুদ্ধে সব শক্তি নিয়োগ করব। এই পরিকল্পনা অনুসারে, আক্রমণ প্রধানত শুরু করা হবে ভরোনেজ থেকে খারকভ এবং দনিয়েস্ক অঞ্চলের দিকে, ভল্গা থেকে কুবানের দিকে নয়। দেশের এই অংশটি য়ুক্রেন থেকে উত্তর ককেশাসকে বিভক্ত করে। য়ুক্রেনের চাষী ও শ্রমিকরা পুরোপুরি লাল বাহিনীর পক্ষে। এদিকে অগ্রসর হয়ে, লাল বাহিনী মাখনের ওপর ছুরি চালানোর মতো মসৃণ ভাবে চলতে পারত। কসাকরা নিজ অবস্থান থেকে তাদের সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত থাকতো। আমরাও তাদের স্পর্শ করতাম না। কসাকদের চাহিদা ছিল স্বাধীনতা, স্বাভাবিকভাবেই এটি সামরিকের চেয়ে বেশী রাজনৈতিক দাবী। কিন্তু প্রথমেই রণকৌশলগত দিক থেকে দরকার ছিল দেনিকিনের শ্বেত বাহিনীকে আলাদা করে ভিন্ন রুটে পরিচালিত করা। শেষে এই পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়, তবে দেনিকিনের তুলা আক্রমণের হুমকির মুখে। যার ফলে, ক্ষয়ক্ষতি মস্কোর চেয়েও অধিক বিপজ্জনক হয়। আমরা কয়েকটা মাস অপচয় করলাম, অনেক অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির শিকার হলাম এবং কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভীতিকর অবস্থায় কাটালাম।

উল্লেখ করা উচিত যে, দক্ষিণ রণাঙ্গনের রণ-কৌশলের মতানৈক্য চাষীদের মূল্যায়ন বা 'অব-মূল্যায়ন' এর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমার পরিকল্পনা ছিল একদিকে চাষী ও শ্রমিকদেরকে এবং অন্যদিকে কসাক জনগোষ্ঠিকে হাতে রাখব। এই লাইনে অবস্থান নিয়ে আমি হাই কমান্ডের বিমূর্ত একাডেমিক পরিকল্পনার বিরোধিতা করি। কেন্দ্রিয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সেটাই সমর্থন করেন। আমি চাষীদের বিন্দুমাত্রও 'অব-মূল্যায়ন' করিনি এবং এ নিয়ে উচ্চ-বাচ্যও করিনি। নইলে আমার বিরুদ্ধে যে অযৌক্তিক অভিযোগ আনা হয়, আমিও তদ্রুপ দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিমূর্ত রণকৌশল সমর্থনের বিরুদ্ধে কেবল জিনোভিয়েভ, স্তালিন ও অন্যদেরই নয় লেনিনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনতে পারতাম।

তৃতীয় রণকৌশলগত বিরোধ উত্থাপিত হয় য়ুদেনিচের পেত্রগ্রাদ আক্রমণের প্রসঙ্গ নিয়ে। এই কাহিনী আগের অধ্যায়ে (৩৫) বর্ণনা করেছি। তাই দ্বিরুক্তি না করে এটুকু যোগ করতে চাই যে, দক্ষিণাঞ্চলের মারাত্মক পরিস্থিতি দ্বারা লেনিন প্রভাবিত হন। এখান থেকেই প্রধানত ভয়টা শুরু হয়। তদুপরি, পেত্রগ্রাদ থেকে পাঠানো য়ুদেনিচের বাহিনীর অসাধারণ টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্টের রিপোর্ট পেয়েও তিনি প্রভাবিত হন। এর ফলে, লেনিন বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, পেত্রগ্রাদ ছেড়ে দিয়ে হলেও রণাঙ্গনের লাইন ছোট করতে হবে।

এটা সম্ভবত একমাত্র ঘটনা, কয়েকদিন পরে যা তিনি নিজেই ভুল পরিকল্পনা হিসেবে সরাসরি সহজভাবে স্বীকার করেছিলেন।

সর্বশেষ এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে তীব্র মতানৈক্য হয়েছিল ১৯২০ সনের গ্রীষ্মে পোলিশ রণাঙ্গনের ভাগ্য নিয়ে। **বোনার ল** (Andrew Bonar Law), তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, সংসদের নিম্ন কক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ফরাসী কমুনিস্টদের লেখা আমার চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের ইচ্ছা ১৯২০ সনের শরৎকালের মধ্যে আমরা পোল্যান্ডকে ধ্বংস করব। তিনি ১৯২০ সনের জানুয়ারির আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমার বক্তৃতাকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। একই ধরনের উক্তি প্রাক্তণ পোলিস যুদ্ধ মন্ত্রী মরহুম সাইকর্স্কির লেখা একটি পুস্তকেও পাই। এ সবই ছিল আগা-গোড়া নিরর্থক বাচালতা। অবশ্য আমি পিলসুদ্স্কির (Pilsudski) পোল্যান্ডের প্রতি সমবেদনা বা সহমর্মিতা প্রকাশ করার সময়-সুযোগ কখনো পাইনি। তখন পোল্যান্ড ছিল শোষিত ও নির্যাতিত এবং দেশপ্রেমিক বাক্য বিন্যাসের বৃথা দম্ভের ছদ্মবেশের আড়ালে। ঐ বিষয়ে আমার দেয়া কয়েকটি বিবৃতি দেখে নিলেই ব্যাপারটি বোঝা খুব সহজ হবে যে, পিলসুদ্স্কি জোর করে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা শত চেষ্টা করেও মাঝপথে যুদ্ধ থামাতে পারিনি। আমার বিবৃতিগুলো ছিল তখনকার পারিপার্শ্বিকতার ফল। কিন্তু এখান থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, আমরা পোল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ চেয়েছিলাম বা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এতসব তথ্য-উপাত্তের পরও সাধারণ কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কোন মানুষ বুঝবেন যে, এটা ছিল পুরোপুরি মিথ্যা। আমরা সে যুদ্ধ এড়াতে সর্বাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন পদক্ষেপই বাদ রাখিনি। সাইকর্স্কি স্বীকার করেছিলেন যে, অসাধারণ 'ধূর্ততার' সাথে আমরা শান্তি প্রচারণা চালিয়েছি। তিনি বুঝেননি বা না বোঝার ভান করেছেন যে, ধূর্ততা বা চালাকির গোপন কারণ ছিল খুবই সহজ। আমরা শান্তি নিশ্চিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। এমনকি বড় ছাড় দিয়ে হলেও শান্তি চেয়েছি। সম্ভবত অন্য যে কারো চেয়ে বেশী এ যুদ্ধ চাইনি আমি। কারণ আমি সহজেই বুঝেছিলাম যে, অনবরত তিন বছর গৃহ-যুদ্ধ করার পর এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কত কঠিন। সাইকর্স্কির বইয়ে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, ধৈর্য্য ধারণ এবং আক্ষরিক অর্থে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পোলিস সরকার সচেতনভাবে এবং দৃঢ়সংকল্প নিয়েই যুদ্ধ শুরু করে। আমরা আন্ত রিকভাবেই শান্তি চেয়েছি। **পিলসুদ্স্কি** আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা এতে (যুদ্ধে) লিপ্ত হয়েছিলাম শুধু একারণে যে, কূটনৈতিক কুস্তি লড়াই আমাদের জনগণের বিরাট অংশ অনবরতভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তারা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই অর্থে তারা নিঃসন্দেহে ঠিক।





দেশটি আরো একটি সত্যিকার বীরোচিত প্রয়াস নেয়। পোলিসদের কিয়েভ দখল আমাদের বড় একটা উপকার করে। কারন এ দখলে কোন সামরিক তাৎপর্য না থাকলেও এতে দেশটি জেগে ওঠে। আবার আমাকে শহরে, নগরে এবং সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে হয়। সৈন্য ও সম্পদকে যুদ্ধের জন্য সচল করতে হয়। আমরা কিয়েভ পুণরুদ্ধার করি। তারপর থেকে আমাদের সাফল্যের শুরু। পোলিসরা দ্রুত পিছু হটে। আমি বাধা দিইনি বা পিছু ধাওয়াও করিনি। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, পিলসুদ্স্কির সামরিক অভিযানটি সত্যিকারভাবেই হঠকারিতায় পর্যবসিত হয়। তবে প্রথম বড় সাফল্য অর্জনের পর, আমরাও সামনের সম্ভাবনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে দেখতে থাকি। আমাদের এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠে যে, প্রতিরক্ষা দিয়ে শুরু করলেও, তাকে একটি আক্রমনাত্মক যুদ্ধে পরিণত করা উচিত। বিপ্লবী যুদ্ধও বিকশিত হচ্ছিল এবং শক্তি অর্জন করছিল। অবশ্য, নীতিগতভাবে এ ধরনের গতিপথে আমার আপত্তি ছিল না। সমস্যা

ছিল শুধু বিভিন্ন ফোর্সের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। পোলিশ শ্রমিক ও চাষীদের মনোভাব জানা ছিল না। আমাদের পোলিশ কমরেডদের কেউ কেউ যেমন, মরহুম জে. মার্কলেভ্স্কি (রজা লুক্সেমবুর্গের সহকর্মী) অত্যন্ত সংযমের সাথে পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেন। তার মূল্যায়নের ওপর যুদ্ধ থেকে আমাদের যতদূর সম্ভব দ্রুত বেরিয়ে আসা নির্ভরশীল। এজন্য তার মূল্যায়ন ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন। অনেকের উচ্চাকাঙ্খা ছিল যে, পোলিস শ্রমিকরা উত্থান ঘটাবে। লেনিনের সিদ্ধান্ত ছিল যে, যুদ্ধকে যেন ওয়ারশতে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং পোলিস শ্রমিকদের যেন সাহায্য করা হয়। যাতে তারা পিলসুদ্স্কির সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। হাই কমান্ড এবং পশ্চিম রণাঙ্গণের কমান্ড সরকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারে। এ সময় আমি নিয়মিত সফরে মস্কোয়। সেখানেই আমি 'শেষ না হওয়া পর্যন্ত' যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুদৃঢ় অভিমত পাই। আমি এর তীব্র বিরোধীতা করি। ইতিমধ্যে পোলিসরা শান্তির আবেদন জানাচ্ছিল। আমি ভেবেছি যে, আমরা এরই মধ্যে চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁছেছি। এখন যদি আমরা আমাদের শক্তিকে ভুল বিচার করে আরো সামনে এগুই, তাহলে এতদিনের অর্জিত জয়ের বদলে পরাজিত হবারই সম্ভাবনা দেখা দিবে। ভীষণ চেষ্টার ফলে চতুর্থ সেনাদল পাঁচ সপ্তাহে ৬৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। তাদেরক যদি আরো সামনে যেতে আদেশ করা হয়, তবে হয়তো গতি জড়তা আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যাবে। সবকিছুই স্নায়ুর উপর ভর করে চলে। তবে স্নায়ুগুলো খুবই সরু সূতার মতো এবং এর সীমাবদ্ধতাও আছে। এ সময় আমাদের রণাঙ্গনকে ঝাঁকি দেয়ার জন্য এবং আমাদের অভূতপূর্ব এবং নজীরবিহীন আক্রমণের ধাক্কাকে বিপর্যয়কর পরাজয়ে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য একটি মাত্র ধাক্কাই যথেষ্ট। ফক (Foch) নীতিগতভাবে এটা স্বীকার করলেন। আমি দাবী জানালাম যে, আমাদের বাহিনী চরমভাবে পরিশ্রান্ত হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি শান্তি প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আমার এই প্রস্তাবের প্রতি যদ্দুর মনে পড়ে রাইকভ একমত হন। বাকী সবাই আমার অনুপস্থিতিতে লেনিনের পক্ষে ভোট দেয়। এভাবেই পোল্যান্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক পিরিয়ডের সাথে তুলনা করলে ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি উল্টা। তখন আমি দাবী তুলতাম আমাদের কিছু ভূখন্ড ছেড়ে দিয়ে হলেও শান্তিচুক্তি যত দেরীতে সই করা যায় ততই মঙ্গল। এর কারণ ছিল জার্মান সর্বহারাদের পরিস্থিতি বোঝার সুযোগ দেয়া এবং তাদেরকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা। এখন লেনিন দাবী করছেন যেন আমাদের বাহিনী সামনে এগিয়ে যায় এবং পোলিস প্রলেতারিয়েতদের পরিস্থিতি বোঝার সুযোগ দেয়া যায় এবং তারা সশস্ত্রভাবে উত্থান ঘটায়। ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক যুদ্ধে যা দেখানো হয় পোলিস যুদ্ধে ঠিক তার উল্টো ঘটনাই ঘটে। যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং বিপ্লবীগণ আন্দোলন পরিমাপ করতে হয় ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি দিয়ে। যেখানে সেনাবাহিনীর কাজের পরিমাপ হয় দিন এবং সপ্তাহ গুণে, সেখানে জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিমাপ হয় মাস এবং বছর গুণে। যদি সময়ের এই পার্থক্য পূর্ণাঙ্গভাবে হিসেবে না আনা হয়, তবে যুদ্ধের চাকার গিয়ার বিপ্লবকে গতিময় করার বদলে তার গিয়ারের দাঁতই ভেঙ্গে ফেলবে। সেটাই ব্যাপক হারে ঘটে ছোট ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক যুদ্ধে এবং বিশাল পোলিস যুদ্ধে। আমরা নিজেদের বিজয়ের বদলে বড় একটা পরাজয়ের মুখোমুখি হই।

এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, ওয়ারশকে ঘিরে যে বিপর্যয় ঘটে তার জন্য বেশীর্ভাগ দায়ী দক্ষিণাঞ্চলের কমান্ড যারা সোভিয়েত বাহিনীকে এলভব বা লেম্বার্গের দিকে পরিচালিত করে। এই গ্রুপের সামরিক বিপ্লবী পরিষদের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্তালিন। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হোক, স্তালিন এলভবে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। একই সময়ে স্মিগ্লা এবং তুখাচেভ্স্কি ঢুকে পড়েন ওয়ার্শতে। কতিপয় লোকজন এমনই উচ্চাকাঙ্খী হয়ে পড়েছিলেন যে, যখন দেখলেন তুখাচেভ্স্কির সেনাদল বিপদে এবং হাই কম্যান্ড

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাহিনীকে আদেশ দিল তাদের অগ্রাভিযানের দিক পরিবর্তন করে ওয়ারশতে পোলিস বাহিনীকে পাশ থেকে আক্রমণ করতে, তখনও স্তালিনের প্ররোচনায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কমান্ড পশ্চিম দিকে অগ্রাভিযান শুরু করে। ওয়ারশ আক্রমণে 'অন্যদের' সাহায্য করার চেয়ে এলভব দখল করা কি তাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না? বার বার আদেশ এবং হুমকি দেয়ার পরই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কমান্ড তার অগ্রাভিযানের গতিপথ পরিবর্তন করে। তবে মাত্র অল্প কয়েকটি দিন দেরী করায়, মারাত্মক ক্ষতি যা হবার হয়ে গেল।

আমাদের বাহিনী চারশোরও বেশী কিলোমিটার পিছু হটতে বাধ্য হয়। জাজ্বল্যমান গৌরবময় জয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে কেউই এমন পরিস্থিতি মেনে নিতে পারে না। র‍্যানজেল রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে দেখি মস্কো দ্বিতীয় পোলিস যুদ্ধের পক্ষে। তখন রাইকভও অন্য শিবিরে। তার ভাষ্য, 'একবার যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।' পশ্চিম রণাঙ্গনের কমান্ডও উৎসাহব্যঞ্জক আশায়; যথেষ্ট রিজার্ভ সৈন্য এসে গেছে, গোলন্দাজ বাহিনীর শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইচ্ছাশক্তি হলো চিন্তার জনক। আমি উত্তর দিলাম, 'পশ্চিম রণাঙ্গনে আমরা কি পাচ্ছি বা পাব? শুধুমাত্র পরাজিত মনোবলের কতগুলো ইউনিট। এরা অনভিজ্ঞ মানুষ দিয়ে মাখা ময়দার মন্ড তৈরি করার মতো। এরকম সেনাবাহিনী দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এ ধরণের বাহিনী দিয়ে শুধু প্রতিরক্ষামূলক অপারেশন করানো যায়, যার পেছনে প্রস্তুত থাকে একটি তরতাজা দক্ষ বাহিনী। কিন্তু রাস্তায় খন্ড খন্ড অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাহিনীকে বিজয়দৃপ্ত অগ্রাভিযানের জন্য সক্ষম করার চিন্তাটা করা স্রেফ বোকামী ছাড়া কিছু নয়।

আমি ঘোষণা করলাম যে, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ইতিমধ্যে দশগুণেরও বেশী ক্ষতি করে ফেলেছে। আমি এই প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত মানিনা এবং মানবোনা। পার্টির কাছে এটাই আমার আবেদন। লেনিন আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে সমর্থন দিলেও, পীড়াপীড়ি করলেন না। যত কঠোরই হোক শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি ও শান্তির পক্ষে আমার দৃঢ় আস্থা লেনিনকে প্রভাবিত করে। তিনি প্রস্তাব দিলেন সিদ্ধান্তটি যেন আমি আপাতত মূলতবী রাখি। তার আগে আমি যেন পশ্চিম রণাঙ্গন পরিদর্শন করি। আমাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলে তাদের ওপর তার কি রকম ছাপ পড়বে তার ওপর সরেজমিন রিপোর্ট পেশ করি। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আমার বুঝলাম যে, লেনিন আমার মতে চলে এসেছেন।

আমি রণাঙ্গনে পৌঁছে দেখি সদর দপ্তর আরেকটি যুদ্ধের পক্ষে। তবে স্রেফ মস্কোর মনোভাবের ছায়া মাত্র নিজেদের দৃঢ় আস্থা ছিলনা। যত নীচে যেতে থাকলাম– সেনাসদর থেকে ডিভিসন ও রেজিমেন্ট হয়ে কোম্পানী পর্যন্ত– ততই আমার উপলব্ধি হলো যে, এরা মোটেই আক্রমণে যেতে প্রস্তুত নয়। আমি ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে করতেই এ অবস্থার বিবরণ একটি হাতে লেখা চিঠিতে লেনিনকে পাঠাই। এর কপি সংরক্ষণ করার সুযোগ ছিল না। দু'তিন দিন রণাঙ্গনে কাটিয়ে, মস্কো থেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছিলাম তার নির্ভুলতার প্রমাণ পেলাম। সেখান থেকে মস্কো ফিরে এলাম। পলিটব্যুরো প্রায় একবাক্যে যত দ্রুত সম্ভব শান্তির পক্ষে প্রস্তাব পাস করলো। পোলিশ যুদ্ধে রণকৌশলে ভুল হিসাবের বিশাল বড় ঐতিহাসিক মাশুল গুণতে হয়েছিল। পিলসুদ্স্কি পোলান্ড যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তার বিপরীতে পোলিশ বিপ্লব একটি মারাত্মক চোট পায়। রিগা চুক্তি (Riga treaty) অনুযায়ী যে সীমান্ত নির্ধারিত হয় তাতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাথে জার্মান সীমান্তকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ ঘটনা পরবর্তিকালে দু'দেশের জণগণের জীবনযাত্রার ওপর খুবই প্রভাব ফেলে। অবশ্য, লেনিন 'ওয়ারশ' ভুলের তাৎপর্য অন্য যে কারো চেয়ে অনেক বেশী বুঝেছিলেন। তিনি তার চিন্তায় এবং কথায় এ বিষয়টি একাধিকবার স্বীকারও করেছেন।

নকলবাজ ভক্তদের সাহিত্যে লেনিনকে চিত্রায়িত করা হয় অনেকটা প্রতিমা শিল্পী সুজদালের (Suzdal) আঁকা যীশুখৃষ্ট এবং সন্তদের মূর্তির মতো। এসব প্রতিমা শিল্পীদের অনেকেই তাদের চিত্রে নিজেদের অভিরুচীকেই প্রতিফলিত করে। ফলে এটা হয় তাদের নিজেদেরই কল্পিত পোর্ট্রেট। লেনিনকেও অনুরূপ একটা আদর্শের প্রতিচ্ছবির বদলে কল্পিত ব্যঙ্গকৌতুক রূপে প্রকাশ করে। যেহেতু নকলবাজ ভক্তদের নেতৃত্ব দিত উগ্র ও কট্টর মনোভাবের লোকজন, তারা নিজেদের মনে করতো অভ্রান্ত। তাই তারা লেনিনকেও তাদের অন্ধভক্তি ও নকলবাজ সাহিত্যে একজন বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল বিশারদ হিসেবে না দেখিয়ে একজন নির্ভুল সিদ্ধান্তের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক মূর্তি হিসেবে দেখায়। অথচ তিনি যে কোন পরিস্থিতি মূল্যায়নে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। লেনিনকে সর্বপ্রথম আমিই 'প্রতিভাবান ব্যক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করি। আমি এটা এমন এক সময়ে বলি যখন অন্যদের এ ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করার সাহস ছিল না। হ্যাঁ, একজন মানুষ সত্যিকারভাবে যতখানি প্রতিভাধর হতে পারেন লেনিন ততখানিই ছিলেন। তবে তিনি নির্ভুল গণনার স্বয়ংক্রিয় মেশিন ছিলেন না। তার পজিশনে থেকে অন্যরা যে ভুল করতে পারতো, তিনি তার চেয়ে অনেক কম করেছেন। তবে আর সবার মতো তিনিও ভুল করতেন এবং তার প্রকান্ড কর্মযজ্ঞের মধ্যে তিনি মাত্র এই একবারই গুরুতর ভুল করেছিলেন।

৩৮। নয়া অর্থ নীতির ক্রান্তিকাল এবং লেনিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

লেনিনের সঙ্গে আমার সহযোগিতার শেষ সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারন, এ সময়েই লেনিনের নকলবাজ অন্ধভক্তরা তাদের সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করে। লেনিনের মৃত্যুর পর তারা ইতিহাস ও সাহিত্যিবিষয়ক বেশ জটিল প্রকৃতির এবং বহু ডাল-পালা ছড়ানো এক সংগঠন তৈরি করে। সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য আমাদের দু'জনের সম্পর্কের ইতিহাসকে বিকৃত করা। তারা আমাদের দু'জনকে প্রধানত দুই 'নীতি'র প্রবক্তা হিসেবে ভাগ করার এক নীলনক্সা বানিয়ে তার মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের নানান রং রূপ দেয়। অতীতের যে যে মুহূর্তে ও যে যে বিষয়ে আমরা দ্বিমত পোষণ করতাম সেগুলোকে চিহ্নিত করে। পরে সেগুলোকে বিতর্কিত ও ব্যক্তিগত মত রূপে ব্যাপক প্রচার করে এবং মিথ্যা কল্প-কাহিনী জুড়ে দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নকলবাজদের এসব অপকর্মের তুলনায় মধ্যযুগের স্ব-মত সমর্থনকারী পাদ্রীদের রচিত গীর্জার ইতিহাসকে এক বৈজ্ঞানিক মডেল বলতে হবে। নকলবাজ অন্ধভক্তদের অপকর্ম সহজ হয় এ জন্য যে, লেনিনের সাথে দ্বিমত হলে আমি উঁচু গলায় বলতাম, এবং উচিত মনে করলে সিদ্ধান্তের জন্য দলের কাছে পেশ করতাম। আর তারা লেনিনের সঙ্গে দ্বিমত হলে, নীরব থাকতো বা স্তালিনের মতো মুখ ভার করে ক'দিনের জন্য মস্কোর কাছে কোন গ্রামে লুকিয়ে থাকতো। বাস্তবে তারা আমার চেয়ে অনেক বেশী দ্বিমত করতো।

বেশীর্ভাগ অপরিহার্য বিষয়ে লেনিন এবং আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতাম। দু'জনে মত বিনিময় করলে দেখা যেত আমাদের সিদ্ধান্ত একই। অল্প দু'এক বিষয়ে মতানৈক্য হতো। আমি পলিটব্যুরো বা গণকমিশারির সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত ভুল হচ্ছে মনে করলে ছোট চিরকুটে নোট লিখে পাঠাতাম। তিনিও অনুরূপ উত্তর দিতেন: 'পুরোপুরি ঠিক। তুমি প্রস্তাবাকারে পেশ কর।' মাঝে মাঝে তিনিও আমাকে চিরকুট লিখতেন। আমি তার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত কিনা জানতে চাইতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মোকাবেলা করার দরকার হলে তিনি বারবার টেলিফোনে বলতেন: 'প্লিজ অবশ্যই আসবে, ফেল করা যাবে না।' নীতিগত প্রশ্নে দু'জন এক হয়ে কাজ করলে, যারা আমাদের সিদ্ধান্তে অখুশী হতেন, তাদের মধ্যে এই নকলবাজ অন্ধভক্তরাও থাকতো, তবে চুপচাপ। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে স্তালিন, জিনোভিয়েভ বা কামেনেভ আমার সাথে বহুবার দ্বিমত পোষণ করতেন। কিন্তু যখন বুঝতেন যে লেনিন আমার মতের অংশীদার, তখনই নিজেদের অবস্থান পাল্টে নীরবতা অবলম্বন করতেন। আমরা যদি বিবেচনাও করি যে, লেনিনের 'ভক্তরা' নিজেদের চিন্তাধারা লেনিনকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই কোন গ্যারান্টি দেয় না যে লেনিনের অনুপস্থিতিতেও তারা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে। লেনিনের সঙ্গে আমার মতভেদের যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়, আসলে তা কখনো তেমন ছিল না। এর দু'টো কারণ: আমাদের মতানৈক্য ছিল ব্যতিক্রমধর্মী এবং অন্যদের কাছে আকর্ষণীয়। লেনিনের মৃত্যুর পর নকলবাজা সেসব মতানৈক্যকে অতিরঞ্জিত করে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত করে। এর সঙ্গে আমাদের দু'জনের কোন সম্পর্ক বা যোগসূত্র ছিল না।

অন্য একটি অধ্যায়ে (৩১) ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি-চুক্তি নিয়ে লেনিনের সাথে আমার মতানৈক্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম। এবার এ অধ্যায়ে আরেকটি মতপার্থক্যের কথা বলবো যা নিয়ে ১৯২০ সনের কয়েকমাস আমাদের মধ্যে বিতর্ক হয়। তখন সময়টা ছিল নতুন অর্থনেতিক পলিসি প্রবর্তনের মধ্যবর্তিকলে।

অস্বীকার করব না যে, ট্রেড ইউনিয়নের ওপরে তথাকথিত আলোচনা আমাদের সম্পর্ককে কিছুকাল মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা প্রত্যেকেই এত বেশী বিপ্লবী এবং এত বেশী রাজনীতিক ছিলাম যে ব্যক্তিগত বিষয়কে সাধারণ বিষয় থেকে আলাদা করতে চাইতাম না। এ অবস্থা বৈধভাবে স্তালিন এবং জিনোভিয়েভকে আমার বিরুদ্ধে খোলামেলাভাবে সমালোচনা করার যাবার সুযোগ করে দেয়। তারা পরিস্থিতির পুরো সুযোগ গ্রহণ

করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এ-ই ছিল তাদের 'ট্রটস্কিবাদ' বিরোধী ভবিষ্যত অভিযানের মহড়া। বিষয়টি লেনিনকে খুবই বিরক্ত করে। তিনি এটাকে পুরোপুরি নিস্তেজ করার জন্য সবরকম চেষ্টা করেন।

রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়টির ভেতরে এত বেশী আবর্জনা বোঝাই যে, ভবিষ্যতে যে ইতিহাসবেত্তারা এর মধ্য থেকে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করবেন তাদের প্রতি আমি ঈর্ষা বোধ করব না। ঘটনার অনেক পরে, অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর পর, নকলবাজ অন্ধভক্তরা আবিষ্কার করেন যে, সে সময় আমার অবস্থান ছিল 'চাষীদের অবমূল্যায়ন' এবং নয়া অর্থনৈতিক পলিসির বিপক্ষে। পরবর্তিতে আমাকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করার এটাই ছিল মূল ভিত্তি। অবশ্য সত্যিকার মূল আলোচনার বিষয় ছিল সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তার মুখোশ খোলার জন্য আমাকে একটু পেছনে যেতেই হয়।

১৯১৯ সনের শরৎকাল। আমাদের রেল ইঞ্জিনের শতকরা ষাটভাগ 'বিশ্রামে'। মনে হচ্ছিল যে, ১৯২০ সনের বসন্তে এসে এ সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে পঁচাত্তর ভাগ। আমাদের সেরা সেরা বিশেষজ্ঞদের এই ছিল মত। এ অবস্থায় রেল পরিবহন ব্যবস্থাপনায় অচলাবস্থা সৃষ্টির উপক্রম হয়। শুধু শতকরা পঁচিশ ভাগ রেল ইঞ্জিন আধা-সুস্থ রেলওয়ের পরিবহন চাহিদা মেটাতে সক্ষম, যেহেতু সেগুলো কাঠ কয়লার জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। ইঞ্জিনিয়ার লমনসভ (Lomonsov), কয়েকমাস পরিবহন ব্যবস্থাপনার চলতি দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সরকারের জন্য মহামারীতে আক্রান্ত রেল-ইঞ্জিনের একটি ডায়াগ্রাম তৈরী করেন। ১৯২০ সনের একটি অংকের পয়েন্ট দেখিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন: 'এখানেই মৃত্যু হবে।'

লেনিন তখন জানতে চাইলেন, 'তাহলে কি করতে হবে ?'

লমনসভ উত্তর দিয়েছিলেন, 'এসব ব্যাপারে এমন কোন অলৌকিক কিছু নেই, এমনকি বলশেভিকরাও কিছু করতে পারবে না।' আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ বোধ করলাম। কারণ ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের টেকনিক্যাল কার্যকলাপ অথবা এরকম জটিল টেকনিক্যাল হিসাব সম্পর্কে আমরা এর আগে কিছুই জানতাম না। লেনিন বিড়বিড় করে শুকনো কণ্ঠে বললেন, 'তবুও, আমরা অলৌকিক কাজই করার চেষ্টা করব।'

পরের ক'মাস পরিস্থিতি যথারীতি আরো খারাপ হতে থাকে। খারাপ হওয়ার অনেক কারণ থাকলেও বাস্তবে ভালোর সম্ভাবনাও ছিল। কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার তাদের নক্সায় যানবাহনের অবস্থা ভালো করার চেষ্টায় ব্রতী হন। ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সনের শীতের কয়েক মাস অর্থনৈতিক কাজে আমি উরালে কাটাই। লেনিন টেলিগ্রাম করে জানালেন আমি যেন যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং জরুরী ব্যবস্থা নিয়ে একে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করি। আমি ইতিবাচক উত্তর দিয়ে কাজ শুরু করি।

আমি উরাল্‌স থেকে কিছু অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষনের তথ্যভান্ডার সঙ্গে এনেছিলাম। এ তথ্যগুলো একত্র করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (war communism) অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ আমার প্রত্যক্ষ কর্ম অভিজ্ঞতা এই যে, গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ পদ্ধতিটি আমাদের ওপর চেপে বসে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন পুরোপুরি নিঃশেষ করে ফেলেছে। এ অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে কোন মূল্যে ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং ব্যক্তি- উদ্যোগকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করতে হবে; অন্য কথায়, আমাদের অবশ্যই দেশীয় বাজারকে (home market) ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি খাদ্য কর (food levy) প্রকল্পের বদলে শস্য-কর (grain-tax) প্রবর্তন এবং পণ্যদ্রব্য বিনিময় (exchange of commodities) প্রথা পুণপ্রবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাবাকারে লিখিতভাবে ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করি, যা নিম্নরূপ:

'বর্তমান পলিসিতে খাদ্যের স্কেল অনুসারে চাহিদার সমতা বজায়, সরবরাহের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব এবং কারখানায় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যাদির সমহারে বিতরণ ব্যবস্থা কৃষির মর্যাদাকে দুর্বল ও শিল্পের সঙ্গে জড়িত সর্বহারাদের বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতা

সৃষ্টি করেছে। এই পলিসি গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনকেও পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ার হুমকির মুখে ফেলেছে। খাদ্য-সামগ্রী হঠাৎ করে এমনই নিঃশেষ হবার হুমকিতে পড়েছে যে, কোন উপায়েই এর ন্যূনতম উন্নতি ঘটানো যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হওয়ার প্রবণতার বিকল্প হতে পারে নিম্নরূপ ব্যবস্থা ঃ

(১) উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশের আয়কর আনুপাতিক হারে দ্রব্যের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য হওয়া উচিত। পরিশোধের মাপকাঠি এমনভাবে নির্ধারিত করা উচিত যেন, আধুনিক চাষযোগ্য ভূমি এলাকায় লাভ পরিমাণে কিছু বেশী, এবং প্রকৃতি নির্ভর চাষাবাদ এলাকায় কিছু কম লাভ পাওয়া যায়;

(২) শিল্পোৎপাদিত পণ্যদ্রব্য চাষীদের কাছে সরবরাহের এবং বিনিময়ে যে পরিমাণ শস্য তারা (চাষীরা) দেয় তার মধ্যে আরো নিবিড় লেন-দেন ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই নিয়ম কেবল মফস্বল জেলা এবং পল্লী গ্রামেই নয় প্রত্যেক চাষীর ব্যক্তিগত সংসারেও প্রয়োগ করতে হবে।'

আমার এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত সতর্ক পাহারায় রাখা হোল। তবে নয়া অর্থনৈতিক পলিসির প্রাথমিক প্রস্তাবগুলো এক বছর পর গ্রহণ করা হলেও প্রথম দিকে সামনে এগোয়নি। ১৯২০ সনের প্রথম দিকে লেনিন আমার প্রস্তাবের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এগারো বনাম চার ভোটে আমার প্রস্তাবটি বাতিল হয়। পরবর্তি ঘটনাপ্রবাহে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে প্রমাণিত হয়। আমি দলীয় কংগ্রেসে এ প্রস্তাব আর উত্থাপন করিনি। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ শ্লোগানের আড়ালেই আগাগোড়া কংগ্রেস পরিচালিত হয়। ফলে পুরো বছর ধরে দেশের অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রাম একটি কানাগলিতে আবদ্ধ থাকে। এই কানাগলি নিয়েই লেনিনের সাথে আমার মতান্তর শুরু হয়। বাজার ব্যবস্থা বদলানোর প্রস্তাব বাতিল করা হলে, সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের জন্য আমি 'যুদ্ধ' প্রক্রিয়াগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে আনয়নের দাবী করি। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে সকল সম্পদ জাতীয়করণ এবং সরকারী আদেশ বলে বিতরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ট্রেড-য়ুনিয়নের কোন স্বাধীন ভূমিকা আমি দেখতে পাইনি। রাষ্ট্র কর্তৃক সব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল শ্রমিকদের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর কল-কারখানা নির্ভরশীল হলে, ট্রেড-য়ুনিয়নগুলোকেও অবশ্যই রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের অন্তর্ভূক্ত করে শিল্প প্রশাসন এবং উৎপন্ন পণ্য বিতরণে কাজে লাগানো উচিত। এটাই ছিল ট্রেড-য়ুনিয়নকে রাষ্ট্রিয় সংস্থার অংশ রূপে গ্রহণ করার মূলকথা। এই পদক্ষেপ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ব্যবস্থা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবেই উঠে আসে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এটাকে সমর্থন করেছিলাম।

আমার পরিবহন ব্যবস্থা সংগঠিত করার ভিত্তি ছিল নবম কংগ্রেসে অনুমোদিত যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ নীতি। রেল কর্মীদের ট্রেড-য়ুনিয়ন ছিল বিভাগীয় প্রশাসনের বন্ধনে আবদ্ধ। আমি সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থায় সামরিক শৃঙ্খলা আরোপ করি। তখনকার সেরা সামরিক প্রশাসনকে আমি ট্রান্সপোর্ট প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত করি। এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষ করে যেহেতু পোলান্ডের সঙ্গে যুদ্ধের শুরুতে সামরিক যানবাহন সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। প্রতিদিন আমি যুদ্ধ কমিশারিয়েত থেকে ট্রান্সপোর্ট কমিশারিয়েতে যেতাম। একদিকে আমারই সামরিক অপারেশনে রেলপথ ধ্বংস হতো, অন্যদিকে আমার হাতেই রেলওয়ে কেবল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই পায়নি বরং এক উঁচু মানের কর্মদক্ষতায় উন্নীত হতেও সক্ষম হয়।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার বছরটি আমার জন্য ছিল স্কুলে পড়ার মত। অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করার মৌলিক প্রশ্নাবলীর সম্মিলিত সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে ট্রান্সপোর্ট কর্ম বলয়ে। বিচিত্র রকমের প্রচুর রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ি বহর রেলপথ এবং রিপেয়ার শপের কাজকে জটিল করে তোলে। এজন্য রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। প্রথম যে কাজটি করতে হয়, তার নাম প্রমিতকরণ (standardization)। বিপ্লবের আগে পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্র এবং প্রাইভেট কোম্পানী দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। এবার রেল-ইঞ্জিনগুলোকে শ্রেণী অনুসারে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করা হয়। তাদের মেরামতকাজ আরো প্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত করা হয়।

রিপেয়ার শপগুলো তাদের টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্টের ভিত্তিতে নিয়মিত কাজের অর্ডার পেতে থাকে। পরিবহনকে যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় নিয়ে আসতে সাড়ে চার বছর ধরে অনবরত মেরামত কর্মসূচী চালাতে হয়। গৃহীত ব্যবস্থাদিতে নিশ্চিত সাফল্য আসে। ১৯২০ সনের বসন্তে এবং গ্রীষ্মে পরিবহন ব্যবস্থা অচলাবস্থা থেকে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। রেল ব্যবস্থার ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে নতুনভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা নিয়ে মন্ত ব্য করতে লেনিন কখনো কার্পণ্য করেন নি। পিলসুদ্স্কি যদি রাশিয়ার বিপর্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে আশাবাদী হয়ে যুদ্ধ শুরু করে থাকেন, তবে তার প্রত্যাশা পুরোপুরি ব্যর্থ। তার একমাত্র কারণ, রেলওয়ে পরিবহন খুব দৃঢ়ভাবে পুনরায় নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। পরিবহন ব্যবস্থার অনিবার্য সঙিগন অবস্থা এবং স্বয়ং যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ব্যবস্থা থেকে রক্ষার জন্য অসাধারণ প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা নেয়ার ফলেই এ সাফল্য অর্জিত হয় ।

কিন্তু শ্রমজীবি জনগণ তিন বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধাবস্থায় সামরিক শাসন আর চাচ্ছিলো না। লেনিন তার সহজাত রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে সংকটময় মুহূর্ত এসে গেছে। একদিকে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় পুরোপুরি অবস্থান নিয়ে, আমি ট্রেড-য়ুনিয়নসমূহকে আরো সুসংহত করার চেষ্টা করছিলাম, অন্যদিকে লেনিন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সামরিক চাপ সহজ করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। দশম কংগ্রেসে আমাদের লাইন উল্টে যায়। পার্টি কংগ্রেসে মূল পয়েন্ট বাদ দিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে। পার্টি ভাবছিলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের অংশ রূপে ট্রেড-য়ুনিয়নসমূহকে কতটুকু অন্তর্ভূক্ত করা যায়; অথচ বাস্তবে আলোচনা হয় কল-কারখানায় দৈনিক রুটি বরাদ্দ,জ্বালানী, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বরাদ্দ নিয়ে। পার্টিতে উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছিল 'স্কুল অব কমিউনিজম' নিয়ে, অথচ বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ালো দেশের চলমান আকস্মিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আলোচনায় শেষ সতর্ক বার্তা হিসেবে উচ্চকিত হয় ক্রনস্টাড (Kronstadt) এবং তাম্বভ (Tambov) প্রদেশের অভ্যুত্থান। লেনিন প্রথমেই সতর্ক পাহারায় রাখা আমার প্রস্তাবকেই নয়া অর্থনৈতিক পলিসি রূপে প্রস্তাব করলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালাম। এক বছর আগে আমি যে প্রস্তাব রেখেছিলাম এই সিদ্ধান্ত তারই নবায়ন। ট্রেড-য়ুনিয়ন নিয়ে যে মতবিরোধ চলছিল, তা তক্ষুনি গুরুত্ব হারায়। কংগ্রেসে লেনিন সেই মতবিরোধে অংশ নেননি। জিনোভিয়েভকে ফেটে যাওয়া বারুদ নিয়ে নিজে নিজে খেলার জন্য ছেড়ে দেন। কংগ্রেসে বিতর্ক চলাকালে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হওয়া ট্রেড-য়ুনিয়ন প্রস্তাব পরবর্তি কংগ্রেস পর্যন্ত টিকবে না। কারণ নয়া অর্থনৈতিক প্রস্তাবে ট্রেড-য়ুনিয়ন কৌশলকে পুনরায় সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। এর এক-দু' মাস পরেই লেনিন নয়া অর্থনৈতিক পলিসির ভিত্তিতে, ট্রেড য়ুনিয়নের ভূমিকা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করলেন। আমি তার প্রস্তাবে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালাম। আমাদের বলিষ্ঠ সাংগঠনিক পদক্ষেপ পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। লেনিন আশংকিত ছিলেন যে, দু'মাস ব্যাপী আলোচিত বিষয়টি নিয়ে পার্টিতে স্থায়ী বিভাজন প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা,এমন হলে তিক্ত সম্পর্ক জন্ম নেবে। ফলে কাজ করা আরো জটিল হয়ে পড়তে পারে।

তবে কংগ্রেস চলাকালেই ট্রেড-য়ুনিয়ন প্রশ্নটিকে যারা সমর্থন করেন আমি তাদের সবার সঙ্গে কথা বলি। কংগ্রেস শেষ হওয়ার এক-দু' সপ্তাহ পর লেনিন নিশ্চিত হলেন যে তারই মতো অস্থায়ী উপদলীয় বিভক্তি নিয়ে আমিও উদ্বিগ্ন ছিলাম। এখন আর এর নীতিগত ভিত্তি নেই। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদ্য নির্বাচিত সদস্য মলটভের (Molotov) আমার প্রতি নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট মন্তব্যের সুযোগ নিয়ে তাকে তক্ষুনি অভিযুক্ত করেন এবং তাকের বলেন: 'পার্টির অভ্যন্তরীন সম্পর্কে কমরেড ট্রটস্কির আনুগত্য নিঃসন্দেহে অনবদ্য।' তিনি এ কথাটা কয়েকবার উচ্চারণ করেন। এর মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগ ছিল বেশী। এটা খুব সহজে বোঝা গেল যে,

এভাবে তিনি কেবল মলটভকেই নয়, স্তালিন ও জিনোভিয়েভ সহ আরো যারা কৃত্রিমভাবে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত করার চেষ্টায় রত, তাদের সবাইকে ধাক্কা মেরে পেছনে সরিয়ে দিয়েছিলেন ।

দশম কংগ্রেসেই লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জিনোভিয়েভের উদ্যোগে স্তালিন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পদে প্রার্থীতার প্রস্তাব করলেন । কংগ্রেসের বিশ্বাস ছিল যে, তার পেছনে পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে । তাই কেউ এই পদে নিয়োগের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি । তাছাড়া লেনিনের অধীনে সাধারণ সম্পাদক পদ একটি টেকনিক্যাল বিষয় মাত্র । এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের চিন্তা কেউ করেনি । কিন্তু লেনিনের মনে আশংকা ছিল । তিনি স্তালিন সম্পর্কে বলতেন, 'এই পাঁচক কেবল ঝাল তরকারীই রাঁধতে পারবে ।' সে কারণেই লেনিন, কংগ্রেসের পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম দিকের এক বৈঠকে 'ট্রটস্কির আনুগত্যে'র ওপর এতো গুরুত্বারোপ করেন । এটা ছিল পাতালপুরীর চক্রান্তের ওপর এক প্রচণ্ড ধাক্কা ।

লেনিনের মন্তব্য আকস্মিক বা অভাবনীয় ছিলনা । গৃহযুদ্ধের সময় লেনিন একবার কথায় নয় কাজের মাধ্যমে, আমার উপর তার নৈতিক আত্মবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছিলেন । তা এত পুর্ণাঙ্গভাবে যে কেউ এ বিষয়ে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি এবং এর বেশী জানার চেষ্টাও করেনি । পরিস্থিতিটা তৈরী হয়েছিলো সেই একই সামরিক বিরোধীতা থেকে যা পর্দার আড়াল থেকে স্তালিনই পরিচালনা করছিলো । যুদ্ধের সময় বাস্তবে আমার অসীম ক্ষমতা ছিল । বিপ্লবী ট্রাইবুনাল বসত আমার ট্রেনে, রণাঙ্গন ছিল আমার অধীনে, ঘাঁটিগুলো ছিল রণাঙ্গনের সহায়ক এবং কখনো কখনো সাদাদের দখল করা অংশ ছাড়া প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ভূখন্ডেই ছিল সেনা ঘাঁটি এবং সামরিক দূর্গ । সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ির চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাচক্রে থেকে যেতো সৈনিকদের কিছু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব । তারা অবাধ সুযোগ-সুবিধা পেত । বিভিন্ন চ্যানেলের এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রেসিডিয়ামের আবেদন, অভিযোগ এবং প্রতিবাদ কেন্দ্রিভূত ছিল শুধু মস্কোয় ।

এ ধরনের প্রথম উপাখ্যান শুরু হয় বহু আগে, আমার স্তীয়াস্কে থাকার সময়, মে মাসে । ঘটনাটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি । চতুর্থ লাতভিয় রেজিমেন্ট কমান্ডার যুদ্ধরত অবস্থায় সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দেয়ার দায়ে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন । ট্রাইবুনাল তাকে পাঁচ বছর কারাদন্ড দেয় । আমি এই বিচারের ব্যবস্থা করি । কয়েকমাস পরে, তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য আবেদন-নিবেদন আসতে শুরু করে । সবচেয়ে বেশী চাপ আসে স্তায়ার্দলভের কাছ থেকে । আমি সংক্ষেপে সে সময়ের সামরিক পরিস্থিতির বিবরণ দেই । রেজিমেন্ট কমান্ডার আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন 'বিপ্লবের জন্য পরিণতিটা হবে ভয়াবহ ।' আমার বর্ণনার সময়, লেনিনের মুখ মলিন থেকে মলিনতর রূপ ধারণ করে । আমার বিবরণ দেয়া শেষ হওয়ার আগেই তিনি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কর্কশ ভাষায় বলেছিলেন: 'তাকে ভেতরেই থাকতে দাও; তিনি সেখানেই থাকুন ।' উত্তেজিত হলে তিনি সব সময় এমন করতেন । স্তায়ার্দলভ আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'আমিও তাই মনে করি ।'

দ্বিতীয় উপাখ্যান আরো বেশী তাৎপর্যময় । সেটি এক কমান্ডার এবং এক কমিশারিকে গুলি করে মারা নিয়ে । তারা যুদ্ধাবস্থায় তাদের রেজিমেন্টকে পোস্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে অস্ত্রের মুখে একটি স্টিমার দখল করে এবং নিজনি-নব্গরোদের (Nijni-Novgorod) দিকে চালিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নেয় । রেজিমেন্টটি গঠন করা হয় স্মলিন্সক-এ (Smolyensk) । যাদের নির্দেশনায় এটি গঠিত হয় তারা ছিলেন আমার সামরিক নীতির বিরোধী । পরে, অত্যুৎসাহী সমর্থক হলেও তখন তারা উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদী ছিলেন । অথচ কেন্দ্রীয় কমিটির তদন্ত কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে সামরিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সঠিক ছিল মত দেয়; পরিস্থিতির চাহিদা তখন তা-ই ছিল । কিন্তু বিভ্রান্তিকর গুজব রটে । আমি জানতাম যে, গুজবের উৎস ছিল পলিটব্যুরো । কিন্তু অতি ব্যস্ততার কারণে এই অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের জট খোলার জন্য আমি কোন তদন্ত করাতে পারিনি । মাত্র একবার

আমি পলিটব্যুরোর বৈঠকে মন্তব্য করি যে, ষ্ভীয়াস্কে এ বেপরোয়া ঘটনা না ঘটলে আমরা বৈঠকে বসতাম না। লেনিন তখনই আমার কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন 'খুবই সত্যি'। এবং তখনই খুব দ্রুত, তিনি যা সচরাচর করে থাকেন, লাল কালি দিয়ে সাদা কাগজে লিখে ফেলেন, যার নীচে 'সোভিয়েত অব পিপ্লস কমিশারিজ' এর সীল থাকে। লেনিনের নেতৃত্বে যে বৈঠকটি বসেছিল; তখনই বন্ধ হয়ে গেল। দু'মিনিট পরে, তিনি নিজ হাতে লেখা কাগজটি আমার হাতে দিলেন। নিম্নে তা হুবহু উল্লেখ করা হোল:

আর.এস.এফ.এস.আর
(R.S.F.S.R)
চেয়ারম্যান, সোভিয়েত অব পিপ্লস কমিশারিজ,
মস্কো, ক্রেমলিন
জুলাই-১৯১৯
কমরেডগণ,
কমরেড ট্রটস্কির আদেশের কড়া বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে আমি এতই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছি যে, এর প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিকতা অবশ্যই নিঃসন্দেহে এতই বিশ্বাসযোগ্য যে, কমরেড ট্রটস্কির এই আদেশের বলেই বিপ্লবের সাফল্য আসে। এজন্য আমি অকুণ্ঠভাবে এই আদেশকে অনুমোদন করলাম।
ভি.উলিয়ানভ/লেনিন।

লেলিন বলেছিলেন, 'তুমি যেভাবে চাও, আমি সেভাবেই এটা তোমাকে তৈরী করে দেব।' তখন গৃহযুদ্ধের গুরুতর অবস্থায় প্রয়োজন ছিল দ্রুত চূড়ান্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এমনকি ভবিষ্যতে আমার প্রয়োজন হতে পারে এমন ক্ষেত্রে, তরি সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে, এটা ভেবে, লেনিন আগাম সই দিয়ে রাখতেন। এই সিদ্ধান্তগুলোর সাথে তাদের জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক জড়িত ছিল। একজন ব্যক্তির ওপর আরেকজনের আত্মবিশ্বাস এর চেয়ে আর বড় আর কি হতে পারে? এ ধরণের অভূতপূর্ব ডকুমেন্ট দেয়ার চিন্তা লেনিনের মাথায় এসেছিলো। তার একমাত্র কারণ, তিনি আমার চেয়েও ভাল জানতেন কিংবা ভাবতেন যে, সন্দেহজনক চক্রান্তের উৎস থেকে পুরো বলবত্তা দিয়ে পেছন থেকে আমাকে আঘাত করা হতে পারে। কিন্তু তিনি এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলেন কারণ তিনি এত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আমি ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিপ্লবের প্রতি অবাধ্য হতে পারি না। আমার ওপর তার এই অগাধ বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি এই একদু' লাইনে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। নকলবাজ ও চক্রান্তকারীরা তাদের কাছে এ রকমের কোন দলিল শত চেষ্টা করেও দেখাতে পারবে না। যদি স্তালিন তার আর্কাইভে এমন কিছু পায়ও, তা শুধু লেনিনের 'উইল' বা 'অন্তিম ইচ্ছাপত্র'। এটা স্তালিন পার্টি থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। এ উইলে লেনিন বলে গেছেন যে, স্তালিন নিজেই একজন অবাধ্য মানুষ এবং সে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। এ দু'টো লেখাকে পাশাপাশি রেখে খুব সহজেই বিচার করা যায়, লেনিন তার প্রতিনিধিত্বের অসীম নৈতিক ক্ষমতা আমার ওপর অর্পণ করেছিলেন এবং স্তালিনকে দিয়েছিলেন নৈতিক 'নেকড়ের/ট্রানজিট সার্টিফিকেট'[১]। এতে সহজেই পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় আমাদের দু'জনের প্রতি লেনিনের মনোভাব কিরূপ ছিল।

[১] অপরাধীদের পাসপোর্টের পরিবর্তে 'ট্রানজিট সার্টিফিকেট'দেয়া হোত। এই সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি গৃহহীন যা নির্বান্ধব। সে এক জায়গায় বেশীদিন থাকার অনুমতি পেত না। –অনুবাদক

৩৯। লেনিনের অসুস্থতা।

১৯২০ সনের বসন্তে, কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগে, প্রথমবার ছুটি নিলাম প্রায় দু'মাস। কাটালাম মস্কোর কাছেই। সময় দিলাম মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টে (স্বাস্থ্য সচেতন হতে শুরু করছিলাম সিরিয়াসলি), ঘোষণাপত্রের ওপর কাজ করে (যা কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের পরবর্তি বছরগুলোয় কর্মসূচীর বিকল্প) এবং খেলা হিসেবে শিকার করে। কয়েক বছর প্রচন্ড চাপের মধ্যে কাজ করে আমি বিশ্রামের অবকাশ খুঁজতাম। কিন্তু এখনকার মতো শুধু হাঁটা চলা করে বিশ্রাম নেয়ার অভ্যাস আমার ছিল না। শিকারের প্রতি আকর্ষণটা ছিল। কারণ এটি দেহের ক্ষতস্থানের যন্ত্রনায় আরামের প্রলেপ লাগানোর মতো।

১৯২২ সনের মে মাসের প্রথম রোববারে জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম মস্কো নদীর পুরনো খালে। তখন বিষ্টি হচ্ছিল। ঘাষ ছিল ভেজা ও পিচ্ছিল। ফলে, ভাল একটা আছাড় খেলাম। পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়ে ছিল। তেমন মারাত্মক না হলেও কয়েকদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তৃতীয় দিন বুখারিন দেখতে এলেন।

আতঙ্কগস্থ হয়ে বললেন, 'আপনিও বিছানায়?

'আর কে?' জানতে চাইলাম।

'লেনিন। খুবই অসুস্থ। স্ট্রোক করেছেন। হাঁটতে পারেন না কথাও বলতে পারেন না। ডাক্তাররা পুরোদমে নিরাশ।'

লেনিন সব সময় তার সহকর্মীদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রায়ই একজন ফরাসী দেশান্তরীর কথা উদ্ধৃত করতেন: 'অসুস্থ হলে বুড়োরা মরে আর তরুণদের আত্মসমর্পন করতে হয়।'

তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমাদের মধ্যে ক'জন জানি য়ুরোপ কি? বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন কি? এতদিন বিপ্লবের সঙ্গে থেকে আমরা ক'জনই কেবল কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছি। আমাদের দলের সিনিয়র গ্রুপটির আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার বিকল্প পাওয়া যাবে না।' লেনিন নিজেকে মনে করতেন একজন সুস্থ বলবান মানুষ। তার স্বাস্থ্য দেখে মনে হোত তিনি বিপ্লবের এক অন্যতম শক্ত এবং অবিনশ্বর খুঁটি। তিনি সব সময় কর্মঠ, সতর্ক, ঠান্ডা মেজাজ এবং হাসিখুশী থাকতেন। তবে মাঝে মধ্যে আমি তার মধ্যে আশংকজনক লক্ষন দেখতে পেতাম। কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের প্রথম কংগ্রেস চলা কালে তার ক্লান্তিকর দৃষ্টি, অমসৃণ কণ্ঠস্বর, এবং তার অসুস্থ মানুষের মতো হাসি দেখে আমি বিস্মিত হই। কয়েক বার আমি তাকে বলেছিলাম যে, এত কমগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়ে সময় ব্যয় করা উচিত নয়। তিনি স্বীকার করে বলতেন যে, না করে পারেন না। মাঝে মাঝে কম-বেশী অস্বস্তি নিয়ে মাথা ব্যথার অভিযোগ করতেন। তবে দু'দিন বিশ্রাম নিলে সেরে যেতো। তখন মনে হোত যেন লেনিন আর কখনো অসুস্থ হবেন না।

১৯২০ সনের শেষ সময়ে তার অবস্থা খারাপের দিকে চলে যায়। ৭ ডিসেম্বর তিনি পলিটবুরোর সদস্যের কাছে একটি নোট প্রেরণ করেন: 'আমি আজ চলে যাচ্ছি। ইদানীং কাজ কম করে বেশী বিশ্রাম নিয়েও আমি নারকীয় নিদ্রাহীনতায় ভুগছি। পার্টি সম্মেলন বা সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের জন্য আমি আর কোন প্রতিবেদন তৈরী করতে পারবো কি না ভয় হয়।' লেনিন মস্কোর কাছে এক গ্রামে বেশী বেশী সময় কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেখান থেকেও কাজের অগ্রগতি খুব যত্ন সহকারে দেখতেন। সে সময়, জেনেভা সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিলো। ২৩ জানুয়ারী ১৯২২ লেনিন পলিটব্যুরোর সদস্যদের লিখলেন:

'আমি এইমাত্র চিচেরিন থেকে দু'টি পত্র পেলাম (তারিখ যথাক্রমে ২০ ও ২২ তারিখ)। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমেরিকানদের খুশী করার জন্য তোফা হিসেবে, সংবিধান সামান্য পরিবর্তন করে, সোভিয়েতগুলোতে পরজীবীদের (বুর্জোয়া/জারতন্ত্রের

সমর্থক) প্রতিনিধি রাখা যায় কি না। এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হওয়া ঠিক হবে কি না। চিচেরিনের এই প্রস্তাব দেখে আমার মনে হয় তাকে অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠানো উচিত। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের ছাড় দেয়া বা দেরী করা, আমার মতে, সকল চুক্তির আলোচনায় সবচেয়ে বড় বিপদ।'

এই নোটের প্রতিটি শব্দে রয়েছে রাজনৈতিক নির্মমতা, চতুরতা এবং সৎ স্বভাবের মিশ্রণ। এই হচ্ছে জীবন্ত লেনিনের বৈশিষ্ট্য।

তার স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। মার্চ মাসে তার মাথা ধরা আরো বেড়ে গেল। ডাক্তাররা কোন দৈহিক কারন খুঁজে পেলেন না। তবে, সুদীর্ঘ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। লেনিন মস্কোর কাছে এক গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। এ গ্রামেই মে মাসের প্রথম দিকে তার প্রথম স্ট্রোক হয়। মনে হল বুখারিনের ভিজিটের দু'দিন আগে লেনিন অসুস্থ হন। অথচ আমাকে জানানো হয়নি। কিন্তু কেন ? তখন আমি কোন সন্দেহই করিনি। বুখারিন আমাকে বললেন, 'আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি এবং আমরা অপেক্ষা করছিলাম তার অসুস্থতা কতখানি গড়ায়।' বুখারিন অকপটে কথাগুলো বলছিলেন। নতুন 'সাবালকরা' তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে যা বুঝিয়ে ছিলেন, তিনি স্রেফ তাই বলেছিলেন। সে সময় বুখারিন, তার মত করে আমার অনুরক্ত– আধেক মুর্ছারোগীর মত, আধেক শিশুর মতো। তিনি আমার বিছানায় ঝুঁকে পড়ে আমার কম্বলের ওপর হাত বুলিয়ে এবং বিড়বিড় করে বলে লেলিনের অসুস্থতার বিবরণ শেষ করলেন: 'আমি মিনতি করি, আপনিও অসুস্থ হবেন না...। মাত্র দু'জন মানুষের মৃত্যু আমি সব সময় আতঙ্কের সঙ্গে দেখি– লেনিন এবং আপনি।' আমি বন্ধুর মতো তাকে শান্ত হতে এবং শক্তি সঞ্চয়ের সান্তনা দিলাম। তিনি আমাকে তার দেয়া খবরের কারণে দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ দিলেন। আঘাতটা ছিল বিপর্যয়কর। মনে হচ্ছিল যেন বিপ্লব স্বয়ং তার শ্বাস আটকে রেখেছে। এন. আই. সেদোভা তার নোটে লিখেছিলেন:

"লেনিনের অসুস্থতার প্রথম গুজব ছিল কেবল ফিসফিস ও কানাঘুষা। মনে হচ্ছিল যেন লেনিন অসুস্থ হতে পারে এটা অভাবনীয়। অনেকেই জানতেন যে তিনি অন্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তাই, মনে হোত তিনি নিজ জরা-ব্যধি থেকে মুক্ত। আগের প্রজন্মের প্রায় সব বিপ্লবীরা তাদের হৃদযন্ত্রের প্রতি যত্নবান থাকতেন কারণ অতিরিক্ত চাপের কারণে যন্ত্রটি দূর্বল হয়ে পড়তো। ডাক্তাররা অভিযোগ করতেন: 'প্রায় তাদের সবারই মটরগুলো মিসফায়ার করে।'

প্রফেসর গুতিয়ের লেভ ডেভিডোভিচকে বলতেন, 'মাত্র দুটি হৃদযন্ত্র এখনও ঠিকঠাক আছে, লেলিনেরটা এবং আপনারটা। এ নিয়ে অনায়াসে শতবর্ষি হওয়া যায়।' বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এটা সমর্থন করে যে, তারা মস্কোতে যত লোকের হৃদপিন্ড পরীক্ষা করেছেন, তার মধ্যে শুধু লেনিনেরটা এবং ট্রটস্কিরটা ব্যতিক্রমী ভালো। লেনিনের স্বাস্থ্যের ভিন্ন খবর হঠাৎ ছড়িয়ে পড়লে স্বয়ং বিপ্লব যেন বদলে গেল। লেনিন অসুস্থ হয়ে মরে যাওয়া কি সম্ভব? খুবই ভয়ঙ্কর শোনালো যে লেনিন নড়াচড়া ও কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে আশান্বিত ছিলাম যে তিনি খুবই শীঘ্রই ভালো হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন।"

একই অনুভুতি ছিল পুরো দলের মধ্যে।

বহুদিন পরে পেছনে ফিরে নতুন করে আবার আমার মনে পড়ে যে লেনিনের অসুস্থতার তৃতীয় দিনের আগে আমি খবর পাইনি। তখন আমি এ নিয়ে ভাবিনি। কিন্তু এখন মনে হলো এটা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেনি। আমার বিরোধী পক্ষ, সর্বোপরি স্তালিন নিজে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং সময় সুযোগ হাতে পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিলেন। লেনিনের অসুস্থতা এমন ছিল যে, যে কোন মুহূর্তে একটা ট্র্যাজিক কিছু ঘটে যেতে পারতো। আজ বা কাল নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে সংকটও সৃষ্টি হতে পারতো। আমার বিপক্ষরা তাদের প্রস্তুতির জন্য এ সময় অন্তত একদিনের সুযোগও ছাড়তে চায়নি। তারা গোপনে গোপনে পরামর্শ করে উপায় খুঁজছিলেন। আমি অবশ্য আন্দাজ করেছিলাম যে স্তালিন, জিনোয়িয়েভ ও কামেনেভ– ত্রয়ী আমার বিরোধীতা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু লেনিনের জেদী ইচ্ছাশক্তির বলে তার পুরো প্রাণসত্তা নড়েচড়ে উঠলো। পর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের অভাবে মস্তিস্কে যে কর্মশক্তি ব্যাহত হয়েছিল, তা আবার পুনরুদ্ধার হল। তিনি সেরে উঠলেন।

মে মাসের শেষে আমি মাছ শিকারে গিয়েছিলাম মস্কো থেকে আশি ভার্স্ট দূরের এক হ্রদে। ওখানে লেনিনের নামে একটা স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। শিশুরা হ্রদের পাড় ধরে আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে লেনিন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন

করে। ফিরে আসার সময় লেনিনের জন্য আমার কাছে এক গুচ্ছ ঘাসফুল ও একটি চিঠি দেয়। লেনিন তখনও লিখতে পারতেন না। তার সচিবকে দিয়ে কয়েক লাইন তাদের উদ্দেশ্যে লিখিয়ে দিলেন। লাইন ক'টি নিম্নরূপ:

'ভাদিমির ইলিচ-এর অনুরোধক্রমে লিখছি। তিনি আপনার পদ্সলুচানিয়া (Podsoluechanya) স্টেশনের স্বাস্থ্য নিবাসের শিশুদের দেয়া উপহার গ্রহণের পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে আপনাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ আরো অনুরোধ করেছেন আপনি যেন ছোট-শিশুদের বলেন যে তিনি তাদেরকে সহৃদয় চিঠি এবং ফুলের জন্য অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং তিনি দুঃখিত যে তাদের নিমন্ত্রনের সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি অপারগ; তিনি নিঃসন্দেহ শীঘ্রই সুস্থ্য হয়ে আবার তাদের সঙ্গী হবেন।'

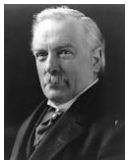
জুলাইতে লেনিন আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন। তবে অক্টোবরের আগে অফিসে আসতে পারেন নি। কিন্তু সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং সবই জানার চেষ্টা করতেন। রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সময়কালে, যে বিষয়গুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার অন্যতম ছিল সোশালিস্ট রেভুলিসনিস্টদের (সামাজিক বিপ্লববাদী) বিচার। তারা ভলোদার্স্কি ও উরিজকিকে হত্যা করে, লেনিনকে মারাত্মক আহত করে এবং আমার ট্রেনটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার জন্য দু'বার চেষ্টা করে। আমরা এসব কার্যকলাপকে হালকাভাবে নিতে পারি না। আমরা আমাদের শত্রুদের বিবেচনা করেছি রাজনৈতিক আদর্শ বর্জিত 'ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা হিসেবে।' আমরা সতর্ক ছিলাম। পার্টির নেতৃবৃন্দকে একে একে গুলি করে হত্যা করে বিপ্লবকে বিপদের হুমকিতে ফেলার সুযোগ শত্রুকে আমরা দিতে পারিনা ।

আমাদের নাতিশীতোষ্ণ প্রজাতির মানবদরদী বন্ধুরা একাধিকবার বোঝাতে চাইতেন যে, সমুচিত জবাবের



দরকার আছে কিন্তু বন্দি শত্রুকে হত্যা করার অর্থ আত্ম-রক্ষার সীমা লংঘন। তারা আমাদের কাছে 'মহানুভবতা' দেখানোর দাবী করতেন। **ক্লারা জেটকিন** (Clara Zetkin-Leader of the 'Women's Office' for the Social Democratic Party in Germany) সহ অন্যান্য য়ুরোপিয় কমুনিস্টরা তখন স্পর্ধা দেখিয়ে লেনিন এবং আমার বিরোধীতা করে এসব ভাবনায় সোচ্চার। তারা জোর দিয়ে বলতে থাকেন, আমরা যেন বিচারে লোকজনকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে দয়া দেখাই এবং তাদের শাস্তি যেন কারাদন্ডে সীমাবদ্ধ রাখি। এটাই যেন সবচেয়ে সরল সমাধান। কিন্তু ব্যক্তির উপর প্রত্যাঘাতের প্রশ্নটি বিপ্লবের সময় এক বিশেষ চরিত্র ধারণ করে। মানবহিতৈষীরা আমাদের দয়া দেখানোকে অক্ষমতা বলে তিরস্কার করে। আবার কঠোরতা দেখানোকে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে। তখন প্রকৃত অর্থে লড়াইটা ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকার এবং জীবন-মৃত্যুর। মূলত বিপব্বই হচ্ছে তাই। এই অবস্থায়, যারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষমতা দখলের আশায় অক্টোবর বিপ্লবের কর্ণধারদের হত্যার পরিকল্পনা করে, তাদেরকে স্রেফ বন্দি করে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? মানবীয় ব্যক্তিত্বের প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে বিপ্লব অবশ্যই 'নিন্দনীয়' এবং তার সঙ্গে যুদ্ধও। তবে বিষয়টি অবশ্যই মানবজাতীর ইতিহাসকে সামগ্রিক বিবেচনায় রেখেই বিচার করতে হয়। এখানেও দেখা যায় ব্যক্তিত্ব তত্ত্বটি বিভিন্ন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিকশিত হয়ে আসছে। এ প্রক্রিয়া এখনও পূর্ণতা প্রাপ্তি থেকে বহু দূরে। সে ধারায় ব্যক্তিত্ব তত্ত্বটি বাস্তব পারে তখনই, যখন দার্শনিক সুবিধাপ্রাপ্ত 'ব্যক্তিত্বে'র বিরুদ্ধে জনগণের অর্ধ-নিন্দাপূর্ণ ধারণা আর থাকবে না। তখন বিপ্লবের ক্রেনে চড়ে, কিংবা আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, একের পর এক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ স্বয়ং নতুন ঐতিহাসিক ধাপে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি করতে বাধ্য হবে। আদর্শবাদী দর্শন (normative philosophy) অনুসারে এই পদ্ধতি ভাল কি মন্দ, আমি জানি না, এবং অবশ্যই ঘাট স্বীকার করে বলবো আমার জানার আগ্রহও নেই। তবে মানবতা এ পর্যন্ত বিপ্লবকেই একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে যে খুঁজে পেয়েছে এটা আমি সুনির্দিষ্টভাবে জানি।

এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অর্থ বিপ্লবী সন্ত্রাসের 'যথার্থতা' প্রমাণ করা নয়। এর উদ্দেশ্য





অভিযোগকারী কারা তা জানানো? তারা কি বিশ্বে বড় বড় গণহত্যার হোতা এবং শোষক নয়? তারা কি নব্য ধনী নয় যারা তাদের নৈশভোজ উৎসব শেষে সুরভিত সিগার বা তামাকুর ধোঁয়ার কুন্ডলি 'অজানা সৈনিক'দের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে? তারা কি সেই শান্তিবাদী নয়, যারা শান্তিময় বিশ্বে মহাযুদ্ধ এনেছিলো, এবং ন্যাক্কারজনকভাবে মুখোশ ধারণ করে আবারো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? ক্ষমতাধর **লয়েড জর্জ** (Lloyd George), **উইলসন** (Wilson) এবং **পয়নক্যার** (Poincare) নয় যারা জার্মান রাজা এবং তাদের নিজেদের অপরাধের জন্য জার্মান শিশুদের না খাইয়ে মারে? তারা কি ইংলিশ রক্ষণশীলরা বা ফরাসী রিপাবলিকানরা নয়, যারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগায় আর তাদের রক্তে হোলিখেলা দেখিয়ে তাদেরই থেকে লাভের কড়ি গুনে নেয়? এ তালিকার শেষ নেই। আমার জন্য ব্যাপারটি দার্শনিক ন্যায্যতার অজুহাত দেয়া নয় বরং রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা তুলে ধরা। বিপব একমাত্র এ কারণেই বিপ্লব। এটা বাঁচা-মরা ছাড়া অন্য সব দ্বন্দ্বকে হাল্কা করে দেয়। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য, যারা প্রতি পঞ্চাশ পর পর মানুষের মৃত দেহের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এলসেস লরিন (Alsace-Lorraine) এর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সমাধান করে, তারা শুধু সংসদীয় মায়াবী বচন দিয়েই তাদের সামাজিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করতে পারবে? এটা কিভাবে করা সম্ভব আজো কেউ আমাদের দেখায়নি। আমরা ইস্পাত এবং ডিনামাইটের সাহায্যে প্রাচীন পাথরগুলোকে ভেঙ্গে আসছি। আমাদের শত্রুরা যখন বেশীর্ভাগ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য এবং গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের রাইফেল দিয়ে আমাদের গুলি করে, তখন আমরাও একই ভাষায় তার জবাব দেই। বার্নাড শ (Bernard Shaw) উভয় পক্ষের এই চলার পথের প্রতি তীব্র নিন্দার সাথে দাঁড়ি নেড়েছিলেন, কিন্তু তার নৈতিক যুক্তিকে কেউই গ্রাহ্য করেনি।

১৯২২ সনের গ্রীষ্মকালে প্রত্যাঘাত অত্যন্ত জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ একটি দলের নেতৃবৃন্দ যারা এক সময় আমাদের পাশাপাশি থেকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ই করেছিলেন, অক্টোবর বিপ্লবের পরে তারাই আবার সন্ত্রাসী অস্ত্র তুলে ধরলেন আমাদের বিরুদ্ধে। সোশালিস্ট রেভুল্যুশনিস্টদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা লোকজন আমাদের কাছে ফাঁস করা তথ্য থেকে জানা গেল যে, দলটি স্বয়ং জঘন্যতম এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উস্কানী দিচ্ছে। যদিও সংঘটিত গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব দলটি স্বীকার করে না। যে কারণে আমাদের ধারণা ছিল এসব কাজ ব্যক্তিগত উস্কানীতেই হয়। তাই ট্রাইবুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেয়া ছিল অপরিহার্য্য। আর একে কার্যকরী করার অর্থ ছিল সন্ত্রাসবাদের ঢেউকে অবশ্যই পাল্টা আঘাত দেয়া। এই অপরাধের শাস্তি যদি শুধু কারাদণ্ড হোত, এমনকি দীর্ঘ মেয়াদেরও, তবুও সন্ত্রাসীদের সমপরিমাণে উৎসাহ দেয়া হোত, যেহেতু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সোভিয়েতের ক্ষমতা বেশীদিন টিকবে না। তাই, দলটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া না যাওয়ার তোয়াক্কা না করেই শাস্তি কার্যকর না করে উপায় ছিল না। অন্য কথায়, সোশালিস্ট রেভুল্যুশনিস্ট পার্টির নেতাদের অবশ্যই জিম্মি করে রাখার দরকার ছিল।

অসুখ থেকে সেরে উঠার পর লেনিনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় সোশালিস্ট রেভুল্যুশনিস্টদের বিচার কাজ চলার সময়। তিনি এক মুহূর্ত দেরী না করে এবং স্বস্তির সাথে আমার সাথে একমত হয়ে বললেন:'পুরোপুরি ঠিক, এর কোন বিকল্প নেই।' তার অসুখ সেরে যাওয়ায় তাকে বেশ উজ্জীবীত দেখাচ্ছিল। তবুও ভেতরে ভেতরে ভয় ছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে হতভম্ব অবস্থায় বলেছিলেন, 'তুমি জান, আমি বলতে পারতাম না, লিখতেও না, এবং আমাকে আবার নতুন করে সব শিখতে হয়।' একথা বলে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

অক্টোবরে লেনিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে ফিরে এলেন। পলিট ব্যুরো এবং পিপল্‌স কমিশারিজের সোভিয়েতে সভাপতিত্ব করলেন। নভেম্বরে সবার সামনে বক্তৃতা দেয়ার কর্মসূচী নিলেন। তবে তার হৃদপিন্ডের ধমনির চড়া দামে। মনে হোল যেন বুঝতে পেরেছিলেন তার অসুস্থতার পর আমাদের দু'জনের আবার ফিরে আসায় অগোচরে চক্রান্তের সুক্ষ্মজাল বোনা হচ্ছে। নকলবাজ চক্রান্তকারীরা তখনও সেতুটা উড়িয়ে দেয়নি,তবে লুকিয়ে সেতুর আনাচে-কানাচে, কড়িকাঠে, বর্গায় ডিনাইমাটের কাঠি ঢুকাচ্ছিল। যখন সুযোগ পেল, তারা আমার বিরোধীতা শুরু করলো। সযত্নে এবং স্বাধীনভাবে অনুশীলন মহড়া প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। লেনিন কাজের গভীরে গিয়ে টের পেলেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে আগের মাসগুলোর কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন হওয়ার আশংকায় কিছু বললেন না। তিনি 'ত্রয়ী'দের রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তা কার্যকরী করা শুরু করলেন।

লেনিনের প্রবল আগ্রহে দলীয় কাজের অংশ হিসেবে একান্তে এবং বেসরকারীভাবে কতগুলো বিদঘুটে কাজ আমাকে করতে হয়। তার একটি ছিল ধর্ম-বিরোধী প্রচারণা। তিনি আমাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করতেন যেন এ কাজটি আমার দৃষ্টির বাইরে না যায়। রোগমুক্তি শেষে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কালে তিনি কেমন করে যেন জানলেন যে স্তালিন আমার বিরুদ্ধে কু-মতলব আঁটছেন। তার অংশ রূপে তিনি ধর্মবিরোধী প্রচারণার কলা-কৌশল পূণরুজ্জীবিত করছেন এবং আমার কাছ থেকে এগুলো সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। লেনিন গ্রাম থেকে পলিটব্যুরোকে এক চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে আপাত দৃষ্টে বিনা প্রয়োজনে, তিনি কাউট্‌স্কির ওপর লেখা আমার বইয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লেখকের ভুয়সী প্রশংসা করেন। এতে বই বা লেখক কারো নাম উল্লেখ



করেননি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তখন অনুমানও করতে পারিনি যে, লেনিনের এই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার অর্থ ছিল আমার বিরুদ্ধে স্তালিনের কুমতলব আঁটার নিন্দা করা। আমার মনে হয় ইতিমধ্যে ধর্ম-বিরোধী প্রচারণার দায়িত্ব নেয়ার জন্য **ইয়ারোস্লাভ্‌স্কিকে** আমার ডেপুটির ছদ্মবেশে নিয়োগ করা হয়। লেনিন কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে এ সম্পর্কে শুনে পলিটব্যুরোর এক বৈঠকে মলটভকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন এবং তার মাধ্যমে স্তালিনকেও। বললেন: 'ইয়ার-অস-লাভ্‌স্কি? তুমি কি জান না ইয়ার-অস-লাভ্‌স্কি অর্থ কি? কেন এ বিষয়টা নিয়ে মুরগীর মতো এমন কুটকুটানি করলে? এ কাজ সে কখনো ম্যানেজ করতে পারবে না' ইত্যাদি আরো বহু কিছু। মনে হোল লেনিনের আক্রমণে কু-চক্রীরা বেশ দমেছিল। তবে এটা ছিল পার্টির প্রতি লেনিনের দিক নির্দেশনা, ইয়ারোশ্লাভ্‌স্কির প্রতি অসহিষ্ণুত দেখানো নয়। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটে আসছিলো।

আরো তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যখন স্তালিন লেনিনের কাছাকাছি আসেন, বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্লব থেকে, তখন থেকেই তিনি তার অবস্থানে সব সময় চাপা এবং নিবীর্য থাকতেন। এ কারণে সব সময় তাকে উত্তেজিত দেখাতো। স্তালিনের মধ্যে প্রবল ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা এবং উচ্চাকাংখা থাকার কারণে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক পদক্ষেপে হীনমন্যতায় ভুগতেন। মনে হোত যেন তিনি আমার ঘনিষ্ঠ হতে চান। ক'দিন পরে আমি কিছুটা তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করি। কিন্তু তার ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী– সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীলতা, অমার্জিত মন-মেজাজ, স্থুল চরিত্র, অদ্ভূত মফস্বলীয় হতাশাবাদ প্রভৃতি দেখে খুবই বীতস্পৃহ হয়ে পড়ি। মার্ক্সবাদ তাকে বহু কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছে সত্য, তবে তার ভেতরে সুচিন্তিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করতে পারেনি এবং তার মানসিক আত্তীকরণ ঘটাতে পারেনি। সে সময় তার কিছু রীতি বহির্ভূত মন্তব্য বিবেচনা করলে মনে হোত যেন অসতর্কতামূলক কিন্তু আসলে তা ছিল না। স্তালিন চেষ্টা করেছিলেন লেনিনের বিরুদ্ধে তার পক্ষে আমার সমর্থন পেতে। এটা খুবই বিরক্তকর রূপে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তার এ ধরণের প্রতিটি উদ্যোগে আমি সহজাতভাবে দূরে সরে আসতাম। আমার বিশ্বাস যে,

আমার প্রতি তার প্রথম দিকে ভীরুতা এবং শীতল মনোভাব, পরে সম্যক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ঘৃণার উৎস এখান থেকেই শুরু হয়। তিনি খুবই পদ্ধতিগতভাবে সে সব লোকজনকে তার পক্ষে জড়ো করতে লাগলেন। যারা তাকে পছন্দ করতো, বা সহজ-সরল লোকজন যারা সুক্ষ্ম সমস্যাদি এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতো, বা যাদের অনুভূতি আহত হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলে তখন প্রচুর মানুষ ছিল।

সন্দেহ নেই যে লেনিনের রুটিন কাজের জন্য আমার চেয়ে স্তালিন, জিনোভিয়েভ বা কামেনেভের ওপর নির্ভর করা খুব সুবিধাজনক ছিল। তিনি সব সময় তার নিজের এবং অন্যদের সময় বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। তিনি মন কষাকষি বা বিরোধ দূর করার জন্য খুব কম শক্তি ব্যয় করতেন। আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, তা কার্যকরি করার জন্য আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ করার নিজস্ব উপায় থাকতো। লেনিন এটা জানতেন এবং সম্মান করতেন। সে কারণে তিনি খুব ভাল জানতেন যে কমিশনের কাজ কার্যকরী করার জন্য আমি উপযুক্ত নই। যখন তার নির্দেশ পালন করার লোকের দরকার হোত তিনি অন্য লোক খুঁজে নিতেন। কোন কোন সময়, বিশেষ করে যখন লেনিন এবং আমার মধ্যে মতানৈক্য হোত, তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে তার সহকারীরা ভাবতো যে তারাই শুধু লেনিনের কাছের মানুষ। যেমন, তিনি পিপল্‌স কমিশারিজের সোভিয়েতের চেয়ারম্যান পদের ডেপুটি হিসেবে **রাইকভ** এবং **জিয়ুরুপা**কে **(Tsiurupa)** কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং পরে **কামেনেভ**কে তাদের সঙ্গে যুক্ত করেন। আমার মতে এটা খুবই ভাল পছন্দ ছিল। লেনিনের প্রয়োজন ছিল একান্ত অনুগত সহকারীর। আমি এ ধরণের দায়িত্ব পালনের অনুপযোগী এবং আমাকে কতনো ডিপুটিশিপের জন্য আমন্ত্রণ জানাননি। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব বিবেচনা করা ছাড়াও, আমি এটাকে অন্য রূপে দেখতাম। একে নির্দিষ্টভাবে আমাকে তোষামোদ করতে হোত। তদুপরি আমাদের দু'জনের পারস্পরিক সম্পর্ক হোত বিপরীতধর্মী। এটা যে সঠিক ছিলতা প্রতিপন্ন করার সুযোগ পরে আমার হয়।





প্রথম এবং দ্বিতীয়বার স্ট্রোকের মাঝখানে লেনিন আগের চেয়ে অর্ধেক কাজ করতে পারতেন। এই পুরো সময়টা তার রক্তচাপ বার বার তাকে অলক্ষুণে বার্তা দিয়ে যেত। পলিটব্যুরোর এক বৈঠকে একজনকে নোট দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন দেখলাম তিনি কিছুটা টলমল করে নড়ছেন। তার মুখ হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল, এটাও আমার চোখে পড়ল। এটি ছিল তার দেহযন্ত্রের অনেকগুলো ওয়ার্নিং এর একটি। এ ব্যাপারে লেলিনের কোন বিভ্রান্তি ছিল না। তিনি তার অনুপস্থিতিতে বা তার পরে কিভাবে কাজ-কর্ম চালাতে হবে এসব দিন নিয়ে সারাক্ষণ ভাবতেন। সম্ভবত তখন তিনি মনে মনে একটি 'উইল' বা ইচ্ছাপত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন। এ সময়, দ্বিতীয়বার স্ট্রোকের সপ্তাহ খানেক আগে, ভবিষ্যত কাজ-কর্ম নিয়ে লেনিনের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়। এর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে আমি তখনই এই আলাপচারিতা নিয়ে বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলি যেমন– রাকোভ্স্কি, স্মির্নভ, সল্ৎসভ্স্কি, প্রিয়ব্রাজনোস্কি এবং আরো কয়েকজন। এদের সঙ্গে বার বার কথা বলার কারনে এটা পরিস্কারভাবে আমার স্মৃতিতে আটকে আছে।

এভাবেই এটা প্রকাশ পেল। শিক্ষা কর্মীদের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এলেন লেনিন এবং আমার কাছে। তাদের অনুরোধ আমি যেন অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিক্ষা কমিশারিয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করি। ইতিপূর্বে যেমন পরিবহনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম ঠিক সেরকম। লেনিন জানতে চাইলেন, এ নিয়ে আমি কি ভাবছি। আমি তাকে বললাম যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমস্যা আসবে প্রশাসন যন্ত্রের কাছ থেকে। 'হ্যাঁ আমাদের আমলাতন্ত্র দানবীয়' লেনিন আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলেন। 'আমি যখন কাজে ফিরে আসি তখন বিতৃষ্ণ হই ... ঠিক এ কারণে তোমার উচিত হবে না– অথবা অন্তত আমি

এতটুকু মনে করি– মিলিটারী কাজ ছাড়া তোমার অন্য কোন বিভাগের দায়িত্ব নেয়া ঠিক হবে না।' লেনিন প্রবল আবেগপূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তার পরিকল্পনার বিবরণ দিয়ে যেতে থাকলেন। দিক নির্দেশনা দেয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিও তার তখন ছিল না। তার তিনজন ডেপুটি। 'তুমি তাদের সম্বন্ধে জান। কামেনেভ নিঃসন্দেহে চতুর রাজনীতিক, কিন্তু কি ধরণের প্রশাসক সে? জিয়ুরূপা অসুস্থ। তোমাকেই ডিপুটি হতে হবে। পরিস্থিতি এমন যে আমাদের কর্মীদের একটা র‍্যাডিক্যাল পুনর্বিন্যাস করতে হবে।' আবারো আমি সে সব 'কুচক্রীদের' কথা উল্লেখ করলাম যারা যুদ্ধ বিভাগেও আমার কাজকে ক্রমাগত জটিল করে তুলছিলো। লেনিন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদী ঢঙে আমারই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'ঠিক আছে, ডেপুটি হলে তুমিও এসব কুচক্রীদের কড়া ঝাঁকুনি দেয়ার সুযোগ পাবে।' আমি প্রত্যুত্তরে বললাম আমলাতন্ত্র কেবল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেই নয় পার্টিতেও প্রবল। সব সমস্যার হেতু নিহিত রয়েছে দলের সম্মিলিতভাবে দুই সাংগঠনিক স্তরে এবং প্রভাবশালী উপদলগুলোর পারস্পরিক সুরক্ষা ব্যূহে। তারা দলের সেক্রেটারী পর্যায়ে ভীড় করে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। লেনিন খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলেন এবং তার বুকের গভীর থেকে মমতা মাখা কণ্ঠস্বরে আমার সাথে একমত হলেন। তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়ার নৈতিক মনোভাব তৈরী হোত শুধুমাত্র তখন, যখন নিশ্চিত হতেন যে, যে লোকটির সাথে কথা বলছেন তাকে তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন। তিনি ক্রমাগত আলাপচারিতা পরিহার করতেন। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা বিরক্তিকর ঠিক সেখানেই খোলাখুলিভাবে পৌঁছে যেতেন। এ বিষয়টি নিয়ে মুহূর্ত খানেক চিন্তা করে লেনিন সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলেন: 'তার মানে তুমি কি প্রস্তাব করছো কেবল রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রই নয়, বরং কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোতেও ছাঁটাই-বাছাই করতে হবে? ব্যাপারটি এতো অপ্রত্যাশিত ছিল যে, আমার না হেসে উপায় ছিল না। বললেন 'তাইতো মনে হয়।' সাংগঠনিক ব্যুরো অর্থ স্তালিনের কুচক্রিদের হৃদপিন্ড। দু'জনেই খুব তৃপ্তি পেলাম যে, আমরা বিষয়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং সঠিক নামে ডাকতে পেরেছি। তিনি বলতে থাকলেন, 'ঠিক আছে, যদি তাই হয়, তাহলে আমি তোমাকে বলছি তুমি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ব্লক বানাও এবং বিশেষ করে সাংগঠনিক ব্যুরোর বিরুদ্ধেতো বটেই।'

আমি উত্তর দিলাম, 'একজন সৎ ও ভাল মানুষের সঙ্গে একটি ভাল ব্লক গঠন করার কাজ পাওয়া একটি সম্মানের বিষয়।'

আমরা ক'দিন পর আবার মিলিত হবো বলে একমত হলাম। লেনিন আমাকে সাংগঠনিক রূপরেখা নিয়ে চিন্তা করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করলেন। আমরা উভয়েই এর সদস্য থাকবো। এই কমিশনকে অবশ্যই লিভারের মতো কাজ করতে হবে, যা একদিকে আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ড স্তালিনের উপদলকে ভাঙ্গার কাজ করবে এবং অন্যদিকে পার্টিতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যাতে আমাকে লেনিনের ডিপুটি হিসেবে কাজ করার অনুমোদন দেয়া হয় এবং লেনিনের ইচ্ছানুযায়ী, তার উত্তরাধিকারী হিসেবে পিপল্‌স কমিশারিজের সোভিয়েতের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন মেনে নেবে। শুধুমাত্র এ নিয়েই কথিত 'উইল'টি করা হয়েছিল। লেনিন মাত্র ছয়জন লোকের নাম দিয়েছিলেন, এবং প্রতিটি শব্দের উপর গুরুত্ব দিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। প্রশ্নাতীতভাবেই, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল উইল-এর মাধ্যমে আমার কাজের দিক নির্দেশনা দেয়া। স্বাভাবিকভাবেই সম্ভাব্য কম পরিমাণ রেষারেষিতে তিনি এটা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ সতর্কভাবে প্রত্যেকের সম্পর্কে নমনীয় বা কোমল করে কথা বলেছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বিধবংসী রায় দিয়ে গিয়েছিলেন। একই সময় তিনি যাকে প্রথম স্থানে আসন দেয়ার যোগ্য করে তুলেছেন তার জন্য আসন সংরক্ষণের ইঙ্গিতও

সুনির্দিষ্ট করে যান। শুধু স্তালিন সম্মন্ধে তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তা থেকে কেউ ভিন্ন সুর পেতে পারে। এ কারনে তা পরে উইলের অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে গণ্য করে অবলুপ্ত বা ধবংস করা হয়।

জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সম্পর্কে লেনিন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই লিখেছেন যে ১৯১৭ সালে তাদের আত্মসমর্পন 'কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না'; অন্য কথায়, এটা তাদের রক্তে প্রবাহিত। সোজা কথা এ ধরণের লোকজন বিপ্লব পরিচালনা করতে পারবে না, কিন্তু তাদেরকে অতীতের কার্যকলাপের জন্য নিন্দা করাও উচিত হবে না। বুখারিন একজন পন্ডিত ও দরদী মানুষ কিন্তু মার্ক্সবাদী নন। প্যাতাকভ একজন সক্ষম প্রশাসক কিন্তু খুবই বাজে রাজনীতিক। তবে এ দু'জনের (বুখারিন ও প্যাতকভ) এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি ট্রটস্কি; তার ত্রুটি হচ্ছে অতি আত্মবিশ্বাসী। স্তালিন রূঢ়, অবাধ্য এবং পার্টি থেকে যে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা পাবে, তার অপব্যবহার করবে। পার্টির মধ্যে বিভাজন বন্ধ করতে হলে স্তালিনকে সরাতে হবে। এই হচ্ছে লেনিনের 'উইল' এর সারমর্ম। তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ আলাপচারিতায় তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন তারই পরিস্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই উইলে।

অক্টোবর বিপ্লবের পরেই লেনিন স্তালিন সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তার ঋজুতা এবং প্রাকটিক্যাল মানসিকতাকে মূল্য দিতেন। তবে তার তিন-চতুর্থাংশই ছিল ধূর্ততা। তারপরও লেনিন প্রতি পদে পদে স্তালিনের অজ্ঞতা, সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তা, নীতিহীনতা ও স্থুলতা এবং বিবেকহীনতা নিয়ে বকতেন এবং সংশোধনের পরামর্শ দিতেন। লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্তালিন পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি পার্টি প্রধান হিসেবে নীরবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তার প্রথম স্ট্রোকের পর দূর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে কাজে ফিরে আসেন এবং নিজেই নেতৃত্বের সমস্যা সমাধানে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। এ নিয়ে আমার সঙ্গেও আলোচনা করতেন। এখানেও উইল প্রসঙ্গ আসতো। উইলের শেষ লাইনটি লেখা হয় জানুয়ারীর ৪ তারিখে। তার দু'মাস পর পরিস্থিতি সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। লেনিন তখন স্তালিনকে শুধু সাধারণ সম্পাদক পদ থেকেই নয়, পার্টির সামনে অযোগ্য ঘোষণা করারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যেহেতু তখনও স্তালিন আমলাতন্ত্রকে মানবমূর্তি রূপে প্রকাশ, অফিসিয়ালদের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষাব্যুহ তৈরী, স্বেচ্ছাচারী শাসন এবং রূঢ় স্বভাব প্রদর্শন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ ও চক্রান্ত করে যাচ্ছিলেন। লেনিন নিয়ম মাফিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয়তাবাদ, পার্টির অভ্যন্তরে বিদ্যমান প্রশাসনপদ্ধতি, শ্রমিক-চাষীদের পরিদর্শন এবং কমিশন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রশ্ন দ্বাদশ কংগ্রেসে উপস্থাপন করে তাকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিবেন।

লেনিন তার পরিকল্পনা মোতাবেক পার্টি কেন্দ্রীক পুনর্গঠন করতে পারতেন কি? নিঃসন্দেহে তখন তিনি তা পারতেন। এর পক্ষে কতগুলো নজির ছিল এবং তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি এখনও বর্তমান। ১৯২২ সনের নভেম্বরে, লেনিন তখনও পুরোপুরি সেরে উঠেননি এবং গাঁয়ে বাস করেছিলেন। আমিও মস্কোতে ছিলাম না। কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এক সিদ্ধান্ত নেয়, যা একচেটিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর এক অপূরণীয় আঘাত হানে। লেনিন ও আমি দু'জনেই ভিন্ন ভিন্নভাবে সেটা টের পেয়ে পরস্পরকে এ নিয়ে লিখি এবং আমাদের কর্তব্য কর্ম সমন্বয় করি। কয়েক সপ্তাহ পরে কেন্দ্রীয় কমিটি আবার সর্বসম্মতিক্রমে সেটা প্রত্যাহার করে। ডিসেম্বরের ২১ তারিখে লেনিন বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমাকে লিখেন: 'কমরেড ট্রটস্কি, মনে হয় আমরা কোন গুলি খরচ না করেই স্রেফ কৌশল খাটিয়ে অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছি। আমার মতে না থেমে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়াই উত্তম।' ১৯২৩ সনের শুরুতে কেন্দ্রীয় কমিটির বিপক্ষে আমাদের দু'জনের যৌথ কাজ নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বিজয় বয়ে আনে। তার চেয়ে বেশী, আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, যদি দ্বাদশ কংগ্রেসে 'লেনিন-টটস্কি ব্লক' নিয়ে আমি পুর্ণোদ্যমে স্তালিনের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে পারতাম, তবে লেনিনের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া আমি একাই এ লড়াইয়ে জিততে পারতাম। এ জয়

কতখানি নির্ভরযোগ্য হোত তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। এই সিদ্ধান্ত নিতে হলে অবশ্যই দেশের, শ্রমিক শ্রেণীর এবং স্বয়ং পার্টিরও কতগুলো বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় আনতে হোত। সে এক ভিন্ন এবং বিশাল বিষয়বস্তু। ১৯২৭ সনে লেনিনের স্ত্রী বলেছিলেন যে, যদি তিনি (লেনিন) বেঁচে থাকতেন তাহলে সম্ভবত স্তালিনের জেল খানায় কাটাতে হোত। আমার মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছিলেন। এজন্য স্তালিন কোন ব্যাপার ছিলেন না, কিন্তু তিনি না বুঝেও যে শক্তি প্রকাশ করেন সেটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে, ১৯২২ সনের শেষে ১৯২৩ সনের শুরুতে, দ্রুত গড়ে উঠা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক অফিসিয়ালদের উপদল, অন্যায়ভাবে পার্টির বিভিন্ন পদ জবর দখলকারী, অক্টোবরের বে-আইনী উত্তরাধীকারী, ও বলশেভিকবাদের নকলবাজ উপদলকে খোলাখুলি আক্রমণ করে পার্টির কমান্ডিং পজিশন দখল করা তখনও সম্ভব হোত। প্রধান বাধা ছিল লেনিনের শারীরিক অবস্থা। সবাই আশা করেছিলাম প্রথম স্ট্রোকের মতো তিনি আবার সেরে উঠবেন এবং দ্বাদশ কংগ্রেসে যোগ দিবেন। তিনিও এই আশা করেছিলেন। ডাক্তাররাও ক্ষীণ আশা ব্যক্ত করে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছিলেন। জবরদখলকারী লোকজন এবং আমলাদের বিরুদ্ধে 'লেনিন-ট্রটস্কি ব্লকের' ধারণা সম্বন্ধে শুধু লেনিন আর আমিই জানতাম। তবে পলিটব্যুরোর অন্যান্য সদস্যরা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। জাতীয় প্রশ্নে লেনিনের পত্রাবলী এবং তার উইল অজানাই ছিল। তখন আমার নেয়া কার্যক্রমকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হোত। আরো সঠিক বললে, পার্টিতে এবং রাষ্ট্রে লেনিনের স্থান দখল নিয়ে আমার ব্যক্তিগত লড়াই বলেই মনে করা হোত। এই চিন্তা করে আমি কেঁপে উঠি। আমি বুঝেছিলাম যে, এটা আমাদের সকল র‍্যাংককে এমনই হতোদ্যম করবে যে জয়ী হলেও এজন্য আমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে। সকল পরিকল্পনায় এবং হিসাবে একমাত্র অনিশ্চিত ইতিবাচক দিক রইলেন– লেনিন এবং তার শারীরিক অবস্থা। তিনি কি তার নিজের মত করে বর্ণনা করতে পারবেন? তার কি সময় হবে? পার্টি কি বুঝবে যে এটি লেনিন-ট্রটস্কির লড়াই নয়? পার্টিতে লেনিনের স্থান ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তাই তার ব্যক্তিগত দৈহিক অনিশ্চিত অবস্থা গোটা দলের অনিশ্চিত অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। অনিশ্চিত পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। এই দেরীর সুবিধাটুকু সহজভাবেই নকলবাজ ও চক্রান্তকারীদের হাতে চলে গেল। এবং যেহেতু মধ্যবর্তি অরাজক কালের পুরো সময়টা স্তালিন সাধারন সম্পাদক হিসেবে ছিলেন চক্রান্তকারীদের বাজার সরকার, অনায়াসে কর্তৃত্ব তার দখলেই রইল।

১৯২৩ সনের মার্চের শুরু। কোর্টস অব জাস্টিসের বিশাল ভবনে লেনিনের কক্ষে তিনি শুয়ে। দ্বিতীয় স্ট্রোক খুব সন্নিকটে। তার আগে কয়েটা ছোট ছোট শক বা ঝাঁকুনি হয়। আমি কটিবাতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটালাম সাবেক ক্যাভেলারস্কাই ভবনে। ওখানেই আমাদের এ্যাপার্টমেন্ট ছিল। একদিকে লেনিন আরেক দিকে আমি মাঝখানে ক্রেমলিনের বড় উঠান। দু'জনের কেউই টেলিফোন ধরতে অপারগ। তদুপরি, ডাক্তার লেনিনকে কথা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ করেছেন। লেনিনের দু'জন সচীব, ফতিয়েবা এবং গ্যাসার লিঁয়াজো অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন। তারা দু'জনে আমাকে যা বলেছেন: 'ভ্লাদিমির ইলিচ আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের প্রস্তুতি নিয়ে খুব বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বিশেষ করে জর্জিয়ায় তার উপদলীয় ষড়যন্ত্র নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তায় ছিলেন।' ফতিয়েভার কথায় বার বার একটি কথা শোনা যেত, 'ভ্লাদিমির ইলিচও কংগ্রেসে স্তালিনের বিরুদ্ধে বোমা ফাটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।' 'বোমা' শব্দটি লেনিনের, ফতিয়ার নিজের নয়। 'ভ্লাদিমির ইলিচ অনুরোধ করেছেন আপনি যেন জর্জিয়ার ঘটনাটি নিজের হাতে রাখেন: তাহলে তিনি খুবই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।' মার্চের ৫ তারিখে লেনিন ডিকটেট করে আমাকে নোট লিখেন:

'প্রিয় কমরেড ট্রটস্কি : শুভেচ্ছা নিও। আমার অনুরোধ জর্জিয়ার কেইসটি তুমি নিজে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপস্থাপন করলে আমি মানসিকভাবে স্বস্তি পাব। বর্তমানে কেইসটি স্তালিন এবং জার্জিনস্কির 'উৎপীড়ন' ভোগ করছে, এবং আমি তাদের নিরপেক্ষতার ওপর ভরসা করি না। যদি কোন কারণে তুমি অপারগ হও, তবে পুরো ডসিয়ারটা (সংক্ষিপ্ত সার) আমার কাছে পাঠিয়ে দিও; তুমি না পারলে সই করে দিও। কমরেড সুলভ সেরা সম্ভাষণ রইল। লেনিন।'

আমি খুঁজে দেখলাম, এ সঙ্গীন মুহূর্তে প্রশ্নটি কিভাবে উত্থাপন করা যায়? শেষ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল যে স্তালিন লেনিনের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। তিনি নিজে লেনিনের অনুপস্থিতিতে এবং পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির




অগোচরে জর্জিয়াকে সমর্থন করেন। এটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তৃত্বের পেছনে আড়াল করে **অর্ধনিকিজ্ব**-এর (Ordzhonikidze) সাহায্যে এবং **জার্জিন্সকির** (Dzerzhinsky) সমর্থন নিয়ে প্রতারণামূলকভাবে পার্টির সবচেয়ে ভাল একটি সেকসনের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ক্যু দ্যাঁ তা ঘটিয়ে ফেললেন। লেনিনের অসুস্থতার কারণে অন্যান্য কমরেডরা দেখা করতে না পারার সুযোগ নিয়ে স্তালিন তার চারপাশে অনেক মিথ্যা তথ্যের বর্ম তৈরী করলেন। লেনিন জর্জিয়ার উপর খোলাখুলি বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং জর্জিয়া বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি সাধ্যমত জড়ো করার জন্য তার সচিবদের নির্দেশ দিলেন। বলা মুশকিল কোনটা লেনিনকে সবচেয়ে বড় আঘাতটা করেছিল– স্তালিনের ব্যক্তিগত অবাধ্যতা না জাতীয় প্রশ্নে তার কঠোর এবং আমলাতান্ত্রিক পলিসি। সম্ভবত দু'টোই। লেনিনও লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে পারবেন না ভেবে আশংকিত এবং খুব ব্যথিত ছিলেন। তার সচিবরা তাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন জিনোভিয়েভ বা কামেনেভের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করার জন্য। কিন্তু লেনিন অধৈর্য্য হয়ে হাত নেড়ে তাদের একপাশে সরিয়ে দিলেন। তিনি জানতেন যে যখনই তিনি কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিবেন, তখনই জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ স্তালিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ত্রয়ী চক্রান্তে লিপ্ত হবেন এবং তার (লেনিনের) সাথে প্রতারণা করবেন। গ্ল্যাসার তখন বৈঠকের সচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন। লেনিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কোনভাবে জানতে পেরেছো, জর্জিয়া প্রশ্নে ট্রটস্কির মনোভাব কি? গ্ল্যাসার উত্তর দিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে ট্রটস্কি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করে বক্তৃতা দিবেন'।

'তুমি নিশ্চিত কি?'

'পুরোদমে। ট্রটস্কি জাতীয় প্রশ্ন বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করছিলেন অর্ধনিকিজ্জ, ভরশিলভ এবং কালিনিনকে।'

লেনিন দাবী করলেন, ' এই সত্যতা আবার যাচাই কর' ।

পরদিন আমার বাড়িতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। গ্ল্যাসার আমার হাতে আগের দিন দেয়া আমার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি নোট দিলেন। সঙ্গে একটি প্রশ্ন: 'তুমি কি আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা প্রমাণের জন্য আমাকে কি করতে হবে?'

গ্লাসার উত্তর দিল, 'ভ্লাদিমির ইলিচের জন্য।'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, এটা ঠিক।' ইতিমধ্যে স্তালিন আমাদের পত্র-বিনিময় খুব সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তখন যা হচ্ছিল, আমি তার কিছুই তখনও বুঝিনি বা সতর্কও ছিলাম না। গ্ল্যাসার পরে আমাকে বলেছিলেন, 'তিনি আপনার দেয়া পত্রটি পড়ে, খুবই উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলেন... এবং মন্তব্য করেছিলেন, "এখন ব্যাপারটি ভিন্ন খাতে বইবে"। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন সব দলিলপত্রের পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে হস্তান্তর করতে। সে সব দলিলপত্রাদি দ্বাদশ কংগ্রেসে বোমা ফাটাবার অংশ হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছিল।' লেনিনের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা এখন আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়। তিনি চেয়েছিলেন স্তালিনের নেয়া পলিসি উদাহরণ রূপে তুলে ধরে তাকে এবং বেপরোয়াভাবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রকে আমলাতন্ত্রে রূপদানের বিপদ পার্টির কাছে প্রকাশ করতে।

আমি ফতিয়েভাকে বললাম, 'আগামীকাল কামেনেভ পার্টি সম্মেলনে জর্জিয়া যাচ্ছেন। আমি লেনিনের পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যাতে তাকে জর্জিয়াতে যথার্থভাবে কাজ করার জন্য পটানো যায়। এ সম্পর্কে ভ্লাদিমির ইলিচের মতামত জেনে আমাকে জানাও।' পনের নিমিট পরেই ফতিয়েভা হাঁফাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললেন: 'কোন অবস্থাতেই না।'

বললাম, 'কেন'?

'ভ্লাদিমির বলেন: "কামেনে সেগুলো হাতে পাওয়া মাত্রই স্তালিনকে দেখাবে এবং স্তালিন তখন একটা যেন তেন রফা করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে।"

'তার মানে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে ভ্লাদিমির ইলিচ কি আর চান না যে অমরা ডান লাইনেও স্তালিনের সাথে আপোস মীমাংসা করি?'

'হ্যাঁ, তিনি স্তালিনকে বিশ্বাস করেন না, এবং তাকে সমগ্র পার্টির সামনে উন্মোচিত করতে চান। এ জন্য তিনি এক বোমা প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এসব আলাপচারিতার প্রায় এক ঘন্টা পর ফতিয়েভা আবার লেনিনের একটা নোট নিয়ে আমার কাছে এলেন। নোটটি এক প্রবীণ বিপ্লবী, এমদিভানি এবং জর্জিয়ার স্তালিন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে লেখা। লেনিন তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন: 'আমি আপনাদের বিষয়টি মন-প্রাণ দিয়ে দেখছি। অর্ধনিকিজ্বির অমার্জিত ও কঠোর পদ্ধতি এবং অন্যায়ের প্রতি স্তালিন ও জার্জিন্সকির উৎসাহ দেখে আমি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। আমি আপনাদের জন্য একটি নোট এবং বক্তৃতা তৈরী করেছি।' এই নোটটির কপি কেবল আমাকেই নয় কামেনেভকেও দেয়া হয়। এতে আমি অবাক হই।

আমি জানতে চাইলাম, 'তবে কি ভ্লাদিমির ইলিচ তার মন বদলেছেন?'

জ্বী, তার অবস্থা প্রতি মুহূর্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডাক্তারদের বার বার প্রতিশ্রুতির কথা তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না। তিনি এখন খুবই কষ্টে দু'এক কথা বলতে পারেন মাত্র....। জর্জিয়া প্রশ্নটি তাকে ভয়ানক দুঃখ দিয়েছে। তিনি আশংকিত কোন অঙ্গীকার পূরণ করার আগেই তিনি দৈহিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়বেন। এই নোটটি আমার হাতে দেয়ার সময় বলেছিলেন: 'খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই... আমি সময় মত খোলাখুলি সব বলতে চাই, তোমরা আমাকে এ সুযোগ দিয়ে বাধিত কর!'

'তার অর্থ কি এই যে এখন আমি কামেনেভের সাথে কথা বলতে পারি?

'অবশ্যই!'

'তাকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ পাঠান।'

কামেনেভ এক ঘন্টা পরে এলেন। তিনি পুরোপুরি অথৈ সাগরে। স্তালিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভকে নিয়ে ত্রয়ো ধারণা বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত। তাদের তীরের ফলা আমার প্রতি স্থির নির্দেশিত। চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে ছিল যে, সংগঠনের মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন জোগাড় করে তারা লেনিনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনের আরোহন করবে। এই ক্ষুদ্র নোটটি তাদের পরিকল্পনার মধ্যে ধারালো গোঁজের মত বিঁধল। কামেনেভ জানতেন না কি করতে হবে এবং ঘটনাটি আমার কাছে সরলভাবে খুলে বললেন। আমি তাকে লেনিনের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দিলাম। কামেনেভ তৎক্ষণাৎ সব বোঝার মতো একজন অভিজ্ঞ যথেষ্ট রাজনীতিক ছিলেন। লেনিন যে কেবল জর্জিয়া নিয়েই নয় পার্টিতে স্তালিনের সামগ্রিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কামেনেভ আমাকে আরো কয়েকটি তথ্য জানালেন। তিনি তক্ষুনি নাদেজদা কনস্তান্তিনভ্না ক্রুপস্কায়ার অনুরোধে তার সঙ্গে দেখা করলেন। ক্রুপস্কায়া কামেনেভকে খুব সতর্কভাবে বললেন: 'ভ্লাদিমির এইমাত্র তার স্টেনোগ্রাফারকে ডিকটেট করেছেন। তিনি স্তালিনের কাছে একটি

চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি (লেনিন) তার (স্তালিন) সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এর আশু কারণ তার (স্তালিন) আধা-ব্যক্তিত্বের চরিত্র। স্তালিন চেষ্টা করে আসছেন লেনিনকে সব ধরণের তথ্যের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। এ সম্পর্কে তিনি নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্নার সাথেও অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন। ক্রুপস্কায়া বললেন, 'কিন্তু আপনারাতো ভ্লাদিমিরকে জানেন। তিনি কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাননি। এবং এখন তিনি স্তালিনকে রাজনৈতিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করতে চান বলেই, একাজটি করেছেন।' কামেনেভ সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তার পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছিলো। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং কোন পথে যাবেন বুঝতে পাচ্ছিলেন না। সম্ভবত এটাও হতে পারে যে তার প্রতি আমার বন্ধুসুলভ আচরণের কারণেও তিনি ভয় পেয়ে থাকতে পারেন।

পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত তাকে জানালাম। আমি বলেছিলাম, 'মাঝে-মাঝে, কল্পিত বিপদের ভয়ে লোকজন নিজেদের জন্য সত্যিকার বিপদ নিয়ে আসে। মনে রাখবেন, এবং অন্যদেরও বলবেন যে আমি চাই সংগঠনে পরিবর্তন আনার জন্য কংগ্রেসে লড়াই শুরু করতে হবে। আমি স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের পক্ষে। যদি কংগ্রেস শুরু হবার আগে লেনিন সুস্থ হয়ে যান, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার চান্স খুবই ক্ষীণ, তবে তিনি এবং আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে আলোচনা করব। আমি স্তালিনকে সরাবার, অর্ধনিকিজ্বিকে বহিস্কার করার এবং জার্জিন্সকিকে পরিবহন কমিশারিয়েত থেকে বদলী করার বিপক্ষে। তবে আমি লেনিনের বক্তব্যের সারমর্মের সাথে একমত। আমি জাতীয় পলিসি প্রশ্নে আমূল পরিবর্তন চাই, স্তালিন বিরোধী জার্জিয়দের উৎপীড়নের অবসান চাই, দলের প্রশাসনিক অবিচার অনাচারের অবসান চাই, শিল্পায়নের ব্যাপারে আরো সুদৃঢ় পলিসি চাই এবং উর্ধ্বতন কেন্দ্রসমূহে সৎ সহযোগিতা চাই। জাতীয় প্রশ্নে স্তালিনের প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয়। এটা বড় বড় প্রভাবশালী জাতিকে তার সমপর্যায়ের বা অন্যান্য জাতির প্রতি উদ্ধত, অপমান এবং অত্যাচার করার সহায়ক হবে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হবে ছোট, দুর্বল এবং পশ্চাদপদ জাতিসত্ত্বাসমূহের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম। আমি আমার প্রস্তাবে স্তালিনের প্রস্তাবের সংশোধনে আকার/কাঠামো দিয়ে দিয়েছি যাতে তার পলিসির ধারা তিনি অনায়াসে বদলাতে পারেন। তবে আমূল পরিবর্তন অবস্যম্ভাবী এবং খুবই জরুরী। তদুপরি, স্তালিনকে স্ক্রুপস্কায়ার প্রতি দূর্ব্যবহারের কারণে তাকে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করে লেখা এবং তার আচরন সংশোধন করা দরকার। তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। আর কোন চক্রান্ত না করে বরং সৎ সহযোগিতা করা উচিত।' আমি কামেনেভের দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি, যখন তিফলিসে সম্মেলনে ছিলেন, তখন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে লেনিনের জর্জিয় সমর্থকদের জন্য আপনার অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ পাল্টা পলিসির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।'

কামেনেভ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তিনি আমার সব প্রস্তাব মেনে নিলেন। তার একমাত্র ভয় ছিল স্তালিনের একগুঁয়েমি স্বভাবের প্রতি: 'সে খুব রূঢ় এবং খেয়ালি প্রকৃতির।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমি মনে করি না যে স্তালিনের এখন আর কোন বিকল্প উপায় আছে।' গভীর রাতে কামেনেভ আমাকে জানালেন যে তিনি স্তালিনের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং স্তালিন সবক'টি শর্ত মেনেছেন। ক্রুপস্কায় ইতিমধ্যে তার প্রতি মাফ চেয়ে লেখা চিঠি পেয়েছেন, কিন্তু, লেনিনের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাওয়ায়, তাকে তখনও জানানো হয়নি। তবে আমি এই ধারণা পেলাম যে, কয়েক ঘন্টা আগে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে কামেনেভের কণ্ঠস্বর অন্য রকম। আরো পরে আমি উপলব্ধি করলাম যে লেনিনের অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার সংবাদ পেয়ে এই পরিবর্তন হয়েছে। তিফ্লিস যাবার পথে বা পৌঁছার ঠিক পরে, কামেনেভ স্তালিনের কাছ থেকে সাংকেতিক টেলিগ্রামে সংবাদ পান যে লেনিন আবার প্যারালাইজ্ড

হয়ে পড়েছেন। এখন লিখতে ও পড়তে পারেন না। জর্জিয় সম্মেলনে কামেনেভ লেনিনের নীতির বিরুদ্ধে স্তালিনের নীতিই বহন করলেন। ব্যক্তিগত বিশ্বাসঘাতকতায় আবদ্ধ ত্রয়ী চক্র বাস্তবতায় রূপ পেল।

লেনিনের আক্রমণ কেবল ব্যক্তি স্তালিনের বিরুদ্ধেই ছিল না, বরং তার পুরো স্টাফ, এবং প্রথমেই তার সব সহকারী, জার্জিন্সকি এবং অর্ধনিকিজ্বির বিরুদ্ধেও ছিল। জর্জিয়া প্রশ্নে এ দু'জনের নাম লেনিনের পত্রে সব সময় ছিল। জার্জিন্সকি মানুষটি ছিলেন খুবই উত্তেজনা প্রবণ। তার কণ্ঠস্বর সব সময় উঁচু গ্রামে নিয়মিত বৈদ্যুতিক চার্জে পরিপূর্ণ থাকত। প্রতিটি আলোচনায়, ছোট খাটো কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও তিনি জ্বলে উঠতেন, তার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠতো, চোখ ফেটে পড়তো এবং তার কণ্ঠস্বর এত চড়া হোত যে মাঝে মধ্যে ফাটা বাঁশের মত শব্দ হতো। জার্জিন্সকির উঁচু সামরিক চাপের রোগ থাকা সত্বেও তার উদাসীনতা ছিল না। তিনি সব সময় একই রকম স্নায়ুচাপে আচ্ছন্ন থাকতেন। লেনিন একবার তার স্পিরিট্‌কে তুলনা করেছিলেন বিশুদ্ধ বংশজাত ঘোড়ার সাথে। জার্জিন্সকি যা করতেন তার প্রতি বুদ্ধিভ্রষ্ট মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তিনি তার সঙ্গীদের কোন ধরণের সমালোচনা, নিন্দা এবং বাধার সম্মুখীন হলে একজন আবেগপ্রবণ উগ্র যুক্তিহীন উৎসাহী ব্যক্তির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্ষা করতেন। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ থাকতো না কারণ তিনি সব সময় কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে থাকতেন।

জার্জিন্সকির নিজের কোন মত ছিল না। তিনি নিজেকে কখনো রাজনৈতিক ব্যক্তি মনে করতেন না, অন্তত লেনিন যতদিন জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন সময় দেখা হলে তিনি আমাকে বলতেন: 'আমি হয়তো খুব খারাপ বিপ্লবী নই,তবে আমি নেতা নই, রাষ্ট্রনায়কও নই কিংবা রাজনীতিকও নই।' একটা কেবল তার বিনয় নয়; তার সঠিক আত্ম-মূল্যায়নও। রাজনৈতিক ব্যাপারে জার্জিন্স্কির সব সময় কারো না কারো ত্বরিত গাইডেন্স লাগতো। বহু বছর যাবত তিনি রজা লুক্সেমবার্গের অনুসারী ছিলেন এবং তার সঙ্গে কেবল পোলিশ জাতীয়বাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, বরং বলশেভিকদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১৭ সনে তিনি বলশেভিকে যোগ দেন। লেনিন বড় আনন্দের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, 'পুরনো যোদ্ধাদের আর কেউ বাকী রইল না।' প্রথম দু'তিন বছর জার্জিনস্কি আমার সঙ্গেই থাকতেন। শেষ বছরে তিনি স্তালিনকে সমর্থন দেন। তার অর্থনৈতিক কাজ ছিল এরকম– তিনি স্রেফ মেজাজ-মর্জি দিয়ে তার কাজ আদায় করে ছাড়তেন– প্রথমে আবেদন নিবেদন, না হলে পীড়াপীড়ি, তার পরেও না হলে লোকজনকে চ্যাংদোলা করে শূন্যে তুলে নিয়ে আসতেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার নিজের কোন ধারণা বা তত্ত্ব ছিল না। তিনি স্তালিনের সব ভুলের অংশীদার ছিলেন এবং তাদেরকের তার শক্তি অনুযায়ী সব আবেগ দিয়ে রক্ষা করতেন। বাস্তবে তিনি নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনলেন। বক্তৃতা মঞ্চে ভীষণ আবেগভরে বিরোধীপক্ষকে প্রচুর নিন্দাবাদ করে ঠিক যখনই মঞ্চ ত্যাগ করেন তখন আর তিনি বাঁচতে পারেননি।

স্তালিনের আরেক সঙ্গী অর্ধনিকিজ্বি। লেনিন তাকে পার্টি থেকে বহিস্কার করা দরকার ভেবেছিলেন। তার কারণ ককেশাসে তার আমলাতান্ত্রিক উদ্ধত আচরণ। আমি এর বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলাম। লেনিন তার সচীবের মাধ্যমে আমাকে তার উত্তর দিয়েছিলেন:'অন্তত দু' বছরের জন্য।'সে সময় তিনি ভেবেছিলেন যে অর্ধনিকিজ্বিই হয়তো হবেন নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রধান। লেনিনের পরিকল্পনা ছিল স্তালিনের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাকে তৈরী করে নেবেন এবং তিনি হবেন পার্টির বিবেক!

লেনিন যে রাজনৈতিক সংস্কার অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও আশু লক্ষ্য ছিল সর্বোত্তম পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করা যাতে আমার কাজের নিশানা ঠিক করা যায়। যদি তিনি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতেন, তবে তার পাশাপাশি থেকে কাজ করা অথবা যদি তার মৃত্যুও হয় তার কাজের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। কিন্তু লড়াইটা শেষ পর্যন্ত শুরুই করা গেল না, এমনকি আংশিকও না, বরং

ঠিক তার উল্টো ফলই ঘটলো। লেনিন শুধু স্তালিন এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারটি শুধু সরাসরি জড়িত লোকজনই জানতো, দলীয় পরিসরে সামগ্রিকভাবে কারো জানার সুযোগ হয়নি। স্তালিনের তখনকার ত্রয়ী উপদলের লোকজন প্রথম সতর্ক বার্তা পাওয়ার পর পরই সাবধান হয়ে যায় এবং শক্তভাবে তা আটকে ফেলে। অনিশ্চিত পরিস্থিতি চলতে থাকে। স্তালিন সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। পাগলের মত দ্রুত এলোমেলো কৃত্রিম সিলেকশন করতে থাকে। নীতিগত বিষয় নিয়ে ত্রয়ীরা যতই দূর্বল অনুভব করতে থাকে, ততই আমাকে ভয় পেতে থাকে। কারণ তারা আমার কাছ থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিল। তাই তারা রাষ্ট্র এবং পার্টি সিস্টেমের স্ক্রু-নাট-বল্টু ততই টাইট করে আটকাতে থাকে। অনেক পরে, ১৯২৪ সনে, পার্টিতে অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমার তীব্র সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে বুখারিন বলেছিলেন: 'আমাদের গণতন্ত্র নেই কারণ আমরা আপনাকে ভয় পাই।'

আমি পাল্টা প্রস্তাব করলাম, 'আমাকে ভয় পাওয়া এখুনি বন্ধ করুন এবং আসুন আমরা সঠিকভাবে কাজটা করি।' কিন্তু আমার উপদেশ কেউ কর্ণপাত করলো না।

১৯২৩ সালটি ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনার প্রথম বর্ষ। কিন্তু তখনও বলশেভিক পার্টিতে নীরবে নিঃশব্দে দমন-নিপীড়ন এবং মূলোৎপাঠন চলতো। লেনিন তখন ভয়ংকর অসুস্থতার সঙ্গে লড়ছেন। ত্রয়ী চক্র পার্টির সঙ্গে লড়াই করছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি বারুদের মতো এবং তীব্র আক্রমণাত্মক। শরৎকালের দিকে বিরোধী পক্ষের সাথে 'আলোচনা' করার মাধ্যমে টেনশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্তিমিত হলো। বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হোল। এবার ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। বাস্তবে এ লড়াই ছিল লেনিনের আদর্শিক লিগেসির বিরুদ্ধে।

৪০। নকলবাজদের চক্রান্ত।

(১)

১৯২৩ সনের প্রথম দিকের কয়েক সপ্তাহ। দ্বাদশ কংগ্রেস খুব সন্নিকটে। লেনিনের যোগ দেয়ার ক্ষীণ আশা তখনও আছে। প্রশ্ন দেখা দিল প্রধান রাজনৈতিক রিপোর্ট কে উত্থাপন করবে। পলিট ব্যুরোর মিটিং-এ স্তালিন বললেন, 'অবশ্যই ট্রটস্কি।' তাকে তখনই সমর্থন করলেন কালিনিন, রাইকভ এবং স্পষ্টত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামেনেভও। আমি আপত্তি জানালাম।

'যদি আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ লেনিনের অবস্থান গ্রহণ করি তবে দলটি খুব সহজেই ভেঙ্গে যাবে। এবার আসুন আমরা কোন ভূমিকামূলক রাজনৈতিক প্রতিবেদন ছাড়াই কংগ্রেস শুরু করি, এবং যার যার এজেন্ডা ভিন্নভাবে যার যার মতো উপস্থাপন করি। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রশ্নে আমাদের মধ্যে মতান্তরও রয়েছে।'

স্তালিন উত্তর দিলেন, 'আমি কোন মতান্তর দেখিনা', কালিনিনও তার সাথে যোগাযোগ করলেন: 'প্রায় সব প্রশ্নেই পলিট ব্যুরো আপনার প্রস্তাবগুলোই গ্রহণ করে'। জিনোভিয়েভ ছিলেন ছুটিতে ককেশাসে। তাই এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া গেল না। যাহোক শিল্প-কারখানার ওপর প্রতিবেদন দিতে রাজি হলাম।

জিনোভিয়েভ ককেশাস থেকে তাড়াতাড়িই ফিরলেন। তখন আমার অগোচরে অনবরত উপদলীয় সভা-সম্মেলন হচ্ছিল। জিনোভিয়ে দাবী করলেন যে রাজনৈতিক রিপোর্ট তৈরীর দায়িত্ব তাকে দেয়া হোক। কামেনেভ 'প্রবীণ বলশেভিকদের', যারা অনেকেই দশ-পনের বছর আগে পার্টি ত্যাগ করেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'আমরা কি ট্রটস্কিকে পার্টি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার একক ক্ষমতা দিতে পারি?' তারা আমার অতীত কার্যকলাপের স্মৃতি, লেনিনের সাথে কোথায় কখন মতবিরোধ হয়েছিল, ইত্যাদি খুঁচিয়ে বের করা শুরু করলেন। এসব ব্যাপারে জিনোভিয়েভ-এর বিশেষত্ব ছিল। এরই মধ্যে লেনিনের অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নিল। সুতরাং তাদের জন্য বিপদের হুমকিও আর রইল না। ত্রয়ী সিদ্ধান্ত নিল যে রাজনৈতিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন জিনোভিয়েভ। পর্দার আড়ালে নেয়া সিদ্ধান্ত পলিটব্যুরোতে উত্থাপন করায় আমি কোন আপত্তি জানালান না। অস্থায়ী স্ট্যাম্পের ছাপ মেরে সব আয়োজন করা হোল। কোন অমত দেখা গেল না, ত্রয়ীর নেয়া পলিসির বাইরে কোন আলাদা স্বাধীন মতামতের লাইনও কোথাও দেখা গেলনা। শিল্পের উপর লেখা আমার থেসিস প্রথমে আলোচনা ছাড়াই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে যখন তারা নিশ্চিত হোল যে, লেনিনের ফিরে আসবার উপায় নেই, তখন ত্রয়ীরা কংগ্রেসের জন্য খুব শান্তিপূর্ণ প্রস্তুতি দেখে ভয় পেয়ে ১৮০° ডিগ্রী উল্টা ঘুরল। মনে হচ্ছিল পার্টির আপার সার্কেলে আমার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জোট বাঁধার সুযোগ খোঁজা হচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের সামনে কামেনেভ আমার প্রস্তাবের সঙ্গে কৃষক/চাষী শ্রেণী সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি অনুচ্ছেদ যোগ করার প্রস্তাব করল যা এর আগেই অনুমোদিত ছিল। এই সংশোধনীর বিষয়বস্তু নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার কোন সঙ্গত মানেই ছিল না। কিন্তু পর্দার আড়ালে এটিকে উস্কানি হিসেবে জিজাইন করা হয়, যাতে 'কৃষক/চাষী শ্রেণীকে অবমূল্যায়ন' করার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করা যায়। স্তালিনের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার তিন বছর পর, কামেনেভ তার হাসি-খুশিময় নৈরাশ্যবাদী বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, তারা কিভাবে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পাকিয়েছিলেন। অবশ্য এটাকে কোন লেখকই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি।

রাজনীতিতে বিমূর্ত নৈতিক মানদন্ড নিয়ে ক্রিয়াশীল হওয়া কুখ্যাতরূপে নৈরাশ্যজনক। রাজনৈতিক নৈতিকতা বেরিয়ে আসে স্বয়ং রাজনীতি থেকে এবং এটি রাজনীতির একটি কাজও বটে। যে রাজনীতি একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করে কেবল সে রাজনীতিই নৈতিকভাবে অনবদ্য পদ্ধতি/প্রক্রিয়া সমূহের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তার বিপরীতে, রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের স্বাভাবিক মর্যাদার নিম্নগামীতা অবশ্যম্ভাবীরূপে নৈতিক

অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে। সবাই নিশ্চয়ই জানে, ফিগারো (Figaro) রাজনীতি এবং চক্রান্তের মধ্যে পার্থক্য করতে একেবারেই অস্বীকার করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন সংসদীয় ধারার যুগ শুরু হওয়ার আগে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতিবাদীরা বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের ভেতর যখন খারাপ রাজনৈতিক নৈতিকতার উৎস খাঁজার চেষ্টা করে তখন প্রকৃত অর্থে বড় জোর কেউ দয়াপরবশ হয়ে শুধু তার কাঁধ ঝাঁকাতে পারে। যদি অন্তত একটি বছর আধুনিক সংসদীয় ধারার রাজনীতি একটি চলচ্চিত্রে রেকর্ড করা যেত তবে খুবই একটা শিক্ষামূলক ব্যাপার হোত। ক্যামেরা অবশ্যই স্থাপন করতে হবে সংসদ ভবনের বদলে অন্য জায়গায়: ব্যাংকার এবং শিল্পপতিদের অফিস কক্ষে, পত্রিকার মালিক ও সম্পাদকীয় অফিসের প্রাইভেট রুমে, রাজ প্রাসাদে, ধর্মীয় রাজকুমারদের ধর্মশালায়, রাজনৈতিক রমণীদের স্যালুনে বা অভ্যর্থনা কক্ষে, মন্ত্রণালয়ে বা সচিবালয়ে। এর সঙ্গে ক্যামেরার লেন্সকে অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে বিভিন্ন দলের নেতাদের গোপন চিঠি পত্র লেনদেন রেকর্ড করতে। অন্যদিকে নিখুঁতভাবে এটা বলা যায় যে, বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের ওপর যেসব নৈতিকতার চাহিদা আরোপ করা হয় সংসদীয় রাজনীতির ওপরও অনুরূপ নৈতিক চাহিদা আরোপ করা উচিত। অস্ত্রের ধারের তীক্ষ্ণতার জন্য যেমন এন্টিসেপটিক প্রয়োজন, তেমনি এক নায়কতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্যও শক্ত বিরোধী পক্ষের প্রহরা থাকা প্রয়োজন। একটি নোংরা ময়লা চটিজুতা বা চপ্পলকে ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু একটি অপরিস্কার সেভিং রেজর বা খুর খুব বিপজ্জনক। আমার দৃষ্টিতে 'ত্রয়ী'র পদ্ধতিসমূহ ছিল রাজনৈতিক পদস্খলনের সংকেত।

চক্রান্তকারীদের প্রধান অসুবিধা ছিল দেশের সাধারণ জনগণের সামনে খোলাখুলিভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করা। শ্রমিকরা জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভকে চিনতো এবং যখন তখন তাদের বক্তৃতা শুনতে পারতো। কিন্তু ১৯১৭ সনে তাদের কার্যকলাপের স্মৃতি তখনও সবার স্মৃতিতে তরতাজা। দলে তাদের কোন নৈতিক কর্তৃত্ব ছিল না। স্তালিনকে প্রবীণ বলশেভিকদের ক্ষুদ্র সার্কেলের বাইরে প্রায় কেউই চিনতো না। আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে সবসময় বলতেন: 'তারা খোলাখুলিভাবে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পাবে না। জনগণের হৃদয়ে লেনিনের নামের পাশাপাশি তোমার নামটি শক্তভাবে গাঁথা আছে। অক্টোবর বিপ্লব বা লাল বাহিনী কিংবা গৃহযুদ্ধকে মুছে ফেলা অসম্ভব।' আমি এর সাথে একমত হইনি। রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনীতিতে স্বীকৃত জনপ্রিয় নামের ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কখনো কখনো বিশাল ভূমিকাও রাখে কিন্তু তবুও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সাধারণ জনগণের মধ্যে কাজ করতে থাকা গভীরতর প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারাই ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা বা প্রাধিকার-এর ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বিপ্লবের উর্ধ্বমুখী জোয়ারের সময় বলশেভিক নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদসমূহ তাদের শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। বিপ্লবের ভাটার সময় সে একই নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদসমূহ *থার্মিডরিয় প্রতিক্রিয়ার (Thermidorian Reaction) বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করে । ** থার্মিডরিয় প্রতিক্রিয়া মানে বিপ্লবের সময় এক পর্যায়ে এসে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাবের বিপ্লবীদের দ্বারা মূল বিপ্লবীদের নেতৃত্বচ্যুত করে নিজেদের ক্ষমতারোহণ এবং বিপ্লব থেকে পশ্চাৎপসরণ। ধারণাটি ফরাসী বিপ্লব থেকে নেয়া ।– বঙ্গানুবাদক*

দেশের এবং বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়াসমূহ আমার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তারপরও তাদের কাজ খুব একটা সহজ ছিল বলা যায় না। সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং পার্টির রাজনৈতিক কর্মীরা মাত্র কিছুদিন আগেও লেনিন এবং ট্রটস্কির চিহ্ন জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে বহন করছিল। এগুলো ১৮০° ডিগ্রী উল্টোমুখী করতে শুধু একধাপ নয়, অবশ্যই, বহু ধাপ পার হবার প্রয়োজন ছিল। কতটুকু উল্টানো গেল তা দেখাতে এবং বিপ্লবের নেতৃস্থানীয়দের প্রতি দলের বর্তমান সুর দলীয় মুখপত্রে কেমন ছিল তা প্রমাণ করতে অন্তত দু'একটি উদাহরণ দেয়া আবশ্যক।

১৯২২ সনের ১৪ অক্টোবর। এ সময় লেনিন প্রথমবার স্ট্রোক থেকে সেরে উঠে কাজে ফিরে এলেন। তখন



রাদেক (Radek) প্রাভ্‌দায় লিখেন: *'যদি কমরেড লেনিনকে বিপ্লবের সঙ্গত কারণ বা নিমিত্ত বলা যায় যিনি তার ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারনের মাধ্যমে বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছেন, তবে কমরেড ট্রটস্কিকে বলতে হবে, সেই সঙ্গত কারণ বা নিমিত্তের লাগাম, এক ইস্পাত কঠিন ইচ্ছাশক্তি। ট্রটস্কির বক্তৃতাগুলো ছিল কল-কারখানার ঘন্টা-ধ্বনির মতো, সবাইকে কাজে যাবার আমন্ত্রণ জানাতো। বিপ্লবের সকল গুরুত্ব, সকল অর্থ এবং তা সাথে সাথে গত কয়েক বছর যাবত আমাদের কাজের অর্থও ছিল অত্যন্ত পরিস্কার।'*

এরকম অনেক কথাবার্তা। এটা সত্য যে রাদেকের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস প্রবাদে পরিণত হয়; কথার পিঠে কথা গেঁথে সুন্দর ভাবাবেগের মালা তৈরীতে তিনি দক্ষ ছিলেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই লাইনগুলো পার্টির কেন্দ্রীয় অর্গান থেকে ছাপানো হোত। লেনিন তখন জীবিত যদিও কর্কশ কথা বলে কারো কান ঝালাপালা করা থেকে অনেক দূরে।

১৯২৩ সনে ত্রয়ী চক্রান্ত তখন বাস্তব সত্য। এমতাবস্থায় লুনাচার্স্কি (Lunacharsky) প্রথমে এগিয়ে এসে জিনোভিয়েভের প্রেস্টিজ উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিভাবে তার কাজ শুরুর পদক্ষেপ নিলেন? তিনি জিনোভিয়েভের চরিত্র চিত্রায়ন করতে গিয়ে লিখলেন: 'অবশ্যই, লেনিন এবং ট্রটস্কি ছিলেন আমাদের ইতিহাসের, সম্ভবত বিশ্বেরও এক ঘটনাবহুল সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় (নন্দিত বা নিন্দিত যাই হোক না কেন) ব্যক্তিত্ব। জিনোভিয়েভ ছিলেন সেদিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে। কিন্তু তখন লেনিন এবং ট্রটস্কি দীর্ঘকাল যাবত আমাদের কাছে বিবেচিত ছিলেন মানুষ হিসেবে যেমন এক মহান উপহার, তেমনি দু'জন অবিসংবাদিত নেতা। বিপ্লবের সময় তাদের বিস্ময়কর উত্থানে কেউই তেমন অবাক হয়নি।'

এই আড়ড়ম্বরপূর্ণ প্রশস্তিগাঁথাসমূহ যদি আমি কিছুটা সন্দেহজনক স্বাদে উদ্ধৃত করে থাকি, তবে এটা করার একমাত্র কারণ আমি এগুলোকে সাধারন চিত্রের উপাদান হিসেবে দেখাতে চাই। অথবা বলা যায়, আদালতের জবানবন্দিতে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই। আমার কাছে বিরক্তিকর হলেও তৃতীয় একজন ইয়ারোস্লাভ্‌স্কিকেও তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। তার স্তুতিসমূহ সম্ভবত কুৎসা রটনা বা চরিত্র হননের চেয়েও অসহ্য। এই লোকটি এখন দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার নিরর্থক ও তুচ্ছ মানসিক ও নৈতিকগুণের পরিমাপে দলের নেতৃত্বের অধঃপতন যে কত নীচুগামী তার প্রমাণ মেলে। ইয়ারোস্লাভ্‌স্কির বর্তমান উত্থান স্রেফ আমাকে অপবাদ দেয়ার কারণে হয়েছে। দলের ইতিহাসে অফিসিয়াল দুর্নীতিবাজ হিসাবে, সে অতীতকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেটি হচ্ছে লেনিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কির নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের গল্প ফাঁদা। এর মধ্যে তার বলা ট্রটস্কি কৃষক ও চাষীদের 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবহেলা' করেছে, তাদের প্রতি 'মনোযোগ দেয়নি' ইত্যাদি মিথ্যাচার বাদ দিয়েই বলছি। কিন্তু ১৯২৩ সনে ফেব্রুয়ারীতে [তার মানে, এমন এক সময়, যখন ইয়ারোস্লাভ্‌স্কি অবশ্যই জেনে থাকবে লেনিনের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক এবং চাষীদের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে] একটি দীর্ঘ রচনার প্রথম অংশে আমার অতীত সাহিত্য কর্ম (১৯০০-১৯০২) মূল্যায়ন করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। তার রচনার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হোলঃ

লেখক, সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসেবে কমরেড ট্রটস্কির সুদক্ষ কাজ, তাকে বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি এনে দেয়। ইংলিশ গ্রন্থকার জর্জ বানার্ড শ (Guerge Bernard Shaw) তাকে বলতেন 'প্রিন্স অব প্যাম্ফ্লিটিয়ার্স' (পুস্তিকা লেখকদের সেরা)। এক সিকি শতাব্দী যাবত তারা তার কাজ সতর্কভাবে লক্ষ্য করেছেন, তারা খুঁজে পেয়েছেন যে তার বিশেষ ধরণের নৈসর্গিক ক্ষমতা বা প্রতিভা কত উজ্জ্বলতায় ভাস্বর ছিল...।'

এ ছাড়াও আরো এরকম বহু সুবচন।

'অনেক পাঠক বহুবার প্রদর্শিত ট্রটস্কির তরুণ বয়সের সতেজ ফটোগ্রাফ...(ইত্যাদি) অবশ্যই দেখে থাকবেন। এই উঁচা কপাল সে সময় বিস্ময়করভাবে টগবগ করে ফুটতো। এমন পরিস্থিতিতে তার ভাবমূর্তি, চিন্তাধারা এবং প্রভাব ঝোড়ো হাওয়ার মত মাঝে মাঝে কমরেড ট্রটস্কিকে ইতিহাসের মহাসড়ক থেকে দূরে নিয়ে যেত। কখনো তিনি জোরপূর্বক বাধ্য হতেন খুবই জটিল দুরপথে গিয়ে পড়তে কিংবা, যেখানে কোন পথ নেই, সেখানেও নিজের নির্ভিক প্রচেষ্টার পথ করে নিতে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার সঠিক পথ খুঁজে পেতে আমাদের সামনে

একজন মানুষ গভীরভাবে বিপ্লবের প্রতি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বিচারকর্তার ভূমিকায় পরিণত, তার সঙ্গে ছিল ইস্পাতের মতো ক্ষুরধার এবং নমনীয় একটি জিহবা যা তার বিপক্ষ দলকে কাটতো তীক্ষ্ণভাবে... ।' এবং আরো কত কথকতা ।

ইয়ারস্লাভ্স্কি অতি আবেগে গদগদ হয়ে বলেছিলেন, *'সাইবেরিয়ার পাঠককূল এসব রচনা পড়ে প্রবল উৎসাহ পায় এবং অধীর আগ্রহে তাকে দেখার অপেক্ষায় থাকে । মাত্র অল্প কয়েকজন তাদের লেখককে চিনতেন । তারাই শুধু সে সময় ধারণা করেছিলেন যে তিনিই হবেন বিশ্বসেরা বিপ্লবী সেনাবাহিনীর এবং বিশ্বসেরা বিপ্লবের সর্বজন স্বীকৃত নেতাদের একজন ।'* একইরূপে কৃষক/চাষীদের প্রতি আমার অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটিও ঘটে, সম্ভবত, ইয়ারোস্লাভস্কির হাতে আরো খারাপভাবে । আমার সাহিত্য কর্মের প্রথমটি উৎসর্গ করেছিলাম চাষীদের উদ্দেশ্যে । এ সম্পর্কে ইয়ারোস্লাভ্স্কি যা বলেছিলেন:

'ট্রটস্কি যতদিন সাইবেরিয়ায় ছিলেন, এর গ্রামীন জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয় গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন । প্রথমেই তিনি দৃষ্টি দেন সাইবেরিয়ার গ্রামের প্রশাসনিক পদ্ধতি ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রতি । তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক রচনায় এই পদ্ধতিটিকে অতি উজ্জ্বল বিশিষ্টতা দান করেন ... ।' এরপর আরো বলেন: *'ট্রটস্কি তার চারপাশে শুধু গ্রাম দেখেছিলেন । তিনি এ গ্রামগুলোর অভাব-অভিযোগ দেখে-শুনে খুব কষ্ট পেতেন । তিনি এদের নৈতিক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা, এদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেখে খুব ভারাক্রান্ত বোধ করতেন ।'*

ইয়ারোস্লাভস্কির দাবী ছিল পল্লী-গ্রাম ও মফস্ফল জীবনের ওপর আমার লেখাগুলো পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হোক । এসবকিছু ঘটে ১৯২৩ সনের একই মাসে যখন গ্রামের প্রতি আমার অমনোযোগীতা নিয়ে প্রথম অভিযোগ তোলা হয় । কিন্তু ইয়ারোস্লাভ্স্কি তখন ছিলেন সাইবেরিয়ার এবং তাই, তখনও ভালোভাবে জানতে পারেননি নতুন 'লেনিনবাদ' সম্পর্কে ।

সবশেষে উদাহরণ টানতে চাই স্তালিনের নিজের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে । বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন ছদ্মবেশে, সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করে । ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গেলে মনে রাখতে হবে, যে অক্টোবর গণ্য-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকালে লেনিন ছিলেন ফিনল্যাণ্ডে পলাতক; কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ এবং কালিনিন গণ-অভ্যুত্থানের বিরোধীতা করেন এবং স্তালিনের ভূমিকা ছিল অজানা । ফলে পার্টি অক্টোবর বিপ্লবকে প্রধানত আমার নামের সাথে যুক্ত করতো । অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকীতে স্তালিন আমার এই প্রভাবকে খাটো করার চেষ্টা করেন । এতে তিনি আমার বিপক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন । তবে এ কথাটাকে গ্রহণযোগ্য করতে গিয়ে তিনি লিখতে বাধ্য হন যে:

'গণ-অভূত্থানের পুরো প্র্যাকটিক্যাল কাজটি চলে সরাসরি পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান ট্রটস্কির পরিচালনায় । সুযোগ্য সামরিক-বিপ্লবী কমিটির ত্বরিত সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার কারনে গ্যারিসনগুলো দ্রুত সোভিয়েতে যোগ দেয় । এ জন্য পার্টিকে নির্দ্বিধায় প্রথম এবং সর্বোত্তম ঋণ স্বীকার করতে হয় কমরেড ট্রটস্কির কাছে ।'

স্তালিন অনন্যোপায় হয়েই এই লাইন ক'টি লিখতে বাধ্য হন । তার কারণ সে সময় এছাড়া তার আর কিছু লিখবার ছিল না । স্তালিনকে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে বছরের বছর অবিরাম চেষ্টা করতে হয় জনগণের উদ্দেশ্যে এই বিবৃতি দিয়ে:*'কমরেড ট্রটস্কি এ ছাড়া আর তেমন কোন বিশেষ ভূমিকা পার্টি অথবা অক্টোবর বিপ্লবের জন্য করতে পারেননি ।'* যখন বিরোধটা উল্টো তার দিকে ছুঁড়ে দেয়া হোল তখন তিনি স্রেফ দ্বিগুণ-ত্রিগুণ রূঢ়তা দিয়ে তার মোকাবেলা করলেন ।

ত্রয়ীরা কোন পরিস্থিতিতেই আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করতে পারতেন না । পারতেন একমাত্র লেনিন । কিন্তু এজন্য দরকার হোত স্বয়ং লেনিনকে ত্রয়ীদের বিরোধীতা না করা । অন্য কথায় তাদের প্রচারাভিযানের সাফল্যের জন্য দরকার ছিল লেনিনের; যিনি মারাত্মক অসুস্থ বা তার সুবাসিত মমি জমকালো সমাধিতে সাজানো । কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়/ছিল না । আরো দরকার ছিল এই প্রচারাভিযানের সময় আমাকে লড়াইয়ের সারি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা । তাই ঘটলো ১৯২৩ এর শরতকালে ।

আমি এখানে ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কথা বলছিনা, বরং যে প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আমার জীবনের ঘটনাবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার স্মৃতি তর্পন করছি । কিন্তু আমি উল্লেখ না করে পারছি না যে কি অনুগ্রহভরে ইতিহাসের সূত্র স্বেচ্ছায় পরোপকারে এসে পড়ে । সাধারণভাবে বলতে গেলে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার

মানেটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক নিয়মের (historical law) আকস্মিক বিচ্ছুরণ। জীব বিজ্ঞানের ভাষায়, আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক নিয়ম বা সূত্র উপলব্ধি করা যায়। কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আকস্মিক জন্মলাভের উপর ভিত্তি করেই সচেতন মানবিক কাজ-কর্ম বিকশিত হয়।

(২)

এই পয়েন্টে এসে আমাকে অবশ্যই নিজের কাহিনী থামিয়ে আমার বন্ধু আইভান ভাসিলিয়েভিচ জাতজেভের সম্বন্ধে কিছু বলতে হচ্ছে। তিনি ছিলেন দুব্না নদীর পাড়ে কালোশিনো গ্রামের বাসিন্দা। এই এলাকাটি জাবোলোটাই (জলাশয় থেকে দুরে) নামে পরিচিত। নামই প্রমাণ করে যে, এটি ছিল বুনো শিকারের জন্য সমৃদ্ধ। দুবনা নদী প্লাবিত করে সাথে বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলকে। প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত জলাশয়, হ্রদ এবং অগভীর বিল নল খাগড়ার কাঠামোয় ঘেরা; যেন ফিতা দিয়ে সাজানো । বসন্ত কাল এলে এখানে বেড়াতে আসে রাজহাঁস, সব রকম পাতিহাঁস, বক, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা সহ সব রকমের বিল-বাওড়ের পাখি। দুই কিলোমিটার দূরে ছোট বন, মাঝখানে শেওলা ঢাকা ছোট ছোট টিলা। সেখানে উডকক পাখিরা ভুতিজাম গাছের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে কক কক করে ডাকে সারাক্ষণ। আইভান ভাসিলিয়েভিচ জলাশয়ের মাঝখানের খাল ধরে তার ফাঁপা ডিঙ্গী নৌকা একটি মাত্র ছোট বৈঠা দিয়ে বেয়ে চলেন। এই খাল কবে খনন করা হয়েছে কে জানে; সম্ভবত দু'তিনশো বা তার চেয়েও বহু বছর আগে। এটি অবশ্যই প্রতিবছর খনন করা উচিত, তা না হলে ভরাট হয়ে যাবে। আমরা গভীর রাতে কালোশিনো গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হতাম সূর্য উঠার আগে তাবুতে পৌঁছার জন্য। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পঁচা উদ্ভিদের কাদায় ভরা জল ভূঁড়ির মতো টলমল করে লাফিয়ে উঠত। একবার এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আইভান ভাসিলিয়েভিচ আমাকে প্রথমেই অভয় দিয়ে নির্ভয়ে চলতে বলেছিলেন। লোকজন প্রায় এই বিলে পড়ে যায় তবে কেউ কখনো প্রাণ হারায়নি। ডিঙ্গিটি এত হাল্কা এবং নড়েবড়ে যে এর মধ্যে পিঠ ঠেকিয়ে ধীরস্থীরভাবে শুইয়ে থাকাই নিরাপদ, বিশেষ করে বাতাস বইতে থাকলে। মাঝিরা সাধারণত নিরাপত্তার জন্য তাদের হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু আইভান ভাসিলিয়েভিচ্কেই কেবল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যদিও তার এক পা খোঁড়া। তার পিতা, দাদা, পর-দাদা সবাই ছিলেন ডুবুরি আর হাঁস শিকারী, তার মানে উভচর মানুষ (duck-man)। সম্ভবত তার পূর্বপুরুষদের কেউ ভয়ংকর আইভানের (Ivan the terrible) খাবার টেবিলে রাজহাঁস ও পাতিহাঁস সরবরাহ করতেন। জাতজেভের জলমোরগ, কাদাখোঁচা, বা কালিয়ুর (লম্বা-ঠোঁট বিশিষ্ট জলাভূমির পাখি) প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি দায়সারাভাবে বলবেন 'আমার আগ্রহ নাই।' কিন্তু তিনি হাঁস সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, এর পালক, কণ্ঠস্বর এর মন-মানসিকতা, মেজাজ-মর্জি সব। চলন্ত নৌকায় দাঁড়িয়ে, আইভান ভাসিলিয়েভিচ পানি থেকে পরপর তিনবার তিনটি পালক কুড়িয়ে নিয়ে, সেগুলো পরখ করে দৃঢ়ভাবে বললেন:'আমরা এখন গাশ্চিনোর দিকে যাবো; গত সন্ধ্যা থেকে হাঁসেরা সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'এই যে দেখুন, জলে ভাসা তাজা পালক, এখনও পুরোটা ভিজেনি: গত সন্ধ্যায় হাঁসেরা উড়ে যাচ্ছিল এবং গাশ্চিনো ছাড়া অন্য কোথাও ওদের উড়ে যাবার জায়গা নেই।'

অন্য শিকারীরা সেখানে দু'একজোড়া নিয়ে ফিরতো, আইভান আর আমি সেখানে পাঁচ-দশ জোড়া নিয়ে আসতাম। তার মেধা, আমার কৃতিত্ব। জীবনেও প্রায় এমন ঘটে। নলখাগড়ার ছাউনির তাঁবুর ভেতর বসে ভাসিলিয়েভিচ তার ঠোঁটে হাতের তালু দিয়ে এমন কোমল সুরে হাঁসকে ডাকতে থাকেন যে, বহুবার গুলির মুখে পড়া সবচেয়ে সতর্ক হাঁসও এই প্রলোভনে সম্মোহিত হয়ে উড়ে এসে তাঁবুর আশে-পাশে উড়াউড়ি করতে থাকে কিংবা কিছুটা দূরে এসে টুপ করে জলে নেমে পড়ে। তখন সত্যি গুলি করতে বড় মায়া লাগে।

জাতজেভ এসব কিছুই খেয়াল করেন, জানেন এবং অনুভব করেন। তিনি ফিসফিস করে করে বলেন 'হুঁ তৈরী থাকুন', হাঁসটা ঠিক আপনার ডানপাশে আসছে।' আমি বনের ফাঁক দিয়ে দূরে পাখা দু'টো দেখতে পাই কমার মতো কিন্তু সে যে হাঁসা তা বুঝা যায় না। এ রহস্য জানেন শুধু আইভান ভাসিলিয়োভিচ, হাঁস-গিল্ডের বড়কর্তা। কিন্তু হাঁসটি সত্যিই আমার দিকে আসছিলো। যদি মিস করি, আইভান ভদ্রভাবে চাপাস্বরে গোঙানি শুরু করেন। পেছন থেকে তার এই গোঙানির শব্দ শোনার জন্য দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ না করাই ভালো।

যুদ্ধের আগে জাতজেভ একটি টেক্সাইল ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। এখন শীতকালে ফায়ারম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য কোন পাওয়ার ষ্টেশনে বা মস্কোয় চলে যান। বিপ্লবের পরবর্তি প্রথম দিকের বছরগুলোতে সারাদেশে গৃহযুদ্ধ চলাকালে সমস্ত বন এবং জলাভূমির কাদা মাখা শ্যাওলার স্তুপগুলো সারাক্ষণ জ্বলতো, মাঠগুলো ফাঁকা পড়ে থাকতো এবং তখন হাঁসেরাও উড়তো না। এসব দেখে নতুন শাসকদের প্রতি জাতজেভ সন্দিহান হয়ে পড়ে। ১৯২০ সনের পর হাঁসেরা আবার ফিরে আসে, এবার ঝাঁক বেঁধে। এবং ভাসিলিয়োভিচ্ও সোভিয়েতের ক্ষমতাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়।

এখান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে সলতে তৈরীর একটি ছোট কারখানা। এক বছর যাবত চলছিল। এর পরিচালক ছিলেন আমার সামরিক রেলগাড়ির সাবেক শেফার/চালক। এ কারখানায় কাজ করে জাতজেভের স্ত্রী এবং মেয়ে প্রতিমাসে জনপ্রতি ত্রিশ রুবল রোজগার করতেন। এটা ছিল তাদের বাড়তি আয়। এই কারখানাটি সমগ্র জেলায় সলতে সরবরাহ করতো। কিন্তু একদিন বন্ধ হয়ে গেল। এরপর থেকে আবার হাঁস শিকারই তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে রইল।

এক মে দিবসে আইভান ভাসিলিয়েভিচু সম্মানিত অতিথি হিসেবে মস্কোর থিয়েটারের মঞ্চে আমন্ত্রিত হন। আইভান প্রথম সারিতে বসে ছিলেন। খোঁড়া পা নিয়ে খানিকটা বিব্রত হলেও তাকে সবসময় একজন মর্যাদাবান মানুষ হিসেবেই দেখা যাচ্ছিল। তাকে মস্কো থিয়েটারে আনেন মুরালভ্ (Muralov)। মুরালভের সঙ্গে আমি শিকারের সুখ-দুঃখের গল্প করতাম; তিনি আমার প্রতিবেদন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ভাসিলিয়োভিচ আমার রিপোর্ট শুনে খুশী হন, সবকিছুই ভালোভাবে বুঝেন এবং কালোশিনোতে গিয়ে সবাইকে তা বুঝিয়েও বলেন। এটা আমাদের তিনজনের বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করে। উল্লেখ করা উচিত যে, বিশেষ করে মস্কোর কাছাকাছি এলাকার প্রবীণ শিকারীদের অনেকেই/সবাই বখে গিয়েছিল; কারণ তারা তোষামোদকারী, মিথ্যাবাদী এবং অহংকারী হয়ে পড়ে। কিন্তু আইভান ভাসিলিয়োভিচ ছিলেন আলাদা। তার মধ্যে ছিল যথেষ্ট সরলতা, নীরিক্ষণ ক্ষমতা, প্রশান্ত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একজন খাঁটি শিল্পী, ব্যবসায়ী নন।

লেনিনও জাতজেভকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে যেতেন। তিনি সব সময় আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেন লেনিন কোন কোন ঝোঁপের ভেতর খড়ের গাদার ওপর শুতেন। লেনিনও আবেগপূর্ণ শিকার খেলার প্রতি অনুরুক্ত ছিলেন, কিন্তু খুব একটা যেতেন না। গেলেও, তখন প্রায়ই চঞ্চল হয়ে পড়তেন। যদিও তাকে দেখেছি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার আত্মসম্বরণের দারুণ ক্ষমতা ছিল। সাধারণভাবে বড় বড় রণনীতি বিশারদদের দাবা খেলায় কেবল হেরে যাওয়ার মতো। তাই রাজনৈতিক মেধাবী ও দক্ষ মানুষরাও মিডিওকার শট দিয়ে থাকেন। আমার মনে পড়ে একবার তিনি হতাশ হয়ে আমার কাছে অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, কেমন করে মাত্র পঁচিশ কদম দূর থেকে তিনি শিয়াল ধরতে পারেন নি। মনে হয়েছিল এ শোক তিনি কোনদিন ভুলবেন না। আমি তার কষ্ট বুঝেছিলাম এবং সমবেদনায় আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

লেনিন এবং আমি একসাথে শিকারে যাওয়ার জন্য একমত হয়ে বহুবার শক্ত শক্ত পরিকল্পনা করি কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি। বিপ্লবের পর প্রথম কয়েক বছর এসব কাজের জন্য কোন সময়ই ছিল না। লেনিন মাঝে মধ্যে

মস্কোর গ্রামে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আমার কপালে জোটেনি। আমি থাকতাম রেলগাড়িতে স্টাফ বা গাড়ি পরিবেষ্টিত অবস্থায়। আমার হাতের কাছে কখনো শর্টগান থাকতো না। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরের বছরগুলো দু'জনে একমত হলেও হঠাৎ কোন না কোন ঝামেলা এসে পড়তো। তাই পরিকল্পনা বাতিল করতে হোত। আরো পরে লেনিনের স্বাস্থ্য একটা সুযোগ এনে দেয়। তার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ার অল্প আগে আমরা তেভার (Tver) প্রদেশের সোসা (Shosha) নদীতে একসঙ্গে মাছ শিকারের আয়োজন করি। কিন্তু পথিমধ্যে গ্রামের রাস্তায় তার গাড়ি কাদায় আটকে পড়ে। আমি সারাদিন তার অপেক্ষায় পার করি। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হোল। প্রথমবার স্ট্রোক থেকে সেরে ওঠার পর খুবই চাপাচাপি করেছিলেন শ্যুটিং খেলায় যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা বাধা দিলেন, অতিরিক্ত কিছু তার শরীর সইবে না। কৃষি অর্থনীতির ওপর এক সম্মেলনে লেনিন নিঃশব্দে মুরালভের পাশে এসে বললেন: 'তুমি আর ট্রটস্কি প্রায়ই একসাথে শিকারে যাও, তাই না?'

'জ্বী. মাঝে মাঝে।'

'এবং তোমরা বেশ ভালই মজা উপভোগ কর, তাই না?'

'জ্বী, মাঝে-মধ্যে।'

'এরপর তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নেবে, কেমন?

মুরালভ খুব সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনার কি যাওয়ার অনুমতি আছে?'

'অবশ্য আছে ... সুতরাং কথা থাকলো, তোমরা এরপর আমাকেও নেবে?'

'ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনাকে নেব না, একথা কি আমরা বলতে পারি?'

' যাওয়ার সময় আমি তোমাকে ফোন করবো, ঠিক আছে না?'

'ঠিক আছে, আমরা আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো।'

কিন্তু লেনিনের আর ফোন করা হয়নি, তার অসুখ আবার দেখা দিল, তিনি দ্বিতীয়বার স্ট্রোক করলেন। তারপর চলে গেলেন চিরনিদ্রায়।

১৯২৩ সনের অক্টোবরের কোন এক রোববারে কেন এবং কিভাবে আমাকে জাবোলোটাইয়ের (Zabolotye)



নলখাগড়া বেষ্টিত জলাভূমিতে দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যার জন্য এই অবান্তর প্রসঙ্গ টানা হোল। সে রাতে কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। আমি **ফেল্টবুট** পায়ে নিয়ে তাঁবুতে থাকতেই সকালের সূর্যতাপে জলাশয়ের বরফ গলা শুরু হোল। পাড়ের উঁচু জমিতে আমার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। গাড়ির চালক দেভিদভ, যার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছি পুরো গৃহযুদ্ধের সময়টা, বরাবরের মতো অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলো আমি কি শিকার করলাম। কিন্তু নৌকা থেকে নীচে পা দেয়া মাত্রই জলাশয়ের ঠান্ডা পানি আমার ফেল্টবুটের ভেতর ঢুকে পড়ে। গাড়িতে উঠার আগ পর্যন্ত বড়জোর শ'খানেক কদম হাঁটতে গিয়ে আমার পা পুরোদমে ঠান্ডা হয়ে যায়। দেভিদভের পাশে বসে, আমি জুতো খুলে ইঞ্জিনের তাপে পা দু'টো গরম করার চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে ঠাণ্ডা বেশ ভালভাবেই পেয়ে গেছে। আমাকে বিছানায় যেতে হোল। প্রথমে সর্দি জ্বর পরে অজানা অন্যকোন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। ডাক্তাররা হুকুম দিলেন বিছানায়ই থাকতে হবে। এভাবে বাকী শরৎ ও শীতকালটা বিছানাতেই বিশ্রামে কাটলো। তার মানে, ১৯২৩ সনে 'ট্রটস্কিবাদ' নিয়ে যে বাক-বিতন্ডা হয়, তখন আমি ছিলাম অসুস্থ এবং বিছানাগত। বিপ্লব বা যুদ্ধের ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা গেলেও বুনো হাঁস শিকারে শারদীয় শুটিং ভ্রমণের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা একেবারেই অসম্ভব।

(৩)

লেনিনকে শুইয়ে রাখা হোল গোর্কিতে; আমি ছিলাম ক্রেমলিনে। নকলবাজরা চক্রান্তের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিলো। প্রথম দিকে তারা খুব সতর্কভাবে এবং ধীরে ধীরে সচতুরভাবে প্রশংসা করে সাথে তারও বেশী পরিমাণে বিষ ঢেলে দিত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধৈর্যশীল জিনোভিয়েভও সুরক্ষিত উপায়ে তার চারপাশে অপবাদ ছড়াতো। ১৯২৩ সনের ১৫ই ডিসেম্বর পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত দলীয় সম্মেলনে বলছিলেন, 'কমরেড ট্রটস্কির ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও জনসেবা সবার জানা। এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু তারপরও ভুল ভুলই। যখন আমি ভুল করি, দল আমাকে নিয়ে নিয়ে তীব্রভাবে যথেষ্ট টানা হেঁচড়া করে।' ইত্যাদি ইত্যাদি, যাতে একদিকে ভীরু কণ্ঠস্বর বন্যদিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখানো, যা দীর্ঘদিন ধরে চক্রান্তকারীদের একটি লালিত বৈশিষ্ট্য ছিল। যখনই তাদের পায়ের তলায় মাটি শক্ত হয়, এবং আরো পদ দখলের সুযোগ হয়, তখনই তারা আরো বেশী সাহসী হয়ে ওঠে।

মিথ্যা ও কৃত্রিম গল্প ফাঁদা, অলীক কল্পনার জীবন-চরিত রচনা এবং নিয়োজিত নেতাদের খ্যাতিমান করার জন্য রীতিমত বিজ্ঞান সম্মত গবেষণাগার তৈরী করা হয়। অনারারী প্রেসিডিয়ামের গুণগানের সেবায় একটি বিশেষ ছোট গবেষণগার সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত থাকে । লেনিন এবং ট্রটস্কিকে অনারারি প্রেসিডিয়ামে নির্বাচন করার জন্য অক্টোবর থেকেই সব মিটিং-এ রীতি হয়ে দাঁড়ায় । এই দু'নাম যুক্ত হয় প্রতিটি বক্তৃতায়, প্রতিটি রচনায়, কবিতায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোক পুস্তিকায়। এখন নাম দু'টি আলাদা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, অন্তত যান্ত্রিকভাবে, যাতে পরে রাজনৈতিকভাবে একটার বিরুদ্ধে আরেকটাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাগানো যায়। এরপর পলিটব্যুরোর সব সদস্যকে প্রেসিডিয়ামে অন্তর্ভূক্ত করে। অতপর তারা বর্ণমালার ক্রমানুসারে তালিকাভূক্ত করতে শুরু করে। পরবর্তিতে নতুন নেতাদের স্বার্থে বর্ণমালার নিয়ম বাতিল করে উত্তরাধিকার ক্রম কার্যকরি করে। প্রথম স্থান দেয়া হয় জিনোভিয়েভকে; সেখানে পেত্রগাদদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। এক সময় অনারারি প্রেসিডিয়ামের তালিকা থেকে ট্রটস্কির নাম একেবারেই বাদ দেয় হয়। জনতা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এর প্রত্যুত্তরে চেয়ারম্যানকে বাধ্য হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয় যে ভুলক্রমে নামটি বাদ পড়েছে। পত্রিকার রিপোর্টাররা এই বিষয়ে একদম নিশ্চুপ থাকে। পরে প্রথম স্থান দেয়া হয় স্তালিনকে। চেয়ারম্যান রূপে আন্দাজ করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকলেও পত্রিকাগুলো তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়। অনারারী প্রেসিডিয়ামে সাজানো নামগুলোর ক্রমানুসারে পদোন্নতির ধারা তৈরী করা হয়। এই কাজটির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয় 'নেতাদের জনপ্রিয়তা'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে। এটাই ছিল সবচেয়ে অপরিবর্তনশীল এবং সুব্যবস্থিত। ১৯২৪ সনের জানুয়ারীতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে **প্রায়োব্রাজেন্সকি** (Pryeobrazhensky) নকলবাজদের বলেছিলেন:*'হ্যাঁ আমরা নেতাদের প্রতি আনুগত্য এবং জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। তবে, একই সাথে আমরা এক নেতার বদলে বর্তমানে অনুশীলিত স্রেফ নিকৃষ্টতর মানসিক ও নৈতিক গুণের অন্যান্য লোকজনের প্রতি আনুগত্য ও জনপ্রিয়তারও ঘোর বিরোধী।'*



আমার স্ত্রী তার স্মৃতিকথায় লিখেন, 'পলিটব্যুরোতে লেভ ডিভিডোভিচের পলিটব্যুরোর অন্যান্য সদস্যদের সাথে তীব্র লড়াইয়ের দিনগুলো ছিল বড়ই কঠোর/নিষ্ঠুর। তিনি ছিলেন একা এবং অসুস্থ। তাদের সবার সাথে লড়তে হোত। তার অসুস্থতার কারণেবৈঠক আমাদের এপার্টমেন্টেই অনুষ্ঠিত হোত; আমি পাশের বেডরুমে বসে বসে তার বক্তৃতামালা শুনতাম। তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কথা বলতেন; মনে হোত যেন বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি শক্তি হারিয়ে তার 'রক্তক্ষরণ' হচ্ছে। তার কথার উত্তরে হিমশীতল, নিঃস্পৃহ কথাবর্তা শোনা যেত। তাদের উত্তেজিত হওয়ার দরকার হোত না কারণ, তারা কখন কি বলবেন, কিভাবে বলবেন আগে থেকেই ঠিক করে আসতেন। প্রত্যেকটি বৈঠকে এল.ডি.'র দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যেতো; তিনি তার স্টাডিরুম থেকে ঘেমে নেয়ে এসে কাপড়-চোপড় খুলে শুয়ে পড়তেন। তখন তার গায়ের কাপড়গুলো থাকতো বৃষ্টিতে ভেজার মতো সপসপে, তাই শুকোতে দিতে হোত। সে সময় এল.ডি.'র পড়ার

ঘরেই বার বার বৈঠকে বসতো। দিনের বেলায় বৈঠকে এমনই ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতো যে, রাতে আমি দুঃস্বপ্নে সে ঘরের পুরোনো বিবর্ণ কার্পেটটিকে জীবন্ত কালো চিতাবাঘরূপে দেখতাম। পুরোপুরি প্রকাশ্যে যাওয়ার আগের প্রাথমিক পর্যায়ে লড়াইয়ের রূপটা এমনই ছিল।'

পরবর্তিকালে স্তালিনের বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের লড়াইয়ে, চক্রান্তকারীরা নিজেরাই আগেকার চক্রান্তের সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। কারণ এটি ছিল আসল চক্রান্ত। সাতজনের একটি পলিব্যুরো গোপনে গঠন করা হয়; এর মধ্যে আমি ছাড়া অফিসিয়াল পলিটব্যুরোর সবাই ছিল এবং নতুন করে কাইবাইশেভকেও (Kuybyshev) যুক্ত করা হয়, যিনি বর্তমানে সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। সবাই রীতিমত শপথ নিয়ে গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলে এবং সেখানেই তারা আগে-ভাগে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। তারা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করবে না এবং সুযোগ পেলেই আমাকে আক্রমণ করবে। আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংগঠনগুলোতেও এরকম গোপন কেন্দ্র ছিল। তারা খুব সাবধানে মস্কোর 'সাত কুচক্রির'র সাথে যোগাযোগ রাখতো। যোগাযোগের জন্য বিশেষ সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতো। এটি ছিল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত দলের ভেতর সুসংগঠিত একটি অবৈধ উপদল। দলে এবং সরকারে দায়িত্ববান কর্মী নির্বাচনে একমাত্র যোগ্যতাই ছিল ট্রটস্কির বিরোধীতা করা। লেনিনের অসুস্থতার কারণে সৃষ্ট সুদীর্ঘ 'অনায়ককালে' তারা এসব চক্রান্ত নিরলসভাবে করে কিন্তু গোপন রাখে, যেন লেনিন সুস্থ হয়ে আবার ক্ষমতাসীন হলেও এটা অটুট থাকে। চক্রান্তকারীরা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাজ করতো। বিভিন্ন পদের প্রার্থীদেরকে আন্দাজ করতে হোত তার কাছে চক্রান্তকারীদের চাহিদা কি। যারা 'অনুমান' করতে পারতো তারাই মই বেয়ে উপরে উঠত। এই লড়াইয়ের মাধ্যমে এক বিশেষ 'ক্যারিয়ারিজম'(careerism) সৃষ্টি করা হয়, যা পরে নির্লজ্জভাবে 'ট্রটস্কিবাদ-বিরোধী' নাম ধারণ করে। লেনিনের মৃত্যুতে চক্রান্তকারীরা মুক্তি পায় এবং গোপনীয়তার খোলস ছেড়ে সরাসরি খোলা মাঠে আসে। কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো কয়েক ধাপ নিচে নামিয়ে আনা হয়। কোন প্লান্টের পরিচালক, স্থানীয় দলের সেক্রেটারী, রুরাল এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান, বুককিপার, টাইপিস্ট পদে চাকুরী পেতে হলে প্রার্থীকে প্রমাণ করতে হোত যে, সে ট্রটস্কিবাদ বিরোধী; তা না হলে চাকুরী পাওয়া যেত না। দলের যে সব সদস্য এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারা সঙ্গত কারণেই অন্য সবার অগোচরে পেছন থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পরিণত হয়, যা বার বার উদ্ভাসিতও হয়। অন্যদিকে নৈতিক অধপতনের কারণে, প্রথম পাঁচ বছরে যাদেরকে বহিস্কার করা হয়, তারা শুধুমাত্র ট্রটস্কির বিরোধীতা করে পুণরায় পার্টিতে নিজেদের স্থান করে নেয়। ১৯২৩ সনের শেষ দিক থেকে একই কুকর্ম কমিউনিস্ট ইন্টার্নেশনালের দলগুলোতেও শুরু করা হয়। তাদের নেতাদের পদচ্যুত করে তার জায়গায় ট্রটস্কির প্রতি নেতিবাচক মনোভাবাপন্নদের নিয়োজিত করা হয়। এক শক্তিশালী কৃত্রিম সিলেকসনের কাজ শুরু হয়; সবচেয়ে ভালোকে নয়, কুচক্রিদের জন্য যে সবচেয়ে উপযোগী তাকেই নিয়োগ করা হোত। নিয়োগের সাধারণ নীতি হয় স্বাধীনচেতা এবং মেধাবী লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় তোষামোদকারী, ধামাধরা ও ক্ষমতালোভী মাঝারি মানের লোকজনকে নিয়োগ করা। স্তালিন নিজে যে মানের ছিলেন, দলে এবং সরকারে ঠিক অনুরূপ মধ্যম মানের লোকজনের সুপ্রিমেসির যাত্রা শুরু হয়।

[একই দুর্ভাগ্য ১৯৭২ সন থেকে বাংলাদেশেও শুরু হয়, যার জের জাতি এখনও টানছে – অনুবাদক]

৪১। লেনিনের মৃত্যু এবং ক্ষমতার পরিবর্তন

(১)

'আপনি ক্ষমতা হারালেন কিভাবে?' আমি প্রায়ই এ প্রশ্নটির সম্মুখীন হই। বেশীর্ভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্নটি এতই সরলভাবে করা হয় যে, ব্যাপারটি যেন হাত ফস্কে পড়ে যাওয়া রুমাল বা কলম বা নোট বই জাতীয় কিছু। কিন্তু আসলে বিপ্লবীরা ক্ষমতাসীন হয়ে একটা পর্যায়ে যখন হারাতে থাকে, সে শান্তিপূর্ণভাবে হোক আর বিপর্যয়কর নাটকীয়ভাবেই হোক, তখন ঘটনাটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবক্ষয়ের কারণ থাকবেই। এক, হয় বিপ্লবী শাসক চক্রের সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব এবং বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা অথবা স্বয়ং জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার অবনতি। অথবা একই সময় দু'টোই। বিপ্লবের প্রথম পিরিয়ডে পার্টির নেতৃত্ব দেয়া যে গ্রুপটি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসেন, তারা বিপ্লবকে পরিষ্কারভাবে বুঝেন, সঠিক তত্ত্বে সংজ্ঞায়িত করেন এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করেন। ঠিক এ কারণেই তারা দলের নেতা এবং দলের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির নেতা এবং শ্রমিক শ্রেণির মাধ্যমে দেশের নেতা হন। এভাবেই কয়েকজন ব্যক্তি সর্বময় ক্ষমতা কন্দ্রীভূত করার সুযোগ পান। কিন্তু নেতাদের অগোচরে দলের এক স্তরের কর্মী যারা সরাসরি দেশে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাদের চেতনায় বিপ্লবের মূল তত্ত্ব প্রভাব হারাতে থাকে।

স্বয়ং দেশটিতে, বিভিন্ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যেতে থাকে, যেগুলোকে এক করে নামকরণ করা যায় প্রতিক্রিয়া (reaction) বা অধোগতি। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এমনকি দলেও এগুলোর বিস্তার ঘটে বহু মাত্রায়। দলের যে স্তরের কর্মীবৃন্দ ক্ষমতার হাতিয়ার রূপে কাজ করে, তাদের নিজেদের মধ্যে স্বাধীন মত ও লক্ষ্যের সঞ্চার ঘটে। তারা নিজ স্বার্থে বিপ্লবকে তাদের অধস্তন করে ফেলে। এভাবে এক স্বতঃস্ফুর্ত ফাটল প্রক্রিয়া শুরু হয়। একদিকে, যে সব নেতারা শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক লাইন বুঝতেন তারা ক্ষমতার হাতিয়ার রূপে কাজ করা কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশী দূরদর্শী হলেও তাদের মধ্যে বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়। অন্যদিকে কর্মীরা ছিল সংখ্যায় প্রচুর, বিষমজাতীয় এবং পরিচালনায় দুঃসাধ্য রকমের ভারী; তারা নিজেরাই মধ্যমানের কমিউনিস্টদের খুব সহজে শুষে নিতে সক্ষম। প্রথমে এই ফাটলের চরিত্র ছিল রাজনৈতিকের চেয়ে বেশী মনস্তাত্ত্বিক। তাদের মনের মধ্যে অতীতটা ছিল তরতাজা। অক্টোবর বিপ্লবের শ্লোগান তাদের মগজ ধোলাই করে অতীতকে ভোলাতে পারেনি। বিপ্লবের প্রথম পিরিয়ডে নেতাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল বেশ শক্তিশালী। কিন্তু অতীত ট্র্যাডিশনাল ফরমের আড়ালে শীঘ্রই ভিন্ন মানসিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিত ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকে। জনগণ নিত্যদিনের রুটিনে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে পড়ে। পুরনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিস্থাপক রূপে নতুন পদ্ধতি কাজ করার বদলে নতুন মানসিকতা নিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে । অনেকের চোখে সাময়িক পরিস্থিতিই চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে শুরু করে । এভাবে দলে এক নতুন ধারা বিকশিত হতে থাকে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বিপ্লবীরাও আর দশজনের মতোই বিভিন্ন সামাজিক উপাদানে গঠিত। তবে তাদের অবশ্যই কিছু ব্যক্তিগত গুণ থাকে যা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তারা যে নির্দিষ্ট গ্রুপের বাসিন্দা, ঐতিহাসিক বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তার থেকে নিজেদের আলাদা হয়ে পড়ে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাহচর্য ও সংসর্গ, তত্ত্ব চর্চা, একটি নির্দিষ্ট পতাকাতলে সংগ্রাম করা, যৌথ নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিপদের অনলে পুড়ে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন, এই বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে ধীরে ধীরে একজন ব্যক্তিকে বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরূপে বিবেচিত করে। বিধিসম্মতভাবেই বলা যায় মেনশিভকদের তুলনায় বলশেভিকরা মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপ্লবী

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধু বাহ্যিক চেহারা দেখেই বলশেভিক ও মেনশেভিককে আলাদা করে চিনতে পারতেন তবে সামান্য ভুল হতেও পারে।

তার মানে এই নয় একজন যে বলশভিকরা সবকিছুতেই সবসময় বলশেভিকের মতো কাজ করে। ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি, দূর্বলতাসহ যে মানব প্রকৃতি তার ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঢুকানো, একে চেতনায় প্রাধান্য দেয়া এবং ইন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে সমন্বয় করানোর কাজটি রপ্ত করতে পেরেছিল মাত্র গুটি কয়েকজন, সবাই পারেনি। শ্রমজীবী-কর্মজীবী জনগণের মধ্যে একটি বিকল্প শ্রেণিগত প্রকৃতি থাকে যা সংকটকালে উচ্চ সংবেদনশীলতায় পৌঁছে। বহু বিপ্লবী কর্মী শ্রমজীবী-কর্মজীবী পেশা থেকে দলে এবং সরকারে আসেন। তাদের জন্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আলাদা অবস্থান নির্ধারিত হয়। এ কারণে তাদের শ্রেণিগত প্রকৃতি উবে যায় এবং তারা নিজ শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে তাদের তাত্ত্বিক দৃঢ়তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তারা অখন্ডভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সাথে মিশে যেতে পারেনি। তাদের মন-মানসিকতা রয়ে যায় অরক্ষিত ভাসমান স্তরে। ফলে, পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত এবং বৈরি মতাদর্শিক প্রভাব তাদের ভেতর সহজেই অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়।

গোপন লড়াই, গণ-অভ্যুত্থান এবং গৃহযুদ্ধকালীন দিনগুলোতে, এ ধরণের লোকগুলো ছিল স্রেফ সাধারণ সৈনিক। তাদের স্নায়ুর উপর চেপে ছিল একটিমাত্র তার এবং সে তার দলের সুরকণ্টকের (tuning-fork) সঙ্গে সুর মিলাতো। কিন্তু যখন স্নায়ুচাপ শিথিল হলো এবং বিপ্লবের যাযাবররা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেল, তখন পথের মানুষের চরিত্রগত-বৈশিষ্ট্য, অনুকম্পা বা সহানুভূতি এবং আমলার আত্মতুষ্টি লাভের স্বাদ তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

বহুবার আমি একান্তে কালিনিন, ভরোশিলভ, স্তালিন বা রাইকভের বিভিন্ন মন্তব্য শুনে অবাক বিস্ময়ে বিপদ সংকেত টের পেয়েছি। এসব চিন্তা ও রুচী তাদের মধ্যে কোথা থেকে আসে ? কোন কুপ থেকে এর আকস্মিক উদ্গীরন ঘটে ? – আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি। আমি যখন কোন মিটিংএ আসতাম দেখতাম বিভিন্ন গ্রুপ আলাপ চারিতায় মগ্ন। কিন্তু প্রায়ই দেখতাম আমার উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই তারা চুপ হয়ে যেত। তাদের এসব আলাপচারিতা আমার বিরুদ্ধে ছিল না কিংবা দলীয় নীতির বিরুদ্ধেও না। কিন্তু তারা এ নৈতিক শৈথিল্য, আত্মশ্লাঘা এবং মামুলি গাল-গপ্পের মনোভাব দেখাতো। লোকজন তাদের মনের এসব নতুন মতিগতি একে অন্যের কাছে প্রকাশ করে তৃপ্তি পাবার তীব্র বাসনা অনুভব করতো। এসব খোশমেজাজী গাল-গপ্পের মধ্যে থাকতো সংস্কৃতি বিবর্জিত অসভ্যতা ও অশ্লীলতা। তারা এসব করে খ্যাতিমান হওয়ার চেষ্টা করতো। এ যাবত তারা উপলব্ধি করে আসছিলো যে লেনিন বা আমার উপস্থিতিতে এমনকি একে অন্যের সামনে এসব কথাবার্তা বলা অনুচিত। মাঝে-মধ্যে অশিষ্ট কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবে এসে যেতো। যেমন স্তালিনের কাছ থেকে এলে – লেনিন তার কাগজ থেকে মাথা না তুলেই চারদিক চোখ ঘুরিয়ে তাকাতেন, যেন এ মন্তব্য করে বিরক্তিকর সৃষ্টি করেছে এমত কাউকে তিনি খুঁজছেন। এ ধরণের ক্ষেত্রে দ্রুত চোখ পাকানো বা কণ্ঠস্বর কিঞ্চিত চড়িয়ে দেয়াই যথেষ্ট হতো। এসব মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নে আমাদের দু'জনের মধ্যে ঐকমত্য ও সংহতি ছিল প্রশ্নাতীত।

নতুন শাসকরা নতুন জীবনে যে সব আমোদ-প্রমোদ বা মজাদার অনুষ্ঠান উপভোগ করতো বা মনোরঞ্জন পছন্দ করতো আমি সেসবে যেতাম না। তার কারণ এগুলো আমার কাছে একঘেঁয়ে মনে হতো। নিজের ওপর একঘেয়েমি চাপানো আমার ভালো লাগতো না। একে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে না যাওয়া, নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যালে নাচে অংশ না নেয়া, ড্রিংকিং-পার্টিতে যোগ না দেয়া প্রভৃতি কঠোরভাবে নিন্দিত হলেও, এসবের প্রতি কখনো আমার আকর্ষণ ছিল না। নতুন শাসকগোষ্ঠী অনুভব করতো যে এ ধরণের জীবন-যাত্রায় আমি অভ্যস্ত নই।

এজন্য তারা আমাকে এসব দিয়ে জয় বা খুশী করার চেষ্টাও কখনো করেনি। এ কারণে বিভিন্ন গ্রুপের আড্ডা আমার উপস্থিতিতে থেমে যেত কিংবা লজ্জা পেয়ে তাড়াহুড়ো করে শেষ করতো। একারণে খানিকটা আমার উপর বিরক্তও হতো। আপনাদের পছন্দ হবে কিনা জানিনা, তবে আমার মনে হয় এগুলোই ছিল আমার ক্ষমতা হারাবার সাংকেতিক কারণ।

আমি এখানে বিষয়টির সামাজিক পরিবর্তনের দিকে না গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। তবে এর সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বও আছে। চূড়ান্ত বিবেচনায় বিপ্লবী সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলনই সরাসরি বিরুদ্ধ ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরের ঘটনাবলী খুব ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ায় অতি সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনকে সহজ উঁচু স্তরে নিয়ে যায়। এই পরস্পর বিপরীতধর্মী মনোভাব জনগণের কাছে প্রকাশ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এর সঙ্গে আরো যোগ করা যায় যে, তাদের নতুন হাব-ভাব দীর্ঘদিন থেকেই সনাতনী ফর্মুলার ছদ্মবেশে ঢাকা ছিল। এ কারনে তারা কতখানি স্থান দখল করতে পেরেছে তা নির্ধারণ করা বেশ জটিল ছিল। আঠারো শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে সংঘটিত থার্মিডর ষড়যন্ত্রে বিপ্লব চলাকালেই ষড়যন্ত্রকারীরা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছিল। তাই তারা অতর্কিতে আঘাত হানে এবং রক্তক্ষয়ী পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে। সে তুলনায় আমাদের থার্মিডর ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হতে লম্বা সময় নেয়। গিলোটিনের বিকল্প হিসেবে অন্তত কিছুদিন চক্রান্ত করোর সুযোগ পায়। তারা মূল দলকে তাদের মতাদর্শ অনুসারে পুনরায় সাজাবার পরিকল্পনা নেয়। পরিবর্তনের উপায় হিসেবে দলের অতীত অবদানকে পদ্ধতিগতভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে লিপ্ত হয়। লেনিনের অসুস্থতা এবং নেতৃত্বে ফিরে আসার প্রত্যাশা অস্থায়ী পরিস্থিতিকে দু'বছরেরও বেশী প্রলম্বিত করে। যদি বিপ্লব মানে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়, তবে কালক্ষেপণে পরিস্থিতি বিপক্ষদের হাতে চলে যায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একের পর এক বিপ্লবী শক্তির পরাজয় এবং অনিশ্চিত কালক্ষেপণ আমার এবং আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কারবাদী স্তালিনের আমলাতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তিশালী করে তোলে।

ঠিক এই মনস্তাত্ত্বিক উৎস থেকেই সংস্কৃতি বর্জিত একান্ত বিষয়ী চিন্তার প্রলোভনে পড়ে বোকা লোকগুলো অজ্ঞতা বশত স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বের পিছু নেয়। মদ গিলে বা ব্যালে নৃত্য থেকে ফেরার পথে আত্মতৃপ্তিতে গাল-গপ্প করতে গিয়ে একজন আরেকজনকে বলতো: 'তিনি স্থায়ী বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না।' এর সাথে যুক্ত করতো বাকি সব অভিযোগ– আমার অসামাজিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আভিজাত্যবোধ ইত্যাদি। 'সবসময় কেবল বিপ্লবের জন্যই সবকিছু নয়, নিজের জন্যও কিছু করা উচিত', এই সেন্টিমেন্টকে তারা ভাষান্তর করলো, 'স্থায়ী বিপ্লব ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।' লোকগুলো 'ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই' এর ব্যানার নিয়ে মূলত মার্ক্সবাদের নির্ভুল তাত্ত্বিক চাহিদা এবং বিপ্লবের নির্ভুল রাজনৈতিক চাহিদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এভাবেই এই ব্যানারের আড়ালে একান্ত বিষয়ী বলশেভিক কর্মীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগুতে থাকে। এ কারণেই আমি ক্ষমতা হারাই। এবং এটাই ক্ষমতা হারানোর কাঠামো তৈরি করে।

আগে বলেছিলাম যে লেনিন তার মৃত্যু-শয্যা থেকেই স্তালিন এবং তার সহযোগী জার্জিন্সকি এবং অর্ধনিকিজ্বকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। লেনিন জার্জিন্সকিকে খুব দাম দিতেন কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ত মনে করতেন না। জার্জিন্সকি যখন এটা টের পান তখন থেকেই বিচ্ছেদ শুরু হয়। সেই থেকে তিনি স্তালিনের সাথে হাত মেলান। তখন লেনিন স্তালিনের সঙ্গী হিসেবে তাকেও আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেন। অর্ধনিকিজ্বের গভর্নর জেনারেলের কাজের ধরণ দেখে লেনিন তাকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। এমদিভানিকে (Mdivani) উদ্দেশ্য করে লেখা লেনিনের নোট পেয়ে জর্জিয় বলশেভিকরা স্তালিন, জার্জিন্সকি এবং অর্ধনিকিজ্বের বিরুদ্ধে নেয়া ব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

স্তালিনের উপদল যে ষড়যন্ত্র করে তার ফলে পার্টিতে চারজনের ভাগ্য খুব স্পষ্টভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর জার্জিন্সকিকে সুপ্রিম ইকনোমিক কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, তার মানে তিনি সকল রাষ্ট্রিয় শিল্প-কারখানার দায়িত্ব পেলেন। অর্ধনিকিজ্ব হলেন সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশনের প্রধান, যাকে দল থেকে বহিস্কার করার কথা। স্তালিন কেবল লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদকই রইলেন না, দলের কর্মীরা তাকে সর্বময় ক্ষমতা দিল, যা এর আগে কখনো শোনা যায়নি। সবশেষে, বুদু এমদিভানিকে পাঠানো হয় তবলস্ক জেলে, কারণ তিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে লেনিনকে সমর্থন দেন। দল পরিচালনার সাথে জড়িত কর্মীদের মধ্য থেকে সম-মনাদের নিয়ে রি-গ্রুপিং করা হয়। একই রূপে ইন্টার্নেশনালের দলগুলোকেও নতুনভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হলো। নকলনবিশ অন্ধভক্তরা কেবল লেনিনের সুদূর প্রসারী গভীর তত্ত্ব থেকেই নয়, দলের সাংগঠনিক কাঠামোকেও ব্যাপকভাবে ওলট-পালট করে দিয়ে চিরতরে আলাদা হয়ে গেল ।

এই ওলট-পালটের প্রধান চালকযন্ত্র হিসেবে কাজ করেন স্তালিন। তার ছিল অসাধারণ প্রয়োগবুদ্ধি, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রচন্ড ধৈর্য্য। তার রাজনৈতিক দিগন্ত ছিল সীমিত, তাত্ত্বিক সরঞ্জাম ছিল সেকেলে। তার The Foundations of Leninism (লেনিনবাদের ভিত্তি) শীর্ষক সংকলন বইয়ে তিনি দলের তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখাতে চেষ্টা করেন। পুরো বইটি নবাগত ছাত্রের মতো ভুলে ভরা। বিদেশী ভাষা না জানার কারণে অন্য দেশের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল পরনির্ভর। তার মন ছিল সৃজনশীল চিন্তা ও কল্পনাবর্জিত একরোখা অভিজ্ঞতা নির্ভর। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছাড়া তাকে কেউ খুব একটা চিনত না। তাকে মনে করা হতো কপালের জোরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির কর্মী হওয়ার উপযোগী।



বাস্তবে তিনি প্রথম সারির নেতার ভূমিকায়। এর অর্থ দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে রাজনীতিতে ধ্বস নামার প্রবণতার শুরু। বহুকাল আগে হেলভেটিয়াস (Helvetius) বলেছিলেন: 'প্রত্যেক যুগেই যুগোপযোগী মহৎ ব্যক্তি থাকেন। তার অভাব বা ঘাটতি দেখা দিলে স্বয়ং যুগই তাদের খুঁজে নেয়।' এ অর্থে বলতে হয় স্তালিনের শাসন বিপ্লবের অবক্ষয়ের সময় নৈর্ব্যক্তিক ক্রিয়াশীল যন্ত্রের এক স্বয়ংক্রিয় কর্ম বই কিছু নয়।

(২)

১৯২৪ সনের ২১শে জানুয়ারি লেনিন মারা যান। মৃত্যু তাকে স্রেফ দৈহিক এবং নৈতিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। তিনি অসহ্য অপমানে জর্জরিত হয়েছিলেন। পুরোপুরি সজ্ঞান ও সচেতন অবস্থায় বাকশক্তি হারিয়ে খুবই অসহায় বোধ করছিলেন। তিনি ডাক্তারদের সমবেদনার কণ্ঠস্বর, গতানুগতিক রসিকতা এবং মিথ্যা আশ্বাসের প্রতি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। যতদিন তিনি কথা বলতে পেরেছেন, হঠাৎ হঠাৎ ডাক্তারদের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করতেন; তাদেরকে অসাবধান অবস্থায় দ্বন্দ্বে ফেলে দিতেন; বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য চাপ দিতেন; এবং কখনো কখনো নিজেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইয়ে নিমজ্জিত হতেন, অন্য সবখানের মতো, এখানেও তিনি স্পষ্ট উত্তর খোঁজার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করতেন। ডাক্তারদের মধ্যে শুধুমাত্র ফিয়দর আলেক্সান্দ্রোভিচ গুতিয়েরকেই তিনি সহ্য করতেন। একজন ভালো চিকিৎসক, ভালো মানুষ, চরিত্রের দিক থেকে নিস্কলংক অমাত্য হিসেবে গুতিয়ের লেনিন এবং ক্রুপস্কায়ার স্নেহধন্য ছিলেন। যখন কোন ডাক্তারকেই লেনিন কাছে ঘেঁষতে দিতেন না, তখন কেবল গুতিয়েরই কাছে যেতে পারতেন। বিপ্লবের সময় সবকটা বছর গুতিয়ের আমারও পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তাকে অনেক ধন্যবাদ যে ভ্লাদিমির ইলিচের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার মাধ্যমে আমরা সবসময় বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংবাদ পেতাম। এটাই নৈর্ব্যক্তিক অফিসিয়াল বুলেটিন হিসেবে সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো।

একাধিকবার আমি গুতিয়েরকে জিজ্ঞেস করতাম, স্বাস্থ্য সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষমতা ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারছেন কিনা। গুতিয়ের খুব কষ্টের সাথে বলতেন: 'ক্লান্তি ও অবসাদের প্রবণতা বাড়বে, পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে পারবেন না ততোটা। তবে পন্ডিত সব সময় পন্ডিতই থাকেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ মিলে প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্রেনস্ট্রোকের মধ্যবর্তি সময় লেখা লেনিনের চিঠিতে। পলিটব্যুরোর বৈঠকের শেষ দিকে এসে লেনিন একজন ক্লান্ত নিরাশাগ্রস্ত মানুষের মতো হয়ে যেতেন। তার মুখের মাংসপেশী বেঁকে যেত, চোখের দীপ্তি উবে যেত এবং এমনকি তার দুর্জয় ও ভীতিকর কপালও যেন কুঁচকে যেত, সাথে সাথে কাঁধও ভীষণভাবে নীচের দিকে ঝুঁকে যেত। তার মুখের ভাব এবং সমস্ত দেহ এমন হয়ে যেত যাকে এক কথায় বলা যায়: ক্লান্তি। অত্যন্ত বিবর্ণ ও অসুস্থ মুহূর্তে লেনিনকে আমার মনে হতো এতজন দণ্ডপ্রাপ্ত বিপর্যস্ত মানুষ। তবে রাতে ভালভাবে বিশ্রাম ও ঘুমিয়ে নেয়ার পর চিন্তাশক্তি আবার সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠতো। দুই স্ট্রোকের মাঝখানে তিনি যে ক'টি প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলো তার অনবদ্য শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে গণ্য। স্রোতের উৎস একই কিন্তু প্রবাহ ক্রমশ ধীর হয়ে আসছিলো। এমনকি দ্বিতীয়বার স্ট্রোকের পরও গুতিয়ের আশা ছাড়েননি। তবে তার প্রতিবেদনগুলো ক্রমশ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পড়ে। অসুস্থতা থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। প্রকৃতির অন্ধ শক্তিগুলো অসুস্থ মানুষটিকে নিষ্করুণভাবে ক্রমশ ডুবিয়ে নিচ্ছিল এক অকর্মণ্য অবস্থায়। সেখান থেকে তিনি আর উঠে আসতে পারেননি। লেনিন অক্ষম অবস্থায় বাঁচেননি এবং বাঁচা উচিতও ছিল না। কিন্তু তখনও আমরা তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশা ছাড়িনি।

ইতোমধ্যে আমার নিজের অসুস্থতাও প্রলম্বিত হতে থাকলো। এন.আই. সেদোভা লিখেন:

'ডাক্তারদের চাপাচাপিতে এল.ডি. দেশে ফিরলেন। গুতিয়ের তাকে দেখতেন যে কারণে তাকে পছন্দ করতেন। রাজনীতির প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য এত গভীর কষ্ট অনুভব করতেন যে সমবেদনা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেতেন না। এল.ডিকে যে মানসিক যন্ত্রণা দেয়া হোত তা তাকে অপ্রস্তুত করে তুলতো। তিনি এর কারণ বুঝতেন না, তাই অপেক্ষা করতেন ও দুঃখ পেতেন। আর্কেনজেলোস্কয়ে তিনি আমাকে আবেগ পরায়ণ হয়ে বললেন যে এল.ডি. কে অবিলম্বে সুখুমে (Sukhum) নিয়ে যাওয়া দরকার। আমরা যাওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ভ্রমণটা ছিল লম্বা– বাকু, তিফ্লিস এবং বাটাম হয়ে যেতে হয়েছিল। চলার পথ বরফাচ্ছাদিত হওয়ায় ভ্রমণ আরো লম্বা হয়ে যায়। তবে ভ্রমণটা তার স্বাস্থ্যের ওপর উপশমের প্রলেপ দেয়। মস্কো থেকে আমরা যতই দূরে যেতে থাকি ততই আমাদের মানসিক চাপ কমতে থাকে। এটা আমরা দেরীতে বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনুভব করতাম যে আমি একজন অসুস্থ মানুষকে সঙ্গ দিচ্ছি। অনিশ্চয়তা আমার ধৈর্যে বাধ সাধতো: কি ধরনের জীবন-যাপন হবে ? সেখানে কি আমরা বন্ধু পাবো, না কি শত্রু ?'

সুখুম যাবার পথে ২১শে জানুয়ারী আমরা তিফ্লিস স্টেশনে পৌঁছলাম। আমি আমার অর্ধেক কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহৃত গাড়িতে সস্ত্রীক বসেছিলাম। আমার গায়ে তীব্র জ্বর, তখন এমনই হতো। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। আমার বিশ্বস্ত সহকারী এবং সঙ্গী সায়ারমুক্স ভেতরে ঢুকলো। সে তার মতো করে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাতে একটি কাগজ এগিয়ে দিল। এটি সংকেত উদ্ঘাটন করা একটি টেলিগ্রাম। আমি এক বিপর্যয়কর অবস্থা টের পেলাম। স্তালিন পাঠিয়েছেন আমাকে। খবর লেনিন আর নেই। আমি আমার স্ত্রীকে দিলাম। তিনি এরই মধ্যে বিষয়টা অনুমান করতে পেরেছেন।

তিফ্লিস কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই একই ধরণের টেলিগ্রাম পায়। লেনিনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আমি সরাসরি টেলিফোনে ক্রেমলিনকে পাই। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে বলা হয়: 'শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, এ সময়ের মধ্যে আপনার ফেরা অসম্ভব তাই আমাদের পরামর্শ আপনি আপনার চিকিৎসা চালিয়ে যান।' এরপর আমার আর করার কিছু থাকে না। বস্তুত তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান হয় রোববারে। এ সময়ের মধ্যে আমি মস্কো ফিরতে পারতাম। অবিশ্বাস্য যে, এমনকি তার শেষ-কৃত্যের দিন-তারিখ জানাতেও আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। চক্রান্তকারীরা সঠিকভাবেই আন্দাজ করেছিল যে, আমি কখনো এটাকে যাচাই করতে যাব না এবং পরবর্তিতে তারা সবসময় কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা দিত। স্মরণ করা যেতে পারে

যে, লেনিনের প্রথমবার অসুস্থতার কথাও আমাকে তিনদিন পর জানানো হয়। এ-ই ছিল তাদের পদ্ধতি। পরিস্থিতি তাদের পক্ষে নেয়ার জন্য এ পদ্ধতিতে কালক্ষেপণ করে।

তিফ্লিসের কমরেডরা এসে দাবী জানালেন আমি এখনি যেন লেনিনের মৃত্যু নিয়ে কিছু লিখি। কিন্তু আমার একান্ত জরুরী ইচ্ছা– একটু একা থাকতে চাই। কলম তুলে হাতে নেয়ার মতো শক্তিও পাচ্ছিলাম না। মস্কো থেকে পাওয়া সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামের বাণীগুলো আমার মাথায় কেবলই ঘরুপাক খাচ্ছিলো। যারা ট্রেনের চারপাশে জামায়েত হন তারা একটা উত্তরের অপেক্ষা রত। তারাতো সঠিক। আধাঘন্টা ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আমি শোকবাণী লিখি : 'লেনিন চলে গেছেন। আর আসবেন না।' আমার হাতে লেখা লাইন ক'টি সরাসরি তারে পাঠানো হয়।

আমার স্ত্রী লিখলেন, *'আমরা ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় এসে পৌঁছলাম। এই প্রথম আমরা সুখুম দেখি। থোকায় থোকায় হলুদ মিমোসা (mimosa) ফুল ফুটেছে। চারিদিকে মিষ্টি গন্ধের সৌরভ। চমৎকার পাম ও ক্যামেলিয়া। জানুয়ারী মাস; মস্কোতে তখন তীব্র শীত। আমাদের পৌঁছা মাত্রই আভাজিয়রা (Abhazians) এসে সাদর সম্ভাষণ জানায়। রেস্ট হাউজের ডাইনিং রুমের দেয়ালে দু'টো প্রতিকৃতি টাঙ্গানো, একটি কালো পর্দায় ঢাকা ভ্লাদিমির ইলিচের, আরেকটি এল.ডি'র। শেষেরটি নামিয়ে ফেলতে চেয়েও ভাবলাম এটা খুব আবেগোচ্ছলতার প্রকাশ হবে।'*



সুখুমে আমি বহুদিন কাটিয়েছি বারান্দায় শুয়ে সাগরের দিকে মুখ করে। জানুয়ারী মাস, সুর্যটা ছিল বেশ উজ্জ্বল এবং উষ্ণ। বারান্দা এবং জ্বলজ্বলে সমুদ্রের মাঝখানে প্রচুর পামের সারি। উষ্ণ তাপমাত্রা আর লেনিনের মৃত্যুচিন্তা মিলেমিশে আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমার বিগত জীবনের প্রতিটি ধাপ একে একে এসে মনের মধ্যে ভীড় করে: লেনিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত, বৈঠক, আলোচনা-সমালোচনা, ঐকমত্য ও দ্বিমত, তর্ক-বিতর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সাহচর্য ইত্যাদি।

প্রতিটি উপাখ্যান স্বপ্নের মতো একে একে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এগুলো ধীরে ধীরে জমে একটি রূপ ধারণ করল। আমি অবাক হয়ে সে সব 'অন্ধভক্ত'দের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম যারা লেনিনের ছোট-খাট দিকগুলোই কেবল দেখেছেন, বড়টা দেখতে পাননি। আমি সাগরের নির্মল বায়ু সেবন করতে করতে সমগ্র অস্তিত্বে এক মহাজাগরণ টের পেলাম। আমার ঐতিহাসিক অধিকার আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, এসব নকলবাজ কুচক্রিদের বিরুদ্ধে আমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

২৭শে জানুয়ারী ১৯২৪। নীল আকাশের নীচে ঝলমলে রোদে স্নাত পাম-বীথি আর সাগর জলের ওপর নীরবতা রাজত্ব করছিল। তারই মধ্যে হঠাৎ গর্জে ওঠে গোলন্দাজের তোপধ্বনি। সমুদ্রতীরের কাছাকাছি কোথাও কামান দাগানো হচ্ছিল। এটা প্রয়াত নেতার প্রতি সুখুমের স্যালুট। তখন মস্কোতে লেনিনের শেষকৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম সেই মহীয়সী নারী নাদেজ্‌দা কন্সতান্তিনোভা ক্রুপস্কায়ার কথা যিনি এতগুলো বছর তার জীবনসঙ্গীকে মর্ত্য সংসারে গভীর মমতায় জড়িয়ে রেখেছিলেন। এখন শেষ বিদায় জানাচ্ছেন। শোক-সন্তপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকেও তিনি একা। সবার শোক-সন্তাপ থেকে তার কষ্ট আলাদা। আমার বর্তমান অবস্থান থেকেই আমি তাকে দু'টো সমবেদনার কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। এই পর্বত-সম মৃত্যু তুলনায় শব্দগুলো এতই হালকা বোধ হচ্ছিল যে ধরতে পারিনি। বার বার আশংকা হচ্ছিল, শেষে না, তা গতানুগতিক শব্দ-বানের মতো ঠেকে। অল্প ক'দিন পর নাদেজ্‌দা কন্সতান্তিনোভার একটি চিঠি পেয়ে তাই কৃতজ্ঞতাবোধে কাঁপছিলাম। তিনি লিখেছিলেন:

" প্রিয় লেভ ডেভিডোভিচ,

আপনাকে এই কথাটা জানানোর তীব্র ইচ্ছা অনুভব করছি। মৃত্যুর প্রায় একমাস আগে ভ্লাদিমির ইলিচ আপনার বই পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে থামলেন। ওখানে লেখা ছিল মার্ক্স এবং লেনিনের চিন্তার ঐক্য সম্পর্কে। তিনি আমাকে ঐ

বিশেষ অংশটি বারবার পড়তে বললেন। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং নিজেও লেখাগুলোর প্রতি বার বার চোখ বুলাচ্ছিলেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় আপনাকে জানাতে চাই, সাইবেরিয়া থেকে আপনি যখন লন্ডনে আমাদের কাছে আসেন, তখন ভি.আই. আপনার প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেই একই মনোভাব পোষণ করে গেছেন। লেভ ডেভিডোভিচ, আমি আপনার সুস্থতা ও সু-স্বাস্থ্য কামনা করি এবং আপনার প্রতি রইল আমার উষ্ণ আলিঙ্গন।
এন.ক্রুপস্কায়া।"

মৃত্যুর পূর্বে যে বইটির ওপর ভ্লাদিমির ইলিচের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, সেটিতে আমি মার্ক্সের সাথে তার নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করি। মার্ক্সের প্রতি লেনিনের মনোভাব সম্বন্ধে আমি খুব ভালো জানতাম। সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও গুরুর প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতা ভরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল খুবই অবাক করার মতো। এই গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে, ইতিহাসের গতিপথে এসে লেনিনই হলেন মার্ক্সের অগ্রদূত এবং প্রথম উপলব্ধিকারক। মার্ক্স এবং লেনিন, দু'জন ঐতিহাসিকভাবে এতই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং তারপরও পরস্পর থেকে এতই আলাদা যে, আমার কাছে মনে হতো দু'টি মানুষের স্পিরিচুয়াল ক্ষমতা দু'টি অনতিক্রম্য পর্বত চূড়া। আমার রচনায় আমি তাদের নৈকট্য আর দূরত্বের রসাস্বাদনের চেষ্টা করি। লেনিন মৃত্যুর সামান্য পূর্বে আমার এই লাইন ক'টি মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং সম্ভবত আবেগ দিয়ে উপভোগও করেন। এটা ভেবে আমি আনন্দে উদ্বেলিত। কারণ তার কাছে এবং আমার কাছে তো বটেই, মার্ক্স এত বিশাল পরিমাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তা পরিমাপ করার কোন উপায় নেই।

এখন আমিও ক্রুপস্কায়ার চিঠিটি আবেগপ্রবণ হয়েই পড়ি। তিনি আমার সঙ্গে লেনিনের দু'টো পরম সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তার একটি ১৯০২ সনের আক্টোবরে যখন আমি সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে লন্ডন গিয়ে খুব ভোরে তাকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি। এবং আরেকটি ১৯২৩ সনের ডিসেম্বরের শেষে যখন লেনিন তার জীবন-কর্ম নিয়ে আমার লেখা বারবার পড়েন। এই দুটি পয়েন্টের মাঝখানে দু'যুগের ব্যবধান। প্রথমে আমি তার সঙ্গে কাজে যোগ দেই, তিক্ত মতাদর্শিক সংগ্রামে জড়িয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং পরে এক উন্নততর সমাজ ও রাজনীতির ঐতিহাসিক ভিত রচনায় আবার দু'জনে একসঙ্গে যুক্ত হই। হেগেলের পরিভাষায় যাকে বলে: তত্ত্বের প্রতিপাদ্য, বৈপরিত্য এবং সংশ্লেষণ। দীর্ঘকালের তত্ত্বগত বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও আমার প্রতি লেনিনের মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করছেন এখন ক্রুপস্কায়া। অর্থাৎ এক সময় লন্ডনে তার প্রতি আমার আন্তরিক সমর্থন এবং দু'জনের বন্ধুসুলভ দরদ ও সহানুভূতি এখন এক বিশালতর ঐতিহাসিক সমতল ক্ষেত্র। এখন যদি আর কিছু না-ও থাকে, ইতিহাসের বিচারে লেনিনের মৃত্যুর অল্প ক'দিন পর ক্রুপস্কায়ার লেখা এই ছোট নোটটির গুরুত্ব প্রতারকদের লেখা গাদাগাদা সমস্ত বইয়ের পাতার অক্ষরগুলোর চেয়ে অনেক বেশী।

'বরফ আর তুষারের কারণে অনেক দেরীতে আমরা পত্রিকা পেতাম। পত্রিকায় থাকতো লেনিনের স্মরণে বক্তৃতা, শোকবার্তা এবং প্রবন্ধাদি। আমাদের বন্ধুরা আশা করেছিলেন এল.ডি. মস্কো আসবেন। তারা ভেবেছিলেন তিনি তার সফর সংক্ষিপ্ত করে শীঘ্রই ফিরবেন। কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি যে, স্তালিনের টেলিগ্রাফ তার আগমন স্থগিত করেছে। আমার মনে পড়ে সুখুমে লেখা আমার ছেলের চিঠি। সে ঠান্ডা লাগার কষ্টে ভুগছিল। তবুও শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে হল অব কলামে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের আসার অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে। পরে অধৈর্য হয়ে চিঠি লেখে। সে যে কি পরিমাণ হতভম্ব হয় এবং সংশয়াকুল অবস্থায় অপমান বোধ করে চিঠি লেখে, তা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন।'

এই অংশটি আমার স্ত্রীর ডায়েরির নোট থেকে উধৃত করা হলো।

চার সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রতিনিধিদল সুখুমে আমার কাছে এলেন। এ দলে ছিলেন টম্স্কি, ফ্রাঞ্জ, প্যাতাকভ এবং গাসিয়েভ। তারা সমর বিভাগের (War Department) কর্মীদের বদলি করার জন্য আমার সাথে সমন্বয় করতে এসেছেন। এটা ছিল স্রেফ একটা প্রহসন। আমার অগোচরে বেশ কিছুদিন থেকে

সমর বিভাগের কর্মীদের পুরোদমে অদল-বদল করা হচ্ছিল। এখন এ বিষয় নিয়ে তারা আমার কাছে এসেছেন লোক দেখানো সৌজন্য বজায় রাখতে।

সমর বিভাগের প্রথম আঘাত এল স্কায়ান্সকির (Ephraim Markovich Sklyansky) ওপর। স্তালিন প্রথমেই তার ওপর প্রতিশোধ নিল। কারণ দক্ষিণ রণাঙ্গনে ব্যর্থতা এবং এলভবের (Lvov) ওপর তার দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য স্তালিনকে জারিত্সিন (Tsaritsin) থেকে বাদ দেয়া। উঁচু মার্গের চক্রান্ত সাপের মতোই লালন করা হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে। প্রথমে স্কায়ান্সকিকে এবং পরে আমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য এক উচ্চাভিলাষী মেধাহীন চক্রান্তকারী, উনস্লিস্টকে (Unschlicht) সমর বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয় কয়েক মাস আগে। স্কায়ান্সকিকে বাদ দিয়ে তার স্থলে ফ্রাঞ্জকে নিয়োজিত করা হয়। তিনি তখন য়ুক্রাইন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। ফ্রাঞ্জ একজন রাশভারী ব্যক্তি; অতীতে সাইবেরিয়াতে কঠোর সশ্রম নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন। এজন্য পার্টিতে তার কর্তৃত্ব ছিল স্কায়ান্সকি থেকে অনেক বেশী। তদুপরি যুদ্ধের সময় তার সামরিক নেতৃত্ব ছিল তর্কাতীত। কিন্তু সামরিক প্রশাসক রূপে তার চেয়ে স্কায়ান্স্কি ছিলেন অনেক ভালো। বিমূর্ত চক্রান্ত বোঝার মতো তীক্ষ্নবুদ্ধি ফ্রাঞ্জের ছিল না। জটিল মানব চরিত্র বোঝার মতো বিচক্ষণতাও তার ছিল না। তাই খুব সহজেই দ্বিতীয় সারির এক্সপার্টদের প্রভাবের কাছে ফ্রাঞ্জ বশীভূত হয়ে গেলেন।

কিন্তু আমার অবশ্যই উচিত স্কায়ান্সকির গল্প শেষ করা। স্তালিনের নিষ্ঠুর চরিত্রের কারণে, এ বিষয়ে কারো সাথে কোনরকম পরামর্শ ছাড়াই তাকে আর্থিক কাজে বদলী করা হলো। তার মতো প্রথম শ্রেণীর প্রশাসক পেয়ে জার্জিন্সকি খুব স্বস্তি বোধ করলেন এবং তাকে বস্ত্র শিল্পের দায়িত্ব দিলেন। স্কায়ান্সকি কাঁধ ঝেড়ে সানন্দে নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কয়েক মাস কাজ করার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্দেশ্য: বস্ত্রশিল্পের মেশিনারী দেখা, স্টাডি করা এবং ক্রয় করা। যাবার আগে পরামর্শ এবং বিদায় নিতে আমার সাথে দেখা করলেন। গৃহযুদ্ধের সময় আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে হাতে হাত রেখে কাজ করি। তখন আমাদের কথা-বার্তা সীমিত ছিল প্রধানত বিভিন্ন সেনা ইউনিট, সামরিক আইন ও বিধিমালা, অফিসারদের সময়মতো গ্রাজুয়েশন, সামরিক স্থাপনার জন্য কপার, এল্যুমিনিয়াম, ইউনিফর্ম এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে। আমরা উভয়ে এ নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিলাম বিধায় পার্টি নিয়ে খুব একটা আলাপ হতো না। লেনিন অসুস্থ হওয়ার পর, যখন নকলবাজরা ষড়যন্ত্র কোরে সমর বিভাগে প্রভাব খাটিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ শুরু করে তখন থেকে আমি সামরিক স্টাফদের সঙ্গে পার্টি বিষয়ক আলাপ-সালাপে বিরত থাকি। পরিস্থিতি ছিল খুবই অনিশ্চিত। বিভেদ কেবল শুরু। সেনাবাহিনীর এ ধরণের বিভাজন খুবই বিপজ্জনক। পরে আমি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। ১৯২৫ গ্রীষ্মকালে আমার সাথে স্কায়ান্সকির সেই সাক্ষাতে, আমরা প্রায় সব বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করি।

স্কায়ান্সকি স্তালিন সম্বন্ধে পুরো ওয়াকেবহাল ছিলেন। তিনি স্তালিন সম্পর্কে আমার ধারণা এবং ব্যাখ্যা জানার আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্তালিন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন' আমি মিনিট খানেক চুপ থেকে চিন্তা করি। অতঃপর বলি, 'স্তালিন, পার্টিতে একজন বিশিষ্ট মাঝারি মানের ব্যক্তি।'

তারপর সংজ্ঞাটি স্বয়ং আমার কাছে প্রথমবার পুরোপুরি একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক রূপ নিল। স্কায়ান্সকির মুখের অভিব্যক্তি দেখে তখনি বুঝতে পারলাম যে আমি আমার প্রশ্নকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ছুঁতে সাহায্য করেছি।

তিনি বললেন, 'জানেন, এই শেষ সময়ে এটা অবাক করার মতো, কেমন করে এই সংকীর্ণ, আত্ম-তুষ্ট মধ্যমানের লোকগুলো প্রত্যেক স্তরে স্তরে নিজের নাক গলাচ্ছিল। এবং এরা সবাই স্তালিনকেই তাদের নেতা মনে করে। এসব আসে কোথা থেকে ?'

'বিপ্লবের প্রথমদিকের বছরগুলোর বিশাল সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপে যারা কাজ করেছেন এই হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়া। বিজয়দৃপ্ত প্রতি-বিপ্লবও তার মহান মানুষগুলো সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু থারমিডর তার প্রথম স্তরে চাইলো এই মধ্যমানের লোকগুলোকে যারা নিজেদের নাকের ডগার বাইরে কোন কিছু দেখতে পায় না। তাদের রাজনৈতিক অন্ধত্বের মধ্যেই তাদের শক্তি-সামর্থ্য সীমিত থাকে। ঠিক তেলের ঘানির চোখ বাঁধা বলদের মতো। যতই সামনে এগুচ্ছে মনে করুক না কেন আসলে সে একটা চাকার বেল্টের সঙ্গে একই চক্রে ঘোরে। কোন বলদ যদি তা দেখে ফেলে তাহলে আর কাজ করতে পারে না।'

সেই আলাপচারিতায় আমি আমার সমস্ত অস্তিত্বের প্রত্যয় নিয়ে প্রথম থারমিডর সমস্যাটিকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করি। আমি স্কায়ান্সকির সাথে একমত হই। তিনি আমেরিকা থেকে ফিরলে এ বিষয়ে আরো কথা হবে। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর একটি ক্যাবল আমাদের জানায় যে আমেরিকার একটি হ্রদে নৌকা চালাতে গিয়ে স্কায়ান্সকি জলে ডুবে মারা গেছেন। সত্যি জীবন তার নিষ্ঠুর উদ্ভাবনশক্তিতে কী অসীম!

স্কায়ান্সকির ছাইভস্ম মস্কোতে ফেরত আনা হয়। সবাই নিশ্চিত ছিল যে পাত্রটিকে ক্রেমলিনের পাশে মহান বিপ্লবীদের স্মৃতিসৌধ রেড স্কোয়ারে সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সচিবালয় স্কায়ান্সকির ছাইভস্মকে নগরীর বাইরে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার কাছে স্কায়ান্সকির বিদায়ী সফরকে স্পষ্টতই গুরুত্ব সহ অনুসরণ করা হয় এবং মনে রাখা হয়। এ কারণে তাঁর প্রতি তাদের ঘৃণা তার ছাই-ভস্মের পাত্র সমাধিস্থ করা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্কায়ান্সকিকে খাটো করাটা ছিল গৃহযুদ্ধে বিজয়ী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবণতার অংশমাত্র। আমি মনে করিনা যে স্কায়ান্সকি জীবিত অবস্থায়, তাকে এমন জায়গায় সমাধিস্থ করা হবে জানলে এমন কিছু মনে করতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত জিঘাংসা এবং রাজনৈতিক সংকীর্ণতার পরিচয় দিল। আমার ক্ষোভ ও কষ্টকে পাশে ঠেলে আমি মলোটভকে ডাকলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টানো গেল না। ইতিহাস আজও এর উপর অভিমত রাখার অপেক্ষায়।

(৩)

১৯২৪ সনের শরতে আমার জ্বরের মাত্রা আবার বাড়তে শুরু করে। ঐ সময় আরেকটি আলোচনার ঝড় ওঠে। এটি ছিল ওপর থেকে পূর্বপরিকল্পিত এবং সাজানো। তাই সুযোগ বুঝে এ সময় বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে তথাকথিত 'আলোচনার' নামে লেনিনগ্রাদে, মস্কোয় এবং প্রদেশগুলোয় হাজার হাজার গোপন শলা-পরামর্শ হয়। এসব গোপন শলা ও সভা-সম্মেলন করে একটি ধারাবাহিক এবং সুসংগঠিত বিরুদ্ধবাদী প্রচারণায় নামে। তবে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করে। গোপন প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে প্রাভদা থেকে এক সংকেতের মাধ্যমে 'ট্রটস্কিবাদ বিরোধী' প্রচারাভিযান ছড়িয়ে দেয়া হয় একযোগে সকল রাজনৈতিক মঞ্চে, পত্র-পত্রিকায় এবং দেশের আনাচে-কানাচে। সে এক ধরণের রাজকীয় দৃশ্য। অপবাদ রটানো হচ্ছিল আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরনের মতো। এই অপবাদ বৃহত্তর জনপরিসরে দলের জন্য ছিল এক বিরাট আঘাত। আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় চুপচাপ বিছানায় শুয়ে। পত্র-পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম এবং বক্তারা কেবলই ট্রটস্কিবাদের নিন্দা করছে। তবে, কেউ ঠিকভাবে জানে না আসল ব্যাপারটা কি। দিনের পর দিন তারা পরিবেশন করে যাচ্ছিল অতীত থেকে, লেনিনের বিশ বছর আগের অবস্থান থেকে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের বিতর্কিত অংশবিশেষ, সেগুলোর অঙ্গহানি করে উধৃতি এবং দুর্বোধ্য মিথ্যা তথ্য। এমনভাবে উপস্থাপন করছিল যেন গতকাল বা পরশুর ঘটনা। তাদের এসব অদ্ভুত কর্মকান্ডের কিছুই কেউ বুঝতে পারছিল না। যদি সত্যি এসব ঘটতো তবে লেনিন অবশ্যই সতর্ক করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়নি ? বিপ্লবের পরে কি গৃহযুদ্ধ হয়নি? কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনে লেনিন ও টট্স্কি কি

একসঙ্গে কাজ করেনি? লেনিনের পাশে কি ট্রটস্কির প্রতিকৃতি সর্বত্র শোভা পায়নি? কিন্তু মিথ্যা কলঙ্ক এসব স্রোতধারার ওপর শীতল লাভা ঢেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়। এটা স্বতস্ফুর্ত চেতনার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তার চেয়েও বেশী ইচ্ছাশক্তিকে ধ্বংস করে।

লেনিন ছিলেন একজন বিপ্লবী নেতা। তার প্রতি সেরকম মনোভাব না দেখিয়ে, তাকে বানানো হয় যাজক বা পীর এবং যাজকীয় কায়দায় আরোপ করা হয় উত্তরাধিকারতন্ত্র। আমার প্রতিবাদকে অবজ্ঞা করে রেড স্কোয়ারে তৈরী করা হয় জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি। সে সমাধি ছিল বিপ্লবী চেতনা বিরোধী এবং অশোভন। লেনিন সম্পর্কে যে সব সরকারী গ্রন্থ রচনা করা হয়, তাও তার সমাধির মতো। তার চিন্তা ও তত্ত্ব কেটে-ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উধৃতি বানিয়ে ভন্ডামিপূর্ণ হিতোপদেশে রূপান্তর করা হয়। লেনিনের মমি করা মৃতদেহ জীবিত লেনিন এবং টট্রস্কির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারন জনগণ হতভম্ব, এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুর্খদের বিপুল প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল নিছক রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো। এটা সাধারন জনগণকে বিধ্বস্ত করে, নিষ্ঠুরভাবে দমন করে এবং মনোবল ভেঙ্গে দেয়। পার্টি স্বয়ং নীরবে নিন্দা জানায়। এমন এক শাসকগোষ্ঠী তৈরী ও প্রতিষ্ঠিত হয় যারা একনায়কতন্ত্রের ক্রীড়নক বই কিছুই নয়। অন্যকথায় বলা যায় দল তার দলীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

সকাল বেলা পত্রিকা নিয়ে আসা হতো আমার বিছানায়। আমি ক্যাবল রিপোর্টগুলো দেখতাম এবং বিভিন্ন প্রবন্ধের শিরোনাম এবং লেখকের নাম দেখতাম। আমি তাদেরকে ভালো করেই চিনতাম, তাদের ভিতরের চিন্তাধারা জানতাম, তাদের বলার সক্ষমতা কদ্দুর এবং কি বলার জন্য হুকুম করা হতো তাও বুঝতাম। বেশীর্ভাগ ক্ষেত্রেই এ লোকগুলো বিপ্লবের কারণে পরিশ্রান্ত। তাদের কেউ কেউ ছিল স্রেফ সংকীর্ণ-মনা ও অতি গোঁড়া ব্যক্তি যারা স্বেচ্ছায় প্রতারণার শিকার হোত এবং নিজেরাও প্রতারণা করতো। অন্যরা ছিল তরুণ উচ্চাকাঙ্খি। খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের অসাধারণ প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। সবাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধে লিপ্ত হতো। পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা অপবাদ রটানো নিরলস চলতে থাকে। এর হুঙ্কারে এবং চিক্কুরে যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তারই আড়ালে দ্বন্দ্ব বিরোধসমূহ চাপা পড়ে। স্রেফ একাই চীৎকার চেচামেচি করে তারা সফল হয়।

এন.আই. সেদোভা লিখেন:

'এল.ডি'র দ্বিতীয়বার অসুস্থতার কষ্টের সঙ্গে যুগপৎ ঘটে তার বিরুদ্ধে বিশাল প্রচারের যন্ত্রণা। মনে হতো যেন আমরা মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত। প্রাভদা পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা, লাইন এবং এমনকি প্রতিটি শব্দ ছিল মিথ্যা। এল.ডি. নিশ্চুপ নিথর হয়ে থাকত। এই চুপ থাকার মূল্য এত বিশাল যে, বহন করা ছিল দুঃসাধ্য। দিনের বেলায় এবং প্রায় রাতে বন্ধুরা তাকে দেখতে আসতেন। আমার মনে পড়ে কেউ যেন একদিন তাকে জানতে চায় আজকের পত্রিকা পড়েছে কি না। তিনি উত্তর দেন যে তিনি পত্রিকা বা খবরের কাগজ পড়েন না। এটা সত্যি যে তিনি শুধু পত্রিকা হাতে নিতেন, তার ওপর চোখ বুলাতেন এবং পরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। মনে হতো যেনো তিনি এক নজর বুলিয়েই বুঝতে পারতেন এর মধ্যে কি লেখা হয়েছে। তিনি খুব বেশী খোঁজ খবর নিতেন বাবুর্চিদের, যারা প্রতিদিন একই রকমের ডিশ তৈরী করতো। তিনি বলতেন, সে সময় পত্রিকা পড়ার অর্থ গলার ভেতর ফানেল ব্রাশ (Funnel brush) ঢোকানো। তিনি যদি সে সবের উত্তর দিতেন তাহলে হয়তো পত্রিকা পড়তে বাধ্য হতেন। কিন্তু তিনি থাকতেন চুপচাপ। তার স্নায়ুকে ধন্যবাদ যে, তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কেমন করে শীতলতা ধরে রাখতে পারতেন। তাকে দেখাতো একদম রোগা এবং পাতলা। ঘরে আমরা এসব কষ্টকর বিষয় নিয়ে কোন কথা বলতাম না, কিন্তু কথা বলার মতো অন্য কিছুও তেমন ছিল না। আমার মনে আছে যখন আমি কাজে যেতাম শিক্ষা কমিশারিতে; মনে হতো যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু কেউ কখনো অশোভন উক্তি বা কটাক্ষ করেনি। পাশাপাশি ক্ষুদ্র শাসক গোষ্ঠির বৈরী পরিবেশে নীরব থাকায় আমার অধিকাংশ সহকর্মীর কাছ থেকে প্রশ্নাতীত সহানুভূতি ও অনুকম্পা পেয়েছি। পার্টি জীবনটা মনে হচ্ছিল দু'ভাগে বিভক্ত; একটি অভ্যন্তরীণ গোপন জীবন এবং অন্যটি বাহ্যিক লোক দেখানো জীবন। জীবন দু'টি পুরোপুরি পরস্পরের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। মাত্র অল্প কয়েকজন সাহসী প্রাণ ঝুঁকি নিয়ে তাদের মনের মধ্যে চেপে রাখা সহানুভূতি 'একশিলা' (monolithic) ভোটের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।'

এই সময়ে তারা লেনিনের বিরুদ্ধে চিয়েজের (Chiedze) কাছে লেখা আমার চিঠি প্রকাশ করে। এই উপাখ্যান জন্ম নেয় ১৯১৩ সনের এপ্রিলে। বলশেভিকদের মুখপত্র তখন প্রকাশিত হতো সেন্টপিটার্সবুর্গে। এর নাম ছিল 'The Pravda - a Labour Paper'(প্রাভদা– শ্রমিকদের পত্রিকা)। আমি ভিয়েনা থেকে প্রকাশ করতাম। এটা তখন বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়া বিপ্লবীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করতো। চিয়েজ একসময় বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের মাঝখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। তার কাছে লেখা এক চিঠিতে আমি বলশেভিক কেন্দ্র এবং লেনিনের প্রতি অবলীলায় আমার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। দু'তিন সপ্তাহ পরে আমি সন্দেহমুক্ত হলাম যে আমার চিঠিটি সেন্সর কর্তৃক সংশোধন করা হয়েছে। দু'বছর পরও আমার কৌতুহল হয় চিঠিটি নিজ চোখে দেখার। কিন্তু এর ছিল এক বিশেষ ভাগ্য। এটি পথিমধ্যে পুলিশ বিভাগ আটক করে। অক্টোবর বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ছিল পুলিশের আর্কাইভে। পরে স্থানান্তর করা হয় কমুনিস্ট পার্টির ইতিহাস ইনস্টিটিউটে। এই চিঠি সম্বন্ধে লেনিন ভালোভাবেই জানতেন। আমার যেমন, তার চোখেও তেমনি এটি ছিল 'গতসনের বরফ পড়ার' মতো গুরুত্বহীন। বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকার সময় এরকম বহু চিঠি লেখালেখি হয় ! ১৯২৪ সনে নকলনবিশ ও কুচক্রীরা চিঠিটি আর্কাইভ থেকে খুঁজে বের করে পার্টিতে ছড়িয়ে দেয়। তখন পার্টির তিন-চতুর্থাংশ সদস্য ছিল নতুন। এটি প্রকাশ করার সময় নির্ধারণ করা হয় ঠিক লেনিনের মৃত্যুর পর পর; এটা নিশ্চয়ই দৈবক্রমে নয়, পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল। সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত লেনিন আর কখনো উঠে এসে এই ভদ্রলোকের নাম ধরে ডাকবেন না; দ্বিতীয়ত সাধারণ জনগণ তখন তাদের নেতা লেনিনের মৃত্যুশোকে কাতর এবং ভগ্ন মানসিক অবস্থায়। পার্টির অতীত সম্পর্কে কোন ধারণা না নিয়ে হঠাৎ করে লেনিন সম্পর্কে ট্রটস্কির বিরূপ মন্তব্য জনগণকে স্তম্ভিত ও বিভ্রান্ত করে। এটা সত্য যে মন্তব্যটি ছিল বিশ বছর আগের কিন্তু নগ্ন উদ্ধৃতিতে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষিত হয়। সেজন্য ইতিহাসে নকলবাজদের আমার এই চিঠির অপব্যবহার করা ছিল এক বিরাট প্রতারণা। এমনকি দ্রেফাস (Dreyfus) মামলায় ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলদের জাল দলিলসমূহের চেয়েও স্তালিন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের এই রাজনৈতিক প্রতারণা ছিল আরো জঘন্য এবং নিন্দনীয়।

ঐতিহাসিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলে অপবাদও শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিবেচনায়, অপবাদ যদি সামাজিক সম্পর্কে বা রাজনৈতিক আবহে অন্তহীন খোলা বাজার পায়, তবে বিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটাবেই। এই মিথ্যা অপবাদের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যেহেতু আমি শয্যাশায়ী, বিশ্লেষণ করার প্রচুর সময় ছিল আমার হাতে। ট্রটস্কির 'চাষীদের বঞ্চিত করার' ইচ্ছার অভিযোগ কোথা থেকে এসেছে বা আনা হয়? প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামীরা, খৃস্টান সমাজতন্ত্রীরা এবং ফ্যাসিবাদীরা সবসময় এরকম অপবাদজনক প্রচারণা চালাতো সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে? কখন থেকে স্থায়ী বিপ্লবের মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে তিক্তভাবে অবমূল্যায়ন করে, জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকরা নিজেদের ইচ্ছামত সমাজতন্ত্র কায়েম করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে? জনগণের কোন অংশ এ রকম প্রতিক্রিয়াশীল অশিষ্ট চাহিদা কামনা করে ? এবং পরিশেষে, কেন এবং কিভাবে এই তাত্ত্বিক মানের স্তর এত নীচে নেমে গেল এবং রাজনৈতিক বোকামীর অবনতি ঘটলো ? বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আমার পুরনো প্রবন্ধগুলোর উপর চোখ বুলাই। আমার চোখ পড়ে, প্রতিক্রিয়াশীল স্টলিপিনের প্রবল শাসনামলে, ১৯০৯ সনে লেখা লাইন ক'টির ওপর:

'ঐতিহাসিক বিকাশের বাঁক দেখা গেলে গণচিন্তা অধিক তীক্ষ্ণ, সাহসী এবং বিচক্ষণ হয়। এর ডানায় ভর করে সত্য ও বাস্তবতা। এই ডানা সার্বজনীন তত্ত্বের সাথে বাস্তবতার সংযোগ ঘটায়। কিন্তু রাজনৈতিক বাঁকে পথ হারাবার লক্ষণ দেখা দিলে, গণচিন্তা নির্বুদ্ধিতায় পর্যবসিত হয়। প্রলোভন বা তোষামোদে বশীভূত হয়ে মারা পড়ে। তখন রাজনৈতিক সাধারণীকরণের অমূল্য সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়; তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বুদ্ধিতা জন্ম দেয় ধৃষ্টতার। দাঁত বের করে ব্যঙ্গতামাসা করে

আন্তরিক সার্বজনীনকরণের প্রতিটি প্রচেষ্টার প্রতি। একে মাঠের নির্দেশ বা যুগের হাওয়া মনে করে, নিজস্ব উপায়ে আশ্রয় নিতে থাকে।'

এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলোর একটি হচ্ছে অপবাদ বা মিথ্যা কলঙ্ক রটানো।

আমি নিজেকে বলি যে, আমরা একটা প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতি বিরোধী কাল অতিক্রম করছি। বিভিন্ন শ্রেণির রাজনৈতিক পালাবদল ঘটছে। তার সঙ্গে শ্রেণি-চেতনতায়ও পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক চেষ্টার পরও এটা এক রকম পিছু হটা। এটা কতদূর গড়াবে? নিশ্চয় যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আবার সেখানে যাবে না। তবে এত আগে এর শেষ পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া যায় না। অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর লড়াই তা সঠিকভাবে নিরূপণ করবে। প্রথমে বুঝতে হবে কি ঘটছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার সুক্ষ্ম গভীর প্রক্রিয়াগুলো উপরে উঠে আসবে। তারা তাদের স্থির লক্ষ্য হিসেবে অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারা বা তত্ত্ব, শ্লোগান এবং জীবিত ব্যক্তিদের বিপ্লবী চেতনার মূলোৎপাটন বা দূর্বল করবে। এখন যা ঘটছে তার অর্থ এটাই। এ সময় পথনির্দেশনা খুঁজতে গিয়ে জট পাকানো বা খুব বেশী অন্তর্মুখী হওয়া বা ঝগড়ায় জড়িত হওয়া এবং ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে অনুভব করা উচিত হবে না। ঘটনা কি ঘটছে সেটা বুঝতে পারাটাই অর্ধেক জয়লাভের নিশ্চয়তা দেয়।

৪২। দলের ভেতর মতাদর্শিক সংগ্রামের শেষ সময়।

(১)

১৯২৫ সনের জানুয়ারীতে আমাকে পিপল্‌স কমিশারী অব ওয়ার-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আমার লড়াইয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে খুব সতর্কভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের ঐতিহ্যের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও সংযোগকে নকলবাজরা খুব ভীতির চোখে দেখতো। বিনা প্রতিবাদে আমি অব্যাহতি মেনে নিলাম। বরং আমি এতে স্বস্তি বোধ করি। কারণ প্রতিপক্ষ ওটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রবল কটাক্ষপাত করছিল যে আমি সামরিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি। নকলবাজ কুচক্রীরা প্রথমে উদ্ভট কল্পনা দিয়ে তাদের কুকর্মের পক্ষে অজুহাত তৈরী করে এবং পরে তা প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করে। ১৯২১ সাল থেকেই সবসময় আরেকটি কর্মক্ষেত্রের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ জন্মে। যুদ্ধ তখন শেষ; সেনাসংখ্যা কমিয়ে তেপ্পান্ন লাখ থেকে ছয় লাখে কমানো হয়। সামরিক কর্মকান্ড তখন আমলাতান্ত্রিক চ্যানেলে প্রবেশ করতে শুরু করে। দেশের এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে তখন সামরিকের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দিকটা নির্ধারিত হয়।

১৯২৫ সনের মে মাস থেকে আমাকে কনসেশন কমিটির চেয়ারম্যান, ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল বোর্ডের প্রধান এবং সায়েন্টিফিক-টেকনিক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব দেয়া হয়। এই পদ তিনটির মধ্যে কোন মিল ছিল না। আমার অগোচরে কতিপয় বিশেষ বিবেচনায় এগুলো দেয়া হয়; এর মধ্যে আমাকে দল থেকে একঘরে করা, রুটিন কাজে ব্যস্ত রাখা, বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও আমি সততা ও নিষ্ঠার সাথে নতুন দায়িত্বগুলোর মধ্যে কাজের সমতা রক্ষার চেষ্টা করি। সম্পূর্ণ অজানা কাজ শুরু করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমি কান অবধি ডুবে থাকি। ইনস্টিটিউটস অব টেকনিক্যাল সায়েন্সের ওপর বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ি। সোভিয়েত রাশিয়ায় শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশাল পরিসরে বিকশিত হচ্ছিল। আমি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বহু ল্যাবরেটরী ভিজিট করি, গভীর আগ্রহ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টগুলো অবলোকন করি, প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মনোযোগ দিয়ে শুনি, অবসর পেলে রসায়ন এবং হাইড্রো-ডিনামিক্স-এর মৌলিক বই পড়ি। মনে করি যে আমি অর্ধেক প্রশাসক এবং অর্ধেক ছাত্র। শৈশবের পাঠ্য বিষয় পদার্থবিজ্ঞান এবং অংক কাজে লাগে। আমি রাজনীতি থেকে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করি। বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি নির্মাণাধীন পাওয়ার-স্টেশনগুলো সফর করতাম। **দিনিপার জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের** (Dnieper Hydroelectric Station) নির্মাণ প্রস্তুতি দেখার জন্য ভিজিট করি। দু'জন মাঝি একটি মাছধরা নৌকায় করে জেপোরোজ্জি-কসাকদের (Zaporozhtzi-Cossacks) প্রাচীন পথ ধরে আমাকে দ্রুতবেগে নীচে নিয়ে যায়। এই দুঃসাহসী অভিযানটি ছিল স্রেফ স্পোর্টিং ইন্টারেস্ট। কিন্তু আমি অর্থনৈতিক এবং প্রযৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনিপার উদ্যোগের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলাম। প্রথমে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের এবং পরে জার্মান বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ত্রুটিমুক্ত ও নিরাপদ করার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি আমার নতুন কাজকে চলমান অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের পাশাপশি সমাজতন্ত্রের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে। অর্থনৈতিক প্রশ্নে অবিচলিত জাতীয় প্রস্তাবনার (এককভাবে স্বয়ংস্পূর্ণ 'স্বাধীনতা') বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমি প্রকল্পটিকে সোভিয়েত এবং বিশ্বঅর্থনীতির তুলনামূলক সূচকে একটি উন্নততর সিস্টেমে বিকাশিত করার চেষ্টা



করি। এ কারণে আমাদের বিশ্ববাজারের পরিস্থিতি সঠিকভাবে জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর উদ্দেশ্য কিছুটা আমদানী-রপ্তানী বানিজ্যের চাহিদা মেটানো এবং কিছুটা বিশেষ অধিকার বা সুবিধাদির পলিসি নির্ধারণ করা। সারকথা, বিশ্বের উৎপাদিকা শক্তিগুলো একক জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই অবস্থা 'একদেশে সমাজতন্ত্র' নামক প্রগতিবিরোধী তত্ত্বের ওপর আক্রমণের ওপর ইঙ্গিতবাহী। এই স্বীকৃতি থেকেই অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে তুলনামূলক সূচকের প্রকল্প (the project of comparative indices)।

আমার নতুন কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোর লিখিত রিপোর্ট আমি জনগণকে জানাই এবং বই ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করি। আমার বিরোধীপক্ষ এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতো এবং এসব নিয়ে কোন চ্যালেঞ্জও করেনি। তারা পরিস্থিতিকে এক ফর্মুলার অন্তর্ভূক্ত করে: ট্রটস্কি তার নিজের জন্য এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যুৎ-কারিগরী বোর্ড এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলো তখন প্রাক্তণ যুদ্ধ বিভাগ এবং লাল বাহিনীর মতো উষ্মা প্রকাশ করতে শুরু করে। স্তালিনের লোকজনও আবার আমার পিছে লাগতে শুরু করে। তারা আমার প্রতিটি বাস্তব পদক্ষেপকে একেকটি জটিল চক্রান্ত মনে করে এবং প্রতিটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে অজ্ঞতা বশতঃ 'ট্রটস্কিবাদ'-এর রূপকথা বানায়। এ সবই হয় আমার অজ্ঞাতে গোপনে। বাস্তবে আমাকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হতো এক অসম্ভব পরিস্থিতিতে। বলা বাহুল্য যে, আমার কাজকে স্যাবোটেজ করার জন্য বেশী কুকর্ম করতো স্তালিন এবং তার সহকারী মলটভ। আমার নির্দেশনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ বরাদ্দ পাওয়া খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরাও তাদের চাকুরীর ভবিষ্যত নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে।

আমার রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নকল-নবিশরা মাঝপথে এসে থমকে যায়। তারা ইতোমধ্যে যা করেছে তার জন্য খুব ভীত হয়ে পড়ে। বিগত দিনে আমাকে নিয়ে তারা যে অপবাদ তৈরি করে তা তাদের ওপর ভীষণ ভার হয়ে চাপে। তাই, এবার তাদের দ্বিগুণ পরিমাণ প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার দরকার হয়। আমাকে বৈদ্যুতিক-কারিগরী বোর্ড এবং ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল সায়েন্সেস থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। চীফ কনসেশান্স কমিটি থেকে সরাবার চক্রান্ত করার সুযোগ ছিল না, যেহেতু সিদ্ধান্ত নিত পলিটব্যুরো। ইতোমধ্যে দলীয় কার্যকলাপ এক নতুন সংকটে উপনীত হয়। সংগ্রামের প্রথম দিকে আমার বিরোধীতার জন্য তিন জনে মিলে ত্রয়ীচক্র গঠন করে। কিন্তু এ দিয়ে কোন ইউনিট গঠন করা যায়নি। তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ দু'জনেই স্তালিন থেকে কিছুটা সুপিরিয়র ছিল। কিন্তু তাদের দু'জনের কারোই চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। তাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্তালিনের চেয়ে প্রসস্ততর। লেনিনের সঙ্গে দীর্ঘ নির্বাসনে বিদেশে থেকে তারা তা শেখেন। কিন্তু এটা স্তালিনের চেয়ে তাদের অবস্থানকে মজবুত না করে, বরং আরো দূর্বল করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন এবং পুরনো ফর্মুলা 'রুশ প্যাট্রিয়াটিজ্ম'-এর দিকে রাজনৈতিক ঝোঁক বেড়ে যায়। নৈতিক শ্লোগান, 'আমরা শত্রুকে আমাদের টুপির নীচে কবর দেব' ("We'll bury the enemy under a shower of caps".) নিষ্ঠার সঙ্গে নতুন সমাজতান্ত্রিক ভাষায় অনুদিত হয়। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য কিছু চেষ্টা করে। তাই আমলাতন্ত্রের চোখে তারা দ্বিতীয় সারির 'ট্রটস্কিবাদী' বলে গণ্য হয়। এতে তারা দলের কর্মীবাহিনী ও সমর্থকদের অধিকতর আস্থা অর্জন করতে আমার বিরুদ্ধে আরো তীব্র প্রচারাভিযান চালায়। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। দলের কর্মী ও সমর্থকরা শীঘ্রই আবিস্কার করে যে স্তালিনই সর্বেসর্বা, তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ অচিরেই স্তালিনের বৈরী-পক্ষ রূপে চিহ্নিত হয়। তারা বিরোধটি ত্রয়ী থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়। কিন্তু দেখে যে কেন্দ্রীয় কমিটিতেও স্তালিন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আনুষ্ঠানিকভাবে কামেনেভ্‌কে মস্কোর নেতা বিবেচনা করা হয়। ১৯২৩ সনে মস্কোর পার্টি সংগঠনে কামেনেভ যোগ দেয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বিরুদ্ধ পক্ষকে সমর্থন করে। মস্কোর কমুনিস্ট নেতা-কর্মীরা কঠোর নীরবতা অবলম্বন করে। স্তালিনকে প্রতিরোধ করার প্রথম প্রচেষ্টায় কামেনেভের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। লেনিনগ্রাদের (সাবেক সেন্ট পিটার্সবার্গ) পরিস্থিতির ছিল ভিন্ন। জিনোভিয়েভের অনুসারী কর্মীরা শক্ত ঢাল হয়ে ১৯২৩ সনের বিরোধীপক্ষের হাত থেকে লেনিনগ্রাদের কমুনিস্টদের রক্ষা করে। কিন্তু এখন ফের তাদের সুযোগের পালা আসে। তথাকথিত কুলাক নামক ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক সপক্ষে এবং একদেশে সমাজতন্ত্র নীতির লক্ষ্যে লেনিনগ্রাদের শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। শ্রমিকরা শ্রেণিগতভাবে প্রতিবাদ করে, তার সঙ্গে জিনোভিয়েভের বিপক্ষের উচ্চপদস্থরাও যুগপৎ বিরোধিতা করে। এতে এক নতুন বিরোধী পক্ষের জন্ম হয়, এবং প্রথম পর্যায়ে এর অন্যতম সদস্য হন নাদেজ্‌দা কন্সতান্তিনোভা ক্রুপস্কায়া। সবাইকে অবাক করে দিয়ে, তাদের নিজেদের মধ্যে সবার আগে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ বিরোধিতার শিকার হন এবং 'ট্রটস্কিবাদী' শিবিরের তালিকায় যুক্ত হয়। কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর হলেও আমাদের সার্কেলে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের ঘনিষ্ঠজনদের মনে হতো কিছুটা স্ববিরোধী। বিরোধীদের মধ্যে অনেকেই এ ধরণের ব্লকের বিরোধীতা করেন। এমনকি সংখ্যায় কম হলেও কেউ কেউ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের বিরুদ্ধে স্তালিনের পক্ষ হয়ে একটি ব্লক গঠনের চিন্তা করতেন। আমার ঘনিষ্ঠবন্ধুদের অন্যতম, ম্রাচ্‌কোভ্‌স্কি (Mrachkovsky), একজন প্রবীণ বিপ্লবী এবং গৃহযুদ্ধের অন্যতম সেরা কমান্ডার স্বয়ং আলাদা ব্লক গঠনের বিরোধীতা করে তার অবস্থানের পক্ষে এক ক্লাসিক যুক্তি দিলেন: 'স্তালিন প্রতারিত হবে, এবং জিনোভিয়েভ চোরের মতো নিঃশব্দে পালাবে।' তবে এসব প্রশ্ন শেষ হয় রাজনৈতিক বিবেচনায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে নয়। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার করে বললেন যে 'ট্রটস্কিবাদীরা' তাদের বিরুদ্ধে ১৯২৩ সন থেকে যে মতাদর্শিক সংগ্রাম করে আসছিলেন, তাই সঠিক। তারা আমাদের মঞ্চের মূলনীতি মেনে নেন। এই পরিস্থিতিতে, তাদের সাথে কোন ব্লক গঠন করা ছিল দুরূহ, বিশেষত যেহেতু হাজার হাজার বিপ্লবী লেনিনগ্রাদ শ্রমিকরা ছিলেন তাদের পেছনে।

আমি তিন বছর যাবত অফিসিয়াল বৈঠকের বাইরে কামেনেভের সঙ্গে দেখা করিনি। জর্জিয়া সফরের সময় তিনি লেনিন এবং আমার নেয়া অবস্থানকে বহাল রাখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু লেনিনের অবস্থা গুরুতররূপে খারাপ হওয়ার পরেই যেদিন থেকে তিনি স্তালিনের পক্ষে চলে যান, সেদিন থেকে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করিনি। আমাদের প্রথম সাক্ষাতে কামেনেভ ঘোষণা করেন: *'আপনি এবং জিনোভিয়েভ একই রাজনৈতিক মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, এটাই যথেষ্ট। দল এখন তার সত্যিকার কেন্দ্রীয় কমিটি খুঁজে বের করবে।'* এরকম আমলাতান্ত্রিক আশাবাদ শুনে আমি না হেসে পারলাম না। কামেনেভ ত্রয়ীচক্রের তিন বছরের কুকর্মে পার্টির ওপর যে অনৈক্যের প্রভাব পড়েছে তাকে সরাসরি খাটো করে দেখলেন। আমি তার অনুভূতির প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি না দেখিয়েই তাকে এটা সরাসরি ধরিয়ে দিলাম যে বিপ্লবী ভাটা শুরু হয় ১৯২৩ সনের শেষে। অর্থাৎ জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর, তা আন্তর্জাতিক সমানুপাতে এই রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। রাশিয়ায়, অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া (বিপব বিরোধী) চলছে পুরোদমে। দলীয় কর্মীবাহিনী অধিক হারে ডানদিকে ঝুঁকছে। এ অবস্থায় আমাদের হাতে হাত রেখে চললেই জয় এসে পাকা ফলের মত টুপ করে পায়ের কাছে পড়বে এরকম চিন্তা করা ছেলেমী বই কিছু না। 'আমাদের সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য স্থির করতে হবে। প্রলম্বিত এবং ঐকান্তিক সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে।' এই কথাটি আমি কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভকে ডজনবার বলেছি। মুহূর্তের মধ্যেই আমার নতুন মিত্ররা এই ফর্মুলা সাহসিকতার সঙ্গে মেনে নিলেন। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হলো না; প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় ক্রমে তাদের উৎসাহ মিলিয়ে যায়। তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে

ম্রাচ্‌কোভ্‌স্কির মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হোল। জিনোভিয়েভ শেষ পর্যন্ত চোরের মতোই পালিয়ে এলেন কিন্তু তার সমর্থকরা সবাই তা করেনি। যে কোন হারেই হোক তার দু'বার উল্টা ঘোরা 'ট্রটস্কিবাদ' এর উপাখ্যানে অনারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করলো মাত্র।

(২)

১৯২৬ সনের বসন্তে সস্ত্রীক বার্লিন সফরে গেলাম। মস্কোর ডাক্তাররা আমার উচ্চমাত্রার জ্বরের কারণ খুঁজে না পেয়ে দায়ভার বহনে অপারগতা প্রকাশ করে আমাকে কিছুদিন দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আসার পরামর্শ দিলেন। আমিও তাদের মতোই এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তি খুঁজছিলাম। এই সংকটময় মুহূর্তে তীব্র জ্বর আমাকে অচল করে দিয়ে আমার বিরুদ্ধ পক্ষকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছিল। আমার বাইরে যাবার বিষয়টি পলিটব্যুরোতে উঠানো হোল। তারা এটাকে সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় চরম বিপজ্জনক সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করলো। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়ভার আমার উপরই ছেড়ে দিল। বিবৃতির সঙ্গে *জিপিইউ'র (GPU) সূত্র দিয়ে একটি নোটও জুড়ে দিল যে তারা আমার বিদেশ সফরকে অগ্রহণীয় বলে মনে করে। পলিটব্যুরো নিঃসন্দেহে ভয় পেয়েছিল যে বিদেশে অবস্থানকালে আমার যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে পার্টি পলিটব্যুরোকেই দায়ী করবে। আমাকে জোর করে কনস্তান্তিনোপ্‌লে নির্বাসনে পাঠানোর চিন্তা তখনও স্তালিনের পুলিশদের মাথায় আসেনি। এমনও হতে পারে যে পলিটব্যুরো আশংকা করেছিল সে আমি বিদেশে তাদের বিপক্ষ দলকে সুসংহত করতে পারি। যাহোক, আমি বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে বিদেশ যাবার সিদ্ধান্তই নিলাম।

* GPU. The State Political Directorate (also translated as the State Political Administration) was the intelligence service and secret police of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) from February 6, 1922 to December 29, 1922 and the Soviet Union from December 29, 1922 until November 15th, 1923. Formed from the Cheka, the original Russian state security organization, on February 6, 1922, it was initially known under the Russian abbreviation GPU — short for "State Political Directorate under the NKVD of the RSFSR". Its first chief was the Cheka's former chairman, Felix Dzerzhinsky.

জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে যাওয়ার আয়োজন সহজেই সম্পন্ন হোল। এপ্রিলের মাঝামাঝি দিকে আমি সস্ত্রীক যাত্রা করলাম। পাসপোর্ট ছিল কূটনৈতিক, নাম ধারণ করি কুজমিয়েঙ্কো, ইউক্রেনিয় কলেজিয়াম অব দ্য কমিশারিয়েত অব এডুকেশন এর সদস্য। আমাদের সঙ্গী হন আমার সচীব, সায়ারমুক্স, এ ছাড়া তিনি ছিলেন আমার সাবেক ট্রেন কমান্ডার এবং জিপিইউ'র প্রতিনিধি। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়ে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। তারা স্তালিনের চোখে চোখে থাকাটা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করলেন না।

যুদ্ধের আগে আমি জার্মান রাজতন্ত্রের (Hohenzollern) আমলের বার্লিনকে বেশ ভালই চিনতাম। তখন এর একটা নিজস্ব চেহারা ছিল, আনন্দজনক না হলেও অনেক চিন্তার উদ্রেক করতো। এখন বার্লিন বদলে গেছে। তার ভিন্ন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি। দীর্ঘকালের জরাজীর্ণতা থেকে নগরীটি ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। তাকে সারাবার জন্যও বহু শৈল্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি এরই মধ্যে শেষ। রক্তশূন্যতা দূর করতে পারলেই পুরোপুরি সুস্থ্যতা ফিরে আসবে। গলিপথে, দোকানে, পথচারীদের চোখে-মুখে আগে যে দারিদ্র্য এবং অস্থিরতা দেখা যেত, এখন সেখানে আবার জেগে ওঠার ছাপ দেখা যায়। যুদ্ধের এবং পরাজয়ের কঠিন বছর গুলোতে এবং ভার্সাইয়ের লুণ্ঠন ও রাহাজানি জার্মান জাতির পরিপূর্ণতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভয়াবহ ক্ষতি করে। সাধারণ মানুষ পিঁপড়ার সারির মত সংকল্পবদ্ধ কিন্তু নিরানন্দ। তারা লেগে পড়ে বুটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পথ-ঘাট, করিডোর এবং শষ্য, গুদাম ও সংরক্ষণাগার পূর্ণনির্মানের কাজে।

পথচারীদের পায়ের চলার গতির ছন্দে বোঝা যায় এক বিগোয়ান্তক নিয়তিবাদের অন্তঃপ্রবাহ: 'উপায় নেই; জীবনটা অন্তহীন কঠোর শ্রমে আবদ্ধ; আমাদের আবার প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে।'

বার্লিনের এক প্রাইভেট ক্লিনিকে কয়েক সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলাম। রহস্যময় তীব্র জ্বরের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে ডাক্তাররা আমাকে কেবল এক স্থান থেকে আরেকস্থানে পাঠাতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত এক গলা বিশেষজ্ঞ আবিস্কার করলেন যে জ্বরের উৎস আমার টনসিলদ্বয়; তিনি সেগুলো সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন। রোগনির্ণায়কগণ এবং চিকিৎসাবিদগণ ইতস্তত করলেন, মধ্যবয়সী চিকিৎসা নির্ভর রোগীর জন্য তাদের মায়া হল। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতালব্ধ সার্জন ওসব তুচ্ছ করে কেটে ফেলার পক্ষে। তার মতে, আজকাল এসব অপারেশন গোঁফ-দাঁড়ি কাটার চেয়েও সহজ। অগত্যা আমার রাজী না হয়ে উপায় কি!

সার্জনের সহকারীরা আমার হাত-পা বাঁধার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু তিনি বাধ সাধলেন। তিনি রোগীর মনোবলকে সম্বল করলেন। তার উৎসাহজনক রসিকতায় আমি মানসিক ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলাম। অপারেশন টেবিলে নিজের রক্ত দেখে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় শুয়ে থাকা বড় অস্বস্তিকর ছিল। সার্জনের কাজে চলিশ-পঁয়তালিশ মিনিট সময় লাগে। সবকিছু ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই অপারেশনটা ছিল অর্থহীন। ক'দিন পর আবারও দাপট নিয়ে জ্বর শুরু হল।

তবে বার্লিনে ক্লিনিকে অল্প ক'দিন থাকাটা একেবারে অপচয় হয়নি। জার্মান পত্র-পত্রিকায় স্বাচ্ছন্দ্যে অবগাহন করার সুযোগ পাই। ১৯১৪ সনের আগস্ট হোতে যা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলাম । প্রতিদিন আমাকে বেশ ক'টি জার্মান এবং দু'চারটি বিদেশী প্রকাশনা দেয়া হোত। আমি এগুলো পড়ে মেঝেতে ফেলে রাখতাম। যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাকে দেখতে আসতেন তাকে সব ধরণের রাজনৈতিক মতে ঠাসা সংবাদপত্রের মাদুর মাড়িয়ে আসতে হোত। সত্যিকার অর্থে এই প্রথম আমার জার্মান রিপাবলিকান রাজনীতির পুরো পরিসীমা জানার সুযোগ হয়। তবে বলতে দ্বিধা নেই যে আমি সেখানে আশাতীত কিছু পাইনি। যেমনটি ভেবে ছিলাম, তেমনই দেখেছি। রিপাবলিকটি ছিল সামরিক ধবংসযজ্ঞের বেওয়ারিশ শিশু। রিপাবলিকানরা ছিল ভার্সাইয়ের নিপীড়নের শিকার। সোশাল ডেমোক্রেটরা নভেম্বর বিপ্লবকে গলা টিপে হত্যার করার কার্মকারক। হিন্দেনবুর্গে সাধারণভাবে ছিল একজন গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট। তবু একেবারে কাছে থেকে দেখে ব্যাপারটা খুবই শিক্ষাপ্রদ মনে হয়েছিল।

আমি পয়লা মে সস্ত্রীক মোটরগাড়িতে চড়ে শহরটা ঘুরে দেখি। প্রধান প্রধান পাড়াগুলোতে যাই, মিছিল দেখি, প্লাকার্ড পড়ি, বক্তৃতা শুনি, আলোক্সান্দারপ্লাজায় যাই এবং জনতার ভীড়ে মিশে যাই। আমি মে দিবসের বহু বর্ণাঢ্য এবং আকর্ষণীয় মিছিল দেখেছি । কিন্তু বহু বছর পর এ প্রথম একজন অচেনা মানুষ রূপে জনতার ভীড়ে হারিয়ে যাবার, শোনবার এবং দেখবার সুযোগ পাই। শুধু একবার আমাদের সঙ্গী সাবধানে সতর্কভাবে আমাকে বললেন: 'দেখুন, ওরা আপনার ফটোগ্রাফ বিক্রি করছে।' এসব ছবি থেকে শিক্ষা বিভাগের কমিশারিয়েতের সদস্য, **কুজমিয়েঙ্কোকে** চেনা যাবে না। এগুলো দেখা উচিত কাউন্ট ওয়েস্টার্প বা হারম্যান মূলার, স্ট্রিজমেন, কাউন্ট রেভেন্টলো, হিলফার্ডিং কিংবা তাদের, যারা আমার চিকিৎসার জন্য জার্মানিতে আসার বিরোধিতা করেন। আমার মনে হয় তাদের জানানো উচিত যে, আমি এখন কাউকে তিরস্কার করে কোন শ্লোগান দিচ্ছি না, কারো নিষ্ঠুরতা বা নির্লজ্জতাকে নিন্দা করে দেয়ালে পোস্টার সাঁটছি না। বরং স্রেফ একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে দেখছি এবং দু'চারদিন পর আমার দেহে অস্ত্রোপাচারের দিন গুনছি।

আমরা নগরীর বাইরে 'ওয়াইন ফেস্টিভ্যালে'ও যোগ দেই। এখানেও দেখেছি সারি সারি প্রচুর লোক। তাদের আনন্দে উল্লাসে কেমন যেন অতীতের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বছরগুলোর ধূসর মলিন ছায়া। যারা আনন্দ প্রদর্শন করছেন এবং যারা উপভোগ করছেন উভয়ের একই দশা। তবে খুব কাছে থেকে দেখলে বোঝা যায় রোগমুক্তির পর

ধীরে ধীরে তাদের স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করে তাদের আনন্দ মুখর হতে হয়। আমরা জনতার ভীড়ে কয়েকঘন্টা কাটাই, দেখি, কথাবলি, ফ্রাঙ্কফুটারদের থেকে খাবার কিনে কাগজের প্লেটে খাই, এবং এমনকি বিয়ারও পান করি। ১৯১৭ সাল থেকে যার স্বাদ পাইনি তাই ভুলেও গেছিলাম।

আমি অপারেশন থেকে সেরে উঠে দেশে ফিরে যাবার তারিখ ঠিক করছিলাম। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো যা আজও আমাকে বিব্রত করে। আমার ফিরে যাবার নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে ক্লিনিকের করিডোরে দু'জন ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন। তারা পুলিশ পেশার লোক বলে খুব সুনির্দিষ্টভাবে দাবী করলেন। জানালা দিয়ে উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমার নীচে তাদের মতো দেখতে আরো ৬/৭ জন জড়ো হয়ে আছে। আমি এর প্রতি ক্রেস্টিন্সকির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কয়েক মিনিট পরে সহকারী ডাক্তার একজন দরজায় করাঘাত করে উত্তেজিত অবস্থায় বললেন: 'আমাদের প্রধান চিকিৎসকের অনুরোধক্রমে আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে আপনার জীবন হুমকির মুখে।' আমি নীচে অনেক পুলিশ এজেন্টের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম: 'পুলিশের হাতে নয়তো?' ডাক্তাররা সাহস করে জানালেন যে পুলিশ সেখানে হত্যা প্রচেষ্টা ঠেকাতে এসেছে। দু'তিন মিনিট পর একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে ক্রেস্টিন্সকিকে বললেন যে, পুলিশ খবর পেয়েছে যে আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে তাই তারা অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। পুরো ক্লিনিক উত্তেজিত। নার্সরা বলাবলি করছে যে এই ক্লিনিকে চিকিৎসারত রোগীর নাম ট্রটস্কি। তাই এই বিল্ডিংয়ের প্রতি বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করা হয়। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা একটি চিকিৎসা ক্লিনিকের প্রতি মানানসই নয়। আমি তখনি ক্রেস্টিন্সকিকে সোভিয়েত দূতাবাসে যাওয়ার আয়োজন করতে বলি। ক্লিনিকের সামনের রাস্তা পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। আমার মটরগাড়ীকে পুলিশ পাহারায় যেতে দেয়া হোল।

এই বাহিনীর অফিসিয়াল ভাষ্য ছিল অনেকটা এরকম: জার্মান রাজতন্ত্রবাদীদের একজনকে এক নতুন উদ্ঘাটিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার দায়ে গ্রেফতার করা হয় । তিনি আদালতে দেয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে– রুশ শ্বেত গার্ডরা (Russian White Guards) বার্লিনে থাকা অবস্থায় ট্রটস্কির জীবন নাশের চেষ্টা নেয়। জার্মান কূটনৈতিক বিভাগের মাধ্যমে আমার সফরের আয়োজন করা হয়। তারা স্বেচ্ছায় আমার সফর সম্পর্কে পুলিশ বিভাগকে জানায়নি কারণ তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাজতন্ত্রবাদী। পুলিশ গ্রেফতারকৃত রাজতন্ত্রবাদীদের কথায় তেমন বিশ্বাস করেনি, তাই তার বিবৃতি অনুসারে ক্লিনিকে আমার অবস্থান যাচাই না করে ছাড়েনি। তারা জেনে খুবই বিস্মিত হয় যে, তথ্যটি সঠিক। ক্লিনিকের ডাক্তাররাও ব্যাপারটা তদন্ত করে। আমি একই সঙ্গে দু'টি সতর্কবার্তা পাই– একটি সহকারী ডাক্তার এবং অন্যটি পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে। সত্যিকারভাবেই হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, এবং পুলিশ সত্যি গ্রেফতারকৃত রাজতন্ত্রবাদীর কাছ থেকে আমার উপস্থিতির খবর পেয়েছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমার অজানা।

কিন্তু আমার সন্দেহ কেইসটি আরও সরল। অনুমান করা যায় যে, কুটনৈতিক সার্কেল আমার গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের ওপর আস্থা না রাখার কারণে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে স্ট্রিজম্যানকে অথবা আমাকে দেখিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের সাহায্য ছাড়া আমার টনসিল অপারেশন করা যাবে না। ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, আমার কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে এই শক্তিশালী রক্ষাব্যুহের মাধ্যমে আমি দূতাবাসে চলে যাওয়ার পর তারা ক্লিনিকটিকে হেস্তনেস্ত করে ছাড়ে। এই গল্পের ভাসাভাসা এবং ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পরে জার্মান প্রেসে পাওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় তাদের কথা কেউই বিশ্বাস করেনি।

আমি বার্লিনে থাকার মুহূর্তে ইউরোপে এক সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে: ইংল্যাণ্ডে সাধারণ ধর্মঘট এবং পোল্যান্ডে পিলসুদ্স্কি'র ক্যু দেঁতা। উভয় ঘটনা নকলবাজদের সাথে আমার মতবিরোধের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের পরবর্তী সংগ্রাম আরো তীব্র করার আগাম সতর্কতা জানান দেয়। এ বিষয়ে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

স্তালিন, বুখারিন এবং প্রথম দিকে জিনোভিয়েভও তাদের কূটনৈতিক পলিসির চূড়ান্ত সাফল্য দেখতে পায়। তারা সোভিয়েত ট্রেড-য়ুনিয়নের শীর্ষগোষ্ঠি এবং ব্রিটিশ ট্রেড য়ুনিয়নের গ্রেটার কাউন্সিলের মধ্যে কূটনৈতিক ব্লক গঠনের চিন্তা করে। স্তালিন তার প্রাদেশিক সংকীর্ণ চিন্তা থেকে ধারণা করেন যে, ব্রিটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন নেতা পার্সেল (Purcell) সহ অন্যান্য নেতারা, সংকটজনক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের বিরোধিতা সত্বেও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে আসবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন নেতারা কিছুটা ন্যায্যতা দিয়েই বিশ্বাস করেন যে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সংকটে এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমবৃদ্ধিতে, তাদের জন্য বিচক্ষণতার কাজ হবে বাম আলখেল্লা পরে সোভিয়েত ট্রেড য়ুনিয়ন নেতাদের সাথে কোন রকম দায়বদ্ধতা ছাড়া আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। উভয় পক্ষই জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু বেশীর্ভাগই বেনামে, আত্মপরিচয় গোপন রেখে। এরকম বাজে পলিসির কারণে একাধিকবার অনেক বড় বড় ঘটনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে রকমই একটি ১৯২৬ সনে মে মাসে ইংল্যান্ডের সাধারণ ধর্মঘট। এই ধর্মঘট শুধু ইংরেজদের জীবনেই নয় আমাদের দলের ভেতরগত জীবনেও ছিল এক বিশাল ঘটনা যা বড় কোন পরিবর্তন আনতে পারতো।

যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের ভাগ্য অনাগ্রহের কবলে পড়ে। যদি তার অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর পরস্পরের মধ্যে র‍্যাডিক্যাল সম্পর্ক স্থাপন করা যেত, তবে তার বিশ্ব অবস্থানেও র‍্যাডিকেল পরিবর্তন ব্যর্থ হোত না। এটা স্পষ্ট যে ইংল্যান্ড সহ য়ুরোপেও যদি আরও কিছুদিন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা যেত, তবে স্বয়ং ইংল্যান্ডেও শুধুমাত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গুরুতর কয়েকটি বিরোধ এবং ঝাঁকুনির মাধ্যমে এ ধরণের ভারসাম্যে পৌঁছনো যেত। আমার চিন্তা থেকে আমি মনে করি, ইংল্যান্ডের সর্বত্র কয়লা শিল্প শ্রমিকদের যে সংগ্রাম চলছিল, তাতে তাদের পক্ষে একটি সাধারণ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। এখান থেকে আমি অনুমান করেছিলাম যে অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণির পুরনো সংগঠনসমূহ এবং এর নতুন ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্বের মধ্যে যে অত্যাবশ্যকীয় বিরোধ তা শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। ১৯২৫ সনের শীত ও বসন্তকালে, আমি ককেশাসে থাকা কালে এর ওপর একটি বই লিখি। বইটির নাম ছিল Whither England ? (ইংল্যান্ড কোন দিকে যাচ্ছে?)। বইটির লক্ষ্য ছিল পলিট ব্যুরোর অফিসিয়াল ধারণা দেয়া এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ জেনারেল কাউন্সিলের দ্বারা বামের বিবর্তন ঘটানো, এবং ক্রমান্বয়ে নীরবে নিভৃতে ব্রিটিশ লেবার পার্টি ও ট্রেড য়ুনিয়নের নেতা-কর্মীদের ভেতরে সাম্যদের অনুপ্রবেশ ঘটানো। আংশিক লক্ষ্য ছিল অপ্রয়োজনীয় জটিলতা পরিহার করা এবং আমার প্রতিপক্ষকে পরীক্ষায় ফেলা। আমি বইটির পান্ডুলিপি পলিটব্যুরোতে পেশ করি। যেহেতু এটি ছিল একটি ভবিষ্যদ্বানীর বিষয়,তাই এর ওপর সমালোচনা তো দূরের কথা পলিটব্যুরোর কোন সদস্যই নিজের মতামত প্রকাশেরও সাহস দেখালেন না। বইটি নিরাপদে সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে হুবহু প্রকাশিত হয়ে গেল। কিছুদিন পরে এটি ইংলিশ ভাষায়ও প্রকাশিত হল। ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রের অফিসিয়াল নেতৃবৃন্দ বইটির বিষয়বস্তুকে একজন বিদেশীর ফ্যান্টাসি বলে বিবেচনা করলেন, যিনি ব্রিটিশ সমাজ সম্পর্কে অবগত নন। তাই তিনি 'রুশ' সাধারণ ধর্মঘটকে ব্রিটিশ উপদ্বীপে ট্রান্সফার করতে চান। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনা ও হিসাব-কিতাব মাত্র কয়েকজনে, এমনিক কয়েশজনেও করে থাকতে পারেন। যার মধ্যে স্বয়ং ম্যাকডোনাল্ডও থাকতে পারেন, যিনি মামুলি রাজনৈতিক কথাবার্তায় তর্কাতীতভাবে সেরা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের

মধ্যেই কয়লা-শ্রমিকদের ধর্মঘট একটি সাধারণ ধর্মঘটে রপান্তরিত হল। আমার ভবিষ্যদ্বানী এত দ্রুত ফলবে, নিজেও ধারণা করতে পারেনি। ব্রিটিশ সংস্কারবাদীদের হোম-মেড হিসাব-কিতাবের বিপরীতে, যদি সাধারণ ধর্মঘট মার্ক্সবাদী ভবিষ্যদ্বানী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ ধর্মঘটের সময় জেনারেল কাউন্সিলের আচরণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্তালিনের প্রত্যাশার পার্সেলেরও পতন অনিবার্য। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে ক্লিনিকে থেকেই সাধারণ ধর্মঘটের সকল তথ্য সংগ্রহ করি ও সতর্কভাবে তুলনা করি, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সাথে নেতৃবৃন্দের সম্পর্কের দিকটা। এ বিষয়ে মস্কোতে প্রাভ্‌দায় যে ধরণের প্রবন্ধ ছাপা হয় তা দেখে আমার বমি আসছিল। এটি একমাত্র সত্য ঘটনার নৈরাশ্যবাদী বিকৃতির দ্বারাই অর্জন করা যায়। একজন বিপ্লবী রাজনীতিকের বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতন এবং জনগণের প্রতি প্রতারণার এর চেয়ে বড় কোন প্রমাণ আর হতে পারে না।

মস্কোতে ফিরে এসেই আমি তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ জেনারেল কাউন্সিলের সাথে গঠিত ব্লক ভেঙ্গে দেয়ার দাবী জানাই। জিনোভিয়েভ অনিবার্য দোদুল্যমানতার পর আমার পক্ষ নেন। রাদেক বিরোধীতা করেন। স্তালিন ব্লকের যে মূল্য দিতেন, তার সঙ্গে মিল রেখে সেঁটে থাকেন। ব্রিটিশ ট্রেড-য়ুনিয়নবাদীরা তাদের অভ্যন্তরীণ তীব্র সংকট দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে; পরে অভদ্রভাবে লাথি মেরে তাদের উদার নির্বোধ মিত্রদের হটিয়ে দেয়।

একই তাৎপর্যমন্ডিত ঘটনা পোল্যান্ডেও ঘটে। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে চরম উত্তেজিত হয়ে পিলসুদ্‌স্কি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভার্স্কি (Varski) সেখানে 'সর্বহারা এবং চাষী-মজুরদের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের আন্দোলন'-এর ক্রমবিকাশ চাক্ষুষ দেখতে পান। তাই তিনি কমুনিস্ট পার্টিকে পিলসুদ্‌স্কিকে সমর্থনের আহবান জানান। আমি ভার্স্কিকে বহুদিন থেকে চিনি। রজা লুক্সেমবার্গ জীবিত থাকাকালে, তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে স্থান করে নেন। তিনি ছিলেন একা তার বিকল্প তখনও গড়ে উঠেনি। ১৯২৪ সনে, খুবই দ্বিধাদ্বন্দের ভেতর দিয়ে, তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত 'ট্রটস্কিবাদের' শয়তানি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ কৃষকদের অবমূল্যায়ন গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের পথে বাধা স্বরূপ। তার একান্ত বাধ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে নেতার পদমর্যাদা দেয়া হয় এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকে নেতার বিজয় মাল্য পরিয়ে দেবার সুযোগের অপেক্ষা করা হয়। অবশেষে ১৯২৬ সনে মে মাসে তিনি এ সুযোগ হারিয়ে নিজেকে অপমানিত করনে এবং পার্টির পতাকাকেও ছিন্ন-ভিন্ন করেন। তাকে অবশ্য শাস্তি পেতে হয়নি; স্তালিনের লোকজন তাকে পোলিশ শ্রমিকদের পিটুনির হাত থেকে রক্ষা করে।

১৯২৬ সনে পার্টির মতাদর্শিক সংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করতে থাকে। শরৎকালে স্থানীয় পার্টির মিটিংএ বিরোধীপক্ষ খোলাখুলি আক্রমণও করে। স্তালিনের কর্মী-সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মতাদর্শিক সংগ্রাম প্রশাসনিক কর্মকান্ডেও স্থান করে নেয়। টেলিফোনে পার্টি আমলাদের শ্রমিকদের স্থানীয় মিটিংএ যোগদানের জন্য সমন জারী করা হয়। মিটিং এর সামনে অটোমোবাইল হুটিং সাইরেন বাজিয়ে সকলকে জড়ো করা হয়। বিরোধী পক্ষকে দেখা মাত্রই অবজ্ঞাসূচক শীষ ধ্বনি দেয়া হয়। শাসক উপদল যন্ত্রবৎ তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে হুমকি ও প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে বিপক্ষদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পার্টির সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা শোনা, বোঝা বা কিছু বলার আগেই পার্টি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে এক আকস্মিক বিপত্তির ঘটার আশংকা করে। বিরোধীপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৬ই অক্টোবর আমরা এক বিবৃতিতে ঘোষণা করি যে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায্য মনে করি এবং দলের মূল কাঠামো অবলম্বনে সংগ্রাম করবার অধিকারও রাখি। তারপরও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকবার অঙ্গীকার করছি, যা পার্টি দু'ভাগ হয়ে যাবার কারণ হতে পারে। ১৬ই অক্টোবরে ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল পার্টির

সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই ঘোষণার মাধ্যমে আমরা পার্টিতে থেকে কাজ করার ইচ্ছাই ব্যক্ত করি। যদিও স্তালিনবাদীরা এই সন্ধিচুক্তি পরদিনই ভঙ্গ করে, তবুও আমরা কিছু সময় পাচ্ছিলাম। ১৯২৬ থেকে ১৯২৭ এর শীতকাল আমাদের কিছু দম নেয়ার সুযোগ দেয়। এ সময়টায় আমরা অনেক তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আরো বেশী মনোযোগ দিতে পারি। ১৯২৭ সনের শুরুতে জিনোভিয়েভ ধীরে সুস্থে একে একে আত্মসমর্পন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই চীনে বিভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটে। স্তালিনের অপরাধী চরিত্রের পলিসি সঙ্গে সঙ্গে তাকে আঘাত করে বসে। এমতাবস্থায় জিনোভিয়েভ আত্মসমর্পণ স্থগিত করেন এবং তার অন্যান্য অনুসারীরাও তাকে অনুসরণ করেন।

নকলবাজ নেতৃত্ব চীনে বলশেভিকবাদের সকল ঐতিহ্য মাড়িয়ে দেয়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বুর্জোয়া কুওমিনটাং দলে যোগ দিতে এবং এর সামরিক শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য হয় । সোভিয়েত গঠন নিষিদ্ধ হয়। কমুনিস্টদের কৃষি বিপ্লব থামাতে পরামর্শ দেয়া হয় এবং বুর্জোয়াদের অনুমতি ছাড়া শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে বাধা দেয়া হয়। এ সুযোগে **চিয়াং কাই-সেক** (Chiang Kai-shek) একদল মিলিটারীর সাহায্যে সাংহাইয়ের শ্রমিকদের ধ্বংস ও পরাজিত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সতর্কবার্তা জানিয়ে দেয়া হয় যে বিদ্রোহ করলে অনুরূপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। ১৯২৫ সন থেকে আমি কুওমিনটাংদের থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে আসি। স্তালিন এবং বুখারিনের পলিসি কেবল বিপ্লব ধবংস করার প্রস্তুতি সহজই করেনি, বরং রাষ্ট্রীয় কর্মীদের দিয়ে প্রত্যাঘাত করে চিয়াং কাই-সেকের প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ডকে আমাদের সমালোচনা থেকেও রক্ষা করে। ১৯২৭ এর এপ্রিলে হল অব কলামে অনুষ্ঠিত দলীয় মিটিং-এ স্তালিন তখনও চিয়াং কাই সেকের সাথে কোয়ালিশনের পলিসিকে সমর্থন দিয়ে তার প্রতি আস্থা রাখতে আহবান জানান। পাঁচ ছয়দিন পরে চিয়াং কাই সেক সাংহাই শ্রমিকদের এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে মারে।



দলে উত্তেজনার ঢেউ প্রবহমান। বিরোধীপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ষড়যন্ত্রকারীদের সকল নিয়ম-নীতি অগ্রাহ্য করে– সে সময়ে মস্কোতে, আমরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে চীনা শ্রমিক শ্রেণিকে চিয়াং কাই-সেকের হাত থেকে রক্ষা করতে বাধ্য হই। বিরুদ্ধবাদীরা আমার কাছে চীফ কনসেশন কমিটির অফিসে দলে দলে আসতো। অনেক তরুণ কমরেড ভেবেছিল স্তালিনের পেটেন্ট পলিসির দেউলিয়াত্ব বিরোধী পক্ষকে বিজয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসতে বাধ্য। চিয়াং কাই-সেকের ক্যু দ্যঁ তার পর প্রথম কয়েকদিন আমি বাধ্য হই আমার তরুন বন্ধুদের গরম মাথায় বালতির পর বালতি শীতল জল ঢালতে এবং তাদের কেউ কেউ অত তরুণও ছিলেন না। আমি তাদের দেখাতে চেয়েছিলাম যে চীনা বিপ্লবের পরাজয়ের উপর বিরোধী পক্ষের জাগরণ নির্ভর করে না। 'আসল সত্য হচ্ছে যে আমাদের ভবিষ্যদ্বানী সঠিক প্রমাণিত হলে এক হাজার, পাঁচ হাজার বা বড়জোর দশ হাজার নতুন সমর্থক আমাদের বাড়তে পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য গুরুত্বের বিষয় আমাদের ভবিষ্যদ্বানী নয়, বরং চীনা সর্বহারাদের পরাজিত ও ধ্বংস করে দেয়া। ১৯২৩ সনে জার্মান বিপ্লব পরাজয়ের পর, ১৯২৫ সনে ইংলিশ সাধারণ ধর্মঘটের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর, নতুন করে চীন বিপর্যয় আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে তীব্রভাবে হতাশ করবে। এই হতাশাজনক অবস্থাই স্তালিনের জাতীয়-সংস্কার পলিসিকে প্রধানত মনস্তাত্বিক উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কাজ করে।

খুব স্বল্প সময়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে উপদল হিসেবে আমরা নিঃসন্দেহে শক্তি অর্জন করেছি– তার মানে, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং সংখ্যায় আরো শক্তিশালী হয়েছি। কিন্তু যে মাতৃজঠরের নাড়ি আমাদের ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল চিয়াং কাই-সেকের তলোয়ার তা কেটে দেয়। তার সর্বশেষ আস্থাহীন রুশ মিত্র, স্তালিনের এখন করার শুধু পার্টির অভ্যন্তরের বিরোধী পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করে সাংহাই

শ্রমিকদের পুরোপুরি ধবংস করা। বিরোধী পক্ষের মেরুদণ্ড হিসেবে ছিলেন একদল সাচ্ছা প্রবীণ বিপ্লবী। কিন্তু আমরা আর একা নই। আমাদের পক্ষে হাজার হাজার নতুন প্রজন্মের বিপ্লবী জোট বাঁধছিল। এই নতুন প্রজন্ম অক্টোবর বিপ্লবে জেগে উঠা; তারা গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে; তারা লেনিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বিশাল কর্তৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র ১৯২৩ সন থেকে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সমালোচনা করতে শেখে এবং মার্ক্সবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিকাশের নতুন ধারায় ফিরতে শুরু করে। তবে এখনও বেশ জটিল বিষয় হচ্ছে বিপ্লবী উদ্যোগ নিয়ে দায়িত্ব কাঁধে নিতে শেখা। বর্তমানে এরকম হাজার হাজার বিপ্লবী রয়েছেন যারা স্তালিন আমলে জেলে এবং নির্বাসনে থেকে তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়ন করে যুক্তি দিয়ে তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিরোধী পক্ষের নেতৃত্বস্থানীয় অগ্রসরমান গোষ্ঠী চোখ-কান খোলা রেখে এই শেষ দৃশ্যের মুখোমুখি। আমরা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করেছি যে আমরা আমাদের চিন্তাধারা ও তত্ত্বকে নতুন প্রজন্মের সাধারণ স্বার্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা কূটনৈতিক কৌশল বা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল দিয়ে নয় বরং খোলাখুলি সংগ্রামের মাধ্যমেই এটা অর্জন করেছি। আমরা অপরিহার্য যত দুর্যোগই হোক আত্মবিশ্বাসের সাথে তার মোকাবেলা করে আরো সুদুরপ্রসারী ভবিষ্যত বিজয়ের জন্য পথ তৈরী করছি।

মানুষের ইতিহাসে বস্তুগত শক্তির চাপ বা দৈহিক বলপ্রয়োগ অতীত-বর্তমান সব সময় এক বিশাল ভূমিকা পালন করে; এটি মাঝে মাঝে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও বেশীর্ভাগই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কি ধরণের ভূমিকা পালন করবে তার নির্ভর করে কোন শ্রেণি বল প্রয়োগ করে এবং কতখানি করে। তবে এখান থেকে এই বিশ্বাস লালন করা ঠিক হবে না যে বল প্রয়োগই সব সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত এবং বল প্রয়োগের দ্বারা সব বাধা অতিক্রম করা যায়। সশস্ত্র শক্তির বলে প্রগতিশীল ঐতিহাসিক প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভব; কিন্তু প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা বা তত্ত্বের চলার পথকে রোধ করা যায় না। সেজন্য, বিপ্লবীরা মহান কোন নীতি-আদর্শের যদি লড়াই করেন, তখন এই বিধি অনুসরণ করতে পারেন: 'করতে বাধ্য হলে কর, আসতে চাইলে আসতে দাও' ('Do what you must, come what may.')

(৩)

১৯২৭ সনের শেষ দিকে দলের পঞ্চদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হয়। সময় যত ঘনিয়ে আসতে থাকে, দলে ততই একটা ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে। দলের সাধারণ সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পৈশাচিক সন্ত্রাস চালানো সত্ত্বেও, দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিরোধীপক্ষের কথা শোনার আগ্রহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে শোনানো অসম্ভব, তাই অবৈধ পথ বেছে নেয়া হয়। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের বিভিন্ন এলাকায় গোপন মিটিং শুরু হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক এবং শিক্ষার্থীরা এসব মিটিং শোনে। ২০, ১০০ বা ২০০ জনের একেকটা গ্রুপ বিরোধীপক্ষের কোন না কোন প্রতিনিধির সঙ্গে মিটিং-এ অংশ নেয়। একেক দিন আমি তিন-চারটা মিটিং-এ অংশগ্রহণ করি। এগুলো অনুষ্ঠিত হতো কোন শ্রমিকের বাসায়। ছোট ছোট দু'রুমের বাসা লোকজনে ভরে যেত। দু'রুমের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তাকে বক্তৃতা দিতে হোত। কখনো কখনো সবাই মেঝেতে বসে পড়তো; স্থানাভাবে প্রায়ই লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতো। মাঝে মাঝে কন্ট্রোল কমিশনের প্রতিনিধিরা মিটিংএ এসে সবাইকে চলে যাবার জন্য বলতো। তাদেরকেও আলোচনা শোনার আহবান জানানো হোত। তারা বাধা দিতে চাইলে তাদেরকে বের করে দেয়া হোত। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে প্রায়

২০,০০০ লোক এসব মিটিংএ যোগ দেয়। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বিরোধীপক্ষ প্রতিদিন বড় বড় গণসমাবেশ ও কর্মী সভার প্রস্তুতি নেয়। স্থান ঠিক করা হয় হাই টেকনিক্যাল স্কুলের হলে এবং হলটি আগে-ভাগেই দখল করে রাখা হয়। ২০০০ লোকের হল কানায় কানায় ভরে যায়। তার চেয়েও বেশী জনতা বাইরের রাস্তায় ভীড় করে আসন নেয়। প্রশাসন এই মিটিং বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কামেনেভ এবং আমি দু'ঘন্টারও বেশী সময় ধরে বক্তৃতা দেই। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি জোর করে হলেও মিটিং ভেঙ্গে দিতে শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানায়। এই আহবান ছিল স্রেফ লোক দেখানো। আসলে তারা সুপরিকল্পিত উপায়ে জিপিইউ'র গাইডেন্সে মিলিটারী দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। স্তালিন চেয়েছিল এর একটা রক্তাক্ত সমাধান। আমরা সংকেত দিলাম যে বড় বড় মিটিং সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। তবে ৭ই নভেম্বর মিছিলের আগে নয়।

১৯২৭ সনের অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি লেনিনগ্রাদে বৈঠক করে। তাদের সম্মানে কর্তৃপক্ষ এক গণসম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। কিন্তু এক অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে গণসমাবেশ সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার দিকে মোড় নেয়। জিনোভিয়েভ এবং আরো কয়েকজন সহ আমি বিপক্ষদের মধ্যে একটি অটো মোবাইলে চড়ে নগর পরিভ্রমণ করে দেখছিলাম জনসমাবেশের আকৃতি এবং মেজাজ কি রকম। পরিভ্রমণের শেষ দিকে এসে আমরা তৌরিদ প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলাম। সেখানে আগে থেকে মোটর ট্রাক এনে জড়ো করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের জন্য বক্তৃতামঞ্চ তৈরী করা ছিল। আমাদের গাড়ি তার খানিক দূরে একটি পুলিশ বেস্টনির কাছে এসে থামে। সামনে এগুবার আর কোন প্যাসেজ ছিল না। কিভাবে এই কানাগলি পার হব, এ নিয়ে ভাবছিলাম, তার আগেই পুলিশের কমান্ডার সরল মনে তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়িকে এসকর্ট করে প্লাটফর্মের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। আমরা দ্বিধা-দ্বন্ধ কাটিয়ে উঠার আগেই পুলিশ দু'লাইন করে তার মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়িকে শেষ মটর-ট্রাকের বক্তৃতামঞ্চের কাছে নিয়ে গেল। সেটি তখন খালি ছিল। জনগণ যখন বুঝতে পারল যে আমরা সবশেষ বক্তৃতামঞ্চে, তখন হঠাৎ করে গণসমাবেশের চেহারা পাল্টে গেল। লোকজন প্রথম ট্রাকের বক্তৃতামঞ্চটি এড়িয়ে তাদের সম্বর্ধনার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমাদের ট্রাককে ঘিরে অবস্থান নিল। শ্রমিকরা এবং সৈন্যরা উপরের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে অভিবাদন জানালো এবং তারপর তাদের পেছনে অধৈর্য জনতার প্রচন্ড চাপের কারণে সরে যেতে বাধ্য হোল। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এক প্লাটুন পুলিশ পাঠানো হয়েছিল আমাদের ট্রাকের দিকে কিন্তু জনতার মন-মেজাজ দেখে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। স্তালিনের বিশ্বস্ত শত শত এজেন্ট জনতার ভীড়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। তারা হইসেল বাজিয়ে বাজিয়ে আমাদের নীচে নামাতে চেষ্টা করলো কিন্তু জনতার অভিনন্দন ও সহানুভুতির শোরগোলে তাদের বাঁশীর আওয়াজ মিলিয়ে গেল। এই পরিস্থিতি যত দীর্ঘায়িত হোল, তত সমাবেশের আনুষ্ঠানিক নেতাদের জন্য অসহনীয় বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হল। পরিশেষে, কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং এর কয়েকজন খ্যাতিমান সদস্য প্রথম মঞ্চ থেকে নেমে আমাদের বক্তৃতামঞ্চে উঠে এলেন। তাদের জনশূন্য বক্তৃতামঞ্চ খাঁ খাঁ করছিল। কিন্তু তাদের এই সাহসী পদক্ষেপও কোন কাজে আসেনি। কারণ জনতা চীৎকার করে নাম ধরে ডাকছিলেন। এবং সে নামগুলোর একটিও অফিসিয়াল প্রভূদের ছিল না।

জিনোভিয়েভ তাৎক্ষণিকভাবে আশাবাদী হয়ে উঠলেন। জনতার এ রকম মনোভাবের প্রকাশ পেয়ে তিনি গুরুতর কোন প্রতিফলন আশা করে বসলেন। আমি তার এই আবেগতাড়িত মূল্যায়নে সায় দিলাম না। লেনিনগ্রাদের সাধারণ শ্রমিক সমাজ এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের প্রতি তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিরোধী পক্ষের নেতাদের প্রতি নিষ্কাম বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তারা এখনও ক্ষমতাসীনদের কব্জা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সমর্থকরূপে কাজে আসতে পারেনি। এই

পরিস্থিতিতে এদের সম্পর্কে আমার কোন বিভ্রান্তি নেই। অন্যদিকে, তাদের এই বিক্ষোভ দেখে ক্ষমতাসীন চক্র বিরোধীপক্ষকে খুব ত্বরিত নিশ্চিহ্ন করার বার্তা পেয়ে গেল। এবার তারা জনসাধারণকে তাদের সফলতা দেখাবে।

পরের যুগান্তকারী ঘটনাটি ছিল অক্টোবর বিপ্লবের দশম বর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে গণবিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন। মিছিলের সংগঠকরা, বার্ষিকীর প্রবন্ধ লেখকরা এবং সমাবেশের বক্তারা প্রায় সবাই ছিলেন হয় অক্টোবর ব্যারিকেডের অপর পাশের লোক আর না হয় বিপ্লব চলাকালে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখা লোক। এরাই বিপ্লবের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর নিরাপদে বিজয়োল্লাসে যোগদান করেন। আমি তাদের প্রবন্ধ পড়ে এবং রেডিওতে বক্তৃতা শোনে বিরক্ত না হয়ে বরং মজাই পেয়েছি। ব্যক্তিগত লাভের আশায় প্রভাবশালী ব্যক্তির পেছনে ঘোরা এসব লোকেরা অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করেছেন। যখন আপনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিময়তা বোঝেন এবং দেখেন কেমন করে আপনার বিরোধীপক্ষ তাদের অজানা নিয়ন্ত্রকের রশির টানে চলে, এবং পরে সবচেয়ে বিরক্তিকর নীচতা ও বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করে, তখন তাদের ওপর আপনার আস্থা আর থাকেনা।

বিরোধীরা সিদ্ধান্ত নিল তাদের নিজস্ব শ্লোগান এবং নিজস্ব প্লাকার্ড সহ মিছিল বের করবে। এটা দলের বিরুদ্ধে নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারা পড়ে শোনায়: *'আসুন আমরা কুলাক, সুবিধাবাদী, নয়া-ব্যবসায়ী (*nepman) এবং আমলাদের বিরুদ্ধে আমাদের মশালটা ডান দিকে ঘুরিয়ে ধরি।' ...'আসুন আমরা লেনিনেই ইচ্ছাকে বহন করি' ... 'দলকে দু'ভাগ করার বিরুদ্ধে, সুবিধাবাদীদের বিপক্ষে এবং লেনিনের দলের একতা রক্ষা করতে শপথ নেই।'*

আজ এই শ্লোগানগুলো স্তালিন পন্থীরা তাদের অফিসিয়াল মতবাদ হিসেবে ব্যবহার করে ডানদের (right wing) বিরুদ্ধে লড়াই করে। ৭ই নভেম্বরে বিরোধী পক্ষের হাত থেকে প্লাকার্ডগুলো কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং বিশেষভাবে সংগঠিত ইউনিট দিয়ে প্লাকার্ড বাহকদের মারধর করা হয়। অফিসিয়াল নেতারা লেনিনগ্রাদ জনসমাবেশের বিক্ষোভ থেকে পাঠ নিয়ে এবার আরো বেশী কার্যকরী প্রস্তুতি নিলেন। সাধারণ মানুষ অস্বস্তি দেখায়। তারা যে শান্ত মন নিয়ে সমাবেশে যোগ দেয় তা পুরোপুরি বিক্ষোভে পরিণত হয়। সন্ত্রস্ত এবং হতভম্ব লোকজন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে– ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী পক্ষ। 'ট্রটস্কিপন্থী'দের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় লড়াই করা কুখ্যাত অ-বিপবী ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহ মস্কোর রাস্তায় ক্ষমতাসীন পক্ষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। একজন পুলিশ, সরাসরি আমার গাড়ির দিকে গুলি করে। তবে, সে দাবী করে যে সে সমতর্কতামূলক ফাঁকা আওয়াজ করেছে। কেউ একজন তার হাতকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিল। ফায়ার ব্রিগেডের একজন মাতাল কর্মী চিৎকার করে গালিগালাজ করতে করতে এসে আমার গাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ে কাঁচ ভেঙ্গে দেয়। যিনি ১৯২৭ সনের ৭ই নভেম্বর মস্কোর রাস্তায় ঘটনাবলী সরাসরি দেখে থাকবেন তিনি স্পষ্টতই বলবেন যে এটা ছিল থার্মিডরের মহড়া। **nep-man (in the Soviet Union) a person who engaged briefly in private enterprise during the New Economic Policy of the 1920s.*

একই ধরণের জনসমাবেশ হয় লেনিনগ্রাদেও। জিনোভিয়েভ এবং রাদেক সহ আরো যারা সেখানে গিয়েছিলেন, একটি বিশেষ দল তাদের ধরে ফেলে। জনতার হাত থেকে রক্ষা করার ছলে, সমাবেশ চলাকালীন পুরোটা সময় তাদেরকে একটি দালানের ভেতরে আটকে রাখে। সেদিন জিনোভিয়েভ আমাদেরকে মস্কোতে লেখেন: *'হাতে সে সব তথ্য আছে তা নির্দেশ করে যে, এই চরম সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে আমাদেরই লাভ হবে। আপনাদের বেলায় কি ঘটেছে ভেবে আমরা খুবই চিন্তায় আছি। এখানে বেশ ভালই গণসংযোগ (শ্রমিকদের সাথে গোপন আলাপ-আলোচনা) হচ্ছে। আমাদের পক্ষে ভালই পরিবর্তন হচ্ছে। আপাতত: আমরা এখান থেকে নড়তে চাই না।'* এই ছিল জিনোভিয়েভের পক্ষ থেকে সবশেষ শক্তির ঝলক। একদিন পরেই তিনি মস্কো এসে আত্মসমর্পণের কথা জোর দিয়ে বলতে থাকেন।

১৬ই নভেম্বর **জোফ** (Abraham Z. Joffe) আত্মহত্যা করেন; তার মৃত্যু উদীয়মান লড়াইয়ে বেশ বড় পরিবর্তন সূচিত করে। জোফ ছিলেন জাপানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তাকে বিদেশ পাঠাতে অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরুতে হয়; কিন্তু সেখানে ছিলেন খুবই অল্প সময়ের জন্য। তার জাপানে থাকাটা দেশের জন্য লাভজনক ফল দিলেও, তার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ তাকে দেয়া হয়নি। আমি কনসেশানস কমিটিতে থাকাকালে জোফ ছিলেন আমার ডেপুটি। এ সময় তার উপর অফিসিয়াল কাজের খুবই চাপ পড়ে। পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট তাকে খুব বিরক্ত করে; সবচেয়ে;বেশী কষ্ট দেয় বিশ্বাসঘাতকতা। বহুবার সে লড়াইয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। তার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে, আমি তাকে আটকে রাখতাম। জোফ বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত ছিল স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান নিয়ে। যারা বর্তমানে বিপ্লবের ফল ভোগ করেছেন তাদের ঘৃণাবহ ও অরুচীকর প্রলোভন তিনি গলাধকরণ করেননি। অথচ তাদের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগাম কোন ধারণাই ছিল না। জোফ লেনিনের সঙ্গে স্থায়ী বিপ্লব বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ হয় সম্ভবত ১৯১৯ সনে। লেনিন তাকে বলেছিলেন: 'হ্যাঁ, ট্রটস্কিই সঠিক বলে প্রমাণিত।' জোফ লেনিনের সঙ্গে তার আলাপচারিতার বিষয়টি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি ঠেকিয়ে রাখি। আমি মনে মনে ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে প্রলোভনকারীরা তার ওপর অত্যাচারের ধ্বস নামাবে। জোফ ছিলেন অসাধারণ ধৈর্য্যশীল। তার বাহ্যিক নরম মানুষের আবরণের ভেতর লুকিয়ে ছিল এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি। প্রতিবারই যখন নতুন করে উগ্র অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রতারণার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটতো তিনি লেখাটা নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ও অবজ্ঞাভরে আমার কাছে এসে বার বার বলতেন: *'আমার এই লেখাটি অবশ্যই জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত।'* আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বার বার বোঝাতাম এসব 'প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ' কোন পরিবর্তন আনবে না। এখন প্রয়োজন আমাদের দলের নতুন প্রজন্মকে পূণরায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং সুদূর প্রসারী লক্ষ্য স্থির করা।



চিকিৎসার জন্য বিদেশ গিয়ে শেষ না করেই জোফকে ফিরে আসতে হয়েছে। তার শারিরীক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শরৎকালের দিকে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন এবং তারপর থেকে একরকম বিছানাতেই ছিলেন। তার বন্ধুরা আবারো তাকে বিদেশ প্রেরণের দাবী জানায়, কিন্তুকেন্দ্রীয় কমিটি সরাসরি নাকচ করে। স্তালিনবাদীরা বিরুদ্ধবাদীদের ভিন্নভাবে নির্বাসনে বিদেশ পাঠাবার ষড়যন্ত্র শুরু করে। আমাকে প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পরে দল থেকে বহিস্কার করাটা জোফ মেনে নিতে পারেননি। তার ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ক্রোধ ভয়ানকভাবে বাড়ে কিন্তু দৈহিক অসহায়ত্বের দরুন কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায় তীব্রভাবে দগ্ধ হতে থাকেন। তিনি নির্ভূলভাবেই বুঝেছিলেন বিপ্লবের ভবিষ্যত খুবই ঝুঁকির মধ্যে। একে রক্ষার জন্য যে লড়াই দরকার করা, অথচ তার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য তার দেহে নেই। লড়াই ছাড়া অন্যায়কে সয়ে সয়ে শুধুই জীবন ধারণের কোন মানে হয় না। তাই জোফ তার মত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, আত্মহত্যার।

তখন আমি ক্রেমলিন থেকে আমার বন্ধু বিলোবরোদভের বাড়িতে এসে পৌঁছি। তিনি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ গণ কমিশারি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)। যদিও জিপিইউ'র এজেন্টরা সব সময় তার পেছনে লেগে থাকতো। তিনি তখন তার নিজ এলাকা উরাল পার্বত্যাঞ্চলে ছিলেন। ক্ষমতাসীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের চেষ্টা করছিলেন। আমি জোফের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানার জন্য তার এপার্টমেন্টে ফোন করি। তার পাশেই টেলিফোন থাকতো। তিনি নিজেই ফোনে কথা বলেন। তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন বিস্ময় এবং বিপদাশঙ্কা মনে হয়েছিল। পরে আমি ব্যাপারটা উপলব্ধি করি। তিনি আমাকে তার কাছে যেতে অনুরোধ করেন। কিছু দৈব ঘটনা আমাকে তা করতে দেয়নি। তখনকার দুর্যোগময় দিনগুলোতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

কমরেডরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বিলোবরোদভের বাড়িতেই আসতেন। এক বা দু'ঘন্টা পর এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর টেলিফোনে আমাকে জানায়:'এডল্‌ফ আব্রামোভিচ নিজগুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। তার বিছানার পাশের টেবিলে আপনার জন্য একটি খাম রেখে গেছেন।' বিলোবরোদভের বাড়িতে সব সময় দু'চারজন সামরিক ব্যক্তি (তবে বিরোধী পক্ষ) পাহারায় থাকতো। আমি শহরে গেলে, তারা সব সময় আমার সঙ্গে যেতো। আমরা দ্রুত জোফের কাছে পৌঁছলাম। তার দরজার কলিংবেল টিপলাম, ধাক্কা-ধাক্কি করার পর দরজা খুলে দিল তবে বেশ দেরীতে। ঘরের ভেতর তখন রহস্যময় কিছু একটা হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখলাম এডল্‌ফ আব্রামোভিচের শান্ত, কোমল ও স্পর্শকাতর মুখ রক্তভেজা বালিশে। জোফের ডেস্কের সামনে ছিলো 'বি' নামের একজন জিপিইউ' বোর্ডের সদস্য। খামটা বেড-সাইড টেবিলে নেই। আমি তখনি এটা ফেরত চাইলাম। বি আমতা আমতা করে জানালেন যে সেখানে কোন চিঠি ছিল না। তার আচরণ এবং কণ্ঠস্বরই প্রমাণ দিল যে তিনি মিথ্যা কথা বলছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরের বিভিন্ন পাড়া থেকে তার বন্ধুরা এসে এপার্টমেন্টে ভীড় করেন। বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের, কমিশরিয়েতের, দলীয় প্রতিষ্ঠানের এবং বিরোধী পক্ষের কর্মীদের ভীড়ে হিমশিম অবস্থা। রাতে কয়েক হাজার লোক তার বাড়িতে ভীড় জমায়। চিঠিটি চুরি হয়ে যাওয়ার সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী সাংবাদিকরা তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে থাকে, এবং চিঠিটি আর গোপন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষে চিঠিটির একটি ফটোকপি রাকোভ্স্কির হাতে দেয়া হয়। জোফে পত্রটি লিখেছিলেন আমার কাছে, ছিল খামবদ্ধ এবং তার ওপর আমার নাম লেখা। অথচ চিঠিটি খুলে তার ফটোকপি দেয়া হলো রাকোভ্স্কির হাতে। এমনটা কেন হোল তার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। এটিই ছিল জোফের শেষ চিঠি, মৃত্যুর দেড়ঘন্টা আগে লেখা। জোফে জানতেন তার প্রতি আমার মনোভাব কেমন ছিল; আমার সঙ্গে তার গভীর নৈতিক আত্মবিশ্বাসের বন্ধন ছিলেন। তিনি আমাকে তার লেখা সংশোধন করার অধিকারও দিয়েছিলেন। নৈরাশ্যবাদী শত্রুপক্ষ পত্রটি গায়েব করতে ব্যর্থ হয়ে, পত্রের একান্ত ব্যক্তিগত লাইনগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।

জোফে যে মতাদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, সে কাজেই যেন তার মৃত্যু হয় এই কামনা করতেন। যে হাত দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করেছিলেন, দেড়ঘন্টা আগে সে হাত দিয়েই তার বন্ধুর কাছে শেষ উপদেশ বাক্য ক'টির সাক্ষ্য-প্রমাণ রেখে যান। শেষ চিঠিতে তিনি সরাসরি আমাকে যা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ:

'প্রিয় লেভ ডেভিডোভিচ, দশকের পর দশক ধরে আপনি এবং আমি পরস্পর কর্মে যুক্ত ছিলাম। আমি সাহসের সাথে বলতে পারি আমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন ছিল। এই দাবীতে বলবার অধিকার রাখি আমার মতে আপনি যে ভুলটি করেছেন। আপনি যে পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না বা নেই। যেহেতু 'স্থায়ী বিপ্লবে'র দিনগুলো থেকে আমি আপনার সঙ্গে কুড়ি বছরের বেশী চলেছি। কিন্তু লেনিনের মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বশ্যতা স্বীকারে অনিচ্ছা, নিজে যা সঠিক মনে করতেন তা নিয়ে একা চলা, তার সঠিক পথ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠরা বাধ সাধলে বা ভবিষ্যতে কেউ স্বীকার না করার হুমকি থাকলেও তার ধার না ধারা ইত্যাদি গুণসমূহের অভাব আছে আপনার মধ্যে। রাজনৈতিকভাবে, ১৯০৫ সন থেকে শুরু করে আপনি সব সময়েই সঠিকন। আমি আপনাকে বারবার বলেছি যে, আমি আমার নিজ কানে শুনেছি লেনিন স্বীকার করেছেন যে, ১৯০৫ সনে আপনিই সঠিক ছিলেন এবং তিনি নন। কেউ মৃত্যুর আগে মিথ্যা কথা বলে না, এবং এখনও আমি একই কথা আবার বলছি ...। আপনি প্রায়ই হয় এক ধরণের অতি বোঝাপড়া বা মতৈক্য করে অথবা আপোষ করে আপনার সঠিকতাকে পরিত্যাগ করেছেন (abandoned your rightness)। এটা আপনার ভুল। আমি আবারও বলি: রাজনৈতিকভাবে আপনি সব সময় সঠিক ছিলেন, এবং এখন আগের চেয়েও সঠিক (more right than over)। কোন একদিন দল এটা উপলব্ধি করবে, এবং ইতিহাস আপনাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হবে না। তাই, এখন যদি কেউ আপনাকে ছেড়ে যায় অথবা আমরা সবাই যে রকমটা চাইতাম, সে রকম যদি শীঘ্রই না-ও হয়, আপনি সাহস হারাবেন না। আপনি সঠিক, কিন্তু আপনার সঠিকতার জয়ের গ্যারান্টি নির্ভর করে আপোষহীন থাকা এবং কড়া সোজা-সরল পথ অবলম্বন করা; এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই লেনিনের জয় হয়েছে। বহুবার আমি আপনাকে এই কথাটা বলতে চেয়েছি। কিন্তু কেবলমাত্র এবারই কথাটা বলতে পারলাম, এটাই আমার শেষ বিদায় লগ্নের শেষ কথা।'

জোফের শেষকৃত্য করার দিন ধার্য করা হয় কর্মদিবসে, এমন এক সময়, যেন মস্কোর শ্রমিকরা এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এতে ১০,০০০ বেশী মানুষ যোগ দেয়, এবং তা শেষ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের বিক্ষোভ প্রদর্শণে রূপান্তরিত হয়। ইতোমধ্যে স্তালিনের উপদল তাড়াহুড়া করে, দু'ভাগ হওয়ার কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার আগেই কংগ্রেসের আয়োজন করে। স্থানীয় সম্মেলনগুলোর তথাকথিত নির্বাচন বা কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগেই 'আলোচনা'র ভাওতাবাজী করার জন্য সবখানে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিনিধি পাঠায়। এসব নির্বাচনকালে নির্বাচনী সফরকারী দল সামরিক ফ্যাসিবাদী কায়দায় সুসংগঠিত উপায়ে মিটিংগুলো ভেঙ্গে দেয়। পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তুতি নিয়ে যে কুখ্যাত ও লজ্জাস্কর কান্ড হয়, তা কল্পনা করাও কঠিন। জিনোভিয়েভ এবং তার দলের বুঝতে কোন অসুবিধাই হয়নি যে কংগ্রেসে বাস্তব পরাজয়ের ওপর রাজনৈতিক ঠুলি পরিয়ে দেয়া হবে। যা ইতোমধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী পালনকালে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সড়কে সড়কে শুরু করা হয়। জিনোভিয়েভ এবং তার বন্ধুদের তখন একমাত্র করণীয় ছিল সময় থাকতে আত্মসমর্পন করা। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্রীরা তাদের মতো দ্বিতীয় ধাপের বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্যিকার শত্রু মনে করে না, বরং তাদের বিরোধী পক্ষের মূল শত্রুরা আমার সঙ্গে। তাদের আশা ছিল যে, যদি স্তালিনের সুনজর না-ও পায়, তবে পঞ্চদশ কংগ্রেস চলাকালে আমার সাথে তাদের দ্বিমত দেখিয়ে মাফ চেয়ে নিলেই হবে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারেনি যে ডাব্‌ল বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ডেকে আনবে। সাময়িকভাবে তারা আমাদের দলকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে দুর্বল করলেও নিজেরা রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলে নিজেদের অপমৃত্যু ডেকে আনে।

স্তালিনবাদের বিরোধপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কার করেই পঞ্চদশ কংগ্রেস শেষ হয়। বহিস্কৃতদের জিপিইউ'র গোপন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৪৩। রাজনৈতিক নির্বাসন

রাজনৈতিক মতান্তরের কারণে আমাকে মধ্য এশিয়ায় নির্বাসনে পাঠানোর কাহিনী আমার স্ত্রীর ডায়েরী থেকেই নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

'১৬ই জানুয়ারী ১৯২৮। ঠাণ্ডা লেগে আমার গায়ে জ্বর। জ্বরে এবং শারীরিক দূর্বলতায় মাথা ঘোরায়। এসবের মধ্যেই ক্রেমলিন থেকে জিনিষপত্র গোছগাছ করে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। বিভিন্ন দ্রব্য, ফার্নিচার, বাক্স-পেটি, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বই-পত্র গাদাগাদি অবস্থা এবং বিদায় জানাতে আসা অগণিত ভিজিটর বন্ধু। আমার ঠান্ডা লাগার কারণে আমাদের পারিবারিক ডাক্তার এবং বন্ধু গুতিয়ের সরলভাবে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আমাদের সফরের অর্থ এবং এখন সফর স্থগিত করলে কি হবে তার অর্থ তিনি বুঝতে পারেননি। আশা করি ট্রেনে চলার পথেই সুস্থ হয়ে উঠব। কারণ যাবার আগে, এখানে বহু লোকের আনা-গোনা; অনেক নতুন মুখও; কোলাকুলি, হ্যান্ডশেক, শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি জানাতে আসছেন সবাই। এ অবস্থায় সুস্থ্য হবার সম্ভাবনা খুব কম।

ঝামেলা বাড়তে থাকে যখন লোকজন ফুলের তোড়া, মালা, বই, ক্যান্ডি, গরম কাপড় ইত্যাদি নিয়ে আসে। শেষ দিনে ব্যস্ততা, চাপ এবং উত্তেজনা ক্রমশ প্রায় শেষ। সব মালপত্র রেলষ্টেশনে। আমাদের বন্ধুরাও সেখানে গেছেন। আমরা পুরো পরিবার রেডি হয়ে জিপিইউ'র এজেন্টের অপেক্ষায়। ঘড়ি দেখছি; সকাল সাড়ে ন'টা ...। কেউ আসে না। দশটায় ট্রেন ছাড়ার কথা। কি ঘটলো? সফর কি বাতিল? টেলিফোন বেজে উঠে। জিপিইউ জানায়, সফর স্থগিত, কারণ জানা যায়নি। কতদিনের জন্য? এল.ডি জানতে চায়। উত্তর আসে দু'দিনের, দু'দিন পরে অবশ্যই চলে যেতে হবে।

আধঘন্টা পরে স্টেশন থেকে বন্ধুরা ফিরে এসে ভীড় জমায়। প্রথমে তরুণরা, তারপর রাকোভ্স্কি এবং অন্যরা। রেলস্টেশনে তীব্র মিছিল হয়। লোকজন 'ট্রটস্কি জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে অপেক্ষারত। তিনি কোথায়? বিক্ষুব্ধ লোকজন আমাদের জন্য সংরক্ষিত গাড়ির চারপাশে ভীড় জমায়। তরুণ বন্ধুরা এল.ডি.'র বিশাল এক ছবি গাড়ির ছাদে সেঁটে দেয়। 'জয়ধ্বনি' দিয়ে আনন্দোল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। ট্রেন চলতে শুরু করে; প্রথমে একটা ঝাঁকুনি, তারপর আরেকটি এবং কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। মিছিলকারীরা দৌড়ে ইঞ্জিনের সামনে জড়ো হয়ে ট্রেন চলা বন্ধ করে দেয়। তারা জানতে চায় 'ট্রটস্কি কোথায়?' জনতার মধ্যে গুজব ছড়িয়ে যায় যে জিপিইউ'র এজেন্টরা এলডিকে গোপনে আড়াল করে রেখেছে। তাকে জনতার সামনে হাজির হতে দিবে না। তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে দিবে না। স্টেশনে সৃষ্টি হয় অবর্ণনীয় উত্তেজনা। জিপিইউ'র এজেন্টদের সাথে জনতার ধস্তাধস্তি ও মারামারি। উভয় পক্ষে অনেকেই আহত হয়। লোকজনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় দেড়ঘন্টা ট্রেন থেমে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মালপত্র স্টেশন থেকে ফেরত আসে। তারপরে দীর্ঘক্ষণ যাবত বন্ধুরা টেলিফোন করতে থাকে এবং জানতে চায় আমরা বাড়িতে কি না এবং রেল স্টেশনে কি ঘটেছে। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে প্রায় শেষ রাতে আমরা ঘুমাতে যাবার ফুরসত পাই।

গত কয়েকদিনের ভোগান্তির পর পরদিন আমরা সকাল এগারটা পর্যন্ত ঘুমাই। টেলিফোন কল আর আসেনি। সবকিছু শান্ত।



আমাদের বড় ছেলের বউ কাজে গেছেন। সামনে এখনও দু'দিন সময়। কিন্তু সকালে নাস্তা খাওয়া শেষ করার আগেই আবার টেলিফোন বেজে উঠে। প্রথমে বিলোবরোদভের স্ত্রী; পরে আসেন জোফের স্ত্রী। আরেকবার ফোন বাজে। এবার জিপিইউ'র এজেন্টরা আমাদের পুরো এপার্টমেন্ট ঘিরে ফেলে; কিছু সাদা পোষাক এবং বাকিরা য়ুনিফর্মে। এল.ডি.'র হাতে একটি আদেশপত্র ধরিয়ে দিয়ে গ্রেফতার ঘোষণা করা হয়। তাকে পুলিশ পাহারায় খুব শীঘ্রই নিয়ে যাওয়া হবে *আলমা-আতায় (Amla-Ata)। তাহলে এর আগে যে গোপন পুলিশ দু'দিনের কথা বলেছিল, সেটা কি? তার যাবার সময় যেন কোন লোক সমাগম না হয় সে জন্য আরেকটি কূটচাল – আরেকবার প্রতারণ। অবিরত টেলিফোন আসতে থাকে কিন্তু আমাদের ধরতে দেয়া হয় না; একজন জিপিইউ'র এজেন্ট তার পাশে থেকে ফোন রিসিভ করেন। ঘটনাচক্রে আকস্মিকভাবে আমরা বিলোবরোদভ্কে জানাবার সুযোগ পাই যে, আমাদের বাসা অবরুদ্ধ, জিপিইউ'র দখলে এবং আমাদের জোরপূর্বক অজ্ঞাত স্থানে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে আমাদের জানানো হয় যে বুখারিনের 'রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা' অনুযায়ী আমাদের বিদায় জানানো হবে। তবে এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে স্তালিনের ষড়যন্ত্র। *আলমা-আতা। বর্তমান নাম আলমাতি অর্থ আপেল নগর। দক্ষিণ কাজাখিস্তানের পার্বত্যাঞ্চলে কিরগিজস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। কাজাখিস্তানের সাবেক রাজধানী এবং বানিজ্য ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত।

জিপিইউ'র এজেন্টরা ছিল খুবই উদ্বিগ্ন। এল.ডি. স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। পরিস্থিতি সবার কাছে পরিস্কার করার সুযোগটা তিনি ছাড়লেন না। পলিটব্যুরো চেষ্টা করছিল, তার নির্বাসনটা যেন স্বেচ্ছায় হয়। এতে তাদের বিপক্ষের সবচেয়ে

খ্যাতিমান মানুষটা থেকে মুক্তি পাবে এবং দোষের হাত থেকেও বাঁচবে। এই আলোকেই শ্রমিকদের তার নির্বাসন সম্পর্কে বোঝানো হয়। এখন দরকার এই কাল্পনিক গল্পের বাস্তবায়ন। তারা তাই দেখাতে চায় যে, বাস্তবেও তাকে দমন নিগ্রহ করা হয়নি বা ঘটনা মিথ্যা নয় বা বিকৃত করা হয়নি। এমতাবস্থায়, এল.ডি. তার প্রতিপক্ষকে খোলাখুলি শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা আমাদের দু'জন মেহমান সহ একটি রুমে নিজেদের তালাবন্ধ করে রাখি। জিপিইউ এজেন্টদের কর্মকর্তারা আমাদের বন্ধ ঘরের সামনে অবস্থান নেয়। কি করবে ভেবে পায় না; পরে তাদের প্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে নির্দেশনা নেয়। এরপর তারা ঘোষণা করে যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে জোর করে ঘরের দরজা খুলবে। এ সময়ের মধ্যে এল.ডি. বিরোধী পক্ষকে তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। দরজা তখনও বন্ধ। আমরা হাতুড়ি পেটানোর বিকট শব্দ শুনি, কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং য়ুনিফর্ম পরা একজন সশস্ত্র এজেন্টকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। নাম ফিশফিন, সাবেক সামরিক অফিসার যিনি এল.ডি. রণাঙ্গনে যাবার সময় প্রায় সব সময় সঙ্গে থাকতেন। তিনি ঢুকেই বলতে থাকেন, 'কমরেড ট্রটস্কি, আমাকে গুলি করুন, আপনি আমাকে গুলি করুন।' এল.ডি. ধীরস্থিরভাবে উত্তর দেন, 'বোকার মতো কথা বলো না ফিশকিন। তোমাকে কেউ গুলি করবে না। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার কাজ কর।' এজেন্টরা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে খুব ব্রিবত বোধ করে। এল.ডি.র পায়ে ছিল চপ্পল। তারা জুতো খুঁজে বের করে তাকে পরায়। এল.ডি. যেতে অস্বীকার করলে তারা ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে যেতে থাকে। আমরাও তাড়াতাড়ি পেছনে পেছনে যাই। আমিও ফারকোট এবং স্নো-বুট পরি...। দরজাটা আমাদের পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়। ঘরের অন্যদিকে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাই। যারা এল.ডি.কে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রতি চীৎকার করে বলতে থাকি তারা যেন আমাদের ছেলেদেরও সঙ্গে যেতে দেয়। বড় ছেলেটিও আমাদের সঙ্গে নির্বাসনে যাবার কথা। দরজাটা সজোরে খুলে যায়। মহিলা অতিথি বিলোবরোদভা এবং বেগম জোফ সহ আমার ছেলেরা চীৎকার দিয়ে উঠে। সবাই দৌড়ে গিয়ে সেরিয়োজাকে জোর করে আলাদা করে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় লিয়োভা সব বাসার দরজার কলিংবেল টিপে চীৎকার করে বলতে থাকে যে 'তারা কমরেড ট্রটস্কিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচেছ।' সিঁড়ির পাশের বাসাগুলোর দরজা খুলে ভীত-সন্ত্রস্ত মুখগুলো আমাদের দেখছিল। এসব বাসায় বিখ্যাত সোভিয়েত কর্মীরাই থাকতেন। আমাদের সবাইকে একটি মোটরগাড়ীতে ঠেঁসে ঠেঁসে ঢোকানো হয়। সেরিয়োজা কোন রকমে তার দেহ গলিয়ে গাড়িতে ঢোকে। আমাদের সাথে বিলোবরোদভাও ছিলেন।

মস্কোর রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জমে যাওয়ার মতো প্রচন্ড ঠান্ডা। সেরিওজার মাথায় টুপি ছিল না; নিতে সময় পায়নি; কারোই পায়ে মোজা বা হাতে দস্তানা ছিল না। সবাই খালি হাতে, ভ্রমণ ব্যাগ বা হাত ব্যাগ কিছুই সঙ্গে নেই। আমাদেরকে কাজান রেলস্টেশনে না নিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বুঝলাম এটা ইয়ারোশ্লাভ রেলস্টেশন। সেরিওজা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তার ইচ্ছা ছিল দৌড়ে গিয়ে তার ভাবীকে জানানো যে আমাদের জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। এজেন্টরা তার হাত ধরে রাখে এবং এল.ডি.কে অনুরোধ করে ছেলেকে গাড়ি থেকে লাফ না দেয়ার জন্য বোঝাতে। আমরা এক ফাঁকা স্টেশনে এসে পড়ি। এজেন্টরা এল.ডি.কে বাড়ি থেকে যেভাবে এনেছিল সেভাবেই ট্রেনে উঠায়। লিওভা চীৎকার করে রেলশ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে : 'কমরেডগণ! আপনারা দেখুন, তারা কিভাবে কমরেড ট্রটস্কিকে নিয়ে যাচ্ছে!' গুপ্ত পুলিশদের একজন এল.ডি.'র জামার কলার চেপে ধরে অবজ্ঞাভরে বলেন: 'শালা ধড়িবাজ!' তিনি এক সময় এল.ডি. শিকারে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। সেরিওজা প্রত্যুত্তরে তার মুখে দেয় এক ঘুষি। আমরা ছিলাম গাড়ির ভেতরে। পাহারাদাররা আসন নেয় কম্পার্টমেন্টের দরজা ও জানালার কাছে। অন্য কম্পার্টমেন্টে থাকে জিপিইউ'র এজেন্টরা। আমরা কোথা যাচ্ছি? তখনও জানিনা। আমাদের মাল-পত্র আনা হয়নি। এক সময় ট্রেনটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়। গাড়িটি সহ আমরা নিঃসঙ্গ। তখন অপরাহ্ন দু'টো। আমরা বুঝতে পারলাম যে চক্রাকারে ঘুরে আমরা একটি ছোট স্টেশনে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের গাড়িটি একটি মেইল ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাজান স্টেশন থেকে তাসখন্দের উদ্দেশ্যে মস্কো ত্যাগ করবে। বিকেল পাঁচটায় আমরা সেরিওজা এবং বিলোবরোদভাকে বিদায় জানালাম। তারা আবার মস্কোয় ফিরে যাবে।

আমরা চলতে থাকলাম। আমার গায়ে জ্বর। এল.ডি. সতেজ, কর্মচঞ্চল এবং পুরোপুরি হাসি-খুশি ও উচ্ছল। পরিস্থিতি সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। পরিস্থিতিও পরিস্কার। এসকর্টরা ছিল সুবিবেচক এবং ভদ্র। আমাদের মালপত্র পরের ট্রেনে আসছে বলা হল। এগুলো পাওয়া যাবে ট্রেন যাত্রা শেষে ফ্রান্জ স্টেশনে, তার মানে নয়দিন পর। আমাদের বদলাবার মতো কোন পোষাক ছিল না, কোন বইও না। সায়ার্মুক্স এবং পজ্নান্সকি খুব যত্ন করে বইগুলো গুছিয়ে দিয়েছিলেন। ভ্রমণকালে, কি কি বই আগে বা পরে পড়ব বাছাই করে দিয়েছিলেন। সায়ার্মুক্স এল.ডি.'র রুচী ও অভ্যাস এত ভাল জানতেন যে তিনি তার পছন্দমত লেখা-লেখির কাগজ-পত্র ও কালি-কলম সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবের সময় এল.ডি.'র স্টেনোগ্রাফার এবং সচিব হিসেবে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। এল.ডি.'র ভ্রমণের সময় সঙ্গে টেলিফোন থাকতো না। তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনগুণ কাজ করতেন। আর এই কাজের প্রধান বোঝা চাপতো প্রথমে গ্লাজম্যান এবং পরে সায়ার্মুক্সের ওপর। অথচ এখন আমরা এত লম্বা সফর করছি সঙ্গে একটি বইও নেই কাগজ-কলমও নেই। মস্কো ত্যাগের আগে সেরিওজা আমাদের জন্য সেমিওনভ-

তিয়ান্‌শান্সকির লেখা তুর্কিস্তানের ওপর একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই এনেছিল। পরিকল্পনা ছিল ট্রেনে যেতে যেতে আমাদের ভবিষ্যত বাসস্থানকে জানবো। এর ওপর আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু বইটি রয়ে গেল মস্কোতে, আমাদের অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে ট্রাভেলিং ব্যাগে। আমরা খালি হাতে ট্রেনে বসে থাকিলাম, যেন শহরের এক পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাচ্ছি। সন্ধ্যায় আমরা বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বিশ্রাম নিতাম। কর্তব্যরত সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে থাকতেন কম্পার্টমেন্টের অর্ধখোলা দরজায়।

ভান্ডারে আমাদের জন্য কি আছে? ভ্রমণ কেমন হবে? এবং নির্বাসন? ওখানে আমাদের অবস্থা কি রকম হবে? শুরুটা ভাল মনে হয়নি। আমরা শান্ত চুপচাপ। গাড়ি গড়িয়ে চলল মসৃণগতিতে। বেঞ্চে শুয়ে পড়তাম। আধা-খোলা দরজা মনে করিয়ে দিত যে আমরা বন্দি। বিস্ময়ে, অনিশ্চয়তায় এবং স্নায়ুচাপে শেষের দিনগুলোয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখন বিশ্রাম নিচ্ছি। সবকিছু শান্ত; গার্ড চুপচাপ। আমি কিছুটা অসুস্থ। আমার সবকিছু সহজ করার জন্য এল.ডি. সর্বোতভাবে তার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার আনন্দ, উচ্ছলতা এবং দয়ার্দ্র মন মেজাজ ছাড়া আমাকে দেয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। আমরা আমাদের চারপাশ সম্পর্কে সতর্ক থাকা থেকে উদাসীন হয়ে বিশ্রামটাই উপভোগ করছিলাম। লিওভা ছিল পাশের কম্পার্টমেন্টে। মস্কোতে সে বিরোধীপক্ষের কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত ছিল। এখন সে আমাদের নির্বাসনকে হালকা করার জন্য সঙ্গী হয়েছে। তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সুযোগটা পর্যন্ত পায়নি। সে মুহূর্ত থেকে সে-ই ছিল আমাদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। গাড়িটি ছিল প্রায় অন্ধকার; দরজার কাছে টিম টিম করে মোমবাতি জ্বলত। মনে হোল আমরা অটলগতিতে পূবের দিকে যাচ্ছি।

আমরা মস্কো ছেড়ে যত দূরে যাচ্ছিলাম, এসকর্টও ততো বেশী নমনীয়তা দেখাচ্ছিলেন। সামারায় তারা আমাদেরকে আন্ডারওয়্যার, সাবান, দাঁতের মাজন, ব্রাশ ইত্যাদি কিনে দেন। এসকর্ট সহ আমাদের খাবার আসে রেল স্টেশনের রেস্তোঁরা থেকে। এল.ডি. কম খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন আনন্দের ছলে সবকিছুই ভক্ষণ করেন এবং লিওভাও আনন্দে মাতিয়ে রাখেন।



আমি অবাক ও উৎকণ্ঠিত হয়ে লক্ষ্য করি এসকর্ট সামারা থেকে আমাদের জন্য যে দ্রব্যাদি কিনেছিলেন সেগুলোর বিশেষ নাম ছিল। তাওয়ালের নাম **'মেনজিন্সকি'** (জিপিইউ'র প্রধান), মোজার নাম 'ইয়াগোদা' (মেনজিন্সকির ডেপুটি) ইত্যাদি। দ্রব্যাদির এরকম নাম আমাদের অনেক আনন্দ দিত। তুষারপাতের কারণে ট্রেনের অগ্রযাত্রা অনেকখানি ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রতিদিনই আমরা ঢুকে যাচ্ছিলাম এশিয়ার গভীর থেকে গভীরে।

মস্কো ত্যাগের আগে এল.ডি. তার পুরোনো দু'জন সহকারীকে সঙ্গে নেয়ার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু রাখা হয়নি। সায়ার্মুক্স এবং পজ্‌নান্সকি সিদ্ধান্ত নেন, তারা স্বেচ্ছায় নিজ খরচে একই ট্রেনে আমাদের সঙ্গে আসবেন। কৃত্রিম যাত্রার সময় তারা অন্য একটি কামরায় আসন নিয়েছিলেন, লোকজনের বিক্ষোভ মিছিলও দেখেছেন কিন্তু আসন ত্যাগ করেননি, ভেবেছিলেন আমরাও সেই ট্রেনেই আছি। কিছুক্ষণ পরে তারা আমাদের অনুপস্থিতি বুঝতে পেরে আরিজ (Arys) স্টেশনে নেমে পড়েন এবং আমাদের জন্য পরের ট্রেনের অপেক্ষায় থাকেন। আমরা সেখানেই তাদের খোঁজ পাই। লিওভার কিছুটা ঘোরাফেরার স্বাধীনতা ছিল। সেই তাদের স্টেশনে দেখতে পায়। এতে আমরা সবাই খুব খুশী। এই ছিল আমার ছেলের গুণ। সে সময় সে তার ডায়রীতে লেখে:

"সকাল বেলা উঠেই স্টেশনের দিকে যাই। খুঁজতে থাকি আমাদের কমরেডদের, যাদের কথা সব সময় বলাবলি করি এবং দুঃখ পাই। আমি তাদের দেখতে পাই; তারা দু'জনেই একটা বুফের (খাবার দোকান) টেবিলে বসে দাবা খেলছিলেন। আমার আনন্দ দেখে কে! আমি তাদের আমার কাছাকাছি না আসতে ইঙ্গিত দেই; তারণ বুফেতে আমার উপস্থিতিতে এজেন্টরা বেশ তৎপর। আমি তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠি। বাবা মাকে আমার আবিস্কারের গল্পটা বলি। আমরা সবাই মিলে আনন্দিত হই। এল.ডি.ও তাদের পাশ কেটে যাবার সময় তাদের দেখেননি। তারা নির্দেশ অমান্য করে সফর শুরু না করে এক অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি নিয়ে সবার সামনে সেখানে বসেছিল। আমি এ ব্যাপারে এল.ডি.র পরামর্শ নিলাম। আমি একটি চিরকুট লিখি, আঁধার হলে তাদের হাতে দেব বলে। নির্দেশটা ছিল এরকম: পজ্‌নান্সকিকে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে খুব জরুরী তাসখন্দ চলে যেতে হবে এবং সেখানে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সায়ার্মুক্সকে আমাদের সাথে দেখা না করেই আলাদা চলে যেতে হবে। আমি স্টেশনের পেছনে, বাতি নেই এবং অনাকর্ষণীয় এমন এক স্থানে সায়ার্মুক্সকে আমার সাথে দেখা করার জন্য বলি। পজ্‌নান্সকি সেখানে এলেন; প্রথমবারেই দেখা হয়ে যায়, তবে ভালোভাবে ভাব বিনিময় হয়নি। আমরা খুব দ্রুত ছাড়া ছাড়া কথা বলছিলাম। আমি তাকে বললাম: 'দরজা ভেঙ্গে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসুন।' তিনি আমার সাংকেতিক ভাষা 'দরজা ভেঙ্গে' এবং 'অস্ত্র নিয়ে'র অর্থ বুঝতে পারেননি। এটা ব্যাখ্যা করারও সময় ছিল না; ধরা পড়ার ভয়ে ভীত ছিলাম। আমাদের সাক্ষাত কোন কাজে আসল না।"

আমার ছেলে আরিজ স্টেশনে ওদের খুঁজে পাবার পর ট্রেনে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুও সঙ্গে আছে ভেবে খুব নিরাপদ বোধ করি এবং খুশী হই। দশম দিনে মালামাল এল। ছুটে গেলাম সেমিওনভ-তিয়াশান্সকির বইটি পাওয়ার জন্য। পড়ে নিলাম তার

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যা, আপেল বাগান; শিকারের সুবন্দোবস্ত আছে জেনে সবচেয়ে ভাল লাগলো। এল.ডি. আনন্দের সাথে সিয়ার্মুক্সের প্যাক করা লেখার দ্রব্যাদি খুঁজে বের করেন। আমরা ভোরে এসে পিসপেকের (বর্তমান বিশকেক) ফ্রাঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছলাম। এটি সবশেষ রেলষ্টেশন। হুলফুটানো তুষারের হিমবাহ। সূর্য্য রশ্মি পরিস্কার সাদা বরফের উপর উপচে পড়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। আমাদেরকে দেয়া হল পশমি বুট, লোমশ ভেড়ার চামড়ার কম্বল এবং তৈরী পোষাক। কাপড়ের ভারে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও রাস্তায় প্রচন্ড শীত অনুভূত হচ্ছিল। অটোবাসটি বরফাচ্ছাদিত হয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ধীরে ধীরে চলছিল; বাতাসের ঝাপটা চাবুকের মতো মুখে লাগছিল। ত্রিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর বাস থামলো। চারিদিকে আঁধার। মনো হলো আমরা বরফাচ্ছাদিত বিরানভূমির মাঝখানে। দু'জন এসকর্ট এগিয়ে এসে কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় আমাদের বললেন যে ঘুমানোর কোয়ার্টারগুলো খুব একটা ভাল নয়। কিছুটা কষ্ট হলেও বাস থেকে নেমে এলাম। অন্ধকার হাতড়ে দরজা খুঁজে বের করলাম। স্টেশনের ঘরের দরজাটি খুবই নীচু। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম খুবই ঠান্ডা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা বরফে ঢাকা। এক কোণে এক বিশাল রুশ স্টোভ। কিন্তু হায়! এটিও বরফ শীতল। আমাদের সঙ্গে থাকা চা দিয়ে গা গরম করলাম এবং কিছু খেলাম। আতিথ্যকর্ত্রী একজন কসাক রমণী। তার সঙ্গে আলাপ হোল। এল.ডি. তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এমনকি শিকার সম্পর্কে জানতেও ভুললেন না। সবকিছুই আমাদের কৌতুহলকে নাড়া দেয়। জানার বাকী শুধু এর শেষ কোথায়! আমরা রাত যাপনের প্রস্তুতি নিতে থাকি। আমাদের গায়ের ভেড়ার পশমি পোশাকই শীত নিবারণের শেষ সম্বল। এসকর্টরাও আশে-পাশে তাদের আশ্রয় খুঁজে নিল। লিওভা একটা বেঞ্চের ওপর, এল.ডি. এবং আমি একটি বড় টেবিলের উপর ভেড়ার লোমের কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত একটা শান্ত শীতল নীচু ঘরের চালের নীচে শুয়ে পড়তে গিয়ে আমার খুবই হাসি পেল। বললাম 'কোথায় ক্রেমলিনের এপার্টমেন্ট, আর কোথায় এখন!' এল.ডি. এবং লিওভাও এ হাসিতে যোগ দিল।

ভোর বেলা আবার যাত্রা শুরু। আমাদের সফরের সবচেয়ে কঠিন যাত্রা ছিল এটি। আমরা কুর্দি পার্বত্যাঞ্চল পার হলাম। খুবই বিরক্তিকর ঠান্ডা। কাপড়ে-চোপড়ের ভার বহন করাও দুঃসাধ্য। মনে হচ্ছিল যেন দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে আছি। পরবর্তি স্টপেজে চা বিরতিতে শেফার এবং জিপিইউ'র এজেন্টদের সঙ্গে কথা বললাম। তারা আলমা-আতা থেকে আমাদেরকে নিতে এসেছেন। ধীরে ধীরে এক অদ্ভূত, অচেনা জীবন আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকলো। সড়ক মোটরগাড়ী চলার অনুপযোগী; জমে যাওয়া বরফ আয়নার মতো মসৃণ। শোফার খুব দক্ষতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন; তিনি সড়কের এই কিম্ভূত অবস্থা জানতেন এবং নিজেকে ভদকা গিলে গরম করে নিচ্ছিলেন। রাতের বেলা বরফ আরো তীব্র হয়। এই বরফ-ঢাকা বিরাণভূমিতে তিনিই একমাত্র সহায়। শেফার এটা জেনে কর্তৃপক্ষ এবং তাদের ব্যবস্থাদির প্রতি খুবই অশালীন সমালোচনার মাধ্যমে তার কষ্ট ঝাড়ছিলেন। আলমা-আতার জিপিইউ প্রতিনিধি তার পাশে বসে তাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছিলেন, যেন নিরাপদে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছা যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে রাত তিনটায় গাড়ি থামল। আমরা পৌঁছেছি। কিন্তু কোথায়? জানলাম এর নাম গোগল (Gogol) স্ট্রিট, সামনেই 'হোটেল জ্যোতিসা' (Hotel Dzhetysa)। <u>গোগলের</u> (Nikolai Gogol) সময় থেকেই সম্ভবত এ সরাইখানা চলছে। আমাদের জন্য ছোট ছোট দু'টি রুম দেয়া হোল। আশে-পাশের রুমগুলো নিলেন এসকর্ট এবং জিপিইউ'র এজেন্টরা। লিওভা আমাদের মালামালসমূহ পরীক্ষা করল। দু'বাক্স আন্ডারওয়্যার এবং কয়েকটি বই পাওয়া গেল না, সম্ভবত পথে কোথাও পড়ে গেছে। হায়! আবারো আমরা সেমিওনভ-তিয়াশান্স্কি ছাড়া, এল.ডি.র চীন ও ভারতের মানচিত্র এবং বই; তার সাথে লেখা মাল-মসলা সবই হারিয়ে গেছে। পনের জোড়া চোখ থেকেও আমাদের দ্রব্যগুলো যথার্থভাবে দেখভাল করা গেল না।



সকালবেলা, লিওভা বাইরে চারদিক দেখার জন্য বেরুলো। ছোট শহরটা ঘুরে দেখল। প্রথমেই পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস যা আমাদের জীবনের প্রাণকেন্দ্র। সে একটি কেমিস্টের দোকানও খুঁজে পেল। নিরলস খুঁজে খুঁজে সব দরকারী জিনিস: পেন্সিল, রুটি, মাখন, মোমবাতি ইত্যাদি কিনলো। প্রথম ক'দিন এল.ডি এবং আমি ঘর থেকে বেরুইনি। পরে বিকেল বেলা সামান্য হাঁটার জন্য বেরুতাম। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হত ছেলের মাধ্যমে।

রাতের খাবার আনা হোত কাছের ভাঁড়ার ঘর থেকে। লিওভা সারাদিন ব্যস্ত থাকতো। পত্রিকা কিনে আনতো। অধীরভাবে তার অপেক্ষায় থাকতাম। তার মাধ্যমে শহরের লোকজন এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতাম। ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইতাম সিয়ার্মুক্স আলমা-আতা পৌঁছলেন কি না? চতুর্থ দিনে সকাল বেলা করিডোরে হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম। কত প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর! আমরা দরজার আড়াল থেকে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সিয়ার্মুক্সের পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তার আগমন আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। আমাদের ঠিক উল্টো দিকে সিয়ারর্মুক্সকে একটি কক্ষ দেয়া হোল। আমি করিডোরে পা বাড়াতেই তিনি দুর থেকে মাথা নোয়ালেন। আমরা তখন তার সাথে কথা বলার ঝুঁকি নিইনি তবে নীরবে তার নৈকট্য লাভের আনন্দ উপভোগ করেছি। পরদিন আমরা চুপে চুপে তাকে আমাদের ঘরে ডেকে নিয়ে, যা ঘটেছে চটজলদি সব বললাম, এবং আমাদের যৌথ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় লেগে গেলাম। কিন্তু সে ভবিষ্যতটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সে রাতেই দশটায় তার পরিসমাপ্তি

ঘটে। হোটেল নিরব। এল.ডি. এবং আমি আমাদের রুমে বসে; বারান্দার দিকে জানালা অর্ধভেজানো, কারণ লোহার চুলার তাপ ছিল অসহনীয়। লিওভা তার কক্ষে। আমরা হল ঘরে নরম চামড়ার বুটের সাবধানী শব্দ অনুভব করলাম এবং কান পেতে রইলাম। লিওভাও শুনছিল, পরে জানতে পারি; সে আন্দাজ করছিল ঘটনা কি ঘটছে। তারা আসতেই আমাদের মনটা শংকিত হয়ে পড়ে। আমরা শুনতে পাই, কেউ যেন সিয়ার্মুক্সের কক্ষে নিঃশব্দে ঢুকে তাকে বলে, 'এখনই চল, তাড়াতাড়ি।' তখন সিয়ার্মুক্স উত্তর দেন: 'আমি অন্তত চামড়ার বুটটা পায়ে দেই?' তার পায়ে ছিল স্লিপার। আবারও নরোম নিঃশব্দ পায়ের শব্দ এবং তারপর অসীম নিস্তব্ধতা। এরপরে দারোয়ান এসে সিয়ার্মুক্সের কক্ষে তালা ঝুলায়। আমরা আর তাকে দেখতে পাইনি। তাকে আলমা-আতার গুপ্ত পুলিশের বেসমেন্টে অন্যান্য অপরাধীর সাথে কয়েক সপ্তাহ অর্ধভূক্ত অবস্থায় রাখে। পরে প্রতিদিন মাত্র ২৫ কোপেক বরাদ্দ দিয়ে মস্কো পাঠিয়ে দেয়। এ দিয়ে রুটিও কেনা যেত না। আমরা আরো পরে জেনেছি পোজ্‌নান্সকিকেও তাসখন্দ থেকে একই সময়ে গ্রেফতার করে মস্কোতে নিয়ে যায়। প্রায় তিন মাস পরে নির্বাসনস্থল থেকে তাদের খবর পাই। সৌভাগ্যক্রমে, তাদেরকে পূর্বদিকে পাঠানোর সময় একই রেলগাড়িতে দু'জনকে মুখোমুখি বসার সুযোগ দেয়া হয়। এক সময় আবার আলাদা করে দু'জনকে দু'জায়গায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

অতএব এল.ডি. এখন সহকারিহীন অবস্থায়। এল.ডি. এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কাজ করার পুরস্কার হিসেবে কর্তৃপক্ষ তার সহকারীদের বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নেয়। ১৯২৪ সনের প্রথম দিকে শান্ত, সুবোধ গ্লেজম্যানকে আত্মহত্যায় ঠেলে দেয়। সিয়ারর্মুক্স এবং পোজ্‌নান্সকিকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। শান্ত পরিশ্রমী বুতভকে গ্রেফতার করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তাকে অনশন ধর্মঘটে বাধ্য করা হয় এবং জেলখানার হাসপাতালে তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। এভাবেই এল.ডি.'র 'সচিবালয়'কে শত্রুরা কল্পিত ঘৃণাভরে সকল অপকর্মের উৎস মনে করে শেষ পর্যন্ত চিশ্চিহ্ন করে দেয়। শত্রুরা এখন এল.ডি.কে পুরোপুরি নিরস্ত্র করে দূর দেশ আলমা-আতায় নির্বাসন দেয়। ভরোশিলভ খোলাখুলিভাবেই সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তিতে ঢেকুর তুলে বলেন: 'এখন যদি সে মরেও যায়, আমরা সহসা শুনতে পাব না।' কিন্তু এল.ডি. নিরস্ত্র ছিলেন না। আমরা তিনজনের একটি সমবায় গঠন করি। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বভার পড়ে আমার ছেলের কাঁধে। সে ছিল এল.ডি.র যোগাযোগের দায়িত্বে। তাই তাকে কখনো বলা হোত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কখনো ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী। আমাদের যোগাযোগ শীঘ্রই অনেক বেড়ে গেল এবং এর ভার-বোঝার বাহক হোল লিওভা। সে দেহরক্ষীও ছিল। সে এল.ডি.'র সাহিত্য রচনা, দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করা, পাঠাগারের বইয়ের তাক থেকে বই খুঁজে বের করা, নিরাপদে পত্রিকা সংগ্রহ করা এবং কোন বইয়ের অংশ-বিশেষ আলাদা করে কপি করা ইত্যাদি কাজও করতো। সে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব ধরণের সন্ধি-পরামর্শ করতো, শিকারে যাওয়ার আয়োজন করত, কুকুরটি এবং বন্দুকটিরও যত্ন নিত। সর্বোপরি সে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অর্থনৈতিক ভূগোল এবং বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করতো।

আমাদের আসার অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এল.ডি.র বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক লেখালেখির কাজ পুরোদমে শুরু হয়। পরে লিওভা একজন মেয়ে টাইপিস্ট খুঁজে দেয়। গুপ্ত পুলিশ তাকে নিগৃহীত করেনি সত্য, তবে সে যা যা টাইপ করে সব তাদের জানাতে বাধ্য করতো। এই ক্ষুদে বালিকাটির রিপোর্টের গল্প শুনে বেশ মজাই লাগতো। 'ট্রটস্কিবাদ' বিরোধী লড়াই সম্বন্ধে সে সামান্যই জানতো।

আলমা-আতার এক আনন্দ সুন্দর বস্তু ছিল বরফ, সাদা, স্বচ্ছ এবং শুকনো। যেহেতু তার ওপর দিয়ে হাঁটা চলা বা গাড়ী চলাচল কম হোত, সারা শীতকালটাই সতেজ থাকতো। বসন্তকালে লাল আফিমের চাষ হতো। তা এত ব্যাপক ছিল যে মনে হোত যেন বিশাল এক মাদুর পেতে রাখা। স্তেপের শুষ্ক, তৃণ-প্রধান, বৃক্ষহীন মাইলের পর মাইল প্রান্তর জুড়ে লাল রক্তিমাভা ছড়িয়ে থাকতো। গ্রীষ্মকালে আপেল ফলতো। আলমা-আতার বিশেষ জাত, বেশ বড় এবং টকটকে লাল। শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে পানি,



আলো বা বাতির ব্যবস্থা এবং পাকা রাস্তা ছিল না। শহরের কেন্দ্রে ছিল বাজার। কিরঘিজরা কাদার মধ্যেই তাদের দোকান সাজিয়ে বসে বসে রোদ পোহাতো আর উঁকুন বাছতো। ম্যালেরিয়া ছিল অবাধ। প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিত। গ্রীষ্মকালে ব্যাপক হারে পাগলা কুকুরের প্রাদুর্ভাব ঘটতো। এ অঞ্চলে প্রচুর কুষ্ঠরোগ ছিল বলেও পত্রিকায় বেরুতো।

এসব সমস্যাদি থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি উত্তম গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করি। আমরা এক চাষীর ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। তিনি পাহাড়ে ফল চাষ করতেন। পাহাড়ের চূড়ায় বরফের টুপি স্পষ্ট দেখা যেত। এ ছিল ***তিয়েন শান শৃঙ্গের** (Tyan Shan Mountains) মধ্য থেকে উদ্গত পর্বতমালার সারি। মালিক এবং তার পরিবার সহ আমরা পাকা ফল পাহারা দিতাম এবং ফল সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতাম। ফলবাগানে পরিবর্তনের এক সুন্দর চিত্র দেখা যেত। প্রথমে সাদা সাদা ফুল ফুটতো। পরে ফলগাছগুলো ফলের ভারে ঝুঁকে পড়তো। তখন ডাল গুলোকে খুঁটি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হোত। এরপর পাকা ফল নানান বর্ণের কার্পেটের মতো গাছের নীচে বিছিয়ে পড়তো। তখন ফলহীন গাছগুলো আবার সোজা হয়ে ডাল পালাসহ দাঁড়িয়ে যেত। পাকা আপেল এবং নাশপাতির সুগন্ধে সারা বাগান মউ মউ করত। মৌমাছিরা এবং বোলতারা গানে গানে বাগান ভরে রাখতো।

আমরা ফলের আচার বানাতাম। ***তিয়েন শান শৃঙ্গ**। ২৫০০ বর্গ কিলো মিটার পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব ও পূর্ব-উত্তরে বিস্তৃত; প্রধানত চীন,কিরগিজস্তান,কাজাকিস্তানএনং তুরস্কের মাঝখানে অবস্থিত।

জুন এবং জুলাই মাসে আপেল বাগানে খড়ের ছাউনির ছোট কুটিরে সবার অজান্তে পুরোদমে টাইপ-রাইটারের অবিরাম ক্লিক ক্লিক শব্দে লেখা-লেখির কাজ চলতে থাকে। এল.ডি. ডিকটেট করতেন, ভুল সংশোধন করতেন এবং রি-টাইপে দিতেন। বিষয়টি ছিল কমুনিষ্ট ইন্টার্নেশনালের কর্মসূচীর একটি কাজ। ডাক আসতো বেশ বড় সড়– প্রতিদিন দশ পনেরোটা চিঠি, থেসিস, সমালোচনা, অভ্যন্তরীণ বঙ্গানুবাদ, মস্কোর খবরাদি; এ ছাড়াও থাকতো রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং এল.ডি.র স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে অনেক টেলিগ্রাম। বিশ্বের বড় বড় সমস্যার সঙ্গে ছোট ছোট স্থানীয় সমস্যাদি মিলে মিশে একাকার হতো, মনে হোত সবই গুরুত্বপূর্ণ। সস্নোভ্স্কির পত্রে সব সময় থাকতো সাময়িক প্রসঙ্গের সাথে প্রবল উৎসাহ এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ। রাকোভাস্কির আকর্ষণীয় চিঠিগুলো আমরা কপি করে অন্যদের কাছে পাঠাতাম। নীচু চালের ছোট কুঁড়েঘরটির টেবিল ছড়িয়ে ঠাসা থাকতো পাণ্ডুলিপি, ফাইল, পত্রিকা, বই, কপি করা বইয়ের অংশ বিশেষ, পত্রিকার কাটিং ইত্যাদি। সঙ্গী হিসেবে লিওভা সারাক্ষণ থাকতো পাশের ছোট ঘরে। টাইপ করা, টাইপিস্টের কপির ভুল সংশোধন করা, প্যাকেট ও খাম বন্ধ করা, এগুলো ডাকে পাঠানো এবং ডাকে আসা চিঠি-পত্র গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় খরচাদির হিসাব ঠিক রাখা ছিল তার কাজ। শহর থেকে ঘোড়ায় চেপে আমাদের জন্য ডাক দিয়ে আসতেন একজন সাবেক সৈনিক। সন্ধ্যার সময় এল.ডি. প্রায়ই বন্দুক আর কুকুর নিয়ে শিকারে যেতেন পাহাড়ে । সঙ্গে কখনও লিওভা থাকতো বা কখনও আমি। ফিরে আসতাম অনেক তিতির, কবুতর, পাহাড়ী মোরগ বা ফিজেন্ট সঙ্গে নিয়ে। বার বার ম্যালেরিয়ার আক্রমণের কথা বাদ দিলে সবকিছু যেন বেশ ভালই চলছিল।

চীনের সীমান্তে তিয়ান-শান পর্বতমালার পাদদেশে ভূমিকম্প আর বন্যার শহর আলমা-আতা; রেল সড়ক থেকে ২৫০ মাইল এবং মস্কো থেকে ৪০০০ মাইল দূরে এর অবস্থান। এখানেই আমরা এক বছর কাটিয়ে দিলাম চিঠিপত্র, বই-পুস্তক আর প্রকৃতির মাঝে। অবশ্য প্রতি পদেই একান্ত সঙ্গোপনে আমাদের বন্ধু-বান্ধব থাকলেও বাহ্যিকভাবে জনবিচ্ছিন্ন ও একা থাকতে হোত। কারণ যারাই আমাদের সান্নিধ্যে আসতে চাইতো, তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হোত।'

আমার স্ত্রীর বিবরণের সঙ্গে আমি সে সময়ের পত্র-পত্রিকা থেকে কিছু কিছু অংশ জুড়ে দিতে চাই। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী আমরা এখানে এসে পৌঁছার পর পরই আমি আমার কয়েকজন নির্বাসিত বন্ধুকে লিখি:

'কাজাকস্তান সরকার খুব শীঘ্রই এখানে বদলি হয়ে আসবে। তাই এখানকার সব বাড়ি ঘর রিজার্ভ রাখা। হোটেলের বাইরে থাকার মতো কোন বাড়ি খালি নেই। উপায় না দেখে মস্কোতে ক্ষমতাবান বিখ্যাত ব্যক্তিদের টেলিগ্রাম করলাম। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত তিন সপ্তাহ হোটেলে থেকে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। আমাদের কিছু ফার্নিচার কিনতে হল, নষ্ট চুলা সারাতে হোল এবং বাড়িটাকে মেরামত করে নিতে হোল, তবে সরকারী পরিকল্পনা মোতাবেক নয়। নাতালিয়া আইভানভ্না এবং লিওভার ওপর এসবের কাজের ভার পড়ল। ঘরটি এখনও ঠিক হয়নি পুরোপুরি কারণ স্টোভটি গরম হয় না ...।

আমি এশিয়াকে জানার চেষ্টা করি, এর ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি এবং আরো আরো বিষয়। বিদেশী পত্রিকা মোটেই পাই না। আমি ইতোমধ্যে দরকারী জায়গাগুলোতে লিখেছি তাদের অনুরোধ করেছি অন্তত পুরনো পত্রিকা হলেও যেন আমাকে পাঠায়। সরকারী ডাক এখানে পৌঁছা খুব দুরূহ, প্রায়ই হারিয়ে যায়।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বোঝা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 'শ্রমিক এবং চাষীদের' দল হিসেবে তাদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে পত্রিকাগুলো লিখেছে। এতে যাদের নাম উঠে এসেছে, রীতিমত বিপদ সংকেত বলে প্রতীয়মান হয়। কুওমিনটাংরাও এক সময় নিজেদের শ্রমিক ও চাষীদের দল হিসেবে ঘোষণা করে। এখানেও কি অতীতের পূণরাবৃত্তি বলে প্রমাণিত হবে নাতো?

ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ শেষ পর্যন্ত গুরুতররূপে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখন, স্তালিন এবং বুখারিনও মনে হয় বুঝতে শুরু করেছেন সমস্যাটা কি? অবশ্য আমাদের পত্রিকাগুলো সমস্যাটিকে এমন সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন, পড়লে মনে হয় যেন ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নিয়ে সরাসরি যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় যে কয়েকটি টার্নিং পয়েন্ট থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যুদ্ধ উভয় পক্ষের জন্যই ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। তাই তারা শান্তি স্থাপনে একমত হওয়ার জন্য একাধিক প্রচেষ্টা নিবে। কিন্তু যেন-তেন প্রচেষ্টা নিলে, প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটবে এক রক্তাক্ত ও ভয়াবহ সমাপ্তির দিকে।

এখানে এসে আমি এই প্রথম মার্ক্সের পুস্তিকা 'মিস্টার ভগ্ত' (Herr Vogt) পড়ি। **কার্ল ভগ্ত** (Karl Vogt)-এর কয়েক



ডজন মিথ্যা অপবাদকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য মার্ক্স ছোট ছোট হরফের দু'শো পৃষ্ঠার একটি বই রচনা করেন। এতে তিনি বিভিন্ন দলিল-পত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ সুবিন্যস্ত করেন এবং সরাসরি আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করেন। আমরা যদি স্তালিনের মিথ্যা অপবাদসমূহকে একই পরিমাণে ভুল প্রমাণ করা শুরু করি, তবে সম্ভবত হাজার খন্ডের বিশ্বকোষ তৈরি করা যাবে।'

এপ্রিল মাসে আমার শিকারের সুখ-দুঃখ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে শুরু করি। তার কিছু কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করছি:

'প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। ঋতুরাজকে পুরোপুরি উপভোগ করার ইচ্ছায় লিওভা (আমার ছেলে) এবং আমি ইলি (Ili) নদীর তীরে শিকারে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে তাঁবু, চামড়া, ফারকোট ইত্যাদি, যেন স্থানীয় যাযাবরদের ঘর যুর্তায় ('Yurtas') ঘুমাতে না হয়। কিন্তু আবারও বরফ পড়া শুরু হয় এবং আবহাওয়া তীব্র কনকনে শীত অনুভূত হয়। দিনগুলো ছিল কষ্টকর। রাতে



তাপমাত্রা ১৫°ফা: নেমে যেত। তারপরও নয়দিন আমরা ঘরের ভেতর ঘুমাইনি। আমাদের খুব একটা ঠান্ডাও লাগেনি। সে জন্য অবশ্যই গায়ের গরম কাপড় ধন্যবাদ প্রাপ্য। তবে রাতে পায়ের জুতো জমে যেত। আগুনে সেঁকে নরম করে তবে পায়ে দিতে হত। প্রথম ক'দিন জলমগ্ন অবস্থায় শিকার করেছি এবং পরে খোলা হ্রদে। ছোট একটা পাহাড়ের ওপর আমার ছোট তাঁবুতে দিনের বেলায় বারো থেকে চৌদ্দ ঘন্টা কাটাতাম। লিওভা তার ডানপাশে গাছের তলে নলখাগড়ার ঝাড়ে দাঁড়িয়েই থাকতো।

কিন্তু খারাপ আবহাওয়া এবং পাখিদের অনিয়মিত ওড়া-ওড়ির ফলে শিকারটা খুব একটা ভালো হয়নি। একজোড়া রাজহাঁস এবং গোটা চল্লিশেক হাঁস নিয়ে ঘরে ফিরি। তবে এতে আমি অনাবিল আনন্দ পাই। বর্বরতাকে সাময়িক ভুলে থাকি, খোলা হাওয়ায় ঘুমাই, উন্মুক্ত আকাশ তলে হাঁড়িতে রান্না করা খাসীর মাংস খাই, সাজগোজ বিহীন এক কাপড়ে থাকি (ঘোড়ার পিঠ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে দুপুরের তপ্ত রোদে একবার মাত্র পোষাক পাল্টাই), প্রায় সারা দিন-রাত জল এবং নলখাগড়ার মাঝে ছোট একটা কাঠের গুঁড়ির উপর স্থির হয়ে বসে থাকি– এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে খুব একটা আসে না। বাড়ি আসা পর্যন্ত ঠান্ডা লাগার কোন লক্ষণই ছিল না কিন্তু আসার পরদিন থেকেই শুরু হয়। পুরো সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।

রাকোভস্কির মাধ্যমে মস্কো এবং আস্ত্রাখান থেকে বিদেশী পত্রিকা পেতে থাকি। তার চিঠি পেলাম আজ। তিনি মার্ক্স এঙ্গেলস ইন্‌ষ্টিট্যুটের জন্য সেইন্ট সাইমনবাদের (Saint Simonism) উপর বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ ছাড়া তাঁর স্মৃতিকথাও লিখতে শুরু করেছেন। রাকোভ্স্কির জীবন সম্পর্কে যিনি জানেন, কেবল তিনিই সহজে অনুমান করে নিতে পারেন তার স্মৃতিকথায় কি পরিমাণ অসাধারণ মজার মজার বিষয় থাকতে পারে।'

২৪ শে মে, আমি প্রিয়ব্রজেন্সকিকে (Pryeobrazhensk) লিখি, তিনি তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছিলেন:

'আপনার থিসিস পাওয়ার পর, সে সম্পর্কে আমি এখনো কারো কাছে কিছু লিখিনি। গত পরশু আমি কাপাশোভের



(Kapashove) নিম্নোক্ত টেলিগ্রামটি পাই: "প্রিয়ব্রজেন্সকির মূল্যায়ন এবং প্রস্তাব অবশ্যই পুরোপুরি বর্জনীয়। তাড়াতাড়ি উত্তর দিবেন। – স্মিগ্গা, আল্‌স্কি, নিয়েচায়েভ।" গতকাল আমি উস্ত-কুলম (Ust-Kulom) থেকে একটি টেলিগ্রাম পাই : "প্রিয়ব্রেজেনস্কির প্রস্তাবগুলো ভুল। – বিলোবরোদভ, ভেলিয়েস্তিনভ।" রাকোভ্স্কির একটি চিঠিও গতকাল পাই। তিনি আপনাকে সমর্থন না করে স্তালিনের 'বামনীতি'র প্রতি ইংলিশ ফর্মুলায়, "অপেক্ষা করুন এবং দেখুন" ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।' গতকাল আমি আরো একটি চিঠি পাই বিলোবরোদভ এবং ভেলিয়েস্তিনভ থেকে। তারা রাদেকের মস্কোতে লেখা পত্রের বক্তব্যে খুবই বিরক্তিকর মনোভাব প্রকাশ করেন। তারা কি সব আবোলতাবোল বলেছেন। যদি রাদেকের পত্রের বক্তব্য সম্পর্কে তাদের ভাষ্য সত্য হয় তবে আমিও তাদের সাথে একমত। কোমলপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি উদার মনোবৃত্তি আমি সমর্থন করি না। বুদ্ধি ও ভাবের দিক থেকে যারা সহজেই প্রভাবিত হয় তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়াও আমি সমর্থন করি না।

শিকার থেকে ফেরার পর থেকে, তার মানে, মার্চের শেষ দিকে আমি বাড়ির বাইরে যাইনি। মোদ্দাকথা, প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত হয় পড়েছি না হয় লিখেছি। আমি অল্প ক'দিনের জন্য ছুটি নিচ্ছি; এবার কোন শিকার নয়, নাতালিয়া আইভানোভ্না ও সেরিওজা– এখন এখানে; ওদের নিয়ে এবার ইলি নদীতে মাছ শিকারে যাব। আপনারা সময়মতো এ গল্প শুনতে পাবেন ।

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ফ্রান্সের নির্বাচনে কি ঘটেছে? আমি বুঝিনি। প্রাভ্দা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা দেয়নি। তাহলে গত নির্বাচনের তুলনায় কমুনিষ্টদের পরিবর্তন কি হয়েছে বুঝা যেত। তবে আমি এটাকে বিদেশী পত্রিকা থেকে খুঁজে পেতে চাই, তাদেরকে পত্রিকার জন্য লিখব।'

২৬ শে মে আমি জর্জিয় প্রবীণ বলশোভিকদের অন্যতম মিখাইল অকুজ্জাভাকে (Mikhail Okudzhava) লিখি:

'স্তালিন নতুন পলিসিতে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রতিনিধিত্ব করবার একটা চেষ্টা রয়েছে। তবে, রাজনীতিতে শুধু কি হলে চলে না, বরং কিভাবে এবং কে বা কারা করেছেন তাও বিবেচ্য বিষয়। বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারণের প্রধান লড়াই এখনও সামনে ...।

আমরা সব সময় গুরুত্ব দিয়ে একাধিকবার বলে আসছি যে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক পিছু হটাকে একেবারেই পতন হিসেবে ধরা ঠিক নয়। একটি শ্রেণি বিভক্ত সমাজ তার অভ্যন্তরীণ গভীর সংঘাতের ফলেই পিছু হটে একেবারে খালি খালি নয়। দলের সাধারণ কর্মী সমর্থকদের প্রধান অংশ তখন দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বেশীর্ভাগ ক্ষেত্রেই স্রেফ অপরিপক্ক রাজনৈতিক

উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা ডান ও বাম উভয়েই শ্রেণিগত প্রভাবের চাপে পড়ে অনিবার্যভাবে ভেদাভেদ নির্ণয় প্রক্রিয়াধীন থাকে। গত পিরিয়ডের দলীয় কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর যে পরিণতি আপনি এবং আমি বহন করছি, সেটা দলের ভবিষ্যত অগ্রগতির পূর্বাভাস মাত্র। ঠিক অপেরা বা যাত্রা-পালা শুরু হওয়ার আগে তার সাংগীতিক মুখবন্ধ দেয়ার মতো। একইভাবে আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতি ভবিষ্যতে কি হবে, একটি শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়া একে কোথায় নিয়ে ঠেকাবে এ তার শুরু মাত্র। ঘটনাবলীর অগ্রগতি দেখে আমি সন্দেহমুক্ত যে আমরা সঠিক ছিলাম এবং আছি। আমরা সঠিক কেবল বসন্তের কোকিল এবং দলছুটদের (জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, প্যাতাকভ প্রমুখ) চেয়েই নয়, বরং আমাদের বাম-অতিবাম বন্ধুদের চেয়েও, যারা অপেরার মুখবন্ধের কাজকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি। তার মানে, দলের এবং রাষ্ট্রের সব মৌলিক প্রক্রিয়া যে পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছেছে এবং যে থার্মিডরের কথা তারা আমাদের কাছ থেকে প্রথম শুনেছে, তা-ও যে ইতোমধ্যে বাস্তব রূপ পেয়েছে এটা তারা বুঝতে পারেননি। কাউকে স্নায়ু চাপ ও দুঃখ দিয়ে এবং অন্যদের অকারণে কষ্ট দিয়ে নয়; অধ্যয়ন করে, অপেক্ষা করে, সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এবং আমাদের রাজনৈতিক লাইনকে কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নতি স্বীকার না করতে দিয়ে এগুতে হবে– এই হওয়া উচিত আমাদের মনোভাব।'

নয়ই জুন আমার মেয়ে এবং আমার একনিষ্ঠ সমর্থক, নিনা, মস্কোতে মারা যায়। তার বয়স ছিল ২৬ বছর। আমাকে বনবাসে পাঠাবার অল্প ক'দিন আগে তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়। আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে বিছানাগত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্তালিনের বিরুদ্ধপক্ষে কাজ করে। অল্প কয়েক সপ্তাহের অসুখই তাকে চিরতরে নিয়ে যায়। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে গিয়েই সে আমাকে একটি চিঠি লিখে। সে চিঠি আমি পাই তার মৃত্যুর তিয়াত্তর দিন পর।

১৬ই জুন রাকোভ্স্কি আমাকে তারবার্তা পাঠায়:

'নিনার মারাত্মক অসুস্থতা সম্মন্ধে লেখা আপনার চিঠি গতকাল পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সান্দ্রা জর্জিয়েভ্নাকে (রাকোভ্স্কির স্ত্রী) মস্কোয় তার করি। আজ পত্রিকায় জানলাম নিনার সংক্ষিপ্ত বিপ্লবী জীবন শেষ হয়ে গেছে। প্রিয় বন্ধু আমিও আপনারই মতো ব্যথিত। এমন কষ্টের সময় আমি আপনার কাছ থেকে বহু দূরে, এটা আমাকে তীব্র পীড়া দিচ্ছে। আমার অনেক সমবেদনা গ্রহণ করবেন– ক্রিশ্চিয়ান।'

পনের দিন পরে রাকোভ্স্কির আরেকটি চিঠি পেলাম:

'প্রিয় বন্ধু,

'নিনুস্কার (নিনা) মৃত্যুতে আপনি এবং আপনাদের মতোই আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। আপনি দীর্ঘকাল যাবত বিপ্লবী মার্ক্সের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভার বহন করে আসছেন। কিন্তু এখন, এবারই প্রথম পিতার কাঁধে কন্যার লাশের দুঃখের ভারী বোঝা আপনাকে বহন করতে হচ্ছে। আমি সর্বান্তকরণে আপনার সঙ্গে আছি। আমার খুব কষ্ট যে আমি আপনার কাছ থেকে বহু দূরে .... । আপনি নিশ্চয়ই সেরিওজা থেকে শুনেছেন মস্কোতে আপনার সাথে নির্বোধের মতো অসদাচরণের পর আপনার বন্ধুদের ওপর কি অমানুষিক নির্যাতন নেমে আসে। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার আধ-ঘন্টা পরেই আমি আপনার বাসায় আসি। তখন আপনার বসার ঘরে একদল কমরেড বসে ছিলেন। তাদের বেশীর্ভাগই মহিলা। মুরালভও ছিলেন। সেখানে যাওয়া মাত্রই আমি এক কণ্ঠস্বর শুনি, "ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে রাকোভ্স্কি কে?"

বললাম, "আমি। কি চাই আপনার? "

"আমার সঙ্গে আসুন। "

আমাকে হলের ভেতর দিয়ে একটি ক্ষুদ্র রুমে নিয়ে গেল। কক্ষের দরজায় গিয়েই আদেশ দিল: "হ্যান্ড্স আপ।" তারপর আমার পকেট সার্চ করে আমাকে গ্রেফতার করা হোল। পাঁচটা সময় আমাকে ছেড়ে দেয়া হোল। একই অবস্থা মুরালভেরও হয়। তাকে ছাড়ে গভীর রাতে...। আমি স্বগতোক্তি করলাম, ওদের মাথাটা গেছে, মনে রাগ আসেনি; আমাদের কমরেডদের কার্যকলাপের জন্য প্রচন্ড লজ্জা পেয়েছি।'

১৪ই জুলাই আমি রাকোভ্স্কির কাছে লিখি:

'প্রিয় ক্রিশ্চিয়ান জর্জিয়েভিচ, আমি আপনাকে বা অন্য বন্ধুদেরকে কোন পারলৌকিক কথা লিখিনি; আমি নিজেকে সীমিত রেখেছিলাম আমাদের নানান বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণের মধ্যে। ইলি থেকে ফিরে আসার পর, নিনার খারাপ অবস্থার সংবাদ প্রথম শুনি, তখনি এক গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেই। সেখানেই, ক'দিন পর তার মৃত্যু সংবাদ আসে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তার মানে কি ...। কিন্তু, কালক্ষেপণ না করেই, জরুরী কাজ কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের জন্য আমি কাগজ-পত্র প্রস্তুতিতে লেগে পড়ি। ব্যাপারটা ছিল খুবই কষ্টকর। অন্যদিকে এ কাজ করার প্রয়োজনটাও ছিল ঠিক বাম্পের-আস্তর (Mustard-plaster) লাগানোর মত। ফলে জটিল কাজটি আমাদের প্রথম দিকের কঠিন সপ্তাহগুলো কাটাতে সাহায্য করে।

আমার বড় মেয়ে জিনুস্কার (জিনা) জন্য আমরা সবাই এখানে জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কিন্তু হায়! তার আসা আর হোল না। ডাক্তার গুতিয়ের দাবী করেছিলেন যে যক্ষা রোগের কারণে তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘদিন আগে থেকে তার দেহে জীবানু বাসা বেঁধেছিল। তিনমাস তার নার্সিং চলে। পরে ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ...।

এখন কংগ্রেসের কর্মকান্ড সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, অফিসিয়াল নেতাদের যে সব কর্মসূচীর আমরা বিরোধীতা করি, সেগুলোর একটি সমালোচনার খসড়া লিখতে শুরু করব। আমি এরই মধ্যে ১৭৫ পৃষ্ঠার একটি বই লিখে শেষ করেছি। বলতে গেলে আমি গত পাঁচ বছর যাবত, লেনিন দলের নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়া এবং অপরিমাণদর্শী নকলবাজ ভক্তদের প্রাদুর্ভাব ঘটার পর থেকে তাদের সকল কর্মকান্ডের ফলাফল জড়ো করেছি। প্রথমে তারা পুরনো পুঁজির লভ্যাংশটা খাওয়া শুরু করে কিন্তু শীঘ্রই ওটা চেটেপুটে খেয়ে এখন স্বয়ং পুঁজিই খাওয়া শুরু করেছে।

কংগ্রেসের কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়া নিয়ে আমার কাছে কয়েক ডজন চিঠি এবং টেলিগ্রাম আসে। সে মতামতগুলোর সংকলন এখনও তৈরি করিনি। প্রায় একশরও বেশী মতামতদানকারীর মধ্যে মাত্র তিনজন প্রিয়ব্রজেন্স্কির থেসিসের পক্ষে মত দিয়েছেন।

খুব সম্ভব স্তালিনের ব্লক বুখারিন এবং রাইকভকে সঙ্গে নিয়ে এই কংগ্রেসেও ঐক্যের ভাব দেখিয়ে আমাদেরকে সমাধিস্থ করার সর্বশেষ ব্যর্থ চেষ্টা চালাবে। তবে ঠিক এই নতুন প্রচেষ্টা এবং অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা ব্লকের অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করতে পারে। কারণ কংগ্রেসের পরদিনই আরো প্রকাশ্য প্রশ্ন উঠবে "তারপর কি?"। তার কি উত্তর দেয়া হবে? ১৯২৩ সনে জার্মানির বিপ্লবী পরিস্থিতি আমাদের হাত থেকে ফসকে যাওয়ার কারণে, অতিবামদের আঁকাবাঁকা পথ চলার খেসারত দিয়েছি আমরা ১৯২৪-'২৫ পর্যন্ত। জিনোভিয়েভের অতিবাম পলিসি ডান ছত্রাক থেকে গজিয়ে উঠে – শিল্পপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর র‍্যাডিচ, লা ফলে (La Follete), ক্রেস্টিন্টার্ন (the Krestintern), কুওমিনটাং প্রভৃতির সঙ্গে ফস্টি-নস্টি। অতিবাম পলিসির মাথা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে একই ডান ছত্রাক থেকেই গজিয়ে উঠে ডান পলিসি। নতুন কোন ধাপে এর বৃহত্তর পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তার মানে, একই সুবিধাবাদী অবয়ব থেকে একটি নতুন চরম বাম ধারা বেরিয়ে আসতে পারে। তবে সুপ্ত অর্থনৈতিক শক্তিগুলো এই অতিবাম প্রবণতা ভেঙ্গে দিয়ে পলিসিকে ঘুরিয়ে ডানদিকেও নিয়ে যেতে পারে।

আগস্ট মাসে আমি কয়েকজন কমরেডকে লিখেছিলাম :

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের দলে যে সব ঘটনাবলী ঘটে তার ওপর আমেরিকান ও য়ুরোপিয় পত্রিকাগুলো যে প্রতিবেদন বা মন্তব্য প্রকাশ করে তা আমাদের পত্রিকাগুলো পূনর্মুদ্রণ করে না। এটা একাই সন্দেহের উদ্রেক করে যে এ ধরণের মন্তব্য 'নতুন পলিসি'র চাহিদা পূরণ করে না। আমার কাছে বিদেশী পত্রিকার কিছু বিস্ময়কর মন্তব্যের প্রমাণ এসে পৌঁছেছে। কমরেড আন্দ্রেইসিন আমেরিকান পত্রিকা 'দ্য নেশন' এর ফ্রেব্রুয়ারী সংখ্যার একটি ছেঁড়া পাতা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাম-গণতান্ত্রিক জার্নাল। পত্রিকাটি আমাদের সর্বশেষ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লিখেছে:

'এই কর্মদ্যোগ যে প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসে, তা হচ্ছে: লেনিনের পর রাশিয়ায় বলশেভিক কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করেন কে এবং এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়াই বা কি? মার্কিন পাঠকদের কাছে আগে মনে হোত লেনিন এবং ট্রটস্কি একই বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এবং রক্ষণশীল প্রেস এবং রাষ্ট্রনায়কগণও একই মত পোষণ করতেন। তবে, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্স এই নববর্ষে আনন্দ প্রকাশ করার এক নতুন কারণ খুঁজে পান। কারণটি হচ্ছে, ট্রটস্কিকে সাফল্যের সাথে কমুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিস্কার করা। তারা সরাসরি ঘোষণা করে যে, 'বহিস্কৃত বিরোধী পক্ষ যে ধারণা ও শর্তাবলী চিরস্থায়ী করে রেখেছিলেন তার কারণে রাশিয়া পশ্চিমা সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।' য়ুরোপের বিখ্যাত পত্রিকাগুলোও অনুরূপই লিখেছে। জেনেভা সম্মেলনে স্যার অস্টিন (চেম্বার্লেইন) উক্তি করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেনি তার সহজ কারণ হচ্ছে: "ট্রটস্কিকে এখনও দেয়ালে ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়নি"– ট্রটস্কির বহিস্কারে তিনি অবশ্যই খুশী হবেন ...। সে যা-ই হোক, য়ুরোপের প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্ররা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তাদের প্রধান কমুনিস্ট শত্রু স্তালিন নন, ট্রটস্কি।" (দ্য নেশন, ফেব্রুয়ারী-১, ১৯২৮)। এটা খুবই সুন্দর বাচনভঙ্গি, তাই না?

আমার ছেলের নোট থেকে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নিম্নে উল্লেখ করছি:

'১৯২৮ সনের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে আমরা আলমা-আতা থেকে প্রায় ৮০০ চিঠি এবং ৫৫০টি টেলিগ্রাম বাইরে পাঠাই। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বড় চিঠিও ছিল। আমরা গ্রহণ করি ছোট বড় মিলে ১০০০ চিঠি এবং ৭০০ ট্রেলিগ্রাম। এগুলোর বেশির্ভাগই আসে অভ্যন্তরের বিভিন্ন গ্রুপ এবং বাইরের নির্বাসনে থাকা লোকজন থেকে। তবে বাইরের নির্বাসন থেকে পত্র আসে সরকারের ছাঁকুনি দ্বারা ছেঁকে। চিঠি-পত্র আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি মাসে যা পাঠানো হয় তার মাত্র অর্ধেক আমরা পাই। এ ছাড়া, আমরা মস্কো থেকে ৮/৯টি গোপন চিঠি পাই। আমাদের কাছে সেগুলো বিশেষ সংবাদ বাহক দ্বারা পাঠানো হয়। সমসংখ্যক পত্র আমরাও একইভাবে মস্কোতে পাঠাই। গোপন চিঠিতে সেখানে কি হচ্ছে তার সবকিছু

আমাদের জানানো হোত এবং অনেক দেরীতে হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কেও আমাদের মতামত চেয়ে পাঠানো হোত।'

শরতকালের দিকে আমার স্বাস্থ্য বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। এই গুজব পৌঁছে যায় মস্কোয়। বিভিন্ন মিটিং-এ শ্রমিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। সরকারী রিপোর্টাররা আমার চমৎকার সু-স্বাহ্যের কাহিনীই পত্রিকায় তুলে ধরে। ২০শে সেপ্টেম্বর আমার স্ত্রী তৎকালীন দলের মস্কো সংগঠনের সচিব উগ্‌লানভ্‌কে নিম্নোক্ত টেলিগ্রামটি প্রেরণ করেন:

'আপনি মস্কো কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে আপনার বক্তৃতায় আমার স্বামী এল.ডি./ ট্রটস্কির অসুস্থতা সম্পর্কে কাল্পনিক কথাবার্তা বলেছেন। অনেক কমরেডের উদ্বেগ এবং প্রতিবাদের সূত্রে আপনি সক্ষোভে ও অবজ্ঞাভরে বলেছেন: "এসব নানান ছল-ছুতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে!" আপনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে,যারা বিভিন্ন ছল-ছুতায় লেনিনের সঙ্গী-সাথীদের বিতাড়িত ও নির্বাসিত করে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা অশোভন পদক্ষেপের আশ্রয় নেয়নি বরং যারা এর প্রতিবাদ করেছে তারাই অশোভন আচরণ করেছে। কিসের ভিত্তিতে এবং কোন অধিকারে আপনি দলকে, শ্রমিকদেরকে এবং সমগ্র বিশ্বকে জানালেন যে এল.ডি.র অসুস্থতার সংবাদ মিথ্যা? আপনি আসলে দলের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এল.ডি.'র স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসকদের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটির আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। এসব চিকিৎসকদের পরামর্শ নেয়া হয়েছিল ভ্লাদিমির ইলিচের উদ্যোগে। তিনি এল.ডি.'র স্বাস্থ্য নিয়ে ভীষণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ভি.আই.'র মৃত্যুর পর সেসব চিকিৎসাবিদ রোগ নির্ণয় করেছিলেন যে, এল.ডি. খাদ্যবস্তুর ত্রুটিপূর্ণ পরিপাক প্রণালীর কারণে মলাশয় প্রদাহ (colitis) এবং গেঁটে বাত (sout) রোগে আক্রান্ত। আপনি সম্ভবত জানেন যে, ১৯২৬ সনের মে মাসে এল.ডি. উচ্চ মাত্রার জ্বর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বার্লিনে একটি অপারেশন করিয়েছিলেন যা তাকে কয়েক বছর বেশ ভুগিয়েছে! কিন্তু তিনি রোগমুক্ত হননি। বিশেষ করে এই আলা-আতমার মতো স্থানে বাস করে মলাশয় প্রদাহ এবং গেঁটে বাত একেবারে সেরে যাওয়ার রোগ নয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায় একমাত্র সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে। আলমা-আতায় এ দু'টোর কোনটাই নেই। তার জন্য কি রকম স্বাস্থ্যবিধি এবং চিকিৎসা দরকার, আপনি স্বাস্থ্যবিষয়ক গণকমিশরি সিয়ামাস্কোর (Syemaskho) কাছে জেনে নিতে পারেন। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচের নির্দেশক্রমে কয়েকবার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন। তদুপরি এল.ডি. এখানে বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এটাও উক্ত দু'টি রোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তিনি প্রায়ই তীব্র মাথা ধরায় আক্রান্ত হন। কয়েক সপ্তাহ একটু ভালো হয়ে উঠেন, কিন্তু তার পরপরই আরো বেশী অসুস্থ হয়ে সপ্তাহব্যাপী বিছানায় পড়ে থাকেন। এই হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের আসল অবস্থা। আপনারা ৫৮ ধারা বলে একজন 'প্রতিবিপ্লবী'র অপবাদ দিয়ে এল.ডি.কে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। বরং সবার কাছে আরো সহজবোধ্য হতো, যদি আপনারা বলতেন যে এল.ডি.'র শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে আপনাদের কোন আগ্রহ নেই। সেক্ষেত্রে আপনাদের কথা-বার্তা ও আচরণ সংগতিপূর্ণ হোত। কিন্তু আপনারা যে বিপজ্জনক নীতি অনুসরণ করছেন, তা যদি বন্ধ না করেন, তবে সেরা সেরা বিপ্লবীদেরকেই আপনারা কেবল কবর দিবেন না, বরং সম্ভবত দলটিকে এবং স্বয়ং বিপ্লবকেও মাটি চাপা দিবেন। তবে এখন, আপাত দৃষ্টিতে জনমতের চাপে এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে আপনাদের সঙ্গত আচরণের সাহস হবে না। তার পরিবর্তে বলুন যে, ট্রটস্কির শারীরিক অসুস্থতা আপনাদের জন্য এক অপার সুযোগ। কারণ এতে তার মগজ ও হাত দুটোই জব্দ হবে। তাই আপনারা তার অসুস্থতাকে সোজাসুজি অস্বীকার করছেন। কালিনিন, মলোটভ এবং অন্যরাও তাদের বিবৃতিতে আপনার মত একই ধরণের মন্তব্য করেছেন। আসল ঘটনা হচ্ছে আপনারা এখন সাধারণ শ্রমিক ও জনতার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে এমন সব অশোভন কথাবার্তা বলছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ট্রটস্কির বিরুদ্ধেআপনাদের রাজনৈতিক অপবাদ শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বাস করবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে এল.ডি.'র স্বাস্থ্যের অবস্থার মিথ্যা কথাও তারা কখনো বিশ্বাস করবে না।'

এন. আই. সেদোভা-ট্রটস্কায়া।

৪৪ । দেশ থেকে বহিস্কার ।

(১)

অক্টোবরে আমাদের জীবন-যাপন নির্মমভাবে বদলে গেল । মস্কো থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ আচমকা বন্ধ হয়ে গেল । চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম কোন কিছুই আর আসে না । বিশেষ চ্যানেলের মাধ্যমে জানলাম যে, মস্কোর টেলিগ্রাফ অফিসে আমার কাছে পাঠানো কয়েক 'শ টেলিগ্রাম স্তুপ হয়ে পড়ে আছে । বিশেষ করে এগুলো অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী নিয়ে পাঠানো । আমাদের চার পাশের ঘেরাটোপ ভীষণরকম নিশ্চিদ্র হয়ে গেল ।

১৯২৮ সন পুরোটা লাগামহীন নির্যাতন ভোগের পরও, বড় বড় শিল্প কারখানা গুলোতে স্তালিনের বিরোধী পক্ষের কর্মী সমর্থক স্পষ্টত বাড়ছিল । ফলে প্রতিহিংসার মাত্রাও বৃদ্ধি পায় । রাজনৈতিক নির্বাসন দেয়া নেতা-কর্মীদের পত্র যোগাযোগেও বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় । এ দুঃসহ অবস্থায় আশা করেছিলাম বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে । আমার ভুল হয়নি ।

মস্কো থেকে ১৬ই ডিসেম্বর জিপিইউ'র একজন বিশেষ প্রতিনিধি আসেন । তিনি প্রতিষ্ঠানটির নামে আমাকে মৌখিকভাবে একটি চরমপত্র দিলেন: 'আমাকে অবশ্যই বিরোধী পক্ষকে দিক নির্দেশনা দেয়া বন্ধ করতে হবে,তা না হলে "আমাকে রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন" করার ব্যবস্থা নেয়া হবে ।' তখনও দেশের বাইরে বহিস্কার করার প্রশ্ন আসেনি । যতদূর বুঝেছিলাম, তারা হয়তো দেশেই আমার জন্য গৃহবন্দীত্ব বা এধরনের কোন ব্যবস্থা নেবে । আমি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমুনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামকে সম্বোধন করে এক চিঠির মাধ্যমে চরমপত্রটির উত্তর দিলাম । মনে হয় এই চিঠির প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো এখানে উল্লেখ করা উচিত হবে:

'আজ ১৬ই ডিসেম্বর জি.পি.ইউ সদর দপ্তরের প্রতিনিধি ভলিন্সকি (Volynsky) সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত চরমপ্রস্তাব মৌখিকভাবে আমাকে জানান:

"দেরীতে হলেও সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেছে যে আপনার প্রতি যারা রাজনৈতিকভাবে সহানুভূতিশীল তারা প্রতি-বিপ্লবী চরিত্র ধারণ করেছে; যে সুবিধাদি দিয়ে আপনাকে আলমা-আতায় রাখা হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে আপনি এখান থেকে এসব কাজ পরিচালন করছেন; এমতাবস্থায়, জি পি ইউ সদর আপনার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে এসব কাজ না করার প্রতিশ্রুতি চায়; আপনি যদি তা পালনে ব্যর্থ হন, তবে, আপনার বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে পুরোপুরি রাজনৈতিক জীবনকে একঘরে করে রাখতে সদর বাধ্য হবে । এর সাথে আপনার বাসস্থান পরিবর্তনেরও প্রশ্ন আসবে ।"

আমি মৌখিকভাবে উত্তর দিতে চাইনি । আমি তাকে জানালাম যে, যদি তার কাছ থেকে চরমপত্রের কোন লিখিত বিবরণ পাই, তবেই আমি তাকে লিখিত উত্তর দিব । কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি এবং আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি যা বলব তা তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী বিকৃত করে সারা দেশের সাধারণ শ্রমিকদের কাছে এবং সারা বিশ্বে প্রচার করবে ।

তারা আমার দীর্ঘদিনের সুপরিচিত । আমি জানি জি.পি.ইউ সদর এক্ষেত্রে স্বাধীন না হয়ে খুবই যান্ত্রিকভাবে স্তালিনের সংকীর্ণমনা উপদলীয় পুরনো সিদ্ধান্তই কার্যকরী করবে । তাই, আমি মনে করি অল-ইউনিয়ন কমুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ কমিটির জ্ঞাতার্থে আমার নিম্নোক্ত বক্তব্য পৌঁছানো উচিত:

আমার কাছে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছে । তার মানে আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করা হবে । আমি আন্তর্জাতিকভাবে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনৈতিক লড়াই করি । সচেতন হওয়ার পর থেকে বিগত বত্রিশ বছর ধরে, আমি এ লড়াই চালিয়ে আসছি । আমি আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই, যারা আমার এই কর্মোদ্যোগকে 'প্রতি-বিপ্লবী' কর্মকান্ড রূপে বোঝাবার চেষ্টা যারা করেন; যারা মার্ক্স ও লেনিনের শিক্ষার মূল নীতিমালাকে লঙ্ঘন ও অমর্যাদা করছেন; এবং যারা বিশ্ব বিপ্লবের ঐতিহাসিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন । তারা অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্য, আচরণবিধি এবং নৈতিক শিক্ষাকে অস্বীকার করছেন এবং সর্বোপরি না বুঝে বিপজ্জনকভাবে থার্মিডর তৈরী করছেন ।

রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াকে বাধাগ্রস্থ করার মানে বর্তমান কমুনিস্ট পার্টি পরিচালনার অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বা হবে গঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক কাজে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা। যা ক্রমবর্ধমান হারে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করবে। কারণ ঐতিহাসিক মাপকাঠিতে বড় পরিসরে সর্বহারার পলিসিকে পথনির্দেশ করতে বর্তমান ক্ষমতাসীন সুবিধাবাদী চক্র অযোগ্য।

রাজনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হলে বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর শাসনামল বিরোধী সংগ্রামকেও অস্বীকার করা হবে। এই শাসনামলে সর্বহারার নেতৃত্বদানকারী অগ্রণীদলের ওপর শত্রুর (বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি) চাপ ক্রমশ বাড়ছে। সুবিধাবাদী অর্থনৈতিক পলিসিকে পরোক্ষভাবে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া হচ্ছে। এ পলিসি সর্বহারার একনায়কত্বের ভিতকে ক্রমশ নাড়িয়ে দূর্বল করে হচ্ছে এবং সর্বহারাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে বাধা হচ্ছে । এই শাসনামল সোভিয়েত শক্তির মূল ভিত্তি শ্রমিক য়ুনিয়ন এবং চাষীদেরকে চরম কষ্ট দিচ্ছে।

দলের লেনিন উইংটি ১৯২৩ সনে জার্মান বিপ্লবের পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিপুলভাবে তীব্র আঘাত বহন করছে। ইন্টার্নেশনালের পতন এবং সোভিয়েত সর্বহারার সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কারণে এসব আঘাতের শক্তি আরো প্রবল হচ্ছে।

তাত্ত্বিক যুক্তি এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে কেবল বুর্জোয়াদের বেলায়ই নয়, সর্বহারা বিপ্লবেও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াশীলতার যুগ আসতে পারে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত ছয় বছর যাবত দেখে আসছি যে, অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা ক্রমে বাড়ছে এবং এর পরিণতিতে থার্মিডরদের পথ পরিষ্কার হচ্ছে। দলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহজ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের প্রমাণ হচ্ছে ডানদের আদিম ও অসভ্য রকমের হয়রানি ও নির্যাতন করে সাংগঠনিকভাবে বাম উইং এর পথ করে নেয়া।

থার্মিডরিয়দের সর্বশেষ প্রতিরোধ চেষ্টায় পুরোপুরি দেখা গেছে যে স্তালিনের উপদল তার বিরোধীপক্ষের চিন্তাধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফালি এবং খণ্ড খণ্ড অংশের উপর এখনো টিকে আছে। সৃজনশীলতার দিক থেকে ওরা অক্ষম। বামের বিরুদ্ধে মতদর্শগত লড়াইয়ে ওরা স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে পারেনা। মিথ্যা, বিতর্কিত এবং অবিশ্বস্ত চরিত্রের কারণে ওদের প্র্যাকটিক্যাল পলিসির শিরদাঁড়া নেই। ডানের বিপদের বিরুদ্ধে শোরগোল করে ওরা যা প্রচার করে তার তিন চতুর্থাংশই মিথ্যা। এটা করে তারা লেনিনবাদী-বলশেভিকদের সাধারন জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রেখে আসলে তাদের সমূলে ধ্বংস করতে চায়। বিশ্ব বুর্জোয়া এবং বিশ্ব মেনশেভিকবাদও একইভাবে ওদেরকে আর্শীবাদ করে; এরা বহুদিন থেকে বিচার বিবেচনা করে ঠিক করেছে যে, স্তালিনের পাশে থাকাই 'ঐতিহাসিক যথার্থতা'।

কিন্তু এই অন্ধ, কাপুরুষোচিত এবং আমলাতন্ত্রের সাথে মিলনের একেবারে অনুপযোগী পলিসি এবং অসভ্যতাবাদের (Philistinism) পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে সর্বহারা একনায়কত্বের বারোতম বছরে শ্রমজীবী ও কর্মজীবী সাধারণ জনগণের অবস্থা বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোলুপ সোশাল ডেমোক্র্যাসির সামনে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণের পরিবর্তে নিরন্তর আরো বেশী সুবিধাজনক হতো, এবং কমুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো।

আপাতদৃষ্টিতে শাসকগোষ্ঠী যত ক্ষমতাধরই হোক, তার মাথায় যে প্রগতিবিরোধী রোগ ভর করেছে তা সারবে না। কারণ 'তারা কি করে, তা-ই জানে না'। না জেনেই সর্বহারা শ্রেণির শত্রুদের হুকুম পালন করছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উঠে আসা একটি উপদলটি এখন বিপ্লবকেই ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ইতিহাসে আর হয় না।

বিরোধীপক্ষ আপাতদৃষ্টিতে যত দুর্বলই হোক, তার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক শক্তি বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধমনির স্পন্দনের সারথ সম্পর্ক রাখা। এ-ও সত্যি যে, এরা শ্রেণিশক্তির গতিশীলতা স্পষ্ট দেখতে পায়, আগামী দিন কি হবে আগেই বুঝতে পারে এবং তার জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। আমাকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার অর্থ হচ্ছে আগামী দিনের প্রস্তুতি বন্ধ করা।

আমার জীবন-যাপনের শর্তাদী পরিবর্তন করার হুমকি এবং আমাকে রাজনীতি থেকে একঘরে করার হুমকির কথা শুনে মনে হয় যেন আমি বর্তমানে মস্কো থেকে চার হাজার কিলোমিটার দূরে নির্বাসিত নই; ২৫০ কিলোমিটার রেললাইন থেকে দূরে নই; এবং চীনের পশ্চিম মরূপ্রদেশের সুদূর সীমান্তে– যেখানে মারাত্মক ক্ষতিকর ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ এবং প্লেগ রোগের সাম্রাজ্য– বাস করি না। মনে হয় যেন, স্তালিনের জিপিইউ আমাকে এরই মধ্যে আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেনি। মস্কো থেকে এখানে পত্র পত্রিকা আসতে লাগে কমপক্ষে দশদিন থেকে একমাস। চিঠিপত্র কমপক্ষে দু'তিনমাস জিপিইউ'র অফিসে এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সচিবালয়ে আরাম-বিশ্রাম নেয়ার পরে আমার কাছে আসে।

গৃহযুদ্ধ থেকে আমার সঙ্গে কাজ করতেন আমার দু'জন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সায়ার্মুক্স এবং পজ্নাঙ্সকি। তারা স্বেচ্ছায় ঝুঁকি নিয়ে আসেন আমার সাথে নির্বাসনে থাকার জন্য। তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে ছিঁচকে অপরাধিদের সঙ্গে অর্ধভূক্ত অবস্থায়

হাজতে রেখে পরে দেশের উত্তরাঞ্চলে দূরতম দূর্গম প্রদেশে নির্বাসন দেয়। আমার মারাত্মক অসুস্থ কন্যার লেখা চিঠি মস্কো হাসপাতাল থেকে আমার কাছে পৌঁছাতে তিয়াত্তর দিন লাগে। জীবিতাবস্থায় চিঠিটির উত্তর সে পায়নি। আপনারা আমার এই মেয়েটিকে পার্টি থেকে বহিস্কার করে, চাকুরীচ্যুত করে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন। মারাত্মকভাবে অসুস্থ আমার আরেক মেয়ের অসুস্থতার খবর আপনারা আমার কাছে পাঠিয়েছেন এক মাস আগে এবং তার মস্কো ত্যাগ করার তেতাল্লিশ দিন পরে। আপনারা আমার এই মেয়েটিকেও পার্টি থেকে বহিস্কার এবং কর্মচ্যুত করেছেন। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে চেয়ে যারা আমার কাছে টেলিগ্রাম পাঠায়, সেগুলো আমার কাছে পৌঁছানো হয়না।

হাজার হাজার অসাধারন লেনিনবাদী বলশেভিকদের আপনারা আমার মতই হয় জেলে আটকে রেখেছেন অথবা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। অক্টোবর বিপ্লবে এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারা রাজনীতিতে এদের অসামান্য অবদানকে আপনারা অগ্রাহ্য এবং অসম্মান করেছেন।

স্তালিনের সংকীর্ণ উপদল ক্রমবর্ধমান হারে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনা করে আসছে। তারই অংশ রূপে এখন জিপিইউ'র সাহায্যে পরিকল্পিত প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের শত্রুদের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের 'সংযোগ' রয়েছে মর্মে অপবাদ আরোপ করছে। লেনিন তার 'উইলে' যে সময় এই স্তালিনকে 'নিষ্ঠুর এবং দুর্বিনীত' আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন তার এসব চরিত্রের একশো ভাগের এক ভাগও প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান নেতারা তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বলে থাকেন: 'এটা সাধারণ জনগণের জন্য দরকার'; মাঝে মাঝে আরো নিরাশ হয়ে বলেন: 'এটা বোকাদের জন্য'। আমার ঘনিষ্ট সহকর্মী জর্জি ভাসিলিয়েভিচ বুতভ গৃহযুদ্ধের পুরো সময় ছিলেন প্রজাতন্ত্রের সামরিক বিপ্লবী পরিষদের সচিবালয়ের দায়িত্বে। তাকে গ্রেফতার করে অসহনীয় কষ্টদায়ক অবস্থায় রাখে। খাঁটি, সংযমী এবং নিষ্কলুশ এই দলীয় কর্মীর কাছ থেকে তারা গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে তাদের থার্মিডরিয়ান মিথ্যা ও বানোয়াট কল্প কাহিনীর অভিযোগের স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিল। যা তার আগেই সবাই জেনে যায়। বুতভ তার বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর দিয়েছিলেন একনাগাড়ে পঞ্চাশ দিন অনশন ধর্মঘট করে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি জেলেই মারা যান। দৈহিক সহিংসতা, প্রহার এবং মানসিক নিপীড়ন ও নির্যাতন হেনে অক্টোবর নীতির প্রতি বিশ্বস্ত বলশেভিক কর্মীদের অবদমিত করে রাখা হচ্ছে। এই হচ্ছে বর্তমান বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিস্থিতি এবং আমার সাধারণ অবস্থা। একে জিপিইউ সদর দপ্তরের ভাষায় বলা হচ্ছে বর্তমান 'নির্বিঘ্ন, শান্তি ও স্থিতিশীল' অবস্থা।

আমার এসব অবস্থা পরিবর্তনের দুঃখজনক হুমকি এবং আমাকে রাজনৈতিকভাবে আরো বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে স্তালিনদের সিদ্ধান্তে আমাকে নির্বাসনের বদলে জেলে আটকে রাখা। আমি আগেও বলেছি যে, এই সিদ্ধান্তে আমার ভয় পাওয়া বা অবাক হওয়ার কিছু নেই। ১৯২৪ সন থেকেই এ সম্ভাবনা তৈরী হয়। এরপর ক্রমাগত বাড়তে থাকে। যেন স্তালিন পদ্ধতির সাথে নীরবে আমার মানিয়ে চলার মানসিকতা গড়ে ওঠে। স্তালিনের নিষ্ঠুরতা এবং অবাধ্যতা এখন পরিপক্ক হয়ে বিষাক্ত আমলাতান্ত্রিক অসততায় পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমানে আমাকে যে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে, তা আগে থেকে বুঝতে পেরেই, ষষ্ঠ কংগ্রেসে পেশকৃত ঘোষণায় আমরা আক্ষরিকভাবে লিখেছিলাম: "কোন একজন বিপ্লবীর কাছে এমন একটি প্রতিশ্রুতি (রাজনৈতিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ দল এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কাজ) দাবী করা কেবল পুরোপুরি বিকৃত ও নষ্ট আমলাবর্গের পক্ষেই সম্ভব। আর শুধুমাত্র ঘৃণিত দলীয় আদর্শত্যাগীদের পক্ষেই এরকম প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব।"

এই শব্দগুলো থেকে আমি আলাদা হতে পারিনা... প্রত্যেকেই তার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। আপনারা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি বৈরি এবং অন্যান্য শ্রেণিসমূহের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে পলিসি বানিয়ে দেশ চালাতে চান। আমরা জানি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটা করে যাব।

এল. ট্রটস্কি,

১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮, আলমা-আতা।'

এই উত্তর দেয়ার পর একমাস অপরিবর্তিত অবস্থায় কাটলো। বহির্বিশ্বের সঙ্গে, এমনকি মস্কোর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ সহ, আমাদের সব সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। জানুয়ারীতে শুধু মস্কোর পত্রিকাগুলো পেয়েছি। তারা যতবেশী ডানদের মতাদর্শিক লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লিখতো, আমরা ততবেশী আস্থার সঙ্গে বামদের বিরুদ্ধে আঘাত করার অপেক্ষায় থাকতাম। ওটাই ছিল স্তালিন পদ্ধতি।

মস্কো থেকে আসা জি.পি.ইউ সদর দপ্তরের প্রতিনিধি ভলিন্সকি পরবর্তি নির্দেশের অপেক্ষায় আলমা-আতায় ছিলেন। ২০শে জানুয়ারী তিনি বহু সশস্ত্র গোপন পুলিশ সহ আমার বাসায় আসেন। তারা বাড়িতে ঢোকার

এবং বেরুবার দরজা দখল করেন। তিনি ১৮ জানুয়ারী ১৯২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জি.পি.ইউ সদরের সভার কার্যবিবরণীর একটি খন্ডিত অংশ আমার হাতে দিলেন। কার্যবিবরণীর অংশটি এরকম:

'আলোচ্য বিষয়: সম্মানিত নাগরিক লেভ ডেভিডোভিচ, ট্রটস্কির ঘটনা। ক্রিমিনাল কোডের ধারা নং ৫৮/১০ মোতাবেক তার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ডের অভিযোগ। কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে এটি একটি অবৈধ সোভিয়েত বিরোধী দল। এর সর্বশেষ কর্মকান্ড সোভিয়েত বিরোধী কার্যকলাপ উস্কানীমূলক এবং সোভিয়েত ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতির লক্ষ্যে পরিচালিত।

সিদ্ধান্ত: সম্মানিত নাগরিক লেভ ডেভিডোভিচ, ট্রটস্কিকে ইউ.এস.এস.আর.-এর সরকারের অধীন ভূখন্ডের বাইরে বহিস্কার করতে হবে।'

পরে, এ সিদ্ধান্ত যে জানানো হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাগজে সই করতে বলা হলে, তখন আমি লিখি:

২০শে জানুয়ারী ১৯২৯ সনে 'জি.পি.ইউ.'র যে সিদ্ধান্ত আমাকে জানানো হয়েছে তা বিধিগতভাবে অপরাধমূলক এবং বিষয়গতভাবে অবৈধ ও অন্যায্য।'

আমি সিদ্ধান্তটিকে অপরাধমূলক কাজ বলেছি কারণ এতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও নিরেট মিথ্যা কথা বলে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, আমি নাকি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। দেশ থেকে বহিস্কার করার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনে স্তালিনের এই ফর্মুলাটি ছিল একটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুষ্কর্ম যা স্বয়ং সোভিয়েত ক্ষমতার ভিত্তিকে দুর্বল প্রমাণ করে। যদি এটা সত্য হতো যে অক্টোবর সংগঠকরা লালবাহিনী এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নির্মাতারা, অস্ত্রের বলে সোভিয়েত ক্ষমতা উৎখাতের জন্য বিরোধী পক্ষকে পরিচালিত করতেন, তবে এটাই স্বয়ং দেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসতো। সৌভাগ্যক্রমে জি.পি.ইউ সদর দপ্তরের ফর্মুলা ছিল একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ মিথ্যা। বিরোধীদের পলিসিতে সশস্ত্র লড়াইয়ের কোন প্রস্তুতি বলতে কিছুই ছিলনা। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রগাঢ় জীবনীশক্তি ও নমনীয়তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমরা পরিচালিত ও প্রভাবিত হই। আমরা চেয়েছিলাম শুধু একটি অভ্যন্তরীণ সংস্কার ।

আমি জানতে চাইলাম কোথায় কিভাবে আমাকে দেশান্তর করা হবে। তার উত্তরে বলা হলো যে রাশিয়ার য়ুরোপিয় শেষ সীমানায় গেলে আমাকে তা জানানো হবে। গুপ্ত পুলিশের প্রতিনিধি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সবকিছু গোছগাছ করতে পরেরদিন পুরোটা লাগলো। এরমধ্যে প্রায় একচেটিয়াভাবে পান্ডুলিপি এবং বই-ই বেশী ছিল। আমার উল্লেখ করা উচিত যে, জি.পি.ইউ'র এজেন্টরা আমার প্রতি বৈরিতা দেখায়নি বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল তাদের আচার-আচরণ।

বাইশ তারিখ ভোরে আমার স্ত্রী, পুত্র এবং আমি সঙ্গে এসকর্ট নিয়ে একটি অটোবাসে চেপে যাত্রা করি। গাড়ি কুর্দি পর্বতমালার শক্ত ও মসৃণ বরফাচ্ছাদিত গিরিপথ সড়ক ধরে চলছিল। পর্বতের শীর্ষ থেকে ভারী তুষারপাত হচ্ছিল এবং প্রবল বাতাস বইছিল। আমাদের টেনে নিয়ে চলা শক্তিশালী ট্রাক্টরটির ঘাড় পর্যন্ত আটকে যাচ্ছিল বরফের স্তুপে। তার সঙ্গে টেনে নেয়া সাতটি গাড়ীও। গিরিপথ পার হতে গিয়ে তুষার ঝড়ে সাতজন কর্মী এবং অনেকগুলো ঘোড়া হিমে হয়ে মারা যায়। আমরা ট্রাক্টর ছেড়ে স্লেজগাড়িতে চড়তে বাধ্য হই। এতে আমাদের প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পার হতে সময় লাগে সাতঘন্টারও বেশী। বরফাচ্ছাদিত সড়কে চলতে গিয়ে আমরা বহু স্লেজগাড়ির স্যাফ্ট অচলাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। এগুলোর বেশীর্ভাগই নির্মাণাধীন তুর্কি-সাইবেরিয় রেলপথের নির্মাণসামগ্রী বহন করছিল। প্রচুর কেরোসিনের ট্যাংক গভীর বরফের স্তুপের নীচে আটকা পড়েছিল। তুষার ঝড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য বহু মানুষ এবং ঘোড়া নিকটস্থ কিরঘিজদের শীতকালীন ক্যাম্পে আশ্রয় খুঁজে নেয়।

(২)

পর্বতশ্রেণী পার হয়ে অপর পাড়ে গিয়ে আবার অটোমোবাইলে চড়ে পিসপেক যাই, এবং সেখান থেকে ট্রেনে যাত্রা করি। চলার পথে মস্কো থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজে দেখতে পাই বিরোধী নেতৃবৃন্দকে বহিস্কার করে দেশান্তরে পাঠানোর স্বপক্ষে জনমত গঠনের ব্যাপক তোড়জোড় চলছে। আক্তুবিন্সক জেলায় পৌঁছে নতুন সংবাদ পাই। সরাসরি তারে জানানো হয় যে, আমাকে দেশান্তর করা হবে কন্সতান্তিনোপলে। আমি শেষ বারের মত আমার পরিবারের দুই সদস্য– দ্বিতীয় ছেলে এবং ছেলে বউকে দেখতে চাই। তাদেরকে রিয়াজস্ক রেলস্টেশনে নিয়ে এসে আমাদের মত অবরুদ্ধ অবস্থায় সাক্ষাত করানো হয়। গোপন পুলিশের নতুন প্রতিনিধি, বুলানভ কন্সতান্তিনোপলের নানান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। আমি সে সব পেতে সরাসরি অস্বীকার করি। বুলানভ সরাসরি মস্কোর সঙ্গে তারে দরকষাকষি করছিলেন। তারা আগে থেকেই সবকিছু বুঝতে পেরে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। একমাত্র বাধা ছিল আমার স্বেচ্ছায় দেশান্তরে যাওয়ার সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

আমাদের ট্রেন যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে না গিয়ে হঠাৎ অন্য পাশে বাঁক নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। বহুদূর যাবার পর সাইড লাইনে খানিকটা এগিয়ে এক পরিত্যক্ত রেলস্টেশনে থামে। সেখানে দু'পাশে বিস্তৃত হালকা বনের মাঝখানে এক নিঃসীম নীরবতা। দিনের পর দিন পার হয়। ট্রেনের সঙ্গে থাকা খাদ্য ও পানীয়ের ধাতব ক্যানগুলো দ্রুত খালি হতে থাকে। পাতিকাক ও দোয়েলরা সেখানে ঝাঁক বেঁধে জড়ো হয় ভোজনোৎসবে। নির্জন স্থান ... একাকিত্ব ... জীবন ও সময়ের কি নিদারুণ অপচয়। শরতের নিষ্ঠুর মহামারি খরগোশগুলোকে সাবাড় করেছে; শিকার করবার মত একটিও অবশিষ্ট নেই, তাই খেঁকশিয়ালরা সুযোগ বুঝে একেবারে ট্রেনেই চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত। ইঞ্জিনটি প্রতিদিন একটিমাত্র বগি নিয়ে বড় কোন স্টেশনে গিয়ে আমাদের জন্য দুপুরের খাবার আর পত্রিকা নিয়ে ফিরে আসতো। গাড়িতে চাপা অসন্তোষ বিড় বিড় করে বাড়তে থাকে। আমরা আনাতোলে ফ্রাঁ এবং ক্লায়ুসেভ্স্কির (Anatole France & Klyuchevsky) রুশ ইতিহাস বার বার পড়ি। ইস্ত্রাতির (Istrati) সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। শীত শূন্যের নীচে তিপ্পান্ন ডিগ্রী ফারেনহাইট (-0.53° F)। ইঞ্জিনটি বরফে জমে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য সামনে পেছনে বার বার গড়াতে থাকে। ইথারে রেডিও স্টেশনগুলো একে অন্যের কাছে আমাদের হদিস জানতে চায়। আমরা সেদিকে কান না দিয়ে, দাবায় মগ্ন হই। ওদের কথাবার্তা শুনতে পেলেও উত্তর দিতে পারিনা। এখানে আমাদের নিয়ে আসা হয় গভীর রাতে। তাই নিজেরাও জানিনা আমরা এখন কোথায়।

(৩)

এভাবেই আমাদের বারো দিন বারো রাত কাটে। খবরের কাগজ থেকে জানতে পাই তথাকথিত 'ট্রটস্কিবাদী কেন্দ্র' থেকে ১৫০ জন সহ কয়েক হাজার নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। যাদের নাম প্রকাশ করা হয়, তারা সবাই দলের প্রবীণ সদস্য, অক্টোবর বিপ্লবের নেতা। তাদের মধ্যে জর্জিয়ার সাবেক গণসংস্থার কমিশারির (Soviet of people's Commissaries of Goergia) চেয়ারম্যান কাভতারাজ্জে (Kavtaradze), প্যারিসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক বানিজ্য প্রতিনিধি এমদিভানি (Mdivani), আমাদের সেরা সাহিত্য সমালোচক ভরন্সকি (Voronsky) এবং আরো অনেকে।

৮ই ফেব্রুয়ারী বুলানভ ঘোষণা করলেন: 'মস্কোর সকল আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জার্মান সরকার সরাসরি অস্বীকার করেছে যে তারা আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবেনা। শেষ পর্যন্ত আমাকে কন্সতান্তিনোপলেই যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় যাব না। তুরষ্ক সীমান্তে গিয়ে এটা আমি বলবই।'

'এতেও ঘটনার কোন পরিবর্তন হবেনা; আপনাকে তুরস্কেই যেতে হবে।'

'তাহলে আপনাকে তুর্কি পুলিশের সাথে চুক্তি সই করতে হবে যে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তুরস্কে দেশান্তর করা হয়েছে।'

এড়িয়ে যাওয়ার ঢঙ্গে বললেন: 'আমরাতো শুধু হুকুম পালন করি মাত্র।'

এক ডজন দিন-রাত কাটানোর পর ট্রেন আবার চলতে শুরু করে। ছোট ট্রেনটি ক্রমশ এসকর্টের বাড়তি সংখ্যায় ভরে যায়। পিশপেক থেকে এ পর্যন্ত ট্রেন চলাকালে আমাদেরকে একবারও নামতে বা বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। এখন পুরো গতিতে দক্ষিণে যাচ্ছে। পথে মাত্র একটি ছোট স্টেশনে জল এবং জ্বালানির জন্য থেমেছে। এই কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার কারণ, তাদের মাথায় ছিল ১৯২৮ সনের জানুয়ারীতে আমাকে নির্বাসন দণ্ড দেয়ার পর মস্কোতে যে তীব্র প্রতিবাদ মিছিল হয় তারই স্মৃতি। খবরের কাগজে দেখলাম ট্রটস্কবাদীদের বিরুদ্ধে নতুন করে বিশাল প্রচার ও ধারপাকড় অভিযানের পুনরুক্তি চলছে। দু'লাইনেই উর্ধতন স্তরের গ্রুপে আমার দেশান্তর নিয়ে মতান্তরের লড়াই চোখে পড়লো। স্তালিনের উপদলে খুবই উদগ্রীব এবং এজন্য যথেষ্ট কারণও ছিল: তাদের কেবল রাজনৈতিক নয় বাস্তবে শারীরিক বাধাও অপসারণ করতে হতো। আমাদেরকে ওডেসা থেকে পার করার জন্য কালিনিন নামক স্টীমারকে নিয়োজিত করা হয়। জাহাজটি বরফে আটকা পড়ে এবং উদ্ধারকারি বরফকাটা জাহাজের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মস্কো ট্রেলিগ্রাফ লাইনে সবসময় পেছনে লেগে থাকতো এবং দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য তাড়া দিতো। এবার ইলিচ স্টিমারকে জরুরী ভিত্তিতে হাজির করা হলো। ১০ই ফেব্রুয়ারী রাতে আমাদের ট্রেন ওডেসা পৌঁছে। গাড়ির জানালা দিয়ে আমার পরিচিত জায়গাগুলো দেখছিলাম; এই নগরে আমার স্কুল জীবনের সাত বছর কেটেছে। আমাদের গাড়ি একেবারে স্টীমারের দরজায় এসে থামে। তীব্র শীত। এই গভীর রাতেও সমস্ত জেটি জিপিইউ এজেন্টদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে ছোট ছেলে ও বউমাকে বিদায় বলতে হলো। ওরা গত দু'সপ্তাহ আমার সাথে বন্দী জীবন শেয়ার করেছে। গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে অপেক্ষমান স্টিমারের দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো যে, একই রকম অন্য কোন বোট আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান নেই। যেমনটা ছিল ১৯১৭ সনের মার্চে, হ্যালিফেক্স পার হয়ে, যখন ব্রিটিশ নৌ সেনারা শত শত যাত্রী সাধারণের সামনে, আমাকে তাদের কাঁধে বহন করে নরওয়েজিয়ান স্টিমার ক্রিশ্চিয়ানিফোর্ড থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তখনও আজকের মত আমাদের পরিবারের সব সদস্য ছিল। তবে তখন আমাদের সবার বয়স ছিল এখন থেকে বারো বছর কম।

ইলিচ জাহাজটি ভোর একটায় যাত্রা করল। এতে আর কোন যাত্রী বা মাল-পত্তর বা কার্গো ছিল না। দীর্ঘ ষাট মাইল একটি বরফ কাটার জাহাজ আমাদের আগে আগে পথ করে দিচ্ছিল। প্রবল ঝড় ক্রোধোম্মত্ত হয়ে তার ডানা দিয়ে আমাদের ধরে ফেলে এখানে শেষ আঘাত করল। বারোই ফেব্রুয়ারী আমরা বসফরাস প্রণালীতে ঢুকলাম। বায়ুকদেরে (Buyukdere) যাত্রীদের তল্লাশী করার জন্য তুর্কি পুলিশ জাহাজে উঠলো। জাহাজে আমার পরিবার এবং গুপ্ত পুলিশের প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ ছিলনা। আমি তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কামাল পাশার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিম্নোক্ত বিবৃতিটি তাদের হাতে তুলে দিলাম:

'প্রিয় মহোদয়,

কন্সতান্তিনোপলের সদর দরজায় এসে যথাবিহীত সম্মানপূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি স্বেচ্ছায় তুর্কি সীমান্তে আসিনি এবং আমাকে গায়ের জোরে এই সীমান্তে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমার হৃদয়ের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। এল.ট্রটস্কি, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৯।'

এই বিবৃতিতে কোন ফল পাওয়া গেলনা। স্টিমার পোতাশ্রয়ের দিকে এগুলো। আরো বাইশ দিন সফর করার পর, ছয় হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আমরা কন্সতান্তিনোপল বন্দরে নোঙর কোরলাম।

৪৫। ভিসাহীন গ্রহ।

(১)

কন্সতান্তিনোপলে আমরা প্রথমে কন্সাল ভবনে এবং পরে এক প্রাইভেট এপার্টমেন্টে উঠলাম। প্রথম প্রথম আমাদের কেমন কেটেছে সে সম্মন্ধে আমার স্ত্রীর ডায়েরী থেকে কয়েক লাইন তুলে ধরছি:

'কন্সতান্তিনোপলে নতুন করে গুছিয়ে-গাছিয়ে থিতু হতে গিয়ে আমাদের যে প্রতারণা এবং জোরজবরদস্তির শিকার হয়েছি, তার বিশদ আলোচনা করব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র একটি ঘটনার বিবরণ দেবো। জিপিইউ প্রতিনিধি বুলানভ বিদেশে আমাদের নিরাপত্তার বিষয়াদি নিয়ে যে উদ্ভট মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তা দেখে এল.ডি. তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন: 'আপনি বরং আমার আগের সহকর্মীদ্বয় সায়ার্মুক্স এবং পজ্‌নান্সকিকে আমার সঙ্গী হবার চেষ্টা করুন। এটা আমাদের উভয়ের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ হবে।' বুলানভ এ কথা খুব দ্রুত মস্কোকে জানালেন। পরের স্টেশনে তারবার্তায় উত্তর পেয়ে তিনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে জানালেন: "জিপিইউ, তার মানে পলিটব্যুরো, আপনার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।"

এল.ডি. হেসে বললেন: "আপনি সম্ভবত আমাকে ধোঁকা দিবেন।"

"যদি তাই হয়, তবে আপনি আমাকে কুলাঙ্গার বলে ডাকবেন!"বেদনাহত হয়ে বুলানভ বললে।

এল.ডি. উত্তর দেন, "আপনি নন, আমাকে ধোঁকা দিবে স্তালিন; আমি আপনাকে অসম্মান করবো কেন?"।

কন্সতান্তিনোপল পৌঁছার পর এল.ডি. সায়ার্মুক্স এবং পজ্‌নান্সকির খোঁজ নেন। তারা আসেননি। ক'দিন পর কনসালের এক প্রতিনিধি আমাদের কাছে একটি তারবার্তা পৌঁছে দেন। মস্কো থেকে পাঠানো উত্তর: "তাদেরকে ছাড়া যাবে না"। আমাদের বাকী অভিজ্ঞতাগুলোও এ রকমই।'

কন্সতান্তিনোপল পৌঁছা মাত্রই আমাদের নিয়ে প্রতিনিয়ত পত্রিকায় অজস্র গুজব, অনুমান এবং সরল উদ্ভাবনের স্রোত বইতে থাকে। সংবাদ মাধ্যম কোন ফাঁক না দিয়ে অবাক কাণ্ড করে। একটি বীজ ফলাবার জন্য প্রকৃতি যেমন বিপুল সংখ্যক বীজ বাতাসে ছিটিয়ে দেয়, সংবাদ মাধ্যমও সেরকম পন্থা অবলম্বন করে। অসংখ্য গুজব সংগ্রহ করে বহুগুণে বাড়িয়ে অবিরত প্রচার করতে থাকে। সঠিক তথ্য শেকড় গজানোর আগেই হাজার হাজার রিপোর্ট জন্ম নিয়ে মরে যায়। কখনো কয়েক বছর পর ছাড়া সত্য বেরিয়েও হয়তো আসেনা। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, সত্য কখনোই ফোটেনা।

কালে ভদ্রে বিষয়টি বিস্মিতও করে থাকে যখন লোকের মিথ্যা বলার ধীশক্তির ওপর ভর করে জনমতকে তা খুব দ্রুত স্পর্শ করে। আমি একে নৈতিক স্খলন না বলে বরং প্রকৃতিবাদীর মতই একটি নির্জলা সত্য বিবরণ হিসেবেই বলতে চাই। মিথ্যা বলার আকাঙ্খা এবং অভ্যাস আমাদের জীবনের দ্বন্ধ-বিরোধকেই প্রতিফলিত করে। সংবাদ পত্রগুলো শুধু ব্যতিক্রম হিসেবেই সত্য কথা বলে, একথা বলে আমি সাংবাদিকদের চটাতে চাইনা; তারাও আর দশজনের মতোই, ব্যতিক্রম শুধু তাদের মেগা ফোনটা।



জোলা (Émile F. Zola) French financial press (ফরাসী অর্থনৈতিক সংবাদ) সম্মন্ধে লিখেছিলেন যে, এটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: একদল অর্থপিশাচ এবং আরেকদল তথাকথিত 'সম্পূর্ণ সৎ' যাদের ঘুষ দিয়ে বশ করা না গেলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত চড়াদামে বিক্রি করে। এ রকম কোনকিছু ঘটলে তাকে সাধারণভাবে বলা যায় পত্রিকার অসত্য বিবরণ (mendacity)। হলুদ সংবাদ অবশ্য পেছনে না তাকিয়েই নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলে। The Times অথবা Le Temps এর মতো পত্রিকাগুলো সকল গুরুত্বহীন এবং নিষ্ফল ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনে সব ক্ষমতা দিয়ে সাধারন পাঠককে ঠকাতে পারে।

দ্য টাইম্‌স এর পরবর্তি প্রতিবেদনে বলা হয়, আমি না কি নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোকে সামরিকভাবে দখল করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য স্তালিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কন্সতান্তিনোপলে এসেছি। তারা আগে-ভাগে ভূমিকা ভাগ করে দিয়ে নকলবাজ অন্ধ ভক্তদের বিরুদ্ধে আমার ছয় বছরের মতাদর্শগত লড়াইকে প্রহসনে রূপান্তরিত করে। কোন আশাবাদী ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারেন, 'কে ওটা বিশ্বাস করবে?' তিনি ভুল করছেন–

অনেকেই এটা বিশ্বাস করবে। চার্চিল সম্ভবত তার পত্রিকাকে বিশ্বাস না-ও করতে পারেন, কিন্তু ক্লাইন্স



(John Robert Clynes) এটা নিশ্চিত বিশ্বাস করবেন, অন্তত অর্ধ সত্য বলেতো বটেই। এখানেই থাকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বেগ ও গতি (mechanics) অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, তার সবচেয়ে অপরিহার্য স্প্রিং গুলোর একটি। তবে এ সবই সহজে অতিক্রমণীয়। ক্লাইন্সকে নিয়ে আরো পরে আলোচনা করব ।

কন্সতান্তিনোপল পৌঁছার পর পরই আমি বার্লিনের একটি পত্রিকায় ওয়েইমার ন্যাশনাল এসেম্বলির দশম বার্ষিকী উদযাপনে দেয়া রাইকস্টাগের (Reichstag) প্রেসিডেন্ট লবের (Lobe) ভাষণ পড়ি। তিনি ভাষণটি শেষ করেন এই শব্দমালা দিয়ে: 'সম্ভবত আমরা এমন এক পয়েন্টে এসে পৌঁছব যে, তখন মিস্টার ট্রটস্কির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থণাকেও গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে অনুমোদন দিতে হবে' (জনতা প্রচন্ড করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করে)।

লবের কথাগুলো আমাকে দারুন বিস্মিত করে। কারণ তাদের আগের কার্যকলাপ থেকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে জার্মান সরকার আমাকে জার্মানীতে ঢুকতে না দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল। সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধির এটাই ছিল শেষ কথা। ১৫ ফেব্রুয়ারী আমার সঙ্গে কন্সতান্তিনোপলে আসা জিপিইউ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বললাম:

' সরকারের প্রতিনিধি আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন তা মিথ্যা নয় আমি তা প্রমাণ করতে চাই যে। লব ভাষণ দিয়েছিলেন ৬ই ফেব্রুয়ারী। তার ভাষণ নিশ্চই তখন মস্কো শুনেছে। আমরা ওডেসা থেকে তুরস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি ১০ই ফেব্রুয়ারী রাতে। আমি সুপারিশ করছি, আপনি মস্কোকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন যে, লবের ভাষণকে সূত্র হিসেবে নিয়ে তারা যেন বার্লিনকে আমার ভিসায় স্বাক্ষর দিতে সত্যিকারভাবেই অনুরোধ করেন। স্তালিন আমাকে জার্মান যেতে না দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত করেছে তা পরিহার করার জন্য সেটা হবে ন্যূনতম মর্যাদাকর উপায়।'

দু'দিন পর জিপিইউ'র প্রতিনিধি আমার কাছে টেলিগ্রামের নিম্নোক্ত উত্তর নিয়ে এলেন: 'ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে জার্মান সরকার ভিসা দিতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছে, নতুন করে আরেকটি আবেদন করা অর্থহীন। লবের ভাষণ দায়িত্বহীন। আপনি ইচ্ছা করলে এটা যাচাই করার জন্য, নিজেই আবেদন করতে পারেন।'

এ বার্তাও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। আমি মনে করলাম যে, জার্মান প্রেসিডেন্টরে অবস্থান রুশ জিপিইউ'র চেয়ে অপেক্ষাগত সুবিধাজনক স্থানে। তিনি তার দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং তার সরকারকে নিশ্চয়ই আরো ভাল জানেন। সেদিনই আমি লবকে তারবার্তা পাঠিয়ে জানালাম, ভাষণে তিনি যে সুদৃঢ় উক্তি করেছেন তার সূত্র ধরে আমি জার্মান কনসুলে ভিসার জন্য আবেদন করেছি। গণতান্ত্রিক এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংবাদপত্রগুলো বিদ্বেষপূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে লিখলো– বিপ্লবী একনায়কত্বে বিশ্বাসী ট্রটস্কি শেষ পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন। কেউ কেউ এমন আশাও প্রকাশ করলেন যে, এটা আমার জন্য উত্তম এক শিক্ষা, আমি যেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাকে মূল্যায়ন করি। কি শিক্ষা তারা স্বয়ং আমাকে দেন তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত আমার আর তেমন কিছু করার ছিলনা।

কোন সরকারের সমমনা লোককে আতিথেয়তা দেখানো রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয়– আব্দুল হামিদও তাই করেছিলেন। আবার সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত কোন নির্বাসিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়াও গণতান্ত্রিক অধিকারের বাইরে। কাগজে-কলমে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া বা পাওয়ার অধিকার

বলতে বোঝায়, কোন সরকারের বিরুদ্ধ মতের ব্যক্তিও যদি সে দেশের আইন মেনে চলতে রাজী থাকেন, তবে তাকে আশ্রয় দেয়া। এ নিয়মানুসারে আমি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সরকারের একজন শত্রুভাবাপন্ন হলেও অবশ্যই জার্মানিতে ঢুকতে পারি। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রেসের কন্সতান্তিনোপল প্রতিনিধি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। তার পরই তাদের কাছে লিখি। অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হোল:

আমি জার্মানিতে প্রবেশাধিকারে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। সেখানে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সোশাল ডেমোক্র্যাট। সোশাল ডেমোক্র্যাসির প্রতি আমার আমার মতের কোন পরিবর্তন হয়নি; আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। বরং, সোশাল ডেমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে মতাদর্শিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই আমি স্তালিনের মধ্যপন্থী উপদলের বিরুদ্ধে লড়ছি। এ নিয়ে আপনাদের বা আমার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়।

সোশাল ডেমোক্রেসির কিছু প্রেস গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমার অবস্থান এবং জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে বিরোধ দেখছেন। এর মধ্যেও কোন বিরোধ নেই। আমরা নৈরাজ্যবাদীদের মতো গণতন্ত্রকে মোটেই অস্বীকার করি না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার আগের রাষ্ট্র কাঠামোর চেয়ে তুলামূলকভাবে অনেক ভালো। কিন্তু এটাই শেষ নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও গণতন্ত্র চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছার জন্য সর্বহারার একনায়কত্ব হচেছ সেতু স্বরূপ।

সব পুঁজিবাদী দেশেই কম্যুনিস্টরা সংসদীয় সংগ্রামে অংশ নেয়। রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ব্যবহারিক ভাষায় বা অর্থে এবং ভোটাধিকারের, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এবং সভা সমাবেশ ইত্যাদির ব্যবহারিক ভাষায় নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

যতদূর জানি, আমার এই সাক্ষাতকার কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরই মধ্যে সোশাল ডেমোক্রেটিক প্রেস আমার রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার মঞ্জুর করার জন্য জোরালো দাবী জানায়। সোশাল ডেমোক্রেটিকদের প্রধান আইনজীবী ডক্টর কে. রজেনফেল্ড (Dr. K. Rosenfeld), স্বেচ্ছায় আমার পক্ষে ওকালতির দায়ভার কাঁধে নিয়ে নিরাপদে জার্মানীতে প্রবেশের পক্ষে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু শুরুতেই সমস্যার মুখোমুখি হন। ক'দিন পরেই আমি তাঁর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পাই। তিনি জানতে চান জার্মানিতে থাকার সময় আমি স্বেচ্ছায় কিরকম বিধি- নিষেধ মেনে চলতে ইচ্ছুক। আমি উত্তর দেই: 'আমি বার্লিনের বাইরে পুরোপুরি গণ-বিচ্ছিন্ন থাকতে চাই; কোন পরিস্থিতিতেই জন-সান্নিধ্য বা সভা-সমিতিতে যেতে চাইনা; এবং জার্মান আইনের আওতায় থেকে নিজেকে শুধু সাহিত্য চর্চায় সীমিত রাখতে চাই।'

অতএব, আলোচনার বিষয়টি আর রাজনৈতিক আশ্রয়ের গণতান্ত্রিক অধিকার না হয়ে বরং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হয়ে পড়ে ব্যতিক্রমী। আমার বিপক্ষরা আমাকে গণতন্ত্রের যে পাঠ দিতে চেয়েছিলেন শুরুতেই তা বিধিনিষেধের কবলে পড়ে গেল। কিন্তু এখানেই এর শেষ হলোনা। কয়েকদিন পরে আমি নতুন টেলিগ্রাফিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই: 'আমি কি জার্মানিতে শুধু চিকিৎসার কারণে আসতে আগ্রহী? আমি তারের মাধ্যমেই উত্তর পাঠাই: 'আমি অনুরোধ করছি যে, আমাকে যদি জার্মানিতে থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমার স্বাস্থ্যের একান্ত প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করাতে চাই'।

এভাবেই 'রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার' এ পর্যায়ে এসে 'চিকিৎসার অধিকারে' সংকুচিত হয়ে যায়। আমি কয়েকজন বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করি যাদের কাছ থেকে আমি গত দশ বছর যাবত চিকিৎসা নিয়েছি। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাদের চিকিৎসা নেয়া এখন অনেক বেশী জরুরী।

ইস্টারের সময়, জার্মান প্রেস এক নতুন তথ্য ছাড়ে: সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে, অনুমোদন স্থগিত করা হল। কারণ ট্রটস্কি বাস্তবে এত অসুস্থ নয় যে, তার জন্য জার্মান চিকিৎসক বা জার্মান স্বাস্থ্যনিবাস আবশ্যক।

৩১শে মার্চ আমি ডক্টর রজেনফেল্ডকে টেলিগ্রাম পাঠালামঃ

'পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী আমার শারীরিক অবস্থা এত নিরাশাব্যঞ্জক নয় যে আমাকে জার্মানীতে যেতে হবে। আমি জানতে চাই লব আমাকে কি দিতে চান, 'রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার' নাকি 'কবর দেয়ার অধিকার'? আমি যেকোন মেডিক্যাল কমিশনের কাছে যেকোন পরীক্ষার জন্য যেতে ইচ্ছুক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে স্বাস্থ্য নিবাস থেকে চিকিৎসা কাজ শেষ হলেই আমি জার্মানি ত্যাগ করব।'

এভাবে, অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গণতান্ত্রিক নীতিকে তিনবার ছেঁটে দেওয়া হোল। রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারকে প্রথমে কমানো হলো ব্যাতিক্রম পরিস্থিতিতে থাকার অধিকারে, তারপর চিকিৎসা অধিকারে এবং শেষ পর্যন্ত কবর দেয়ার অধিকারে। এর অর্থ এই যে আমি একটি মরা লাশ হয়ে তবে গণতন্ত্রের পুরো সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারবো।

আমার টেলিগ্রামের কোন উত্তর আসেনি। কয়েকদিন অপেক্ষা করে, আমি আবার বার্লিনে টেলিগ্রাম পাঠাই: 'কোন উত্তর না দেয়া মানে বিশ্বাসঘাতকতার মত প্রত্যাখ্যান করা।' এরপরই ১২ই এপ্রিল অর্থাৎ, দু'মাস পর আমি যোগাযোগ করে জানলাম যে সরকার আমার জার্মান প্রবেশের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার কেবল জার্মান প্রেসিডেন্ট লবকে টেলিগ্রাম পাঠানো ছাড়া আর কিছু বাকী ছিলনা। আমি লবকে লিখলাম: 'রাজনৈতিক আশ্রয়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুবিধাদি সম্পর্কে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য সৌজন্যমূলক দুঃখ প্রকাশের চিঠি এখনো পেলাম না। ট্রটস্কি।' এই হচ্ছে য়ুরোপের 'গণতান্ত্রিক' ভিসা ভিসা চাইতে গিয়ে আমার প্রথম প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত এবং শিক্ষণীয় ইতিহাস ।

এটা নিশ্চিত বোঝা গেল যে, আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার দেয়া হলে শ্রেণিরাষ্ট্র সম্মন্ধে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব যে মিথ্যা বা ভুল তা প্রমাণিত হতো। গণতন্ত্রের নামে যারা দেশ শাসন করে তারা গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ না করে প্রভাবশালী শ্রেণির চাহিদার ভিত্তিতে নীতি প্রবর্তন করে। তার অভ্যন্তরীণ শক্তির যুক্তিতে তারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারকেও তার সঙ্গে যুক্ত করে। একজন সর্বহারা বিপ্লবীকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অনুমোদন দেয়া কোনমতেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতির বিপরীত নয়। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপনের আর কোন দরকার নেই। কারণ সোশাল ডেমোক্রেটদের পরিচালিত জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার অধিকার বলতে কোন কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

স্তালিন তার জিপিইউ'র মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর প্রস্তাব করেছিলেন আমি যেন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করি। রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একই শর্ত জার্মানরা সামনে নিয়ে আসে যে এরকম একটা কিছু অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে যে, যে সব তত্ত্ব নিয়ে স্তালিন এবং তার থালমান্সরা (Thalmanns) লড়ছে এবং যাকে তারা বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর মনে করে, মুলার (Mueller) এবং স্টিজম্যান (Stresemann) সরকারও তদ্রুপ সে সব চিন্তা-ভাবনাকে সত্য বলে গণ্য করে। স্তালিন, কূটনৈতিক উপায়ে এবং থালমানরা বিক্ষোভ দেখিয়ে সর্বহারা বিপ্লবী স্বার্থের নাম ভাঙ্গিয়ে সোশাল ডেমোক্রেটিক সরকারের কাছে দাবী করেছিল যে আামাকে যেন জার্মানিতে প্রবেশাধিকার দেয়া না হয়। অন্যদিকে চেম্বারলেইন, কাউন্ট ওয়েস্টার্প এবং তাদের সমমনারা পুঁজিবাদী নিয়ম-শৃঙ্খলা সুরক্ষা করার অজুহাত দেখিয়ে আমাকে ভিসা না দেয়ার দাবী করে। হারম্যান মুলার এভাবেই তার ডান অংশীদার এবং বাম মিত্রদের সন্তুষ্ট করেন। সোশাল-ডেমোক্রেটিক সরকার ছিল বিপ্লবী মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ইন্টার্নেশনাল ফ্রন্টের সংযোগ সাধনকারী প্রতিষ্ঠান। এই ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রতিচ্ছবি পেতে হলে মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের কমুনিস্ট মেনিফেস্টোর প্রথম দিকের লাইনগুলির ওপর চোখ বুলালেই চলবে: "এই ভূতের (কম্যুনিস্ট) বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ করার জন্য প্রাচীন ইউরোপের সকল শক্তি হাতে হাত মিলিয়েছে– পোপ এবং জার, মেটার্নিচ এবং গিজাট (Metternich and Guizot), ফরাসী

র‍্যাডিক্যাল এবং জার্মান পুলিশ ।" এখন নামগুলো ভিন্ন, কিন্তু সারবস্তু এক । প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে আজ জার্মান পুলিশদের ভূমিকা পালন করছে সোশাল ডেমোক্রেটরা, বাকি পরিস্থিতি তেমন একটা পাল্টায়নি । মূলত তারা জার্মান রাজতন্ত্রের পুলিশের মতো একই জিনিষ সুরক্ষিত করছে ।

গণতান্ত্রিক দেশগুলো যে সব কারণে ভিসা দিতে অস্বীকার করতে উৎসাহিত হয় তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ । আপনি যদি অনুগ্রহ করে একটু এগিয়ে যান তবে বুঝতে পারবেন । নরওয়ের সরকার একমাত্র আমার নিরাপত্তার কারণে ভিসা দেয়নি । কল্পনাও করিনি যে অসলোতে আমার এত বেশী সুবিবেচক উচ্চপদস্থ বন্ধু আছেন । নরওয়ে সরকার নিশ্চিতভাবেই অকুণ্ঠচিত্তে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার অধিকারের পক্ষে ছিলেন ঠিক জার্মান, ইংলিশ, ফরাসী এবং অন্যান্য সরকারগুলোর মত । সবাই জানেন, রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার একটি পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় নীতি । তবে একজন দেশান্তরী আশ্রয় প্রার্থীকে অবশ্যই সবার আগে অসলোতে একটি গ্যারান্টি সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে যে, তাকে হত্যা করার মত কেউ নেই । যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি আতিথেয়তার হাত বাড়াবেন ।

আমাকে ভিসা দেয়া নিয়ে স্টর্দিং-এ (নরওয়ের সংসদ) দু'টি বিতর্ক হয় যা এক অনুপম রাজনৈতিক দলিল । এটা পড়ে অন্তত আমি আংশিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছি । আমার বন্ধুরা নরওয়েতে ভিসা পাওয়ার জন্য যে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন তার জন্য । প্রথমে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী আমার ভিসার ব্যপারে তাদের গোয়েন্দা পুলিশ প্রধানের সঙ্গে আলাপ করেন । নির্দ্বিধায় বলবো গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসারে তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত । মিস্টার মৌয়িঙ্কেলের মতানুসারে গোয়েন্দা প্রধান মতামত দিলেন যে সবচেয়ে বিজ্ঞের কাজ হবে ট্রটস্কির শত্রুরা তাকে নরওয়ের বাইরেই 'ফিনিশ' করুক । তিনি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুলভাবে তা না বললেও, সেটাই ছিল তার কথার আসল অর্থ । বিচারমন্ত্রী তার পক্ষ থেকে নরওয়ের সংসদে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে ট্রটস্কিকে রক্ষা করার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে যা বাজেটে সংকুলান হবে না । রাষ্ট্রিয় অর্থনৈতিক নীতিও– একটি অবধারিত গণতান্ত্রিক নীতি– এবার প্রমাণ করেছে যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারের প্রতি বিরোধী দল শত্রুভাবাপন্ন । এই সকল ঘটনায় উপসংহার ছিল, যে ব্যক্তিটির রাজনৈতিক আশ্রয় সবচেয়ে বেশী দরকার, তার তা পাওয়ার চান্স সবচেয়ে কম ।

আরো বেশী উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল ফরাসী সরকার । শুধু এটুকুই বললে যে, মালভি সরকার আমাকে যে আদেশ বলে ফ্রান্স থেকে বহিস্কার করেছিলেন তা এখনও বলবৎ আছে । পুরোপুরি এক অনতিক্রম্য বাধা গণতন্ত্রের পথে! আমি এর আগে আমার এই বইতে বলেছি যে, কি করে মালভির আদেশ বহাল থাকা সত্ত্বেও, ফরাসী সরকার তার অফিসারদের আমার জিম্মায় রাখতে প্রস্তুত ছিল; কি করে ফরাসী ডেপুটিরা, রাষ্ট্রদূতরা এবং একজন প্রধানমন্ত্রীও আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন । কিন্তু এই দৃশ্যমান বিষয়গুলো আপাতদৃষ্টিতে এমন দু'টি ভিন্ন পথে চলছিল যাদের মধ্যে আর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । বর্তমান অবস্থা হচ্ছে: আমাকে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা যেতে পারে । যদি রুশ জারবাদী কূটনীতির দাবী অনুসারে ফরাসী পুলিশ আমার নামে যে বহিস্কারাদেশ দিয়েছিল তা আর্কাইভ থেকে খুঁজে বের না করা হয় । এটাও জানা যে পুলিশ অর্ডার ঠিক ধ্রুব তারার মত, একে বাতিল করা অসম্ভব ।

ধরা যাক, ফ্রান্স থেকেও রাজনৈতিক আশ্রয় অস্বীকৃত হলো, তাহলে কোথায়, কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে? সম্ভবত ইংল্যান্ডে?

৫ জুন ১৯২৯ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি আমাকে একটি অফিসিয়াল চিঠি পাঠালেন । চিঠিতে আমাকে ইংল্যান্ড আসা এবং তাদের পার্টি স্কুলে একটি লেকচার দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলো । দাওয়াত পত্রে দস্তখত করেন পার্টির সেক্রেটারী । তিনি লিখেছিলেন:"লেবার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে আমরা বিশ্বাস করিনা যে, এই

উদ্দেশ্যে আপনার ইংল্যান্ড আগমণে কোন অসুবিধা হবে।" তবুও অসুবিধা দেখা দিল। আমাকে রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেয়ার অনুমতিও দেয়া হলোনা এবং ইংলিশ চিকিৎসকদের চিকিৎসা সহায়তাও নিতে দেয়া হলোনা। আমার ভিসার জন্য আবেদন সরাসরি প্রত্যাখান করা হলো। লেবার পার্টির হোম সেক্রেটারী ক্লাইন্স (Clynes) এই প্রত্যাখ্যানকে হাউজ অব কমন্সে সমর্থন করলেন। তিনি গণতন্ত্রের দার্শনিক অর্থের ব্যাখ্যা দিয়ে তার সঙ্গে চার্লস-২ এর কোন এক মিনিস্টারের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করলেন। ক্লাইন্সের মতানুসারে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারের অর্থ শুধু একজন নির্বাসিত আশ্রয় প্রার্থীর অধিকারই নয়, আশ্রয় দাতা রাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকেও বুঝায়। ক্লাইন্সের সংজ্ঞাটি একদিক থেকে উল্লেখযোগ্য: মাত্র একটি বাঁশির ফুঁতেই তথাকথিত গণতন্ত্রের ভিত্তি ও খোল-নলচে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্লাইন্সের স্টাইলের রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার জারবাদী রাশিয়ায় সবসময় বিদ্যমান ছিল।

পারস্যের শাহ বিপ্লবীদের ফাঁসীতে ঝুলাতে ব্যর্থ হয়ে নিজের প্রিয় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলে, নিকোলাস-২ কেবল তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকারই দেননি, ওডেসাতে আরাম আয়েশে থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু জারবাদী রাশিয়ায় আইরিশ বিপ্লবীদের জন্য এমনটি কখনো হয়নি। অথচ সংবিধানে পুরোপুরি উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্রিয় কর্তৃপক্ষকে একই নীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের অবশ্যই সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাদের কাছ থেকে যেমন নেবে তেমনি দেবেও। ক্লাইন্স এই নীতিটিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই নীতি অনুসরণেই মুসোলিনি আফগানিস্তানের বাদশাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ধর্মভীরু মি. ক্লাইন্স অন্তত এটুকু নিশ্চয়ই জানতেন যে, গণতন্ত্র এক অর্থে, খৃস্টান ধর্ম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আশ্রয়ের অধিকার বহন করে। আবার ফিরে তাকালে দেখা যায় খৃস্টান এবং অন্যান্য ধর্মও আসে পৌত্তলিক ধর্ম (Paganism) থেকেই। একজন অপরাধী ক্রমাগত তাড়া খেয়ে কোন রকমে যদি মন্দিরে এসে অন্তত দরজার আংটাও স্পর্শ করতে পারতেন, তবে তিনি শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতেন। এভাবেই গীর্জা বুঝতে পারে আশ্রয়ের অধিকার বলতে কি বুঝায় এবং একজন অভিযুক্ত বা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আশ্রয় নেয়ার মৌলিক অধিকার কতটুকু। এই অধিকারের বোধশক্তি কোন খৃস্টান পাদ্রী বা পৌত্তলিক ধর্মগুরুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা বা ঐশীবাণীর চর্চা নয়। আজ অবধি আমি ভেবে আসছিলাম লেবার দলের সাধু সদস্যগণ, যদিও সমাজবাদী ব্যাপার-স্যাপার সামান্যই বোঝেন, অন্তত গীর্জার এই ঐতিহ্য সম্মন্ধে নিশ্চয়ই ভালভাবে প্রাজ্ঞ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে তারা তা-ও বুঝেন না।

কিন্তু কেন ক্লাইন্স তার রাষ্ট্রিয় আইনের থিওরির প্রথম দিকের লাইনগুলো বাদ দিলেন। করুনা হয়। রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য উপাদান। গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক উৎস বা এর আইনগত স্বাভাবিক নিয়মে বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রভৃতি থেকে আশ্রয়ের অধিকার আলাদা নয়। আশা করি, মি. ক্লাইন্স শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিবেন যে, বাক স্বাধীনতার অধিকার বলতে কেবল নাগরিকদের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশই নয়, বরং রাষ্ট্রেরও অধিকার তার প্রজাদের এসব চিন্তা-ভাবনা নিষিদ্ধ করার। যেমন এরই মধ্যে ব্রিটিশ আইন ধর্মঘট করার অধিকার সম্মন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে।

ক্লাইন্সের দূর্ভাগ্য এই যে, তাকে তার কার্যকলাপের ব্যখ্যা করতে হয় সরবে। এজন্য সংসদে লেবারের বিভিন্ন উপদলের সদস্যরা তাকে শ্রদ্ধাভরে বহু বিড়ম্বনাকর প্রশ্ন করেন। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকেও স্বয়ং একইরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। জার্মান মন্ত্রীসভা এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই পায়। কারণ পুরো রাইকস্ট্যাগে একজন ডেপুটিও ছিলেন না যার মধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার বিষয়ে কোন রকম আগ্রহ আছে। এই বাস্তবতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যখন মনে পড়ে যে, এমন এক সময় রাইকস্ট্যাগের প্রেসিডেন্ট

এক ভাষণে আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন আমি এর জন্য আবেদন-নিবেদন করিনি। তবে তার এই ঘোষণাকে বেশীর্ভাগ ডেপুটি বিপুল করতালি দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অক্টোবর বিপ্লব গণতন্ত্রের বিমূর্ত নীতিমালা, বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার বিষয়ে কোন ঘোষণা দেয়নি। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের অধিকারের ভিত্তিতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রটি খোলাখুলিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ভেন্দার্ভেল্‌দ বা অন্যান্য সোশাল ডেমোক্রেটদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে আসতে এবং অক্টোবর বিপ্লবের নের্তৃবৃন্দকে হত্যার প্রচেষ্টায় জড়িত দোষী সন্ত্রাসবাদী ব্যক্তিদের পাবলিক ডিফেন্ডার হিসেবে মস্কোর আদালতে উপস্থিত হতে রাষ্ট্র বাধা দেয়নি ।

বর্তমান বৃটিশ মন্ত্রীরাও আমাদের ভিজিটারদের মধ্যে ছিলেন। যারা আমাদের দেশ সফর করেছিলেন, তাদের সবার কথা আমার মনে নেই, বা আমার হাতেও কোন তথ্য নেই তবে যদ্দুর মনে পড়ে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে মিস্টার এবং মিসেস স্নোডেনও ছিলেন। সময়টা হবে যতদূর সম্ভব ১৯২০ সাল। তাদেরকে কেবল টুরিস্ট হিসেবেই নয় সম্মানিত রাষ্ট্রিয় অতিথি হিসেবেও অভ্যর্থনা জানানো হয়। গ্রান্ড থিয়েটারের একটি কোঠাও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে কারণ এনিয়ে একটি ছোট গল্প তৈরি হয়। আমি রণাঙ্গন থেকে সবেমাত্র মস্কো এসে পৌঁছেছি। ব্রিটিশ মেহমান তখন আমার মাথায় ছিলনা। মেহমান কারা তাও জানতামনা। কারণ আমি তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন। পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগও তেমন ছিলনা। যে কমিশন স্নোডেন এবং তার সফরসঙ্গী বেগম স্নোডেন, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং উইলিয়াম্‌স সহ আরো কয়েকজনকে রিসিভ করেন, তার প্রধান ছিলেন লজভ্স্কি (Lozovsky)। তিনি আমাকে টেলিফোনে জানান যে কমিশনের ইচ্ছা ইংলিশ অতিথিদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি যেতে চাইছিলাম না, কিন্তু লজভ্স্কি জোর দিয়ে বলছিলেন যে সেখানে না গেলে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং আমি না গেলে অন্যদের জন্য একটা খারাপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হবে। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়েছিলাম। সেই কোঠায় প্রায় ডজন খানেক ব্রিটিশ অতিথি ছিলেন। থিয়েটার হল কানায় কানায় পূর্ণ। আমরা প্রথম সারিতে বিজয়ের আনন্দ দেখছিলাম এবং তাদেরকে থিয়েটারের জনতা প্রচন্ডভাবে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করছিল। ব্রিটিশ অতিথিরা চারপাশ থেকে ঘিরে আমাকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানায়। তাদের মধ্যে স্নোডেনও ছিলেন। আজ অবশ্য এই রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্য তিনি কিছুটা লজ্জিত। কিন্তু এটা মোছা অসম্ভব। এবং আমারও সানন্দে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কারন লেবারপন্থীদের সঙ্গে 'ভাতৃত্ব' দেখানো কেবল ভুলই ছিল না, একটি রাজনৈতিক ভুলও। সেখানকার অতিথি আনুষ্ঠানিকতা থেকে ছাড় পাওয়ার পর পরই আমি লেনিনের সাথে দেখা করি। তিনি খুবই বিরক্তিবোধ করছিলেন। বললেন: 'এটা কি সত্যি যে তোমাকে ওসব লোকদের কোঠায় দেখা গেছে?' কৈফিয়ত হিসেবে আমি লজভ্স্কির সূত্র উল্লেখ করলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশন গঠনের কথা বললাম, রাষ্ট্রিয় নিয়ম শৃঙ্খলার কথা বললাম, এবং বিশেষ করে আসল কথাটা বললাম যে, আমি জানতামও না অতিথি কারা। লেনিন লজভ্স্কি এবং পুরো কমিশনের উপর উপর ক্ষেপে গেলেন। বহুদিন যাবত আমার এই হঠকারিতার জন্য নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি।

আমার জানামতে জনাব ল্যান্সবরি (Lansbury), বর্তমান বৃটিশ মন্ত্রীদের একজন কয়েকবারই মস্কো সফর করেন। তিনি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে বেশ ভালভাবেই থেকেছেন, ককেশাসে গেছেন এবং আমার সাথে দেখাও করেছেন। তিনি শেষবার আমার সঙ্গে দেখা করেন কিসলভদ্স্কে (Kislovdsk)। আমাদের কয়েক দলীয় সদস্য আমার কাছে আবদার করেন যে, আমাদের কয়েকজন দলীয় সদস্য এবং দু'তিনজন বিদেশী মেহমান রেস্ট হাউজে অবস্থানরত; আমি যেন যাবার পথে তাদেরকে অন্তত পনের মিনিট সময় দেই। একটি বড়

টেবিল ঘিরে বেশ কয়েকজন লোক বসে ছিলেন। পরিবেশটা একটা পরিমিত ভোজসভার। অতিথিকে সম্মান দেখানোর আসনে বসেছিলেন, মি. ল্যান্সবরি। আমি আসা মাত্রই তিনি আমার প্রতি শুভ কামনা জানিয়ে টোস্ট করে গেয়ে উঠেন: "আমাদের একজন সুন্দর বলিষ্ঠ সহযাত্রী, তার উদ্দেশ্যে"। ককেশাসে আমার প্রতি এ ছিল ল্যান্সবরির অনুভূতির ভাষা। আজ তিনিও সম্ভবত এসব ভুলে গেছেন।

ভিসার জন্য আবেদন করার সময় স্নোডেন এবং ল্যান্সবরিকেও আমি একটি বিশেষ টেলিগ্রাম পাঠাই। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদেরকে যে মেহমানদারী করা হয়েছিল এবং আমি নিজেও যে তার অংশীদার ছিলাম, তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই। কোন কাজে আসেনি। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নীতিমালায় পুরনো স্মৃতির তেমন কোন মূল্যই দেখলাম না।

মাত্র কদিন আগে, ১৯২৯ সনের মে মাসে, আমি প্রিঙ্কিপোতে (Prinkipo) থাকাকালে মিস্টার এবং মিসেস সিডনি ওয়েব আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। আমরা লেবার পার্টির সম্ভাব্য ক্ষমতাসীন হওয়া নিয়ে আলাপ করি। কথাপ্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করি যে ম্যাকডোনাল্ড সরকার ক্ষমতায় বসার পর পরই আমি ভিসার জন্য আবেদন করতে চাই। মি. ওয়েভ জানালেন যে, সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট শক্ত হতে পারবে না। কারণ তারা লিবারেলদের ওপর নির্ভরশীল আর তারা এ ব্যাপারে তত ফ্রি না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, একটি দল তার কার্যকলাপের জন্য উত্তর দিতে যদি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে, তার ক্ষমতায় যাওয়া উচিত নয়। আমাদের কথাবার্তায় নতুন কিছু বুঝবার মত ছিল না। মি.ওয়েব ক্ষমতাসীন হন। আমি ভিসার জন্য আবেদন করি। ম্যাকডোনাল্ড সরকার আমাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেন। তবে লিবারেলদের বাধার কারণে নয়, তাদের গণতান্ত্রিক দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে। পুরাপুরি বিপরীত। লিবারেলদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও লেবার সরকার অস্বীকার করলেন। এ ভিন্ন রূপ মি. ওয়েব আগে বুঝতে পারেননি। তবে এটা উল্লেখ করতে হয় যে, সে সময় তিনি তখনও লর্ড পাসফিল্ড হতে পারেননি (Lord Passfield)।

লেবার দলের কয়েকজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অন্যদের সম্মন্ধেও অনুমান করে সঠিক পরিমাপ করতে পারি। লেবার সংগঠনগুলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অটোমেটিক উন্নতি হয়েছে, বিশেষ করে যুদ্ধের শুরু থেকে এবং লিবারেলিজ্‌মের রাজনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার কারণে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ পুরোপুরি সাধাসিধে এবং সেকেলে, কারো কারো পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরনো। এ কারণে উপায় হিসেবে তারা বিবেকবুদ্ধি বর্জিত রুটিন বাঁধা রাজনীতি চর্চা করতে অভ্যস্ত। তাই তাদের ভীরু ও মধ্যবিত্ত (Petty-bourgeois) দৃষ্টিভঙ্গি আগের মতোই। তাদের চিন্তাধারা বৃটিশ কয়লা খনি শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি থেকে অনেক বেশী পেছনে। এখন তাদের প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয়, অভিজাত সম্প্রদায় এবং বড় বড় পুঁজিপতিরা তাদেরকে ঐকান্তিকভাবে মেনে নিবে কি না। এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। যেহেতু ক্ষমতাসীন তাই তারা তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে খুব বেশী সতর্ক। পুরনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাষকগোষ্ঠীর যে ঐতিহ্য এবং শাসকসুলভ অভ্যাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠেছিল এবং যা মেধা ও বুদ্ধিমানদের স্থান দখল করতো, এদের সেরকম গুণাবলীও নেই এবং এত তাড়াতাড়ি হতেও পারেনা। তাদের সত্যিকার শক্তি– তার মানে জনগণের উপর আস্থা এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা– কোনটাই নেই এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। যে সাধারন জনগন তাদের ক্ষমতাসীন করেছে, তাদেরকে তারা যতটা ভয় করে ঠিক ততটা রক্ষণশীল ক্লাবগুলোকেও– যাদের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সামনে তাদের দুর্বল কল্পনাশক্তি দ্বিধাগ্রস্থ থাকে। তাদের ক্ষমতায় আসার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য অবশ্যই পুরনো শাসকশ্রেণিকে দেখানো দরকার যে তারা কেবল বিপ্লবী ভুঁইফোড় নয়। খোদা সহায় হলে! তাদেরও সবার আস্থা অর্জনের যোগ্যতা রয়েছে। কারণ তারা গীর্জার প্রতি, রাজার প্রতি, হাউজ অব লর্ডস এর প্রতি, উপাধি প্রথার প্রতি অনুগত এবং অনুরক্ত। তার মানে বলতে হয়, কেবল

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ধর্মযুদ্ধ নীতির প্রতিই নয়, বরং মধ্যযুগের সব জঞ্জালের প্রতিও তারা অনুগত। তাদের কাছে একজন বিপ্লবীকে ভিসা দিতে অস্বীকার করা একটি সুখকর অনুভূতি লাভের সুযোগ। এ সুযোগে তারা আরেকবার শ্রদ্ধা লাভের যোগ্যতা দেখাতে পারবে। আমিও তাদের সে সুযোগ দিতে পেরে খুব খুশী। সময় মতো এর মূল্যায়ন করা হবে, যেহেতু প্রকৃতির মতই রাজনীতিতে অপচয় বলতে কিছু নেই।

মি. ক্লাইন্সের সঙ্গে তারই অধস্তন রাজনৈতিক পুলিশ প্রধানের সাক্ষাতকারের স্বরূপ চেনার জন্য খুব বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না। ইন্টার্ভিউর সময় মি. ক্লাইন্স যেন পরীক্ষা দিচ্ছিলেন এবং আতংকগ্রস্থ ছিলেন। তিনি যেন পরীক্ষকের কাছে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছিলেন না, বা রাষ্ট্রনায়োকচিত বা কনজার্ভেটিভদের মত হতে পারছিলেন না। সুতরাং মি. ক্লাইন্সকে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রণোদিত করতে রাজনৈতিক পুলিশ প্রধানকে কিছুটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা খাটাতে হয়েছিল যাতে পরদিন কনজার্ভেটিভ পত্রিকাগুলো তাকে সপ্রশংসভাবে পুরোপুরি সমর্থন জানাতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীল পত্রিকাগুলো কেবল প্রশংসাই করেনি বরং প্রশংসা দিয়ে স্রেফ খুনই করে ফেলে। তারা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-পরিহাস করে। যারা খুবই বিনীতভাবে ভিসা অনুমোদিত হবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাদের প্রতি রক্ষণশীলদের মুখপত্রটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে দ্বিধা করেনি। যেমন, 'দ্য ডেইলি এক্সপ্রেস' যে বিশ্বের খুব একটা বুদ্ধিমান প্রতিষ্ঠান নয়, এটা সবাই জানেন। তারপরও পত্রিকাটি অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক শব্দ দিয়ে লেবার সরকারকে সমর্থন জানায় এবং খুব সতর্কভাবে 'সংবেদনশীল ম্যাকডোনাল্ডকে' তার পেছনে একজন বিপ্লবী পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি থেকে রক্ষা করে।

এবং এসব লোকদেরকেই কি নতুন মানব সমাজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য আহবান করা হবে? কোন মতেই না। কারণ এ লোকগুলোই পুরনো সমাজ ব্যবস্থার অবশিষ্ট সম্পদ। আমি এদেরকে ' অবশিষ্ট ' বলি কারণ দৈহিকভাবে অবদমনের এরাই শেষ সম্বল। সবকিছু বাদ দিয়ে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমার রাজনৈতিক অধিকার প্রশ্নে পশ্চিম য়ুরোপিয় গণতন্ত্র এক সারিতে অবস্থান নিয়ে আমাকে 'দু'দণ্ড শান্তি' দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হতো যেন আমি 'সর্ব য়ুরোপিয়' গণতন্ত্রের রাজনীতির মূল বিষয় নিয়ে অভিনীত একটি হাস্যরসাত্মক একাঙ্কিকা দেখছি। একাঙ্কিকাটি লিখেছেন হয়তো বানার্ড শ। তার শিরার মধ্যে ফ্যাবিয়ান রক্ত প্রবাহিত হলেও সঙ্গে জনাথন সুইফ্টের পাঁচ ভাগ রক্ত মিশে তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করে তুলেছে। তবে টেক্সট বা পাঠ্যবস্তু যেই লিখুননা কেন, নাটকটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ, যার নাম দেয়া যায়: 'ভিসা ছাড়া য়ুরোপ'। আমেরিকার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু সবচেয়ে শক্তিশালী দেশই নয়, তার পাশাপাশি সবচেয়ে ভয়ংকরও। হুভার (Herbert Clark Hoover) অল্প ক'দিন আগে তার মাছ শিকারে তীব্র অনুরাগের ব্যখ্যা করেন। এতে তিনি তার এই অবসর বিনোদনের গণতান্ত্রিক অভ্যাস বা প্রকৃতির কথা তুলে ধরেন। যদি তা সত্যি হয় (অবশ্য আমি এতে সন্দেহ পোষণ করি), তবে এ-ই একমাত্র ঘটনা যে, যুক্তরাষ্ট্রে এখনো কিঞ্চিত গণতন্ত্র টিকে আছে। সেখানেও বহুদিন থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার অনুপস্থিত। তার মানে 'ভিসা ছাড়া য়ুরোপ এবং আমেরিকাও'। কিন্তু এ দু'টো মহাদেশ অন্য তিন মহাদেশের মালিক। এর অর্থ- 'গ্রহটিই ভিসা ছাড়া'।

বহুদিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়ে আসছে যে, গণতন্ত্রের উপর আস্থাহীনতাই আমার সবচেয়ে বড় পাপ। এ সম্পর্কে কয়টিই বা প্রবন্ধ বা বই লেখা হয়েছে! কিন্তু আমি যখন অনুরোধ করি গণতন্ত্রের ওপর একটুখানি বাস্তব-পাঠ (object-lesson) দেয়ার জন্য, তখন কোন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায়না। তখন গোটা গ্রহটিই প্রমাণিত হয় ভিসাহীন। তাই কেন আমি অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতে যাব যে, গণতন্ত্রের

কাঠামো এবং আনুষ্ঠানিকতার প্রতি কড়া আনুগত্য ধনী এবং গরীবের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবে?

(২)

আমি একটি প্রশ্ন শুনতে পাই– বিপ্লবী একনায়কত্ব কি ধনী-গরিবের সমস্যা মেটাতে পেরেছে? অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ফলাফল হিসাব করে এবং এর ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্খা ও সম্ভাবনার দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করেই শুধু এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে বলার উপযুক্ত স্থান আত্ম-চরিত নয়। আমি একটি বিশেষ বই লিখে এ প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব। বইটির কাজ আমি মধ্য-এশিয়ায় থাকতেই শুরু করেছি। তবে, কেন আমি আমার পুরোনো পথকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলাম, অল্প কয়েক লাইনে হলেও এর ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া, আমি আমার জীবনের গল্প শেষ করতে পারিনা।

আমার প্রজন্মের যারা পরিণত বয়স্ক বা বার্ধক্যের দিকে এগুচ্ছেন, তাদের সবার স্মৃতিতে যা যা ঘটে, তাকে ছক বেঁধে বর্ণনা করা যায় এভাবে: গত শতাব্দির শেষের এবং বর্তমান শতাব্দির শুরুর কয়েক দশক য়ুরোপিয় জনগণ শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আসছে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা নীতি সামাজিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরকে শাসন করে আসছে। এটা এমন এক অদ্ভূত প্রকান্ড ফল দিয়েছে যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন শিল্পোৎপাদন জনগনের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। কিন্তু মূলে এটা জনগনকে যুদ্ধের দিকেই ধাবিত করেছে। এটা সত্যি যে, রক্তশূণ্যতা রোগাক্রান্ত দর্শনের চেঁচামেচির মুখে, মানবতা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে স্বয়ং বুঝতে পেরেছে যে, সে শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত নয়, বরং তার উল্টো– পুরোপুরি জীবন্ত, শক্তিমান, সাহসী ও উদ্যোগী। যুদ্ধের ভেতর দিয়েই, সে অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে কারিগরী কৌশলের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তবে এটা ছিল এরকম: একজন মানুষ তার শ্বাসনালী এবং কণ্ঠনালীর ক্ষমতা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লেড দিয়ে নিজেই নিজের গলা কাটা শুরু করে।

১৯১৪-১৯১৮ এর অপারেসনের পর ঘোষণা করা হয় যে, এখন থেকে সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য হবে আহতদের যত্ন নেয়া, যা যুদ্ধ চলাকালেও একইরূপ ছিল। শিল্প এবং ব্যয় সংকোচন নীতি কেবল তাদের অধিকারই পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেনি, বরং বুদ্ধিবৃত্তিকে ইস্পাতের বর্মে পুরে রাখে। যে সব ব্যক্তি, শ্রেণী, দল, তথাকথিত 'পুণর্নির্মাণ' করার দিক নির্দেশনা দিত তারাই ধ্বংসের দিক নির্দেশনা দেয়। রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠীও অনুরূপ বদলে যায়। যেমন, জার্মানীতে যারা পুণর্গঠনের মূল দায়িত্ব নিয়োজিত ছিল, তারাই ধ্বংসের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে। সত্যিকার অর্থে সেটাই ছিল পরিবর্তন।

যুদ্ধ সমগ্র প্রজন্মকে প্লাবিত করে, জনগনের স্মৃতিতে ভাঙ্গন ধরায় এবং নতুন প্রজন্মকে আসল ঘটনা কাছে থেকে দেখতে বাধা দেয়। আগে যা ঘটেছে এক উচ্চতর ঐতিহাসিক মাত্রার প্রতিধ্বনি করে তাই বার বার দেখায়, যা আরো ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে।

বলশেভিকদের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি জীবনকে ফলপ্রসূভাবে পূনর্গঠন করতে চেষ্টা করে। তারা মানবতাকে সমকালীন পাগলামীর শিকার হতে দেয়নি। সর্বোপরি একটি উন্নততর সংস্কৃতির ভিত গড়বার চেষ্টা করে। এটাই ছিল অক্টোবর বিপ্লবের মূল ধারণা। নিশ্চিত করে বলতে গেলে যে সমস্যা সমাধানের জন্য যাত্রাটা শুরু হয়, তার সমাধান এখনও হয়নি। মোট কথা, এই সমস্যা সমাধানের জন্য বহু দশকের প্রয়োজন। সর্বোপরি, অক্টোবর বিপ্লবকে ধরে নিতে হবে গোটা মানবতার নবীনতম ইতিহাস গড়ার যাত্রা শুরুর একটি বিন্দু মাত্র।

ত্রিশ বছরের যুদ্ধ শেষে যারা পাগলা গারদ ভেঙ্গে জার্মান সংস্কারকে বের করে এনেছে অবশ্যই সেসব মানুষের কাজকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে হবে। আরেকটু বাড়িয়ে বললে সত্যিকার অর্থে সংস্কার আন্দোলনটা ছিল মধ্যযুগের সন্ন্যাসীর আখড়া ভেঙ্গে য়ুরোপিয় মানবতাকে টেনে বের করে আনা। এই সংস্কার এবং অগণিত ভুক্তভোগীদের ত্যাগ ছাড়া জার্মানি, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পুরো বিশ্ব কখনো আধুনিক হতো না। যদি ভুক্তভোগীদের সাধারনভাবে স্বীকৃতি দিতে হয়– তবে কার কাছে অনুমতি চাইতে হবে? নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই ভুক্তভোগীদের কাছেই অনুমতি চাইতে হবে, যারা মানবতাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ফরাসী বিপ্লবের বেলায়ও ঠিক এ কথা বলা যায়। সেই সংকীর্ণমনা, প্রগতিবিরোধী গোঁড়া পন্ডিত, তৈন (Taine) সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, লুই ১৬-এর ফাঁসী দেয়ার কয়েক বছর পর, ফরাসী জনগন আগের শাসনামলের তুলনায় আরো গরীব এবং আরো অসুখী। তৈন ভেবেছিলেন যে এটা করে তিনি একটা বিশাল মহৎ কাজ করেছেন। কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে, মহান ফরাসী বিপ্লবের মতো ঘটনাবলী মাত্র 'অল্প কয়েক বছর' দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। এই মহান বিপ্লব ব্যতীত, নতুন ফ্রান্স কখনো হতো না। তৈন নিজেও থাকতেন একজন কেরানী; পুরনো শাসকদের ঠিকাদারদের সেবা দিতেন। তার পরিবর্তে এখন তিনি নতুন ও উন্নত জীবন পেয়েছেন এবং যে বিপ্লব তাকে নতুন জীবন এনে দিয়েছে তারই গায়ে কালিমা লেপন করছেন।

অক্টোবর বিপ্লবকে আরো এক মহান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখা প্রয়োজন। কেবলমাত্র অপদার্থ, নির্বোধ ও মুর্খ লোকেরাই এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে পারে যে, বারো বছরে এটা শান্তি এবং প্রগতির দিক থেকে তেমন কিছু দিতে পারেনি। যদি কেউ বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবিবর্তনের দুটি ভিন্ন স্তরের প্রায় তিনশো বছরের দূরত্ব বিবেচনায় রেখে, জার্মান সংস্কার এবং ফরাসী বিপ্লবকে মূল্যায়ন করেন, তবে অবশ্যই এই সত্য দেখে প্রচন্ড বিস্মিত না হয়ে পারবেন না যে, একটি পশ্চাদপদ ও বিচ্ছিন্ন দেশ রাশিয়া বিপ্লবের বারো বছরে জনগণকে যুদ্ধকালীন অনেক নিম্নমানের জীবন যাত্রার চেয়ে একটি উন্নততর জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা একাই ছিল একধরনের চমক। অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য কেবল এখানেই নিহিত নয়। নতুন সামাজিক শাসকদের জন্য বিপ্লব ছিল একটি পরীক্ষণ (experiment)। যে পরীক্ষণ এগুবে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং এর ভিত্তি থেকে সম্ভাব্য নতুন নতুন বিষয় পুনরায় তৈরী হবে। নতুন নতুন কারিগরী কৌশল অর্জনের ভিত্তিতে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। বুর্জোয়ারা যেমন ফিরে তাকায় জার্মান সংস্কার বা ফরাসী বিপ্লবের দিকে, ঠিক তেমনি কয়েক দশক বা এক শতাব্দি পর যখন অক্টোবর বিপ্লবের নতুন সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে ফিরে তাকাবে, তখন তর্কাতীতভাবে পরিষ্কার একটা চিত্র দেখা যাবে, যা ইতিহাসের অধ্যাপকরাও সহজে বুঝবেন। তবে অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করতে হবে।

'এবং আপনার ব্যক্তিগত ভাগ্য কি?'– এ প্রশ্নটিও আমি শুনি। প্রশ্নটিতে বক্রাঘাতের সাথে কৌতুহলও মিশ্রিত থাকে। এর উত্তরে এ বইতে আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি তার সাথে সামান্য একটু যোগ করতে চাই। আমি কারো ব্যক্তিগত ভাগ্যের গজকাঠি দিয়ে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে পরিমাপ করি না। বরং নিজের ভাগ্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখি এবং আত্মগতভাবে বাঁচিয়ে রাখি। তবে, আমার জীবনটাও সমাজ বিকাশের গতির সাথে একসূত্রে গাঁথা ।

নির্বাসনে থেকেতো বটেই, তার পরেও আমি একাধিকবার অত্যন্ত গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে 'ট্র্যাজিডি' বিষয়টি অধ্যয়ন করেছি। এটিই আমার ওপর পড়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডি বিশ্বাস করি না। আমি বিপ্লবের পরিবর্তনের দুই অধ্যায় সম্মন্ধে জানি। আমেরিকার একটি প্রত্রিকা আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গিয়ে তার সঙ্গে সুন্দর একটি নোট দিয়েছে যে, "অনেক আঘাত পাওয়ার পরও, অনেক ভোগান্তি পোহাবার

মধ্য থেকেও লেখক তার লেখনিতে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।" যারা বিবেক-বুদ্ধি ও সরকারী পদ এবং মানসিক ভারসাম্যতা ও চলমান পরিস্থিতিকে এক করে ফেলতে পারে, তাদের অসভ্য বর্বর প্রচেষ্টার প্রতি কেবল আমি অবাক বিস্ময়ই প্রকাশ করতে পারি। আমি এ ধরনের সংযোগ সম্মন্ধে জানিনা এবং কখনো জানার চেষ্টাও করবো না। আমি বিপ্লবের জনসভায় যে গভীর সন্তুষ্টির অভিজ্ঞতা পেয়েছি, জেলের ভেতর হাতে বই বা কলম নিয়েও একই ধরনের সন্তুষ্টি পেয়েছি। আমি অনুভব করি ক্ষমতার কর্মকান্ড আত্মিক সন্তুষ্টি লাভের চেয়ে অনেক বেশী বাধ্যবাধকতার বোঝা। তবে অন্য কারো ভালো শব্দ দিয়ে উধৃতি দিতে পারলে এটা সম্ভবত আরো সংক্ষিপ্ত করা যেতো।

২৬শে জানুয়ারী ১৯১৭ সনে রজা লুক্সেমবার্গ জেলখানা থেকে তার এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন:

"নিত্য জীবনের গতানুগতিকতায় নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলা ব্যাপারটা আমি বুঝতেও পারিনা এবং সহ্যও করতে পারিনা। গ্যেটেকে দেখ, কিভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নীরবে নিভৃতে উঠে গেলেন জড় বস্তুর অনেক উপরে। চিন্তা কর কিসের ভেতর দিয়ে তাকে জীবনযাপন করতে হয়েছিল: মহান ফরাসী বিপ্লব, যাকে কাছ থেকে দেখলে মনে হয় এক রক্তাক্ত এবং পুরোপুরী লক্ষ্যহীন তামাশা, এবং এরপর ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ সন পর্যন্ত অনবরত যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আমি বলছিনা যে গ্যেটের মতো তুমি কবিতা পড়। তবে তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও জানো। তার আগ্রহের সার্বজনীনতাকে জানো। মানুষের অভ্যন্তরীণ ঐকতান (inner harmony) শোন। প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজের জন্য এ সুর সৃষ্টি করতে পারে বা অন্তত চেষ্টা করতে পারে। তুমি বলতে পার যে, গ্যেটে তো রাজনৈতিক যোদ্ধা ছিলেন না। আমি মানি কিন্তু একজন যোদ্ধার তো সবকিছুর উর্ধে উঠার বাধা নেই। বরং তাকে স্বয়ং সম্যকভাবে চেষ্টা করে অবশ্যই সবকিছুর উর্ধে উঠতে হবে, নতুবা সে সব রকমের নোংরা আবর্জনায় নাক গলাবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই, আমি একজন যোদ্ধার আনন্দময় জীবন ধারার (style) কথা ভেবেই একথা বলছি..."

সাহসী শব্দমালা। আমি গতকাল এ লেখাটি প্রথম পড়ি। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রজা লুক্সেমার্গের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাকে আগের চেয়েও অতি কাছের, অতি আপন এবং অতি প্রিয় মানুষ মনে হয়।



প্রুধোঁ (Pierre-Joseph Proudhon) ছিলেন সমাজতন্ত্রের রবিন্সন ক্রুসো। তার চরিত্র, তার ভাবনা, তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী আমার অজানা। তবে স্বভাবে প্রুধোঁ ছিলেন এক লড়াকু যোদ্ধা। তার মধ্যে ছিল এক আধ্যাত্মিক উদাসীনতা বা অনাগ্রহতা, এবং আনুষ্ঠানিক জনমতকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা। সর্বোপরি নানামুখী কৌতুহলের তীব্র আকাঙ্খার আগুন তার কখনো নেভেনি। এসবকিছু তাকে সাহায্য করে তার প্রাত্যহিক জীবন, তার উত্থান-পতন, এবং তার সম সাময়িক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে উর্ধে স্থান করে নিতে।

২৬শে এপ্রিল ১৮৫২ সালে প্রুধোঁ জেল থেকে তার বন্ধুকে লিখেছিলেন: **"বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে নিয়মবিরুদ্ধ এবং আঁকাবাঁকা, কিন্তু প্রবণতা অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেকটি সরকার বিপ্লব ঠেকাতে যা যা করতে চেষ্টা করে, বিপ্লব অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয় হলে, পাল্টা তা-ই মেঘের মত দ্রুত পাস করে দেয়: আমি এই বাস্তব দৃশ্যের প্রতিটি চিত্র বুঝি এবং দেখে দেখে উপভোগ করি। আমি এসব পরিবর্তন বিশ্ব-জগতের জীবন থেকে নিরীক্ষণ করি, যেন উপর থেকে তার সব ব্যাখ্যা হাতে পেয়েছি। যা অন্যদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে, তা আমাকে আরো বেশী উপরে নিয়ে যায়, প্রেরণা দেয় এবং সুরক্ষিত রাখে। অতপর কেমন করে তুমি আমার ভাগ্যকে দোষ দাও, জনগণের সম্মন্ধে অভিযোগ কর এবং তাদের কঠোর ভাষায় গালাগাল দাও? নিয়তিকে দেখে আমি হাসি। সাধারণ লোকজনের মতো নিয়তিও খুবই অজ্ঞ, খুবই সরল ক্রীতদাসের মতো, আমি তাদের প্রতি বিরক্ত হই।"**

এই শব্দগুলোতে কিছুটা গীর্জার বাচনভঙ্গীর আমেজ থাকা সত্ত্বেও বেশ সুন্দর। আমি কথামালার সাথে একমত।

শেষ

কালনির্ঘন্ট

প্রধান প্রধান ঘটনাবলী এবং লিও ট্রটস্কির লেখা গ্রন্থনাসমূহ
(১৯২৯ সনে মাই লাইফ থেকে ১৯৪০ সনে তাকে হত্যা করা পর্যন্ত)

তুরস্কে থাকার সময়:

১৯২৯

জুলাই: রুশ 'বুলেটিন অব দ্যা অপজিশন' এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ। এর আগে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্যারিসে, পরে বার্লিন, প্যারিস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এটা ইন্টার্নেশনাল লেফ্ট অপজিশন (বলশেভিক লেনিনবাদী) এর বিভিন্ন শক্তিকে পুণরায় ঐক্যবদ্ধ হতে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি কমুনিস্ট ইন্টার্নেশনালের উপদল হিসেবে, লেনিনবাদী নীতিমালা অনুসরণ এবং অনুশীলনে দলকে ফিরিয়ে আনার কাজে উৎসর্গীকৃত বলে দাবী করে।

নভেম্বর: 'দ্যা পারমানেন্ট রেভুল্যুসন' বইটি লেখা শেষ হয়।

১৯৩০:

এপ্রিল: ইন্টার্নেশনাল লেফ্ট অপজিশনের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মে: স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের পতন এবং স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রায় এক বছর আগে থেকে, ট্রটস্কি স্প্যানিশ বিপ্লবের সমস্যাদির ওপর ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ, পুস্তিকা এবং চিঠি-পত্র লেখা শুরু করেন এবং মৃত্যূর পূর্ব পর্যন্ত লিখতে থাকেন (দ্যা স্প্যানিশ রেভুল্যুসন ১৯৩১-১৯৩৯)।

সেপ্টেম্বর: হিটলারের ক্ষমতাসীন হবার দু'বছরেরও বেশী কাল আগে থেকে ট্রটস্কি ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ এবং পুস্তিকার মাধ্যমে স্তালিনবাদী এবং জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের সতর্ক করতে থাকেন যে, তারা নাজ্জিদের (Nazi) জয়ের পথ তৈরী করে দিচ্ছেন (দ্যা স্ট্রাগল এগেইনস্ট ফ্যাসিজম ইন জার্মানী)।

১৯৩১:

'হিস্টরী অব দ্যা রাশান রেভুলেসন' গ্রন্থটির তিন খন্ডের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৩২:

'দ্যা স্তালিন স্কুল অব ফলসিফিকেশন' প্রকাশিত হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী: স্তালিন সরকার তার সোভিয়েত নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়।

নভেম্বর: কোপেনহেগেন যাবার অনুমতি মেলে। সেখানে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয় 'ইন ডিফেন্স অব দ্যা রাশার রেভুল্যুসন' শিরোনামে।

জুন: 'প্রবলেমস্ অব দ্যা চাইনিজ রেভুল্যুসন' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৩ :

জানুয়ারী: কন্যা জিনা বার্লিনে আত্মহত্যা করেন। হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর নিয়োজিত হন।

মার্চ: জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টি বিনা প্রতিরোধে হিটলারের কাছে আত্মসমর্পনের পর এবং কম্যুনিস্ট ইন্টার্নেশনাল এর নীতি অনুমোদনের পর ট্রটস্কি বলেন জার্মানীর স্তালিনবাদী পার্টিকে আর কোনদিন সংস্কার করা যাবেনা এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন লেনিনবাদী পার্টি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

জুলাই: ট্রটস্কি সিদ্ধান্ত নেন কম্যুনিস্ট ইন্টার্নেশনালকেও সংস্কার করা যাবেনা। তাই এক নতুন ইন্টার্নেশনাল গড়ে তোলা আবশ্যক। অতপর ইন্টার্নেশনাল কমিউনিস্ট লীগ (বলশেভিক-লেনিনবাদী) গঠন করা হয়।

১৭ জুলাই: ট্রটস্কি এবং নাতালিয়া সেদোভা ফ্রান্স যাওয়ার ভিসা পান এবং তুরস্ক থেকে চলে যান।

ফ্রান্সে থাকার সময়:

১৯৩৩:

২৪ জুলাই: ফ্রান্সে এসে পৌঁছেন। এখানে ফরাসী সরকার, স্তালিনবাদীরা, ফ্যাসিবাদিরা তাকে নাজেহাল করে এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১ অক্টোবর: সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকদের গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক বিপ্লব প্রয়োজন বলে তিনি ঘোষণা করেন।

১৯৩৪

ফেব্রুয়ারী: তার সাবেক বন্ধু, রাশিয়ায় সর্বশেষ বিরোধী নেতা ক্রিশ্চিয়ান রাকোভস্কি, স্তালিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

ফ্রান্সে সরকার উৎখাতের ফ্যাসিবাদী প্রচেষ্টাকে পরাভূত করা হয় কিন্তু এর ফলে সরকার ডানদিকে হেলে পড়ে।

এপ্রিল: ফরাসী সরকার ট্রটস্কিকে বহিস্কারের উপর এক আদেশ জারী করে কিন্তু এক বছরের বেশী বলবৎ থাকে না কারণ কোন সরকার সেটা নাকচ করে।

নভেম্বর: প্রবন্ধ সংকলনের প্রথম খন্ড লিখেন 'উইদার ফ্রান্স?' (ফ্রান্স কোন দিকে যাচ্ছে?)

ডিসেম্বর: সোভিয়েত নেতা সার্গেই কিরভ গুপ্ত হত্যার শিকার হন। স্তালিন এই সুযোগে এক নতুন শুদ্ধি অভিযান চালু করেন এবং ট্রটস্কি সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উত্থাপন করেন। ট্রটস্কি একটি পত্রিকার মাধ্যমে এর জবাব দেন। পুস্তিকাটির শিরোনাম 'দ্যা কিরভ এসাসিনেশন'।

১৯৩৫:

লেনিনের জীবনীগ্রন্থের প্রথম খন্ড লেখেন, শিরোনাম, 'দ্যা ইয়ং লেনিন' (তরুন লেনিন)।

জুন: নরওয়ের ভিসা পান। নাতালিয়া সেদোভা সহ শেষ বারের মত ফ্রান্স ত্যাগ করেন।

নরওয়ের থাকার সময়:

১৯৩৫:

১৮ জুন: নরওয়েতে অবতরণ করেন। সেদেশের লেবার পার্টি সরকার তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়।

১৯৩৬:

বসন্তকাল: ফ্রান্সে সরকার গঠন করে লিওন ব্লাম এবং পিপল্‌স ফ্রন্ট। বিশাল ধর্মঘট হয়। স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

জুলাই: ইন্টার্নেশনাল কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে য়ুরোপে ফোর্থ ইন্টার্নেশনাল-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্ট: 'দ্যা রেভ্যুলুসন বিট্রেয়ড' (বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা) বইটির গ্রন্থনা শেষ হয়। ফ্যাসীবাদী দলের সদস্যরা মেজর কুইজলিং এর নেতৃত্বে ট্রটস্কির বাড়িতে তার অনুপস্থিতিতে হানা দেয়। তারা প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল যাতে সেগুলো কাজে লাগিয়ে তাকে নরওয়ে থেকে বহিস্কার করা যায়। প্রথম মস্কো ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচারে ট্রটস্কি এবং তার ছেলে লিঁয় সেদভের বিরুদ্ধে সোভিয়েত শাসকদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগ আনা হয়। এই আদালতে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের নেতৃত্বে ১৬ জন ডিফেন্ডেন্ট ছিলেন। ট্রটস্কি এই দরভিসন্ধিমূলক বিচারের অপকীর্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে থাকেন। মস্কোর চাপে নরওয়ের সরকার তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে গৃহবন্দী করে রাখে। আইনমন্ত্রী ট্রাইগভ লাই (Trygve Lie) ট্রটস্কির সঙ্গে বাকী পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

১১ ডিসেম্বর: শেষ পর্যন্ত ট্রটস্কি আদালতে নিজেকে ডিফেন্ড করার সুযোগ পান কিন্তু বিচারমন্ত্রী এমন ব্যবস্থা করেন যেন তার শুনানীর সময় সংবাদ মাধ্যম বা উৎসাহী জনগন উপস্থিত থাকতে না পারে।

১৯ ডিসেম্বর: নরওয়ের সরকার ট্রটস্কি এবং নাতালিয়া সেদোভাকে মেক্সিকোগামী একটি ট্যাংকারে তুলে দেয়।

মেক্সিকো থাকার সময়:

১৯৩৭:

৯ জানুয়ারী: মেক্সিকোতে অবতরণ করেন। ল্যাজারো কার্দিনাসের সরকার তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন।

দ্বিতীয় মস্কো ট্রায়াল শুরু হয়; রাদেক এবং প্যাতাকভের নেতৃত্বে সতেরোজন ডিফেন্ডার অংশ নেন; এবার ট্রটস্কি এবং লিও সেদভের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদের দালালীর অভিযোগ আনা হয়। ট্রটস্কি বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে এই অভিযোগ ভ্রান্ত প্রমাণ করেন; তার পুত্র আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নে গেফতার হন, পরে যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে মারা যান।

৯ ফেব্রুয়ারী: নিউ ইয়র্ক বৈঠকে ফোনে কথা বলার প্রস্তুতি নেন। নিজেই আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব দেন যে যদি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ পায়, তবে তিনি নিজেই মস্কোর আদালতে হাজির হতে আগ্রহী। তার ফোনের আলাপচারিতা বোঝা যায়নি। তবে 'আই স্টেইক মাই লাইফ' (আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নেই) শিরোনামে পুস্তিকা আকারে বেরোয়।

১০-১৭ এপ্রিল: জন ডিউই-র নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন তার সাক্ষ্য প্রমাণ নেয়। শুনানির বিষয়াদির প্রতিলিপি 'দ্যা কেইস অব লিও ট্রটস্কি' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সেপ্টেম্বরঃ ডিউই কমিশন ট্রটস্কি এবং তার ছেলেকে প্রথম দুই মস্কো ট্রায়ালের অভিযোগ থেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করেন এবং মামলাগুলো দুরভিসন্ধিমূলক বলে ঘোষণা করেন।

১৯৩৮:

১৬ ফেব্রুয়ারী: রহস্যময় অবস্থায় প্যারিসের হাসপাতালে লিও সেদভের মৃত্যু হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতীয়মান হয় যে তাকে জিপিইউ'র এজেন্ট হত্যা করে। ট্রটস্কি লেখেন, 'লিও সেদভ- সন, ফ্রেন্ড এন্ড ফাইটার' (লিও সেদভ- পুত্র, বন্ধু এবং যোদ্ধা) এবং 'দেয়ার মর‍্যালস এন্ড আওয়ারস' (তাদের এবং আমাদের মনোবল) তাকে উৎসর্গ করেন ।

মার্চ: তৃতীয় মস্কো ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়; বুখারিন, রাইকভ এবং রাকভস্কির নেতৃত্বে ২১ জন ডিফেন্ডেন্ট ছিলেন। ট্রটস্কি এই ট্রায়ালকে মিথ্যা, বানোয়াট এবং বিরোধীমূলক হিসেবে প্রচার করতে থাকেন।

এপ্রিল-মে: মেক্সিকো সরকারের সাম্রাজ্যবাদী তৈলাধারের দখলচ্যুতির পক্ষে লড়াই করেন। ৪র্থ আন্তর্জাতিকের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের সামনে তার লেখা The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International (পুঁজিবাদের মরণ যন্ত্রণা এবং চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কাজ) তুলে ধরেন। এটি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্বর্তিকালীন কর্মসূচী।]

জুন-জুলাই: আন্দ্রে ব্রিটন এবং দিয়েগো রিভেরার সহযোগে ট্রটস্কি বিপ্লবী শিল্পকলার ঘোষণাপত্র লেখেন। 'লিও ট্রটস্কি অন লিটেরেচার এন্ড আর্ট' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

জুলাই: ট্রটস্কির সাবেক সচিব রুদলফ ক্লিমেন্ট (Rudolf Klement) ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনে সহযোগিতা করছিলেন। এমতাবস্থায় জিপিইউ'র এজেন্টরা তাকে প্যারিস থেকে অপহরণ করে এবং হত্যা করে।

সেপ্টেম্বর: য়ুরোপে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের বুনিয়াদি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মিউনিখ সংকটের কারনে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করে; ট্রটস্কি এই সংকট বিশ্লেষণ করে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে লেখেন 'এ ফ্রেস লেসন' (একটি নতুন পাঠ)। এটি 'রাইটিংস অব লিও ট্রটস্কি'- ১৯৩৮-৩৯ এর মধ্যে গ্রন্থিত আছে।

১৯৩৯:

মার্চ: 'মার্ক্সিজম ইন আওয়ার টাইমস' (আমাদের সময়ে মার্ক্সবাদ) লেখেন। ভূমিকা হিসেবে 'দ্য লিভিং থট্স অব কার্ল মার্ক্স' লেখা সহ মুদ্রিত হয় । (প্যাথফাইন্ডার প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৭০)।

এপ্রিল: আফ্রো-আমেরিকান ধরণের লড়াই নিয়েও তিনটি আলোচনায় অংশ নেন। পরে 'লিও ট্রটস্কি অন ব্ল্যাক নেশনালিজম এন্ড সেলফ-ডিটারমিনিজম' শিরোনামে সংকলিত হয়।

২২ আগস্ট: ট্রটস্কি যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। স্তালিন এবং হিটলার চুক্তি সই করেন।

সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ৪র্থ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত য়ুনিয়নের পক্ষে থাকবে কিনা এনিয়ে সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিতে এক মতাদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়। এই বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট মতপার্থক্য নিয়ে লেনিনের লেখা সংগ্রহ করে 'ইন ডিফেন্স অব মার্ক্সিজম' শিরোনামে সংকলিত করা হয়।

১৯৪০:

২৪ মে: চিত্রকর ডেভিড আলফারো সিকুয়েইরস এর নেতৃত্বে গুপ্ত পুলিশ (GPU) ফোর্স গভীর রাতে মেশিনগান দিয়ে ট্রটস্কি এবং তার পরিবারকে হামলা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। তারা একজন আমেরিকান গার্ড রবার্ট শেলডন হার্টকে অপহরণ করে এবং হত্যা করে।

মে: ট্রটস্কির লেখা ঘোষণাপত্র অবলম্বনে ৪র্থ আন্তর্জাতিকের জরুরী সম্মেলন বসে নিউ ইয়র্কে। এতে সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের বিরোধীতা করা হয়। এবং ৪র্থ আন্তর্জাতিক সোভিয়েত য়ুনিয়নের পক্ষে থাকবে বলে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। ('এটি রাইটিংস অব লিও ট্রটস্কি'-১৯৩৯-৪০ গ্রন্থে সংকলিত আছে)।

২০ আগস্ট: জি পি ইউ'র একজন এজেন্ট একটি বরফ কাটার কুড়াল নিয়ে ট্রটস্কির মাথায় আঘাত করে।

২১ আগস্ট: ট্রটস্কি মারা যান।

তাঁর অসম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ: স্তালিন- এন এ্যাপ্রাইজাল অব দ্য ম্যান এন্ড হিজ ইনফ্লুয়েন্স।

অনুক্রমণিকা

অ
অস্তারলিজ, ফ্রিজ
অপবাদ
অক্টোবর, লেনিনকে বাধা ট্রটস্কিবাদের জন্য
অগ্‌লবু
অন গার্ড
অপেরা কমিক, লেনিনের সাথে গমন
ওরর নিয়েনবম
অর্ধ নিকিজ্জে
জর্জিয় মামলার লেনিনের বিপক্ষে লেনিনের ইচ্ছা
পার্টি থেকে বহিস্কার
অরেল
অর্সা
অর্থডক্স রিভিয়ু
অস্লো
আ
আইভান এবং লেভ ভ্রাতৃদ্বয়
আকাশেভ
আর্জিন, কসাক
আফগানিস্তান এর বাদশাহ
আফানাসি
আবদুল হামিদ
আব্রাম (ট্রটস্কির চাচা/মামা)
আক্তিয়ুবিন্স্ক
আন্দ্রেয়েভ
আন্দ্রেয়েভা
আয়োরদানস্কি
আইভান, দ্য টেরিব্‌ল/ভয়ংকর
আইভান ভাসিলিয়েভিচ গ্রিয়েবেন
আইভানব
আইভানভো-ভজনেসেন্স্ক
আলেক্সান্দার (ট্রটস্কির ভাই)
আলেক্সান্দার ২, জার,
আলেক্সান্দার ৩, জার,
আলেক্সান্দ্রভ
আলেক্সান্দভকা, একাতেরিনা মিখাইলভ্‌না
আলেক্সান্দ্রভকা
আলেক্সয়েভ
আলেক্সেয়েভ, জেনারেল,
আলোচনায়
আশাবাদ
আঁতাত (Entente)
আলমা-আতা (ট্রটস্কির দেশান্তর গমন)
আলসেইস লরেন
আলস্কি
আমহার্স্ট, নোভা স্কটিয়ার বন্দী ক্যাম্প
আন্দ্রেইচিন
আরবিটার জয়তুং দ্য
আর্বুজভ (অবসরপ্রাপ্ত কর্পোর‍্যাল)
আর্কেঞ্জাপ/আর্কেনজেল
আর্কেঞ্জেলস্‌কয়া
আর্কাইভ্‌স, রুশ বিপ্লবের
আর্খিপ
আস্কল্ড, ক্রুজার
আস্ত্রাখান
আরোরা, ক্রুজার
আভ্‌কসেনটিয়েভ
আইফেল টাওয়ার
আইনট্রাস্ট দ্য
আঁতাত
ই
ইয়াগোদা
ইয়াকুস্ক
ইয়ানুভ্‌কা
ইয়ানুভস্কি (ট্রটস্কি)
ইয়ানুভস্কি, কর্ণেল
তার বিধবা স্ত্রী
ইয়ারোগ্লাভ্‌ল
ইযারোগ্লাভ্‌স্কি
লেনিনে শান্তি প্রস্তাবের বিরোধীতা
লেনিনের অভিমত
ট্রটস্কির অভিমত
ইস্ত্রাতি
ইগলান্ড
ইজভেস্তিয়া, দ্য (পত্রিকা)
ইজভল্‌স্কি
ইজিয়োম

ই.জি
ইবার্ট
ইক্‌স্টেইন, গুস্তাভ
ইকনমিস্ট, দ্য
ইংল্যান্ড
ইউক্লিড
ইবসেন
ইগনাত
ইগনাত্‌কা
ইলি, ট্রটস্কির শিকার ভ্রমণ
ইলিয়ার্ড
ইলিচ
ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি, দ্য (ব্রিটিশ)
ইংগাবমান, ডক্টর
ইন্‌স্টিট্যুট অব হিস্ট্রি অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি
ইরকুত্স্ক
ইরুন
ইস্ক্রন, দ্য
ইংল্যান্ড কোন পথে? (ট্রটস্কি)
ইউনাইটেড ইন্টার্নেশনালিস্ট

ঈ
ঋ
এ
একাতারিনবার্গ
একাতারিনোগ্লাভ]
এলিজাবেতগ্রাদ
এঙ্গেল্‌স, ফ্রেদরিক
এন রুট
এস্তোনিয়া
এভানজেলিক্যাল ক্রিশ্চিয়ান
এডামসন
এডলার ফ্রেদেবিক
এডলার, ভিক্টর
এনার্কিজম/নৈরাজ্যবাদ/নৈরাজ্যবাদী
এংলো-আমেরিকান বিরোধ
এনজিলানো
এনসিল
এনটিভ অটো (ট্রটস্কির ছদ্মনাম)
এনটন, ১১১
এরিজ (Arys)
এভেনারিয়াস
এক্সেলরভ
ও
ওনেগা
ওসিপব্‌না, আন্না
ক
কাচিন, মার্সেল
কাদিজ
কল, দ্য
ক্যাপিটালিজ্‌ম এন্ড সোশালিজ্‌ম (পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ)
কার্বোনারি
কার্লসন
কার্নট লাজারে
ক্যারিয়ের
কান্দ্রোভিদো
ক্যাথারিন দ্য গ্রেট
ক্যাথালিজ্‌ম
ককেশাস পর্বতমালা
ক্লিকেন্সু
ক্লাইন্‌স
কমিশারিয়েত অব এডুকেশন/শিক্ষাশারিয়েত অব ওয়ার/যুদ্ধ
কমিশারিয়েত
কম্যুনিস্ট ইন্টার্নেশনাল
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের
কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া
কন্‌শেসন কমিটি
কংগ্রেস অব সোভিয়েত্‌স/সোভিয়েত কংগ্রেস
কন্সতান্তিন
কন্সতান্তিনোপ্‌ল
কন্সটিটুয়েন্ট এসেম্বলি
কন্সাটিটিউশনাল কামিশন
কুবান কসাক
কোপেনিহেগেন
কর্দে চার্লট
কোয়ান, এডমিরাল
ক্রাউন প্রিন্স, জার্মান
ক্রিমিয়া
ক্রিশ্চিয়ানিয়াফজর্দ
চ
চেম্বারলেইন, স্যার অস্টিন
চার্ল্‌স ২
চেজ্‌ল্‌স
চে-কা
চেলিয়াবিনস্ক
চের্নিগভ, শহর
চের্নভ
চের্নিয়াতজেভ
চের্নিস্কভেস্কি
চিয়াং কাই-শেক
চিচেরিন
চিদ্‌জ
চিনা কম্যুনিস্ট পার্টি
চিনা বিপব
চুপ্পোভস্কি
চার্চিল
চেক-ট্রেড-ইউনিয়ন
চেকোশ্লোভাক রনাঙ্গন
জ
জার্নিন
জাকিক, কাউন্ট
জার্নিন, কাউন্ট
ম
মিত্র (Allies)
য
যুদোনিচের আক্রমন
যুদ্ধবন্দি/বন্দি শিবির
ব
বগদানভ
বগস্‌লভ্‌স্কি (কয়লার) খনি
বলগনা, মার্ক্সবাদী স্কুল
বলসেভিক(গণ)/(রা)
বনার আইন
বস্ক
বুর্দারন
বাকু
বাতুম
বালাবানোভা
বালাসভ
বাপ্তিস্ত
বার্সেলোনা
বেসেল বাসকির ঘোড়সওয়ার বাহিনী
বেবেল
বেবেস্কো
বেবিনস্কি
বোয়ার, অটো

বেবেল
বেক, ব্যারন
বেলগ্রেড
বেলুস্ত্রভ
বেনথাম
বেরেজভ
বার্লিন
বার্ন
বার্নস্টেইন এডুয়ার্ড
বেতিয়া (ট্রেটস্কির কাজিন)
বিদেত-'ফক্সপাস'
বিনেম্যান
বিসমার্ক
ব্লাকহানড্রেড
বাগনর‍্যাভব
বাংক লুই
ব্লাডি সানডে
ব্লুমেনফেল্ড
বব্রিনেজ
ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি আলোচনা, হিলফার্দিং এর চিঠি, মার্কিনের
পুস্কা
ব্রায়ান্দ
ব্রিটিশ দূতাবাস পেত্রগ্রাদে
ব্রিটিশ সরকার
ব্রিটিশ লেবার পার্টি
ব্রিটিশ জাদুঘর
ব্রিটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন (সাধারণ পরিষদ)
ব্রডস্কি (ট্রেটস্কির চাচা/মামা)
ব্রদি/ব্রডি
ব্রোনস্টেইন, ডেভিড লিভাভিয়েভিচ (ট্রেটস্কির পিতা)
ব্রুপবাচার
ব্রাসেল্স
ব্রায়ান
বুবনভ
বুকানন
বুখাররেস্ট
বুখারিন
বুলানভ
বুলগাকভ
বুলো প্রিন্স ভন
বার্নান্দে, গুস্তাভ সেমিওলভিচ
বুতভ, জর্জি ভাসিলিয়েভিচ
বুতির্স্কি জেলখানা
বাইলোবরোদভ
বাইলোবরোদভা

শ

শান্তি আলোচনা

স

সামরিক মিশন
সেন্ট্রাল কমিটি, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কিমিট
সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি অব দ্য সোভিয়েত্স/সোভিয়েতের
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি
সেন্ট্রাল পাওয়ার্স, শান্তি আলোচনার
রণাঙ্গন

ড

ডেইলি এক্সপ্রেস, দ্য
ড্যান
ডারউইনবাদ/তত্ত্ব
ড্যাভিডভ/দ্যাভিদভ
ডয়েস হ্যান্স
ডয়েস লেভ
ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজ্ম ইন রাশিয়া, দ্য (বাই লেনিন)
ডিকেন্স
ডন, দ্যা
ডর্ন, আগস্ট
ডর্ন, আইভান আইভানোভিচ
ডিফেন্স কাউন্সিল

থ

থিওডেসিয়া এন্তোনভ্না

দ

দরোশেভিচ
দানিয়েজ্ক জেলা
দানিলভ
দাশা
দাশিনস্কি
দেব্স, য়ুজিন
দে ম্যান
দেমবোভস্কি, কাশিসির এন্তোনোভিচ, তার স্ত্রী
দিনিপার
দব্রোস্কক
দিয়ারিও দ্য কাদিজ এল,
দেনিকিন, জেনারেল
দেরুলেদ
দেকার্ত
দ্রওদিন
দ্রেমলিয়ুগা লে/কর্ণেল
দ্রেসদেন
দ্রেফুস কেইস
ড্রপ, দ্য
দুব্না, দ্যা
দুখোনিন, জেনারেল
দুমা, দ্য ইমপেরিয়াল স্টেট
দুমা, দ্য পেত্রগ্রাদ সিটি
দুংকা
দুর্খেইম প্রফেসর
দুতভ
দ্যাভিন্সক
বার্জিনস্কি

ফ

ফল্জ-ফেইন
কোমিন ইন সোভিয়েত রাশিয়া, দ্য (বাই ফিশার)
ফেইট অব বাশঅন রেভুল্যুশান, দ্য (ট্রেটস্কির বক্তৃতা)
ফাউস্ট
ফেব্রুয়ারী রেভুল্যুসান, দ্যা (১৯১৭)
ফেইট, ডক্টর
ফেনিয়া (ট্রেটস্কির ফুফু/খালা)

ফিল্ড
ফিগনার, ভেরা
ফিনল্যান্ড
ফিন্‌কার, কুনো
ফিশার, প্রফেসর এইচ.এইচ.
ফোমা
ফরোয়ার্ড দ্য
ফক
ফাতিযেভা
ফাউন্ডেশন অব লেনিনিজম, দ্য (বাই স্তালিন)
ফ্রান্স/ফরাসী
ফ্যাঁ আনতোল
ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয় যুদ্ধ (১৮৭০)
ফ্রি ম্যাসনরি, ট্রটস্কির স্টাডি
ফ্রেন্‌চ মিলিচারী মিশন ইন রাশিয়া
ফেন্‌চ রেভুল্যুসন, দ্য/ফরাসী বিপ্লব
ফ্রিদেনু
ফ্রম এ স্মাগ সিটিজেন টু এ বলসেভিক (বাই বরূপাচার)
ফ্রান্‌জ
ফ্রান্‌জ (পিশপেক)
ফিয়দরোভ
জিপিইউ (দ্য স্টেট পলিটিক্যাল বোর্ড)/গুপ্ত পুলিস
গ্যাবিয়ের
গ্যালিসিয়া
গ্যালিফেত, জেনারেল
গ্যাম্‌বারাভ
গ্যামভ, আন্তন মিখাইলোভিচ
গ্যানেত্‌স্কি
গ্যাপন, প্রিস্ট
গাচিনা
জেনেভা
জেনেভা কনফারেন্স/সম্মেলন
জর্জিয় কেস, দ্য
জার্মান সংস্কার
জার্মান বিপব
জার্মান সোশাল ডেমোক্রেসি
গেয়ের
ঘিরিয়া দব্‌রুদজানু
ঘার্তোপানভ ভিক্তর
গাসার
গ
গাজম্যান
জিনিযেদিচ
'গোটস'ফুট/ছাগলের পা
গ্যেটে
গগল
গলোস, দ্য
সম্পার্স
গোর্কি (স্টেশন)
গোর্কি, ম্যাক্সিম
গজ্জ
গ্রাফভ
গ্রাজ্জ
গ্রেগরি (ট্রটস্কির চাচা/মামা)
গ্রেগবি খোলদ
গ্রেকভ
গ্রেচেন
গ্রিম
গ্রিশা
গ্রমকলি
গ্রুপ অব লিবারেসন অব লেবার, দ্যা
গ্রিয়াজি
গ্রাইবেন, আইভান ভাসিলিয়েভিচ
গুচকভ
গুযেরে সোশিয়াল, লা
গুজদে জুলে
গুতিয়ের, অধ্যাপক এফ.এ
গিলবুক্স
গিলোটিন
গিজট
গুশ্চিনো
গুসেভ
গুসিয়েভ
হ
হাসে
হায়দ্রারাবাদের নিজাম
হোলকেক্স/হ্যালিফ্যাক্স, ডিটেনশনে
হার্টিং (হেক্কেলম্যান)
হপ্ত্‌মান
হাভানা
হেগেল
হাইদেলবার্গ
হেইলমান
হেইন. টি.টি
হেলসিং ফোর্‌স
হেনদায়ে
হার্বেতি
হেরিয়ট
হার্জেনস্টেইন ডক্টর ডি.এম.
হার্ভে
হিলফার্দিং
হিলকিত
হিন্দেনবার্গ জেনারেল
হার্জবার্গ
হফম্যান, জেনারেল, ব্রেস্ট লিটোভ্‌স্ক শান্তি
হুভার, প্রেসিডেন্ট
হর্স আমি, দ্য/ঘোড়সওয়ার বাহিনী
হাউস অব প্রিলিমিনারী ডিটেনসন, দ্য
হুগো, ভিক্টর
হাতেলডর্ফ
জানুয়ারী ৯ (২২) ১৯০৫
জাপান
জুরেস
জেনো, জার্মান সোশালিস্ট কংগ্রেস
জোফে, এডল্‌ফ আব্রামোভিচ
জোফ্রে

জুহউক্স
জুদসন [জেনারেল, বোভিয়েতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন]
জুলাই-এর দিনগুলো (১৯১৭)
কাদেত্স, দ্য
কাইজার, দ্য জার্মান
কালিনিন
কালিনিন এস.এস.
কালোশিনু
কালপাশোভো
কালুগা
কাম, দ্য
কামেনেজ-পদলস্ক
কামেনেভ
মেনশেভিক্ বংে পপুলিস্টদের মধ্যে কোয়ালিশনের সুপারিশ
করেন। স্মল্নিতে ট্রটস্কির সাথে ২৪ শে
লেনিনকে দোষারোপ
শান্তির প্রতি মনোভাব
ত্রয়ো গঠন
লেনিনের মত
লেনিনের 'উইল'-এর বিবরণ
জর্জিয় মামলায় হস্তক্ষেপ
ট্রটস্কির কৃষক/চাষী শ্রেণীর প্রস্তাবের সংশোধন
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের উপর সাক্ষ্য প্রদান
ত্রয়োর সঙ্গে মতানৈক্য
ট্রটস্কির সাথে ব্লক গঠন
বিরোধী পক্ষের বৈঠক ট্রটস্কির সাথে আলাপ
কামেনেভ, জেনারেল
কামিনস্কি নিকোলাই অন্তনোভিচ
কেম্প, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লেখা ট্রটস্কির প্রবন্ধ
কন্টি
কান্তেমিরভ্কা
ক্যাপিটাল, দাস
কাপ্পেল, কর্ণেল
কাপ্পের ঘেরাও অভিযান (raid)
কারাখান
কারেয়েভ
কার্পভিচ
কেটি
কৌটস্কি, কার্ল ট্রটস্কির সফর ট্রটস্কির বই থেকে লেনিনের উদ্ধৃতি
কৌটস্কি, লুই
কাভরতারাদ্জে
কাজান, অপারেশনের আগে
কামাল পাশা
কেরেস্কি/কেরেনস্কি লেনিন ও ট্রটস্কির প্রতি খারাকভ/খার্কভ
খার্সন
ক্রুস্তালিয়ন-নেজার, সেন্টপিটাসবুর্গ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান
কিয়েভ
কিয়েভস্কায়া মিস্ল, দ্য (দ্য কিয়েভ থাট) ট্রটস্কি
বলকান কারেশপনডেন্ট
বুলগোরিয়ান এট্রেসিটিজ
সিম্পলিসিমাস
ওয়ার করেসপন্ডেট
কার্দেভজভ
কিসেলিস
কিশখিন
কিসলুভদ্স্ক
ক্লার (ক্রিঝিজানোভস্কি দ্রষ্টব্য)
ক্লিগার
ক্লায়াচকো, সেমিওন এলভভি
ক্লায়ুচেভস্কি
কলচাক, এডমিরাল
কলগ্রিভভ
কলন্তে, মাদাম আমেরিকা থেকে লেনিনের কাছে চিঠি
কপ, ভিক্টর
কর্নিলভ জেনারেল
করতকভ
কস্তিয়া আর
কজলভ
কজলভস্কি
ক্রাসিকভ
ক্রাস্নায়া গোর্কা দুর্গ
ক্রাস্নোক্ত, জেনারেল
ক্রাগ্নোয়ে সিয়েলো
ক্রাসিন
ক্রাউজ, কর্ণেল
ক্রেমলিন, বসবাস
ক্রেস্তিনস্কি
ক্রেস্তিন্তার্ন, দ্যা
ক্রেস্তি, নাবিকদের প্রতিনিধি ট্রটস্কির কাছে
ক্রিজানোভ্স্কি, আন্তন ভাসিলিয়েভিচ
ক্রুস্তাদ্ত, নীল জ্যাকেট
সোভিয়েত
বিদ্রোহ
ক্রুগগায়াকভ
ক্রুপ্স্কায়া, নাদিয়েজ্দা কন্সস্তান্তিনোভা
স্তালিনের মত
স্তালিনের নিষ্ঠুরতা
ট্রটস্কির কাছে লেনিনের বন্ধুভাবাপন্ন অনুভুতি নিয়ে লেখা চিঠি
স্তালিনের বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভের পক্ষে
ক্রাঝিজানোভস্কি (ক্লার দ্র.)
কেসেশিন্সকায়ার প্রাসাদ
কুবান প্রদেশ
কোহ্লম্যান, ব্যারণ ভন
ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক শান্তি আলোচনায়
কুওমিনটাং
কুপ্রিয়েভিচ
কুর্দি পর্বতমালা
কুর্সক
কুশভা
কাইবাইশেভ
কুজমিয়েঙ্কো
ল্যাব্রিওলা আন্তনিও
লা ফলেত
লান্সবরি, জর্জ, ককেশাসে ট্রটস্কির সাথে সাক্ষাৎ
লাশোভিচ
লাতাভিয়া

লরেন্ট
লেভার্ন, জেনারেল; ট্রটস্কিকে ফরাসি সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব
লাভরব
লেদেবোর
লিতনার
লেনা, সোনারখনি, শুটিং
লেনা, দ্য
লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ
ট্রটস্কির সাথে বৈঠক/সাক্ষাত লন্ডন ও প্যারিসে ২য় পার্টি কংগ্রেসে দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যকলাপ প্রভিশনাল সরকারের প্রস্তাবের উপর; ট্রটস্কির সাথে দেখা-সাক্ষাত কৃষক শ্রেণী প্রসঙ্গে
ট্রটস্কির সঙ্গে ঐক্যমত্য ট্রটস্কির সাথে মতানৈক্য Vowaerts প্রবন্ধ নিয়ে
জোফের মত
জিম্মোরওয়াল্ড সম্মেলন
কলন্তের কাছে পত্র
'সিলকরা গাড়ি' এবং জার্মানির সাথে সম্পর্ক;
জুলাইয়ের দিনগুলোয়...
আফার (Afar) থেকে চিঠি ...;
তার অনুসারীগণ...;
'প্রবীণ বলসোভিকদের বিরুদ্ধে তার লড়াই...;
তার 'এপ্রিল থিসিস'
ট্রটস্কিকে অসমর্থন
সোভিয়েত কমিশারিজ চেয়ারম্যান হিসেবে ট্রটস্কির প্রস্তাব..;
ট্রটস্কির ইহুদী বংশধারার প্রতিমনোভাব..; স্কুলনিতে তার কর্মকান্ড...;
যুদ্ধ কমিশার পদে ট্রটস্কিকে নিয়োগ প্রদান...;
মস্কোতে সরকার বদলি করার প্রতি সমর্থন...;
ক্রেমলিনে জীবনযাপন...;
সরকারী কাজ-কর্ম...;
ট্রটস্কির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ-সহযোগীতা...;
ট্রটস্কিকে উইলসনের আপোষমূলক সম্মেলনে প্রেরণ...;
ট্রটস্কির লেখা বই অক্টোবর বিপ্লবের উপর সন্তুষ্টি...,
শান্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ট্রটস্কির সাথে একমত...;
শান্তি আরোপ...;
দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ...;
জার্মান আল্টিমেটাম/চরমপত্র গ্রহণের উপর ভোটাভোটি..?
শান্তি আলোচনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
হত্যার চেষ্টা
পেত্রগ্রাদ প্রতি রক্ষণ নিয়ে ট্রটস্কির সাথে দ্বিমত খাদ্যকর/লেভির উপর
সামরিক বিরোধী পক্ষের প্রতি মনোভাব
লালবাহিনীতে এত বেশী প্রাক্তন অফিসারের সংখ্যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রতিক্রিয়া...;
পোলিশ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উপর চাপ সৃষ্টি
পোলিশ যুদ্ধ বাতিলের প্রতি ঝোঁক....;
তার ভুল ত্রুটি
ট্রটস্কির সহযোগিতার শেষ সময়/কাল...;
ট্রেড-য়ুনিয়ন নিয়ে ট্রটস্কির সঙ্গে দ্বিমত....;
ট্রটস্কির আনুগত্য....;
ট্রটস্কির প্রতি আস্থা....;
তার "উইল".....;
অসুস্থতা....সুস্থ্য হয়ে উঠা/আরোগ্য লাভ...;
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিম্মি করার ট্রটস্কির প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন....;
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে স্তালিনের ষড়যন্ত্র আয়োজনের প্রতি নিন্দা তার সহকারীদের পরিবর্তন...;
আমলাতন্ত্র বিরোধ ব্লক গঠন করার জন্য ট্রটস্কিকে প্রস্তাব দেয়া....; তার 'উইল'
স্তালিনের প্রতি চরম আঘাতের প্রস্তুতি....;
জর্জিয় মামলার অবিচারের প্রতি ক্ষোভ....;
জার্জিন্স্কি এবং অর্ঝনিকিদজেকে আক্রমণ....
ট্রটস্কির উত্তরাধিকার ঠিক করার প্রস্তুতি....;
তার শিকার প্রিয়তা....;
অসভ্যতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা.....;
তার মৃত্যু....;
ত্রয়ী কর্তৃক তার শেষ কৃত্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে ট্রটস্কিতে ভুল সংবাদ প্রদান..;
তার মৃত্যুর উপর ট্রটস্কির প্রবন্ধ....;
ট্রটস্কির নিকট ক্রুপস্কায়ার পত্র...;
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে নকলবাজদের অস্ত্র ব্যবহার
চিদজের কাছে ট্রটস্কির চিঠি লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে ...;
জোফের আলাপচারিতা ট্রটস্কিকে নিয়ে
লেনিনগ্রাদ.... (সেন্টপিটার্বুর্গ এ পেত্রগ্রাদ দ্র:)
জিনোভিয়েভের প্রভাব
বিরোধী পক্ষের পক্ষে জনসমাবেশ
লিওপোল্ড, ব্যাভারিয়ার রাজকুমার..;
লেভান্দোভ্স্কি
লিজগুজ
লিবার্তে লা (Liberte la,)
নিবনেক্ট/লিবনেস্ট, কার্ল ব্রেস্টলিটোভ্স্ক আলোচনার উপর উদ্ধৃতি...; তার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি/বিকাশ....;
লিজ
লিপ্পাট
লিথুয়ানিয়া
লিউকেন্স, আলেক্সান্ডার আলেক্সান্দ্রোভিচ
আলেক্সান্দার (পুত্র)
এন্ডগ্রাফ (পুত্র)
লিতভিনভ
লিজা (ট্রটস্কির বোন)
লোব, জার্মানিতে ট্রটস্কির প্রবেশ নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ/প্রচার
লকহার্ট
লখিনত (বেরেব্রভ্স্কি দ্র.)
লমনসভ
লন্ডন, ট্রটস্কির বসবাস ১৯০২ সনে ...;
১৯০৭ সনের দলের কংগ্রেস...;
লুংগুয়ে, জাঁ...;
মার্সেই ঘটনা ....;
লপুখিন, সিনেটর
লোর
লরিয়ট
লুই-১৬
লজভস্কি
লুদেনদর্ফ, জেনারেল

লুগা,
লুগান্স্ক
লুনাচার্স্কি, ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্লবের উপর উক্তি বা উদ্ধৃতি...;
উদ্ধৃতি...;
ট্রটস্কির জনপ্রিয়তার উপর উদ্ধৃতি...;
ট্রটস্কির প্রবন্ধ Vorwaerts এর উপর উদ্ধৃতি
মেনশোভিক এবং পপুলিস্টদের কোয়ালিসনের সুপারিশ...
প্রভিশনাল সরকার কর্তৃক গ্রেফতার
জুলাইয়ের দিনগুলোতে বিবৃতি
মস্কোতে সরকার বদল করার প্রতি বিরোধীতা
ট্রটস্কির উপর অভিমত
লুন্ডক্ভিস্ট, কর্ণেল....
লুক্সেমবুর্গ, বজা
কৌটস্কির সাথে বন্ধুত, তার ম্যাগাজিনে ট্রটস্কির প্রবন্ধ পার্টির ঐক্য সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দ্রব্যাদির উর্ধ্বগতির উপর মন্তব্য
লুজিন
এলভব (লেম্বার্গ)
এলভব (ট্রটস্কির ছদ্মনাম)
লিওভা (লিভস্কা এবং লিওভিক) [ট্রটস্কির পুত্র] আলমা আতায় ট্রটস্কির সঙ্গে গমন
লিয়ুবিমত
ম্যাকডোনাল্ড
ম্যাক
ম্যাচেন
মাদ্রিদ
মাখাইস্কি
মালভি
মাঙ্গলিয়া
মার্খলেভ্স্কি
মার্কিন, নিকলাই জর্জিয়াভিচ
মার্সেই
মার্তভ
মার্ক্স্য, কার্ল
এঙ্গেল্স্-এর সাথে পত্র যোগাযোগ ট্রটস্কি কর্তৃক লেনিনের সাথে তার তুলনা 'হার ভগ্ত' (Herr Vogt)
ম্যাক্স-এঙ্গেল্স ইনস্টিট্যুট
মার্ক্সবাদ, মার্ক্সবাদী
মাসারিক
মাশা
মাশ্কা
মোপাঁসা, দ,
মেয়ার
এমদিভানি, জর্জিয়মামলার ওপর লেনিনের পত্র
মেহরিং, ফ্রাঞ্জ
মেনশেভিক(গণ)
মেনঝিন্সকি-এর সফর ট্রটস্কির কাছে রনাঙ্গনে মেরিহিম
মেটার্নিচ
মেঝলুক
মিয়েল
মিগনেট
মিখাইলভ্স্কি
মিকলিন
মিলিটারি-রেভুলুশনারি কমিটি, অক্টোবর উত্থঅনের দিক-নির্দেশনা/পরিচালনায়
মিলিয়ুকভ, প্রফেসর, 'ট্রটস্কিবাদ' পদটির গ্রন্থকার বুলগেরিয় নিষ্ঠুরতাকে প্রশয় দেয়ার দায়ে ট্রটস্কি তাকে অভিযুক্ত করেন...;
ট্রটস্কিকে কানাডায় আটকে রাখার তার ভূমিকা ট্রটস্কি তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ প্রমাণের দাবী করেন....;
মিল, জন স্টুয়ার্ট
মিলেরান্দ
মিনিন
মিন্স্ক
মিরবাক, কাউন্ট,
মিজকেভিচ
মডার্ন সারকাসের মত জনসভা
মহউইঙ্কেল, ট্রটস্কিকে নরওয়েতে প্রবেশের বিরুদ্ধে সমর্থ করেন
মলকেনবুহর
মলটভ,... পার্টির প্রতি ট্রটস্কির আনুগত্য প্রশ্নে লেনিনের তিরস্কার
মনাত্তে
মনসেরাত
মন্টেইন
মর্গারি
মরিস, কর্ণেল
মস্কো
সরকার বদলি করে আনয়ন
জীবন ধারা...
পেত্রগাদের প্রতি বিরোধীতা
বিরোধীপক্ষের জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ
ম্রাকভস্কি
এম-স্কাই, মঁশিয়ে খারিতোনোভিচ্
তার পুত্র আব্রাম
তার পুত্র ডেভিচ
মুলার, হারমান
মুখিন, আইভান আন্দ্রেয়েভিচ
মিউনিখ
মুরালভ....; তার জীবনী ....;
মুরাভিয়ভ
মুর মান্সক
মুসোলিনি
মুটুস্কা
মুটুজক
নাচালো (যাত্রা শুরু)
নানা
নারোদনায়া ভলিয়া (জনগণের ইচ্ছা দ্র.)
নারোদোভ্লজি
নার্ভা
নাশে শ্লভো (আমাদের বিশ্ব)
ট্রটস্কির লেখনি
মার্তভের সাপে রেষারেষি
নিষেধাজ্ঞার জটিলতা মার্সেই খুনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ যুক্রানিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্বীকার
ন্যাশন দ্য, ট্রটস্কির দেশান্তরের গুরুত্ব নিয়ে মন্তব্য...;
নওয়েন রেডিও স্টেশন
নজর স্তদলিয়া (Nazar stodolya)

নেচায়েত
নেক্রাসভ
নেমেক
নেস্তারেঙ্কো
নিউ রিনিশ জাইতুং (New rheinische zatung)
নিউ জিত (New zeit)
নিউ ইকনমিক পলিসি
নিউ ইয়র্ক/ন্যুয়র্ক...; ব্লাক ফ্রাইডের স্টক ক্রাশ জীবন-যাপন
ন্যুয়র্ক টাইমস্
নিকোলাস-২, জার
নিসেল, জেনারেল, ট্রটস্কির সাথে সংঘাত
নিত জে (Nietzsche)
নিগার্ডলি নাইট, দ্য
নিজ্নি-নবগরোদ
নিকানর, আর্কবিশপ
নিকোলায়েভ
নিনা (ট্রটস্কির মেয়ে), ..; মৃত্যু...;
নরওয়ে
নুলেন্স
নোভাক
নোভায়া ঝিজ্ন দ্য (New life) ১৯০৫
নোভয়া ঝিজ্ন দ্য (১৯০৫)
নবিকভ
নভচের্কস্ক
নবিবাগ
নবি মির, দ্য (নয়া বিশ্ব)
নুরেনবার্গ, হাসে সহ ট্রটস্কির সফর
নিযেচায়েভ
অবদর্স্ক
অক্টোবর ১৭ (৩০)
ওডেসা/অঝেসা
ওকুজ্ঝাভা, মিখাইল, ট্রটস্কির পত্র
ওল্ডেনবুর্গ, ডিউক অবু
ওল্গা (ট্রটস্কির কাজিন)
আলভার টুইস্ট
ওলসেন, সার্জেন্ট
ওসিন্সকি
পেইনলেভ
পেলিওলগ
পরস্কা
পরেস রেনে
প্যারিস
প্যারি কমিয়ুন
পার্ভাস
প্যাস্কাল
পোলিনা পেত্রভ্না
প্যালভস্ক
পিওপ্ল্স উইল, দ্য
পেরেভিয়েরজেভ
পার্ম
স্থায়ী বিপ্লবতত্ত্ব
পেরু (ট্রটস্কির ছদ্মনাম)
পেরুভ্স্কায়া
পিটার স্টুভ ইন পলিটিক্স (ট্রটস্কির)
পিটারহফ
পিটারপল দুর্গ
পেত্রগ্রাদ...; ফিরে আসা...;
জুলাই মাস ...; কর্মিলবির আগ্রাভিযান..; অক্টোবর মাস ...; সরকার বদলি করে নিয়ে যাওয়া ...; শান্তির সম্মানে জনসমাবেশ প্রতিরক্ষা..;
পেত্রভ্স্কি
ফিলাডেলফিয়া
ফিলিপ
পিলমুদ্স্কি ..; ক্যু দ্য তাঁ...;
প্লাতেন, এফ
প্লেখানভ, জর্জ ভেলেন্তিনোভিচ
প্লোয়েস্কি
পোবদনজেন
পোয়েনকেয়ার
পক্রভস্কি
পোল্যান্ড...; পিলসুদস্কির ক্যু দ্য তাঁ..;
পলিটব্যুরো..;যুদ্ধ কমিশারিয়েত থেকে ট্রটস্কির পদত্যাগের উত্তরে ....; ট্রটস্কির বিদেশ সফরের প্রতি মনোভাব
পলিটিকেন দ্য
পোলতাভা
পলিয়াক, আলবার্ট
পপুলিজ্ম, পপুলিস্ট (সোশ্যাল য়েভুলিশনিকদ্র)
পত্রেসভ
“পাওয়ার অব ডার্কনেস (আঁধারের ক্ষমতা)
পজননস্কি...; ট্রটস্কির দেশান্তর অনুসরণ
প্রাগ
প্রাভ্দা, ট্রটস্কি সম্পাদিত ভিয়েনা থেকে ট্রটস্কির চিঠি দিদজের প্রতি লেনিনের একই নাম ব্যবহার নিয়ে
প্রাভ্দা (মস্কো) ফিনল্যান্ডের প্রতি ট্রটস্কির ওয়ার্নিং;
ট্রটস্কিকে নিয়ে বাদেক...;
ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান
প্রাভদা (পেত্রগ্রাদ) জার্মান সাবাসিডি নিয়ে ব্রিটিশদের অভিযোগ..; স্তালিন ও কামেনেভ কর্তৃক সম্পাদিত ট্রটস্কির পেপারের যথাযথ শিরোনাম ।
প্রেদে
প্রিন্স অব ওয়েল্স, দ্য
প্রখর
ম্যাক্সন, সুইজারল্যান্ড
যাবানভ
স্কলুয়েতার
স্কেপেনজার মঁশে ফিলিপ্পাভিচ
সলমনোভ্না, তার স্ত্রী
স্কোয়ানব্যাক সঙ্গে প্রথম বৈঠকে মন্তব্য করেন...;
জেনেভার সফরে মন্তব্য...;
পার্টি বিভাজনে মন্তব্য
গ্রেফতার হওয়া
সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার ওপর মন্তব্য..;
হাতেলদর্ফে থাকাকালে মন্তব্য
হ্যালিফাক্সে শিশুদের সহ গ্রেপ্তার
অক্টোবর মাসের ওপর মন্তব্য

লেনিনের অসুস্থতা নিয়ে...;
পলিটব্যুরোতে ট্রটস্কির লড়াই নিয়ে...;
ককেশাস ভ্রমণ নিয়ে...;
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারণা অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য...;
আলমা আতায় দেশান্তরে মন্তব্য...;
কন্সতান্ত্রিনোপলে ভ্রমণ ভৃত্যন্ত/বিজ্ঞপ্তি...;
সেম্বাত, মার্সেল
সোমিওনভ
সোমিওনভ-টিয়ানশানস্কি
সেরেব্রেভাস্কির বাড়িতে ট্রটস্কি থাকবেন
সেরেব্রাইয়াকভ
সার্জিয়াস গ্র্যান্ড ডিউক
সার্পুকভ
সেরাতি
সিরওঝা (ট্রটস্কির পুত্র)
সেভরেজ
শাহ্
পাসিয়ার
সেক্সপিয়র
সাংহাই
শাতুনভস্কি
শাতুরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র
শ জর্জ বার্নাড
শেনকুর্স্ক
শোসা
শ্রেনস্টেল
শুফার
শ্বিগভস্কি
সাইবেরিয় য়ুনিয়ন
সিভারিং
সিগ্‌জা জাঁ (Sigg Jeam)
সিগ্ন জোহান
সাইকস্কি, ট্রটস্কির মন্তব্য/উক্তি
সিমবার্স্ক
সিমপ্লিসিজিমাস (ট্রটস্কির বচনা)..;
স্কায়ানস্কি, ট্রটস্কির ডেপুটি
স্তালিনের প্রতিশোধ গ্রহণ
স্তালিন ট্রটস্কির সাথে আলোচনা করেন..;
তার মৃত্যু...;
স্কবেলেভ
স্করোপিস-আরোলটখব্স্কি
স্ম্লিভন
স্মেরাল
স্মিল্‌গা
স্মির্নভ, আইভান নিকিটিচ
স্মলেন্সক
স্মল্‌নি...; অক্টোবর মাস....;
লেনিনের কাজ-কর্ম
স্নোডেন মি এবং মিসেস ফিলিপ্‌স এর মস্কোতে
ট্রটস্কির সাথে সাক্ষাত
সোশাল ডেমোক্রেসি, দ্য অস্ট্রিয়ান
সোশাল ডেমোক্রেসি, দ্য ফিনিশ
সোশাল ডেমোক্রেসি, দ্যা জার্মান....;
ট্রটস্কির বই..;
যুদ্ধ শুরু হলেই আত্মসমর্পন...;
সোশাল ডেমোক্রেট, দ্য (ইয়ারকুতস্কের)
সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, দ্যা রাশান..;
চাষীদের সহযোগীতা নিয়ে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা..;
১৯০৭ সনের কংগ্রেস
ভিয়েনায় য়ুনিয়ন কংগ্রেস...;
সোশালিস্ট ইন্টার্নেশনাল, দ্য
সোশালিস্ট পার্টি, দ্য ফ্রেন্ড
সোশালিস্ট পার্টি, দ্য সুইস
সোশালিস্ট পার্টি অব দ্য য়ুনাইটেড স্টেট্‌স, দ্য
সোশালিস্ট রেভ্যুলুশনিস্ট (পপুলিস্ট দ্র.)
সকলভ
সকলভস্কায়া, আলেক্সান্দ্রা এলভবনা
সকলভস্কয়া, গ্রিগরি
সকভনিন
সলভিয়ভ
সফিয়া (ট্রটস্কির আত্মীয়া)
সফিয়া, শহর
সম্নোভস্কি
সস্‌ভা, দ্য
দক্ষিণ আফ্রিকান যুদ্ধ
দক্ষিন রাশান ওয়ার্কাস য়ুনিয়ন
সাউদার্ন ওয়ার্কার, দ্য
সোভিয়েত পিপল্‌স কমিশরিজ, মূল নাম
ট্রটস্কিকে চেয়ারম্যান হিসেবে লেনিনের প্রস্তাব..;
ট্রটস্কির নিয়োগ ফরেএফেয়ার্স
কমিশরি হিসেবে
লেনিনের কাজ
লেনিনের পরিকল্পনা ট্রটস্কিকে তার উত্তরাধীকারী হিসেবে চেয়ারম্যান বানানো
সোভিয়েত পিপল্‌স কমিশরিজ/সোভিয়েতগণ কমিশারি
সোভিয়েত শ্রমিক প্রতিনিধি, প্রথম সেন্টপিটার্সবার্গ সোভিয়েত
শ্রমিক, চাষী এবং সৈনিক প্রতিনিধি, পেত্রগ্রাদ
স্পেন
স্পার্টাবাদী
স্তালিন...;
মেনশেভিকদের সাথে ঐক্য করার সুপারিশ
রাকভস্কির অপছন্দ
বুখারিনের ওপর প্রভাব
জুলাই মাসে নীরবতা অবলম্বন
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন
লেনিনের অ-সমর্থন
‘এক দেশে সমাজতন্ত্র’ এর দার্শনিক শান্তির পক্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব
পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষা
ট্রটস্কির সামরিক পলিসির বিরোধীতা
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
পোলিশ যুদ্ধে স্বাধীন রণকৌশল
লেনিনের সাথে দ্বিমত
লেনিনের অসুস্থতায় নিজের অবস্থান
সংহত করার ষড়যন্ত্র
লেনিনের বিপক্ষে অবস্থান

ট্রটস্কির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে চেষ্টা
ট্রটস্কির সঙ্গে লেনিনের ব্লক গঠন মতাদর্শগত লড়াইয়ের জন্য
লেনিনের 'উইল' আত্মসাৎ
পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি
লেনিনের বিরোধীতা এর প্রতি
ট্রটস্কির মনগলানোর চেষ্টা
ট্রটস্কির অভিমত
অসভ্যতা
লেনিনের মৃত্যুর খরব টেলিগ্রামে ট্রটস্কিকে জানানো
স্কলায়ানস্কির ওপর নিজেই প্রতিশোধ নেন
ট্রটস্কি এবং স্ক্লায়ানস্কির আলোচনা
চিদ্‌জে ট্রটস্কির চিঠির ব্যবহার
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
ত্রয়ীর সাথে মতবিরোধ
তার বিরুদ্ধে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে নিয়ে ট্রটস্কির ব্লক গঠন
ব্রিটিশ ট্রেড-য়ুনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে
কুওমিন্টাংয়ের প্রতি সমর্থন
বিরোধীপক্ষকে পার্টি থেকে বহিস্কার করার জন্য কাজ করেন
'বাম' পলিসি
বুখারিন এবং রাইকভ এর ব্লকে অস্থিতিশীলতা
স্তালিনগ্রাদ (জারিতসিন দ্র.)
স্তামলার
স্তাম্‌পফার
স্তাসভা
স্টকহোম
স্টকহোম কংগ্রেস, দ্য
স্টলিপিন
সেন্ট পিটার্সবাগ (পেত্রগ্রাদ ও লেনিনগ্রাদ দ্র.)
স্ট্রিজমান
স্ট্রাভ
স্ট্রাভ, পিটার
স্টান্ডিস্টস
স্টুটগার্ড কংগ্রেসে
সুখুম
সুমেন্সস, মাদাম
সুপ্রিম অর্থনৈতিক কাউন্সিল, দ্য সোভিয়েত
স্ভার্চকভ
স্ভীয়াস্কো অপারেশন
স্তায়ার্দলভ
স্তায়ার্দলভ (চলবে)
ট্রটস্কির পাশে]
পেত্রগ্রাদ প্রতিরোধ জিনোভিয়েভের সাথে ট্রটস্কি এবং স্তালিনের মধ্যে সালিশ করার চেষ্টা
সুইফ্‌ট, জনাদন
সুইজারল্যান্ড
সাইচেভস্কি, সার্গে আইভানভিচ
সাইমাস্কো
সায়ারমুক্‌স
আলমা আতায় ট্রটস্কিকে অনুসরণ
টি. মিসেস
তাগলিসে রান্ডস (Tagliche Rundschete)
তেইন
তাম্বভ...
প্রদেশে উত্থান
তারাস সেভলিয়োভিচ
তাসখন্দ
তাতিয়ানা, বড়
তাতিয়ানা, ছোট
ত্‌চাইকোভস্কি
তচারকেজভ
টেম্প্‌স, ল
টেনেন্ট উইথ এ ট্রমবোন, এ্যা,
তেরেশ্‌চেনকো
তেসনেক
থালমান
থিওডসিয়া আন্তনত্‌না (জেম্বভস্কি দ্র.)
দেয়ার এণ্ড ব্যাক (ট্রটস্কির লেখা)
আর্মিডর, দ্য
মহড়া
ত্রিশ বছরের যুদ্ধ
তিফ্‌লিস
টাইম্‌স, দ্য
তিয়ুমেন
ত্‌খবজেভ্‌স্কি, কিরিন
টু দ্য স্লান্ডারর্ম (অপবাদকারী) (ট্রটস্কির লেখা)
তব্‌লস্ক
টোকিও
টল, ব্যরণ
টুলস্টম, লিও
টমস্কি
তুলুন
ট্রেড্‌স-য়ুনিয়নগুলোর প্রশ্নে
পরিবহন সংকট
ত্রয়ীর কর্মকান্ড
ভেতরে মতানৈক্য
জারিতসিনে, সামরিক বিরোধীতা
জারসকোয়ে সায়েলো
তুখাচেভস্কি
তুলা
তুর্কিস্তান
তুতসোভিচ, দিমিত্র
তেভার (Tver)
তিয়ান সান পর্বতমালা
জার ম্যাক্সিমিলিয়ান
জেরেতেলি
ট্রটস্কির প্রভাব
ত্‌জায়ুরূপা
য়ুগেট গিসেপ্পিনা
য়ুক্রেইন
ব্রেস্ট-লিটোভ্‌স্ক শান্তি আলোচনায়
য়ুক্রেনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী
উলিয়ানভ্‌, ড. দিমিত্রি (লেনিনের ভাই)
উলিয়ানভ, ভ্লাদিমির ইলিচ (লেনিন দ্র)
উলিয়ানোভা, মারিয়া ইলিনিশ্‌না (লেনিনের বোন)
যুক্তরাষ্ট্র

যুদ্ধের সময় আর্থিক উন্নতি
যুদ্ধে প্রস্তুতি
সোভিয়েতদের সাথে না যুদ্ধ না শান্তি অবস্থা
স্কায়অনস্কি সফর
রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার নেই
আনসশিস্ট
উরাল
উরিজকি
উসভ
উস্ট-কুলন
উস্ট-কুট
ভেইলেন্ট
ভাককার
ভেলিয়েনটিভ
ভেণ্ডারভেল্‌দ
ভার্স্কি
ভেজেতিস
ভার্দুন লড়াই
ভার্খলেন্সক
ভাসাই চুক্তি
ভেত্রভা
ভেত্রভা
ভিয়াত্‌কা
ভিক্টর
ভিয়েনা
ভিকেনতিয়েভ
ভিলুইস্ক
ভাইনিং মার্সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত
ভিতজেস্কো
ভল্গা
ভলদার্স্কি
ভলগদা
ভলিনস্কি
ভরনেজ
ভরনস্কি
ভরশিলভ, ট্রটস্কির সামরিকনীতির বিরোধীতা
ট্রটস্কির দেশান্তরে আনন্দ প্রকাশ
ভরভস্কি
ভিয়াতকা
ওয়ালদেক-রুশো
ওয়ার এণ্ড দ্যা ইন্টার্নেশনাল দ্য (ট্রটস্কির লেখা)
ওয়ারশ, ট্রটস্কির ভ্রমণ...;
সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রাভিযান
ওয়েভ মি. এবং মিসেস সিডনি
প্রিংকিপোতে ট্রটস্কির সঙ্গে সাক্ষাত সফর
ওয়েলস
ওয়েস্টার্প, কাউন্ট
ওয়েস্টামিনিস্টার
ওয়েস্টুড
কি করতে হবে? (লেনিন)
হোয়াইট চ্যাপেল
ওয়াইল্ড অস্কার
উইলহেল্‌স
উইলিয়াম্‌স, মস্কোতে ট্রটস্কির সঙ্গে দেখা
উইলসন, প্রেসিডেন্ট, ট্রটস্কির বইয়ের প্রমাণ তদন্ত করা রুশ সালিশী সম্মেলনের প্রস্তাব
শীত প্রাসাদ,
উইট, কাউন্ট সার্জিযাস
উউ-ওয়অর্কাস ট্রেড ইউনিয়ন
র‍্যাঙ্গেল, ব্যারন
যুদোনিচের পেত্রগ্রাদ অভিমানে অগ্রযাত্রা
যযুরসেংকে
জেবলোটাই
জারুদনি
জারিয়া
জাস্টার
যাসুলিচ ভেরা
যাভাদাই
যায়েতজেভ, আইভান ভাসিলিযোভিচ
জেলেনয় দ্বিতীয়, এডমিরাল
জেমস্তো, দ্য
জেটকিন, ক্লারা
ঝেলিয়াবভ
ঝিতুমির
ঝিতুমিরস্কি ড.
ঝিভোদিয়র
ঝুক্‌ভস্কি
জিগেলম্যান
জিম্মারওয়ালদ সম্মেলন
জিনা (ট্রটস্কির মেয়ে) অসুস্থ
জিনোভিয়েভ..;
মেনশেভিক এবং পপুলিস্টদের সাথে কোয়ালিশন করার সুপারিশ;
বুখারিনের উপর প্রভাব;
মস্কোতে সরকার বদলি করে নেয়ার বিরোধীতা অবিলম্বে শান্তি স্থাপনের দাবী;
পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষা,
ট্রেড য়ুনিয়ন নীতি নিয়ে দশম কংগ্রেসে ট্রটস্কিকে আক্রমন;
ত্রয়ী গঠন;
লেনিনের 'উইলে' তার সম্পর্কে বিবরণ;
দ্বাদশ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্ট তৈরী করার দাবী;
ট্রটস্কির সাথে মতানৈক্য নিয়ে ঝগড়া বাঁধানো, ট্রটস্কির ওপর খোলাখোলি আক্রমণ;
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ;
ত্রয়ীর মধ্যে মতানৈক্য;
ট্রটস্কির সঙ্গে ব্লক গঠন
আশাবাদী;
ব্রিটিশ জেনারেল কাউন্সিল ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ে ট্রটস্কিকে সমর্থন;
স্তালিনের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তুতি;
লেনিনগ্রাদে বিরুদ্ধবাদীদের বিক্ষোভ সমাবেশ
স্তালিনের নিকট আত্মসমর্পন
জ্‌লটেচান্‌স্কি
জোলা
জুরিখ

আমার জীবন: একটি আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা

(My Life- An attempt at an autobiography)

লিও ট্রটস্কির আসল নাম লেভি ড্যাভিডোভিচ ব্রোনস্টেইন। জন্ম নেন ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে। য়ুক্রাইনের এক ধনাঢ্য ইহুদি পরিবারে। বিপ্লবী কর্মকান্ডের জন্য তাকে ১৮৯৮ সনে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। নির্বাসন থেকে পালিয়ে ১৯০২ খৃস্টাব্দে লন্ডনে লেনিনের সাথে যোগ দেন। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাঙ্গনে নিরপেক্ষ থাকেন এবং বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় ফিরেন এবং রাজধানীতে প্রথম সোভিয়েতের (সমাজতান্ত্রিক কাউন্সিল) নেতৃত্ব গ্রহন করেন। তাকে আবারো সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয় এবং আবারো তিনি সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় বিপ্লব শুরু হওয়ার সময় তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে। সেখান থেকে মে মাসে পেত্রগ্রাদে ফিরে আসেন এবং অক্টোবরে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের চেয়ারম্যান হন। পরে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশার (রাজনৈতিক উপদেষ্টা) নিযুক্ত হন। তার বিচক্ষণ যুক্তির কৌশলে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তি স্বাক্ষর প্রলম্বিত হয়।



নিহত ট্রটস্কি

গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাকে যুদ্ধ বিষয়ক কমিশারের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তিনিই লাল বাহিনী (রেড আর্মি) তৈরী করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর, জোসেফ স্তালিন তাঁকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন, ১৯২৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন এবং ১৯২৯ সালে তুরস্কে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে থাকাকালে তিনি রচনা করেন,'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস' (History of the Russian Revolution)। তাঁর বাকী জীবন নির্বাসনে নির্বাসনেই কাটে, কখনো ফ্রান্সে, কখনো নরওয়েতে। শেষ পর্যন্ত স্তালিনের এক দালাল ১৯৪০ সনের আগস্টে তাঁকে মেক্সিকোতে হত্যা করে।

লিও ট্রটস্কির গুপ্তহত্যাকারী

লিও ট্রটস্কির গুপ্তহত্যাকারী জেইম **র‍্যামন মার্কেদার** দেল রিও (০৭ ফেব্রুয়ার ১৯৯৩ – ১৮ অক্টোবর ১৯৭৮)



একজন স্প্যানিশ কম্যুনিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। র‍্যামন মার্কেদার তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম জ্যাক বোয়ার। মূলত তিনি ছিলেন একজন সোভিয়েত গুপ্তচর। তিনি কম্যুনিস্টদের ঘৃনা করতেন। তিনি ১৯৪০ সনে ট্রটস্কিকে মেক্সিকোতে খুন করেন। ট্রটস্কি খুনের দায়ে তিনি ২০ বছর জেল খাটেন। তার অনুপস্থিতিতে জোসেফ স্তালিন তাকে অর্ডার অব লেনিন পদে ভূষিত করেন। ১৯৬১ সনে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মার্কেদারকে 'হিরো অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন' খেতাব দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়।

তথ্যসূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mercader
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Leon_Trotsky)